









# পুরোহিত-সর্বস্ব

ঋক্, যজুঃ, সাম এই বেদত্রয় বিহিত দশকর্মা,  
আদ্ব, ব্রত, নিয়ম, যাগ, যজ্ঞ, প্রতিষ্ঠা,  
দুর্গোৎসব, দীপাবিত্তা, রাস, দোল,  
জগদ্ধাত্রী পূজা, অশ্বরাপার সমস্ত  
পূজা, স্তব, কবচ, ন্যাস, ধ্যান,  
দীক্ষা, চক্র, যন্ত্র, প্রমাণ -  
ইত্যাদি সমস্ত বিষয়  
সংলিখিত গ্রন্থ।

২৮/১নং বিডন রো, দক্ষিণ কলকাতা "শান্তি প্রচার" কার্যালয় হইতে

শ্রীমৎ প্রসন্নকুমার শান্তি ভট্টাচার্য্য

সংলিখিত ও প্রকাশিত।

—o—o—o—

শ্রীমৎ বসন্তকুমার বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য

সংশোধিত।

—\*—

সন ১৩১৩।

মূল্য ৪০ পূজা ২ টাকা মাত্র ৭৩  
১০ পূজা ২০ পূজা ২০ টাকা।

ডাক, মাল্যাদি ১০ টাকা।

কলিকাতা,  
২৮।১ নং বিডন রো, দর্জিপাড়া,  
“শাস্ত্রপ্রচার প্রেসে”  
শ্রীকুলচন্দ্র দে কর্তৃক মুদ্রিত ।

# শ্রীযুক্ত প্রমথকুমার শাস্ত্রীর

প্রকাশিত পুস্তকাবলী ।

১। ব্রহ্মসূত্রসম্বলিতা ব্রহ্ম শ্রীশ্রীচণ্ডী।—অবয়, শ্রীমদ্ গোপাল চক্রবর্তী-  
কৃত তত্ত্ব-প্রকাশিকা নাম্নী বিস্তৃত টীকা, অনুবাদ ও শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি কৃত  
অনুবাদসহ দেবীমুক্তসম্বলিতা। বাঁধাই, মূল্য ৮০ মাণ্ডল ৮০।

২। পকেট শ্রীশ্রীচণ্ডী।—মূল, অবয় (বাখ্যা) ও সরল বঙ্গানুবাদ সম্বলিতা।  
বাঁধাই মূল্য ১/০ মাণ্ডল ১০।

৩। আধ্যাত্মজীবন।—দৈনন্দিন ক্রিয়াপদ্ধতি। মূল্য ১০, বাঁধাই ১৮, মাং ১০।

৪। ব্রহ্ম শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।—(মূল, বিশদ অবয়, শাস্ত্রের ভাষ্য, মধুসূদন  
সরস্বতী ও স্বামিকৃত টীকা ও শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি কৃত বিশদ অনুবাদ  
ও টিপ্পনী এবং গীতামাহাত্ম্য সহিত) বাঁধাই, মূল্য ৩০, মাণ্ডল ১০ আন।

৫। পকেট শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।—মূল, অবয়, প্রাজ্ঞ বঙ্গানুবাদ, টিপ্পনী ও  
গীতামাহাত্ম্যাদি সহ। সোণালী বাঁধাই মূল্য ১/০ মাণ্ডল ১০।

৬। যোগাসমূহ। ছয় খানি যোগগ্রন্থাবঙ্গানুবাদ সহ একত্র। মূল্য ১৮।

৭। ভূর্গোৎসবপঞ্চক।—মূল্য ১, মাণ্ডল ১০।

৮। মণিরত্নমালা ও পরমার্থসার।—(একত্র ছইখানি প্রকাশিত) মূল্য ৮।

৯। শ্রীশ্রীদেবীগীতা।—মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ। মূল্য ৮, বাঁধাই ১০।

১০। ব্রহ্ম শিবগীতা।—টীকা ও অনুবাদসহ। মূল্য ১০, বাঁধাই ১৮।

১১। উপনিষদাবলী —(মুক্তিকোপনিষৎ, গর্ভোপনিষৎ, ব্রহ্মোপনিষৎ,  
সর্বোপনিষৎসার, কৈবল্যোপনিষৎ, ব্রহ্মবিন্দুপনিষৎ শ্রীরামোপনিষৎ, নাদ-  
বিন্দুপনিষৎ, শ্রীরামোপনিষৎ, কঠোপনিষৎ) এই দশখানি পুস্তক একত্র  
প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১৮, মাণ্ডল ৮০।

১২। সাংখ্যবাদ ব্রহ্ম স্তোত্র-কবচ-রত্নমালা। ইহাতে গণেশ হইতে আরম্ভ  
করিয়া প্রত্যেক দেব-দেবীর অতি উপ্যদেয় প্রায় ১৫০ শত স্তোত্র ও কবচ  
সমিষ্ট হইয়াছে। সোণালী বাঁধাই। মূল্য ৮০, মাণ্ডল ৮০।

১৩। সাংখ্যবাদ শাস্ত্রানন্দতরঙ্গিনী। (সংস্কৃত সারসংগ্রহ)। মূল্য ১৮।

১৪। বঙ্গাদিলহ ব্রহ্ম তত্ত্বসার। (বাঁধাই)। এই তত্ত্বসার প্রণয়িতা শ্রীমৎ

কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সংগৃহীত ও ত্রীমৎ প্রসন্নকুমার শাস্ত্রিকর্তৃক অঙ্ক-  
বাদিত ও প্রকাশিত। মূল্য ৬ টাকার স্থলে ৩ টাকা। মাণ্ডল ১০ চারি আনা।

১৫। সান্নুবাদ বহৎ অমরার্থচল্লিকা। বঙ্গান্নুবাদ ও সূচীপত্রসহ অমরসিংহ  
কৃত অমরকোষ অভিধান। মূল্য ১১, মাণ্ডল ৯০।

১৬। শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ।—ভক্ত চুড়ামণি জয়দেব রুত। বিম্বকটীকা  
ও বঙ্গান্নুবাদসহ। মূল্য ১০, মাণ্ডল ১০।

১৭। বঙ্গান্নুবাদসহ শ্রীমদ্রহস্য তন্ত্র। মূল্য ১১, মাণ্ডল ১০ আনা।

১৮। শ্রীকৃষ্ণের লীলাঙ্ক সহস্র নাম। মূল্য ৯০।

১৯। বঙ্গান্নুবাদসহ গুরুগীতা ও ত্রীশুরুগীতা। মূল্য ৯০।

২০। বঙ্গান্নুবাদসহ ভগবতী গীতা। মূল্য ৯০।

২১। গায়ত্রীর সহস্র নাম। মাণ্ডলসহ ৯১০।

২২। কালীর ককারাদি সহস্র নাম। মূল্য ৯০ মাণ্ডল ১০।

২৩। বিষ্ণুর সহস্র নাম। মূল্য ৯০। ২৪। গোপালনহস্র নাম। মূল্য ৯০।

২৫। ভগবতীর সহস্র নাম। মূল্য ৯০। ২৬। শিবসহস্র নাম। মূল্য ১০।

২৭। সত্যনারায়ণের পাঁচালী। মূল্য ৯০।

২৮। কাতন্ত্রধাতুরতি।—মনোরমা টীকা এবং বাতুরূপাবলীসহ কলাপ-  
ব্যাকরণের গণ। সূচীপত্রসহ। মূল্য ১১, মাণ্ডল ৯০ আনা।

২৯। প্রায়শ্চিত্ততন্ত্র। মূল ও গোস্বামীর টীকাসহ। মূল্য ১০০।

৩০। সান্নুবাদ কণ্ঠবিপাক। মূল্য ৯০। ৩১। রাধিকার সহস্র নাম। মূল্য ৯০।

৩২। সান্নুবাদ কৃষ্ণকর্ণামৃত। ভক্তিগ্রন্থ। মূল্য ৮০ আনা।

৩৩। পঞ্চগীতা।—রামগীতা, উত্তরগীতা, শান্তিগীতা, পাণ্ডবগীতা ও  
পরশুরগীতা; এই পাঁচখানি অমূল্যগ্রন্থ বঙ্গান্নুবাদ ও টিপ্পনীসহ একত্র। মূল্য  
১০ পাঁচ আনা, মাণ্ডল ১০ আনা।

৩৪। অন্নদাকল্প তন্ত্র। বঙ্গান্নুবাদসহ। মূল্য ১০ চারি আনা, মাণ্ডল ১০।

৩৫। তারারহস্য তন্ত্র। বঙ্গান্নুবাদসহ। মূল্য ৯০ ছয় আনা।

৩৬। শনির পাঁচালী। মূল্য ১০ আনা।

৩৭। পকেট অমরকোষ অভিধান। মূল্য ১০ আনা। মাণ্ডল ১০।

হি, পি, ডাকে লইলে সর্বত্র সতন্ত্র ১০ এক আনা লাগে।

ঠিকানা—শ্রীমুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী। ২৮১ নং বিডন রো, দক্ষিণপাড়া,  
শান্তনগর কার্যালয়, কলিকাতা।

# উৎসর্গ পত্র।

—:~:—

শেষ তিনিকেতন সতত স্বধর্ম্মানুষ্ঠানপুত-মানস

ভগবদ্বাদানার্পিতাত্ত্বঃকরণ

শ্রীল শ্রীযুক্ত হরদাস আচার্য্য চৌধুরী

মুক্তাগাছা জমিন্দার মহোদয় কর-কমলেশু

মহাত্মন !

আপনি অতুল বিভবের অধীশ্বর হইয়াও নিরন্তর সং-  
ক্রিয়ানুষ্ঠানে অনুরক্ত। জনকাদি নৃপগণ যেমন  
রাজ্যাশ্রমে থাকিয়াও ঋষিলভ্যপরায়ণ, আপনিও  
তেমনি রাজ্যাশ্রমে মুনিব্রতাবলম্বন করিয়া সতত  
ক্রিয়ানুষ্ঠানে উদ্যমশীল, তাই আমার বহু যত্ন  
ও পরিশ্রমের সামগ্রী এই ক্রিয়ানুষ্ঠান-  
পদ্ধতি “সটীক পুরোহিত-সর্কস্ব” গ্রন্থ  
খানি আপনার সুপবিত্র করে অর্পণ  
করিয়া শান্তিলাভ করিলাম ; ইহা  
ক্ষুদ্র হইলেও আপনার বিশিষ্ট  
আদরের হইবে, এই আশায়  
আশ্রয় রহিলাম।

ইতি শকাব্দ

১৮২৮।

চির আশ্রিত—

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী।

২৮।১নং বিডন রো, কলিকাতা।



# ভূমিকা

—:—

• পদ্ধতিকার মহামনা ভবদেবভট্ট সামবেদীয়গণের, মহাত্মা কালেশি ঋগ্বেদীয়গণের এবং পণ্ডিত পশুপতি যজুর্বেদীয়গণের দশকর্ম পদ্ধতি এবং শ্রাদ্ধাদি অনুর্য্য বিষয়ের পদ্ধতি সংকলন করিয়া মানবগণের ক্রিয়ানুষ্ঠান-পন্থা সুপরিষ্কৃত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই সকলের সমস্ত বিহিত ক্রিয়াবলী অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু হুঃখের বিষয় এই যে, কালক্রমে অস্বদেশে সংস্কৃত ভাষার লুপ্তপ্রচার হওয়ায় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত উল্লিখিত পণ্ডিতগণের পদ্ধতি অনেকের নিকটই তুর্কোধ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ক্রিয়ানুষ্ঠান-প্রণালী মাতৃভাষায় বিশদ করিয়া, বুঝাইয়া দিলে, ক্রিয়ানুষ্ঠানগণের বিশেষ সুবিধা হইবে এবং ক্রিয়াকাণ্ডও যথাবিধানে অনুষ্ঠিত হইয়া অনুষ্ঠিতার বিশিষ্ট ফলপ্রদ হইবে; এই চিন্তা করিয়া আমি এক খানি ক্রিয়ানুষ্ঠান-পদ্ধতি সংকলনার্থে বহুদিন যাবৎ চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু নানা বিঘ্ন বাধায় রূতকার্য্য হইতে পারি নাই। আমার “শাস্ত্রপ্রচার কার্যালয়” হইতে নানা প্রকার শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত হইলেও ঐকখানি বিশিষ্ট পদ্ধতি গ্রন্থের প্রকাশ না হওয়ায় আমার শাস্ত্রপ্রচার কার্য্য এত দিন অঙ্গহীন বলিয়া মনে করিয়াছি। সেই অভাব দূরীকরণ-মানসে অতঃ এই “সটীক পুরোহিত-সর্গস্ব” প্রকাশিত হইল। আজ যথাস যাবৎ অবিপ্রাস্ত পরিচরম করিয়া এই গ্রন্থ জনসমাজে প্রকাশ করিলাম।

আমি এই গ্রন্থের সংকলন কার্য্যে ভবদেব, কালেশি এবং পশুপতির দশকর্ম-পদ্ধতি ও শ্রাদ্ধপদ্ধতি এবং অপরাপর পূজা, ব্রত, নিয়ম, প্রতিষ্ঠা ও অগ্ন্যাজ্ঞ এই গ্রন্থনিবিশিষ্ট বিবিধ বিষয়ের সংকলনার্থ নানা প্রকার প্রাচীন সংস্কৃত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছি। এই গ্রন্থে আমার স্বকপোল-কল্পিত কিছুই নাই। আমি মূল পদ্ধতির পাঠ্য মন্ত্যাদি সংশোধনপূর্ব্বক অবিকল তৎসমস্ত ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়া, অনুষ্ঠান-প্রণালী-অংশের বঙ্গানুবাদ করিয়া বিশদভাবে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়াছি।

এই গ্রন্থ পঞ্চকাণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে। ১ম কাণ্ডে ত্রিবেদীয় বিবাহ, চূড়ান



উপনয়নাদি সমস্ত দশকর্ম। ইয় কাণ্ডে বিবিধ বিষয়—অর্থাৎ আচমন হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দু নরনারীর যাহা কিছু কর্তব্য কর্ম তৎসমস্ত এবং দেব-প্রতিষ্ঠা, গঠপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। ৩য় কাণ্ডে সমস্ত দেব-দেবীর গুণাপদ্ধতি, ব্রত, ব্রতকথা ইত্যাদি। চতুর্থকাণ্ডে ত্রিবেদীয় শ্রাদ্ধকাণ্ড এবং পঞ্চমকাণ্ডে বহুবিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ, তিথি, শ্রাদ্ধ ও অশৌচ ব্যবস্থা এবং পরিশিষ্ট অংশ সমস্তই সন্নিবেশিত হইয়াছে। ফল পক্ষে, এই গ্রন্থে পুরোহিত এবং যজমানের জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়ই নিবেশিত করিয়াছি।

এই গ্রন্থ ৭০ হইতে ৮০ ফর্মার মধ্যে সমাপ্ত করিব এই প্রকার সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু বিষয়ের অপরিহার্যতা নিবন্ধন সেই সঙ্কল্প স্থির রাখিতে পারিলাম না। পুস্তকখানি একশত ফর্মার উপরে হইয়াছে, এই কারণেই মুদ্রণকার্যে বিলম্ব ঘটয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থের মুদ্রণবিষয়ে, পরম শুভাশয় শ্রীমৎ বসন্তকুমার বিজ্ঞানিধি আমার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। ইহার কঠোর পরিশ্রমে এবং অহুশীলনে আমি এত শীঘ্র এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমি সর্বান্তঃকরণে ভগবানের নিরুট প্রার্থনা করি, ইনি দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়া সর্ববিষয়ের অহুশীলনদ্বারা আত্মজীবন কৃতার্থ করুন এবং ধর্মপিপাসুর আনন্দ বর্ধন হউন। ইতি ১৩১৩ সন, অগ্রহায়ণ।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী।

# সূচীপত্র ।

—:~:—

## প্রথম কাণ্ড

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
সামবেদীয় দশকর্ম ।		চূড়াকরণ	৪২
সাধারণ কুশণ্ডিকা	১	উপনয়ন	৪৩
প্রকৃত কর্ম	৭	সাবিত্রী চরুহোম	৪৮
বিবাহ কর্ম ( জাতিকর্ম )	১২	সমাবর্তন	৫০
সম্প্রদান	১৩	শালাকর্ম	৫৩
বিবাহহোম	১৯	"	—
লাজহোম	২১	যজুর্বেদীয় দশকর্ম ।	৫৫
সপ্তপদী গমন	২৩	সাধারণ কুশণ্ডিকা	৫৫
পানিগ্রহণ	২৪	উত্তরকুশণ্ডিকা	৫৭
উত্তরবিবাহ	২৫	বিবাহ	৫৮
ভোজনধৃতি হোম	২৭	( বিবাহানন্তর ) কুশণ্ডিকা	৬৩
চতুর্ধীহোম	২৮	চতুর্ধীহোম	৬৮
গর্ভাধান	৩০	গর্ভাধান	৬৯
পুংসবন	৩২	পুংসবন	৭১
সীমন্তোন্নয়ন	৩৩	সীমন্তোন্নয়ন	৭০
শোষ্যস্তী কর্ম	৩৫	শোষ্যস্তী কর্ম	৭২
জাতকর্ম	৩৬	জাতকর্ম	৭৩
নিজ্ঞামণ	৩৭	নামকরণ	৭৪
নামকরণ	৩৮	অন্নপ্রাশন	৭৫
পৌষ্টিক কর্ম	৩৯	চূড়াকরণ	৭৬
অন্নপ্রাশন	৪০	উপনয়ন	৭৮
নৈমিত্তিক খুন্সুর্দ্ধাতিষাণ কর্ম	৪৫	যেদায়ন্ত	৮২
শালাকর্ম	৪৬	সমাবর্তন	৮৫

বিষয়।

পৃষ্ঠা। বিষয়।

পৃষ্ঠা।

## দ্বিতীয় ইহতে চতুর্থকাণ্ড।

## ঋগ্বেদীয় দশকর্ম।

সাধারণ কুণ্ডিকা	৯০	অঙ্গত্বাসে অঙ্গুলি নিয়ম	১৬
বিবাহ	৯৮	অষ্টাঙ্গ প্রণাম	২১
( বিবাহানন্তর ) কুণ্ডিকা	১০২	অর্থ্য	২৬
চতুর্থী হোম	১০৫	অগ্নির নাম	৪৬
চক্রহোম	ঐ	অগ্নির অঙ্গনির্গম	৪৭
ঋতুসংস্কার	ঐ	অবগাহন দ্বান	৮৩
গর্ভাধান	১০৮	অশ্বখরুক্ষে জলদান	৯০
পুংসবন	১০৯	অশ্বখাদি বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা মাহাত্ম্য	১২৯
নবলোভন	১১১	অশ্বখাদি বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা প্রয়োগ	১২৯
সীমন্তোন্নয়ন	১১২	অষ্টাদশোপচার	২৫
জাতকর্ম	১১৩	অভিষেক পদ্ধতি	১৬০
শুশ্রূষানামকরণ	১১৪	অন্নপূর্ণা পূজা প্রয়োগ	১৭৩
প্রকাশ্য নামকরণ	ঐ	অপরাধিতা স্তোত্র	২৩৫
নিজ্জামণ	১১৬	অশুভ শয়ন ব্রত	২৭৮
অন্নপ্রাশন	১১৮	অক্ষয়তৃতীয়া ব্রত	২৮১
চূড়াধারণ	১২০	অন্নচতুর্দশী ব্রত	২৯৯
উপনয়ন	১২২	অন্নসংক্রান্তি ব্রত	৩৬৮
মেধাজর্জন কর্ম	১২৮	অন্ত্যেষ্টি পদ্ধতি	৩৮১
বেদারম্ভ	১২৮	আচমন	৪৫৭
সম্যাকর্জন	১২৯	আবাহন	১
ত্রিবেদীয় বিদ্যারম্ভ	১৩৩	আসনশুদ্ধি	১৬
সামবেদীয় অধিবাস	ঐ	আসনশুদ্ধি	৪
যজুর্বেদীয় অধিবাস	১৩৫	আত্মসমর্পণ	২২
ঋগ্বেদীয় অধিবাস	১৩৬	আরাত্রিক	২৩
প্রথমকাণ্ড সমাপ্ত।		আপহৃদ্ধার স্তোত্র	২৩৮
		আরোগ্য সপ্তমীব্রত	৩০৮
		আমলকী দ্বাদশীব্রত	৩৪৫
		আম্রোকায়াব্রত	৩৭১

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
উপচার দানবিধি	২৫	কালীপূজা পদ্ধতি	১৮৩
উপচারদানে অঙ্গুলী নিয়ম	২৭	কালিকাপুরাণোক্ত	
উমাচতুর্থী ব্রত	২৮৯	চুর্গাপূজা পদ্ধতি	২২৪
উমামহেশ্বর ব্রত	৩৪৯	কুকুটী ব্রত	৬০৩
ঋগ্বেদী স্থাস্তিবাচন	২	কার্তিকের পূজা বিধান	৩৭২
” সংকল্পহৃক্ত	৩	গঙ্গাসাগর স্নান	৮৭
” ষট স্থাপন	৬	গায়ত্রী শাপোক্তার	৬৯
ঋষ্যাঙ্গি ত্রাস	১৫	গায়ত্রী পাঠক্রম	৭৭
ঋগ্বেদী শাস্তি	২৩	গঙ্গাস্নান	৮৫
” গঙ্গাগব্য শোধনমন্ত্র	৫২	গ্রহণস্নান	৮৬
ঋক্ ও যজুর্বেদী যজ্ঞোপবীত-		গঙ্গাপূজা	১৮২
গ্রহি মন্ত্র	৫৫	গঙ্গায় অস্থিক্ষেপণ বিধি	৪৮৫
ঋগ্বেদী সঙ্ক্যাপদ্ধতি	৬৪	ষটস্থাপন	৪
” তর্পণপদ্ধতি	৭৫	চন্দনযাত্রা প্রয়োগ	১৬২
ঋষিপকমী ব্রত	২৯৪	চতুষষ্টিপদ বাস্তব্যাগ প্রয়োগ	১০৯
ঋগ্বেদীয় পার্শ্বশ্রাদ্ধ প্রয়োগ	৫৪৫	চণ্ডীপূজা	২৬২
” অশোচাস্ত দ্বিতীয়দিন-		চন্দন পুষ্পদোলযাত্রা প্রয়োগ	১৬৭
শ্রাদ্ধ প্রয়োগ	৫৫২	জপনিয়ম	১৮
” আভ্যাদয়িকশ্রাদ্ধ প্রয়োগ	৫৫৬	জপসমর্পণ	২০৭
” পুরক পিণ্ডদান	৫৬৪	জপসংখ্যায় ব্যবহৃত ও	
” চতুর্দা শাস্তি	৫৬৫	অব্যবহৃত অব্য	১৯
” ব্রহ্মোৎসর্গ পদ্ধতি	৫৬৬	জলাশয়োৎসর্গ বিধি	১১৭
একত্র বিগ্রহদ্বয়পূজনে প্রত্যবায়	৩৩	জগদ্ধাত্রী পূজা পদ্ধতি	১৮০
একাদশীতিপদ বাস্তব্যাগ	১১৫	জন্মতিথি পূজা প্রয়োগ	১৮৯
কৃষ্ণবিষয়ক সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি	১১	জন্মোষ্টমী ব্রতকাল ব্যবস্থা	৩১৩
কার্তিকমাসীয় প্রাতঃস্নান	৮৬	জন্মোষ্টমী-ব্রত-পূজা বিধি	৩১৪
কৃণোৎসর্গ প্রয়োগ	১২৭	জলসংক্রান্তি ব্রত	৩৭৬
কৌজাগর লক্ষ্মী পূজা পদ্ধতি	১৬০	জাতাপহারিনী পূজা	৪৭৫
কুমারী পূজা প্রয়োগ	১৭৯	জর পূজা	১৩৩

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
তান্ত্রিক শাস্তি	২৫	গ্রাস করিবার ক্রম	১১
তান্ত্রিক হোমের স্থিতি	৪৮	নিষিদ্ধ বাত	৩৫
তান্ত্রিক সংক্ষেপ হোমপদ্ধতি	৪৯	নন্দান্নান	৮৯
তর্পণের সাধারণ ব্যবস্থা	৬৯	নবগ্রহ শাস্তি	৯২
তান্ত্রিক সন্ধ্যা	৭৮	নবম্যাদি কল্পারম্ভ বিধি	২৬১
তান্ত্রিক তর্পণ	৮০	নৈবেদ্য	২৭
তৈলাভ্যঙ্গ প্রণালী	৮২	নিত্যযজ্ঞী ব্রত	৪০৩
তন্ত্রোক্ত পঞ্চপল্লব	৫৩	প্রাণায়াম	১৪
তুলসীচরন প্রণালী	৮৯	পীঠগ্রাস	১৫
ত্রিপুঙ্কর যোগ	৯৬	প্রাণপ্রতিষ্ঠা	১৭
তান্ত্রিক বলিদান	১৭৭	প্রণাম-বিধি	২১
তালনবর্মী ব্রত	৩৪৬	প্রদক্ষিণ	২১
তুলসী ব্রত	৩৯২	পঞ্চাঙ্গ প্রণাম	২১
দশোপচার	২৫	পঞ্চোপচার	২৪
দেবতাভেদে মুদ্রা বিধি	৪৫	পুষ্প ও বিবপত্র দানবিধি	২৬
দ্বাদশদান দ্রব্য	৫৪	পূজার দিকনির্ণয়	৩৩
দশহরা ন্নান	৮৮	পূজায় সাধারণ নিষিদ্ধ দ্রব্য	৩৪
দেবপূজায় বিহিত পুষ্প	১০৮	পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি	৩৪
দেবপ্রতিষ্ঠা	১৩৮	পঞ্চগব্য	৫১
দোলযাত্রা	১৫৬	পঞ্চামৃত	৫২
দেবীপুরাণোক্ত		পঞ্চলগ্ন	৫৩
দুর্গাপূজা বিধি	২৪৪	পঞ্চরত্ন	৫৭
দুর্গোৎসবানন্তর হোম	২৬৬	পঞ্চপল্লব	৫৩
দুর্কষ্টমী ব্রত	৩১৮	পঞ্চবর্ণ শুদ্ধিকা	৫৭
দুর্গাব্রত	৩২৫	পিতৃনমস্কার মন্ত্র	৭৩
দানসংক্রান্তি ব্রত	৩৭৮	পঞ্চমঙ্গল	৭৬
দশমসংক্রান্তি ব্রত	৩৭৯	প্রাতঃস্নান	৮২
দান	১৬	পঞ্চাঙ্গ সন্তায়ন	৯২
দুগ্ধ দীপদান বিধি	২৬	পার্বতী শিবলিঙ্গ পূজাপদ্ধতি	৯৮

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
পুরুষহৃত মন্ত্র	১০৪	বাস্তপূজা বিধান	১৯১
পারমানি হৃত মন্ত্র	১০৭	বৃহন্নদিকেশ্বর পুরাণোক্ত-	
পুষ্পশোধন মন্ত্র	১০৮	ভূগাপূজা বিধি	১৯৩
প্রতিষ্ঠিত দেবতার পুনঃসংস্কার	১৪৩	বিধানসপ্তমী ব্রত	৩০৯
পৌরাণিক বলিদান	২০৭	বীরাষ্টমী ব্রত	৩২৯
প্রশস্তি বন্দন	২৬৪	বুধাষ্টমী ব্রত	৩৩৮
পিপীতকী দ্বাদশী ব্রত	৩৪০	বৈতরণী পূজা	৪০৫
পর্ণনর দাহ	৪৬০	বৈতরণী	৪৫৬
পূরকপিণ্ডদান বিধি	৪৬১	ভূতাপসারণ	৪
ফলসংক্রান্তি ব্রত	৩৮৩	ভূতশুদ্ধি	৯
বিষ্ণুস্মরণ	২	মাবভক্তবলি	৮
বাহুমাতৃকাত্ৰাস	১৩	মাতৃকাত্ৰাস	১১
ব্যাপক ত্ৰাস	১৫	মানসপূজা	১৭
বিসর্জন	২২	মধুপর্ক	২৬
বিশেষার্থ্যস্থাপন ক্রম	১৮	মুদ্রা	৩৬
বহুদেবতার ধ্যান	২৭	মালাসংস্কার	৮১
বহুদেবতার প্রণাম	৩১	মাঘমাসীয় প্রাতঃস্থান	৮৫
বহুদেবতার গায়ত্রী	৩২	মাকরী সপ্তমী স্থান	৮৫
বরণবিধি	৪৪	মঠাদিগৃহপ্রতিষ্ঠা	১৩২
বেদী, স্থণ্ডিল ও কুণ্ডপ্রকরণ	৪৫	মনসা পূজা পদ্ধতি	১৭৬
বহির জিহবার নাম	৪৮	মহিষোৎসর্গ বিধি	২৬৫
ব্রহ্মযজ্ঞ	৭৭	মানচতুর্থী ব্রত	২৯০
ব্রহ্মপুত্র স্থান	৮৭	মাকরী সপ্তমী ব্রত	৩০৭
বিষপত্রচয়ন বিধি	৯০	মদনত্রয়োদশী ব্রত	৩৪৮
বিষ্ণুপাদোদক গ্রহণ ও পান মন্ত্র	৯১	মঙ্গলচতুর্থী ব্রত	৪০২
বিপ্রপাদোদক গ্রাহ্য	ঐ	মঙ্গলবার ব্রত	৪০৩
বিপ্রপাদোদক পানমন্ত্র	ঐ	যজুর্বেদী স্ততিবাচন	২
বাণলিঙ্গে শিবপূজা	১০৪	সংকল্পহৃত	১৩
বিশ্বকর্মা পূজা প্রয়োগ	১১০	স্টম্ভস্থাপন	১৭

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
যজুর্বেদী শাস্তি .	২৪	শয়ন বিধি	১০৮
যোগাজ্ঞ আসন	৩৫	শীতলা ব্রত	৩১০
যজুর্বেদী পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র	৫২	শ্রীরামনবমী ব্রত	৩৩৭
যজ্ঞহুত্র	৫৪	শিবরাত্রি ব্রত	৩৬৮
যজ্ঞোপবীত ধারণ বিধি	৫৫	শনৈশ্চর ব্রত	৩৯৩
যজুর্বেদীয় সন্ধ্যা পদ্ধতি	৬২	ষোড়শোপচার	২৫
যজুর্বেদীয় ও শূদ্রের		ষোড়শ দান দ্রব্য	৫৪
তর্পণ বিধি	৭৩	ষট্ পঞ্চমী ব্রত	২৯১
যমপুঙ্করিণী ব্রত	৬৮৬	ষোড়শ দান প্রয়োগ	৪৬৫
যজুর্বেদীয় চতুর্দশাশ্তি	৪৮৬	ষোড়শ পিণ্ডদান প্রয়োগ	৪৬৮
“ ব্রহ্মোৎসর্গ	৪৮৭	সামবেদী স্থিতিবাচন	২
“ পার্শ্বগপ্রাক্ষহুত্র	৫০১	সংকল্প বিধি	৩
“ পার্শ্বগপ্রাক্ষ বিধি	৫০৩	সামবেদী সংকল্পহুক্ত	৩
“ সাংবৎসরিকৈকোদ্বিষ্ট- প্রাক্ষ বিধি	৫১৩	সামবেদী ঘটস্থাপন	৫
“ সপিত্তীকরণ প্রয়োগ	৫১৮	সামান্যার্থ্য	৭
“ পুরক পিণ্ডদান	৫৩১	সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি	১০
“ জ্যোতিষিক প্রাক্ষপ্রয়োগ	৫৩৩	সংহারমাতৃকান্যাস	১৪
“ চন্দ্রনধেজুদান বিধি	৫৪৩	সামবেদী শাস্তি	২৩
“ আত্মকৈকোদ্বিষ্টপ্রাক্ষ প্রয়োগ	৫৪৪	সামবেদী পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র	৫১
“ মাসিকপ্রাক্ষ বিধি	৫৪৫	সর্কৌষধি	৫৪
রাসোৎসব	১৫০	সামবেদী যজ্ঞোপবীত গ্রন্থি মন্ত্র	৫৫
রথযাত্রা প্রয়োগ	১৬৮	সন্ধ্যায় সামান্য বিধি	৫৬
রস্তাভীয়া ব্রত	২৮৪	সামবেদীয় সন্ধ্যা পদ্ধতি	৫৭
রাধাষ্টমী ব্রত	৩২১	“ তর্পণ পদ্ধতি	৭০
শক্তি ও শৈবমালা	১৯	রানবিধি	৮২
শাস্তিঃসন্তায়ন	২১১	সোপানপ্রতিষ্ঠা প্রয়োগ	১২৮
শ্রীহুক্ত .	১০৫	সামবেদীয় ব্রতপ্রতিষ্ঠা বিধি	১৪৪
শুদ্ধপতিহুক্ত	১০৮	সরস্বতী পূজা পদ্ধতি	১৭২
		সর্বতোভদ্র মণ্ডল	২১১

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
সত্যানারায়ণ পূজা	২৬৭	সামবেদীয় চতুর্দশান্তি	৪৬৩
সত্যানারায়ণের পাঁচালী	২৬৮	„ অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত	৪৬৪
সন্তানদ্বাদশী ব্রত	৩৪৩	„ হেমগন্তুভিনদান	ঐ
সাবিত্রী চতুর্দশী ব্রত	৩৫৩	„ আট্টকোদ্বিষ্ট শ্রাদ্ধ	৪৬৯
সিদ্ধজয়া ব্রত	৩৮৭	„ রঘোৎসর্গ প্রয়োগ	৪৭৩
সোমবার ব্রত	৩৯০	„ চন্দনধেনুদান প্রয়োগ	৪৮৩
সামবেদীয় পার্বণশ্রাদ্ধসূত্র	৪১৫	হোমের কাঠ	৪৫
„ পার্বণশ্রাদ্ধপ্রয়োগ	৪১৭	হোমের অগ্নি	৪৬
„ সাংবৎসরিকৈকোদ্বিষ্ট শ্রাদ্ধ	৪৩৩	হরিতালিকা ব্রত	২৮৫
„ মাসিকৈকোদ্বিষ্ট শ্রাদ্ধ	৪৩৯	হরিমঙ্গল ব্রত	৩৯৭
„ নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ	ঐ	গোগ্রাস	৫৭৫
„ শ্রাদ্ধানুকল্পভোজ্যোৎসর্গ	৪৪৯	উদ্ধাণন	ঐ
„ সপ্তপিতৃকরণ শ্রাদ্ধ	৪৫০	মঘাপিণ্ডদান	৫৩৬
„ পূরকপিণ্ডদানপদ্ধতি	৪৬২		

দ্বিতীয় হইতে ৪র্থ কাণ্ড সমাপ্ত

### পঞ্চমকাণ্ড

অকথ্য চক্র	৮	চন্দ্রমোলিত্রাস	৩৩
অকডম চক্র	১০	ঝুলনযাত্রা	২১
অশৌচ ব্যবস্থা	৫০	তোরণপূজা ও প্রমাণ	৪৫
অন্নপূর্ণা স্তোত্র	৮২	দীক্ষাপদ্ধতি	১
ঋণীধনী চক্র	১১	দীক্ষাগ্রহণে মাস নির্ণয়	১২
ঋগ্বেদী ব্রতপ্রতিষ্ঠা	৬৪	„ বার নির্ণয়	১৩
কুলাকুল চক্র	৩	„ তিথি নির্ণয়	১৩
কুর্শ্বেচক্র	১৮	„ নক্ষত্র নির্ণয়	ঐ
ক্রিয়াবলীর বন্দ	৯২	„ যোগ নির্ণয়	ঐ
গ্রহণপূরশচরণ	২১	„ করণ নির্ণয়	১৪
গয়াপদ্ধতি	৪৮	„ লগ্ন নির্ণয়	ঐ



বিଷୟ ।	ପୃଷ୍ଠା ।	বিଷୟ ।	ପୃଷ୍ଠା ।
ଦୀକ୍ଷାଗ୍ରହଣେ ମନ୍ତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ	୧୫	ସଞ୍ଜୁର୍ଜେନୀ ବ୍ରତପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରୟୋଗ	୩୦
„ স্থାନনিର୍ଣ୍ଣୟ	୧୫	ସ୍ନାନଚକ୍ର	୫
ନକ୍ଷତ୍ରପୁତ୍ରଗ୍ରହଣ ବିଧି	୩୫	କଚିକ୍ଷୁବ	୮୭
ନାନାମାଗର ବିଧି	୫୨	ଆମାତ୍ମୋତ୍ତ	୮୬
ଦାହାଧିକାରୀ, ନିରୂପଣ	୫୫	ନାଧକ୍ଷେର ନାମଗ୍ରହଣପ୍ରଣାଳୀ	୧୨
ଧର୍ମସ୍ତବ ବ୍ରତ	୨୮	ସଂକ୍ଷେପ ଦୀକ୍ଷା ବିଧି	୧୫
ନକ୍ଷତ୍ର ଚକ୍ର	୭	ସୁବଚନୀ ପୂଜାବିଧି	୨୩
ପୁରୁଷଚରଣ	୧୭	ସୁତିକାସ୍ତ୍ରୀ ପୂଜାବିଧି	୨୫
ପିଣ୍ଡଦାନାଧିକାରୀ	୫୫	ସ୍ନାନସାତ୍ରା	୨୭
ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ବ୍ୟବস্থা	୫୫	ସ୍ତ୍ରୀଜାତିର ଦାହାଧିକାରୀ-	
ବିଲକ୍ଷଣା ଅଧ୍ୟାୟାନ ବିଧି	୫୫	ନିରୂପଣ	୫୫
କ୍ଷୟସ୍ତା ସଂଗ୍ରହ	୫୭	ସାମାନ୍ତ ଆତ୍ମକାଳ ବ୍ୟବস্থা	୫୬
ବିବାହବ୍ୟବস্থা	୫୮	ହର୍ଷାଧ୍ୟାୟାନ ବିଧି	୬୭
ବିବିଧ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ	୫୯	ହର୍ଷା ସ୍ତବ	୮୫
ନାତୁ-ସୋଡ଼ଶୀ	୮୧	ହର୍ଷାକବଚ	୮୬

ସ୍ତ୍ରୀପତ୍ର ସମାପ୍ତ

সটীক।

সংখ্য

# পুরোহিত-সৰ্বস্ব ।

## প্রথম কাণ্ড ।

### সামবেদীয় সাধারণ কুশণ্ডিকা ।

সকল আহুতিযুক্ত কণ্ঠেই কুশণ্ডিকা পরিশুদ্ধ অগ্নির আবশ্যক, সুতরাং প্রথমেই কুশণ্ডিকা লিখিত হইতেছে ।

শর্করা ( চাড়া বা খোলা ) অঙ্গার, অস্থি, কেশ ও তুষাদি রহিত, পূর্ব ও উত্তর দিগ্ভাগ কিঞ্চিৎ নিম্ন অথবা নমন, বিতান যুক্ত চারি হস্ত পরিমিত \* চতুষ্কোণ ভূমি গোময় দ্বারা লেপন করিয়া হোমকর্ত্তা স্নানাদি শৌচ-কার্য্য সমাপনানন্তর আচমন করত কুশসহিত আসনে পূর্বমুখ হইয়া উপবেশন-পূর্বক উত্তরদিকে অভ্যক্ষণের জন্ত কুশপুষ্পযুক্ত জলপাত্র স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হাটু মৃত্তিকাতে পাতিত করিয়া অগ্নি স্থাপন পর্য্যন্ত উত্তরাগ্র কুণ্ডোপরি† বামহস্তের প্রাদেশ (১) ভূমিতে স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলীস্থত কুশমূল দ্বারা স্বণ্ডিলের দক্ষিণভাগে নিজের অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ দ্বাদশ আঙ্গুল দীর্ঘ “ঔ রেথেষং পৃথ্বীদেবতাকা পীতবর্ণা” বলিয়া একটা রেখা অঙ্কিত করিয়া, উক্ত রেখাকে পৃথিবী-দেবতা ও পীতবর্ণ চিন্তা করিবে। অনন্তর ঐ রেখার মূলপ্রদেশ হইতে একবিংশ অঙ্গুলী দীর্ঘ “ঔ রেথেষং অগ্নিদেবতাকা লোহিতবর্ণা” এই মন্ত্র দ্বারা উত্তরাভিমুখী একটা রেখা দিয়া তাহাকে অগ্নিদেবতা ও লোহিত বর্ণ চিন্তা করিবে। তৎপরে প্রথম দ্বাদশাঙ্গুল রেখার সাত আঙ্গুল ব্যবধানে একুশ আঙ্গুল রেখার সহিত যুক্ত করিয়া, “ঔ

\* নিজের অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলীর চতুর্ক্ৰিংশতি অঙ্গুলীতে এক হস্ত হয়।

† (১) অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনি অঙ্গুলীর ঔদারীণ পরিমাণকে প্রাদেশ কহে।

রেথেয়ং প্রজাপতিদেবতাকা কৃষ্ণবর্ণা” বলিয়া প্রাদেশ প্রমাণ পূর্বাভিমুখী একটা রেখা পাত করিয়া তাহাকে প্রজাপতি-দেবতা ও কৃষ্ণবর্ণা চিত্তা করিবে। পুনর্ব্বার প্রাদেশ প্রমাণ পূর্বাভিমুখী রেখার সাত অঙ্গুলী ব্যবধানে একবিংশ অঙ্গুলী রেখার সহিত সংযুক্ত করিয়া “ওঁ রেথেয়ং ইন্দ্রদেবতাকা নীলবর্ণা” এই মন্ত্রে প্রাদেশ প্রমাণ পূর্বাভিমুখী একটা রেখা অঙ্কিত করিয়া তাহাকে ইন্দ্র-দেবতা ও নীলবর্ণা চিত্তা করিবে। তৎপর প্রাদেশ প্রমাণ পূর্বাভিমুখী রেখার সাত আঙ্গুল ব্যবধানে একুশ অঙ্গুলী পরিমিত রেখার সহিত যুক্ত করিয়া “ওঁ রেথেয়ং সোমদেবতাকা শুক্লবর্ণা” এই মন্ত্রে পূর্বাভিমুখী একটা রেখা অঙ্কিত করিয়া তাহাকে সোম-দেবতা ও শুক্লবর্ণা চিত্তা করিবে।

অনন্তর বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলী দ্বারা ক্রমান্বয়ে রেখাচ্ছিন্ন উক্ত মূর্ত্তিকা গ্রহণ করিয়া “প্রজাপতিঋষিরনুষ্ঠুপচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা উৎকর-নিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরসন্তঃ পরাবসুঃ।” এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ঈশানকোণে অরুদ্রি (ক) প্রমাণ ব্যবধানে নিক্ষেপ করিবে। তৎপর পূর্ব্বস্থাপিত জল দ্বারা রেখা সমুদয়কে অভ্যক্ষণ করিয়া সন্নিহিত অগ্নি হইতে প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া “প্রজাপতিঋষিরনুষ্ঠুপচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা অগ্নিসংস্কারে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্রবাদমগ্নিঃ প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।” এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক দক্ষিণপশ্চিমকোণে নিক্ষেপ করিবে। পুনর্ব্বার প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া “প্রজাপতিঋষিরনুষ্ঠুপচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা অগ্নিসংস্কারে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূভূবঃ স্বরোম্।” এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক প্রথম কৃত প্রাদেশ প্রমাণ পূর্ব্বমুখী রেখার উপর আত্মাভিমুখ করিয়া অগ্নিসংস্কার করিবে। অনন্তর বামহস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক কৃতাজ্জলি হইয়া পাঠ করিবে, যথা,—“ওঁ ইহৈবায় মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্। ওঁ সর্ব্বতঃ পানিপাদান্তঃ সর্ব্বতোহগ্নিশিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্বকর্ষ্মহু।”

তদনন্তর “ওঁ পিতৃভ্রাতৃকেশাক্ষঃ পীতাজ্জর্জরোহরুণঃ। ভাগস্থঃ সাক্ষহ্রদোহগ্নিঃ সজ্জাতিঃ শক্তিধারকঃ।” এই মন্ত্রে অগ্নির ধ্যান করিয়া “ওঁ অগ্নে ত্বং অমুকনামসি।” (খ) এই প্রকারে অগ্নির নামকরণ করিয়া,

(ক) দক্ষিণ হস্তেব কনুই হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্তেব পরিমাণকে ধরতি বলে।

(খ) ক্রিয়া বিশেষ অগ্নির পৃথক পৃথক নামকরণ করিতে হয়। কোন কাব্যে কি নাম ধরিতে হইবে, তাহা সেই স্থানেই দৃষ্টব্য।

হৃতযুক্ত প্রাদেশ প্রমাণ ঔদ্বয় সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া পরে ব্রহ্মস্থাপন করিবেন। যথা,—সান্নিধ্য বেষ্টনযুক্ত উর্দ্ধমুখ সাগ্রপকাশঃ কুশপত্র নিষ্পিত দর্ভব্রাহ্মণ, অবীত-বেদব্রাহ্মণ, ছত্র, উত্তরীয় বস্ত্র, অথবা কমণ্ডলুকে ব্রহ্মরূপে করনা করিয়া, হোমকর্তা উথিত হইয়া জলপাত্র গ্রহণ করত, সেই জলদ্বারা দ্বারা দিতে দিতে অগ্নির উত্তরাংশ হইতে প্রদক্ষিণক্রমে দক্ষিণদেশে (অগ্নিকোণ সমীপে) আসিয়া অগ্নির অরহি প্রমাণ স্থান ব্যবধানে পূর্বাভিমুখ জলদ্বারা দিয়া সেই জলদ্বারার উপরি-ভাগে ব্রহ্মার আসনের নিমিত্ত কতকগুলি পূর্বাগ্র কুশ বিস্তার করিয়া পশ্চিমাভিমুখে দণ্ডায়মান থাকিবেন। তৎপরে বামহস্তের অনামা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলীর দ্বারা আকৃত কুশ হইতে একগাছি কুশ গ্রহণ করিয়া, “প্রজাপতিঃ বিরতুষ্টপ্ছন্দোহগ্নিদেবতা তগ্নিরসনে বিনিয়োগঃ। ঔ নিরন্তঃ পরাবন্তুঃ।” এই মন্ত্র পাঠ করত দক্ষিণপশ্চিম কোণে নিক্ষেপ করিবেন। তদনন্তর জলস্পর্শপূর্বক দক্ষিণপদ দ্বারা বামপদ আক্রমণ করত উত্তরমুখ হইয়া পূর্বস্থাপিত কুশ জল দ্বারা অভ্যক্ষিত করিয়া ব্রহ্মরূপে কল্পিত ব্রাহ্মণাদিকে সারণ করত “প্রজাপতিঃ বিরতুষ্টপ্ছন্দোহগ্নিদেবতা ব্রহ্মোণবেশনে বিনিয়োগঃ। ঔ আবসোঃ সদনে সীদ।” এই মন্ত্র পাঠপূর্বক কুশরচিত ব্রাহ্মণাদিকে পূর্বাগ্রভাবে স্থাপন করিবে। কোন ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মা করিলে তাঁহাকে উত্তরমুখ করিয়া স্থাপন করিবেন এবং তাঁহার উপর কতকগুলি কুশ দিয়া জল দ্বারা অভ্যক্ষণ করত কুশ ও পুষ্প দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিবেন। (পূর্ব কথিত যে কোন দ্রব্য ব্রহ্মরূপে স্থাপন করিবে, তাহাকেই পূজা করিতে হইবে।) ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মরূপে স্থাপন করিলে ব্রাহ্মণ নিজেই “ঔ সীদামি” এই কথা বলিবেন। পরে হোমকর্তা পূর্বপন্থা অবলম্বন করত প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় আসনে উপবেশনপূর্বক অযজ্ঞীয় বাগ্‌বচন (যথা বাক্য কথন) জন্য মন্ত্র পাঠ করিবেন। যদি প্রজাপকল্পিত ব্রাহ্মণ অযজ্ঞীয় বাক্য বলেন তবে, “প্রজাপতিঃ বিরায়তীচ্ছন্দো বিষ্ণুদেবতা অযজ্ঞীয় বাগ্‌বচননিমিত্ত অপে বিনিয়োগঃ। ঔ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রে ত্রেতা নিদধে পদং সমুদ্রমগ্ন পাংশুলে।” এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। কুশাধি-রচিত ব্রহ্মস্থাপন করিলে হোমকর্তা কৃত ও অকৃত দর্শনাদি ব্রহ্মকাধোর কর্তৃত্ব নিবন্ধন স্বয়ংই উক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন।

‘যে কাৰ্য্যে উদ্দেশে কুশণ্ডিকা করা হইতেছে, যদি সেই কাৰ্য্যে ‘চক্ৰোম’

থাকে, তবে এই সময় চক্ষু পাক করিয়া, তত্পরি সূতাভাষণ দিয়া অগ্নির উত্তরদিকে কুশোপরি স্থাপন করত ভূমি-জপাদি কার্য্য করিবেন । যথা,— অধোমুখ দক্ষিণ হস্তের উপর, অধোমুখ বামহস্ত বিপরীত ভাবে স্থাপনপূর্ব্বক হস্তদ্বয় ভূমিসংলগ্ন করিয়া, এই মন্ত্র একবার পাঠ করিবেন ; যথা,—“পরমেষ্ঠী ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দোহগ্নিদেবতা ভূমিজপে বিনিয়োগঃ । ঐ ইদং ভূমের্তজামহে ইদং ভদ্রং স্তমঙ্গলং । পরা সপত্নান্ বাধ্যস্বাত্তেবাং বিন্দতে ধনম্ ।” যদি রাত্রিতে কুশাণ্ডিকা করিতে হয়, তবে মন্ত্রস্থ ‘ধনং’ শব্দ স্থানে ‘বসু’ এইরূপ পাঠ করিবে । তৎপরে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কতিপয় কুশ গ্রহণ করিয়া অগ্নির উত্তর দিক্ হইতে দক্ষিণাবর্তে চতুর্দিকে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তৃণাদি মার্জ্জনপূর্ব্বক তিনবার স্থান শোধন করিবে । মন্ত্র যথা,—“কোৎস-ঋষিজ্জগীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা পৃষ্ঠস্য বডহস্য বঠেহহন্যগ্নিমারুতে শস্তে পরি-সমূহনে বিনিয়োগঃ । ঐ ইমং স্তোমসর্হতে জাতবেদসে রথমিব সন্মহেমা মনীষয়া ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্ত দংসগ্ৰণে সখে মারিক্ক্ষমা বয়ন্তব ( ১ ) । ঐ ভরামেধ্বং কৃণুবামা হবীংবি তে চিতয়ন্তঃ পর্কণা পর্কণা বয়ং জীবাভবে প্রভরাং সাধরা বিয়োগে সখে মা রিবামা বয়ন্তব ( ২ ) । ঐ শাকেম ত্বাসমিধং সাধরা বিয়ন্তে দেবা হবিরদন্ত্যাহতং ত্বামাদিত্যা মাবহতাং ত্বাশ-

ইমং স্তোমমিত্যাदि ।—ভগতীত্বরমিদং কোৎসঋষিরগ্নিদেবতা পৃষ্ঠস্য বডহস্য বঠেহহন্যগ্নিমারুতে শস্তে পরিসমূহনে বিনিয়োগঃ । তথা চ গৃহং ইমং ভরাম শাকেমতি ত্বান্ সমূহতে । অসার্থঃ,—ইমং স্তোমং স্তবঃ বয়ং সন্মহেমা মহপূজায়াং সম্যক্ পূজোপকরণযুক্তং কুর্মহে । ফির্থং, জাতবেদসে জাতবিদ্যো জাতধনো রাজা তজ্জ্ঞানে বা অগ্নিস্তদর্থং । কিত্বত্য অর্হতে স্তুতিযোগ্যায় কয়া মনীষয়া প্রজয়া রথমিব । সারথিরিত হি বন্ধ্যাং নোহস্মাকং অস্যাগ্নেঃ, সকাশাং প্রসাদাচ্চ ভদ্রা কল্যাণী স্থাবাবহা প্রমতি প্রকৃষ্টা বুজিঃ সংসদি জন-সমাজে জায়তে যয়া বয়মপি স্তোতুং জানীমঃ । তস্মাৎ হে অগ্নে ! তব সখে মিত্রভে স্থিতা বয়ং কেনচিৎ ছরাস্তনা মারিক্ক্ষমা মাং হিস্যামহে । সন্মহেমা মারিক্ক্ষমা ইতি ঋচিভি-ত্যাদি হুত্রেণ দীর্ঘঃ । ( ১ ) । ভরামেধ্বমিত্যাदि ।—তদর্থং ইধ্বং যজ্ঞদাক ভরাম আহরাম হবীংবি চরপ্রভৃটীনি পর্কণা পর্কণি পর্কণি চিতয়ন্তঃ উৎপাদয়ন্তঃ কৃণুবামা সম্পাদয়ামঃ নির্কণাসেনি বাবৎ । তথা চ ঋচিঃ—অমাবস্যায়াং অমাবাস্যোন যজৎ । পৌর্ণমাস্যাং পৌর্ণমাসেনি । কিমর্থং প্রভরাং অতিশয়েন অর্থাৎ সুদীর্ঘকালং জীবাভবে জীবনায় । কিক্-সাধরা বিয়ঃ । ধীরিতি কক্কণো নাম অস্মাভিঃ ক্রিয়মাণানি সাধয় সঞ্চালানি কক্ । অগ্নে সখে । ইত্যাদেঃ পূর্ব্ববদেবার্থঃ । ভরামেতি হগ্রহোর্ভক্ষন্দনীতি ভদ্রং । কৃণুবামা ইতি ঋচিভিত্যাদিনা দীর্ঘঃ । পর্কণা পর্কণা ইতি স্থপাং স্থপ্ ইত্যাদিনা সপ্তমাঃ স্থানে আ । সাধরা ইতি, অন্যেযামপীড়ি দীর্ঘঃ ( ২ ) । শাকেমিত্যাदि,—কে, অগ্নে ! , অস্মাকং

সাথে সম্যে মারিষামা বয়জব ( ৩ ) ।” এই মন্ত্র তিনটীর ধ্যানাদি এক রূপ জানিবে। এই মন্ত্র পাঠ করত মার্জ্জুনকুশসমূহ ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিবে।

তদনন্তর পূর্বাদি প্রত্যেক দিকের জন্য সাতাইশ ( ২৭ ) গাছি হিসাবে ১০৮ গাছি ছিন্নমূল ও সমানাগ্র কুশ সংগ্রহ করিবে। আচ্ছাদনে প্রত্যেক কুশ পূর্বাগ্র থাকিবে এবং পূর্ববর্তী কুশের অগ্রভাগ দ্বারা পরবর্তী কুশের মূলভাগ আচ্ছাদিত থাকিবে। প্রথমতঃ স্থণ্ডিলের পূর্দিকে উত্তরাংশে তিনগাছি পূর্বাগ্রকুশ স্থাপন দ্বারা উপরের কুশের মূলদেশ আচ্ছাদন করিয়া আরো তিনগাছি কুশের মূলদেশের কিঞ্চিৎ উচ্চ স্থানে ভাস্ক্রিয়া ঐ কুশদ্বারা উপরের কুশের মূল আচ্ছাদন করিবে এবং এই কুশের দ্বারা ইহারও মূল আচ্ছাদিত করিবে, পরে পূর্ব কুশাচ্ছাদনের সমশীর্ষক কিঞ্চিৎ দক্ষিণে পূর্ববৎ উচ্চ হইতে অধঃক্রমে অপর নয় গাছি কুশ স্থাপন করিবে। তৎপরে পূর্দিকে দক্ষিণাংশে পূর্বের ন্যায় উচ্চ হইতে অধঃক্রমে অপর নয়গাছি কুশ আস্থত করিবে। এই প্রকারে অগ্নির দক্ষিণ দিকে পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমদিক্ পর্য্যন্ত, পশ্চিমদিকে দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরদিক্ পর্য্যন্ত, এবং উত্তরদিকে পূর্বাঙ্গিক হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমদিক্ পর্য্যন্ত পূর্ব কথিত নিয়মানুসারে কুশ আস্তরণ করিবে।

তৎপর পূর্বাদি দিকক্রমে দশদিকে নিম্ন লিখিত মন্ত্রে আতপ তণ্ডুল বিক্ষিপ্ত করিবে। যথা,—“ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা, ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ওঁ যমায় স্বাহা, ওঁ নৈঋতায় স্বাহা, ওঁ বরুণায় স্বাহা, ওঁ বায়বে স্বাহা, ওঁ কুবেরায় স্বাহা, ওঁ ঈশানায় স্বাহা, ওঁ অনন্তায় স্বাহা, ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা।” অতঃপর খদির ( খয়ের ), পলাশ বা যজ্ঞডুমুর ইহাদিগের অন্যতম প্রাদেশ প্রমাণ বিংশতি কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া তন্মধ্যে দ্ব্যত ধারা দিয়া প্রজাপতিকৈ মনে মনে ধ্যান করিয়া হোতা কিঞ্চিৎ উত্তীর্ণ হইয়া অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিবেন। পরে আস্তরণ কুশ

ধিঃ কৰ্ম্মাণি বুদ্ধীৰ্কা সাধয়া দেবারাধনযোগ্যানি সম্পাদয়। যথা বয়ং ত্বা ত্বাং সমিধং বারি রক্ষিতুং শকেম শক্যাম। তে জয়ি হতং হবির্দেবা ইন্দ্রাদয়োহমস্তি তক্ষয়ন্তি তন্মুখ্যাত্তেঘাং। অতস্ত্বং আদিত্যান্ অদিত্যেঃ পুত্রান্ দেবান্ আত্মং আবাহয়। হি যশাস্তান্ আদিত্যান্ বয়ং উত্সি কাময়ামহে উদ্দেশ্যেহেনেচ্ছাঃ। শাকমেতি লিঙ্যালিঙ্ শিঘ্রাণ্। সমিধমিতি তুমর্থে শকিন্ নৃমুকহনাবিতি কহন। সাধয়া ইতি অস্ত্রেষামপি দৃষ্টতে ইতি দীর্ঘঃ। তে ইতি সপ্তমার্থে বস্তী আদিত্যাং ইতি দীর্ঘাদি চ সমান ইতি মধ্যং। দামিতি মলোপঃ আতোহচনিত্যমিতি অল্পানাসিকং। উষাসীতি বস কাক্তৌ ঐহীজ্যাদীন্যাং সম্প্রসারণঃ। ইদম্ভোমসীতি ইকারান্তা ( ৩ ) ।

হইতে সাগ্রহেই গাছি কুশপত্র গ্রহণ করিয়া তাহা অপর কুশ দ্বারা বেঁধেন করত “প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ। ঔ পবিত্রে হো বৈষ্ণবো।” এই মন্ত্রে প্রাদেশ প্রমাণ পবিত্র নখব্যতিরেকে ছেদন করিয়া এবং “প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রমার্জনে বিনিয়োগঃ। ঔ বিষ্ণুর্মনসা পূতে হঃ।” এই মন্ত্রে অভ্যক্ষণ করিয়া তাহাদি নিশ্চিত পাত্রে উহা (উক্ত পবিত্র) স্থাপন করিয়া তাহাতে হোমার্থ ঘৃত রক্ষা করিবে। তৎপর উক্ত কুশপত্রদ্বয়ের (পবিত্রের) অগ্রভাগ দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা এবং মূলদেশ বামহস্তের অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির দ্বারা গ্রহণ করিয়া অধোমুখ বামহস্তের উপরিভাগ দিয়া বামহস্তের সমভাবে দক্ষিণ হস্ত অধোমুখ করিয়া “প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ আজ্যং দেবতা আজ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ। ঔ দেবস্তা সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিত্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্ত রশ্মিভিঃ স্বাহা।” এই মন্ত্রে কুশপত্র দ্বয়ের মধ্যভাগ দ্বারা ঘৃত আলোড়িত করত অগ্নিতে একবারি আহুতি দিবে এবং উক্ত ঘৃত দ্বারা মঙ্গী ভিন্ন ‘ছইবার আহুতি দিবে। তৎপর উক্ত কুশপত্রদ্বয়কে জলের দ্বারা অভ্যক্ষণ করত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর ঘৃত সহিত পূর্ব সংগৃহীত তাম্রপাত্রকে জল দ্বারা মার্জন, অগ্নির উপর স্থাপন এবং অগ্নি হইতে নামাইয়া উত্তর দিকে মৃত্তিকায় স্থাপন করিবে। ইহাকে আজ্য সংস্কার বলে। এইরূপ তিনবার করিতে হয়। তৎপর অক্ষুণ্ণপর্ক পরিমিত গুল্মবৃক্ষ খদির, পলাশ বা যজ্ঞদ্রুম নিশ্চিত অরহি প্রমাণ শ্রব গ্রহণ করিয়া আজ্য সংস্কারের নিয়মানুসারে তিনবার উহাকে সংস্কার করিবে। ইহাকে শ্রব সংস্কার বলে।

যে স্থলে চক্ৰ হোম আছে, সেই স্থলে অগ্নির পশ্চিমভাগে চক্রস্থালী অবতারণপূর্বক আন্তর্যণ কুশের উপরে প্রথমত আজ্যস্থালী, পরে চক্রস্থালী স্থাপন করিবে। তদনন্তর হোমকর্তা দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিত করিয়া এক অঞ্জলি জলগ্রহণপূর্বক “প্রজাপতিঋষিরদিতিদেবতা উদকাজ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ঔ অদিতে অনুমন্যস্ব।” এই মন্ত্রপাঠ করিয়া অগ্নির দক্ষিণ ভাগে পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত এই অঞ্জলিস্থিত জলদ্বারা দিবে। পুনরপি “প্রজাপতিঋষিরদিতিদেবতা উদকাজ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ঔ অনুমতে অনুমন্যস্ব।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নির পশ্চিম দক্ষিণ ভাগে দক্ষিণ হইতে উত্তর দিক পর্য্যন্ত এবং “প্রজাপতিঋষিঃ সত্ত্বশতী দেবতা উদকাজ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ঔ সত্ত্বশত্যা-

হুমনাস্থ।” এই মন্ত্রে অগ্নির উত্তর ভাগে পশ্চিম হইতে পূর্ব পর্যন্ত অঞ্জলিস্থিত জলের খায়া দিবে। পুনর্বার জল গ্রহণ করিয়া “প্রজাপতিঋষিঃ সবিভা দেবতা অগ্নিপুণ্ড্রাক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেব সবিভঃ প্রমুব যজ্ঞং প্রমুব যজ্ঞপতিং ভগায় দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ কেতপুঃ কেতন্ন পুনাতু বাচস্পতির্বাচনং হৃদতু।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্ত ক্রমে অগ্নির বেঠন করিবে। তদনন্তর হোমকর্ত্তা দক্ষিণ জাহ্নু ভূমি হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্ত উপরে ও বাম হস্ত নীচে রাখিয়া কলপুপ্পযুক্ত কুশমুষ্টি গ্রহণ করিবেন; যদি কাম্য-কর্ম্মার্থ কুশগুণিকা হয়, তবে এই সময়ে এই মন্ত্রটী পাঠ করিবেন।—ওঁ তপশ্চ তেজশ্চ ব্রহ্মা চ ব্রহ্মীশ্চ সত্যঞ্চাশ্রোত্বাশ্চ ত্যাগশ্চ হুতিশ্চ ধর্ম্মশ্চ সত্ত্বঞ্চ বাচ্ চ মনশ্চাত্মা চ ব্রহ্ম চ তানি প্রপদ্যে তানি মম বন্ত। পরে বিরূপাক্ষ মন্ত্র জপ করিবেন। যদি কাম্যকর্ম্মার্থ কুশগুণিকা না হয়, তবে কেবল বিরূপাক্ষ জপই করিবেন। মন্ত্র যথা,—

“পরমেষ্ঠী ঋষী রুদ্ররূপোহগ্নির্দেবতা বিরূপাক্ষজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূভুবঃ স্বরোম্ মহাস্তমাত্মানং প্রপদ্যে বিরূপাক্ষোহসি দস্তাজ্জিস্তস্য তে শয্যা পর্বে গৃহাস্তরীক্ষে বিমিতং হিরণ্ময়ং তদেবানাং হৃদয়ান্যয়শ্চায়ে কুন্তোহস্তঃ সন্নিহিতানি তানি বলভূচ বক্ষতোহপ্রমণী অনিমিষন্তং সত্যং যন্তে ষাদশপুত্রান্তে স্বা সম্বৎসরে সম্বৎসরেণ কামপ্রণে যজ্ঞেন যাজয়িস্ব। পুনব্রহ্মচর্য্য মুপযন্তি ত্বং দেবেষু ব্রাহ্মণেহস্মহং মনুয্যেণ ব্রাহ্মণোঽব ব্রাহ্মণমুপধাবামি জপতং মা মা প্রতিকাপী-জুহ্বন্তং মা মা প্রতিকর্ষোষীঃ কুরুন্তং মা মা প্রতিকর্ষোষীঃ প্রপদ্যে ত্বয়া প্রাপ্ত ইদং কর্ম্ম করিষ্যামি তন্মে রাধ্যতাং তন্মে সমৃদ্ধ্যতাং তন্মে উপপদ্যতাং সমুদ্রো মা বিশ্বব্যচা ব্রহ্মা অহুজানাতু তুথো মা বিশ্ববেদা ব্রহ্মণঃ পুত্রোহনুজানাতু ষাত্রো মা প্রচেতা মৈত্রাবরুণো হনুজানাতু তন্মৈ বিরূপাক্ষায় দস্তাজ্জয়ে সমুদ্রায় বিশ্বব্যচসে তুথায় বিশ্বদেবসে প্রচেতসে সহস্রাক্ষায় ব্রহ্মণঃ পুত্রায় নমঃ।”

এই মন্ত্র জপ করিয়া গৃহীত কুশমুষ্টি হুণ্ডিলের ঈশানকোণে ত্যাগ করিয়া-কল ও পুপ্প ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিবেন।

সামবেদীয় সাধারণ কুশগুণিকা সমাপ্ত ॥ \* ॥

প্রকৃত কর্ম্ম ।

শ্রীগুপ্ত বিধানে কুশগুণিকা করিয়া পরে প্রকৃত কর্ম্ম আরম্ভ করিবে, সন্ধ্যা এখন প্রকৃত কর্ম্ম লিখিত হইতেছে। প্রকৃত কর্ম্ম বলিতে যে ঋষি



করিবার উদ্দেশ্যে হোম আরম্ভ করা হইয়াছে, সেই কৰ্ম্ম—যেমন উপনয়ন, বিবাহ, ব্রত-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি । প্রথমত প্রাদেশ প্রমাণ দ্ব্যতান্ত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহতি হোম করিবে ।

মহাব্যাহতিহোম যথা,—“প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভুঃ স্বাহা । প্রজাপতিঋষিরুক্ষিচ্ছন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভুবঃ স্বাহা । প্রজাপতিঋষিরনুর্কপ্ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ স্বঃ স্বাহা ।” এই তিনটি মন্ত্র দ্বারা তিনবার দ্ব্যতান্ত দিয়া পরে “প্রজাপতিঋষির্হতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা ব্যস্ত-সমস্ত-মহাব্যাহতি-হোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ স্বাহা” । এই মন্ত্রে একবার দ্ব্যতান্ত দিবে ।

প্রকৃত কৰ্ম্মে যদি চক্ৰহোম থাকে, তবে প্রথমে চক্ৰহোম সমাপন করিয়া পরে উক্ত মহাব্যাহতিহোম করিবে ।

তদনন্তর প্রকৃত কৰ্ম্ম সমাপন করিয়া পুনরায় উল্লিখিত মন্ত্রে ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহতি হোম করিবে । তৎপর প্রাদেশপ্রমাণ একটী দ্ব্যতান্ত সমিধ্ অগ্নিতে মন্ত্রভিন্ন আহতি দিয়া শাটায়নহোমাদি বামদেব্যগ্নানান্ত সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম-সাধারণীয় উদীচ্য কৰ্ম্ম করিবে ।

যথা,—সকল পাত্র দক্ষিণ হস্তে লইয়া সঙ্কল করিবে,—

ওঁ অদ্যোত্যাদি অমুক কৰ্ম্মণি যৎকিঞ্চিদৈগুণ্যং জাতং তদ্যোষ-প্রশমনায় শাটায়নহোমমহং কুৰ্ব্বীয় ।

হাত ঘোড় করিয়া বলিবে, “অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি” এইরূপে অগ্নির “বিধু” এই নামকরণপূর্ব্বক অগ্নির ধ্যান করিবে । যথা,—

ওঁ পিতৃভ্রশ্রকেশাঙ্কঃ পীনাঙ্গজঠরোহরুণঃ । ছাগস্থঃ সাক্ষ-সূত্রোহগ্নিঃ সপ্তার্চিঃ শক্তিধারকঃ ॥

এইরূপে অগ্নির ধ্যান করিয়া “বিধুনামাগ্নে ইহা গচ্ছাগচ্ছ” বলিয়া আরাহন করত পূজা করিবে এবং তৎপর অগ্নিতে একটী দ্ব্যতান্ত প্রাদেশ প্রমাণ সমিধ্ অমন্ত্রক আহতি দিয়া পূর্ব্বৎ মহাব্যাহতিহোম করিয়া শাটায়ন-হোমরূপ প্রাশ্চিন্ত-হোম করিবে । যথা,—

“প্রজাপতিঋষিরগ্নিদেবতা প্রাশ্চিন্তহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ পাহি-

নৌহয় এনসে স্বাহা । প্রজাপতিঋষির্কিঙ্কে দেবা দেবতা প্রায়শ্চিত্ত-  
হোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ পাহি নো বিশ্ববেদসে স্বাহা । প্রজাপতিঋষির্কি-  
ঙ্কভাষুর্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ যজ্ঞং পাহি বিভাবসো  
স্বাহা । প্রজাপতিঋষিঃ শতক্রতুর্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ ।  
ওঁ সব্যং পাহি শতক্রতো স্বাহা । প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোহগ্নি-  
র্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ পাহি নোহয় একয়া  
পালাত দ্বিতীয়য়া পাহি গীতিস্তিস্তিহভিক্রজ্ঞাং পতে পাহি চত-  
স্তুতির্কসো স্বাহা । প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নির্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত-  
হোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ পুনরুজ্ঞা নিবর্তস্ব পুনরয় ইষাযুষা পুনর্নঃ  
পাহ্যংহসঃ স্বাহা । প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোহগ্নির্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত-  
হোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ সহজ্ঞা নিবর্তস্বাগ্নে পিনুস্ব ধারয়া বিশ্বপ্স্যা  
বিশ্বতঃ পরি স্বাহা । প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দোহগ্নির্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত-  
হোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ অজ্ঞাতং যদনাজ্ঞাতং যজ্ঞস্য ক্রিয়তে  
মিথঃ । অগ্নে তদস্য কম্পয় হং হি বেথ যথাযথং স্বাহা । প্রজাপতি-  
ঋষিঃ পঙক্তিচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ ।  
ওঁ প্রজাপতে ন হৃদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরিতা বভূব । যৎ-  
কামান্তে জুহুমস্তম্নোহস্ত বয়ং শ্রাম পতম্নো রয়ীণাং স্বাহা ।

তৎপরে প্রায়শ্চিত্ত হোম স্মৃতদ্বারা করিতে হয় । প্রাদেশপ্রমাণ দ্ব্যন্ত  
একটি সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে অজতি দিয়া পূর্ববৎ মহাব্যাহতি হোম  
করিবে । অনন্তর নবগ্রহ হোম করিবে ।

ওঁ আকৃষ্মেন রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যঞ্চ হিরণ্য-  
য়েন সবিতা রথেন দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ স্বাহা । সূর্য্য  
১ । ওঁ আপ্যায়স্ব স মে তু তে বিশ্বতঃ সোমরুক্ষ্যং ভবা বাজন্ত  
সঙ্গথে স্বাহা । চন্দ্র ২ । ওঁ অগ্নির্মুর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা  
অন্নমপাং রেতাংসি জিন্নতি স্বাহা । মঙ্গল ৩ । ওঁ অগ্নে বিবস্ব-  
দুমসশ্চিত্রং রাধোহমর্ত্য আদাপ্তসে জাতবেদো বহা ত্বমাদ্যা দেবা  
ঔষবুধঃ স্বাহা । বুধ ৪ । ওঁ বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন রক্ষোহা  
মিত্রো অপবোধমানঃ প্রতজ্ঞৎ সেনাঃ প্রয়ুগো যুধা জয়ন্নস্বাকমেধ্যবিভা

স্বাহা । বৃহস্পতি ৫ । ওঁ শুক্রস্তেহন্যদ্যজস্তেহন্যদ্বিরূপেহন্যী  
 দ্যোরিবাসি । বিশ্বা হি ময়া অবসি স্বধাবন্ ভদ্রা তে পুষ্মিহ  
 রাতিরস্ত স্বাহা । শুক্র ৬ । ওঁ শম্নো দেবীরভিষ্ঠয়ে শম্নো ভবন্তু  
 পীতয়ে শংযোরভিস্রবন্তু নঃ স্বাহা । শনি ৭ । ওঁ কয়ানশ্চিত্র  
 আভুব দূতী সদারুধঃ সখাকয়া সচিষ্ঠয়া বৃত্তা স্বাহা । রাহু ৮ । ওঁ  
 কেতুং কৃৎনকেতবে পেশো মর্য্যা অপেশাসৌ সমুষন্তি রজায়থা স্বাহা ।  
 কেতু ৯ ।

এইরূপে নবগ্রহের হোম সমাপন করিয়া তৎপর ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের  
 হোম করিবে । যথা,—

ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা । ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা । ওঁ যমায় স্বাহা । ওঁ  
 নৈঋতায় স্বাহা । ওঁ বরুণায় স্বাহা । ওঁ বায়বে স্বাহা । ওঁ কুব্ধে-  
 রায় স্বাহা । ওঁ কৈশানায় স্বাহা । ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা । ওঁ অনন্তায় স্বাহা ।

অতঃপর প্রত্যক্ষদেবতার \* হোম করিয়া একটী ঘৃতাক্ত সমিধ্ মন্ত্রভিন্ন  
 অগ্নিতে আহুতি দিয়া দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিত করিয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ  
 করত নিম্ন মন্ত্রে অগ্নি পর্য্যক্ষণ করিবে । যথা,—

প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা অগ্নিপৰ্য্যুক্ষণে বিনি-  
 যোগঃ । ওঁ দেব সবিতঃ প্রমুখ যজ্ঞং প্রমুখ যজ্ঞপতিং ভগায় দিব্যো  
 গন্ধর্ব্বঃ কেতপূঃ কেতম্নঃ পুনীতু বাচস্পতির্ব্বাচনম্ স্বদতু ।

উপরোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া হস্তস্থিত জলাঞ্জলি দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে অগ্নি  
 বেষ্টন করিয়া পুনরপি জলাঞ্জলি গ্রহণ করত পাঠ করিবে,—

প্রজাপতিঋষিরদিতিদেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ । ওঁ  
 অদিতে অম্মমংস্থাঃ ।

উক্ত মন্ত্রে স্থণ্ডিলের দক্ষিণ ভাগে পশ্চিমাদিক্ হইতে পূর্ব্বাদিক্  
 পর্য্যন্ত গৃহীত জলাঞ্জলি দ্বারা দিবে । পুনরায় জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া  
 পাঠ করিবে,—

প্রজাপতিঋষিরনুমতিদেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ । ওঁ  
 অনুমতে অম্মমংস্থাঃ ।

ওঁ নারায়ণায় স্বাহা । ওঁ লক্ষ্মে স্বাহা । ওঁ সরস্বত্যে স্বাহা । ওঁ লট্যে স্বাহা ।  
 ওঁ হনুমতে স্বাহা । ওঁ কনকায় স্বাহা । ওঁ গজায় স্বাহা ।

উক্ত মন্ত্রে অগ্নির পশ্চিমে দক্ষিণ হইতে উত্তর পর্য্যন্ত গৃহীত জলাঞ্জলি-  
ধারা দিয়া পুনর্বার জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবে,—

প্রজাপতিঋষিঃ সরস্বতী দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ । ওঁ  
সরস্বতাস্বমংস্থাঃ ।

উক্ত মন্ত্রে গৃহীত জলাঞ্জলি দ্বারা অগ্নির উত্তর ভাগে পশ্চিমকোণ হইতে  
পূর্ব পর্য্যন্ত জলধারা দিবে ।

অনন্তর হোতা উত্তান ( চিৎ ) ভাবাপন্ন হস্তদ্বয় দ্বারা মুট করিয়া প্রাদেশ  
প্রমাণ কতিপয় আন্তর্য্য কুশ গ্রহণ করত নিম্ন মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া  
কুশগুলির অগ্র, মধ্য এবং মূলে ঘত লাগাইবে । মন্ত্র,—

প্রজাপতিঋষিঃ সর্ববয়োদেবতা দর্ভতণাভাজ্ঞেনে বিনিয়োগঃ । ওঁ অক্ৰং  
রিহানা ব্যস্ত বয়ঃ ।

অতঃপর ঐ সমুদয় কুশ জলের দ্বারা অভ্যক্ষণ করত নিম্ন মন্ত্র পাঠ  
করিবে । মন্ত্র যথা,—

প্রজাপতিঋষিঃ সিরনুষ্ঠু প্ছন্দো রুদ্রো দেবতা দর্ভজুটিকাহোমে বিনি-  
য়োগঃ । ওঁ যঃ পশুনামধিপতী রুদ্রস্তুষ্টিচরোবৃষা । পশুনস্মাকং মা  
হিংসী রেতদন্তু ভূতং তব স্বাহা ।

পরে কুশগুলি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে । তৎপর পূর্ণার্থ দিবে ।  
যথা,—

“অগ্নে ত্বং মৃডনামাসি” এই বলিয়া অগ্নির নামকরণ করিয়া আবাহন করত  
গন্ধ, মালা, বস্ত্র ও তাম্বূলাদি দ্বারা অগ্নির অর্চনা করিয়া ফলপুষ্পযুক্ত  
ঘৃত কুশিতে লইয়া দণ্ডায়মান হইয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠ পূর্বক আহুতি দিবে ।  
মন্ত্র যথা,—

প্রজাপতিঋষিঃ বিব্রিরাড্ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ইন্দ্রো দেবতা যশস্কামস্ত  
যজনীয়প্রয়োগে বিনিয়োগঃ । ওঁ পূর্ণহোমং যশসে জুহোমি যোহস্মৈ  
জুহোতি বরমস্মৈ দদাতি বরং বৃণে যশসা ভামি লোকে স্বাহা ।

তৎপর ব্রহ্মদক্ষিণার্থ পূর্ণপাত্র উৎসর্গ করিয়া দিবে । যথা,—

• “এতে গুরুপুংসে পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ” এইরূপে গুরুপুংস্  
দ্বারা অর্চনা করিয়া কুশবারিদ্ধারা অভ্যক্ষণ করতঃ “বিষ্ণুরোম তৎসদগ্ন  
অমুর্কে, মাসি, অমুকপক্ষে অমুকপ্তিথো অমুক-কন্দাজভূতহোমকর্ম্মণি বন্দ্য-

কর্ম-প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রাকল্পতোজ্যং ব্রহ্মণে তুভ্যমহং সম্প্রদদামি । এইরূপে দক্ষিণান্ত করিয়া “চতুর্কদনসন্ন্যস্ত-চতুর্কদকুটুস্থিনে । দ্বিজাহ-  
ষ্ঠানসংকর্মসাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ ।” এই মন্ত্র পাঠ করিবে । পরে  
“ও তুমণে সর্বভূতানামন্তঃশরসি পাবকঃ । হবাং বহসি দেবানামতঃ  
শাস্তিং প্রযচ্ছ মে । ও পিত্রাক লোহিতগ্রীব প্রতাংপিংশ্চ হতাশন । সাক্ষী  
ত্বং পুণ্যাপানং ধনঞ্জয় নমোহস্ত তে ।” এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে ।

অনন্তর “ব্রহ্মন্ কমনশ্চ” বলিয়া কুশত্রাক্ষণকে বিসর্জ্ঞান করিবে । অতঃ  
পর “অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ” এই মন্ত্রে অগ্নিকে বিসর্জ্ঞান করত অগ্নির  
ঐশান কোণে ছদ্মাদি নিক্ষেপ করিয়া “ও পৃথি, ত্বং শীতলা ভব” বলিবে ।

তৎপরে ঐশ দ্বারা স্বস্তিকের ঐশান কোণ হইতে ভস্ম গ্রহণ করিয়া  
নিম্নলিখিত স্থান সমূহে নিম্নলিখিত মন্ত্রে তিলক করিবে । মন্ত্র যথা,—

ললাটে ওঁ কশ্যপস্য ত্রায়ুষং । কণ্ঠে ওঁ যমদগ্নেস্বায়ুষং । বাহ্মলে  
ওঁ বদেবানাং ত্রায়ুষং । হৃদয়ে ওঁ তমোহস্ত ত্রায়ুষং ।

অতঃপর পূর্বমুখে উপবেশন করিয়া “মহাবামদেব্য ঞ্জির্কিরাদ্ গায়ত্রী  
ছন্দ ইন্দ্রোদেবতা শাস্তিকর্মণি জপে বিনিয়োগঃ । ওঁ কয়ামশিত্র জাতুব  
দুতি সদা বুধঃ সখা কয়া সচিষ্টবা বুভা । ওঁ কস্তা সত্যো মদানাং মহিষ্টোমৎ-  
সদক্সসঃ দৃঢ়াচিদাক্সে বশু । ওঁ অভীষণঃ সখীনাংবিভা জরিতূণাং ।  
শতং ভবাঃ স্যত্যয়ে । ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রে বুদ্ধগবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ ।  
স্বস্তি ন স্তাক্ষোহরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ওঁ স্বস্তি ওঁ  
‘স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ।’ এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া শাস্তি করিবে । অনন্তর  
দক্ষিণা, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বিষ্ণুস্মরণ করিবে ।

### সামবেদী বিবাহকর্ম । \*

বিবাহ সংস্কারের প্রথমমেই জাতিকন্ম কর্তব্য । সূত্রবাং প্রথমতঃ জাতি-

\* সংসারক্ষেত্রে মানবজীবনের বিবাহ একটী প্রধান সংস্কার । চতুর্কর্ণ বা সঙ্কর  
জাতি সকলেবই ইহাতে অধিকার আছে । বিবাহ আট প্রকার । তন্মধ্যে শাক্তোক্ত এই  
কির্বোধিত বিবাহই সর্ক্বশ্রেষ্ঠ । এই সংস্কারের—পাণিগ্রহণের যে কি মহৎ উদ্দেশ্য, তাহা  
অস্তগুণির মহতঃ ভবি জন্মদগ্নয় করিত পাবিক্সিত বরা মাইক্স পাব । লক্ষ্যবাতলাজ্য  
সর্বপ্রদ প্রদত্ত হইলুনা ।

কৰ্ম কথিত হইতেছে, বধা।—প্রথমতঃ বিবাহদিবসে পিতৃসপিণ্ড বা কোন  
 সূক্তং যুগ, বব, মাঘকলাই ও মহদেব সূক্ষ্মচূর্ণ সমূহ একত্র করিয়া কন্যার  
 শরীরে মাখাইয়া “প্রজাপতির্থাষিঃ প্রস্তাবণ্ডুক্তিহ্নঃ কামো দেবতা  
 জাতিকৰ্ম্মণি কত্বায়াঃ শরীরপ্লাবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ কামদেব তে নাম  
 মদো নামাসি সমানয়ামুং। (‘অমুং’ স্থলে পতির দ্বিতীয়ান্ত নাম উল্লেখ  
 করিবে)। পরে “সুরা তেহভবৎ পরমন্ত্র জন্মাগ্নে তপসো নির্মিতোহসি স্বাহা।”  
 এই মন্ত্র পাঠপূর্বক জলপূর্ণ কলসী দ্বারা কন্যাকে স্নান করাইবে। তৎ-  
 পরে “প্রজাপতির্থাষির্থাষো জ্যোতিজ্জগতীহ্ন উপস্থরূপঃ কামো দেবতা  
 জাতিকৰ্ম্মণি কত্বায়া উপস্থপ্লাবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমন্ত উপস্থং মধুনা  
 সংসৃজামি প্রজাপতেষু ধুমতদ্বিতীয়ং। তেন পুংসোহভিভবসি সর্কানবশান্  
 বশিন্যসি রাজ্ঞী স্বাহা।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ জল কস্তার মন্তকে  
 দিয়া ক্রোড়দেশে প্রচুর জল দিবে। যেন তদ্বারা কস্তার উপস্থ দেশ  
 প্রাবিত হয়। তদনন্তর পুনরবার “প্রজাপতির্থাষির্থাষো জ্যোতিজ্জিষ্টপু-  
 ছন্দ উপস্থরূপঃ কামো দেবতা জাতিকৰ্ম্মণি কন্যায় উপস্থপ্লাবনে বিনিয়োগঃ।  
 ওঁ অগ্নিঃ ক্রবাদমকুণ্ণু গৃহাণাঃ স্ত্রীণামুপস্থমৃষয়ঃ পুরাণাতেনাজ্যমকুষং ত্রৈশৃকং  
 ত্বাষ্ট্রং ত্বমি তদধাতু স্বাহা।” এই মন্ত্র দ্বারা পূর্ববৎ কিঞ্চিৎ জল মন্তকে  
 দিয়া ক্রোড়ে বহুতর জল দিবে। একরূপ ভাবে জল দিবে, যেন তদ্বারা  
 উপস্থদেশ প্রাবিত হয়।

জাতিকৰ্ম্ম সমাপ্ত।

সম্প্রদান।

বিবাহদিবসে সম্প্রদাতা নিত্যক্রিয়াসমাপন পূর্বক বুদ্ধি প্রাক্ক (প্রাক্ক  
 প্রকরণ দেখ) করিয়া শুভলগ্নে সম্প্রদান শালায় উত্তরদিকে স্ত্রীগৰ্ভী বস্ত্রন  
 করত বিষ্টরাদি সজ্জিত করিয়া পশ্চিমাভিমুখে উপবেশন করিবেন। \*

পরে বর সমাগত হইলে দাতা হইবার আচমন করত কুশহস্তে “ওঁ  
 তদ্বিকোঃ পরমং পদং সদা পশুস্তি, সুরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাত্তম্।” এই মন্ত্র  
 পাঠ করিবেন।

\* দেশভেদে সম্প্রদাতার ও বরের বসিবার নিয়ম স্বতন্ত্র।, বাংলার দেশে বেকাণ ব্যবহার  
 অর্থে, তিনি তাহাই কবিবেন।

অনন্তর গণেশাদি দেবতাগণকে গন্ধপুষ্প প্রদান করিবেন, যথা—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণপতয়ে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদিনবগ্রহৈভো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিবাদিপঞ্চদেবতাভো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদি-দশদিক্‌পালেভো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ ।

অতঃপর সম্প্রদাতা আতপ তগুল হইয়া বলিবেন, “ওঁ কর্তব্যোহগ্নিন্ শুভবিবাহকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাং ভবন্তোহধিক্রবন্ত ।” তৎপর জামাতা, (অত্র কার্ঘ্যে ব্রাহ্মণগণ) তিনবার “ওঁ পুণ্যাং, ওঁ পুণ্যাং, ওঁ পুণ্যাং । এইরূপ বলিলেন । পুনরায় দাতা বলিবেন—“ওঁ কর্তব্যোহগ্নিন্ শুভবিবাহকর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তোহধিক্রবন্ত ।” পরে বর পূর্ব্ববৎ “ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি” বলিবেন । পরে সংপ্রদাতা, বলিবেন, “ওঁ কর্তব্যোহগ্নিন্ শুভবিবাহকর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিঃ ভবন্তোহধিক্রবন্ত ।।” তৎপর বর পূর্ব্ববৎ বলিবেন, ওঁ ঋদ্ধ্যতাং ওঁ ঋদ্ধ্যতাং ওঁ ঋদ্ধ্যতাং ।।

তৎনন্তর কতাদাতা স্ববেদোক্ত স্বস্তিবাচন \* করত “ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যো ভূতাহঃক্ষপা । পবনো দিক্‌পতিভূমি রাক্ষাশং খচরামরাঃ । ব্রাহ্মণ শাসনমাস্ত্রায় কলধ্বমিহ সন্নিধিং ।” এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক বিষ্ণুস্মরণ করিয়া বরের দিকে দৃষ্টিপাত করত কৃতাজলি হইয়া বলিবেন, “ওঁ সাধু ভবানাতাং” বর—“ওঁ সাধুহমাসে” বলিবেন । দাতা—“ওঁ অচ্চরিয়ামো ভবন্তঃ ।” বলিলে, বর “ওঁ অচ্চর্য্য” বলিবেন । পরে দাতা আচারালুসারে জামাতার হস্তে গন্ধপুষ্প, অঙ্গুরীয়ক, যজ্ঞোপবীত ও বস্ত্র ‘এতানি গন্ধপুষ্পযজ্ঞোপবিতাষিতবাসাংসি বরায় নমঃ’ বলিয়া দিবেন, জামাতা “ওঁ স্বস্তি” বলিয়া গ্রহণ করিবেন । বরকে এই সময়ে যজ্ঞোপবীতটী ও নতন বস্ত্র পরিধান করাইবে ।

অনন্তর দাতা কিঞ্চিৎ আতপ তগুল হইয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা বরের দক্ষিণজানু স্পর্শ করিয়া “বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্তে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপোল্লঃ অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্ম্মণঃ পোল্লঃ অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুংলং, অমুকগোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ ত্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ বরং অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপোল্লীং অমুক-

গোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ পৌত্রীং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং ত্রীযতীং অমুকীদেবীং শুভবিবাহেন দাতুমেভিঃ পান্যাদিভিরভ্যর্চ্য বরহেন ভবন্তমহং বুণে” এইরূপ বাক্য করিবেন। বর—ও “বৃতোহস্মি” বলিবেন। সম্প্রদাতা—ও “যথাবিহিতং বিবাহকৰ্ম কুরু।” বলিবেন। জামাতা—ও “যথাজ্ঞানং কব্রবাণি, ইহা বলিবেন।

অনন্তর দাতা সম্প্রদান স্থলের উত্তরভাগে একটি খেলু সৰ্বদ্ব রাধিয়া পশ্চিমাভিমুখে উপবেশন করিবেন। পরে কুলবধূগণ বরকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া স্ত্রী-আচার করিবেন এবং সেই স্থানে অথবা সম্প্রদানস্থানে বরকন্ঠার পরস্পর মুখদর্শন ও দণ্ডায়মান বরের সম্মুখে কন্যাকে বসাইবেন।

পরে সম্প্রদাতা এই মন্ত্র পাঠ করিবেন।—

“প্রজাপতিৰ্বিৱহুষ্ঠু প্ছন্দোহহনীয়া গোদেবতা গবোপস্থাপনে বিনি-  
য়োগঃ। ওঁ অহঁনাঃ পুত্রবাসনা ধেনুরভবদ্ য মে সা নঃ পশুস্বতী হুহা  
মুত্তরামুত্তরাং সমাম্।” পরে জামাতা আপন আসনে বসিবার জন্য নিম্ন  
লিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন, “প্রজাপতিৰ্বিৱ্গীয়ত্রীচ্ছন্দো বিৱাড্ দেবতা উপবিশ-  
দর্হণীয়জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদমহমিমাং পত্ন্যাং বিৱাজমম্বাদ্যাদ্যাধিতিষ্ঠামি”।  
এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আসনে উপবেশন করিবেন।

পরে সম্প্রদানকারী একটি বিষ্টর \* গ্রহণ করিয়া, ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো  
বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্ণতাং” বলিয়া জামাতার হস্তে প্রত্যর্পণ করিবেন এবং জামাতা  
“ওঁ বিষ্টরং প্রতিগৃহ্ণামি” বলিয়া বিষ্টর গ্রহণ করিবেন এবং “প্রজাপতিৰ্বি-  
ৱহুষ্ঠু প্ছন্দ ওষধো দেবতা বিষ্টরস্যাসনদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ যা ওষধিঃ  
সোমরাজ্ঞীৰ্বহীঃ শতবিচক্ষণান্তামহমশ্মিন্নাসনেহচ্ছিদ্রাঃ শৰ্ম যচ্ছত। “এই মন্ত্র  
পাঠ করিয়া জামাতা আপনার নিজ আসনে উত্তরাগ্র করিয়া বিষ্টর রাধিয়া  
তদুপরি উপবেশন করিবেন। পরে সম্প্রদাতা আর একটি বিষ্টর লইয়া  
পুনর্বার বলিবেন,—“ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্ণতাং এবং  
পূর্ববৎ জামাতা বিষ্টর গ্রহণ করিয়া বলিবেন,—“ওঁ বিষ্টরং প্রতিগৃহ্ণামি”  
এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জামাতা উভয় পদতলে উত্তরাগ্র বিষ্টর অর্পণ  
করিবেন। মন্ত্র যথা, প্রজাপতিৰ্বিৱহুষ্ঠু প্ছন্দ ওষধো দেবতা বিষ্টরস্য  
পাদয়োৱধস্তাদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ যা ওষধিঃ সোমরাজ্ঞীবেষ্টিতাঃ  
পুথিবীমনু তা মহমশ্মিন্ পাদয়োৱচ্ছিদ্রাঃ শৰ্ম যচ্ছত”। পরে দাতা

\* সাত্র পঞ্চবিংশতি কুশপত্র দ্বাৰা বায়ুগণ্ডে অথোমুখ ক্রমে দুইবার বেটন করিবে।



কুশীতে জল লইয়া বলিবেন,—“ওঁ পাত্মাঃ পাত্মাঃ পাত্মাঃ প্রতিগৃহ্যতাং” জামাতা সেই কুশী গ্রহণ করিয়া বলিবেন “ওঁ পাত্মাঃ প্রতিগৃহ্ণামি” এবং কুশী ভূমিতে স্থাপন করিয়া দর্শনপূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন ।

“প্রজাপতিঞ্চ বির্কিরাদ্ গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতাঃ পাদপ্রকালনার্থো-  
দকবীক্ষণে বিনিয়োগঃ । ওঁ যতো দেবীঃ প্রতিপশ্চাম্যাপস্ততো মা ঋকিরা-  
গচ্ছতু ॥

পরে জামাতা ঐ জল হইতে অঞ্জলি করিয়া জল লইয়া—

“প্রজাপতিঞ্চ বির্কিরাদ্ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীর্দেবতা সব্যাপাদপ্রকালনে বিনিয়োগঃ ।  
ওঁ সব্যং পাদমবনেনিজেহস্মিন্ রাষ্ট্রে শ্রিয়ং দধে” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া  
গৃহীত জলাঞ্জলি বামপদে দিবেন ।

পুনরায় এক অঞ্জলি জল লইয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণপাদে  
প্রদান করিবেন, মন্ত্র যথা,—

“প্রজাপতিঞ্চ বির্কিরাদ্ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীর্দেবতা দক্ষিণপাদপ্রকালনে বিনি-  
য়োগঃ । ওঁ দক্ষিণং পাদমবনেনিজেহস্মিন্ রাষ্ট্রে শ্রিয়মাবেশয়ামি” ।

পুনরপি এক অঞ্জলি জল লইয়া “প্রজাপতিঞ্চ বির্কিরাদ্ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ  
শ্রীর্দেবতা উভয়পাদপ্রকালনে বিনিয়োগঃ । ওঁ পূর্বমন্ত্ৰ মপরমন্ত্ৰ মুভৌ পাদাব-  
বনেনিজে রাষ্ট্রস্তর্ক্যা অভয়স্তাবরুক্ষ্যে ॥” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উভয় পদে  
প্রদান করিবে ।

তদনন্তর দাতা দূর্বা ও আতপ তণ্ডুল যুক্ত অর্ঘ্য তাত্রপাত্রে বা  
‘শাখে লইয়া,—“ওঁ অর্ঘ্যমর্ঘ্যমর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাং ॥” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া,  
জামাতাকে দিবেন এবং জামাতা “ওঁ অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্ণামি” বলিয়া অর্ঘ্য  
গ্রহণ করত “প্রজাপতিঞ্চ বির্কিরাদ্ দেবতা অর্ঘ্যপ্রতিগ্রহণে বিনিয়োগঃ । ওঁ  
অন্নস্ত রাষ্ট্রী রসি রাষ্ট্রীস্তে ভূয়সং” এই মন্ত্রে গৃহীত অর্ঘ্য আপনার মস্তকে  
দিবেন ।

পরে কতাদাতা পুনর্বার জলপাত্র লইয়া—“ওঁ আচমনীয়মাচমনীয়মা-  
চমনীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জামাতার হস্তে দিবেন ।  
জামাতা,—“ওঁ আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্ণামি” বলিয়া উহা গ্রহণ করত নিম্ন-  
লিখিত মন্ত্র পড়িবেন,—“প্রজাপতিঞ্চ বিরাচমনীয়ং দেবতা আচমনীয়মাচমনে  
বিনিয়োগঃ । ওঁ যুশ্শংসি যশো যুয়ি ধেহি” ॥

এই মন্ত্র পাঠ করত উত্তরমুখ হইয়া ঐ জল দ্বারা আচমন করিবেন ।

- পরে দাতা কাংক্ষপাত্রে মধুপৰ্ক \* গ্রহণ করিয়া তাহা পাত্ৰান্তর দ্বারা আচ্ছাদন করত “ওঁ মধুপৰ্কো মধুপৰ্কো মধুপৰ্কঃ প্রতিগৃহতাং” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জামাতাকে মধুপৰ্ক অৰ্পণ করিবেন। জামাতা “ওঁ মধুপৰ্কঃ প্রতিগৃহ্নামি।” বলিয়া মধুপৰ্ক গ্রহণপূৰ্বক, “প্রজাপতিঋষির্মধুপৰ্কো দেবতা অর্হনীয়মধুপৰ্কগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যশসো যশোহসি” এই মন্ত্র পড়িয়া
- জামাতা গৃহীত মধুপৰ্ক ভূমিতে স্থাপন করত “প্রজাপতিঋষির্মধুপৰ্কো দেবতা অর্হনীয়মধুপৰ্কপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যশসো ভক্ষ্যোহসি মহসো ভক্ষ্যোহসি ক্রীর্ভক্ষ্যোহসি শ্রিয়ং ময়ি ধেহি” এই মন্ত্রে তিনবার মধুপৰ্ক আশ্রাণ করিয়া অমন্ত্রক একবার আশ্রাণ করিবেন। অনন্তর গোবোচনা কুঙ্কুমাদি মাঙ্গলিক দ্রব্য লিপ্ত বরের দক্ষিণহস্তের উপর পূর্ববৎ মাঙ্গলিক দ্রব্য লিপ্ত কন্ঠার দক্ষিণহস্ত স্থাপন করিয়া পতিপুলবতী মোভাগ্যাশালিনী রমণী উলু- (জোকায়) ধ্বনি করত “ওঁ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ চন্দ্রার্কাবশ্বিনাবুভৌ। তে ভবা গ্রহিণিলয়ং দবতাং শাশ্বতীঃ সুমাঃ।” এই মন্ত্রে কুশধারা উভয়ের হস্ত এক যোগে বন্ধন করিয়া ঘটের উপর স্থাপন করিবে।

পরে সম্পদাতা কুশ, তিল, তুলসী ও পুষ্পযুক্ত জল পাত্ৰ গ্রহণ করিয়া বামহস্তে কন্যাকে ধারণ করত অচ্চনা করিবেন। যথা,—“এতে গন্ধপুষ্পে সবস্ত্রালঙ্কারায়ৈ কন্ঠায়ৈ নমঃ” এই বাক্য দ্বারা তিনবার কন্যার উপরে স্নানের ছিটা দিয়া পরে “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতদধিপত্যয়ে প্রজাপত্যয়ে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্পদানায় বরায় নমঃ” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অচ্চনা করিবেন।

তৎপর দাতা পূর্বপাত্ৰস্থ জল দ্বারা অভ্যক্ষণ করিয়া দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীর দ্বারা কন্ঠাকে স্পর্শ করিয়া বামহস্ত দ্বারা কন্যাকে ধারণ করত দক্ষিণহস্ত কোশার মধ্যে স্থাপনপূর্বক “বিষ্ণুরোম তৎসদোমদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্বরে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা \* শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ” এই পর্য্যন্ত একবার মাত্র বলিয়া পরে “অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায়, অমুকগোত্রস্য

\* ষত্, মধু ও দধি এই তিন দ্রব্যের একত্র মিশ্রণকেই মধুপৰ্ক কয়।

\* কন্ঠার পিতা বা মাতার নাম। প্রতিনিধি ব্যক্তি দান করিলে “দেবশর্ম্মা” হলে অমুকদেবশর্ম্মণঃ, মাতা নিজে দান করিলে অমুকদেবশর্ম্মা স্থানে শ্রীঅমুকদেবী এই রূপ বলিবেন। অথবা মাতার বিষ্ণুপ্রীতিার্থ দান হইলে প্রতিনিধি ব্যক্তি দেবী হইলে দেব্যাঃ বলিবেন।

অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ পৌত্রায় অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুক-  
দেবশৰ্মণঃ পুত্রায়, অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকদেবশৰ্মণে বরায় ।”  
এইরূপে বরপক্ষের তিন পুরুষের নাম দুইবার উল্লেখ করিয়া তৃতীয়বারে  
পূৰ্ব্ববৎ নামাদি উল্লেখ করিয়া “দেবশৰ্মণে বরায়” এ কথা পর “অৰ্চি-  
তায় তুভ্যং” এই কথা বলিবেন ।

অতঃপর অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুক-  
গোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ পৌত্রীং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য  
অমুকদেবশৰ্মণঃ পৌত্রীং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ  
পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীঅমুকদেবীং এই ক্রমে, কথাপক্ষের  
নাম তিনবার পাঠ করিবে ।

এইরূপে উভয়পক্ষের নাম তিনবার বলা হইলে, এনাং সবস্তাং সাল-  
কারাং প্রজাপতিদেবতাকাং কন্যাং অহং সম্প্রদদে ।”

এই বলিয়া দাতা বর-কন্যার হস্তদ্বয়ে উপর ত্রিপত্র ও তিলসংযুক্ত  
জল দিবেন ।

‘পরে বর—“ও স্বস্তি” বলিয়া একবার গায়ত্রী পাঠপূৰ্বক “ও  
কন্যেয়ং প্রজাপতিদেবতাকা” ইহা বলিয়া কামস্ততি পাঠ করিবেন । যথা—

“ও ক ইদং কন্যা আদাং কামঃ কামায়াদাং কামো দাতা কামঃ  
প্রতিগ্রহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশং কামেন ত্বা প্রতিষ্ঠাং প্রতিগৃহ্ণামি কামৈতত্তে ॥”

পরে দাতা নিম্ন লিখিতক্রমে বাক্য করিয়া দক্ষিণা করিবেন । যথা—  
জ্ঞেত্যাদি কৰ্ত্তেতৎসবস্তালঙ্কারকন্যাসম্প্রদানকৰ্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামেতৎ  
কাকনং তমূল্যং বা শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অগ্নিদৈবতং বা অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায়  
শ্রীঅমুকদেবশৰ্মণে বরায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে” ।

অনন্তর জামাতা,—“ও স্বস্তি ।” বলিয়া দক্ষিণা গ্রহণ করিবেন । এই  
সময় দাতা ঘোঁতুক দ্রব্যাদি জামাতাকে উৎসর্গ করিয়া দিবে । পরে  
কোন পতিপূজবতী স্ত্রী দম্পতীর বস্ত্রবয়ের অগ্রভাগ একত্র করিয়া একটী  
গাঁইট বাধিয়া দিবেন । পরে দাতা কুশগ্রন্থি খুলিয়া দিবেন, এবং  
ভক্তীর দক্ষিণে কন্যাকে উপবেশন করাইবেন, এবং এই সময়  
বর কন্যাকে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া পরস্পরের মুখদর্শন করাইবেন ।  
তৎপরে নাপিত “গোঁগোঁঃ” শব্দ উচ্চারণ করিলে, বর নিম্নলিখিত মন্ত্র  
পাঠ করিবেন ।

প্রজাপতিঃ বিশ্বহতীচ্ছন্দো গৌর্দেবতা পূর্ববক্তগোমোক্ষণে বিনিয়োগঃ ।  
 ওঁ মুঞ্চ গাং বরুণপাশাদ্বিস্তং মেহভিধেহি তং জহমুয্য চোভয়োক্ষংস্বজ  
 গামতু তৃণানি পিবতুদকং ॥ পরে নাগিত ধেনুর বন্ধন খুলিয়া দিলে জামাতা  
 পুনর্ব্বার—প্রজাপতিঃ বিশ্বিষ্টপৃচ্ছন্দো গৌর্দেবতা গবামুমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ ।  
 ওঁ মাতা রুদ্রাণাং ছুহিতা বহুনাং স্বসাদিত্যানা-মমৃতস্য নাভিঃ প্রণুবোচং  
 চিকিতুষে জনায় মা গামনাগ্নমদিতিং ববিষ্ঠা ॥ ইহা পাঠ করিয়া ধেনু ভ্যাগ  
 করিবেন ।

অনন্তর অছিদ্রাবধারণ করিয়া পরে “ওঁ অদেত্যাদি ক্রতেহশ্বিন কন্যা-  
 দানকৰ্ম্মণি যৎকিঞ্চিদৈশ্বাং জাতং তদ্যোষপ্রশমনায় ত্রীবিষ্ণুশ্রবণমহং করিষ্যে” ।  
 এইরূপ বাক্য করিয়া বিষ্ণুশ্রবণ পূর্ব্বক দাতা, বর ও কন্যা নারায়ণকে  
 প্রণাম করিবেন । অতঃপর বরকন্যাকে ঘরে লইয়া যাইবে ।

### সম্প্রদান সমাপ্ত ।

### •বিবাহ-হোম । \*

সম্প্রদানানন্তর বর কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে যোজক নামক অগ্নি স্থাপন  
 করিয়া বিষ্ণুপাক্ষজপান্ত ( ৭ পুঃ দেখ ) কুশণ্ডিকা করিবে ।

পরে জামাতার কোন বয়স্য ( বন্ধু ) জলপ্রপূরিত জলাশয় হইতে একটি  
 জলপূর্ণ কুম্ভ হস্তে করিয়া নিজ শরীর বস্ত্রাবৃত করিয়া নির্ব্বাক হইয়া অগ্নির পূর্ব্ব-  
 দিক্ হইতে দক্ষিণদিকে আসিয়া, উত্তরাভিমুখে দাঁড়াইয়া থাকিবেন । পশ্চৈ  
 অন্য বয়স্য পাঁচুনিদণ্ড হাতে লইয়া পূর্ব্ব বয়স্যের নায় গমন করত জল  
 কলসীধারী বয়স্যের পৃষ্ঠদেশে দাঁড়াইয়া থাকিবেন ।

পরে জামাতা অগ্নির পশ্চিম দিকে গমন করিয়া উত্তরভাগে চারি অঞ্জলি  
 পরিমিত লাজ ( খট ) একখানি শূর্ণ ( কুলায় ) রাখিয়া তৎপশ্চিমনানে শিলা  
 ও শিলাপুত্র ( নোড়া ) স্থাপন করিয়া তৎপশ্চিমভাগে বীরণপত্র রচিত বস্ত্রা-  
 বৃত একখানি কট ( চোটাই ) স্থাপিত করিয়া গৃহপ্রবেশ করণানন্তর নতন  
 ধৌতবস্ত্র ও উত্তরীয় বক্ষ্যমাণ মস্ত্রে জাগাকে পরিধান করাইবেন । যন্ত্র স্বাধা,—  
 প্রজাপতিঃ বিজ্জগতীচ্ছন্দঃ পরিবাপয়িজ্যো দেবতা অধোবক্তপরিধাপনে বিনি-

• বিবাহের পরদিবস কুশণ্ডিকা করা ইহা আধুনিক রীতি । •

যোগঃ । ওঁ বা অকুন্তলবয়ন্ বা অতম্বত যাশ্চ দেব্যোহস্তানভিতোহতন্ততাঙ্ঘা \*  
 দেব্যো জরমা সংব্যয়ঙ্ঘায়ুতীদং পরিধংস্ব বাসঃ ॥ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জায়া  
 অধোভাগে বস্ত্র পরাইবেন । পরে—“প্রজাপতিঋষি-জিষ্টপুচ্ছন্দঃ পরিধাপয়িত্র্যো  
 দেবতা উত্তরীয়-বস্ত্র-পরিধাপনে বিনিয়োগঃ । ওঁ পরিধন্ত ধন্ত বাসনৈনাং  
 শতায়ুধীং কুণ্ডল দীর্ঘমায়ুঃ শতঞ্চ জীব শরদঃ সুবচ্চা বহুনি চার্যো বিভূজাসি  
 জীবন্ ॥” এই বলিয়া যজ্ঞোপবীতের আকারে জায়াকে উত্তরীয় কাপড়  
 পরিধাপন করাইবেন ।

পরে স্বামী পত্নীকে অগ্নি অভিষুখী করিয়া, নিম্নলিখিত যন্ত্র পাঠ করিবেন ।  
 যথা,—“প্রজাপতিঋষিরমুষ্টিপুচ্ছন্দঃ সোমো দেবতা পত্ন্যাঃ কন্যানয়ন-জপে  
 বিনিয়োগঃ । ওঁ সোমোহদদদাকুর্কায় গন্ধর্বোহদদদগ্নয়ে । রৈক্য পুত্রাশ্চাদদদগ্নি-  
 শ্বহমথো ইমাং ।” তৎপরে পত্নী অগ্নির পশ্চিমদিকে গমনপূর্বক দক্ষিণ পদ  
 দ্বারা বীরণ ( বেণা বা বীরা ) পত্র রচিত বস্ত্র বেষ্টিত কটকে আস্তরণ দেশের  
 নিকট আনয়ন করিলে, জামাতা পত্নীকে এই মন্ত্র পড়াইবেন,—“প্রজাপতি-  
 ঋষির্দ্বিপাজ্জগতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা কটপাদপ্রবর্তনে বিনিয়োগঃ । ওঁ  
 প্রমেপতি-যানঃ + পহাঃ কল্পতাং শিবা অরিষ্ঠা পতিলোকং গমেয়ং ।” যদি  
 লজ্জাবশত স্ত্রী এই মন্ত্র পাঠ না করেন, তবে জামাতা স্বয়ং নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ  
 করিবেন,—“প্রজাপতিঋষির্দ্বিপাজ্জগতীচ্ছন্দঃ পতির্দেবতা কটাকটপাদপ্রবর্তনে  
 বিনিয়োগঃ । ওঁ প্রাস্যাঃ পতি-যানঃ পহাঃ কল্পতাং শিবা অরিষ্ঠা পতিলোকং  
 গম্যাঃ ।” পরে স্ত্রী পতির দক্ষিণ ভাগে কটের পূর্বাঙ্গে এবং জামাতা বধূর উত্তর  
 দিকে উপবিষ্ট হইলে প্রকৃত কৰ্ম আরম্ভ করণ জন্য জামাতা একটী সনিধ  
 অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহতি হোম করিবেন । ( ৮ পৃঃ দেখ )  
 পরে পত্নী দক্ষিণ হস্ত দ্বারা স্বামীর দক্ষিণস্কন্ধ স্পর্শ করিয়া উভয়ে দণ্ডায়মান  
 হইলে জামাতা পদবর্তী ছয়টী মন্ত্রে ছয়বার আহুতি দিবেন । যথা—“প্রজা-  
 পতিঋষিরতিজগতী-চ্ছন্দোহগ্নির্দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নিরৈতু  
 প্রথমো দেবতাভ্যঃ দোহতৈশ্চ প্রজাং মুঞ্চাতু যুতাপাশান্তদং রাজা বরুণোহ-  
 লুমন্ততাং যথেষং স্ত্রী পৌত্রমশ্বং ন রোদাং স্বাহা ॥ ১ ॥ প্রজাপতিঋষি-রতিজ-  
 গতীচ্ছন্দোহগ্নির্দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ইমামগ্নিত্রায়তাং গার্হপত্যঃ  
 প্রজামশ্চৈ জরদষ্টিং কণোতু অশূতোপস্থা জঐবতামস্ত মাতা পৌত্রমানন্দমভিব্যু-  
 তামিযং স্বাহা ॥ ২ ॥ প্রজাপতিঋষিঃ শর্করীচ্ছন্দো বিশ্বেদেবা দেবতা আজ্য-

হোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ দ্যৌস্তে পৃষ্ঠং বক্ষু বায়ুরু অশ্বিনৌ চ স্তনদ্বয়ন্তে  
পুত্রান্ সবিতাভিরক্ষত্বাবাসসঃ পরিধানাধ্বংস্পতিবিশ্বেদেবাশ্চাভিরক্ষন্ত পশ্চাৎ  
স্বাহা ॥ ৩ ॥ প্রজাপতিঞ্চ বিরতিজগতীচ্ছন্দোহম্বাদয়ো দেবতা আজ্যাহোমে  
বিনিয়োগঃ । ওঁ মা তে গৃহেষু নিশি ঘোষ উখাদন্যত্র ত্বজ্জদন্ত্যঃ সংবিশন্ত মা  
ত্বং রুদত্ব্যর আবৰিষ্ঠা জীবপত্নীপতিলোকে বিরাজ পশুন্তি প্রজাঃ স্তননসস্তমানাঃ  
স্বাহা ॥ ৪ ॥ প্রজাপতিঞ্চ বি রুপরিষ্টাধ্বংস্পতিচ্ছন্দোহম্বাদয়ো দেবতা আজ্য-  
হোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ অপ্রজস্যং পৌত্রমৰ্ত্যং পাপপুণ্যনমৃতবা অঘং শীৰ্ষঃ  
স্রজমিবোন্মূচ্য বিষম্ভ্যঃ প্রতিমুঞ্চামি পাশং স্বাহা ॥ ৫ ॥ প্রজাপতিঞ্চ বিরতুষ্কিক-  
ছন্দো বৈবস্বতো দেবতা আজ্যাহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ পরেতু মৃত্যুরমৃতং ম  
আগাংবৈবস্বতো নোহভয়ং কণোতু পরং মৃত্যোহনুপরে হি পশ্যং যত্র নোহন্য  
ইতরো দেবযানাজক্ষুত্বতে শৃণতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাং রীরিষো মোভ  
বীরান্ স্বাহা ॥ ৬ ॥ এইরূপে ছয়টি আহুতি প্রদান করিয়া পরে ব্যস্তসমস্ত  
মহাব্যাহুতি হোম করিবেন । তৎপরে, বর যদি ভৃগুগোত্র বা ভার্গব  
প্রবর হয়েন, তবে ঋক দ্বারা গৃহীত ঘৃত পাঁচবার ঋকের উপর দিয়া—“ওঁ  
অগ্নয়ে স্বাহা” । এই বলিয়া অগ্নির উত্তরাংশে পূর্বাভিমুখী ঘৃতের ধারা  
দিয়া পুনরায় পূর্বক্রমে ঘৃত লইয়া,—“ওঁ সোমায় স্বাহা” । এই মন্ত্রে অগ্নির  
দক্ষিণ ভাগে পূর্ববৎ পূর্বাভিমুখী আজ্য ধারা দিবেন । যদি বর অন্য প্রবর  
বা গোত্র হয়েন, তবে ঋক দ্বারা ঋকের উপর চারিধারে আজ্যধারা দিয়া উল্লি-  
খিত ক্রমে উক্ত মন্ত্র ধারা দুইবার ঘৃতধারা দিবেন ।

লাজহোম ।

বর বধুর সহিত উঠিয়া পত্নীর পৃষ্ঠদেশ দিয়া তাহার দক্ষিণে গমন করত  
উত্তরাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা অঞ্জলীকৃত পত্নীর হস্তদ্বয়  
গ্রহণ করিলে, কন্যার নাতা, ভ্রাতা অথবা অন্য কোন ব্রাহ্মণ পূর্বস্থাপিত লাজ  
( থৈ ) গ্রহণ করিয়া ভ্রাতৃ অগ্রভাগে পেয়ণীয়ুক্ত শীলা স্থাপন করিয়া দক্ষিণ পদাগ্র-  
দ্বারা বধূকে শিলার উপর সংস্থাপিত করিলে জামাতা এই মন্ত্র পড়িবেন । যথা—  
প্রজাপতিঞ্চ বিরতুষ্কিকৃচ্ছন্দোহম্বাদয়ো দেবতা অশ্বাশ্রমণে বিনিয়োগঃ । ওঁ ইমমখান-  
মাদোহাশ্বেব ত্বং স্থিরা ভব দ্বিস্তমপবাসস্ব মা চ ত্বং দ্বিস্তামস্বঃ ॥ যদি জামাতা  
ভৃগুগোত্র বা ভার্গব প্রবর হয়েন, তবে তিনি পত্নীর অঙ্গুলীতে দুইবার ঘৃতধারা

দিবেন । পরে কন্যার মাতা, ভ্রাতা অথবা অন্ত কোন ব্রাহ্মণ তাহার ঐ অঞ্জলির উপর পাঁচবার থৈ প্রদান করিলে পতি তদুপরি দুইবার ঘৃতধারা দিবেন । যদি জামাতা অথ গৌত্র বা অথ প্রবর হয়েন, তবে স্ত্রীর অঞ্জলীতে একবার ঘৃত ধারা দিবেন । পরে কন্যার মাতা, ভ্রাতা বা অন্ত ব্রাহ্মণ তদুপরি চারিবার থৈ প্রদান করিবেন এবং তাহার উপর পতি দুইবার ঘৃতধারা দিয়া নিম্ন মন্ত্ৰ পাঠ করিবেন । যথা—“প্রজাপতিঋষিরুপরিষ্টাং জ্যোতি-  
মতীচ্ছন্দোহগ্নির্দেবতা । লাজহোম বিনিয়োগঃ । ওঁ ইয়ং নার্য্যাপক্রতেহমৌ লাজা-  
নাবপন্তী দীর্ঘায়ুৰ্হস্ত মে পতিঃ শতং বর্ষাণি জীবত্বেবন্তাং জাতয়ো মম স্বাহা ।”  
ইহা পাঠ করিয়া কন্যা অঞ্জলি বিভাগ না করিয়া অগ্নিতে হস্তস্থ লাজনিক্ষেপ  
করিবে । পরে বর বধূকে অগ্রে করিয়া নিম্ন লিখিত মন্ত্ৰ পাঠ করিয়া  
অগ্নি প্রদক্ষিণ করিবেন । মন্ত্ৰ যথা,—“প্রজাপতিঋষিরুপরিষ্টাং পুচ্ছন্দঃ কন্যা  
দেবতা কন্যাপরিণয়নে বিনিয়োগঃ । ওঁ কন্যালা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতীয়ম-  
পদীক্ষামবষ্ট । কন্যা উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইবাতিগাহেমহি দ্বিষঃ ।”

পুনর্বার পতি পূর্ববৎ জায়ার অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া উত্তর মুখ হইয়া  
দণ্ডায়মান থাকিবেন এবং পূর্ববৎ ভার্য্যাকে শিলারোহণ করাইলে, জামাতা  
“প্রজাপতিঋষিরুপরিষ্টাং পুচ্ছন্দোহম্মা দেবতা অশ্বাক্রামণে বিনিয়োগঃ । ওঁ  
ইমমশ্বানমারোহাশ্বোব ভুং স্থিরা ভব দ্বিষন্তমপবধন্ত মা চ ভুং দ্বিষতামগঃ” ।  
ইহা পাঠ করা হইলে স্বামিদত্ত ঘৃতধারাদ্বয় যুক্ত অঞ্জলির উপর ভার্য্যার  
মাতা, ভ্রাতা বা অন্য কোন ব্রাহ্মণ দ্বারা পূর্বোক্ত গৌত্র প্রবরানুসারে  
থৈ দেওয়া হইলে জামাতা, ঐ থৈর উপর দুইবার ঘৃত দিয়া, নিম্ন মন্ত্ৰ  
পড়িবেন । যথা,—“প্রজাপতিঋষিরুপরিষ্টাং বৃহতীচ্ছন্দোহর্য্যমা দেবতা  
লাজহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ অর্য্যমণং হু দেবং কন্যা ময়িমবক্ষত স ইমাং দেবো-  
হর্য্যমা প্রোতো মুঞ্চাতু মাশুত স্বাহা ।” অতঃপর জামাতা কন্যাকে অগ্রে করিয়া  
পূর্ববৎ মন্ত্ৰ পাঠ পূর্বক অগ্নি প্রদক্ষিণ করিবেন । যথা,—“প্রজাপতিঋষি-  
রুপরিষ্টাং পুচ্ছন্দঃ কন্যা দেবতা কন্যাপরিণয়নে বিনিয়োগঃ । ওঁ কন্যালা পিতৃভ্যঃ  
পতিলোকং যতীয়মপদীক্ষামবষ্ট কন্যা উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইবাতিগাহেমহি  
দ্বিষঃ ।” পরে পূর্বের ন্যায় বধূর অঞ্জলি গ্রহণ করিবেন । তৎপরে, কন্যার মাতা  
ভ্রাতা বা অন্য কোন ব্রাহ্মণ তাহার দক্ষিণ পদ দ্বারা শিলা আক্রমণ করাইলে  
জামাতা নিম্নলিখিত মন্ত্ৰ পড়িবেন । যথা,—“প্রজাপতিঋষিরুপরিষ্টাং পুচ্ছন্দোহম্মা  
দেবতা অশ্বাক্রামণে বিনিয়োগঃ । ওঁ ইমমশ্বানমারোহাশ্বোব ভুং স্থিরা ভব

দ্বিস্তমপবায়ম্ মা চ ত্বং দ্বিষতামধঃ ।” পরে পূৰ্ব্বক্রমামুসারে বধূর অঞ্জলিতে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পড়িয়া থৈ ও ঘৃত ধারা দান করিয়া পূৰ্ব্ববৎ হোম করিবেন । যথা,—“প্রজাপতিঋষিরূপরিষ্টাঙ্ক্ হতীচ্ছন্দঃ পূষা দেবতা লাজ্জহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ পূষণং নু দেবং কন্যা অগ্নিমবক্ষত স ইমাং দেবঃ পূষা প্রোতো মুখাহু মামুত স্বাহা ।” পরে জামাতা কন্যাকে অগ্রে করিয়া নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠ-পূৰ্ব্বক অগ্নিকে বেঠন করিবেন । \*মন্ত্র যথা,—“প্রজাপতিঋষি-স্বিষ্টপুচ্ছন্দঃ কন্যা দেবতা কন্যাপরিণয়নে বিনিয়োগঃ । ওঁ কন্যা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতী-য়মপদীক্ষামযষ্ট কন্যা উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইবতিগাহেমহি দ্বিষঃ ।”

পরে, জামাতা ঐ কুলার শেবার্দ্ধ ভাগের উপর ছইবার আজ্যধারা দিয়া তাহার উপর অবশিষ্ট থৈ রাখিয়া তত্পরি পুনরায় ছইবার আজ্যধারা দিয়া পূৰ্ব্বের ন্যায় বধূর হাত ধরিয়া “ওঁ অগ্নয়ে বিষ্টিক্তে স্বাহা ।” ইহা পাঠ করিয়া কুলার অগ্রভাগ দ্বারা অগ্নিতে লাজনিক্ষেপ করিবেন । যদি জামাতা অন্য গোত্র বা অন্য প্রবর হয়েন, তবে শূৰ্পের উপর একবার ঘৃতধারা দিয়া পরে লাজোপরি ছইবার দিবেন ।

### সপ্তপদীগমন ।

তদনন্তর স্থতিলের ঈশান কোণে সাতটা মণ্ডলিকা অঙ্কিত করিবে । পরে জামাতা নিজের দক্ষিণ পদ দ্বারা শিলার উপরে দণ্ডায়মানা বধূর দক্ষিণ পদকে প্রথম মণ্ডলিকাতে পরিচালিত করিবেন এবং বধু নিজে বামচরণ ঐ মণ্ডলিকাতে আনয়ন করিবে । এই সময়ে জামাতা “সো বামপাদেন দক্ষিণং পাদ-মাক্রোময় ।” ইহা পত্নীকে বলিয়া পূৰ্ব্বক্রমামুসারে নিম্নলিখিত সাতটা মন্ত্ৰেক্রমে সপ্ত মণ্ডলিকার উপরে দক্ষিণ চরণ পরিচালিত করিবেন । যথা,—“প্রজাপতিঋষি-রেকপাদ্বিরাট্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা পাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ । ওঁ একমিষে বিষ্ণুস্তানয়তু ॥ ১ ॥ প্রজাপতিঋষি-ত্রিপাদ্বিরাট্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা ত্রিপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ । ওঁ ত্রে উর্জ্জে বিষ্ণুস্তানয়তু ॥ ২ ॥ প্রজাপতিঋষি-স্বিষ্টপাদ্বিরাট্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা স্বিষ্টপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ । ওঁ ত্রীণি ব্রতায় বিষ্ণুস্তানয়তু ॥ ৩ ॥ প্রজাপতিঋষি-চতুষ্পাদ্বিরাট্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা চতুষ্পাদ-ক্রমণে বিনিয়োগঃ । ওঁ চত্বারি মাযোভবায় বিষ্ণুস্তানয়তু ॥ ৪ ॥ প্রজাপতি-ঋষিঃ পঞ্চপাদ্বিরাট্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা পঞ্চপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ । ওঁ পঞ্চ-



পশুভ্যো বিষ্ণুস্থানয়তু ॥ ৫ ॥ প্রজাপতিঋষিঃ ষট্পাদব্রিহাট্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা  
 ষট্পাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ । ওঁ ষড়ায়স্পোষায় বিষ্ণুস্থানয়তু ॥ ৬ ॥ প্রজাপতি-  
 ঋষিঃ সপ্তপাদব্রিহাট্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা সপ্ত পাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ । ওঁ সপ্ত-  
 সপ্তেভ্যো হোত্রাভ্যো বিষ্ণুস্থানয়তু ॥ ৭ ॥ \*

পরে জামাতা নিম্নলিখিত মন্ত্রে বধূর নিকট প্রার্থনা করিবেন । যথা,—  
 “প্রজাপতিঋষিঃ সামিকী পঙক্তিছন্দঃ কন্যা দেবতা পাদাক্রমণানন্তরমাশাসনে  
 বিনিয়োগঃ । ওঁ সখা সপ্তপদীভব সখ্যন্তে গমেয়ং সখ্যন্তে মা যোষাঃ সখ্যন্তে  
 মাযোষ্ঠ্যাঃ ।” পরে জামাতা বিবাহদর্শনার্থ সমাগত লোকসকলকে নিম্ন মন্ত্র  
 পাঠ করত আমন্ত্রণ করিবেন । যথা,—“প্রজাপতিঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ আশাস্য-  
 মানা দেবতা বিবাহপ্রেক্ষকজনান্নুমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ । ওঁ স্নুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং  
 সমেত পশ্যত সৌভাগ্যমশ্বে দত্তা যথাস্তং বিপরেতন ।” পরে পূর্ব স্থাপিত  
 জলকলসধারী বহু অগ্নির পশ্চিমদিক্ দিয়া সপ্ত পদ স্থানে আসিয়া  
 পূর্বরক্ষিত কলস হইতে জল লইয়া বরের মস্তকে অভিষেক করিবে, এই  
 সময় জামাতা মন্ত্র পাঠ করিবেন । যথা,—“প্রজাপতিঋষিঃ বহুষ্টুপ্ ছন্দো  
 বিষ্ণুর্দেবতা দেবতা মূর্দ্ধাভিষেকেনে বিনিয়োগঃ । ওঁ সমঞ্জস্ত বিষ্ণুর্দেবতাঃ সমাপো  
 হৃদয়ানি নৌ সন্মাতরিখা সন্ধাতা সমুদেস্তী দদাতু নৌ ॥” অতঃপর এই  
 মন্ত্রই পাঠ করিয়া বধূকে অভিষেক করিবে ।

### পাণিগ্রহণ ।

অনন্তর জামাতা অধোমুখস্থিত বামহস্ত দ্বারা কন্যার অঙ্গুলি এবং দক্ষিণ  
 করের দ্বারা উত্তান (চিৎ) ভাবাগ্র বধূর অঙ্গুষ্ঠের সহিত দক্ষিণ কর গ্রহণ করিয়া  
 পরবর্তী ছয়টি মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা ।—প্রজাপতিঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো  
 ভগাদেবতা দেবতা গৃহীতকতাপাণেঃ পতুর্জ্ঞপে বিনিয়োগঃ । ওঁ গৃভ্রামি  
 তে সৌভগতায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্ট্রিধাসঃ । ভগোহর্ঘ্যমা সবিতা  
 পুরদ্ধি ম’হং স্বাহুর্গার্হপতায় দেবাঃ ॥ ১ ॥ প্রজাপতিঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ

\* প্রথম মন্ত্রটি পাঠ করিয়া প্রথম মণ্ডলিকাতে দক্ষিণপদ অর্পণ করিবে, পরে  
 দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণপদ দ্বিতীয় মণ্ডলিকাতে দিয়া বামচরণ প্রথম মণ্ডলিকাতে  
 দিবে, এইরূপ তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করত দক্ষিণ চরণ তৃতীয় মণ্ডলিকাতে অর্পণ করিয়া দ্বিতীয়  
 মণ্ডলিকাতে বামপদ প্রদান করিবে, এইরূপে সপ্ত মণ্ডলিকা গমন করিতে হইবে ।

কৰ্মা দেবতা গৃহীতকন্যাপাণে: পত্ন্যৰ্জ্জপে বিনিয়োগ: । ওঁ অধোর-  
চক্ষুৰপতিমোখি শিবা পশুতা: সুরনা: সুরচা: বীরহুজিবহু-দেবকামা  
শ্রোনা শং নো ভব দ্বিপদেশং চতুৰ্দে ॥ ২ ॥ প্রজাপতিঋষির্জগতীচ্ছন্দ:  
প্রজাপতির্দেবতা গৃহীতকন্যাপাণে: পত্ন্যৰ্জ্জপে বিনিয়োগ: । ওঁ আন:  
প্রজাং জনয়তু প্রজাপতি-রাজরসায়-সমনস্তুর্যামা । স্বাহুর্নঙ্গলী: পতিলোক-  
মাধিশ শমো ভব দ্বিপদেশং চতুৰ্দে ॥ ৩ ॥ প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দ ইজ্রো  
দেবতা গৃহীতকন্যাপাণে: পত্ন্যৰ্জ্জপে বিনিয়োগ: । ওঁ ইমাং ঋমিল্লমীঢ়:  
সুপুত্রাং কুবি দশাশ্রাং গুহ্রানাদেহি পতিমেকাদশং কুরু ॥ ৪ ॥ প্রজা-  
পতিঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দ: কন্যা দেবতা গৃহীতকন্যাপাণে: পত্ন্যৰ্জ্জপে বিনিয়োগ: ।  
ওঁ সম্রাজ্ঞী স্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী স্বশ্রুং ভব ননান্দরি চ সম্রাজ্ঞী ভব অবি-  
দেয়বু ॥ ৫ ॥ প্রজাপতিঋষির্জিষ্টুপ্ছন্দ: প্রার্থ্যমানা দেবতা গৃহীতকন্যা-  
পাণে: পত্ন্যৰ্জ্জপে বিনিয়োগ: । ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্ত-  
মগ্ন চিত্তং তেহস্ত । মম বাচমেকমনা জুষস্ব রহস্পতিত্বা নিযুক্তু মহং ॥ ৬ ॥  
পরে বধূর সহিত বর অগ্নিব সমীপে আগমন করিয়া ব্যস্ত সমস্ত মহা-  
ব্যাহতি হোম করিবেন । ( ৮পৃ: দেখ ) । \*

### উত্তরবিবাহ ।

জামাতা পুনরায় যোজকনামক অগ্নির সংস্থাপন করিয়া বিরূপাক্ষ জপান্ত  
হুণ্ডিকা ( ৭পৃ: দেখ ) সমাপন করিয়া (ক) ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহতি হোম করিয়া  
পরবর্তী ছয়টি মন্ত্রে বধাক্রমে যুত দ্বারা ছয়টি আহুতি দিবেন এবং প্রত্যেক  
আহুতি দিবার পর ঋব-সংসগ্ন যুতবিন্দু বধুত্ব মন্তকে দিবেন । যথা—

“প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দ: কন্যা দেবতা উত্তরবিবাহে পাণিগ্রহণশ্রা-  
জ্যহোমে বিনিয়োগ: । ওঁ লেখাসন্ধিষু পক্ষস্বাবর্তেবু তে চ যানি তানি তে

\* বর্তমান রীতি অনুসারে একদিনই কুশডিকানন্তর সমস্ত কাৰ্য্য নিৰ্বাহ করা হয় ।  
দি বিবাহের চতুর্থ দিবসে চতুর্থী হোম করে তবে পাণিগ্রহণের পরে শাটায়ান মোহাদি উদীচ্য  
কৰ্ম্ম সমাপন করিলে ।

(ক) যদি দিবাভাগে বিবাহ হয় তবে নক্ষত্রোদয় পর্যন্ত অবস্থিত থাকিয়া পরে বৃষের রক্তবর্ণ  
৩৬ চৰ্ম্ম পূর্বাঙ্গ ভাবে আন্তরণ করিয়া ঐ লোমযুক্ত চৰ্ম্মের পৃষ্ঠ ভাগে সংঘত বাক বধূকে  
উপবেশন করাইয়া জামাতা উপবেশন করিবেন ।

পূর্ণাহত্যা সৰ্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা ॥ ১ ॥ ( প্রত্যেক মন্ত্রের পূর্বে “প্রজাপতিঋষি ইত্যাদি “হোমে বিনিয়োগঃ। ইত্যন্ত ঋষিছন্দসি পাঠ করিবে। ) ওঁ কেশে যচ্চ পাবকমীকিতে রুদিতে চ যৎ। তানি তে পূর্ণাহত্যা সৰ্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ শীলে যচ্চ পাপকং ভাষিতে হসিতে চ যৎ। তানি তে পূর্ণাহত্যা সৰ্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা ॥ ৩ ॥ ওঁ আরোকে যচ্চ দন্তে যচ্চ হস্তয়োঃ পাদয়োঃ চ যৎ। তানি তে পূর্ণাহত্যা সৰ্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা ॥ ৪ ॥ ওঁ উর্কোরূপস্থে জজ্বয়োঃ স্কানেষু চ যানি তে তানি তে পূর্ণাহত্যা সৰ্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা ॥ ৫ ॥ ওঁ যানি কানি চ ঘোরানি সৰ্বাঙ্গেষু তবাভবন্। পূর্ণাহতিভিরাজ্যস্ত সৰ্বাণি তান্যশীশমং স্বাহা ॥ ৬ ॥

অনন্তর বর জায়ার সহিত উখিত হইয়া বাহিরে গমন পূর্বক তাহাকে নিম্ন-লিখিত মন্ত্র পাঠ করাইয়া ক্রব দর্শন করাইবেন। যথা,—প্রজাপতিঋষি-রহুষ্টপুচ্ছনো ক্রবোদেবতা ক্রবদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্রবমসি ক্রবাহং পতিকূলে ভূয়াসম্ ॥ শ্রীঅমুকদেবশ্রবণঃ শ্রীঅমুকী দেবী অহং। \* বর পুন-রায় পত্নীক নিয়লিখিত মন্ত্র পাঠ করাইবেন,—“প্রজাপতিঋষিরহুষ্টপুচ্ছনঃ কন্যা দেবতা অরুদ্রতীদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অরুদ্রত্যা বরুদ্রাহমসি ॥” অনন্তর স্ত্রীকে দেখিয়া জামাতা এই মন্ত্র পড়িবেন। যথা,—“প্রজাপতিঋষি-রহুষ্টপুচ্ছনঃ কন্যা দেবতা কন্যাহুমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্রবা গোক্রবা পৃথিবী ক্রবং বিশ্বমিদং জগৎ। ক্রবাসঃ পর্বতা ইমে ক্রবা স্ত্রী পতিকূলে ইয়ম্।”

পরে জায়া পতির গোত্র উচ্চারণ করিয়া তাহাকে এই বলিয়া অভিবাদন করিবে, যথা,—‘অভিবাদয়ে অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকীদেব্যহং ভোহভিবাদয়ে’ পরে পুতি পত্নীকে পরবর্তী মন্ত্রে প্রত্যভিবাদন করিবেন। যথা,—আয়ুষ্যতী ভব দৌম্যে।”

অনন্তর পতিপুত্রবতী রমণীগণ আশ্রয়লাভিত জলপূর্ণ কলস হইতে জল লইয়া কন্যা ও বরকে স্নান করাইবেন। অনন্তর জামাতা অগ্নিতে সমিধ্ নিক্ষেপ করিয়া ব্যতসমস্ত মহাব্যাহুতি হোম করিবেন।

\* অমুকদেবশ্রবণঃ শ্বে শ্রী স্বামীর নাম “ও “অমুকী দেবী” শ্বে নিজের নাম উল্লেখ করিবে।

## ভোজনধৃত্যহোম ।

জামাতা পরবর্তী মন্ত্র দ্বারা অন্নভিক্ষণ করিয়া, অক্ষর লবণ ও হবি-  
 য়ান্নভোজন করিবেন । মন্ত্র যথা,—“প্রজাপতিঋষিরুষ্ট্রপৃচ্ছন্দোহন্নং দেবতা  
 অন্নভোজনে বিনিয়োগঃ । ওঁ অন্নপ্রাশেন যমিনা প্রাপহৃত্রেন পূমিনা ।  
 বয়ামি সত্যগ্রহিণা মনশ্চ হৃদয়ং তে ॥ প্রজাপতিঋষিরুষ্ট্রপৃচ্ছন্দঃ প্রার্থ-  
 য়ান্না দেবতা দম্পত্যোহর্দৈক্যপ্রার্থনে বিনিয়োগঃ । ওঁ বদেতদহৃদয়ং তব  
 তদন্ত হৃদয়ং মম । যদেদং হৃদয়ং মম তদন্ত হৃদয়ং তব ॥ প্রজাপতিঋষি-  
 বিপাজ্জগতীচ্ছন্দোহন্নং দেবতা অন্নস্ততো বিনিয়োগঃ । ওঁ অন্নং প্রাপন্ত পণ্ড-  
 ক্তিংশ স্তেন বয়ামি হ্যসৌ স্বাহা ॥ ( অসৌস্থলে পত্নীর লবোধনাস্ত নাম করিবে । )  
 যদি এই সময় ভোজন করিতে না পারেন, তবে পূর্বোক্ত মন্ত্র  
 তিনটী দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া কোন পবিত্র স্থলে অন্নাদি রাখিয়া দিবেন ।  
 পরে বর ভোজন করিয়া ভুক্তাবশিষ্ট স্ত্রীকে দিবেন । ঐ দিন হইতে জিহ্বাত্রি  
 পর্য্যন্ত দম্পতি অক্ষর লবণ ভোজন করিবেন । এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন  
 করত মৃত্তিকায় শয়ন করিবেন । পরে বর নিয়ম মন্ত্র পাঠ করিয়া  
 বধূকে রথারোহণ করাইয়া স্বগৃহে গমন করিবেন । “যথা,—প্রজাপতি-  
 ঋষিরুষ্ট্রপৃচ্ছন্দঃ কন্যা দেবতা যানারোহণে বিনিয়োগঃ । ওঁ স্কিকিংশুকং  
 শাশ্বলিং বিশ্বরূপং সুবর্ণবর্ণং স্ককৃতং স্কচক্রং । আরোহ সূর্য্যোহমৃতত্ত্ব নাভিঃ  
 স্ত্রোনং পত্যে বহন্তং কৃণুধ ॥”

পরে বর পত্নীর সহিত গমনকালে নিয়মমন্ত্র পাঠ করিয়া চতুশ্চন্দ্র  
 প্রভৃতিকে প্রার্থনা করিবেন । যথা,—“প্রজাপতিঋষিরুষ্ট্রপৃচ্ছন্দঃ পত্ন্যানো  
 দেবতা চতুশ্চন্দ্রাদ্যমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ । ওঁ মম বিদন্ পরিগৃহিণো ব আসীদন্তি  
 দম্পতী সুগেভির্গমতী তামপযাস্তুরাতয়ঃ ।” অনন্তর যান হইতে অবতরণ  
 করিয়া বামদেব্যগান ( ১২ পৃঃ দেখ ) করত জায়াকে গৃহপ্রবেশ করাইবেন ।

তৎপর সৌভাগ্যশালিনী পুত্রবতী সধবা ব্রাহ্মণরমণীগণ মঙ্গলাচরণপূর্বক  
 পূর্বাগ্র আভূত রক্তবর্ণ বৃষচর্মেয় উপর কত্মাকে উপবেশন করাইবেন ।  
 তৎকালে বর ইহা পাঠ করিবেন । যথা,—“প্রজাপতিঋষিরুষ্ট্রপৃচ্ছন্দো  
 গবাদয়ো দেবতা অনভুচ্ছোপবেশনৈ বিনিয়োগঃ । ওঁ ইহ গাবঃ প্রজা-  
 ‘বদমিহাশ্বা ইহো পুরুষা ইহো সহস্রো দক্ষিণহোপি পুয়া নিষীদতু” ॥

পরে ব্রাহ্মণ স্ত্রীগণ কত্মার ক্রোড়ে কোন স্নানকণ ব্রাহ্মণকুমারকে বসাইয়া

তাহার হস্তে শালুক মূল বা কল প্রদান করিবেন। অনন্তর জামাতা পত্নীর ক্রোড় হইতে কুমারকে উঠাইয়া পূৰ্ব্বোক্ত কুশাণ্ডিকা বিধানে ধূতিনামক অগ্নি স্থাপন, সমিধ-প্রক্ষেপ ও ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহতি হোম করিয়া নিম্নলিখিত আটটি মন্ত্রে ঘৃতাহতি দিবেন। যথা,—“প্রজাপতিঋষিবৃহতীচ্ছন্দো বধু-  
র্দেবতা ধূতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইহ ধূতিঃ স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ ইহ অধূতিঃ  
স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ ইহ রতিঃ স্বাহা ॥ ৩ ॥ ওঁ ইহ রমস্ব স্বাহা ॥ ৪ ॥ ওঁ ময়ি  
ধূতিঃ স্বাহা ॥ ৫ ॥ ওঁ ময়ি অধূতিঃ স্বাহা ॥ ৬ ॥ ওঁ ময়ি রমঃ স্বাহা ॥ ৭ ॥ ওঁ  
ময়ি রমস্ব স্বাহা ॥ ৮ ॥ ( এই আটটি মন্ত্রের ঋষ্যাাদি একরূপ জানিবে )।

পরে বর ঘৃতাহত সমিধ-অমল্লক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন এবং ভাষ্যকে  
“অমুকগোত্রা ত্রীঅমুকীদেবী ভো অভিবাদয়ে” এই বাক্য বলাইয়া পতি-  
গোত্র উল্লেখপূর্বক তাহার দ্বারা স্বস্তুর প্রভৃতিকে অভিবাদন করাইবেন।  
পরে বর ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহতি হোম করিয়া সৰ্বকৰ্মসাধারণীয় শাট্যায়ন  
হোমাদি বামদেবতা গানান্তে উদ্দীচ্য কৰ্ম ( ৮ পৃঃ দেখ ) সমাপন করিয়া কৰ্ম-  
কারয়িত্তা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেন।

### চতুর্থীহোম ।

প্রথমতঃ বর, কুশাণ্ডিকোক্ত বিধানে শিখি নামক অগ্নির স্থাপন করত বিষ্ণু-  
পাক্ষ জপান্ত কুশাণ্ডিকা ( ৭ পৃঃ দেখ ) সমাপন করিয়া অমল্লক অগ্নিতে একটি  
সমিধ-নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহতি হোম করত দক্ষিণ ভাগে স্ত্রীকে উপবেশন  
করাইয়া কুশপুষ্পসমন্বিত জলপাত্র নক্ষিণে রাখিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে  
কুড়িবার ঘৃতাহতি দিবেন এবং প্রত্যেক আহুতিশেষ স্রবসংলগ্ন ঘৃতবিন্দু জল-  
পাত্রে নিক্ষেপ করিবেন। যথা—“প্রজাপতিঋষিরামস্বয়মাণোহগ্নিদেবতা চতুর্থী-  
হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি  
ব্রাহ্মণস্তা নাথকাম উপধাবামি যাস্যাঃ পাপী লক্ষ্মীস্তানস্যা অপজহি স্বাহা  
॥ ১ ॥ প্রজাপতিঋষি-রামস্বয়মাণো বায়ুর্দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ।  
ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্তা নাথকাম  
উপধাবামি যাস্যাঃ পাপী লক্ষ্মীস্তানস্যা অপজহি স্বাহা ॥ ২ ॥ প্রজা-  
পতিঋষি-রামস্বয়মাণশ্চৈত্রী দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ চত

[illegible]

অপুৰা তনুস্তামস্তা অপজহি স্বাহা ॥ ১৪ ॥ প্রজাপতিঃ বিরামস্ত্যমাণা অগ্নিবাসু-  
চন্দ্রসূর্য্যো দেবতাস্কতুৰ্থীহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নিবাসুচন্দ্রসূর্য্যোঃ প্রায়-  
শ্চিত্তয়ে যুং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্ব ব্রাহ্মণো বো নাথকাম উপধাবামি যাত্না  
অপুৰা তনুস্তামস্তা অপহত স্বাহা ॥ ১৫ ॥ প্রজাপতিঃ বিরামস্ত্যমাণোহগ্নিদেবতা  
চতুৰ্থীহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি  
ব্রাহ্মণস্তা নাথকাম উপধাবামি যাত্না অপশব্যা তনুস্তামস্তা অপজহি স্বাহা ॥ ১৬ ॥  
প্রজাপতিঃ বিরামস্ত্যমাণো চতুৰ্থীহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ বাসো প্রায়শ্চিত্তে  
ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্তা নাথকাম উপধাবামি যাত্না অপশব্যা  
তনুস্তামস্তা অপজহি স্বাহা ॥ ১৭ ॥ প্রজাপতিঃ বি-রামস্ত্যমাণচন্দ্রো দেবতা  
চতুৰ্থীহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি  
ব্রাহ্মণস্তা নাথকাম উপধাবামি যাত্না অপশব্যা তনুস্তামস্তা অপজহি স্বাহা ॥ ১৮ ॥  
প্রজাপতিঃ বি-রামস্ত্যমাণঃ সূর্য্যো দেবতা চতুৰ্থীহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ সূর্য্য  
প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্তা নাথকাম উপধাবামি যাত্না  
অপশব্যা তনুস্তামস্তা অপজহি স্বাহা ॥ ১৯ ॥ প্রজাপতিঃ বি-রামস্ত্যমাণা অগ্নি-  
বাসুচন্দ্রসূর্য্যো দেবতাস্কতুৰ্থীহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নিবাসুচন্দ্রসূর্য্যোঃ  
প্রায়শ্চিত্তয়ে যুং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্ব ব্রাহ্মণো বো নাথকাম উপধাবামি  
য়াত্না অপশব্যা তনুস্তামস্তা অপহত স্বাহা ॥ ২০ ॥

পরে বধুর সহিত বর উঠিয়া উভয়ে উত্তরদিকে যাইয়া ক্রবলয়  
স্বতমিশ্রিত জলদ্বারা বধুকে স্নান করাইবেন । তৎপরে আচার বশতঃ জামাতা  
বধুর সীমস্তে সিন্দূর তিলক ও বস্ত্রাদি দিবেন ।

পরে প্রাদেশ প্রমাণ স্বতযুক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া  
মহাব্যাকৃতি হোম করিয়া, পাট্যায়ন হোমাদি উদীচ্য কৰ্ম সমাধানান্তে কৰ্ম-  
কারিতা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেন ।

বিবাহ কৰ্ম সমাপ্ত ।

গর্ত্তাধান ।

প্রথম ব্রহ্মোদর্শনের দিন হইতে ষোল্ল দিনের মধ্যে প্রথম দিন হইতে চতুর্থ  
দিন এবং একাদশ ও ত্রয়োদশ দিন ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট দশ দিনের মধ্যে  
জ্যোতিষশাস্ত্রবিহিত দিবসে স্বভবমে অভীত সাংসদ্ব্যায় শুল্করপরিচ্ছদধারী

পতি পূৰ্ণমুখ হইয়া ভাৰ্য্যাকে বামে লইয়া উপবেশন করিবেন। পরে স্বাস্ত্বচান করিয়া সংকল্প করিবেন, যথা,—বিষ্ণুরোম তৎসদস্য অমুকরাশিহে ভাক্তরে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীমৎপত্ন্যা অমুকীদেব্য। গৰ্ভাধানকৰ্ম্মণি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশ্রী বিশিষ্টপুত্রোৎপত্তিকামো গণপ-  
ত্যাদি-বক্ষীমাক্ষেণ্ডয়পূজাপূৰ্ব্বকং সূৰ্য্যার্য্যদানমহং করিষ্যে। পরে বক্ষী ও মাক্ষেণ্ডয়ের ধ্যানপূৰ্ব্বক যথাশক্তি পূজা করিবেন।

পরে দম্পতি দণ্ডায়মান হইয়া বদ্বয় হস্তদ্বয় সংস্পৃষ্ট স্বীয় করদ্বয়দ্বারা তাত্রপাত্রস্থ অৰ্য্য লইয়া নিম্নলিখিত নয়টী মন্ত্র পাঠ করিয়া সূৰ্য্যদেবকে নয়টী অৰ্য্য প্রদান করিবেন,—“ওঁ বিশ্বা বিশ্বস্মা বিশ্বতঃ কৰ্ত্তা বিশ্বযোনি-  
রযোনিজঃ। নবপুষ্পোৎসবে চার্ধ্যং গৃহাণ ত্বং দিবাকর ॥ ১ ॥” সম্পদাক্তি-  
রাকাশে ক্ষোভরূপী জগৎপ্রভো। সাক্ষী ত্বং সৰ্বভূতানাং গৃহাণার্য্যং  
দিবাকর ॥ ২ ॥ ময়া চ যৎ কৃতং কৰ্ম্ম সাশ্রুতং কলহেতবে। তিমিরয় মহা-  
ভেক্তো গৃহাণার্য্যং দিবাকর ॥ ৩ ॥ নবপুষ্পোৎসবে চার্ধ্যং দদামি ভক্ষিতংপয়ঃ।  
সম্পদাং হেতুকৰ্ত্তা চ গৃহাণার্য্যং দিবাকর ॥ ৪ ॥ নমস্তে ভগবন্ সূৰ্য্য লোকসাক্ষিন্  
বিভাবসো। পুত্রার্থী চ প্রপন্নোহং গৃহাণার্য্যং দিবাকর ॥ ৫ ॥ কমলালাস্ত দেবেশ সাক্ষী  
ত্বক জগৎপতে। ভক্তস্তব প্রপন্নোহং গৃহাণার্য্যং দিবাকর ॥ ৬ ॥ স্বৰ্গদীপ নমস্তেহস্ত  
নমস্তে বিশ্বতাপন। নবপুষ্পোৎসবে চার্ধ্যং গৃহাণার্য্যং দিবাকর ॥ ৭ ॥ নমস্তে  
পদ্মিনীকান্ত সুরমোক্শপ্রদায়ক। ছায়াপতে জগৎস্বামিন্ স্বৰ্গদীপ নমোহস্ত তে ॥  
৮ ॥ বিশ্বাস্মা বিশ্ববজ্রচ বিশ্বেশো বিশ্বলোচনঃ। নবপুষ্পোৎসবে চার্ধ্যং গৃহাণ  
ত্বং দিবাকর ॥ ৯ ॥ \* অনন্তর পতি, ভাৰ্য্যার পশ্চাতে থাকিয়া, দক্ষিণহস্তদ্বারা \*  
তাহার স্বক্কের উপর হইতে যোনিস্থান স্পর্শ করিয়া, নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বয় পাঠ  
করিবেন,—

প্রজাপতিঋষি-ব্রহ্মঋষি-প্ৰজাপতি-ধাতারো দেবতা গৰ্ভাধানে  
বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ষষ্ঠী রূপাণি পিংবতু। আসিকতু  
প্রজাপতিধাতা গৰ্ভং দদাতু তে ॥ ১ ॥ প্রজাপতিঋষি-ব্রহ্মঋষি-প্ৰজাপতি-  
সিনীবাণীসরস্বত্যধিনো দেবতা গৰ্ভাধানে বিনিয়োগঃ। ওঁ গৰ্ভং ধেহি

\* বৰ্তমান রীতি অনুসারে এই নয়টী মন্ত্রদ্বারা অৰ্য্যপ্রদান আব করা হয় না। কেবল  
ওঁ নমো বিশ্বরতে ব্রহ্মন ভাষতে বিজ্ঞতেজসে জগৎসংযজ্ঞে শুচয়ে সন্নিভে কৰ্ম্মদায়িনে ইত্যৰ্থাৎ  
ওঁ শ্রীস্বায় নমঃ ॥ এই বলিয়া একটী অৰ্য্য প্রদান করা হয়।



সিনীবালি গৰ্ভং ধেহি সরস্বতি । গৰ্ভস্তে অগ্নিনৌ দেবাব্যক্তাং পুঙ্করজ্জো  
 ২২ ৷ পরে এক খণ্ড সুবর্ণদ্বারা জ্বীর নাভিদেশ স্পর্শ করিয়া ইহা পাঠ  
 করিবেন,—ওঁ জীবৎসমা ভব ত্বং হি সুপুঞ্জোৎপত্তিহেতবে । তন্মাতং  
 সৰ্ককল্যাণি অবিঘ্নগৰ্ভধারিণি । ওঁ দীর্ঘায়ুঃ বংশধরং পুত্রং জনয়  
 সূত্রেতে ।” পরে কোন পতিপুত্রবতী নারী বা কোন বালক দ্বারা শোধিত  
 পকগব্য বধূকে পূর্বাতিমুখী করিয়া পান করাইবে ।

গৰ্ভাধান সমাপ্ত ॥

পুংসবন ।

প্রথম গৰ্ভের তৃতীয়মাসের উপক্রমে শুভদিনে অতি প্রত্যুষে প্রাতঃক্রিয়া  
 সমাপন করত ব্রহ্মীশ্রাদ্ধি করিয়া চন্দ্রনামক অগ্নিহোপনানন্তর বিরূপাক্ষজপান্ত  
 কুশণ্ডিকা সমাধা করিয়া পরে কৃতস্নাতা পত্নীকে সুন্দর বস্ত্র পরাইয়া অগ্নির  
 পশ্চিমদিকে পূর্বাগ্র কুশোপরি পূর্কমুখী করিয়া পতির দক্ষিণপাশে বসাইবে ।  
 প্রকৃত কার্য্যারম্ভে পতি অগ্নিতে অমন্ত্রক সমিধ্ নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহতি  
 হোম করিবেন । ( ৮ পৃঃ দেখ )

অনন্তর বর পত্নীর পৃষ্ঠদেশে বাইয়া দক্ষিণস্কন্ধ স্পর্শ করত অবতীর্ণ হস্তে  
 নাভিদেশস্পর্শ করিয়া ইহা পড়িবেন । যথা,—“প্রজাপতিঋষিরনুষ্ঠুপ্ছন্দো  
 মিত্রাবরুণাশ্ব্যগ্নিবারবো দেবতাঃ পুংসবনে বিনিয়োগঃ । ওঁ পুমাংসো মিত্রাবরুণো  
 পুমাংসাবস্বিনাবুভো । পুমানগ্নিস্চ বারুশ্চ পুমান্ গৰ্ভস্তবোধরে ।” এই এক  
 প্রকার পুংসবন ।

অপর প্রকার পুংসবনার্থ স্বামী বটবৃক্ষের ঈশানকোণস্থিত ফলধর-  
 যুক্ত শাখা হইতে কট কর্তৃক অদষ্ট বটশুঙ্গাকে, যব অথবা মাষকলাইয়ের  
 শুভাঙ্ক সহিত নিম্নলিখিত সাতটি মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিবে । যথা,—  
 প্রজাপতিঋষিঃ সোমবরুণ-বসুরুদ্রাদিত্যমরুত্বিষ্ণুদেবা দেবতাঃ অগ্নৌষধশুক্রা-  
 পরিক্রমণে বিনিয়োগঃ । ওঁ যদ্যসি সৌমী সোমায় ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি  
 ১ ৷ ওঁ যদ্যসি বারুণী বরুণায় ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি ২ ৷ ওঁ যদ্যসি  
 বসুভ্যো বসুভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি ৩ ৷ ওঁ যদ্যসি রুদ্রেভ্যো রুদ্রেভ্যস্ত্বা  
 রাজ্ঞে পরিক্রীণামি ৪ ৷ ওঁ যদ্যসি অদিত্যেভ্য অদিত্যেভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরি-

ক্ৰীণামি ॥ ৫ ॥ ওঁ যদ্যসি মক্ষন্ত্যো মক্ষন্ত্যন্ত্য রাঞ্জে পরিক্রীণামি ॥ ৬ ॥ ওঁ যদ্যসি  
বিষ্বেভ্যো দেবেভ্যো বিষ্বেভ্যো দেবেভ্যন্ত্য রাঞ্জে পরিক্রীণামি ॥ ৭ ॥

অনন্তর নিয়মস্বৈ অতিমন্ত্রিত বটগুলা আহরণ করিবে। যথা—‘প্রজাপতিঋষি-  
রোষধ্যো দেবতা ত্রোগোধগুজ্ঞানেনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওষধঃ স্ত্রুমনসোহস্যং  
বীৰ্য্যং সমাধন্তু ইদং কৰ্ম্ম করিষ্যতি।’ পরে সেই বটগুলাগুলি তৃণদ্বারা বেষ্টিত  
করিয়া অন্তরীক্ষে স্থাপন করিবে। তৎপর অগ্নির শোভন নাম করণ করিয়া  
তাহার উত্তর ভাগে ধোত শিলার উপর ব্রহ্মচারী, কুমারী বা গর্ভবতী স্ত্রীলোক  
অথবা অবীতবেদ কোন ব্রাহ্মণ আচার্য বশতঃ শিশির জল দ্বারা নোড়াযোগে ঐ  
গুলাগুলি পুনঃপুনঃ পেষণ করিবেন। অতঃপর অগ্নির পশ্চিমভাগে উত্তরাগ্র  
কুশোপরি পশ্চিমাভিমুখে উপবিষ্টা পত্নীর মস্তক পূর্বদিকে অবনামিত করিয়া  
পতি তাহার পশ্চাৎভাগে অবস্থান করত দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা  
বস্ত্রবন্ধ ঐ পিষ্ট বটগুলা গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্বক উহার রস  
পত্নীর দক্ষিণ নাসায়স্ক্রে প্রদান করিবেন। যথা,—

“প্রজাপতিঋষিরনুষ্ঠুপ্ছন্দোহগ্নীন্দ্রবৃহস্পত্যে দেবতা ত্রোগোধগুজ্ঞান-  
সদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ , পুমানগ্নিঃ পুমানিন্দ্রঃ পুমান্ দেবো বৃহস্পতিঃ।  
পুমাংসং পুত্রং বিন্দস্ব ত্বং পুমাননুজায়তাম্।”

অতঃপর মহাব্যাহতি হোম করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ দ্ব্যতক সমিধ্ অমন্তক  
অগ্নিতে আহতি দিয়া সর্বকৰ্ম্ম সাধারণ শাট্টায়ন হোমাদি বায়দেবায়ানান্ত  
উদীচ্য কৰ্ম্ম সমাপ্ত করিয়া কৰ্ম্মকারয়িতা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দান করিবে।

### সীমন্তোন্নয়ন ।

দশবিধ সংস্কার বিধিতে গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়নের পৌরুষাপর্য্য  
নিয়ম আছে বলিয়া প্রথম গর্ভের চতুর্থ, ষষ্ঠ অথবা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন  
করা কর্তব্য। যদি দৈবপ্রতিকূলতা বশতঃ গর্ভাধান ও পুংসবন কৰ্ম্ম সমাপন  
করা না হইয়া থাকে, তবে সীমন্তোন্নয়ন দিবসে শাট্টায়ন হোমাদিরূপ প্রায়-  
শ্চিত্ত করিয়া গর্ভাধান ও পুংসবন কৰ্ম্ম সমাপ্ত করত পরে সীমন্তোন্নয়ন  
করিবে। তাহার প্রণালী এইরূপ।—পতি প্রাতঃস্নান করিয়া বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি  
করত “মঙ্গল” নামক অগ্নি স্থাপন পূর্বক বিরূপাক্ষ জপান্ত ( ৭ পৃঃ দেখ ) সারান্ত  
কুশগুণিকা করিয়া সঙ্কল করিবে। যথা,—“ওঁ অদ্যেত্যাদি এতদ্বদীয়পত্ন্যা

বথাকালে গৰ্ভাধানপুংসবনকৰ্মপোৱকৰণজনিত দোষপ্রশমনায় শাটায়ন হোম-  
মহং কুৰ্য্যৈ।” তৎপর শাটায়ন হোম কৰিয়া পূৰ্বোক্ত বিধানে গৰ্ভাধান  
ও পুংসবন কৰ্ম সমাপন কৰিয়া সীমন্তোন্নয়ন কৰিবে। বথা.—পতি কৃত-  
জানী বধূকে অগ্নিৰ পশ্চিমভাগে নিজের দক্ষিণে উত্তৰাণ কুশোপনি পূৰ্বাভি-  
মুখে উপবেশন কৰাইয়া প্রাদেশ প্রমাণ স্বতাক্ত সমিধ্ মন্ত্ৰ বাতীত অগ্নিতে  
নিকৈপপূৰ্বক মহাবাহুতি হোম কৰিবে। পরে পতি পত্নীৰ পৃষ্ঠভাগে  
পূৰ্বাভিমুখে থাকিয়া আচাৰ্য্যসংসারে স্বৰ্গাদি নিৰ্ম্মিত, যব প্রতিকৃতিস্ব সতিত,  
বক্ষার্থ পরিকল্পিত নিষ, সৰ্বপ, ভগ্নাতক ও বচ প্রভৃতি সম্বলিত বাহুদেবপাদদ্বয়  
এবং এক বৃত্তস্থিত পটুহুত্ৰাদি দ্বাৰা প্রথিত উভয় ফলদ্বয় গ্রহণ কৰিয়া  
“প্রজাপতিৰ্ঋষিরনুষ্ঠুপচ্ছন্দঃ জীদেবতা ওঁ ভূয়ঃফলয়গলবন্ধনে বিনিয়োগঃ।  
ওঁ অয়মূৰ্জাবতো বক্ষ উৰ্জীব ফলিনী ভব। পৰ্ণং বনস্পতে হুতা হুতা  
চ হুতং যবিঃ॥” এই মন্ত্ৰ পাঠ কৰিয়া পত্নীৰ কণ্ঠে দিবে। পরে দৰ্ভপিজ্জ-  
লিত্ৰয় গ্রহণ কৰিয়া “প্রজাপতিৰ্ঋষি গায়ত্ৰীচ্ছন্দোঃ যদেবতা দৰ্ভপিজ্জ-  
লিভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুঃ।” ইহা বলিয়া দৰ্ভপিজ্জলীত্ৰয়  
পত্নীৰ কেশাশ্ৰভাগ হইতে সীমন্ত ( সিন্ধুৰ প্রদান স্থান ) দেশ পর্য্যন্ত কেশ  
উন্নীত কৰিয়া এই দৰ্ভপিজ্জলী তিনটা পত্নীৰ মস্তকে স্থাপন কৰিবে। পুনৰায়  
দৰ্ভপিজ্জলীত্ৰয় লইয়া প্রজাপতিৰ্ঋষিকক্ষিচ্ছন্দো বায়ুদেবতা দৰ্ভপিজ্জলীভিঃ  
সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুঃ।” এই মন্ত্ৰ পাঠ করতঃ পূৰ্ববৎ সীমন্ত  
উন্নয়ন কৰিবে, এবং উহা কেশমধ্যে রাখিবে। পুনৰায় দৰ্ভপিজ্জলীত্ৰয়  
লইয়া,—“প্রজাপতিৰ্ঋষিরনুষ্ঠুপচ্ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা দৰ্ভপিজ্জলীভিঃ সীমন্তো-  
ন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ।” এই মন্ত্ৰদ্বাৰা পূৰ্ববৎ সীমন্তোন্নয়ন ও স্থাপন  
কৰিবে। পরে সেজাকৰ কণ্ঠক লইয়া—“প্রজাপতিৰ্ঋষি-স্ত্রিষ্ঠুপচ্ছন্দঃ  
জীদেবতা শরেণ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেনাদিতেঃ সীমানং নয়তি  
প্রজাপতিৰ্ঋহতে সৌভাগ্যায় তেনাহমস্মৈ সীমানং নয়ামি প্রজামষ্ট  
অরদষ্টং কৃণোমি”। ইহা পাঠপূৰ্বক পূৰ্ববৎ কেশ উন্নয়ন কৰিয়া ঐ  
সেজাককাটা কেশমধ্যে রাখিবে। পরে হত্ৰপূৰ্ণ তকু ( টাকুর বা টেকো )  
গ্রহণ কৰিয়া,—“প্রজাপতিৰ্ঋষিৰ্জগতীচ্ছন্দো রাক দেবতা হত্ৰপূৰ্ণতকুৰ্ণা  
সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ রাকামহং হুহবাং অনুষ্ঠুতী হব শৃণোতু নঃ শৃভগা  
ধোময়ুতু অনা। সীমন্তঃ স্বচ্যা অচ্ছিন্দ্যমানয়া দদাতু বীৰং শতদায়ু-  
মুখ্যং” ইহা পাঠ কৰিয়া তকু ব অশ্ৰাভাগ দ্বাৰা পূৰ্ববৎ উন্নয়ন ও স্থাপন কৰিবে।



ঋষিরহুটু পুছনো বিপশ্চিদেবতা শোষ্যস্তীহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ বিপশ্চিৎ  
পুছনমভরদ্ধাতা পুনরাহবৎ । পরে হি ত্বং বিপশ্চিৎ পুমানবৎ অনিঘাতেহসৌ  
নাম ঋহা ॥ ২ ॥ উক্ত মন্ত্রস্থ ‘অসৌ’ শব্দ স্থলে ভবিষ্যৎ পুত্রের নাম মনে মনে  
কল্পনা করিয়া “অমুকদেবশ্রাদ্ধং ঋহা” এইরূপ বলিবে ।

তদনন্তর মহাব্যাছতি হোম করিয়া অগ্নিতে প্রাদেশ প্রমাণ হৃতাক্ষ একটি  
সমিধ্ মন্ত্র ব্যতীত নিক্বেপ করিয়া সৰ্বকৰ্ম সাধারণ শাটায়ন হোমাদি বাম-  
দেব্য গানাস্ত উদীচ্য কৰ্ম করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে ।

### জাতকৰ্ম ।

পুত্র জন্মিলেই পিতা “মা নাভিং কৃত্তত” ( অর্থাৎ তোমরা নাভিচ্ছেদ করিও  
না ) এবং “স্তন্যং চ দত্ত” ( অর্থাৎ স্তন্য দিও না ) এই প্রকার বলিয়া পরি-  
ধেয় বস্ত্রসহ স্নান করিয়া বুদ্ধিশ্রাদ্ধ কুরিবেন । পরে কুমারী, গর্ভবতী অথবা  
কোন বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন ব্রাহ্মণ দ্বারা একখানি শিল ধোত কর্তৃত ব্রীহি ও যব চূর্ণ  
করিবেন এবং দক্ষিণহস্তের অন্ত্র ও অনামিকাধারা উহা লইয়া নিম্নলিখিত  
মন্ত্র পাঠ করিয়া কুমারের জিহ্বা মার্জন করিবেন । যথা,—

“প্রজাপতিঋষিরন্নং দেবতা ব্রীহিযবচূর্ণেন কুমারস্ত জিহ্বামার্জনে বিনি-  
য়োগঃ । ওঁ ইয়মাঙ্কেদমন্নমিদমায়ুরিদমমৃতং ।” পরে একটি সুবর্ণ শলাকায়  
হৃতসংযুক্ত করিয়া এই মন্ত্রে জিহ্বামার্জনা করিবেন,—“প্রজাপতিঋষিরহুটু পু-  
ছনো মিত্রবক্ৰণায়াষিনো দেবতাঃ কুমারস্ত সর্পিঃপ্রাশনে বিনিয়োগঃ । ওঁ  
মেঘান্তে মিত্রাবক্ৰণৌ মেঘামগ্নিদধাতু তে । মেঘান্তে অষিনৌ দেবাবাধতাং  
পুত্ররজ্জ্বৌ ঋহা ।” পুনর্যার পূর্ববৎ “প্রজাপতিঋষিগায়ত্রীচ্ছন্দ ইত্রে দেবতা  
কুমারস্ত সর্পিঃপ্রাশনে বিনিয়োগঃ । ওঁ সদসম্পতিমভুতং প্রিয়মিল্পস্ত কাম্যং  
সনিং মেধা ময়াসিৎ ঋহা ।” এই মন্ত্রে পুত্রের ত্রায় জিহ্বামার্জনা করিবেন ।  
এবং “নাভিং কৃত্তত” ( অর্থাৎ নাভি ছেদন কর ) এবং “স্তন্যং চ দত্ত” ( অর্থাৎ  
স্তন্যদান কর ) এই বলিয়া শিশুর নাভীচ্ছেদ ও স্তন্যদান করিতে আদেশ  
করিয়া পুনর্যার স্নান করিবেন ।

নিষ্কমণ ।

পিতা শিশুকে স্নান করাইয়া সাগং সন্ধ্যা গত হইলে চন্দ্রাভিমুখে কৃতাজ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান হইবেন । অনন্তর কুমারের মাতা পবিজবদ্র দ্বারা পুত্রকে আনৃত করিয়া স্বামীর বামদিকে পশ্চিমাভিমুখী হইয়া কুমারকে উত্তরশিরা করিয়া কুমারের পিতার হস্তে দিবেন এবং ভর্তার পৃষ্ঠদেশ দিয়া উত্তরদিকে আসিয়া চন্দ্রের দিকে মুখ করিয়া বসিবেন । তৎপরে পিতা “প্রজাপতিঋষিরহুষ্টপ্ ছন্দঃচন্দ্রো দেবতা কুমারস্ত চন্দ্রদর্শনে বিনিয়োগঃ । ও যন্তে স্ত্রীষ্যে হ্রদয়ং হিতমন্তঃ প্রজাপতো । বেদাহং মতে তচ্ছ ক্রমাং পৌত্রমুখং নিপাং । প্রজাপতিঋষিরহুষ্টপ্ ছন্দঃচন্দ্রো দেবতা কুমারস্ত চন্দ্রদর্শনে বিনিয়োগঃ । ও যং পৃথিব্যা অনামৃতং দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতং । বেদামৃতস্তাহং নাম মাহং পৌত্রমুখং ঋষং । প্রজাপতিঋষিরহুষ্টপ্ ছন্দ ইজ্রায়ী দেবতে কুমারস্ত চন্দ্রদর্শনে বিনিয়োগঃ । ও ইজ্রায়ী শর্ষ যচ্ছতং প্রজায়ৈ মে প্রজাপতী যথায়ং ন প্রমীয়েত পুত্রো জনিত্রা অধি ।”

ইহা পাঠকরত কুমারকে চন্দ্র দেখাইবেন । পরে পিতা চন্দ্রোদ্যেগে নিম্নলিখিত মন্ত্রে অর্ঘ্য দিবেন,—ও ক্ষীরোদাণবসন্তু ত অত্রিনেজসমুত্তব । গৃহাণাধ্যঃ শশাঙ্কেদং রোহিণ্যা সহিতো যম ॥

পরে পিতা সেই উত্তরশিরক কুমারকে তদবস্থায় জীৱ, হস্তে দিয়া—‘মহা-বামদেব্যঋষি’ ইত্যাদি ( ১২ পৃঃ দেখ ) শাস্তি মন্ত্র পাঠ করিয়া কুমারের মঙ্গল কামনা করত গৃহে যাইবেন । পরে পিতা ইহার পরবর্তী তৃতীয় গুরুপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে সাগংসময়ে চন্দ্র দেখিয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ করত প্রজাপতিঋষিরহুষ্টপ্ ছন্দঃচন্দ্রো দেবতা কুমারস্ত চন্দ্রদর্শনে বিনিয়োগঃ । ও যদদশচন্দ্রমসি কৃষ্ণং পৃথিব্যা হ্রদয়ং শ্রিতং । তদহং বিজ্ঞাংস্তং পশুমাং পৌত্রমুখং রুদং ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জলাঞ্জলি ত্যাগ করিবেন এবং আরও দুইবার মন্ত্র ব্যতীত জলাঞ্জলি দিবেন । পরে পিতা বামদেব্য গান এবং কুমারের মঙ্গলচিন্তা করিবেন ।

যদি পিতা বিদেশবাসী হন, তবে পত্নীর নিকট হইতে পুত্রের গ্রহণাদি না করিতে পারিলেও নিষ্কমণ কণ্ঠের অঙ্গীভূত বামদেব্য গানরূপ উদীচ্য কর্তব্য করিবেন ।

## নামকরণ ।

গৃহ বচন দ্বারা জননানন্তর একাদশাহে, শত দিবসে বা সংবৎসরে নাম-  
করণের কর্তব্যতা অবধারিত হইলেও আচার বশত দ্বাদশাহে, একাধিক শত-  
দিবসে অথবা জন্মদিনে নামকরণ করিবে ।

পিতা-দান করত বুদ্ধিশ্রীকাদি সমাপন করিয়া ‘পাথির নামক’ অগ্নিস্থাপন  
পূর্বক বিরূপাক্ষ জপান্ত্র কুশণ্ডিকা ( ৭ পুঃ দেখ ) করিয়া ঘৃতজ্জলিত সমিধ-  
মন্ত্র ব্যতীত অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিয়া, মহাবাহুতি হোম করিবেন ।  
( ৮ পুঃ দেখ ) । পরে, কুমারের মাতা পবিত্র বস্ত্রদ্বারা কুমারকে আচ্ছাদিত  
করিয়া তর্ভার দক্ষিণদিকে অবস্থিতি পূর্বক বালককে উত্তরশিরা করিয়া  
স্বামীর হস্তে দিবে। তৎপর পতির পৃষ্ঠদেশ দিয়া উত্তর দেশে গমন করত  
উত্তরাগ্র কুশোপরি পূর্বমুখে উপবেশন করিবেন ।

তৎপর পিতা—“ও প্রজাপত্যে স্বাহা” মন্ত্রে একবার বৃত্তাহতি দিয়া কুমা-  
রের জন্মতিথি ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা, জন্মনক্ষত্র ও নক্ষত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতার হোম  
করিবে, যথা,—প্রতিপদে জন্মিলে, ওঁ প্রতিপদে স্বাহা । ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা । দ্বিতী-  
য়ম্, ওঁ দ্বিতীয়ায়ৈ স্বাহা । ওঁ অষ্ট্রে স্বাহা । তৃতীয়ম্, ওঁ তৃতীয়ায়ৈ স্বাহা, ওঁ  
জনার্দনায় স্বাহা । চতুর্থীতে, ওঁ চতুর্থ্যে স্বাহা, ওঁ যমায় স্বাহা । পঞ্চমীতে, ওঁ  
পঞ্চম্যে স্বাহা, ওঁ সোমায় স্বাহা । ষষ্ঠীতে ওঁ ষষ্ঠ্যে স্বাহা, ওঁ কুমারায় স্বাহা ।  
সপ্তমীতে ওঁ সপ্তম্যে স্বাহা, ওঁ মুনিভ্যঃ স্বাহা । অষ্টমীতে ওঁ অষ্টম্যে স্বাহা,  
ওঁ বসুভ্যঃ স্বাহা । নবমীতে ওঁ নবম্যে স্বাহা, ওঁ পিশাচেভ্যঃ স্বাহা । দশমীতে  
ওঁ দশম্যে স্বাহা, ওঁ ঋষায় স্বাহা । একাদশীতে ওঁ একাদশ্যে স্বাহা, ওঁ রুদ্রায়  
স্বাহা । দ্বাদশীতে ওঁ দ্বাদশ্যে স্বাহা, ওঁ বায়বে স্বাহা । ত্রয়োদশীতে ওঁ ত্রয়ো-  
দশ্যে স্বাহা, ওঁ কামদেবায় স্বাহা, চতুর্দশীতে ওঁ চতুর্দশ্যে স্বাহা, ওঁ বক্ষেভ্যঃ  
স্বাহা । পূর্ণিমায় ওঁ পৌর্ণমাস্যে স্বাহা, ওঁ বিষ্ণেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা । অমা-  
বস্তাতে ওঁ অমাবস্তায়ৈ স্বাহা, ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বাহা ।

নক্ষত্রহোম যথা,—ওঁ রুত্তিকাভ্যঃ স্বাহা অগ্নয়ে । রোহিণীভ্যঃ,  
প্রজাপত্যে । মৃগশিরসে স্বাহা, সোমায় । আর্জীয়ৈ, রুদ্রায় । পুনর্কসবে,  
অদিতয়ে । পুষ্যায়ৈ, বৃহস্পত্যে । অশ্লেষাভ্যঃ, সর্পেভ্যঃ । মঘায়ৈ, পিতৃভ্যঃ ।  
পূর্বফল্গুনীভ্যঃ, ভগায় । উত্তরফল্গুনীভ্যঃ, অর্য্যয়ে । হস্তায়ৈ, সবিজ্রে ।  
চিত্রায়ৈ, ঋত্রে । স্বাতীয়া, বায়বে । বিশাখাভ্যঃ, ইন্দ্রাণীভ্যঃ । অনুরাধাভ্যঃ, মিত্রায় ।  
জ্যেষ্ঠায়ৈ, ইন্দ্রায় । মূল্যায়ৈ, নৈঋতায় । পূর্বাষাঢ়াভ্যঃ, অগ্ন্যঃ । উত্তরা-

বাড়াভাঃ, বিবেতো। দেবেভাঃ । শ্রবণায়ৈ, বিববে । ধনিষ্ঠাভাঃ, বম্ভাঃ । শতভিবাভাঃ, বরুণায় । পূৰ্বভাদ্রপদাভাঃ, অজৈকপাদায় । উত্তরভাদ্রপদাভাঃ, অহিত্রায় । রেবত্যা, পুষ্যে । আশ্বিনে, অশ্বিনীকুমারাভাঃ । ভরণী, বমায় ।” কি প্রকার বাক্য করিয়া কোন্ নক্ষত্রে হোম করিতে হয়, তৎসমস্তই লিখিত হইল । যে বালক যে নক্ষত্রে জন্মিয়াছে, তাহার নামকরণকালে সেই নক্ষত্রে হোম করিবেন । প্রত্যেক চতুর্থ্যস্থ নামের আদিতে ওঁ এবং অন্তে স্বাহা শব্দ যোগ করিয়া হোম করিতে হইবে ।

অনন্তর পিতা কঠিনী ( খড়ি ) দ্বারা প্রস্তুত দুইটী নাম ( রাশ্চাশ্রিত ও দেবতাশ্রিত ) লিখিয়া দুইটী দ্ব্যত প্রদীপ প্রজালিত করত তদগ্নিশিখায় দুইটী নাম করনা করিবে এবং যে নামে প্রদীপ অধিক প্রজ্বলিত হয় তাহাই কুমারের নাম হইবে । পরে পিতা সস্তানের মুখ, নাসিকা, চক্ষু ও কণ দক্ষিণহস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া, পশ্চাৎলিখিত মন্ত্র দুইটী পাঠ করিবেন,—প্রজাপতিঋষিরহর্পতি দেবতা নামকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ কোহসি কতমোহস্তেষোহস্ত মৃতস্পত্যং মাসং প্রবেশ শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মন ॥ ১ ॥ প্রজাপতিঋষিরাতিতো দেবতা নামকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ সত্বাহে পরিদদাত্তহস্তা রাত্রৌ পরিদদাত্তু রাত্রিস্তমোরাত্রাভাঃ পরিদদাত্তহোরাত্রৌ ত্বা অৰ্দ্ধমাসেভ্যঃ পরিদদাত্তামৰ্দ্ধমাসাত্ত্বা মাসেভ্যঃ পরিদদাত্তু মাসান্তুৰ্দ্ধাভ্যঃ পরিদদাত্তু ঋতবত্ত্বা সম্বৎসরায় পরিদদাত্তু সম্বৎসরন্ত্বায়ুবে জরায়ৈ পরিদদাত্তু শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মন ।

পরে পিতা কুমারের মাতার বামকর্ণে বলিবেন, “শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মাঃ তে পুত্রঃ ।” কুমারের দক্ষিণকর্ণে বলিবেন, “শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মাসি ।” \*

পরে মাতৃকোড়ে শিশুকে দিয়া পিতা মহাব্যাহতিহোম করত অগ্নিতে অমন্ত্রক সমিধ নিক্ষেপ করিয়া শাটায়ন হোমাদি বামদেব্য গানাত্ম, উদীচ্য কর্ষ করিবেন ।

### পৌষ্টিক-কৰ্ম ।

বালকের জন্মদিবস হইতে সংবৎসর পর্যন্ত প্রতিমাসীয় জন্মতিথিতে বা প্রত্যেক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পিতা স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন করতঃ কুমারের পৌষ্টিক কার্যার্থ সঙ্কল্প করিবেন । যথা,—“অন্তেষ্যাদি



অমুকগোত্রস্য যৎপুত্রস্য ত্রিঅমুকদেবশৰ্গঃ শুভকামঃ পৌষ্টিককৰ্ম্মাহং কুৰ্য্যৈঃ।” এইরূপ সৰুৰ কৰিয়া বয়স নামক অগ্নিহোপন পূৰ্বক বিৰূপাক জগন্ত কুশণ্ডিকা সমাপন কৰিয়া একত কৰ্ম্মগৱন্তে প্ৰাদেশ প্ৰমাণ একতি হুতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে নিক্ষেপ কৰিয়া মহাব্যাহতি হোম কৰিবে।

তৎপৰ “ও” ইত্ৰাণিত্যাং স্বাহা। ও ত্ৰাবাপুৰিষীভ্যাং স্বাহা। ও বিধেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা।” এই বলিয়া তিনবাব আজ্যাহতি দিবেন। এবং নাম কবণোক্ত জন্মতিথি ও নক্ষত্ৰাদিৰ ক্ৰমবিপৰ্য্যয়ে \* নামোন্মেষে আজ্যাহতি দিবেন। পৰে মহাব্যাহতি হোম কৰিয়া প্ৰাদেশ প্ৰমাণ হুতাক্ত সমিধ্ মন্তব্যতীত অগ্নিতে আহতি দিয়া সৰ্বকৰ্ম সাধাৱণীয়া শাটায়ান হোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য কৰ্ম্ম সমাপন কৰিবেন।

### অন্নপ্ৰাশন ।

বালকৰ বৰ্ষ বা অষ্টমমাসে, কন্যাৰ পঞ্চম কিম্বা সপ্তমমাসে জ্যোতিঃশাক্তোক্ত শুভদিনে পিতা নিত্যক্ৰিয়া শেষ কৰিয়া বুদ্ধিশাক্ত নিক্ষীহ কৰিয়া “ওচি” নামক অগ্নিহোপন পূৰ্বক বিৰূপাক জগন্ত কুশণ্ডিকা সম্পন্ন কৰিয়া প্ৰাদেশপ্ৰমাণ হুতাক্ত সমিধ্ অমন্তক অগ্নিতে আহতি দিয়া মহাব্যাহতি হোম ( ৮ পৃ দেখ ) কৰিবেন। পৰে, নিম্নলিখিত দশটী মন্ত্ৰে পৃথক্ পৃথক্ হুতাহতি দিবেন। যথা,—  
‘প্ৰজাপতিঋষিৰ্গায়ত্ৰীচ্ছন্দ আদিত্যো দেবতা পুৰুষাধিপত্যকামস্ত চতুপথে অগ্নাবাদিত্যাভিমুখস্তাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ও অন্নং য় একচ্ছন্দস্তমন্নং হে ক ভূতেভ্যচ্ছন্দয়তি স্বাহা ॥ ১ ॥ প্ৰজাপতিঋষিৰ্গায়ত্ৰীচ্ছন্দ আদিত্যো দেবতা পুৰুষাধিপত্যকামস্ত চতুপথে অগ্নাবাদিত্যাভিমুখস্তাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ও ত্ৰীৰ্কা এবা যৎ সত্ত্বানো বিৰোচনো ময়ি সত্বমবদধ্যাতু স্বাহা ॥ ২ ॥ প্ৰজাপতিঋষিৰ্হত্ৰীচ্ছন্দ আদিত্যো দেবতা পুৰুষাধিপত্যকামস্ত চতুপথে অগ্নাবাদিত্যাভিমুখস্তাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ও অন্নস্য হুতমেব রসস্তেজঃ সম্পৎকামোজুহোমি স্বাহা ॥ ৩ ॥ প্ৰজাপতিঋষিঃ ক্ষুদ্রেবতা বৃত্ত্যবিচ্ছিত্তিকামস্ত সাং প্রাতঃ

\* ক্ৰমবিপৰ্য্যয়ে,—অৰ্থাৎ নামকৰণ প্ৰণালীৰ বিপৰীত ক্ৰমে আহতি দিবে। অৰ্থাৎ অগ্নে তিথিনক্ষত্ৰাধিষ্ঠিত দেবতাৰ এবং পৰে তিথিনক্ষত্ৰেৰ হোম কৰিবে। বেদন—প্ৰতিপদে জাত ব্যক্তিৰ “ও প্ৰক্ষেণে স্বাহা, প্ৰতিপদে স্বাহা।” কৃত্তিকানক্ষত্ৰে জাত ব্যক্তিৰ “ও অগ্নয়ে স্বাহা, ও কৃত্তিকাত্যঃ স্বাহা।, ইত্যাদি। এইরূপ সৰ্বকৰ্ম্ম জানিবেন।

ক্ষুণ্ণোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ক্ষুণ্ণে স্বাহা । ১ ॥ প্রজাপতিঋষিঃ ক্ষুণ্ণ-  
পিপাসে দেবতে বৃত্ত্যবিচ্ছিত্তিকামস্ত সায়ং প্রাতঃ ক্ষুণ্ণভোজ্যে বিনিয়োগঃ ।  
ওঁ ক্ষুণ্ণপিপাসাত্যাং স্বাহা ॥৫॥ ওঁ প্রাণায় স্বাহা ॥ ৬ ॥ ওঁ অপানায় স্বাহা ॥ ৭ ॥  
ওঁ সমানায় স্বাহা ॥ ৮ ॥ ওঁ উদানায় স্বাহা ॥ ৯ ॥ ওঁ ব্যানায় স্বাহা ॥ ১০ ॥

অনন্তর পুনর্বার মহাব্যাহতি হোম করিয়া অমন্ত্রক যতাক্ত সমিধ,  
অগ্নিতে দিয়া বামদেব্যাগানান্ত উদীচ্য কৰ্ম্ম করিবেন । পরে কুমারের মুখে  
নিম্ন লিখিত মন্ত্রে অন্নদান করিবেন । যথা—প্রজাপতিঋষিঃ হতীচ্ছন্দোঃ মন্ত্রপতি-  
র্দেবতা কুমারস্তান্নপ্রাশনে বিনিয়োগঃ । ওঁ অন্নপতেঃ মন্ত্র নো ধেহি দ্বিপদেশং  
চতুস্পদে স্বাহা । পরে, কৰ্ম্মকারয়িতা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে ।

### নৈমিত্তিক পুত্রমূৰ্দ্ধাভিজ্ঞান কৰ্ম্ম ।

চির প্রবাস হইতে আগত পিতা শুদ্ধচিত্তে পূৰ্ণাভিমুখ হইয়া নিজের  
হস্তদ্বয় দ্বারা জ্যেষ্ঠপুত্রক্রমে মন্তক ধারণ করতঃ ‘প্রজাপতিঋষিঃ পুত্রমূৰ্দ্ধাভিজ্ঞান-  
প্রজাপতির্দেবতা পুত্রস্য মূৰ্দ্ধানমুপসংগৃহ্য জপে বিনিয়োগঃ । ওঁ অঙ্গাদঙ্গাং  
সংশ্রবসি হৃদয়াদধিজায়সে । প্রাণন্তে প্রাণেন সন্দধ্যামি জীবসে বাবদায়ুং ॥ ১ ॥  
ওঁ অঙ্গাদঙ্গাং সন্তবসি হৃদয়াদধিজায়সে । বেদো বৈ পুত্রনামাসি সংজীব  
শরদঃ শতং ॥ ২ ॥ ওঁ অশ্মা ভব পরশুর্ভব হিরণ্যমমৃতং ভব আত্মাসি পুত্র  
মা যুধাঃ সংজীব শরদঃ শতং । অতঃপর নিম্নোক্তমন্ত্র পাঠ করিয়া পিতা  
পুত্রের মস্তকভাগ করিবেন ।—‘প্রজাপতিঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা পুত্রস্য  
মূৰ্দ্ধাভিজ্ঞানে বিনিয়োগঃ । ওঁ পশুনাং ত্বা হুঙ্কারেণাভিজিহ্বামি ত্রীঅমুক-  
দেবশশ্বন্ । অনন্তর বামদেব্যাগান করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিন্নাবধারণ করিবেন ।

যদি পিতা প্রবাসে না থাকিয়া গৃহেই থাকেন, তবে পুত্র যখন “সমা-  
য়ং পিতা”—অর্থাৎ “ইনি আমার পিতা” এইরূপ জানিবে, তখন পিতার  
এই কার্য্য করা কর্তব্য । আর যদি তৎকালে করিতে না পারেন, তবে  
উপনয়নানন্তর করিবেন ।

## চূড়াকরণ ।

কুলাচার বশতঃ প্রথম বা তৃতীয় বর্ষে চূড়াকরণ কর্তব্য । যথাসময়ে কৃত না হইলে ব্রাহ্মণের উপনয়ন কালেও চূড়াকার্য্য করিতে পারা যায় ।

পিতা হান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি সমাধা করত, বিরূপাক্ষ জপান্ত্র কুশণ্ডিকা শেষ করিয়া অগ্নির দক্ষিণদিকে একবিংশতি দর্ভপিঞ্জলীকে সাত সাতটি করিয়া অগ্নি কুশধারা বেষ্টন করত উহা এবং কাংশ্রপাত্রে উষ্ণজল, তাম্রনির্ম্মিত ক্ষুর, তদভাবে দর্পণ, এবং লৌহক্ষুরহস্ত নাপিতকে এবং অগ্নির উত্তরভাগে বৃষ-গোমঘ, তিল, তণ্ডুল, মাষকলাই, সর্বপ ও তিলতণ্ডুল, অগ্নির পূর্বদিকে মিশ্রিত ব্রীহিবর্ণপূর্ণ তিনটীপাত্র, এবং মিশ্রিত তিলতণ্ডুল ও মাষকলাই পূর্ণ পাত্রত্রয় স্থাপন করিবেন । অনন্তর বালকের মাতা শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া পুত্রকে কোলে লইয়া স্বীয় বস্ত্রাঞ্চলে বালকের শরীর আবৃত করিয়া অগ্নির পশ্চিমভাগে পতির বামপার্শ্বে উত্তরাগ্র কুশোপরি পূর্বমুখী হইয়া বসিবেন । পরে, পিতা প্রকৃত কর্ম্মারম্ভে প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে মন্ত্র ব্যতীত নিক্ষেপ করিয়া বাস্তসমস্ত মহাব্যাহতি হোম করিবেন (৮ পৃঃ দেখ) । পরে পিতা উথিত হইয়া পত্নীর পশ্চিমদিকে পূর্বাভিমুখে অবস্থিত থাকিয়া ক্ষুরহস্ত নাপিতকে দেখিয়া তাহাকে স্ব্যাক্রমে ভাবনা করিয়া পরবর্তী মন্ত্রপাঠ করিবেন,— প্রজাপতিঋষিঃ সবিভা দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ও অয়মগাং সবিভা ক্ষুরেণ ।” পরে, কাংশ্রপাত্রস্থিত শীতোষ্ণ জল দর্শন করিয়া বায়ুকে মনে মনে চিন্তা করিয়া, ‘প্রজাপতিঋষির্বাযুর্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ও উষ্ণেন বায় উদকেনৈধি ।’ ইহা পাঠ করিবেন ।

অনন্তর কাংশ্র পাত্রস্থিত উষ্ণোদক দক্ষিণহস্তে লইয়া “প্রজাপতিঋষি-রাপো দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ও আপ উদন্ত জীবসে ।” এই মন্ত্রে কুমারের দক্ষিণ কপুটিকা \* দেশ আদ্র করিবেন । তৎপরে ক্ষুর দর্শন করত, “প্রজাপতিঋষির্বিষ্ণুর্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ ॥ ও বিষ্ণোর্দ্বৈত্বোহসি” এই মন্ত্র পাঠ করিবেন । অতঃপর কুশবদ্ধ সপ্তদর্ভপিঞ্জলী গ্রহণ করত আদ্র দক্ষিণকপুটিকাদেশ উদ্ধমূল করিয়া নিয়োক্ত মন্ত্র পাঠ করত বাধিবেন । যথা— “প্রজাপতিঋষিরৌষধির্দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ও ওষধে ত্রায়ৈশ্বনঃ ।

\* কপুটিকা স্থানের নিম্নে দক্ষিণ ও বামকর্ণের উদ্ধবর্তী স্থানকে কপুটিকা কহে ।

পরে, বামহস্তগৃহীত দর্ভপিঞ্জলী সহিত কপুষ্টিকাহানে দক্ষিণহস্তস্থিত ক্ষুর স্পর্শ করাইবেন । মন্ত্র যথা,—“প্রজাপতিঋষিঃ সুধিতিদেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ সুধিতে মৈনং হিংসীঃ ।” যে স্থানে কেশচ্ছেদ না হয়, সেস্থানে এইরূপভাবে নিম্ন-লিখিত মন্ত্রে উক্ত কপুষ্টিকাহানে ক্ষুর স্পর্শ করাইবেন । মন্ত্র যথা,—“প্রজাপতি ঋষিঃ পূষা দেবতা চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ যেন পুষা বৃহস্পতেঋয়ো-  
রিম্ভ্রশ্চ চাপবৎ তেন তে বপামি ব্রহ্মণা জীবাতবে জীবনায় দীর্ঘায়ুর্ভূতায় বলায় বরুমে ।” তৎপরে মন্ত্র ব্যতীত ঐরূপে দুইবার ক্ষুর স্পর্শ করাইয়া সোহ ক্ষুর দ্বারা কপুষ্টিকাদেশস্থ কেশ ছেদন করিয়া দর্ভপিঞ্জলীর সহিত বালকের মিব্রুত পা ব্রহ্ম গোময়োপরি উহা নিক্ষেপ করিবে ।

পরে কুমারের কপুচ্ছল \* দেশস্থিত কেশ পূর্ববৎ উন্মোচক দ্বারা ভিজাইবে এবং পূর্বের ত্রায় ক্ষুর দর্শনপূর্বক মন্ত্র জপ, দর্ভপিঞ্জলীবন্ধন, ক্ষুর স্পর্শ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য করিয়া পূর্ববৎ গোময়োপরি স্থাপন করিবে । বাম কপুষ্টিকাদেশে ও দক্ষিণ কপুষ্টিকার ত্রায় কার্য্য করিবে ।

অনন্তর পিতা কুমারের মস্তক উভয় হস্তদ্বারা আবৃত করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন । যথা,—“প্রজাপতিঋষিক্ষিকচ্ছন্দো যমদগ্নিকশপাগস্ত্যাদয়ৌ দেবতাশ্চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ জমদগ্নে ত্র্যায়ুঃ । ওঁ কশপশ্চ ত্র্যায়ুঃ । ওঁ অগস্ত্যশ্চ ত্র্যায়ুঃ । ওঁ যদেবানাং ত্র্যায়ুঃ । ওঁ তত্তেহস্ত ত্র্যায়ুঃ ।

তৎপরে বস্ত্র মাল্যাদি ভূষিত নাপিত কুমারের মস্তক মুণ্ডন করিবে এবং কেশ সমূহ বাঁশবনে বা অরণ্যে নিক্ষেপ করিবে । এই সময়ে কুমারের কর্ণবেধ করা কর্তব্য । পরে, পিতা পূর্ববৎ ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহতি হোম করিয়া, অমন্ত্রক প্রাদেশ প্রমাণ সমিধ্ অগ্নিতে প্রক্ষেপপূর্বক প্রকৃত কন্ধ শেষ করিয়া সাধারণীয় শাট্যায়ন হোমাদি বামদেব্য গানাস্ত্র উনীচ্য কৰ্ম্ম করিবেন ॥

### উপনয়ন ।

গর্ভধারণ হইতে অষ্টম বর্ষ বা জন্মদিন হইতে অষ্টম বর্ষ ব্রাহ্মণের উপনয়নের প্রশস্তকাল । তদসম্ভবে বোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নের অধিকার । অতঃপর ব্রাহ্মণের সাবিত্রী পতিত হয় বলিয়া আর উপনয়ন হইতে পারে না । প্রথমত

\* মস্তকের পশ্চাদভাগে শিখাহানের নিম্ন ও পশ্চাদভাগস্থিত অভিমুখস্থ উক্ত স্থানকে কপুচ্ছল বলে ।

কৃতবুদ্ধিশ্রদ্ধ পিতা অথবা কৃতবুদ্ধিশ্রদ্ধ পিতা কর্তৃক বৃত্ত অগ্নি ব্রাহ্মণ তদভ্যাসে  
মাণবক কর্তৃক আচার্য্যে বৃত্ত অগ্নি ব্রাহ্মণ সমুদভব নামক অগ্নিস্থাপন করিয়া  
সামান্য কুশণ্ডিকা বিধানে বিরূপাক্ষ জপান্ত কুশণ্ডিকা সমাপন করিয়া মাণবককে  
(প্রাতর্ভোজন করাইয়া) অগ্নির উত্তরে আনয়ন পূর্বক শিখাসহ তাহার  
কেশ মুণ্ডন করাইবে । পরে কুণ্ডলাদি শোভিত ক্ষৌম বস্ত্র (তদভাবে রঞ্জিত  
কার্পাসবস্ত্র) বারী মাণবককে স্বদক্ষিণে আনয়ন করত প্রকৃত কর্ম্মারম্ভে  
প্রাদেশ-প্রমাণ ঘৃতাঙ্ক সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া ব্যস্তসমস্ত মহাব্যা-  
হুতি হোম করিবেন । পরে আচার্য্য নিম্ন মন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ রূপে পাঁচটি ঘৃতাহুতি  
দিবেন । যথা,—“প্রজাপতিঋষিরগ্নিদেবতা উপনয়নহোমে • বিনিয়োগঃ ।  
ওঁ অগ্নে ব্রতপতে ব্রতকরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্ক্যা সমিদমহম-  
নূতাং সত্যমুপৈমি স্বাহা ॥ ১ ॥ প্রজাপতিঋষিরগ্নিদেবতা উপনয়নহোমে বিনি-  
য়োগঃ ॥ ওঁ বায়ো ব্রতপতে ব্রতকরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্ক্যা  
সমিদমহমনূতাং সত্যমুপৈমি স্বাহা ॥ ২ ॥ প্রজাপতিঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা উপ-  
নয়নহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ সূর্য্য ব্রতপতে ব্রতকরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি  
তচ্ছকেয়ং তেনর্ক্যা সমিদমহমনূতাং সত্যমুপৈমি স্বাহা ॥ ৩ ॥ প্রজাপতিঋষিঃ চন্দ্রো  
দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ চন্দ্র ব্রতপতে ব্রতকরিষ্যামি তত্তে  
প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্ক্যা সমিদমহমনূতাং সত্যমুপৈমি স্বাহা ॥ ৪ ॥ প্রজা-  
পতিঋষিরগ্নিদেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ইন্দ্র ব্রতপতে ব্রতপতে  
ব্রতকরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্ক্যা সমিদমহমনূতাং সত্যমুপৈমি  
স্বাহা ॥ ৫ ॥

হোমান্তে আচার্য্য অগ্নির পশ্চিমভাগে উত্তরাগ্র কুশের উপর কৃতাজলি  
পূর্বক দাঁড়াইয়া থাকিবেন । এবং মাণবকও অগ্নি ও আচার্য্যের মধ্যে আচা-  
র্য্যভিमुखে উত্তরাগ্র কুশোপরি কৃতাজলি হইয়া দণ্ডায়মান হইবেন । পরে মাণ-  
বকের দক্ষিণস্থ কোন মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বালকের ও আচার্য্যের অঞ্জলি জল দিয়া  
পূর্ণ করিবেন । পরে আচার্য্য গৃহীতাজলি মাণবককে দর্শন করতঃ এই  
মন্ত্র পড়িবেন,—“প্রজাপতিঋষিরগ্নুপ্ চন্দ্রোহগ্নি-বায়ু-সূর্য্য-চন্দ্রেন্দ্রাদয়ো দেবতা  
উপনয়নে আচার্য্যস্ত মাণবকং প্রেক্ষ্যমাণস্ত জপে বিনিয়োগঃ । ওঁ আগস্তা  
সমগন্ধহি প্র স্তমতঃ যুযোতন অরিষ্টাঃ সধকরমহি স্বস্তি সধকরতাদয়ঃ ।” পরে  
আচার্য্য গৃহীতাজলি মাণবককে পঞ্চাং লিখিত মন্ত্র পাঠ করাইবেন । যথা,—  
“প্রজাপতিঋষিরগ্নিদেবতা উপনয়নে মাণবকপাঠনে বিনিয়োগঃ । ওঁ

ব্রহ্মচর্যমাগামুপমানয়ম্ ।” তৎপর আচার্য্য “প্রজাপতিঋষিঃ স্মিত্বৈষ্টুপ্ছন্দো মাণবকো দেবতা উপনয়নে মাণবকনামপ্রশ্নে বিনিয়োগঃ । ওঁ কো নামাসি ।” এই মন্ত্রে মাণবকের নাম জিজ্ঞাসা করিলে, সে নিম্ন মন্ত্রে তাহার দেবতাপ্রিত, গোত্রা-প্রিত বা নক্ষত্রাপ্রিত নাম বলিবে । যথা,—“প্রজাপতিঋষিঃ স্মিত্বৈষ্টুপ্ছন্দো দেবতা উপনয়নে মাণবকনামকথনে বিনিয়োগঃ । ওঁ ত্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মনামাস্মি ।” পরে আচার্য্য এবং মাণবক উভয়ে পূর্ব-গৃহীত জলজলি ত্যাগ করিবেন । অতঃপর আচার্য্য দক্ষিণ হস্তদ্বারা মাণবকের অঙ্গুষ্ঠ-সহিত দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিয়া ইহা পাঠ করিবেন,—“প্রজাপতিঋষিরব্রুষ্টুপ্ছন্দঃ সবিত্রিশ্ব-পৃষাণো দেবতা উপনয়নে আচার্য্যস্ত মাণবকহস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ । ওঁ দেবস্ত তে সবিতুঃ প্রস-বেহশ্বিনোর্দাক্ষ্যভ্যাং পুষ্যোহস্ত্যভ্যাং হস্তং গৃভ্রামি ত্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মন ।” আচার্য্য পূর্ববৎ রূপে থাকিরাই পুনর্বার নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবেন । যথা,—প্রজাপতিঋষিরগ্নাদঘো দেবতা উপনয়নে গৃহীত-মাণবকহস্তাচার্য্যজপে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নিস্তে হস্তমগহীৎ সবিতা হস্তমগ্রহীৎ অর্য্যমা হস্তমগ্রহীৎ মিত্র-শুসি কৰ্ম্মণা অগ্নিরাচার্য্যস্তব ।”

তৎপর আচার্য্য পশ্চাৎস্থিত মন্ত্র পড়িয়া মাণবককে প্রদক্ষিণরূপে ঘূমাইয়া পূৰ্ম্মমুখ করিবেন । যথা,—“প্রজাপতিঋষিঃ স্মিত্বৈষ্টুপ্ছন্দো দেবতা উপনয়নে মাণবকস্তা-বর্তনে বিনিয়োগঃ । ওঁ সূর্য্যস্তারতমবাবর্তম ত্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মন ।” অতঃপর আচার্য্য মাণবকের দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ করত অবতীর্ণ দক্ষিণহস্ত দ্বারা অব্যবহিত নাভিদেশ স্পর্শ করিয়া ইহা পড়িবেন । যথা,—“প্রজাপতিঋষিনাভ্যস্তকৌ দেবতে উপনয়নে ব্রহ্মচারিনাভিস্পর্শনে বিনিয়োগঃ । ওঁ প্রাণানাং গ্রন্থিরসি মা বিশ্রমোহস্তক ইদন্তে পরিদদামি ত্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মণম্ ।” পরে নাভির উপরি ভাগ স্পর্শ করিয়া আচার্য্য মন্ত্রপাঠ করিবেন । যথা,—প্রজাপতিঋষিষায় দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিনাভ্যপরিদেশস্পর্শনে বিনিয়োগঃ । ওঁ অৰ্ভুর ইদন্তে পরিদদামি ত্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মণম্ ।” আচার্য্য নিম্নোক্ত মন্ত্রে মাণবকের হৃদয় স্পর্শ করিবেন । যথা,—“প্রজাপতিঋষিঃ কৃশাস্তুর্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-হৃদয়দেশস্পর্শনে বিনিয়োগঃ । ওঁ কৃশন ইদন্তে পরিদদামি ত্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মণম্ ।” আচার্য্য নিম্নমন্ত্রে দক্ষিণহস্ত দ্বারা মাণবকের দক্ষিণ স্কন্ধ ধরিবেন—“প্রজা-পতিঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-দক্ষিণস্কন্ধস্পর্শনে বিনিয়োগঃ । ওঁ প্রজাপতয়ে ত্বা পরিদদামি ত্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মন ।” অতঃপর আচার্য্য বামহস্ত দ্বারা মাণবকের বামস্কন্ধ ধরিয়া ইহা পড়িবেন,—“প্রজাপতিঋষিঃ স্মিত্বৈষ্টুপ্ছন্দো

দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-বামমুখস্পর্শনে বিনিয়োগঃ । ওঁ দেবায়  
 স্বা সবিজে পরিদদামি শ্রীঅমুকদেবশর্মন্ ।” তৎপরে আচার্য্য নিম্নমস্ত্র পাঠ  
 করিয়া মাণবককে সম্বোধন করিবেন । যথা,—“প্রজাপতিঋষি ব্রহ্মচারী দেবতা  
 উপনয়নে ব্রহ্মচারিসম্বোধনে বিনিয়োগঃ । ওঁ ব্রহ্মচারী শ্রীঅমুকদেবশর্মন্ ।”  
 অনন্তর আচার্য্য মাণবককে নিম্নমস্ত্র পাঠ পূর্বক, সমিধাহরণ, ভোজনের পূর্বে মন্ত্র  
 পাঠ পূর্বক জলপান, গুরু শুক্রবাদি করণ এবং দিবানিদ্রা বর্জননের নিমিত্ত  
 নিয়োগ করিবেন । যথা,—“প্রজাপতিঋষি ব্রহ্মচারী দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-  
 শ্রৈষ্যে বিনিয়োগঃ । ওঁ সমিধমাধেহি । ওঁ আপোণানং কশ্ম কুরু । ওঁ মা দিবা  
 স্বাপ্নীঃ ।” ব্রহ্মচারী সর্বত্রই ‘বাহু’ কিম্বা ‘ওম্’ ইহা বলিবেন । অতঃপর  
 আচার্য্য বশত কুমার কোপীন পরিবে ।

পরে, আচার্য্য অগ্নির উত্তরভাগে উত্তরাগ্র কুশোপরি পূর্বাভিমুখী হইয়া  
 উপবেশন করিবেন এবং মাণবকও দক্ষিণ জাহ্নুদ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া উত্তরাগ্র  
 কুশোপরি আচার্য্য্যভিমুখী হইয়া বসিবে । পরে আচার্য্য ত্রিগুণীকৃত মেথলা  
 পরিধাপন জন্ত মাণবককে নিম্ন মন্ত্র দুইটা পড়াইবেন,—“প্রজাপতিঋষি-  
 ত্রিষ্টুপ্ছন্দো মেথলা দেবতা উপনয়নে মেথলাপরিধাপনে আচার্য্য্য মাণবক-  
 বাচনে বিনিয়োগঃ । ওঁ ইয়ং হুরুস্তাং পরিবোধমানা বর্ণং পবিত্রং পুনতী ন  
 আগাৎ । প্রাণাপানাত্যাং বলমাবহন্তী স্বসা দেবী স্তভগা মেথলেয়ং ॥ ১ ॥  
 ওঁ ঋতস্ত গোপ্ত্রী তপস্তঃ পরস্বী ঘৃণী রক্ষঃ সহমানা অরাণীঃ । সা মা স-  
 মন্তমতিপর্য্যেহি ভদ্রে ধর্তারস্তে মেথলে মা রিষায় ॥ ২ ॥ পরে আচার্য্য ইহা  
 পড়িয়া মাণবককে যজ্ঞোপবীত পরিধাপন করাইবেন । যথা,—প্রজাপতিঋষি-  
 গায়ত্রীচ্ছন্দো বিধেদেবা দেবতা উপনয়নে যজ্ঞোপবীতদানে বিনিয়োগঃ ।  
 ওঁ যজ্ঞোপবীতমনি যজ্ঞস্ত হোপবীতেনোপনেহ্যমি ।” পরে কৃষ্ণসারচর্ম্মযুক্ত  
 যজ্ঞোপবীত পরিধান করাইবেন । মন্ত্র যথা,—“প্রজাপতিঋষিঃ শর্করীচ্ছন্দোহ-  
 জিনং দেবতা উপনয়নেহজিনপরিধাপনে বিনিয়োগঃ । ওঁ মিত্রস্ত চক্ষু-  
 র্ভরুণং বসীয়ন্তেজো যশস্বী স্থবিরং সমৃদ্ধং । অনাহতস্তং বদনং জরিত্ত  
 পরীদং দধেয়ং । অনন্তর মাণবক ইহা পাঠ করিয়া আচার্য্যের নিকট  
 উপস্থিত হইয়া বলিবেন, “প্রজাপতিঋষি-আচার্য্যো দেবতা আচার্য্য্যামরণে  
 বিনিয়োগঃ । ওঁ অধীহি ভোঃ সাবিত্রীং য়ে ভবানুভবীতু ।

পরে সমীপবর্তী মাণবককে আচার্য্য নিম্নক্রমে সাবিত্রী অধ্যাপন করা-  
 ইবেন । এক্ষণে যথা,—“বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা অর্পোপনয়নে

বিনিয়োগঃ। “তৎ সবিতুর্করেণ্যং । এই প্রথমপাদ অধ্যাপন করাইয়া পুন-  
র্বার “বিশ্বামিত্রঋষিঃ এই ঋষিচ্ছন্দটী পাঠ করাইয়া “ভর্গোদেবস্ত ধীমহি ।”  
এই দ্বিতীয় পাদ পাঠ করাইবেন। তৎপর পূর্ববৎ ঋষিচ্ছন্দ পাঠ করাইয়া  
“ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ।” এই তৃতীয় পাদ পাঠ করাইয়া পূর্ববৎ ঋষিচ্ছন্দ  
অধ্যাপন করাইয়া “তৎ সবিতুর্করেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ।” এই পূর্বার্দ্ধ পাঠ  
করাইবেন। তৎপর ঋষিচ্ছন্দ পাঠ করাইয়া “ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ।”  
এই উত্তরার্দ্ধ পাঠ করাইয়া পরে পূর্ববৎ ঋষিচ্ছন্দ পাঠ করাইয়া সমস্ত  
গায়ত্রী তিনবার পাঠ করাইবেন। যথা,—“তৎ সবিতুর্করেণ্যং ভর্গোদেবস্ত  
ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥” পরে আচার্য্য মাণবককে পৃথক্ পৃথক্  
রূপে ঔকারযুক্ত মহাব্যাহতি পাঠ করাইবেন; যথা,—প্রজাপতিঋষি-  
র্গায়ত্রীচ্ছন্দোহ্যগ্নিদেবতা মহাব্যাহতিপাঠে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ । প্রজাপতি-  
ঋষিরক্ষিচ্ছন্দো বায়ুদেবতা মহাব্যাহতিপাঠে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ ।  
প্রজাপতিঋষিরজুষ্টিচ্ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহতিপাঠে বিনিয়োগঃ।  
ওঁ স্বঃ । তৎপরে, আচার্য্য অণব-ব্যাহতিযুক্ত ও অণবান্ত সকল গায়ত্রী পাঠ  
করাইবেন।—“প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে  
বিনিয়োগঃ ওঁ ভূভুব স্বঃ তৎসবিতুর্করেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো  
নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ।”

অনন্তর আচার্য্য মাণবক-পরিমিত বিব বা পলাশকণ্ড মাণবককে দান  
করিয়া তাহাকে এই মন্ত্র পড়াইবেন,—“প্রজাপতিঋষিঃ পঙ্ক্তিশ্ছন্দো দণ্ডারী  
দেবতে উপনয়নে মাণবক-দণ্ডার্পণে বিনিয়োগঃ। ওঁ শুভ্রব শুভ্রবসং মা  
কুরু যথাসময়ে সুশ্রব সুশ্রবা দেবেষেবমহং সুশ্রব সুশ্রবা ব্রাহ্মণেষু ভূয়াসং ।”

অনন্তর দণ্ডারী ব্রহ্মচারী এই সময়ে ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে। প্রথমতঃ  
মাতার নিকটে “ভবতি ভিক্ষাং দেহি” বলিয়া প্রার্থনা করিবে, মাতা ভিক্ষা  
প্রদান করিলে, তাহা গ্রহণ করিয়া বলিবে, “ওঁ স্বস্তি”। মাতৃবন্ধু পিতা  
এবং অন্যান্যের নিকট প্রার্থনা ও ভিক্ষা গ্রহণ করিবে। “ভবন্ ভিক্ষাং  
দেহি” বলিয়া যাচঞা করিবে। ভিক্ষালব্ধ সমস্ত দ্রব্য আচার্য্যকে প্রদান  
করিবে। পরে আচার্য্য ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহতি হোম করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ  
অজ্যাক্ত সমিধ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। এবং সর্ব্বকর্ম্ম সাধারণীয় শাট্যায়ন  
হোমাদি বামদেব্য গানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম সমাপন করিবেন।

অনন্তর সায়াংসন্ধ্যা সমাগত হইলে মাণবক সায়াংসন্ধ্যা করিয়া, কুণ্-



প্রকৃত বিধানে শিখিনামক অগ্নিহোম করিয়া “ওঁ ইহৈবায়নিতরো জাত-  
বেদা দেবেভ্যো হব্যং বহু প্রজানন্ ॥” এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে  
ভূমিতে জাহ্ন রাখিয়া, দক্ষিণপশ্চিমোত্তর ক্রমে উদকাজলিসেক করিবে।  
অতঃপর সমিধ্ হোম করিবে। যথা,—একটি দ্ব্যত্মক সমিধ্, অমন্ত্রক  
অগ্নিতে দিয়া, অপর একটি সমিধ্ লইয়া —“প্রজাপতিস্বাধিরয়ির্দেবতা অগ্নৌ  
সমিদ্ধানে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নয়ে সমিধমহাধ্বং বৃহতে জাতবেদসে যথা  
তুমগ্নে সমিধা সমিধ্যাসোব মহমায়ুস্বা মেধয়া বচ্চনা প্রজয়া পশুভির্জীবচ্চ-  
সেন ধনেনান্নাত্নেন সমেধিবীর স্বাহা । এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিবে।  
পরে আর একটি সমিধ্, অমন্ত্রক অগ্নিতে দিয়া, কর্মশেষোক্ত বিধানে  
অগ্নি পর্য্যাক্ষণ করিয়া দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরক্রমে উদকাজলি সেক করিবে।  
তৎপর ব্রহ্মচারী কৃতাজলি হইয়া “অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মাং হোহ-  
তিবাদয়ে” বলিয়া বহ্নির অভিবাদন করত “ওঁ ক্ষমস্ব” এইমন্ত্রে বিস-  
র্জ্ঞন করিয়া সন্ধ্যা অতীত হইলে তিষ্ণালক অন্ন কিম্বা সঘৃত চক্ৰ শেষ  
অন্ন জলদ্বারা অভ্যাক্ষণ করিয়া “ওঁ অমৃতোপস্বরণমসি স্বাহা” বলিয়া একটু  
জলপান করিয়া মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী গৃহীত অন্ন “ওঁ প্রাণায়  
স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায়  
স্বাহা” বলিয়া পাঁচবার ভক্ষণ করিয়া পাঁচবারই আহুতি শেষ ভূমিতে  
নিক্ষেপ করিবে। “ভোজন সমাপ্ত হইলে “ওঁ অমৃতোপস্বরণমসি স্বাহা”  
বলিয়া এক গণ্ডুয জল পান করত আচমন করিবে। শিখিনামক বহ্নি-  
হোম হইতে বহ্নি বিসর্জ্যনান্ত কার্য সমাপ্তন পর্য্যন্ত প্রত্যহ সায়াঃ  
ও প্রাতঃকালে করিবে এবং এই রূপ নিয়মে যাবজ্জীবন ভোজন করিবে ।

### গাবিত্রী চক্ৰহোম ।

উপনয়নের চতুর্থ দিবসে কৃতম্নান পিতা বা আচার্য্য সমুদ্ভব নামক অগ্নি  
হোম করিয়া ব্রহ্ম স্থাপনানন্তর পূর্বমুখে উপবেশন করিয়া ঐ অগ্নিতে  
চক্ৰপাক করিবেন। যথা—বহ্নির পশ্চিমভাগে পূর্বাগ্র কুশ আন্তরণ করিয়া  
তাহায় উপরে প্রকালিত বরুণকাষ্ঠ—নির্মিত উদ্‌খল, মৃষল, ও শূর্ণকে  
চতুর্দশ জল দ্বারা প্রোক্ষিত করিয়া বাত্ৰ অথবা যব শূর্ণের উপরে লইয়া

“ওঁ সবিত্রে স্বাহা যুষ্ঠং নির্বপামি” এই মন্ত্রে শূর্ণ হইতে ধাতু বা ঘব কাংশ পাত্র কিম্বা চক্ৰস্থালীতে লইয়া উহা হইতে উদুখে স্থাপন করিবে। পরে শূর্ণ হইতে ধাতু বা ঘব মস্ত্র ব্যতীত ছইবার উদুখে লইয়া মূল দ্বারা আঘাত করিয়া শূর্ণ দ্বারা তিনবার বারিয়া তিনবার উহা প্রক্ষালন পূর্বক প্রথমে চক্ৰস্থালীতে উত্তরাগ্র একটি পবিত্র স্থাপন করিয়া তাহার উপরে ঐ প্রক্ষালিত তণ্ডুলাদি ও ছুগ্ন নিক্ষিপ্ত করত অন্ন অন্ন জল দিয়া যদিও, পলাশ অথবা উদুঘরের ফাঠ নির্মিত মেক্ষণদ্বারা দক্ষিণাবর্তে অবঘটন (আলোড়ন) পূর্বক চক্ৰ পাক করিবে। চক্ৰ হইতে মণ্ড (মাড়) ক্ষরিত না হয় এবং উহা দগ্ধ না হয় এইরূপ ভাবে পাক করিবে। পরে চক্ৰমধ্যে ছইবার ঘৃতধারা দিয়া পূর্বাধিদিক্ চিহ্নিত চক্ৰ অবতরণ করতঃ অগ্নির উত্তরভাগে কুশের উপরে স্থাপন পূর্বক উহার মধ্যে আজ্য ধারা দিবে। পরে ভূমি জপাদি শ্রব সংস্কার পর্যন্ত কৰ্ম্ম (৪ পৃঃ দেখ) সমাপনান্তে অগ্নির পশ্চিমস্থ আস্তরণ কুশের উপরে প্রথমে ঘৃত পরে চক্ৰ স্থাপন করিয়া অঙ্কলিস্থ জলসেক করিয়া বিরূপাক্ষ জপান্ত কুশণ্ডিকা (৭ পৃঃ দেখ) সমাপনান্তে মস্ত্র ব্যতিরেকে প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতান্ত একটী সমিধ্ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিবে। পরে চক্ৰমধ্যে ঘৃতশ্রব দিয়া মেক্ষণ দ্বারা একবার অন্ন গ্রহণ করিয়া “ওঁ সবিত্রে স্বাহা” এই মন্ত্রে অগ্নিতে চক্ৰ প্রক্ষেপ করিবে। পরে মেক্ষণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহুতি হোম সমাপনান্তে মস্ত্র ব্যতিরেকে প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতান্ত একটী সমিধ্ অগ্নিতে নিক্ষেপপূর্বক সৰ্বকৰ্ম্ম সাধারণীয় শাট্যায়ন হোমাদি বামদেব্য গানান্ত (১২ পৃঃ দেখ) উত্তর কৰ্ম্ম সমাপন করিয়া আচার্য্যকে দক্ষিণা দিবে। যদি পিতাই আচার্য্য হইয়েন, তবে কৰ্ম্মকারয়িতা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেন। \*

যদি ফল বাহ্য্য কামনা থাকে এবং জুহু (যজ্ঞ পাত্র বিশেষের) সম্ভব হয় তবে ভার্গবাদি প্রবরস্থলে জুহুতে পাঁচবার ঘৃতধারা এবং অন্ন প্রবরস্থলে চারি বার আজ্যধারা দিয়া বহির উত্তরে “ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা” এই বলিয়া পূর্বগামিনী আজ্যধারা দিবে এবং এই প্রকার বহির দক্ষিণ ভাগে “ওঁ সোমায় স্বাহা” এই বলিয়া আজ্যাহুতি দিবে। যদি ব্রহ্মচারী ভৃগুগোত্র ও ভার্গব প্রবর হয় তবে জুহু

\* প্রচলিত নিয়মানুসারে এই পর্যন্ত অনুষ্ঠানই সাবিত্রীচক্ৰহোম, কার্য্যে হইয়া থাকে। কিন্তু পদ্ধতিকার ভবদেবভট্ট ফলাধিক্য কামনায় হোমের যাহা পার্থক্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাও আশ্রয় গ্রহণে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলাম। ফলাধিক্য কামনা থাকিলে তাহার অনুষ্ঠান কর্তব্য, নতুবা ( ) চিহ্নিত স্থান পর্যন্তই সাবিত্রীচক্ৰহোমে কল্পিতে হয়।

ও চক্র মধ্যে ঘৃত ধারা দিয়া মেক্ষণ দ্বারা চক্রগ্রহণপূর্বক জুহুতে স্থাপন করিয়া পাত্রস্থ চক্রে ঘৃত স্রব দিবে। এই প্রণালীক্রমে পূর্ব ও পশ্চিম ভাগ হইতেও জুহুতে চক্র লইয়া পাত্রস্থ চক্রে ঘৃতস্রব দিয়া পরে জুহুস্থ সকল চক্রর উপরে ঘৃতধারা দিয়া “ওঁ সবিত্রে স্বাহা” এই বলিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। যদি ব্রহ্মচারী অত্নগোত্র অথবা অত্ন প্রবর হয়, তবে চক্রর পশ্চিমভাগে ঘৃতস্রব দিয়া জুহুতে ঘৃতস্রব দানানন্তর চক্রমধ্যে ঘৃতধারা দিয়া হোম করিবে। যদি ব্রহ্মচারী ভার্গবাদি প্রবর হয়, তবে জুহুতে এবং চক্রর পূর্বভাগে আত্মধারা দিয়া মেক্ষণ দ্বারা প্রচুর পরিমাণে চক্রগ্রহণ করিয়া জুহুতে স্থাপন করিবে এবং পাত্রস্থ চক্রে ঘৃতস্রব দিয়া পরে জুহুস্থ চক্রর উপরে ঘৃতধারা দানানন্তর “ওঁ অগ্নয়ে ঐষ্টিকুতে স্বাহা” বলিয়া অগ্নির পূর্বোত্তর ভাগে হোম করিবে। যদি ব্রহ্মচারী অত্ন প্রবর হয়, তবে জুহুতে একবার ঘৃতস্রব দিবে। পরে অগ্নিতে মেক্ষণ নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহতি হোমানন্তর মন্ত্র ব্যতিরেকে অগ্নিতে একটী সমিধ প্রক্ষেপ করিয়া উত্তর কৰ্ম সমাপন করিয়া আচার্য্যকে দক্ষিণা দিবে।

### সমাবর্তন । \*

অধীতবেদ আচার্য্যকর্তৃক অল্পমত মানবককে সমাবর্তন করাইবে। পিতা অথবা প্রতিনিধি আচার্য্য “তেজ” নামক অগ্নি স্থাপনপূর্বক বিরূপাক্ষ জপান্ত কুশণ্ডিকা সমাপনান্তে মানবককে স্বদক্ষিণে স্থাপন করিয়া অমন্ত্রক একটী ঘৃতান্ত সমিধ অগ্নিতে আহুতি দিয়া মহাব্যাহতি হোম করিবেন। তৎপরে নিয়মিত পাঁচটি মন্ত্রে পাঁচবার ঘৃতাহুতি দিবেন। যথা—“প্রজাপতিঋষি-রগ্নির্দেবতা সমাবর্তনহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নে ব্রতপতে ব্রতমর্চাং তন্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাং সমিদমহমনুতাং সত্যমুপাগাং স্বাহা ॥ ১ ॥ প্রজা-

\* সমাবর্তন সংস্কার আমাদের দেশে এক প্রকার নাই বলিলেও অত্যাঙ্কি ইর না। কারণ উপনয়নান্তে দণ্ডকমণ্ডুধারী হইয়া গুরুগৃহে যাইয়া বেদাধ্যয়ন করার প্রথা ছিল। অধ্যয়ন সমাপন হইলে যখন গুরু গৃহে গমনের আদেশ প্রদান করিতেন। তৎকালে গৃহাগমনের পূর্বে এই সমাবর্তন সংস্কার সম্পন্ন করিতে হইত। এখন গুরুগৃহে বাস বা বেদাধ্যয়নাদি কিছুই নাই; কাজেই সমাবর্তন সংস্কার ও নাই। একদিনেই সমস্ত কার্য্য নির্বাহ করা হয়। সমাবর্তনের মন্ত্রগুলি গুড়িতে হয় তাই পড়ে। উপনয়ন সংস্কার না হইলে সমাগে চণা যায় না। তাই একটা পাত্র গলায় দেওয়া হয়, কাছে কিছুই হয় না।

পতিঋষিঃ স্বর্যোদেবতা সমাবর্তনহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বর্য্য ব্রতপতে ব্রতম-  
চাৰ্ঘ্যং তন্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাং সমিদমহমনূতাং সত্যমুপাগাং স্বাহা ॥৩॥

প্রজাপতিঋষিঃ চন্দ্রো দেবতা সমাবর্তনহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ চন্দ্র ব্রতপতে  
ব্রতমচাৰ্ঘ্যং তন্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাং সমিদমহমনূতাং সত্যমুপাগাং  
স্বাহা ॥ ৪ ॥ প্রজাপতিঋষিঃ বিরজো দেবতা সমাবর্তনহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ  
বিরজ ব্রতপতে ব্রতমচাৰ্ঘ্যং তন্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনারাং সমিদমহমনূতাং  
সত্যমুপাগাং স্বাহা ॥ ৫ ॥

তৎপরে মাণবক পূর্বমুখী হইয়া উত্তরমুখোপবিষ্ট আচার্য্যের বামদিকে  
উত্তরাগ্র কুশাসনোপরি বসিবে। পরে আচার্য্য কর্তৃক আদিষ্ট ব্রহ্মচারী যব,  
ধাত্ত, মাষ, মুগ ও ঔষধীযুক্ত চন্দনাদি দ্বারা স্নগন্ধীকৃত পাত্রান্তর স্থিত শীতল ও  
উষ্ণ জল দ্বারা অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া “প্রজাপতিঋষিরম্যাদয়ো দেবতা সমাবর্তনে  
ব্রহ্মচাৰ্য্যদকাঞ্জলিত্যাগে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেহপ্শ্বত্তরময়ঃ প্রবিষ্টা গোহ উপ-  
গোহ মনোকো মনোহা খলো বিরজস্তনুদৃশিরিল্লিয়হা অভি তান্ হজামি ॥ এই  
মন্ত্র পাঠ করিয়া অঞ্জলি স্থিত জল ভূমিতে ত্যাগ করিবে। পুনরপি পূর্ববৎ  
জলাঞ্জলি লইয়া “প্রজাপতিঋষিঃ স্বর্য্যোদেবতা সমাবর্তনে ব্রহ্মচাৰ্য্যদকাঞ্জলিত্যাগে  
বিনিয়োগঃ। ওঁ যদপাং ঘোরং ক্রুরং  
যদপামশান্তমভি তং হজামি ॥ পূর্ববৎ জলাঞ্জলি ত্যাগ করিবে, এবং মাণবক  
পুনর্বার পুরিত অঞ্জলি আপন মস্তকে দিবে। মন্ত্র যথা,—“প্রজাপতিঋষি-  
রোচনোহগ্নির্দেবতা সমাবর্তনে ব্রহ্মচাৰ্য্যদকাঞ্জলিষেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ যো  
রোচনত্তমিহ গৃহ্মামি তেনাহং মামভিষিকামি।” পুনরপি ঐরূপ করিয়া  
অঞ্জলি পূরণ ও নিম্নলিখিত মন্ত্রে আত্মদেহ অভিষেক করিবে,—“প্রজাপতিঋ-  
ষীরোচনোহগ্নির্দেবতা ব্রহ্মচাৰ্য্যদকাঞ্জলিষেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ যশসে তেজসে  
ব্রহ্মবচ্চন্দায় বলায় ইন্দ্রিয়ার্যায় বীৰ্য্যায় অন্নাত্মায় রায়শোষায় ত্রিষ্টয়াপাতিভ্য ॥”  
আবার অঞ্জলিপূর্ণ জল গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে ঐরূপ করিবে। মন্ত্র যথা—  
“প্রজাপতিঋষিঃ যদষ্টকা মহাপংক্তিঃ স্বর্য্যোদেবতৌ দেবতে সমাবর্তনে ব্রহ্ম-  
চাৰ্য্যদকাঞ্জলিষেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেন স্ত্রিঃ মকুগুতং যেনাপা যবতং  
সুরাং যেনাকানত্যাধিকতং যেনেমাং পৃথিবীং মহীং যদ্বাং তদশ্বিনৌ যশস্তেন  
মামভিষিকতং ॥” পুনশ্চ পূর্ববৎ জলাঞ্জলি লইয়া অমন্ত্রক আপন মস্তক  
অভিষিক্ত করিবে। অতঃপর, ব্রহ্মচারী স্বর্য্যোদগমুখে দাঁড়িইয়া নিম্নলিখিত  
চারিটি মন্ত্র পাঠ করিয়া স্বর্য্যোপস্থাপন করিবে, যথা “প্রজাপতি

ঋষিরাদিত্যো দেবতা আদিত্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ । ওঁ উগ্রনু  
ব্রাজভৃষ্টিভিরিষ্টোমরুস্তিরহাং প্রোতধ্যাবস্তিরহাং দশসনিরসি দশসনিং মা  
কুর্ক্সাহাবিশাম্যাবিশ ॥ ১ ॥ প্রজাপতিঋষিরাদিত্যো দেবতা আদিত্যোপস্থানে  
বিনিয়োগঃ । ওঁ উগ্রনু ব্রাজভৃষ্টিভিরিষ্টোমরুস্তিরহাং সান্তপনেভিরহাং  
শতসনিরসি শতসনিং মা কুর্ক্সাহাবিশাম্যাবিশ ॥ ২ ॥ প্রজাপতি-  
ঋষিরাদিত্যো দেবতা আদিত্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ । ওঁ উদ্যানু ব্রাজ-  
ভৃষ্টিভিরিষ্টোমরুস্তিরহাং সায়ং যাবস্তিরহাং সহস্র-সনিরসি সহস্রসনিং মা  
কুর্ক্সাহাবিশাম্যাবিশ ॥ ৩ ॥ প্রজাপতিঋষিগুপ্তপুচ্ছন্দঃ আদিত্যো দেবতা  
আদিত্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ । ওঁ চক্ষুরসি চক্ষুঃশ্রুত্বাম পাপ্যানং জহি  
সোমস্তা রাজা অবতু নমস্তুহস্ত মা মাং হিংসীঃ ॥ ৪ ॥ তদনন্তর ব্রহ্মচারীর  
অধোভাগ দিয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠ করত মেথলা মোচন করিবে । মন্ত্র যথা "শুনঃ-  
শেফঋষিগুপ্তপুচ্ছন্দো বরুণো দেবতা মেথলামোচনে বিনিয়োগঃ । ওঁ উদ্বৃত্তমং  
বরুণপাশমম্মদবাবধমং বিমধ্যমং শ্রুত্বায়া অধাদিত্য ব্রতে বয়ং তবানাগদোহ-  
দিতয়ে স্যাম ।"

পরে আচার্য্য বিবদণ্ড অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহতি হোম করিয়া  
প্রোদেশ প্রমাণ একটী ঘৃতাক্ত সমিধ্ মন্ত্র ব্যতীত অগ্নিতে আহুতি দিয়া প্রকৃত  
কর্ম সমাপনান্তে শাট্যায়ন হোমাদি বামদেব্যাগানান্ত উদীচ্য কর্ম শেষ  
করিবে । \*

তৎপরে, প্রজাপতিঋষির্ষজ্ঞোপবীতং দেবতা সমাবর্তনে ষজ্ঞোপবীত-  
দ্বয়পরিধাপনে বিনিয়োগঃ । ওঁ ষজ্ঞোপবীতমসি বজ্রস্ত হো পবিত্রেনোপ-  
নেহামি । এই মন্ত্রে উপবীতদ্বয় ধারণ করিয়া ক্রকসার চন্দ্রযুক্ত ষজ্ঞো-  
পবীত ত্যাগ করিবে এবং অপর সময়ও উপবীত ছিন্ন হইলে ঐ মন্ত্রে  
ধারণ করিবে । অনন্তর অলঙ্কার পরিয়া এই মন্ত্রে মন্তকে মাল্য ধারণ করিবে ।

"প্রজাপতিঋষিঃ ত্রীর্দেবতা অশ্বন্ধনে বিনিয়োগঃ । ওঁ ত্রীরসি ময়ি রমন্স্ব ।"  
পরে চন্দ্র পাত্ৰকা যুগল নিম্নমন্ত্রে পরিধান করিবে । যথা—“প্রজাপতিঋষি  
রূপানং দেবতে উপানং পরিধাপনে বিনিয়োগঃ । ওঁ নেত্র্যো হো নয়তং  
মাং । তৎপরে স্বপ্রমাণ বংশদণ্ড লইয়া ব্রহ্মচারী এই মন্ত্র পাড়বে,—

\* ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া, নির্জৈভোজন করিয়া কেশ নখাদি পরিত্যাগ করিয়া  
অন্নানন্তর শুদ্ধ বস্ত্রাদি পরিধান করত অলঙ্কারে ভূষিত হইবে । ইহা পদ্ধতিকায়ের  
মত । কিন্তু প্রচলিত ক্রমে এখন এইরূপ অনুষ্ঠান নাই ।

“প্রজাপতিঃ বিদগ্ধো দেবতা দণ্ডগ্রহণে বিনিয়োগঃ । ওঁ গন্ধর্বোহশ্রুত্যা মা অব” । এই সময় কৃষ্ণসারাজিনযুক্ত যজ্ঞোপবীত উক্ত দণ্ডের অগ্রে স্থাপনপূর্বক ব্রহ্মচারী আচার্যের নিকট যাইয়া আচার্যকে দর্শন করিয়া পরবর্তী মন্ত্র পড়িবে,—“প্রজাপতিঃ বিদগ্ধো দেবতা দণ্ডগ্রহণে বিনিয়োগঃ । ওঁ বক্ষসি চক্ষুষঃ প্রিয়ো বো ভূয়াসৎ” । অনন্তর ব্রহ্মচারী বধাস্থানে স্থিত হইয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিদ্বারা স্বীয় মুখ ঢাকিয়া প্রাণবায়ু স্পর্শ করতঃ মন্ত্র পড়িবে, যথা,—“প্রজাপতিঃ বিদগ্ধো দেবতা দণ্ডগ্রহণে বিনিয়োগঃ । ওঁ ওষ্ঠা পিথানা নকুলী দণ্ডপরিমিতঃ পরিজিহ্মে মা বিহ্বলো বাচং চাক্রমাদোহ বাদয়” । পরে আচার্য পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প দ্বারা ব্রহ্মচারীকে পূজা করিবেন । পরে ব্রহ্মচারী রথারোহণ-উদ্দেশে রথস্থানে যাইয়া রথের অবয়বদ্বয় স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পড়িবে,—“প্রজাপতিঃ বিদগ্ধো দেবতা দণ্ডগ্রহণে বিনিয়োগঃ । ওঁ বনস্পতে বীড়স্মো হি ভূয়া অমৃৎসখা প্রতরণঃ সুরীয়ো গোভিঃ সন্নদ্ধো বীড়স্ম” ।

পরে নিম্নলিখিত ( এই মন্ত্র পাঠ করিয়া রথে উপবেশন করিতে হয় ) মন্ত্র পড়িবে,—“প্রজাপতিঃ বিদগ্ধো দেবতা দণ্ডগ্রহণে বিনিয়োগঃ । ওঁ আস্থাতা তে জয়তু জেহানি” । আচার্য পরে অর্ঘ্য বা গন্ধপুষ্প দ্বারা ব্রহ্মচারীকে পূজা করিয়া দক্ষিণাস্ত করিবেন । \*

### শালাকস্মৃতি ।

নবগৃহপ্রবেশদিবসে গৃহস্থামী বুদ্ধিশ্রদ্ধা কাণ্ড সম্পন্ন করিয়া স্বয়ং অথবা তৎকর্তৃক বৃত্ত রান্য কোন ব্রাহ্মণ গৃহাভ্যন্তরে কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে ‘শুভ’ নামক অগ্নিস্থাপন করিয়া ব্রহ্মস্থাপনানন্তর পূর্বমুখে উপবেশন করিয়া সেই অগ্নিতে চক্ৰ পাক করিবে । যথা,—অগ্নির পশ্চিমভাগে পূর্বাংকুশ আকৃতি করিয়া তক্তপরি ঘোত বরুণকাষ্ঠ নির্মিত উদ্বল, মুম্বল ও শূর্ণকে বরুণকাষ্ঠ নির্মিত চমসস্থ জল দ্বারা প্রোক্ষিত করিয়া স্থাপন করত ধাতু

\* প্রচলিত রীতি অনুসারে সমাবর্তন শেষ করিয়া শাটায়ন হোমাদি বাসদেব্য গানান্ত কৰ্ম এই সময়ে নির্বাহ করিতে হয় । উপনয়ন হইতে সমস্ত কাণ্ড একই দিন অকৃত্ত হইয়া থাকে বলিয়া প্রতি কাণ্ডেই শাটায়ন হোমাদি করা হয় না । \* সমস্ত কাণ্ডের শেষে উহা করিতে হয় ।

অথবা যব বক্ষ্যমাণ প্রত্যেক মন্ত্রে তিন তিন বার করিয়া প্রক্ষালিত করিবে ।  
 যথা,—“ওঁ বাস্তোম্পত্যে ত্বা জুহুং প্রোক্ষয়ামি ॥ ১ ॥ ওঁ ইন্দ্রায় ত্বা জুহুং  
 প্রোক্ষয়ামি ॥ ২ ॥ ওঁ তৃষ্য জুহুং প্রোক্ষয়ামি ॥ ৩ ॥ ওঁ ভুবস্বা জুহুং প্রোক্ষ-  
 য়ামি ॥ ৪ ॥ ওঁ স্বস্বা জুহুং প্রোক্ষয়ামি ॥ ৫ ॥ ওঁ প্রজাপত্যে ত্বা জুহুং প্রোক্ষ-  
 য়ামি ॥ ৬ ॥ পরে উপরের লিখিত ছয়টি মন্ত্রের প্রত্যেক মন্ত্রে এক এক বার  
 উক্ত প্রক্ষালিত যব কাংস্ত পাত্রে অথবা চক্ৰস্থালীতে লইয়া উদূধলে স্থাপন  
 করিবে, ঐরূপ মন্ত্র ব্যতিরেকে আরো দুইবার গ্রহণ ও স্থাপন করিবে ।

অতঃপর মুগলদ্বারা আঘাত করিয়া কুলা দ্বারা তিন বার ঝাড়িবে ।  
 পরে উহা তিন বার ধৌত করিয়া মন্ত্র ব্যতিরেকে চক্ৰস্থালীতে উত্তরাগ্র  
 একটা পবিত্র স্থাপন করিয়া তত্পরি ঐ প্রক্ষালিত তণ্ডুল ও ছুন্ধ নিক্ষেপ  
 করত অন্ন অন্ন জল দিয়া পদির, পলাশ অথবা ওড়ুম্বরের কাষ্ঠ নির্মিত মেক্ষণ  
 দ্বারা দক্ষিণাবর্তে আবর্তনপূর্বক চক্ৰ পাক করিবে । পরে চক্ৰ মধ্যে ঘৃত  
 ধারা দিয়া নামাইয়া অগ্নির উত্তরভাগে কুশের উপর স্থাপন করতঃ পুন-  
 র্কার উৎসাহে ঘৃতধারা দিবে ।

অনন্তর ভূমি জপাদি ক্রবসংস্কার পর্য্যন্ত কর্ম ( ৫ পৃঃ দেখ ) সমাপন  
 করিয়া অগ্নির পশ্চিমদিকস্থ আন্তরণ কুশের উপর প্রথমতঃ ঘৃত পরে চক্ৰ  
 স্থাপন করিয়া উদকাজ্জলিষেকাদি বিরূপাক্ষজপান্ত কুশাংকা সম্পন্ন করিয়া  
 প্রকৃত কর্মারম্ভে প্রাদেশ প্রমাণ স্বতন্ত্র একটা সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে  
 আহুতি দিবে ।

অনন্তর চক্ৰমধ্যে ঘৃত ধারা দিয়া মেক্ষণ দ্বারা ঘৃত গ্রহণ করিয়া নিম্ন-  
 লিখিত মন্ত্রে হোম করিবে । যথা,—

“বশিষ্ঠঋষিঃ পৃচ্ছন্দো বাস্তোম্পতির্দেবতা নবগ্রহপ্রবেশে চক্ৰহোমে  
 বিনিয়োগঃ । ওঁ বাস্তোম্পতে প্রতিজানীহম্যাম্ সুবেগোহনমীরো তবানঃ  
 যন্তে মহে প্রতি তন্নো জুস্ব শন্নো তব দ্বিপদেশং চতুস্পদে স্বাহা ॥ ১ ॥  
 মহাবামদেব্যঋষির্কিরাদ্গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা নবগ্রহপ্রবেশে পায়সচক্ৰ-  
 হোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুব দূতী সদারুধঃ সখা কয়া  
 সচিষ্ঠয়া বৃত্তা স্বাহা ॥ ২ ॥ মহাবামদেব্যঋষির্কিরাদ্গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা  
 নবগ্রহপ্রবেশে পায়সচক্ৰহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ কস্তা সত্যো মদানঃ  
 সংহিষ্ঠো মৎসদকসঃ দৃঢ়াচিদারুজে বসু স্বাহা ॥ ৩ ॥ ওঁ মহাবামদেব্য-  
 ঋষির্কিরাদ্গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা নবগ্রহপ্রবেশে পায়সচক্ৰহোমে বিনিয়োগঃ ।

ওঁ অভীষুঃ সখীনাংবিভা জরিতণাং শতম্ভব স্থাতয়ে স্বাহা ॥৪॥ প্রজাপতিঋষি-  
র্গায়ত্রীচ্ছন্দো নবগৃহপ্রবেশে পায়সচক্ৰহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ভুঃ স্বাহা ॥ ৫ ॥  
প্রজাপতিঋষিরিক্ণিক্ছন্দো বায়ুর্দেবতা নবগৃহপ্রবেশে পায়সচক্ৰহোমে বিনি-  
য়োগঃ । ওঁ ভুবঃ স্বাহা ॥ ৬ ॥ প্রজাপতিঋষিরিহুপ্ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা  
নবগৃহপ্রবেশে পায়সচক্ৰহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ স্বঃ স্বাহা ॥ ৭ ॥ প্রজা-  
পতিঋষিরিহুপ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা নবগৃহপ্রবেশে পায়সচক্ৰহোমে বিনি-  
য়োগঃ । ওঁ প্রজাপত্যে স্বাহা ॥ ৮ ॥ পরে নবগ্রহ-হোম করিবে । যথা—  
“ওঁ হর্যায় স্বাহা, ওঁ সোমায় স্বাহা, ওঁ মঙ্গলায় স্বাহা, ওঁ বুধায় স্বাহা ।  
ওঁ বৃহস্পত্যে স্বাহা, ওঁ শুক্রায় স্বাহা, ওঁ শনৈশ্চরায় স্বাহা, ওঁ রাহবে স্বাহা,  
ওঁ কেতুভ্যঃ স্বাহা ।”

অতঃপর পাত্রান্তরে চক্ৰগ্রহণ করিয়া দশদিকৃপালের বলি প্রদান করিবে ।  
যথা,—পূর্বদিকে—“এষ পায়সবলিঃ ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ ।” এইরূপে অগ্নিকোণে  
ওঁ অগ্নয়ে নমঃ । দক্ষিণদিকে—ওঁ যমায় নমঃ । নৈঋতকোণে—ওঁ নৈঋ-  
তায় নমঃ । পশ্চিমদিকে—ওঁ বরুণায় নমঃ । বায়ুকোণে—ওঁ বায়বে নমঃ ।  
উত্তরদিকে—ওঁ কুবেরায় নমঃ । ঈশানকোণে—ওঁ ঈশানায় নমঃ । উর্দ্ধে—ওঁ  
ব্রহ্মণে নমঃ । অধোদিকে—ওঁ অনন্তায় নমঃ ।” তৎপরে পূর্ববৎ মহাবাহুহতি  
হোম করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতমুক্তিত একটি সমিধ্ অমল্লক অগ্নিতে  
আততি দিয়া সর্বকর্ম সাধারণীয় শাট্যায়নহোমাদি বাহ্যদেব্যগানান্ত  
উদীচ্য কর্ম সমাপন করিয়া দক্ষিণান্ত করিবে ।

## যজুর্বেদীয় দশকর্ম ।

### সাধারণ কুশগুিকা ।

প্রথমত হস্তপ্রমাণ স্থণ্ডিল মন্ত্র ত্রিষ কুশদ্বারা তিনবার মার্জনা করিয়া  
গোময়জল দ্বারা তিনবার অভ্যক্ষণ করত কুশমূলদ্বারা প্রাদেশ প্রমাণ পূর্বাগ্র  
তিনটি রেখা অঙ্কিত করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী অঙ্গুলী দ্বারা রেখাঙ্কিত  
যুক্তিকা তিন বার উত্তোলন করিবে । পরে নিজের দক্ষিণে কাংশ-পাত্রস্থ  
অগ্নিগ্রহণ করত “ওঁ ত্রব্যাদমগ্নিঃ প্রহিণোমি দুরং যমরাজ্যং গৃহতু  
রিপ্রবাহঃ ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জ্ঞাত কাষ্ঠ ইহঁতে একখানি কাষ্ঠ



পরিভ্যাগ করিবে এবং “ওঁ ইহৈবায়মিতন্নো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং  
বহতু প্রজানন্।” এই মন্ত্র পড়িয়া নিজের সম্মুখস্থ স্থণ্ডিলের উপর  
বলিহ্রাপণ করিয়া, “ওঁ পিজক্রগুশ্ৰকেশাঙ্কঃ পীনান্ধজঠরোহরুণঃ। ছাগস্থঃ  
সাক্ষঃ যত্রোহয়িঃ সপ্তাচ্চিঃ শক্তিধারকঃ।” এই ধ্যান করিয়া অগ্নির স্ব স্ব  
কন্দোক্ত নাম করণ করিয়া পাণ্ডাদি দ্বারা অগ্নির পূজা করিবে।

অনন্তর “ওঁ অত্তোতাদি অমুকগোত্রঃ ত্রীঅমুক দেবশর্মা মদীয়অমুক-  
হোমকর্মণি ব্রহ্মকর্ম কর্তুং অমুকগোত্রঃ ত্রীঅমুকদেবশর্মাণং ব্রহ্মভেদন ভবন্তমহং  
বুণে।” এই বাক্যদ্বারা ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মত্বে বরণ করিলে, ব্রহ্মা “ওঁ বুতো-  
হস্মি।” এই প্রতিবচন বলিবেন। পরে কর্তা “ওঁ যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্ম  
কুরু” বলিলে ব্রহ্মা “ওঁ যথাজ্ঞানতঃ করবাগি” বলিবেন। যদি কুশময়  
ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মত্বে করনা করিতে হয়, তবে উল্লিখিত বাক্যাদি করিতে  
হইবে না।

অনন্তর অগ্নির দক্ষিণে পূর্বাগ্র কুশযুত ব্রহ্মাসন আন্তীর্ণ করিয়া “ব্রহ্মনি-  
হোপবিষ্ঠতাং” এই বলিয়া ব্রহ্মাকে উহাতে উপবেশন করাইয়া কুশ ও কুম্ভম  
দ্বারা অর্চনা করত অগ্নির উত্তর ভাগে প্রণীতাপাত্র স্থাপনপূর্বক অচ্ছিন্ন  
কুশদ্বারা অগ্নির দৈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্তে অগ্নির আন্তরণ  
করিয়া অগ্নির উত্তরে দক্ষিণদিক্ হইতে যথাক্রমে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল  
আসাদন করিবে। যথা—পবিত্রচ্ছেদনার্থ তিনটি কুশপত্র, দুইটি পবিত্র,  
প্রোক্ষণীপাত্র (অভ্যাক্ষণার্থ জলপাত্র), আজ্যস্থালী, যেস্থলে চক্ৰহোম থাকে, সে  
স্থলে চক্ৰস্থালী, ছয়গাছি সম্যর্জিত কুশ, ত্রয়োদশ গাছি উপযমন কুশ, প্রাদেশ  
প্রমাণ তিনটি সমিধ, স্রব, ঘৃত, আতপতণ্ডুল ও ব্রহ্মদক্ষিণার্থ পূর্ণপাত্র এই  
সকল আসাদন করিয়া পবিত্রচ্ছেদনের নিমিত্ত পূর্বস্থাপিত তিনটি কুশ দ্বারা  
“ওঁ পবিত্রে হো বৈকবো” এই মন্ত্রে প্রাদেশ প্রমাণ দুইটি পবিত্রচ্ছেদন করিয়া  
“ওঁ বিকোর্ম্যনসা পূতে হুঃ” এই মন্ত্রে ছিন্ন পবিত্রদ্বয় প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জলদ্বারা  
অভ্যাক্ষিত করিয়া উহা প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন করত তন্মধ্যে প্রণীতা পাত্রে  
কিঞ্চিৎ জল দিয়া বামহস্তের উপরিভাগে প্রোক্ষণী পাত্র স্থাপনপূর্বক কিঞ্চিৎ  
প্রোক্ষণী জলদ্বারা প্রোক্ষণীপাত্র ও অত্রাত্র পাত্রকে অভ্যাক্ষণ করিয়া প্রণীতা  
পাত্রে নিকটবর্তী দক্ষিণদিকে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিবে।

অতঃপর আত্মসম্মুখে আজ্যস্থালী আনয়নপূর্বক উহাতে পূর্বানুদিত ঘৃত  
স্থাপন করিবে। যদি চক্ৰহোম থাকে, তবে চক্ৰস্থালীতে প্রণীতা পাত্র হইতে

কিঞ্চিৎ জল দিয়া উহাতে আসাদিত তণ্ডুল স্থাপনপূর্বক হৃৎ দ্বারা অগ্নিতে চক-  
পাক করিবে । পরে স্থণ্ডিল হইতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি গ্রহণ করিয়া ঈশানকোণ  
হইতে দক্ষিণাবর্তে তিনবার আজ্যস্থালী বেষ্টনপূর্বক ঐ অগ্নিকে স্থণ্ডিলস্থ অগ্নিতে  
নিক্ষেপ করিবে । পরে পূর্বাঙ্গাদিত ক্ষব গ্রহণ করিয়া উহা বহ্নিতে অধোমুখ  
ভাবে প্রতপ্ত করত সন্ধ্যাজন কুশদ্বারা ক্ষবের মূল হইতে অগ্র এবং অগ্র হইতে  
মূল পর্য্যন্ত সন্ধ্যাজ্জ্বলন করিয়া ঐ কুশ পরিত্যাগপূর্বক প্রণীতা পাত্ৰস্থ জল দ্বারা  
ক্ষবকে অভূক্ষিত ও পূর্ববৎ প্রতপ্ত করিয়া প্রোক্ষণী পাত্ৰের উত্তরে স্থাপন  
করিবে । প্রোক্ষণীপাত্ৰস্থ পবিত্রগ্রহণ করিয়া “ওঁ সবিতুস্ত্বা এসব উৎপুণ্যাম্য-  
চ্ছিত্রং পবিত্রং বসোঃ সূর্য্যায় রশ্মিঃ” । মন্ত্রে আজ্যস্থালী হইতে পবিত্র দ্বারা  
কিঞ্চিৎ ঘৃত উত্তোলন করিয়া আজ্য ও প্রোক্ষণী জল অবলোকন করিবে ।

অতঃপর হোতা ঐ পবিত্র প্রোক্ষণী পাত্রে স্থাপনপূর্বক হোম-সমাপ্তি পর্য্যন্ত  
বামহস্ত দ্বারা উপযমন কুশ গ্রহণ করত দণ্ডায়মান হইয়া অগ্নিতে পূর্বাঙ্গাদিত  
তিনটী সমিধ্ প্রক্ষেপ করিয়া উপবেশনান্তর পবিত্রের সহিত প্রোক্ষণী পাত্ৰস্থ  
জল লইয়া উহা দ্বারা ঈশান কোণ হইতে দক্ষিণাবর্তে অগ্নিকে বেষ্টন করিবে ।  
পরে “ওঁ এষোহ দেবঃ প্রদিশোহুসর্ষাঃ পূর্কোহজাতঃ যদ্গর্ভেহন্তঃ স এব  
জাতঃ স জনিষ্যমানঃ প্রত্যজ্ঞনাস্তিষ্ঠতি সর্বতো মুখঃ” । এই মন্ত্রে অগ্নির  
সম্মুখীকরণ করিয়া প্রণীতা পাত্রে পবিত্র স্থাপনপূর্বক অগ্নির উত্তরে আহুতি-  
শেষ প্রত্যনার্থ প্রোক্ষণী পাত্ৰ স্থাপন করিবে । পরে হোতা দক্ষিণ জাহ্নু  
ভূমিতে পাত্তিত করিয়া একগাছি কুশদ্বারা ব্রহ্মার সহিত নিজের সংযোগ  
করিয়া ক্ষবদ্বারা ঘৃত লইয়া প্রজাপতিকৈ মনে মনে ধ্যানপূর্বক “ওঁ প্রজা-  
পত্যে স্বাহা” এই মন্ত্রে বায়ুকোণ হইতে অগ্নি কোণ পর্য্যন্ত অগ্নিতে ঘৃত দিয়া  
“ঐদং প্রজাপত্যে” এই মন্ত্রে প্রোক্ষণী পাত্রে হৃত-শেষ স্থাপন করিবে ।  
( এইরূপ সকল আহুতিতেই জানিবে ) । পরে “ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ।—ইদং  
মগ্নয়ে” । ওঁ সোমায় স্বাহা—ইদং সোমায়” । এই মন্ত্রে তিনবার অগ্নিতে  
আহুতি প্রদান ও আহুতিশেষ প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষেপ করিবে ।

### উত্তর কুশাণ্ডিকা ।

প্রকৃত কশ্ব সমাপন করিয়া “ওঁ ভূঃ স্বাহা—ইদং ভূঃ” । “ওঁ ভুবঃ  
স্বাহা—ইদং ভুবঃ” । “ওঁ স্বঃ স্বাহা—ইদং স্বঃ” । “ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ স্বাহা—ইদং

ভূৰ্ভুঃ স্বঃ ।” এই চারিটী মন্ত্রে মহাব্যাহতি হোম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবে । যথা,—“ও অগ্নে ত্যাদি অমুককর্মাঙ্গভূত হোমকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্যেবপ্রশমনায় প্রায়শ্চিত্তহোমমহং কুর্য্যৈ ।” এই বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া “ও অগ্নে ত্বং বিধুনামসি” এই বলিয়া অগ্নির নামকরণপূর্ব্বক আবাহন ও পূজা করিয়া “ও ত্বনোহগ্নে বরুণস্ত বিদ্বান্ দেবস্ত হেলো অবধাসি সীঠাঃ । যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বান দেবান্ প্রমুদ্র সং স্বাহা ।” এই মন্ত্রে ঘৃতাহতি দিয়া হৃতশেষ ঘৃত “ইদমগ্নিবরুণাভ্যাং” এই বলিয়া প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষেপ করিবে । পরে “ও স ত্বনোহগ্নে বমো ভবতী নেদিষ্ঠো অগ্না উষনো ব্যাষ্টৌ অবযক্ষণো বরুণঞ্চ বরাণো ব্রীহিমূলীকং সুবহো ন এবি স্বাহা”—(ইদমগ্নিবরুণাভ্যাং) ॥ ১ ॥ ও অয়াশ্চাগ্নেহস্তনতি স্বস্তিপাশ্চ সত্যমিথ ময়া অসি । অয়ানো যজ্ঞং বহান্তয়ানো ধেহি ভেযজ্ঞং শতক্রতো স্বাহা ।”—(ইদমগ্নয়ে) ॥ ২ ॥ ও যে তে শতং বরুণ যে সহস্রং যজিষ্ঠাঃ পাশা বিততা মহান্তস্তেভিনেহিহ্য সবিতোত মস্মদবধসং বিমধ্যমং শ্রীধার্য; অথ বয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগসোহদিতয়ে জ্ঞামঃ স্বাহা ।”—(ইদমগ্নয়ে) ॥ ৩ ॥ এই তিনটী মন্ত্রে অজ্যাহতি প্রদান করিয়া বন্ধনী মধ্যস্থিত মন্ত্রে আহতি শেষ ঘৃত প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন করিবে ।

এইরূপে হোমশেষ করিয়া আগমন করত ব্রহ্মদক্ষিণা করিবে । অতঃপর হোতা ‘অগ্নে ত্বং মূর্দ্ধনামসি ।’ বলিয়া অগ্নির নাম করণও আবাহনাদি পূজা করিয়া ঘৃতাক্ত ফলপুষ্পাঙ্ঘ্রিত তাম্বুল লইয়া যজমানের সহিত উথিত হইয়া “ও মূর্দ্ধানং দিবোহরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানর মৃত আজাতমগ্নিং । কবিং সত্ৰাজমতিথিং জনানা মাসন্নঃ পাত্রং জনয়ন্তঃ দেবা স্বাহা” । বলিয়া পূর্ণাহতি দিয়া হৃতশেষ ঘৃত প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষেপ করিবে । অনন্তর অগ্নিকে বিসর্জ্ঞন করিয়া “ও পৃথি ত্বং শীঙলা ভব” এই বলিয়া ছুপ্ত অথবা দদি হুগিলে নিক্ষেপ করিবে । অনন্তর হোমশেষ ভস্মদ্বারা ললাটাদিতে তিলক করিবে ।

### বিবাহ ।

বিবাহ দিবসে পিতা বা তৎপ্রতিনিধি ( জ্ঞাতিমধ্যে যে কোন ব্যক্তি ) পূর্ব্বাহ্নে গোৰ্ঘাদি ঘোড়াশমাতকা পূজা ও বুদ্ধি শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিবেন । পরে শুভমুহুর্ত্তে স্থাপিত হইলে, সম্প্রদাতা ও জামাতা স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিয়া

অচিন্তন করত গন্ধপুষ্প দ্বারা গণেশাদি দেবতাগণকে পূজা করিয়া স্বস্তিবা-  
চনাदि ( ২য় কাণ্ড দেখ ) করিয়া জামাতাকে বরণ করিবে । যথা,—সম্প্রদাতা  
হাতঘোড় করিয়া বলিবেন,—“ওঁ সাধু ভবানান্তাং । জামাতা বলিবেন,—“ওঁ  
সাধবহ মাসে” । পরে সম্প্রদাতা বলিবেন—“ওঁ অচ্যুতায়ামো ভবন্তং”  
জামাতা বলিবেন, ওঁ অক্ষয় ।” অতঃপর সম্প্রদাতা জামাতার হস্তে নববস্ত্র ও  
যজ্ঞোপবীতাদি প্রদান করিবেন । এই সময় জামাতা বস্ত্রাদিপরিধান করিবেন ।  
অনন্তর সম্প্রদাতা দক্ষিণহস্তে দুর্বা ও আতপ তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া জামাতার  
দক্ষিণ জাম্ব ধারণ করত পাঠ করিবেন । যথা,—

“বিষ্ণুরোম তৎসদভ্যামুকে মাসি অমুকরাশিস্থে তাস্মৈ অমুকে পক্ষে অমুক-  
তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ অমুকগোত্রস্ত্র অমুক-  
প্রবরস্ত্র অমুকদেবশর্মাণঃ প্রপৌত্রঃ, অমুকগোত্রস্ত্র অমুকপ্রবরস্ত্র অমুকদেবশর্মাণঃ  
পৌত্রঃ, অমুকগোত্রস্ত্র অমুকপ্রবরস্ত্র অমুকদেবশর্মাণঃ পুত্রঃ, অমুকগোত্রঃ অমুক-  
প্রবরঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মাণঃ বরঃ । অমুকগোত্রস্ত্র অমুকপ্রবরস্য অমুকদেব-  
শর্মাণঃ প্রপৌত্রীঃ, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্মাণঃ পৌত্রীঃ,  
অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্মাণঃ পুত্রীঃ, অমুকগোত্রঃ অমুক-  
প্রবরঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মানাং কন্যাঃ শুভবিবাহার্য দাতুমৈতিগন্ধাদিভিরভ্যাজ্য  
ভবন্তমহং বৃণে ।”

জামাতা বলিবেন,—“ওঁ রতোহস্মি ।” করঘোড়ে সম্প্রদাতা বলিবেন,—  
“ওঁ যথানিহিতং বিবাহকর্ম্য কুরু ।” জামাতা বলিবেন,—“ওঁ যথাজ্ঞানং কর-  
বাণি ।”

এই সময় স্ত্রী-আচার বশত সাতবার প্রদক্ষিণ ও মালা বদল ইত্যাদি করিয়া  
বরকন্যার পরস্পর মুখ দর্শন করাইয়া বরকন্যাকে সম্প্রদানস্থানে আসনে  
উপবেশন করাইবে ।

অনন্তর সম্প্রদাতা কুশনিশ্চিত বিষ্টর লইয়া জামাতার হস্তে দান করিবেন ।  
যথা, “ওঁ বিষ্টরৌ বিষ্টরৌ বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাং ।” জামাতা “ওঁ বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যামি”  
বলিয়া বিষ্টর গ্রহণ করত “ওঁ বর্ষোহস্মি সমানানামুজ্ঞাতামি বর্ষাঃ । ইমন্তমভি-  
তিষ্ঠামি যো মা কশ্চাভিদাসতি ।” পরে মন্ত্র পাঠ করিয়া জামাতা বিষ্টর নিজের  
দক্ষিণ পায়ের তলে পাতিয়া দিবে । এবং সম্প্রদাতা অপর একটা বিষ্টর গ্রহণ  
করিয়া পূর্বমন্ত্রে প্রদান ও জামাতা পূর্বমন্ত্রে গ্রহণ করিয়া বামপদের তলে দিবে ।  
তৎপর সম্প্রদাতা পাদ্য গ্রহণপূর্বক “ওঁ পাদ্যং পাদ্যং পাদ্যং প্রতিগৃহ্যতাং ।” বলিয়া

পাদ্য জামাতাকে প্রদান করিবেন । পরে জামাতা—“ও পাদ্যং প্রতি-  
গৃহ্ণামি ।” বলিয়া পাত্ৰ গ্রহণ করত তাহা ভূমিতে রাখিয়া একটু জল অঞ্জলিতে  
লইয়া “ওঁ বিরাজো দোহোহসি বিরাজো দোহমনীয় ময়ি পাথ্যায় বিরাজো  
দোহঃ ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণ পদে দিবে । ( ১ ) দাতা পুনর্বার  
উক্ত মন্ত্রে পাদ্য দান করিবেন, এবং জামাতা পূর্ব মন্ত্রে গ্রহণ করিয়া পূর্ববৎ  
বামপদে পাদ্য দান করিবেন । ( ২ )

অনন্তর কণ্ঠাদাতা অর্ঘ্য গ্রহণ করত, —“ওঁ অর্ঘ্যোহর্ঘ্যোহর্ঘ্যঃ প্রতিগৃহ্ণতাং ।  
এই বলিয়া জামাতার হস্তে অর্পণ করিবেন । পরে জামাতা “অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্ণামি”  
বলিয়া অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া “ওঁ আপঃ স্ব যুগ্মাভিঃ সর্মান্ কামান্বাপ্নুৰামি ।”  
এই মন্ত্রে মন্তকোপরি অর্ঘ্য দিয়া সেই অর্ঘ্যজল ত্যাগ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবে ।  
যথা—“ওঁ সমুদ্রং বঃ প্রহিণোমি স্বাং যোনিমভিগচ্ছত । অরিষ্টা অম্মাকং বোরা  
মা পরাসেচি মংপয়ঃ ।” তৎপর দাতা আচমনার্থ জল লইয়া “ওঁ আচমনী-  
য়মাচমনীয়মাচমনীয়ং প্রতিগৃহ্ণতাং ।” এই বলিয়া বরের হস্তে আচমনীয়  
জল দান করিলে, জামাতা “ওঁ আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্ণামি” এই বলিয়া আচ-  
মনীয় গ্রহণপূর্বক মন্ত্র পাঠ করিবেন,—“ও আমাগন্ যশসা সংস্রজ বচসা তং  
মা কুরু । প্রিয়ং প্রজানামবিপতিং পশুনামরিষ্টং তনুনাম্ ।” অতঃপর এই জল  
দ্বারা আচমন করিবেন ।

কণ্ঠাদাতা কংস্য-পাত্ৰস্থিত দধিমগ্নতবুজ মধুপর্ক নিম্ন বাক্যে বরের  
হস্তে প্রদান করিবেন ।

“ওঁ মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কঃ প্রতিগৃহ্ণতাং ।” জামাতা “ওঁ মধুপর্কঃ প্রতি-  
গৃহ্ণামি” বলিয়া মধুপর্ক গ্রহণ করিয়া “ওঁ মধুমিব্রত ত্য চক্ষুযা প্রতীকৈ ।” এই  
বলিয়া মধুপর্ক দর্শন করিয়া,—“ওঁ দেবস্ত জ্ঞা সর্বিভূঃ প্রসবেহ্মিনোর্বাহভ্যাং  
পৃক্ষো হস্তাভ্যাং হস্তাদদে ।” এই বলিয়া মধুপর্ক বামহস্তে লইয়া দক্ষিণ হস্তের  
অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উহা আলোড়ন করিবে । “ওঁ নমস্তা বাণ্যা-  
য়াশ্রশনে যৎ ত আবিব্ধং তত্তে নিকৃস্তামি ।” অতঃপর তিনবার অমন্ত্রক ভূমিতে  
কিক্ষিপ্ত ত্যাগ করিয়া পরে—“ওঁ যন্নধু মধ্যমং পরমং রূপমন্নাদং তেনাহং মধুনা  
মধব্যেন পরমেণ রূপেণান্নাদেন পরমো মধব্যোহন্নাদোহশানি ।” এই মন্ত্র পাঠ  
করিয়া তিনবার ভোজন করিবে । \* পরে বর আচমন করিয়া নিম্ন লিখিত

(১) শূদ্র বাম পদে দিবে । (২) শূদ্র দক্ষিণপদে দিবে ।

\* ভোজন ব্যর্থতায় না পাকায় আদান করিবে ।

মস্ত্রে অঙ্গ সমূহ স্পর্শ করিবেন । যথা—“ওঁ বাঙম আশ্তেহস্ত” বলিয়া মুখ । “ওঁ নসোমে প্রাণেহস্ত”—নাসিকা । “ওঁ অক্ষোর্ম্মে চক্ষুরস্ত” চক্ষুর্দ্বয় । “ওঁ কর্ণোর্ম্মে শ্রোত্রমস্ত”—কর্ণদ্বয় । ওঁ বাহ্বোর্ম্মে বলমস্ত—বাহুদ্বয় । “ওঁ উপোর্ম্মে ওজোহস্ত” উরুদ্বয় । ওঁ অরিস্থানি মেহ্ণানি তনুস্তথা মে সহ সস্ত” বলিয়া মস্তকাদি পাদ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে । এই সময়ে কন্যাদাতা একটী গোস্থাপন করিবেন । অতঃপর নাপিত “গোঃ গোঃ” এই শব্দ তিনবার বলিলে বর “ওঁ মাতা কৃদ্রাণাং হৃহিতা বহুনাং স্বগাদিত্যানামমৃতশ্চ নাভিঃ । প্রহু বোচং চিকিতুবে জ্ঞানায় মা গামনাগামদিতিং বরিষ্ঠ মম চামুখ্য (ক) চ পাশু্য হত ওমুৎসজত তৃণাত্তু ।” বলিয়া গোমোচন করিবেন ।

এই সময়ে বর চতুর্হস্ত পরিমিত স্থণ্ডিল করিয়া কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে যোজক নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া তাহার ধ্যান, আবাহন ও অর্চনা করিবেন । পরে জামাতা কন্যাকে বস্ত্র পরিধান করাইবেন । মন্ত্র যথা,—“ওঁ জরাং গচ্ছ পরিধংস বাসো ভবাক্ষীণামতিশস্তি পাবা । শতক জীব শরদঃ সুবর্চা রয়িক পুত্রাননুসংব্যয়স্বায়ুতীদং পরিধংস বাসঃ । অনন্তর উত্তরীয় গ্রহণ করিয়া ওঁ যা অকুস্তম্ভবত্ন যা অতবত যাচ দেবীস্তুনুভিতোহততহ । তাস্মা দেবী-জরসে সম্যায়স্বায়ুতীদং পরিধংস বাসঃ ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কন্যাকে উত্তরীয় পরিধান করাইবেন ।

অতঃপর কন্যাদাতা কন্যাকে পশ্চিমাভির্মুখে ক্রোড়স্থানে বসাইয়া কন্যা ও বর উভয়ের পরস্পর মুখাবলোকন করাইবেন । পরে দাতা কন্যা ও বরকে “ওঁ সমী ভবেথাম ।” এই বাক্য বলিয়া বরকন্যার মুখাবলোকন সম্পন্ন করাইলে বর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন । যথা,—“ওঁ সমগ্ৰত্ব বিশ্ব-দেবাঃ সমাপো জদয়ানি নো । সম্যাতরিস্থ সন্ধাতা সমুদেষ্টী দধাতু নো ।” অনন্তর কন্যাদাতা কুশদ্বারা বর ও কন্যার দক্ষিণ হস্তদ্বয় বন্ধন করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সাক্ষাদনালকৃত্যৈ কন্যায়ৈ নমঃ” । বলিয়া তিনবার অর্চনা পূর্বক এতে গন্ধপুষ্পে “ওঁ এতৎসম্প্রদানায় বরায় নমঃ ।” এই বলিয়া বরের অর্চনা করিয়া এতে গন্ধপুষ্পে “ওঁ এতদধিপত্যে প্রজাপত্যে নমঃ” বলিয়া পূজা ও বরকন্যাকে প্রোক্ষণপূর্বক তিল, কুশ ও জল গ্রহণ করত নিম্নোক্ত

† মন্ত্রস্থিত “অমুক” শব্দস্থলে কন্যাদাতার যষ্টী বিস্তৃতিযুক্ত নাম বলিবে । যথা—শ্রীঅমুক-দেবশর্মাণঃ ।

সম্প্রদান-বাক্য পাঠ করিবেন। যথা,—বিষ্ণুরাম তৎসদভ্যামুকে মাসি  
অমুকরাশিষে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেব-  
শর্মা। শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ \* অমুকগোত্রস্ত্র অমুকপ্রবরস্ত্র অমুকদেবশর্মাণঃ প্রপৌ-  
ত্রায় অমুকগোত্রস্ত্র অমুকপ্রবরস্ত্র অমুকদেবশর্মাণঃ পৌত্রায়, অমুকগোত্রস্ত্র  
অমুকপ্রবরস্ত্র অমুকদেবশর্মাণঃ পুত্রায়, অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় অমুকদেব-  
শর্মাণে বরায় অর্চিতায়। অমুকগোত্রস্ত্র অমুকপ্রবরস্ত্র অমুকদেবশর্মাণঃ প্রপৌত্রীঃ  
অমুকগোত্রস্ত্র অমুকপ্রবরস্ত্র অমুকদেবশর্মাণঃ পুত্রীঃ অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং  
শ্রীঅমুকদেব্যভিধানাং কন্যাং ।

পুনরায়, “অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্মাণঃ প্রপৌত্রায় হইতে  
আরম্ভ করিয়া শ্রীঅমুকদেব্যভিধানাং কন্যাং” পর্য্যন্ত অঃবো দুইবার পাঠ করিয়া  
সালঙ্কৃতাং বাসোযুগ্মাচ্ছাদিতাং প্রজাপতিদেবতাকাং তু ভ্যমহং সম্প্রদদে ।

কন্তার হস্ত সহিত পূর্ব গৃহীত জল বরহস্তে সমর্পণ করিলে বর “ও স্বস্তি”  
বলিয়া গায়ত্রী পাঠ করিবেন। তৎপর দাতা “ও কন্তেয়ঃ প্রজাপতিদেব-  
তাকা ।” এই কথা বলিলে বর কামস্তুতি পাঠ করিবেন। যথা—ও কোহদাৎ  
কস্মাহদাৎ কামোহদাৎ কামারাদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামৈতত্তে  
তব কাম সত্য ভুগ্ধামহৈ। ইহা পাঠ করিয়া বর পুনরপি পাঠ করিবেন,—  
“ও দ্যৌস্ত্বা দদাতু পৃথিবী ত্বা প্রতিগৃহাতু ।”

অতঃপর অত্র ১কান ব্রাহ্মণ গায়ত্রী পাঠপূর্বক এক মাষা পরিমিত  
বলা, ময়ূরশিখা ( হ্রস্ববৃক্ষ বিশেষ ), অপরাজিতা, শোলকা, ত্রিপুরমালীপুষ্প,  
যক্ষপুষ্প, মোম, কুঙ্কুম, চন্দন, কঁচ, কপূর, মদনকোষ, মধুপুষ্প, কাকোলীলতা  
( ওষধিবিশেষ ), কস্তুরী, জায়ফল, ঝঙ্কি, বুদ্ধি, কাকোলীমেদ, মহামেদ,  
জীবক, ( এই ছয়টা ওষধি বিশেষ ), বাসক ও দ্রতরাবা বর কন্তার হস্ত  
দ্বয়ে লেপ প্রদান করিয়া উভয়ের হস্ত একত্র করত কুণবেণী দ্বারা বন্ধন  
করিবেন। অতঃপর দক্ষিণা করিবেন। যথা, — অজ্ঞেতাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমু-  
কদেবশর্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামনয়া \* কৃতৈতৎকথাদানকর্মাণঃ প্রতিজ্ঞার্থং দক্ষি-  
ণামিদং কাকনং ( তন্মূল্যং বা ) শ্রীবিষ্ণুদেবতং অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায়  
শ্রীঅমুকদেবশর্মাণে বরায় অর্চিতায় তু ভ্যমহং সম্প্রদদে ।” পরে বর দক্ষিণা-  
গ্রহণ করিয়া “ও স্বস্তি” বলিবেন। এই সময়ে কন্যাদাতা জামাতাকে

\* দাতার অভিপ্রায় পক্ষমূলের কামনার উল্লেখ করা গাইতে পারে।

\* দানকালীন সে কামনা করিবে, এখানেও তাহাই বলিতে হইবে।

যথাশক্তি ভূমি, শয্যা, খালাবাটী প্রভৃতি দান করিয়া দিবেন । অনন্তর গায়ত্রী পাঠপূর্বক বরকন্টার পরস্পর উভরীয় বস্ত্রদশাধারা ক্রোড়াকলে গ্রন্থিবন্ধন করিবে এবং অত্র কোন ব্রাহ্মণ গায়ত্রী পাঠ করিয়া বর কন্যার তন্তুবন্ধন খুলিয়া দিবেন ।

### ( বিবাহানন্তর ) কুশণ্ডিকা । \*

বর স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন পূর্বক কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে স্থণ্ডিলের উপরি অগ্নিস্থাপন করিয়া বর কন্টার হস্তধারণ পূর্বক অগ্নির পশ্চিমে গমন করত, ইহা পাঠ করিবেন । যথা,—ওঁ যদৈষি মনসা দূরং দিশোহু পবমানো বা হিরণ্যবর্ণো বৈকর্ণঃ স ত্বা মনসা করোম্যদৌ । †

অনন্তর কন্যার পিতা “ওঁ অন্যান্যঃ সমীক্ষেথাং” এই বলিয়া বর ও কন্টার পরস্পর মুখাবলোকন করাইলে, বর ইহা পাঠ করিবেন । যথা,—ওঁ অবোরচক্ষুরপতিয়োষি শিবা পশুভ্যঃ সূমনাঃ সূবচ্চাঃ । বীরসুর্দেবকামা সোনা শল্লোভব দ্বিপদেশঞ্চতুঙ্গদে । সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্কৌবিবিদ উত্তরকৃতীয়োঃগ্নিস্তে পতিস্তরীরন্তে নম্রম্যজাঃ । সোমোহদদগন্ধর্কায় গন্ধর্কৌতদদগ্নয়ে রদিক পুত্রাংশাদাদাগ্নিস্থাহমথো ইমাং । সানঃ পুষা শিবতমা মৈরয়ং সান উরু উশতী বিবহ যস্যামৃগন্তঃ প্রহরাম শেফং যস্যার্থকামা বহবো নিবিষ্টৌ ।”

কোণ ব্রাহ্মণ বধু ও বরের নিকুম্ভ সময় হইতে আরম্ভ করিয়া অভিষেক পর্যন্ত চন্দনচর্চিত ‘আশ্রপল্লাবাস্ত্র জলকুণ্ড লইয়া সোণাবস্থায় অবস্থিতি করিবেন । তৎপরে বর দক্ষিণপদ দ্বারা বস্ত্রবেষ্টিত তৃণগুচ্ছ সঞ্চালিত করত হোমার্থ উপবেশন করিলে বধুও তাঁহার দক্ষিণভাগে উপবিষ্টা হইবে ।

অতঃপর বর কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে আঘারাজ্যভাগান্ত হোমকর্ম সমাপন করিয়া প্রকৃত কর্ম করিবেন ।

\* বিবাহ রাত্রিতেই কুশণ্ডিকা করিতে হয় ; কিন্তু প্রচলিত নিয়মানুসারে পর দিবসই কুশণ্ডিকার ব্যবহাব দেখা বাইতেছে । বিবাহরাত্রি কুশণ্ডিকা করিতে হইলে ঐ স্থাপিত রাত্রিতেই করিতে হইবে ।

† খসৌন্দলে বধূর সখ্যাবনাস্ত্র নাম বলিবে ।



প্রকৃত কৰ্ম যথা,—ঘৃত দ্বারা নিম্নলিখিত দ্বাদশটী মন্ত্রে বর রাষ্ট্রকর্ত্তোম করিবেন। যথা,—“ও ঋতাসাঙ্ ঋতধামগ্নিগন্ধর্কঃ স ন ইদং ব্রহ্মক্ষেত্রং পাতু তমৈ স্বাহা বাট্। [ ইদং মৃতাসাহে ঋতধাম্নেঃগ্নয়ে গন্ধর্কায় ] ॥ ১ ॥ ও ঋতাসাঙ্ ঋতধামগ্নিগন্ধর্কঃ স্ততোষধয়োহপ্সরসো মৃদোনাম তাভ্যঃ স্বাহা। ( ইদমোষধিতোহপ্সরোভ্যো মৃদেভ্যঃ ) ॥ ২ ॥ ও সংহিতো বিশ্বনামা হৃষ্যো গন্ধর্কঃ স ন ইদং ব্রহ্মক্ষেত্রং পাতু তমৈ স্বাহা বাট্। ( ইদং সংহিতায় বিশ্বনামে হৃষ্যায় গন্ধর্কায় ) ॥ ৩ ॥ ও সংহিতো বিশ্বনামা হৃষ্যো গন্ধর্কঃ তস্ত মরীচয়োহপ্সরস আয়ুষো নাম তাভ্যঃ স্বাহা। [ ইদং মরীচিভ্যোহপ্সরোভ্যঃ আয়ুর্ভ্যঃ ] ॥ ৪ ॥ ও সুমুমঃ হৃষ্যরশ্মিচন্দ্রমা গন্ধর্কঃ তস্ত স ন ইদং ব্রহ্মক্ষেত্রং পাতু তমৈ স্বাহা বাট্। ( ইদং সুমুমায় হৃষ্যরশ্ময়ে চন্দ্রমসে গন্ধর্কায় ) ॥ ৫ ॥ ও সুমুমঃ হৃষ্যরশ্মিচন্দ্রমা গন্ধর্কঃ তদা নক্ষত্রোহপ্সরসো ভেকুরয়ো নাম তাভ্যঃ স্বাহা। [ ইদং নক্ষত্রোভ্যোহপ্সরোভ্যোভ্যো ভেকুরিভ্যঃ ] ॥ ৬ ॥ ও ইষিরো বিশ্বব্যচা বাতো গন্ধর্কঃ স ন ইদং ব্রহ্মক্ষেত্রং পাতু তমৈ স্বাহা বাট্। ইদমিষিরায় বিশ্বব্যচসে বাতায় গন্ধর্কায় ] ॥ ৭ ॥ ও ইষিরো বিশ্বব্যচা গন্ধর্কঃ তদ্যাপোহপ্সরস উর্জো নাম তাভ্যঃ স্বাহা। [ ইদমুভ্যোহপ্সরোভ্যো উর্জোভ্যঃ ] ॥ ৮ ॥ ও ভূজাঃ সুপর্ণো যজ্ঞো গন্ধর্কঃ স ন ইদং ব্রহ্মক্ষেত্রং পাতু তমৈ স্বাহা বাট্। [ ইদং ভূজাবে সুপর্ণায় যজ্ঞায় গন্ধর্কায় ] ॥ ৯ ॥ ও ভূজাঃ সুপর্ণো যজ্ঞো গন্ধর্কঃ তদ্য দক্ষিণা অপ্সর-সুত্তারী নাম তাভ্যঃ স্বাহা। [ ইদং দক্ষিণোভ্যোহপ্সরোভ্যোত্তারীভ্যঃ ] ॥ ১০ ॥ ও প্রজাপতির্কিঞ্চকর্ম্মা মনো গন্ধর্কঃ স ন ইদং ব্রহ্মক্ষেত্রং পাতু তমৈ স্বাহা বাট্। [ ইদং প্রজাপতয়ে কিঞ্চকর্ম্মণে মনুসে গন্ধর্কায় ] ॥ ১১ ॥ ও প্রজাপতির্কিঞ্চকর্ম্মা মনো গন্ধর্কঃ তস্ত ঋক্সামান্যাপ্সরস এষ্টয়ো নাম তাভ্যঃ স্বাহা। ( ইদ-মৃক্সামেভ্যোহপ্সরোভ্যো এষ্টোভ্যঃ ) \* ॥ ১২ ॥

জয়া হোম,—ও চিত্তঞ্চ স্বাহা ( ইদং চিত্তায় )। ও চিত্তিশ্চ স্বাহা, ( ইদং চিত্তৈ )। ও আকৃতঞ্চ স্বাহা, ( ইদমাকৃতায় )। ও আকৃতিশ্চ স্বাহা, ( ইদ-মাকৃত্যে )। ও বিজ্ঞাতঞ্চ স্বাহা, ( ইদং বিজ্ঞাতায় )। ও মনশ্চ স্বাহা, ( ইদং মনসে )। ও শক্ববীচ স্বাহা, ( ইদং শক্বৈ )। ও দর্শশ্চ স্বাহা, ( ইদং দর্শায় )।

\* ১. বাহাস্ত মন্ত্রগুলিই বাহাতি এবং বকনীয়দ্ব্যস্থিত মন্ত্র সমূহ দ্বারা প্রত্যাহতি দিবে। এইকণ্ঠ সর্বত্র জানিবে।

ওঁ পৌর্ণমাসস্য স্বাহা । ( ইদং পৌর্ণমাসায় ) । ওঁ বৃহচ্চ স্বাহা, ( ইদং বৃহতে )  
ওঁ রথন্তরঞ্চ স্বাহা, ইদং রথন্তরায় । ওঁ প্রজাপতির্জ্ঞানিদ্ভ্রায় বৃক্ষে প্রাবচ্ছহুঃ  
পূতনা জয়েষু । তস্মৈ বিশঃ সমনদন্ত সর্বাঃ স উগ্রঃ স হি হব্যোবভূব স্বাহা,  
( ইদং প্রজাপত্যে জয়ানামধিপত্যে ) । ”

অষ্টদশাহতি ;— ওঁ অগ্নিভূতানামধিপতিঃ স মাভুস্মিন্ ব্রহ্মণ্যস্মিন্  
ক্ষেত্রেহস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা । ( ইদ-  
মগ্নয়ে ভূতানামধিপত্যে ) ॥ ১ ॥ ওঁ ইন্দ্রো জ্যেষ্ঠানামধিপতিঃ স মাভুস্মিন্  
ব্রহ্মণ্যস্মিন্ ক্ষেত্রেহস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্যাং দেবহূত্যাং স্বাহা ।  
( ইদমিন্দ্রায় জ্যেষ্ঠানামধিপত্যে ) । ওঁ যমঃ পৃথিব্যানামধিপতিঃ স মাভ-  
ুস্মিন্ ত্যাতি । ( ইদং যমায় পৃথিব্যানামধিপত্যে ) ॥ ২ ॥ ওঁ বায়ুরন্তরীক্ষাণামধি-  
পতিরিতি । ( ইদং বায়বে অন্তরীক্ষস্যধিপত্যে ) ॥ ৪ ॥ ওঁ সূর্যো দিবো-  
ধিপতিঃ স মাভুস্মিন্ ত্যাতি । ( ইদং সূর্যায় দিবোহধিপত্যে ) ॥ ৫ ॥ ওঁ চন্দ্রমা  
নক্ষত্রাণামধিপতিঃ স মাভুস্মিন্ ত্যাতি । ( ইদং চন্দ্রমসে নক্ষত্রাণামধিপত্যে ) ॥ ৬ ॥  
ওঁ বৃহস্পতির্ব্রহ্মণোহধিপতিরিতি । ( ইদং বৃহস্পত্যে ব্রহ্মণোহধিপত্যে ) ॥ ৭ ॥  
ওঁ মিত্রঃ সত্যানামধিপতিরিতি । ( ইদং মিত্রায় সত্যানামধিপত্যে )  
॥ ৮ ॥ ওঁ বরুণোহগ্ন্যমধিপতিঃ স মাভুস্মিন্ ত্যাতি । ( ইদং বরুণায় )  
অগ্ন্যমধিপত্যে ) ॥ ৯ ॥ সমুদ্রঃ স্রোত্যানামধিপতিঃ স মাভুস্মিন্ ত্যাতি ।  
( ইদং সমুদ্রায় স্রোতসামধিপত্যে ) ॥ ১০ ॥ ওঁ অন্নং সাত্বাজ্যাদিধিতি স্তম্ভামব-  
ুস্মিন্ ত্যাতি । ( ইদমন্নায় সাত্বাজ্যানামধিপত্যে ) ॥ ১১ ॥ ওঁ সোমঃ ওষধী-  
নামধিপতিঃ স মাভুস্মিন্ ত্যাতি । ( ইদং সোমায় ওষধীনামধিপত্যে ) ॥ ১২ ॥  
ওঁ সবিতা প্রসবানামধিপতিঃ স মাভুস্মিন্ ত্যাতি । ( ইদং সবিদ্রে প্রসবা-  
নামধিপত্যে ) ॥ ১৩ ॥ ওঁ রুদ্রঃ পশূনামধিপতিঃ স মাভুস্মিন্ ত্যাতি ।  
( ইদং রুদ্রায় পশূনামধিপত্যে ) ॥ ১৪ ॥ ওঁ তৃষ্টা রূপাণামধিপতিঃ স মাভু-  
স্মিন্ ত্যাতি । ( ইদং তৃষ্টে রূপাণামধিপত্যে ) ॥ ১৫ ॥ ওঁ বিশ্বঃ পর্বতানামধি-  
পতিঃ স মাভুস্মিন্ ত্যাতি । ( ইদং বিশ্ববে পর্বতানামধিপত্যে ) ॥ ১৬ ॥  
ওঁ মরুতো গণানামধিপতিতয়ঃ তে মাভুস্মিন্ ত্যাতি । ( ইদং মরুভ্যো  
গণানামধিপতিভ্যঃ ) ॥ ১৭ ॥ ওঁ পিতরঃ পিতামহাঃ পরেহবরে ততাস্তাতামহান্তে .  
ইহ মামবসুস্মিন্ ক্ষেত্রেহস্যামাশিষ্যস্যাং পুরোধায়ামস্মিন্ কর্মণ্যস্মিন্ দেব-  
হূত্যাং স্বাহা । ( ইদং পিতৃভ্যঃ পিতামহেভ্যঃ পরেভ্যোহবরেভ্যন্ততেভ্যস্তা-  
তামহেভ্যঃ ) ॥ ১৮ ॥ অনন্তর ওঁ অগ্নিরৈতু প্রথমো দেবতানাং সৈবৈশ্চৈ প্রজাং মুকুতু

মৃত্যুপাশাং তদয়ং রাজা বরুণোহনুমত্তাম্ যথেষং স্ত্রী পৌত্রমঘন্নরোদাং  
স্বাহা। ( ইদমঘ্যে ) ॥ ওঁ ইমামগ্নিস্ত্রায়তং গার্হপত্যঃ প্রজামসৌ  
নয়তু দীর্ঘমায়ুঃ। অশ্বত্থোপস্থা জীবতামস্ত মাতা পৌত্রমানস-  
মভিবুধাতামিহং স্বাহা। ওঁ স্বস্তিনোহগ্নে দিবা পৃথিব্যা বিশ্বা নিধেহ  
যথা যজ্ঞা যদস্যাং মহি দিবি জাতং প্রশস্তং তস্মাদস্মান্ন দ্রবিশং ধেহি  
চিহ্নং স্বাহা। ওঁ স্নগং হু পস্থাং প্রদিশন্ন এধি। জ্যোতির্শ্বধ্যে হ্যজরন্ন  
আয়ুঃ। অপৈ তু মৃত্যুরমৃতং স আগানবৈবস্বতো নোহভয়ং ক্রণোতু নঃ  
স্বাহা। ( ইদং বৈবস্বতায় ) ওঁ পরং যুগ্যোহনুপরে হি পস্থাং যন্তেহন্য  
ইতরো দেবযানাক্ষক্ষ্মতে শৃণুতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাংরীরিষো মোত  
বীরান্ স্বাহা। ইদং মৃত্যবে। )

অনন্তর বধূর ভ্রাতা শমীপত্রমিশ্রিত লাজ ( পৈ ) হৃর্পে চারিভাগ  
করতঃ বর কন্যার একীকৃত অঞ্জলিতে ঘৃত পায়া দিয়া এক ভাগ  
লাজ বধূর অঞ্জলিতে প্রদান পূর্বক পুনর্বার ঘৃতবারা দিয়া বর বধূর সহিত  
উখিত হইয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া হোম করিবেন,—“ওঁ অর্ধ্যমাং দেবঃ  
কণ্ঠাগ্নিমযক্কত স নোহর্ধ্যমা দেবঃ প্রোতো মুক্কতু মা পতেঃ স্বাহা।—(ইদ-  
মর্ধ্যয়ে) ॥ ১ ॥ ওঁ ইয়ং নর্ধ্যুপক্কতে লাজানাবপ্তিকা আয়ুগ্নানস্ত মে পতি-  
রেধন্তঃ জাতয়ো মম স্বাহা। ( ইদমর্ধ্যয়ে ) ॥ ২ ॥ ওঁ ইমান্ লাজানাবপা-  
ম্যগ্নৌ সমুদ্বিকরণান্তব। মম তুভ্য চ সমুদনং তদগ্নিরনুমন্যতামিহং স্বাহা।  
( ইদমর্ধ্যয়ে ) ॥ ৩ ॥ এই তিনটী দ্বারা তিনবার পূর্ববৎ লাজগ্রহণ  
করিয়া হোম করিবেন। পরে বর কণ্ঠার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী  
আপন দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন,—  
“ওঁ গুভ্ৰামি তে দৌভগজায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্ট্রিধা সং।  
ভগোহর্ধ্যমা দেবঃ সবিতা পুরজির্শ্বহ্যং ত্বাহুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ। অমো-  
হমগ্নি সা ত্বং সা ত্বমস্য সোহহং সামাহমগ্নি ঋক্ ত্বং জৌরহং পৃথিবী ত্বং  
তাবেহি বিবহাবহে সহ রেতো দদাবহে প্রজাং প্রজনয়াবহে পুত্রান্ বিল্ভাবহে  
বহুংস্তে সন্ত জরদষ্ট্রয়ঃ। সংপ্রিয়ৌ রোচিষ্কু স্তমনস্যমানৌ। পশ্চেম শরদঃ  
শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং।”

অতঃপর বর অগ্নির উত্তরস্থ শিলাতে দক্ষিণ পদ দ্বারা বধূকে নিম্নোক্ত  
মন্ত্রে আবোহণ করাইবেন,—“ওঁ আরোহেমমগ্নানমগ্নোব ত্বং স্থিরা ভব।  
অভিভিষ্ঠ পৃথন্যর্থাংপব্যবশ পৃথন্যগতঃ।” বর কন্যাকে শিলার উপরে

অধিরোধন করাইয়া নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিবেন।—যথা “ওঁ সরস্বতী  
প্রথমব সুভগে বাজিনীবতি, যাং ত্বা বিশ্বস্য ভূতস্য প্রগয়ামস্যাগ্রতঃ ।  
যস্যাত্তুতং সমস্তবৎ যস্যাত্ত্বিস্বমিদং জগৎ । তামদ্য গাথাং গাম্যামি  
যা জীণামুত্তমং যশঃ ॥”

পরে বধুর সহিত বর অগ্নি প্রদক্ষিণ করত “ওঁ তুভ্যমগ্নে পর্যাবহৎ  
স্বর্ঘ্যাবহতু না সহ । পুনঃ পতিভ্যো জায়াংদাগ্নে প্রজয়া সহ ।”

অতঃপর পূর্বাংশিষ্ট চতুর্থলাজভাগ শূপকোণ যোগে “ওঁ ভগায় স্বাহা”  
বলিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া,—“ইদং ভগায়” বলিয়া প্রত্যাহুতি দিবেন ।

তৎপরে একগাছি সাগ্র কুশদ্বারা ব্রহ্মার সহিত সংযোগ রাখিয়া  
দ্বত দ্বারা প্রাজাপত্য হোম করিবেন,—“ওঁ প্রজাপত্যে স্বাহা । (ইদং  
প্রজাপত্যে ।)” “ওঁ অগ্নয়ে ঋষ্টিকৃতে স্বাহা । (ইদমগ্নয়ে ঋষ্টিকৃতে ।)”  
অনন্তর অগ্নির উত্তরদিকে সাতটি মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া নিম্নলিখিত সাতটি  
মন্ত্রের এক একটী মন্ত্র পাঠে এক একটী মণ্ডলে ক্রমে ক্রমের দক্ষিণপাদ দেওয়া  
ইবেন । মন্ত্র যথা,—“ওঁ একমিষে বিষ্ণুত্বাং নয়তু । ১ । ওঁ দে উর্জ্জে,  
বিষ্ণুত্বাং নয়তু । ২ । ওঁ জীণি বায়স্পোশায় বিষ্ণুত্বাং নয়তু । ৩ । ওঁ চত্বারি  
মায়ো ভবায় বিষ্ণুত্বাং নয়তু । ৪ । ওঁ পঞ্চপশুভ্যো বিষ্ণুত্বাং নয়তু । ৫ ।  
ওঁ ষড়্ভূভ্যো বিষ্ণুত্বাং নয়তু । ৬ । ওঁ সপ্তে সপ্তপদাভব সা মামনুব্রতা ভব  
বিষ্ণুত্বাং নয়তু । ৭ ।”

অনন্তর বর মিত্র-হস্তস্থিত জল দ্বারা নিম্ন মন্ত্রে বধুকে অভিষেক করিবেন ।

যথা,—“ওঁ আপঃ শিবাঃ শিবতমাঃ শান্তাঃ শান্ততমা স্তান্তে কৃথন্ত ভেষজং,  
এবং “ওঁ আপোহিষ্ঠা ইত্যাদি মন্ত্রে” অভিষেক করিবেন ।

তৎপরে বর “ওঁ তচ্চকুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছ্রুতমুচরৎ । পশ্চেম শরদঃ  
শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং” । এই মন্ত্রে বধুকে স্বর্ঘ্য  
দর্শন করাইবেন । অনন্তর বর পূর্ব দক্ষিণ হস্তদ্বারা পত্নীর দক্ষিণ কঙ্ক  
বেষ্টনপূর্বক “ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দদামি মম চিত্তমনুচিত্তস্তেহস্ত মম  
বাস্যমেকমনা জুযস্ব প্রজাপতিত্বা নিধুনক্তু মহৎ ।” এই মন্ত্রে হৃদয়দেশ  
স্পর্শপূর্বক নিম্নস্থ মন্ত্রে পত্নীকে অভিমুখিত করিবেন,—“ওঁ স্মমঙ্গলীরিয়ং বধু-  
রিমাং সমেত পণ্ডিত সৌভাগ্যমসৌ দজ্জায়থাস্তাং বিপরেত না ।”

অতঃপর অগ্নির উত্তর দিকে কোন সুগুপ্তস্থানে কোন সমর্থপুরুষ কন্যাকে  
পোষিত চক্ষোপরি উপবেশন করাইলে বর তথায় উপবেশন করিয়া মন্ত্র পাঠ

କରିବେନ—“ଓଁ ଇହ ଗାବୋ ନିବିଦସ୍ତ୍ରାହାଂ । ଇହ ପୁରୁଷାଃ । ଇତୋତ ସହସ୍ରଦକ୍ଷିଣେ  
 ଯଜ୍ଞ ଇହ ପୁଷା ନିବିଦତ ।”

তৎপর বর “ওঁ অগ্নয়ে ষিষ্টিকূতে স্বাহা । [ ইদমগ্নয়ে ষিষ্টিকূতে ] । “বলিয়া ষিষ্টিক্কোম করিয়া আচমন করত নিম্ন মস্ত্বে বধূকে ধ্রুব নক্ষত্র দর্শন করাইবেন । যথা,—“ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবং ত্বা পশ্যামি ধ্রুবৈধি পোষ্যামগ্নি মহং । ত্বাদাক্ষ হৃষ্পতির্য়গ্না পত্যা প্রজাবতী সংজীব শরদঃ শতং” । কথ্য ধ্রুব দর্শন না করিলেও “পশ্যামি” । এই কথা বলিবে । \*

চতুর্থী হোম ।

বর “অগ্নে ত্বং শিখিনামাসি”—এইরূপে শিখি নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া মহাবাহ্যজতি হোম করিবেন। পরে নিম্ন পাচটি মন্ত্রে পাচবার অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেন, যথা—“ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্তা নাথকাম উপধাবামি যাস্তৈ পতিস্তা তনুস্তামসৈ নাশয় স্বহা। [ইদং মন্ত্রে] ॥ ১ ॥ “ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্তা নাথকাম উপধাবামি যাস্তৈ প্রজানী তনুস্তামসৈ নাশয় স্বহা। [ইদং বায়বে] ॥ ২ ॥ ওঁ সূর্য্য প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্তা নাথকাম উপধাবামি যাস্তৈ পশুস্তী তনুস্তামসৈ নাশয় স্বহা। [ইদং সূর্য্যায়] ॥ ৩ ॥ ওঁ চন্দ্র প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্তা নাথকাম উপধাবামি যাস্তৈ গৃহস্তী তনুস্তামসৈ নাশয় স্বহা। [ইদং চন্দ্রায়] ॥ ৪ ॥ ওঁ গন্ধর্ব্ব প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্তা নাথকাম উপধাবামি যাস্তৈ যশোস্তী তনুস্তামসৈ নাশয় স্বহা। [ইদং গন্ধর্ব্বায়] ॥ ৫ ॥ কল্যাতিবেকার্থ প্রতিবারের আহুতিশেষ জলপাত্রে স্থাপন করিবেন।

অনন্তর যথানিবি চকপাক করিয়া —“ওঁ প্রজাপত্যে স্বাহা। [ইদং প্রজাপত্যে]॥” এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া পূর্নহোমিত আহুতিশেষ জলদ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে কন্যাকে অভিষেচন করিবেন,—“ওঁ যা তে

• \* দিব্যতে বিবাহ হইলে পূৰ্ণোক্ত সমস্ত কার্য্য দিব্যতে নিৰ্দ্ধাৰ করিয়া তাক্রিতে  
 শ্রব দর্শন করাইবে। পদ্ধতিকারের মতে বিবাহ দিবস হইতে ত্রিরাত্র পর্য্যন্ত বরকন্যাব  
 জ্ঞক্যাব লবণ ও ত্রিজন ও ত্রিসিতে লবণ করিতে হয়। কিন্তু ব্যবহার নাই।

পতিয়া প্রজায়া পুত্রী গৃহীয়া যশোয়া নিন্দিতা তহুজ্জারিঃ তামেনাং  
করোমি সা জীৰ্য্য স্বং ময়া সহ শ্রীমমুকি দেবি । (শ্রীমমুকি দেবি এই স্থলে  
বধুর সম্বোধনান্তে নাম বলিবে ।)

অতঃপর কন্যা চক্ৰ প্রাশন (বর্তমানে ভ্রাণ লওয়ার নিয়ম) করিলে  
বর নিয়মজ্ঞ পাঠ করিবেন,—“ওঁ প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধ্যামহিভিরহীনি  
মাংসৈর্মাংসানি ত্বা ত্বচং ॥” \* অনন্তর স্থানী হইতে চক্ৰ লইয়া—“ওঁ অগ্নয়ে  
স্বিষ্টকৃতে স্বাহা ।” বলিয়া আহুতি দিয়া “ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে ।” বলিয়া  
প্রতাহুতি দিয়া কুণ্ডলিকোক্ত বিধানে মহাব্যাহুতি হোমাদি ব্রহ্মদক্ষিণান্ত  
কার্য্য সমাপন করিবেন । পরে বর শাস্তি করিয়া শাস্তি জল দ্বারা নিজকে  
ও বধুকে অভিষিক্ত করিয়া অচ্ছিন্নাবধারণ করিবেন । \*

### গর্তাধান ।

যথোক্ত দিনে পূর্বাঙ্কে নিত্য-ক্রিয়াদি সমাপনান্তে গোষাদি ঘোড়শ-  
মাতৃকা পূজা, বম্বুধারা ও বুদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া পতি পত্নীকে স্বকীয় দক্ষিণ  
পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া তাহার দক্ষিণ স্কন্ধ সংলগ্ন হস্ত দ্বারা হৃদয়দেশ  
স্পর্শপূর্বক “ওঁ পৃষা ভগং তে সবিতা দধাতু রুদ্রস্তুষ্টী কল্পয়তু সামগং তুষ্টী রূপানি  
তেজো বৈশ্বানরো দধাতু । ওঁ গর্ভম্বেহি সিনীবাণি গর্ভম্বেহি সরস্বতি ।  
গর্ভস্তে অগ্নিনৌ দেবাবাবভাং পুঙ্করস্রজৌ । তৎপরে শোধিত পঞ্চগব্য নিয়  
মস্ত্রে ভক্ষণ করাইবেন । যথা,—“ওঁ রেতোহমৃতং বিজহাতি যোনিং প্রবিশ-  
দিস্ত্রিয়ং । গর্ভো জরাযুগা বৃত উৎসং জহাতি জন্মনা । ওঁ যন্তে স্ত্রুবীমে হৃদয়ং  
দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতং । বেদাহং তন্মাং তদ্বিগ্ৰ্যং পশ্যেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম  
শরদঃ শতং ।” অতঃপর নিষেক করিবেন ।

### পুংসবন ।

দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় মাসে শুভদিনে শুক্লপক্ষে পুং নক্ষত্রে পতি নিত্যক্রিয়া  
সমাপনান্তে পত্নীকে স্নান করাইয়া মাতৃকা পূজা, বম্বুধারা ও বুদ্ধিশ্রাদ্ধাদি সমাপন-  
পূর্বক পত্নীর সহিত উপবাসী থাকিবেন । পরে সাং সন্ধ্যা সমাপন করিয়া  
শুভলগ্নে স্নানাতা, নূতন বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধানা, কৃত্যচমনা, কৃতমঙ্গলাচার  
পত্নীকে পূর্বমুখে বসাইয়া বটফল, বঠের শুদ্ধা, সম্ভব হইলে সোমলতা ও কুশমূল

\* পদ্ধতিকার বলেন, এই দিনও বরকন্যা ভূমিতে শয়ন করিবেন । এবং সন্ধ্যার  
পুণ্যন্ত অশস্ত পক্ষে দ্বাদশ রাত্রি বা ত্রিরাত্রি মৈথুন ত্যাগ করিবেন ।

বাসি জলে পিষ্ট করিয়া মঙ্গলাচার-সহকারে নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া বধুর দক্ষিণ নাসাপুটে অর্পণ করিবেন । মন্ত্র যথা,—“ও হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্ত জাতঃ পতিরেক আসীৎ । সদাধারপৃথিবীং জামুতে মাং কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম । ও অন্ধ্যাঃ সম্ভূতঃ পৃথিব্যৈ রমাশ্চ বিশ্বকর্মণঃ সমবর্ততাগ্রে । ভস্ত তৃষ্টা বিদধক্রপমেতি তম্ভ্যস্ত দেবমাজানমগ্রে ॥”

যদি গর্ভের (সন্তানের) বীৰ্য্যবস্থা ইচ্ছা করেন তবে পতি বধুর ক্রোড় সন্নিহিতে একটি জলপাত্র স্থাপন করত নিম্ন মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া শাস্তি করিবেন ।

যথা,—“ও সুপর্বেহসি গরুয়ান্‌স্তিরুক্তঃ শিরো গায়ত্র্যাক্কুর্কৃহদ্রথন্তরে পক্ষৌ । ও স্তোম আত্মা ছন্দাংস্তজানি যজুংষি নাম । সাম তে তনুর্কামদেব্যং যজ্ঞা যজ্ঞী-  
য়ং পুঙ্খং ষিষ্টাঃ শকাঃ । ও সুপর্বেহসি গরুয়ান্‌ দিবঙ্গহ স্বঃ পত ।” অনন্তর আশীর্বাদ, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও দক্ষিণান্ত করিবেন ।

### সীমন্তোন্নয়ন ।

পুংসবন মাসে অথবা ষষ্ঠ কিংবা অষ্টমমাসে শুভদিনে নিত্যকৃত্য সমাধা করিয়া পতি পত্নীকে স্নান করাইয়া মাতৃকা পূজা, বহুধারা ও বুদ্ধিশ্রাদ্ধাদি করিয়া, শুভলগ্নসময়ে পূর্বমুখে উপবেশন করিয়া পুনরায় আচমন করত আচারাহুসারে গোয়োরচনা দ্বারা অঙ্কিত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মাক্রিত বিষ্ণুর নামযুক্ত-পীতবাসোযুগ্ম-পরিধারিণী কৃতমঙ্গলাচারী, কৃতোচমনা পত্নীকে নিজবামে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ও বিষ্ণুপদযুগলাঙ্কিত যাজ্ঞিক বৃক্ষ নির্ম্মিত আসনোপরি উপবেশন করাইবেন । তদনন্তর পতি কুশণ্ডিকা বিধানে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপনান্ত কর্য করিয়া, পূর্বসংগৃহীত তিল দুগ্ধমিশ্রিত একমুষ্টি তণুল—“ও প্রজাপত্যে ত্বা কুষ্ঠং গৃহ্মামি ।” বলিয়া গ্রহণ করিয়া “ও প্রজাপত্যে ত্বা কুষ্ঠং প্রোক্ষ্যামি ।” এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিবেন । তদনন্তর মুখল দ্বারা আবাত করিয়া কুলাদ্বারা তিনবার ঝাড়িয়া, জলদ্বারা তিনবার ধৌত করিয়া চাউলগুলি দুগ্ধসহ চক্র-স্থাসীতে দিয়া প্রণীতাপাত্রহু কিঞ্চিৎ জল উহাতে দিয়া চক্র পাক করিবেন । চক্রপাক নিষ্পন্ন হইলে উহাতে ঘৃতধারা দিয়া প্রজলিত কাষ্ঠ দ্বারা চক্রস্থালীর মধ্যভাগ দর্শন করিয়া অগ্নির উত্তরদিকে উহা স্থাপন করিবেন । পরে আজ্ঞাভাগ্যাজ কুশণ্ডিকা সম্পাদন করিয়া প্রকৃত কর্য করিবেন ।

প্রকৃত কর্য যথা,—“ও অগ্নে ত্বং মঙ্গলনামাসি” ইহা বলিয়া অগ্নির নামকরণ ও আধাইন করিয়া “এতৎ পাদ্যং ‘ও মঙ্গলনামঃ অগ্নয়ে নমঃ’ ... এইক্রমে

পাণ্ডাদি দ্বারা পূজা করিয়া হোম করিবেন। প্রথমে শ্রবে দ্বতধারা দিয়া চক্রে দ্বতধারা দিবেন এবং মেক্ষণ দ্বারা চক্ৰ গ্রহণ করিয়া পুনরায় দ্বতধারা দান করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবেন,—“ওঁ প্রজাপত্যে স্বাহা, (ইদং প্রজাপত্যে)।” পুনরায় উক্ত প্রকার চক্ৰ গ্রহণ করিয়া “ওঁ অগ্নয়ে ঐষ্টিক্রতে স্বাহা। (ইদমগ্নয়ে ঐষ্টিক্রতে)।” বলিয়া আহুতি প্রদান করিবেন।

অতঃপর “ওঁ সরস্বতীন্দ্রা ঋষয়োহগ্নিবরুণৌ দেবতে ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ সৌত্রা-  
মন্ত্রবভুর্থেষ্টাঃ বিনিয়োগঃ। ওঁ ত্রয়োহগ্নে বরুণশ্চ বিদ্বান্ দেবশ্চ হেলোহব্যা-  
সিসৌষ্ঠাঃ। যবিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোভচানঃ বিশ্বা ধেবাংসি প্রযযুক্ষ্যসং স্বাহা।  
(ইদমগ্নীবরুণাভ্যাং), পূর্ববং ঋষাদি পাঠ করিয়া ওঁ স ত্রয়োহগ্নে বমো  
ভবোতী নেদিষ্ঠো অস্ত্রা উষসো ব্যুষ্ঠৌ। অবযক্ষু নো বরুণং বরাণো বীহি  
মৃড়াং নুহবো ন এবি স্বাহা। (ইদমগ্নীবরুণাভ্যাং)।” “প্রজাপতিঋষিগায়ত্রী  
চ্ছন্দোহগ্নিদেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নাশ্চাগ্নেহগ্ননভি শস্তি-  
পাশ্চ সত্যমিথময়া অসি। অয়ানো যজ্ঞং নহাংস্তয়া নো ধোহি ভেষজং স্বাহা।  
(ইদমগ্নয়ে)।” ওঁ যে তে শতং বরুণ সহস্রং যজ্ঞাঃ পাশা বিততা মহাত্তঃ।  
তেভির্নোহদ্য সবিতোত বিষ্ণুর্কিংশে মুঞ্চতু মরুতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা। (ইদং বরুণায়)।  
“শুনঃশেক ঋষিগায়ত্রীচ্ছন্দো বরুণোদেবতা চয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ উচুত্তমং  
বরুণপাশমম্মদবানমং বিমধঃমং শ্রবায়। অথাবয়মাদিত্যব্রতে তবানাগসোহদি-  
ত্যেত্তম। (ইদং বরুণায়)।” এই বলিয়া আহুতি দিবেন।

অনন্তর দর্ভপিল্ললীত্রয় সহ উড়ুঘরফলস্তবকদ্বয় দ্বারা অগ্নির পশ্চিমভাগে  
কোমলাসনোপরি উপবিষ্টা বধূর সীমন্তদেশ “ভূর্ষিনয়ামি, ওঁ ভুবো বিনয়ামি,  
ওঁ পৃষিনয়ামি” মন্ত্রে তিনবার উত্তোলন করিয়া দিবে, পরে উড়ুঘর ফলযুক্ত  
শ্বেতশবলী (সেজারুকাটা) দ্বারা ঐ মন্ত্রে তিনবার এবং উড়ুঘরফলযুক্ত কাণ্ড  
দ্বারা পূর্বোক্ত মন্ত্রে তিনবার পুনরপি উড়ুঘর ফলযুক্ত সূত্র পরিপূর্ণ তর্কু (টাকু)  
দ্বারা পূর্বোক্ত মন্ত্রে তিনবার সীমন্তদেশ উত্তোলন করিয়া দিয়া ত্রিগুনীকৃত সূত্র  
দ্বারা উড়ুঘর স্তবক নিম্ন মন্ত্রে বধূর কণ্ঠে বাঁধিয়া দিবেন। যথা,—“ওঁ  
অয়মূর্জীবতো বৃক্ষ উর্জীব কলিনী ভব।”

অনন্তর কুশোক্তিকোক্ত বিধানে প্রায়শ্চিত্ত হোমাদি উত্তর কুশোক্তিকা  
সমাপন করিবেন।

অতঃপর পতি দুইজন বীণাগায়ককে রাজ্যার বা অথবা কান বীর পুত্রের  
গুণজ্ঞান করিতে আদেশ করিবেন উহারা গান করিলে স্বক “ওঁ সোম এব নো



‘রাজেন মানুষীঃ প্রজাঃ । অবিমুক্তচক্ষা আসীরংস্তীরে তুভ্য মসৌ’\* ।  
পরে দক্ষিণা, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও শাস্তি করিয়া তিলক ধারণ করিবেন ।

শোম্যস্তী কৰ্ম্ম ।

প্রসবকালে পতি “ওঁ এজতু দশমাত্রে গৰ্ভো জরায়ুণা সহ । যথায়ং  
বায়ুরেজতি তথা সমুদ্র এজতোবায়ং দশমাত্রেহম্জজ্জরায়ুণা সহ ।” এই  
মন্ত্রে পত্নীকে জল দ্বারা অভ্যক্ষণ করিবেন ।

জাতকৰ্ম্ম ।

প্রথমে পিতা সবস্ত্র স্নান করিয়া গোঁধ্যাদি ষোড়শ মাতৃকা পূজা ও বসুধারা  
সমাপনপূর্বক পুত্রের জন্মজনিত ও মুখ দর্শন জন্ত বুদ্ধিশাক্ত সম্পন্ন করিয়া  
পুত্রের নাভিদেশ ছেদন না করিতে মেধা জনন ও আয়ুধ্য কৰ্ম্ম করি-  
বেন । মেধা জনন কৰ্ম্ম যথা,—স্ববর্ণযুক্ত অনামিকা দ্বারা মধু ও ঘৃত  
অথবা কেবল ঘৃত “ওঁ ভূত্বয়ি দধামি, ওঁ ভুবন্ত্বয়ি দধামি, ওঁ স্বত্বয়ি দধামি,  
ওঁ ভূত্বং স্বত্বয়ি দধামি ।” এই মন্ত্রে কুমারকে ভক্ষণ করাইবেন ।

• আয়ুধা কৰ্ম্ম যথা,—পুত্রের দক্ষিণকর্ণে “ওঁ অগ্নিরায়ুয়ান্ স বনস্পতী-  
ভিরায়ুয়ান্তেন ত্বা আয়ুধা আয়ুধন্তং করোমি । ওঁ সোম আয়ুয়ান্ স ওষধী-  
ভিরায়ুয়ান্তেন ত্বা আয়ুধা আয়ুধন্তং করোমি । ওঁ রক্ষ আয়ুধাদ নাক্ষত্রৈঃ  
আয়ুধন্তেন ত্বা আয়ুধা আয়ুধন্তং করোমি । ওঁ দেবা আয়ুধন্তস্তেহমৃতৈরায়ু-  
ধন্তন্তেন ত্বা আয়ুধা আয়ুধন্তং করোমি । ওঁ ঋবয় আয়ুধন্তস্তে ব্রতৈঃ আয়ু-  
ধন্তন্তেন ত্বা আয়ুধা আয়ুধন্তং করোমি । ওঁ পিতর আয়ুধন্তস্তে স্বধাভিরায়ুধা-  
ন্তন্তেন ত্বা আয়ুধা আয়ুধন্তং করোমি । ওঁ যজ্ঞ আয়ুয়ান্ স দক্ষিণাভিরায়ুয়ান্-  
ন্তেন ত্বা আয়ুধা আয়ুধন্তং করোমি । ওঁ সমুদ্র আয়ুয়ান্ স অবন্তীভিরায়ুয়ান্-  
ন্তেন ত্বা আয়ুধা আয়ুধন্তং করোমি ।”—এই মন্ত্রগুলি তিনবার জপ করিবেন,  
পরে নিম্নলিখিত মন্ত্র গুলি তিনবার জপ করিবেন । যথা,—“ওঁ কণ্ডপস্ত  
ত্র্যায়ুয়ং, ও যমদগ্নেষ্ট্র্যায়ুয়ং, ওঁ যদেবানাং ত্র্যায়ুয়ং, ওঁ তন্তেহস্ত ত্র্যায়ুয়ং ।”

যদি পিতা পুত্রের দীর্ঘ জীবন কামনা করেন, তবে দক্ষিণহস্তদ্বারা পুত্রের  
হৃদয় স্পর্শ করিয়া নিম্নলিখিত এগারটি মন্ত্র পাঠ করিবেন—“বসংধিবিরয়িদেবতা  
ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ চরনেহগ্র্যুপস্থাপনে বিনিয়োগঃ” । ( প্রত্যেক মন্ত্রের পূর্বেই এই  
ঋষিঃচ্ছন্দাটী পাঠ করিবেন । ) ওঁ দিবস্পরিপ্রথমং জগ্নে অগ্নিরম্মদ্বিতীয়ং

• অশ্বোৎসবে, যজ্ঞস্থান ও নদীর নিকট বাস করেন সেই নদীর সযোধানন্ত নাম  
বলিবেন । যেমন,—হে গঙ্গে, হে যমুনে ইত্যাদি ।

পরিজাতবেদাঃ । তৃতীয়মপ্প নূমনা অজস্মিদ্ধান এনং জরতে  
 স্বাধীঃ ॥ ১ ॥ ওঁ বিদ্যা তে অগ্নে ত্রেখা ত্রয়াণি বিদ্যা তে ধাম বিভূতা  
 পুরুষা বিদ্যা তে নাম পরমং গুহ্যং বহিরা তদ্ব্যং সংস্রং আজগহ ॥ ২ ॥ ওঁ সমুদ্রে  
 ত্বা নূমনা অপ্ স্বস্তৰ্ণ চক্ষা দ্বে দিবো অগ্ন উধন্ । তৃতীয়ে ত্বা রজসি তস্থিবা-  
 সমপামুপস্থে মহিষা অবর্কন্ ॥ ৩ ॥ ওঁ অক্রন্দদগ্নিস্তনয়ান্নিব দ্যৌঃ ক্ষমা রেরিহ-  
 দ্বিক্রবঃ সমঞ্জন্ । সতো জজ্ঞানো বিহীক্কো ব্যাখ্যাদারোদসী ভানুনা ভাত্যন্তঃ ॥ ৪ ॥  
 ওঁ ত্রীণা মুদারো ধরুণো রয়ীণাং মনীষাণাং প্রার্পণঃ সোমগোপাঃ । বসুঃ স্নহুঃ  
 নংনাপাপু রাক্ষাঃ । বতাত্যগ্র ভবনা মিধানঃ ॥ ৫ ॥ ওঁ বিশ্বস্ত কেতুভূবনস্ত গৰ্ভ  
 আরোদসী অপূণাজ্জায়মানঃ । বীল্লক্দিদ্রিমাভনং পরায়ন্ যদগ্নিমযজন্ত পঞ্চ  
 ॥ ৬ ॥ ওঁ উশিকঃ পাবকোহরতিঃ স্রমেধা মৰ্ত্ত্যেবগ্নিরমৃতো মিধাগি ইয়ন্তি  
 ধুমকবঃ ভবিজ্জুক্ষু ক্লেণ শোচিষা ঞ্চামিলক্ষন্ ॥ ৭ ॥ ওঁ দৃশানো রুজ্জ উব্যা  
 ব্যাথোহুর্মৰ্ষমাযুঃ শ্রিয়ে রুচানোহগ্নিরমৃতোহভবদ্বয়োভির্বাদেনং জোরজনয়ং  
 সুরতাঃ ॥ ৮ ॥ ওঁ যস্তে অগ্ন কধ্ভদ্রশোচেহপূপং দেব যতবন্তমগ্নে প্রতন্নয় প্রতরং  
 বসোহিচ্ছাভিস্বন্দং দেবভক্তং ববিষ্ঠ ॥ ৯ ॥ ওঁ আ তং ভজ সৌশ্রবসে স্বগ্ন  
 উক্ধউক্ধ অভজ শত্ৰুমানে প্রিয়ং সুর্যো প্রিয়োহগ্না উদভবতি জাতেনো-  
 স্তিনজ্জনিকৈঃ ॥ ১০ ॥ ওঁ ত্বামগ্নে যজমানা অনুতন্ বিশ্বা বসু দধিরে বার্বাণি  
 ত্বয়া সহ জবিণ মিচ্ছমানা ব্রজং গোমন্ত মুশিজো বিবক্রঃ ॥ ১১ ॥ অনন্তর পিতা  
 কুমারের চতুর্দিক চারিটা ও মধ্যস্থলে একটা এই পাঁচটা ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া  
 ব্রাহ্মণদিগকে “ওঁ ইমমন্নপ্রাপিত” এই কথা বলিলে পূর্বদিকস্থ ব্রাহ্মণ বলি-  
 বেন—“ওঁ প্রাণ ।” দক্ষিণস্থ ব্রাহ্মণ “ওঁ ব্যান ।” পশ্চিমস্থ ব্রাহ্মণ “ওঁ অপান” ।  
 উত্তরস্থ ব্রাহ্মণ—“ওঁ উদান ।” এবং মধ্যস্থিত ব্রাহ্মণ—“ওঁ সমান ।” এই বাক্য  
 বলিবেন । যদি ব্রাহ্মণ না পাওয়া যায় তবে পিতাই কুমারের চতুর্দিকে ও  
 মধ্যস্থলে ঘাইয়া পূর্বোক্ত ঐ বাক্যগুলি বলিবেন ।

তদনন্তর যে দেশে কুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া  
 সেই ভূমি অভিমন্ত্রিত করিবেন । যথা—“ওঁ বেদ তে ভুবি হৃদয়ং দিবি চন্দ্রমসি  
 শ্রিতং । বেদাহং তদ্বিছ্যাং পশ্চেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ  
 শতং ।” অনন্তর পিতা “ওঁ অশ্বা ভব পশুর্ভব হিরণ্যমশ্রুতং ভব । আত্মা বৈ পুত্র-  
 নামাসি সংজ্ঞাং শরদঃ শতং ।” এই মন্ত্রে কুমারের নাভিদেশ স্পর্শ করিয়া  
 নিম্নমন্ত্র পাঠ করত কুমারের মাতাকে অভিমন্ত্রিত করিবেন । যথা,—“ওঁ ঈদ্যাসি  
 মৈজ্যারকণী বারো বীরমজী জনয়থাঃ । সা ত্বং বীরবতী ভব যস্মান্ বীরবাণে-

କରୋଽ ।” ଅତଃପର ନିୟମସ୍ତେ ପତ୍ନୀର ଦକ୍ଷିଣ ଗ୍ନନ ପ୍ରକାଶନ କରିବେନ,—“ଓଁ ହିମଂ ଗ୍ନନମୂର୍ଜ୍ଜସ୍ବତଂ ଧସ୍ୟାମାଂ ପ୍ରାଣୀନମସ୍ତେ ଶରୀରସ୍ତ ମଧ୍ୟେ ଓଽସଂଜୁଷ୍ଠ ଶତବାରମର୍ବନ୍ ସମୁଦ୍ରିୟଂ ଶନନମାବିଶସ୍ବ ।” ଏବଂ ଓଁ ଯସ୍ତେ ଗ୍ନନଃ ଶସ୍ୟୋ ଯୋ ଯସୋ ଭୃଷ୍ୟୋରଭ୍ୟାବ-  
ସ୍ବବିଦ୍ୟଃ ସମୁଦ୍ରଃ । ସେନ ବିଧା ପୁଷ୍ୟାସି ବାର୍ଯ୍ୟାସି ସରସ୍ବତି ତମିହ ଧାତରେହକଃ” । ଏହି  
ମନ୍ତ୍ରେ ବାମ ଗ୍ନନ ଧୋତ କରିয়া କୁମାରକେ ଅର୍ପଣ କରିବେନ ।

ଅତଃପର ସ୍ତତିକାଗୃହେ କୁମାରେର ଶିରୋଦେଶେ ନିୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିয়া ଜ୍ବଳପୂର୍ଣ୍ଣ  
କୁଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବେନ,—“ଓଁ ଆପୋ ଦେବେଷୁ ଜାଗ୍ରଥ ଯଥା ଦେବେଷୁ ଜାଗ୍ରଥ ଏବମନ୍ତ୍ରାଂ  
ସ୍ତତିକାସ୍ତାଂ ସମୁଦ୍ରିକାସ୍ତାଂ ଜାଗ୍ରଥ ।”

ତନନନ୍ତର ସ୍ତତିକା ଓଠାନପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତତିକାଗୃହେର ଦ୍ବାରଦେଶେ କୁଶଞ୍ଜିକା ବାତି-  
ରେକେ ଅଗ୍ନିସ୍ଥାପନ କରିয়া ନିୟ ଲିଖିତ ମନ୍ତ୍ରେ ତତ୍ତ୍ବଲକ୍ଷଣା ମିଶ୍ରିତ ସର୍ବପ ଦ୍ବାରା ହୋମ  
କରିବେନ । ମନ୍ତ୍ର ଯଥା,—“ଓଁ ଯଞ୍ଜାମର୍କା ଓପବୀରଃ ଶୌଞ୍ଜିକେୟ ଓଦୂଧଲଃ । ମଲିନଃ ଚୋ  
ଦ୍ରୋଣା ସନ୍ଧ୍ୟାବୋ ନଶ୍ବତାଦିତଃ ସ୍ବାହା ॥ ୧ ॥ ଓଁ ଆଲିଥମ୍ନନିମିସନ୍ କିଷ୍କନ୍ତଃ ଓପ-  
କ୍ରତିଃ । ହର୍ଯ୍ୟାକ୍ କୁଣ୍ଡୀଶକ୍ରଃ ପାତ୍ରଶାଗିନ୍ୟୁମର୍ଗିର୍ହତ୍ମୁଖଃ ସର୍ବପାକାରଣୋ ନଶ୍ବତାଦିତଃ  
ସ୍ବାହା ॥ ୨ ॥

ଏହି ସମୟେ ଦଶ ରାତ୍ରିର ମଧ୍ୟେ ଯଦି ଶିଶୁ ବାଳଗ୍ରହ ଦ୍ବାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉ,  
ତବେ ପିତା ପବିତ୍ର ହେଇଁ ଆଚମନ କରତ ପୂର୍ବ ବା ଉତ୍ତର ମୁଖେ ଓପବିଷ୍ଠ  
ହେଇଁ କୁମାରକେ କ୍ରୋଡ଼େ ଲେଇଁ ଜାଳ ଅଥବା ଉତ୍ତରୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ବାରା ଆଛାଦନପୂର୍ବକ—  
“ଓଁ କୁକୁର୍ବଃ ସୁକୁକୁର୍ବଃ କୁକୁରୋ ବାଳବଞ୍ଜନାଂ ଚେଚ୍ଛେଚ୍ଛୁ ନକ ହଞ୍ଜ ନମସ୍ତେହସ୍ତ ସୀସରୋ  
ଲପେତାପହ୍ବର ତଂ ସତ୍ୟଂ । ଯତେ ଦେବା ବରମହଃସତଂ କୁମାର ମେବ ବା ବୃଣିଥାଃ  
ଚେଚ୍ଛେଚ୍ଛୁ ନକ ହଞ୍ଜ ନମସ୍ତେହସ୍ତ ସୀସରୋଲପେତାପହ୍ବର ତଂ ସତ୍ୟଂ । ଯତେ ସରମା ମାତା  
ସୀସରଃ ପିତା ଶ୍ରାୟସବଳୋ ଭ୍ରାତରୋ ଚେଚ୍ଛେଚ୍ଛୁ ନକ ହଞ୍ଜ ନମସ୍ତେହସ୍ତ ସୀସରୋ ଲପେ-  
ତାପହ୍ବର” ॥ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲିବେନ । ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତଦ୍ବାରା କୁମାରେର ଗାତ୍ର  
ଅଭିର୍ମର୍ଷଣ କରିବେନ । ଯଥା,—“ଓଁ ନ ନାୟତି ନ କଦତି ନ ହ୍ୟାତି ନ ସ୍ଥାୟତି ଯତ୍ର  
ବୟଂ ବଦାମୋ ଯତ୍ର ଚାତିମୃଷାମସି ॥”

### ନାମକରଣ ।

ଯଥୋକ୍ତକାଳେ ପିତା ନିତାକ୍ରିୟା ସମାପନାନ୍ତେ ଉକ୍ତସମୟେ ଗୋର୍ଦ୍ଧାଦି  
ଯୋଡ଼ିଶମାତୃକା ପୂଜା, ବସୁଧାରା ଓ ବୃଦ୍ଧିଶ୍ରାଦ୍ଧି ନିର୍ବାହ କରିବା ବ୍ରାହ୍ମଣେର ତୃପ୍ତି  
ସାଧନାର୍ଥ ତିନିଟି ଭୋଜ୍ୟ ନିୟଲିଖିତ ବାକ୍ୟେ ଓଽସର୍ଗ କରିବେନ । ଯଥା,—  
ଅଗ୍ନିତ୍ୟାଦି ମନ୍ଦୀୟାଭିନବଜାତକୁମାରନ୍ୟ ନାମକରଣକର୍ମାଣି କର୍ତ୍ତବ୍ୟେ ଯଥାସମ୍ଭବ-  
ବୈଦିଗୋତ୍ରଧାନ୍ୟାନାମର୍ତ୍ତ୍ୟା ବ୍ରାହ୍ମଣେର୍ତ୍ତ୍ୟା ଯଥୋପକଳିତଂ ତ୍ବଷ୍ଟ୍ୟୋପସିକମହମୁଂହେ ।”

‘অনন্তর কুশাসনোপরি পূৰ্বমুখে উপবেশন করিয়া ধোতবস্ত্র পরীধানা কৃতমঙ্গলা পত্নীকে আপনার বামভাগে বসাইয়া তাহার ক্রোড়ে গোরোচনা কুঙ্কম ভূষিত কুমারকে অৰ্গণ করিয়া আচারবশতঃ জলপূর্ণঘটে গণপতি, নবগ্রহ ও দিক্‌পাল প্রভৃতির পূজা করিয়া দুইটি ঘৃত প্রদীপ জালিয়া এবং নোড়া দ্বারা প্রস্তরে রেখা অঙ্কিত করত পুনঃ প্রজ্জালিত করিয়া সমুজ্জ্বল রেখা ও সমুজ্জ্বল দীপকে নামরূপে কল্পনা করিয়া কুমারের দক্ষিণকর্ণে—“শ্রীঅ-মুকদেবশৰ্ম্মাসি” এই নাম বলিবেন। কন্ডা হইলে—“শ্রীঅমুকী দেব্যসি।” এই নাম বামকর্ণে বলিবেন।

অনন্তর শান্তি করিয়া শান্তি জলদ্বারা কুমারকে অভিষেক করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।

### অন্নপ্রাশন ।

নিবন্ধোক্ত কালে শুভদিনে পিতা নিত্য, ত্রিযা সমাপনপূৰ্বক গোৰ্ঘাদি ঘোড়শমাতৃকা পূজা, বসুধারা ও বুদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপন করিয়া দ্রব্যাসাদনু পর্য্যন্ত কুশণ্ডিকা করিয়া ভোজনার্থ মংগল, মাংস ও ব্যঞ্জনাবিত অন্ন আসাদন করত প্রোক্ষণীপাত্রে পবিত্র প্রদানপূৰ্বক প্রোক্ষণীজল দ্বারা সর্ষ দ্রব্য প্রোক্ষিত করিয়া প্রোক্ষণীপাত্র স্ববাসে স্থাপন করিবেন।

তৎপরে চক্ৰ পাক করিবেন। যথা,—“ওঁ প্রাণায় ত্বা জুষ্টং গৃহামি” বলিয়া একমুষ্টি তণুল গ্রহণপূৰ্বক—“ওঁ প্রাণায় ত্বা জুষ্টং নির্বপামি” বলিয়া ঐ চাউল উদ্বল্যে স্থাপন, তদনন্তর মুবলের দ্বারা আঘাত করিয়া শূৰ্প (কুলা) দ্বারা ঝাড়িয়া,—“ওঁ প্রাণায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষ্যামি।” বলিয়া প্রক্ষালন করত চক্ৰস্থালীতে তণুল ও ছুঙ্ক প্রদান করিয়া চক্ৰপাক করিবেন।

অনন্তর আজ্য সংস্কারাদি আঘারাজ্যভাগ হোম পর্য্যন্ত কুশণ্ডিকা করিয়া ব্রহ্মনংলয় কুশ পরিত্যাগ করিবেন। পরে “অগ্নে ত্বং শুচিনা-মাসি”—এই ক্রমে শুচি নামক অগ্নিস্থাপনপূৰ্বক আবাহনাদি করিয়া এতৎ পাণ্ডং ও শুচিনায়ে অগ্নয়ে নমঃ,—এই ক্রমে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করত ঘৃত দ্বারা হোম করিবেন। যথা,—“ওঁ দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবাস্তাং বিশ্ব-রূপাঃ পশবো বদন্তি। সামো মগ্নেষু মূৰ্জং হুহানা ধেনুরাগম্যাস্তপশষ্ঠু তৈ-স্ত নঃ স্বাহা। [ ইদং বাচে ] ॥ ওঁ বাজো নোহংগু প্রস্তুতাস্তি দানং বাজো দেবানু ঋতুভিঃ কল্পয়তি। বাজো হি মা সর্ষবীরং চকার সর্ষবা বাজ-

পতির্জয়েৎ স্বাহা। [ইদং বাচে]॥” পুনরপি উক্ত দুইটী মন্ত্রদ্বারা একবার আহুতি দিবেন। পরে চক্ৰ গ্রহণ করিয়া তদ্বারা “ওঁ প্রাণেনান্ন-মসীং স্বাহা। [ইদং প্রাণায়]”। “ওঁ অপানেন গন্ধানসীং স্বাহা। [ইদং অপানায়]”। “ওঁ চক্ষুষা রূপাণ্যসীং স্বাহা। [ইদং চক্ষুষে]”। “ওঁ শ্রোত্রেণ যশোহসীং স্বাহা। [ইদং শ্রোত্রায়]॥” “ওঁ অগ্নয়ে স্থিষ্টিকৃতে স্বাহা। [ইদমগ্নয়ে স্থিষ্টিকৃতে]।”

অনন্তর কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে ঘৃত দ্বারা মহাব্যাহতি হোম ও প্রায়-শ্চিত্ত হোম ( ৫৭ পৃষ্ঠা দেখ ) করিয়া “ওঁ প্রজাপত্যে স্বাহা! [ইদং প্রজাপত্যে]” এইমন্ত্রে প্রাজাপত্য হোম করিয়া ব্রহ্ম দক্ষিণা দিবেন। অনন্তর কৃতমঙ্গল কুমারকে আনয়ন পূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে অন্ন প্রাশন করাইবেন।

অন্ন দুইটী পাত্রে পরিবেশন করিতে হয়,—একটী নাগাদির জন্য ও একটী বালকের জন্য। তৎপর “ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা” এই মন্ত্রে গণ্ডূষ জল পান করিয়া,—“ওঁ প্রাণায় স্বাহা; ওঁ অপানায় স্বাহা; ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা; ওঁ ব্যানায় স্বাহা, বলিয়া মুখে অন্নস্পর্শ করাইয়া মাটিতে ক্ষেপণ করিবেন। পরে ক্রিষ্ণ অন্ন গ্রহণপূর্বক—“ওঁ অন্নপতেহন্নস্ত নো দেহন্ন শীরস্ত স্নিগ্ধিণঃ। প্রদাতারন্তরিষঃ উর্জ্জমো বেহি বিপদেশকতুস্পদে বিশ্বকর্মেণ স্বাহা”—এই মন্ত্রে প্রাশন করাইবেন। অন্নপ্রাশন হইলে “ওঁ ইহন্ত” ইহা ব্রাহ্মণগণ বলিবেন। শূদ্র বিনামন্ত্রে কুমারকে অন্নপ্রাশন করাইবে।

অতঃপর শান্তিকর্ম, দক্ষিণাদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ প্রভৃতি যথানিয়মে করিবেন এবং আচার বশতঃ বালককে সুবর্ণ, ধাতু ও মুক্তিকাদি প্রদান করত মাত্র অক্ষে প্রদান করিবেন। দেয় দ্রব্যের মধ্যে যাহা বালক অগ্রে ধরিবে, তাহাই বালকের জীবিকা নিরূপকের উপায় বলিয়া বুঝিতে হইবে।

### চূড়াকরণ।

পিতা নিবন্ধোক্ত কালে শুভদিবसे নিত্যকৃত্য সমাপনপূর্বক গোখ্যাদি মোড়শ মাতৃকা পূজা, বসুধারা ও বুদ্ধিশ্রদ্ধা আদি সম্পাদন করিয়া তিনটী ভোজ্য উৎসর্গ করিবেন। যথা—পূর্ববৎ অর্চনাদি করিয়া “অথৈতাদি অমুক-গোত্রস্ত্রী অনুকদেবশর্মণঃ চূড়াকরণকর্মণি কর্তব্যো যথাসম্ভবগোত্রশাখা-নামভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো বথোপকল্পিতং ভৃগ্ব্যোপায়িক মনমহ মুৎস্বজে।” তদনন্তর যথাশক্তি তাম্রলাদি দক্ষিণা দিবেন।

অনন্তর আচমনাদি করিয়া পূর্বোক্তমুখে উপবিষ্ট হইয়া কুশণ্ডিকার্প দ্বারা-

সাদন করিবেন । যথা,—উষ্ণজল, শীতল জল, নবনোত পিণ্ড, তিনটি শ্বেত সেজারু কাঁটা, তিনটি কুশপত্র দ্বারা এক একটি নির্মাণ করিয়া উহার নয়টি, তাম্রক্ষুর, নূতন সরায় করিয়া বুধগোময় এই সমুদয় দ্রব্য স্থাপন করিবে । তৎপরে মাতা কুমারকে নূতন বস্ত্রদ্বয় পরিধান করাইয়া ফোড়ে লইয়া অগ্নির উত্তরে উপবেশন করিবেন । পরে পিতা “অগ্নে ত্বং সত্যনামাসি” এই বলিয়া অগ্নির নামকরণ করিয়া “এতংপাণ্ডং ওঁ সত্যনাম্যে অগ্নয়ে নমঃ” এই ক্রমে পূজা করিয়া ব্রহ্মদক্ষিণান্ত কুশণ্ডিকা (৫৫ পৃঃ দেখ) করিবেন ।

অতঃপর নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া শীতলজলের সহিত উষ্ণজল মিশ্রিত করিবেন । “ওঁ উষ্ণেন বায় উনকেনেহুদিতে কেশান্ বপ ।” পরে ঐ জলের মধ্যে পূর্বসাদিত নবনোত পিণ্ড ফেলিয়া ঐ জল দ্বারা নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণ শিরঃপার্শ্ব আর্দ্র করাইবেন, মন্ত্র যথা,—“ওঁ সবিত্রা প্রসূতা দৈব্যা আপ উনক্ত তে তনুং দীর্ঘায়ুষ্ঠায় বচসৈ ।” অনন্তর তিনটি সেজারু কাঁটা দ্বারা কেশ আচ্ছাদিয়া পূর্বসংগৃহীত তিনটি কুশপত্র নিম্নমন্ত্র পাঠ পূর্বক কেশে সংযোজিত করিবেন । মন্ত্র যথা,—“ওঁ ওষধে ত্রায়স্ব সুধিতে মৈনং হিংসীঃ ।” অতঃপর “ওঁ শিবো নামাসি সুধিতে স্তে পিতা নমস্তেহস্ত মা মাহিংসীঃ” এই মন্ত্রে তাম্রক্ষুর গ্রহণ করিয়া—“ওঁ নিবর্তয়াম্যুবেহ্নাত্মায় প্রজননায় রায়স্পোষায় সুপ্রজান্তায় সুবীর্ধ্যায় ।” বলিয়া কুশযুক্তকেশে সংস্থাপিত করিবেন । তৎপরে লোহক্ষুর দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া স্কুশ কেশ কৰ্ত্তন করিয়া কুশসহ ঐ কেশ কুমারের উত্তরদিকে কোন ব্যক্তি কর্তৃক ধৃত পূর্বস্থাপিত বুধ-গোময়োপরি স্থাপন করিবেন । মন্ত্র যথা,—“ওঁ যেনাবপং সবিতা ক্ষুরেণ সোমস্ত রাজ্ঞো বরুণস্ত বিদ্বান্ । তেন তে বপামি ব্রহ্মণো বপতীদমস্তায়ুয্যং জরদপ্তিৰ্থা সং ।”

উক্ত বিধানক্রমে মন্তকের কেশ জলদ্বারা ব্রক্ষণ, কুশ সংযোজন ও তিনবার ছেদন করিয়া সরাবস্থ গোময়-পিণ্ডে রাখিবে ।

মন্তকের পশ্চিমদিকস্থ স্কুশ কেশগুচ্ছ “ওঁ কশ্যপস্ত ত্র্যায়ুধম্ । ওঁ বদেবানাং ত্র্যায়ুধং, ওঁ ভত্তেহস্ত ত্র্যায়ুধং ।” বলিয়া ছেদন করিবেন । মন্তকের উত্তরদিকস্থ স্কুশ কেশগুচ্ছ নিম্নমন্ত্রে ছেদন করিবেন । যথা,—“ওঁ যেন ভুরিশ্চরা দিবং জ্যোক্ত পশ্চাধিমুখ্যং । তেন তে বপামি ব্রাহ্মণা জীবাতবে জীবনায় সুশ্লোক্যায় স্বস্তয়ে ।” সর্বত্রই অমন্ত্রক দুইবার ছেদন করিতে হইবে ।

অনন্তর লোহক্ষুর দক্ষিণাবর্তক্রমে মন্তকের উপরে একবার মন্ত্রপাঠ করিয়া এবং

ହୁଏବାର ଅମନ୍ତକ ଭ୍ରମଣ କରାହିବେନ । ମନ୍ତ୍ର ଯଥା,—“ଓଁ ସ୍ୟ ହୁରେଣ ମଞ୍ଜୟତା ହୁପେୟା ବନ୍ତୁ! ବା ବପତି କେଶାଂଞ୍ଜିନ୍ଦି ଶିରୋ ମାନ୍ତାୟୁଃ ପ୍ରମୋଦୀଃ ।” ଏବଂ କେଶାନ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟେ ଭ୍ରମଣ କରାହିବାର ସମୟ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ହ “ଶିରୋ ମାୟୁଃ” ହେଲେ “ଶିରୋମୁଖମାନ୍ତାୟୁଃ” ଏହିରୂପ ପାଠ କରିବେନ । ଇହାହି ବିଶେଷ । ପରେ ଜଳଦ୍ବାରା ସମସ୍ତ ମନ୍ତକ ମାର୍ଜ୍ଜନ କରିয়া “ଓଁ ଅକ୍ଷୁଃ ପରିବପଂ ।” ବଳିଆ ନାପିତେର ହସ୍ତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେନ ।

ତତ୍ପରେ ନାପିତ ମନ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ ଓ କର୍ପବେଶ କରାହିଯା ଦିବେ । ଐ କେଶାଦି ସମସ୍ତହି ବୃଷ-ଗୋମୟ-ଗର୍ଭାଶ୍ରମାବେ ସଂସ୍ଥାପନ କରିয়া ଯଜ୍ଞଚାଳାର ସହକାରେ ଗୋଟିଏ, ସରୋବରେ କିମ୍ବା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ । ତଦନନ୍ତର କୁମାରକେ ପୁନରାୟ ଜ୍ଞାନ କରାହିଯା ଦିବ୍ୟବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନପୂର୍ବକ ଅଗ୍ନିର ପଶ୍ଚିମଦିକେ ଉପବେଶନ କରାହିଯା ଶାନ୍ତିକର୍ମ, ଅଭିଷେକ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅଞ୍ଜିଦ୍ରାବଧାରଣ କରିବେନ । ଆଚାର୍ଯ୍ୟ-ଦକ୍ଷିଣାର୍ଥ ଗୋଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଏକ ବଂସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଶ ମୁଣ୍ଡନ କରିବେ ନା ।

### ଉପନୟନ ।

ଅଷ୍ଟମବର୍ଷେ ଅଥବା ଗର୍ଭାଷ୍ଟମେ ବ୍ରାହ୍ମଣକେ ଉପନୟନ ଦିବେ । ଅଥବା କୁଳାଚାରୀରୁଗତ ବଂସରେ ଉପନୟନ ଦିବେ । ପିତା ଗୁଣଦିନେ ନିତ୍ୟାକ୍ରିୟାଦି ସମାପନପୂର୍ବକ ଗୌର୍ବ୍ୟାଦି ଶୋଭା ମାତୃକା ପୂଜା, ବସ୍ତ୍ରଦ୍ବାରା, ଓ ବୁଦ୍ଧିଶ୍ରାନ୍ତ ସମାପନ କରିয়া ପୂର୍ବୀଭିମୁଖେ ଉପବେଶନ କରତ କୁଶଂଘିକାକ୍ତ ବିଧାନେ ଅଗ୍ନିସ୍ଥାପନ କରିବେନ । ପରେ କୁମାରକେ ଜ୍ଞାନାନ୍ତେ ମାଲ୍ୟାଦିଦ୍ବାରା ଅଳଙ୍କୃତ କରିয়া ଅଗ୍ନିର ପଶ୍ଚିମେ ଶୁଦ୍ଧ ସକାଶେ ଉପବେଶନ କରାହିବେନ । ପରେ ଶୁଦ୍ଧ ମାଗବକକେ ବଳିତେ ବଳିବେନ,—“ଓଁ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟାମାମି । ମାଗବକ ବଳିବେ,—“ଓଁ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟାମାମି ।” ପୁନରାୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବଳିତେ ବଳିବେନ,—“ଓଁ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟାମାନି ।” ମାଗବକ ବଳିବେ—“ଓଁ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟାମାନି” ।

ତତ୍ପରେ ଶୁଦ୍ଧ ପଟ୍ଟବସ୍ତ୍ର ବା ଶୁଦ୍ଧ ନବବସ୍ତ୍ର ନିମ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ସହକାରେ କୁମାରକେ ପରିଧାନ କରାହିବେନ । ଯଥା—“ଓଁ ଯେନେନ୍ଦ୍ରାୟ ବୃହସ୍ପତିର୍ବାସଃ ପର୍ଯ୍ୟାଦଧାଦମତମ୍ । ତେନ ହା ପରିଦଧାମ୍ୟାୟୁଷେ ଦୀର୍ଘାୟୁଃସ୍ଥାୟ ବଳାୟ ବର୍ଜମେ ।”

ପରେ ପ୍ରବରସଂଖ୍ୟାୟ ତ୍ରିବେଷ୍ଟନ-ଗ୍ରହସ୍ଥିତ ଜିଘ୍ରୀକୃତ ଯୋଗାଦି ମେଧଳା ଲହିଯା— “ଓଁ ଇୟଂ ହୃଦକ୍ତାଂ ପରିବାଧମାନା ବର୍ଣ୍ଣେ ପବିତ୍ରଂ ପୁନର୍ଥୌ ନ ଆଗାଂ । ପ୍ରାଣାପାନା-ତ୍ୟାଂ ବଳମାଦଧ୍ୟାନା ହ୍ମସା ଦେବୀ ସୁଭଗା ମେଧଲେୟମ୍ ।” ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିয়া ମାଗବକକେ ପ୍ରଦାନ କରିବେନ । ତତ୍ପରେ ଏକଟି ତ୍ରିମୁଖୀ ବଜ୍ର ଯୁକ୍ତ ଲହିଯା “ଓଁ ଯଜ୍ଞୋପବୀତଂ ପରମଂ ପବିତ୍ରଂ ବୃହସ୍ପତିର୍ବିତ୍ତଂ ସହଜଂ ପୁରୁଷତାଂ । ଆୟୁର୍ଯ୍ୟାମଗ୍ରଂ ଅତିଯୁକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧଂ ଯଜ୍ଞୋପବୀତଂ ବଳମନ୍ତ ତେଜଃ ।” ଏହି ବଳିଆ ମାଗବକେର ଗଳେ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ଦାନ କରିয়া ଅମନ୍ତକ କୃତ୍ସନାରଚ୍ଛୟକ୍ତ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ଦିବେନ । ପରେ ମାଗବକ୍

নিয়মস্বৈ পলাশাদি দণ্ড গ্রহণ করিবে । ”ও যো মে দণ্ডঃ পরাপতদৈহার্যসোহধি-  
ভূম্যাং তমহং পুনরাদদাম্যায়ুধে ব্রহ্মণে ব্রহ্মবচ্চনায় ॥”

অতঃপর আচার্য্য ও মাণবক উভয়ে জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া “ও আপো-  
হিষ্ঠা ময়োভুবত্তা ন উর্জ্জ্বদধাতন মহেরণায় চক্ষসে ॥ ও যোবঃ শিবতমোরসস্তত্ত  
ভাজয়তেহ নঃ । উণতীরিব মাতরঃ ॥ ও তন্মা অরক্ষমাম যো যন্ত ক্ষমায়  
জিষথ । আপোজনয়থা চ নঃ ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জলাঞ্জলি ত্যাগ করত  
আচার্য্য নিম্ন মন্ত্র পাঠ করাইয়া কুমারকে সূর্য্য দর্শন করাইবেন । যথা,—“ও  
তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাক্ষুক্রমুচরং । পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং ।  
শৃণ্বাম শরদঃ শতং প্রেরবাম শরদঃ শতমদীনাঃ শ্রাম শরদঃ শতং ভৃগুশচ  
শরদঃ শতং ।” পরে মাণবকের দক্ষিণ ক্ষক্কাপনি-সংলগ্ন হস্ত দ্বারা মাণব-  
কের হৃদয়দেশ স্পর্শপূর্ব্বক পাঠ করিবেন,—“ও মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম  
চিত্তমুচিত্তন্তেহস্ত মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিস্তা নিযুনক্তু মহম্ ।”

দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মাণবককে স্পর্শ করিয়া আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিবেন—  
“ও কো নামাসি ?” মাণবক বলিবে, “শ্রীঅমুকদেবশর্মাং ভোঃ ।”  
আচার্য্য পুনরপি “ও কস্য ব্রহ্মচার্য্যসি ।” ইহা বলিলে মাণবক বলিবে,—  
“ও ভবতঃ ।” পরে গুরু পাঠ করিবেন,—“ও ইন্দ্রম্যা ব্রহ্মচার্য্যস্তাগ্নিরাচার্য্যস্ত-  
বাহমাচার্য্যস্তব । শ্রীঅমুকদেবশর্মান্ ।” এবং মাণবককে ভূতগণের উদ্দেশে  
দান করিয়া আচার্য্য পাঠ করিবেন,—“ও প্রজাপতয়ে ত্বা পরিদদামি দেবায়  
ত্বা সবিত্রে পরিদদামি । অদ্ব্যভৌবধিত্যস্ত পরিদদামি । দ্যাবা পৃথিবীভ্যাং  
ত্বা পরিদদামি । বিশ্বেভ্য স্ত্রা ভূতেভ্যঃ পরিদদাম্যরিষ্টে । সর্বেভ্য  
স্ত্রা ভূতেভ্যঃ পরিদদাম্যরিষ্টে ॥”

অতঃপর মাণবক অগ্নি প্রদক্ষিণ করত আচার্য্যের উত্তরদিকে উপবিষ্ট হইলে,  
গুরু যথাশক্তি ব্রহ্মবরণ করিবেন (২য় কাণ্ড দেখ) । তৎপরে অগ্নির দক্ষিণদেশে  
প্রাগগ্রকুশসহিত ব্রহ্মাসন আকৃত করিয়া—“ব্রহ্মরিহোপবিশ্যতাম্” । বলিয়া  
ব্রহ্মাকে উপবেশন করাইয়া অগ্নির উত্তরে প্রণীতাগ্রণয়ন করত একবার  
অচ্ছিন্ন কুশ দ্বারা ঈশান কোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে অগ্নির পরিস্তরণ  
করত অগ্নির উত্তরে প্রয়োজন দ্রব্য দক্ষিণাদি ক্রমে স্থাপন করিবেন । যথা,  
—পবিত্রক্ষেদনার্থ কুশপত্রত্রয়, পবিত্রঘ্রয়, শ্রোক্ষণীপাত্র, অ্যাজ্যস্থালী, সম্মাজ্জ্বন  
কুশ ছয়গাছি, উপধমন কুশ ত্রয়োদশ, সমিত্রয়, অ্রব, ঘৃত, ব্রহ্মদক্ষিণার্থ  
পূর্ণপাত্র ও অপর তিনটী সমিধ ।



ଅନନ୍ତର ପବିତ୍ରହେଦନପୂର୍ବକ ଫ୍ରୋକ୍ଷଣୀପାତ୍ର ହାପନ, ତତ୍ପରି ଶ୍ରୀତୀ-  
ଜଳ ଶ୍ରଦାନ, ବାମହସ୍ତତଳେ ଫ୍ରୋକ୍ଷଣୀପାତ୍ର ହାପନ କରିয়া ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା  
ଫ୍ରୋକ୍ଷଣୀପାତ୍ରହ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରତ କତିପୟ ଫ୍ରୋକ୍ଷଣୀ-ଜଳଦ୍ୱାରା ଫ୍ରୋକ୍ଷଣୀ ଜଳ  
ଓ ଅଗ୍ନୀତ୍ର ପାତ୍ରମୁହ ଫ୍ରୋକ୍ଷଣ, ଏହି ସମୁଦୟ କରିয়া ଶ୍ରୀତୀର ଦକ୍ଷିଣେ ଫ୍ରୋକ୍ଷଣୀ-  
ପାତ୍ର ହାପନ କରିବେନ । ତଦନନ୍ତର ନିଜ୍ଜ ସମ୍ମୁଖେ ଆଜ୍ଞାହୀନୀ ଆନୟନ  
କରତ ଭୟୋ ହୃତ ରାଧିୟା ତାହା ଶ୍ରୀତ୍ର କରିয়া ପର୍ଯ୍ୟାୟକରଣାର୍ଥ ଶ୍ରଦ୍ଧ-  
ଲିତ ଅଗ୍ନି ଲହିୟା ଆଜ୍ଞାହୀନୀ ତିନିବାର ବେଷ୍ଟନ କରତ ଅଗ୍ନି ସେହି ଅଗ୍ନି  
ମଧ୍ୟୋହି ଶ୍ରେଣୀ କରିବେନ । ତତ୍ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାମାଦିତ ଶ୍ରବ୍ ଶ୍ରୀତାପିତ କରିୟା  
ସନ୍ଧ୍ୟାର୍ଜନକୁଶ ଦ୍ୱାରା ଗୁଳ ହୈତେ ଅଗ୍ର ଏବଂ ପୁନରାୟ ଅଗ୍ର ହୈତେ ଗୁଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ  
ମାର୍ଜନ ଓ ପୁନଃ ଶ୍ରୀତ୍ର କରିୟା ଫ୍ରୋକ୍ଷଣୀର ଉତ୍ତରେ ହାପନ କରିବେନ । ପରେ  
ନିଜ୍ଜେର ସମ୍ମୁଖେ ଆଜ୍ଞାହୀନୀ ଅବତରଣ କରିୟା ଫ୍ରୋକ୍ଷଣୀ-ପାତ୍ରହ ପବିତ୍ର ଗ୍ରହଣ  
କରତ କିଞ୍ଚିତ୍ ଉତ୍ତୋଳନ-ରୂପ ଉତ୍ତପବନ କରିୟା ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶନ କରିବେନ ।  
ତତ୍ପରେ ବାମହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ରୋକ୍ଷଣୀ-ଜଳ ଓ ଉପସମନକୁଶ ଲହିୟା ଉତ୍ତାନ-  
ପୂର୍ବକ ପୂର୍ଣ୍ଣାମାଦିତ ସମିଧ୍ ତିନିଟି ଅଗ୍ନିତେ ଶ୍ରେଣୀ କରତ ଉପବେଶନ  
କରିୟା ଫ୍ରୋକ୍ଷଣୀ-ପାତ୍ରହ ପବିତ୍ରମହ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବେନ ଏବଂ ସେହି ଜଳ ଦ୍ୱାରା  
ଜ୍ଞାନକୋଣ ହୈତେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତକ୍ରମେ ଅଗ୍ନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରିବେନ । ତତ୍ପରେ  
ଶ୍ରୀତୀପାତ୍ର ପବିତ୍ର ହାପନ କରିୟା ସଂସ୍ରବାର୍ଥ ଫ୍ରୋକ୍ଷଣୀ-ପାତ୍ର ଅଗ୍ନିର ଉତ୍ତରେ  
ହାପନ କରିବେନ ।

ଅନନ୍ତର ଅବାରଣ୍ଡ-ପୂର୍ବକ (ବ୍ରହ୍ମାର ସହିତ କୁଶଦ୍ୱାରା ସଂସ୍ପର୍ଶ) ଶ୍ରବ୍ ଗ୍ରହଣ  
କରତ ହୃତ ଦ୍ୱାରା ଆଦ୍ୟର-ଆଜ୍ଞାଭାଗ ହୋମ କରିବେନ । ଯଥା—“ଓଁ ଶ୍ରୀଜାପତୟେ  
ସ୍ୱାହା ।—ହିଦଂ ଶ୍ରୀଜାପତୟେ ॥ ଓଁ ହିନ୍ଦ୍ରାୟ ସ୍ୱାହା—ହିଦମିନ୍ଦ୍ରାୟ ॥ ଓଁ ଅଗ୍ନୟେ ସ୍ୱାହା—ହିଦ-  
ମଗ୍ନୟେ ॥ ଓଁ ସୋମାୟ ସ୍ୱାହା ।—ହିଦଂ ସୋମାୟ ॥” ଶ୍ରୀତୀହତିର ଅନ୍ତେ ଶ୍ରବ୍ ଲଘ୍ନ  
ହୃତ ଫ୍ରୋକ୍ଷଣୀ-ପାତ୍ର ରାଧିବେନ । ତଦନନ୍ତର ଅବାରଣ୍ଡ ଶ୍ରୀତ୍ର କରିୟା ସମୁଦ୍ରବ ନାମକ  
ଅଗ୍ନିର ଆବାହନପୂର୍ବକ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରତ ମହାବ୍ୟାହତି ହୋମ କରିବେନ,—“ଓଁ ଭୃଃ  
ସ୍ୱାହା ।—ହିଦଂ ଭୃଃ ॥ ଓଁ ଭୁବଃ ସ୍ୱାହା ।—ହିଦଂ ଭୁବଃ ॥ ଓଁ ସ୍ୱଃ ସ୍ୱାହା ।—ହିଦଂ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ॥

ଅତଃପର “ଅଗ୍ନେ ତ୍ୱଂ ବିଧୁନାମାସି” ଏହି ବଳିୟା ଅଗ୍ନିର ନାମ କରଣ କରତ  
“ବିଧୁନାମାସେ ହିସାଗଛାଗଛ” —ଏହିକ୍ରମେ ଆବାହନ କରିୟା “ଏତଂ ପାତ୍ରଂ  
ଓଁ ବିଧୁନାସେ ଅଗ୍ନେ ନମଃ” —ବଳିୟା ପୂଜା କରିୟା ସଂସ୍ମରଣ କରତ “ଓଁ ତ୍ୱମୋ-  
ହମ୍ନେ” ଇତ୍ୟାଦି ଯଜ୍ଞେ ( ୧୧ ପୃଃ ଦେଖ ) ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ହୋମ କରିବେନ ।

ତତ୍ପରେ “ଓଁ ଶ୍ରୀଜାପତୟେ ସ୍ୱାହା ।—ହିଦଂ ଶ୍ରୀଜାପତୟେ ॥” ବଳିୟା ପ୍ରାଜାପତ୍ୟ

হোম করিয়া খিটক্কোম করিবেন।—“ওঁ অগ্নেয় ষ্টিকৃতে স্বাহা।—ইদ-  
মগ্নে ষ্টিকৃতে ॥”

তদনন্তর সংশ্রব-প্রাশন করত আচমনান্তে ব্রহ্মদক্ষিণাদান করিয়া,  
আচার্য্য মাণবকে বলিবেন,—“ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসি ?”—মাণবক বলিবে,—  
“ওঁ ব্রহ্মচার্য্যস্মি ।” পুনরপি আচার্য্য বলিবেন,—“ওঁ আপোশানং কৰ্ম্ম  
কুরু ।” পরে মাণবক—“ওঁ হাষ্টপাশানি ।” বলিলে আচার্য্য বলিবেন,—  
“ওঁ কৰ্ম্ম কুরু ।” মাণবক বলিবে—“ওঁ করবাণি ।” আচার্য্য—“ওঁ মা দিবা  
স্বাপ্নাঃ ।” মাণবক—“ওঁ ন স্বপামি ।” পুনরপি আচার্য্য,—“ওঁ বাচং যচ্ছ ।”  
মাণবক—“ওঁ যচ্ছামি ।” আচার্য্য—“ওঁ সমিধনাধেহি ।” মাণবক “ওঁ  
আদবামি ।” এইরূপে আচার্য্য প্রশ্ন করিলে মাণবক উত্তর করিলে। অতঃপর  
আচার্য্য বহির উত্তরে পূর্বমুখে উপবেশন করিলে, মাণবক পশ্চিমমুখে  
বসিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুরুর দক্ষিণ চরণ এবং ব.ম.হস্ত দ্বারা বাম চরণ  
ধারণ করিলে আচার্য্য নিম্নক্রমানুসারে গায়ত্রী প্রদান করিবেন।—

প্রথমবার পাদাবচ্ছেদক্রমে পাঠ করাইবেন। প্রথমপাদ যথা।—  
“তৎ সবিতুর্করেণ্যং” দ্বিতীয় পাদ,—“ভর্গো দেবস্ত ধীমহি ।” তৃতীয় পাদ,—  
“ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ।”

অনন্তর পাদাক্রমে পাঠ করাইবেন, যথা।—“তৎ সবিতুর্করেণ্যং ভর্গো  
দেবস্ত ধীমহি” প্রথম পাদাক্র। “ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ” ইতি পরাক্র।

অনন্তর সমস্ত গায়ত্রী তিনবার পাঠ করাইয়া ওঙ্কারাদি প্রণবান্ত ব্যাহতি  
সহিত সমস্ত গায়ত্রী একবার পাঠ করাইবেন। যথা,—“ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ তৎ  
সবিতুর্করেণ্যং ভর্গো দেবস্ত ধীমহি ধियो যোনঃ প্রচোদয়াৎ ওম্ ॥”

পরে মাণবক নিম্নমন্ত্রে সমিধাদান করিবে,—প্রথমতঃ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা  
অগ্নিসমূহন করিবে।—“ওঁ অগ্নে সূশ্রবঃ সূশ্রবসং মা কুরু যথা ত্বমগ্নে সূশ্রবঃ সূশ্রবা  
অসি । এবমগ্নে সূশ্রবঃ সৌশ্রবসং মাকুরু যথা ত্ব মগ্নে দেবানাং যজ্ঞস্ত নিধিপা  
অসি । এবমহং মমুখ্যাণাং দেবস্য নিধিপো ভূয়াসম্ ॥”

অতঃপর আচার্য্য জলদ্বারা ঈশানকোন হইতে দক্ষিণাবর্তক্রমে অগ্নি পবাক্ষণ  
করিবেন। পরে মাণবক উঠিয়া “ওঁ অগ্নে সমিধমাহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে যথা  
ত্বমগ্নে সমিধা সমিধ্যস এবমহমায়ুৰ্বা মেধয়া বচসা প্রজয়া পশুভিব্রজ্ববচ্চর্সেন  
সমিক্রে জীব পুত্রো মমাচার্য্যো মেধাব্যহমসান্যনিরাকরিস্বায়ুদ্বান্ যশসী  
তেজসী ব্রহ্মবর্চঃপ্রদাণো ভূয়াসমগ্নে স্বাহা ।—ইদমগ্নে” ॥ এই মন্ত্রে অগ্নিহোত

একটি ঘৃতাক্ত সমিধ্ বান করিবে,—তৎপরে উক্ত পরিসমূহনাদি ক্রমে অপর সমিধ্ বান আছতি দিয়া হস্তদ্বয় অগ্নিতে প্রতপ্ত করিয়া সেই হস্তদ্বয় দ্বারা মাণবক নিজমুখ মার্জ্জন করিবে। পুনরায় হস্তদ্বয় প্রতপ্ত করিয়া “ও তনুপা অগ্নেহসি তনুং মে পাহায়ুর্ক্ষ। অসি অগ্নে আরুর্ধ্বে দেহি বচৌদা অগ্নেহসি বচৌ মে দেহি অগ্নে যগ্নে ভবা উনং তন্ন আপৃণ। ও মেধাং মে দেবঃ সবিতা আদধাতু মেধাং দেবী সরস্বতী মেধাং মে অশ্বিনৌ ধেবাবধতাং পুঙ্করজ্জৌ।” এই মন্ত্র পাঠ করত সর্ষাক্ষ মার্জ্জন করিবে, পুনরায় পূর্ববৎ উভয়হস্ত প্রতপ্ত করিয়া সর্ষাক্ষ মার্জ্জন করিবে। যথা,—“ও অঙ্গানি চ মে আপ্যায়ন্তাম্” সর্ষাক্ষ। “ও বাক্ চ আপ্যায়ন্তাম্” মুখ। “ও নাসিকা চ আপ্যায়ন্তাম্,” “ও প্রাণাশ্চ আপ্যায়ন্তাম্”। উভয় নাসিকা। “ও চক্ষুশ্চ মে আপ্যায়ন্তাম্” উভয় চক্ষু। “ও শ্রোত্রক্ আপ্যায়ন্তাম্”। উভয় কর্ণ। “ও যশো বলক্ আপ্যায়ন্তাম্,” বলিয়া সর্ষাক্ষ।

অনন্তর অনামিকা অঙ্গুলীযোগে ভ্রম্বদ্বারা ললাটাদিতে তিলক করিবে। যথা,—ললাটে “ও কণ্ঠপশ্চ ত্রায়ুষ্ম।” গ্রীবার “ও যমদধেজ্জায়ুষ্ম।” দক্ষিণাংশে “ও যদেবানাং ত্রায়ুষ্ম।” হৃদয়ে “ও তম্নেহস্ত ত্রায়ুষ্ম।”

অতঃপর মাণবক প্রথমে মাতার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে। “ও ভবতি ভিক্ষাং দেহি।” পরে এইরূপে ভগিনী ও মাতৃস্বসার নিকট যাচঞা করিয়া পিতার নিকট—“ও ভবন্ ভিক্ষাং দেহি।” বলিয়া প্রার্থনা করিবে।

ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি আচার্য্যকে নিবেদন করিতে হয়।

আচার্য্য মাণবককে শাস্তি করিয়া অভিষেক, আশীর্বাদ ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবেন।

ব্রহ্মচারী মোনী অসক্ত পক্ষে নিয়তবাক্ হইয়া দিনশেষ অতিবাহিত করত সঙ্কোচাপাসনা করিয়া পূর্ববৎ সমিধাবানপূর্বক অক্ষারলবণ ভোজন করিবে।

### বেদারম্ভ ।

কৃতনিত্যক্রিয় ব্রহ্মচারী শুভদিনে বিবাহ-পঞ্চভুক্ত ক্রমে গৌর্যাদি ষোড়শ মাতৃকাপূজা ও বুদ্ধিগ্রাহক করত গুরু-সমীপে গমন করিবে \*। গুরু প্রাণগে বা ছায়া-মণ্ডপে আত্মবামে ব্রহ্মচারীকে উপবেশন করাইয়া অগ্নি স্থাপন করত

\* বর্তমান রীতি অনুসারে উপনয়ন হইতে সম্ভাব্য পৰ্য্যন্ত কাৰ্য্য একদিনেই নির্বাহ হইয়া থাকে। অতঃপাৎ বহু বুদ্ধি আকরদি আর করিতে হয় না।

আধারাজ্যভাগ হোম করিয়া পরে সমুদ্ভব নামা অগ্নি স্থাপনপূর্বক বেদাহতি হোম করিবেন, তাহার ক্রম এইরূপ ।—

“অগ্নে স্বঃ সমুদ্ভবনামাসি” এই বলিয়া অগ্নির নাম করণ করিয়া, “সমুদ্ভব-নামাগ্নে ইহাগচ্ছাগচ্ছ”—বলিয়া আবাহন করিয়া “এতৎ পাদ্যং ওঁ সমুদ্ভবনামে অগ্নয়ে নমঃ” এই ক্রমে পাণ্ডাদি দ্বারা পূজা করিয়া বেদাহতি হোম করিবেন । যথা,—“ওঁ পৃথিব্যে স্বাহা ।—ইদং পৃথিব্যে ॥ ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ।—ইদমগ্নয়ে ॥ ( ইতি ঋগ্বেদে ) । ওঁ অন্তরীক্ষায় স্বাহা ।—ইদমন্তরীক্ষায় ॥ “ওঁ বায়বে স্বাহা ।—ইদং বায়বে ॥ ( ইতি যজুর্বেদে ) । ওঁ দিবে স্বাহা ।—ইদং দিবে ॥ ওঁ সূর্য্যায় স্বাহা ।—ইদং সূর্য্যায় ॥” ( ইতি সামবেদে ) । “ওঁ দিগ্ভ্যঃ স্বাহা ।—ইদং দিগ্ভ্যঃ ॥ ওঁ চন্দ্রমসে স্বাহা ।—ইদং চন্দ্রমসে ॥” ( ইতি অথর্ববেদে ) । সর্ববেদ-সাধারণ আহতি—“ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা ।—ইদং ব্রহ্মণে ॥ ওঁ হৃন্দ্রভ্যঃ স্বাহা ।—ইদং হৃন্দ্রভ্যঃ ॥ ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা ।—ইদং প্রজাপতয়ে ॥ ওঁ দেবেভ্যঃ স্বাহা ।—ইদং দেবেভ্যঃ ॥ ওঁ ঋষিভ্যঃ স্বাহা ।—ইদং ঋষিভ্যঃ ॥ ওঁ শ্রদ্ধায়ৈ স্বাহা ।—ইদং শ্রদ্ধায়ৈ ॥ ওঁ মেধায়ৈ স্বাহা ।—ইদং মেধায়ৈ ॥ ওঁ সদ-সম্পতয়ে স্বাহা ।—ইদং সদসম্পতয়ে ॥ ওঁ অনুমতয়ে স্বাহা ।—ইদং অনুম-তয়ে” ॥ এই বলিয়া আহতি ও প্রত্যাহতি দিবেন ।

তদনন্তর অন্নারম্ভপূর্বক মহাব্যাহতি হোম করিবেন—“ওঁ ভূঃ স্বাহা । ইদং ভূঃ ॥ ওঁ ভুবঃ স্বাহা ।—ইদং ভুবঃ ॥ ওঁ স্বঃ স্বাহা ।—ইদং স্বঃ ॥”

অতঃপর উপনয়নকর্মোক্ত ক্রমে প্রায়শ্চিত্ত হোম ও প্রাজাপত্য হোম করিবেন । পরে ব্রহ্মদক্ষিণা দান করত আচার্য্য পূর্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিবেন । ব্রহ্মচারী পশ্চিমমুখে বসিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আচার্য্যের দক্ষিণ চরণ এবং বাম হস্তদ্বারা বাম চরণ ধারণপূর্বক আচার্য্যের মুখের প্রতি দৃষ্টি করিবে । পরে আচার্য্য গায়ত্রী পাঠ ক্রমে বেদ অধ্যাপনা করাইবেন । যথা—“ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্ত দেবমুত্ত্বিজম্ । হোতারং রত্নধাতমম্ ॥ ওঁ ইমে ত্বোজ্জৈ ত্বা বায়বঃ স্বঃ দেবোবঃ সবিভা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণে ॥ ওঁ অগ্ন আয়ানহি বীতয়ে গুণানে হব্যদাতয়ে নিহোতা সংসি বর্হিষি ॥ ওঁ শম্নো দেবীরভিষ্ঠয়ে আপো ভবন্ত পীতয়ে শংযোরভিভ্রবন্ত নঃ” ॥

তদনন্তর শানি, আশীর্বাদ, দক্ষিণা ও অচ্ছিজাবধারণাদি করিবেন ॥

## সমাবৰ্ত্তন ।

ব্রহ্মচারী নিবন্ধোক্ত কালে আচার্য্যকে পারিতোষিক প্রদান করিয়া বলিবে,—“ওরো ব্রাহ্মণ্যামি।” আচার্য্য বলিবেন,—“স্বাহি।” তৎপরে বিবাহ-পদ্ধতির নিয়মানুসারে গোৰ্ঘ্যাদি ষোড়শমাতৃকা পূজা ও বুদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া, ব্রহ্মচারী ছায়ামণ্ডপে সমাসীন আচার্য্য সমীপে যাইয়া তাঁহার উত্তরদিকে উপবেশন করিলে আচার্য্য পূৰ্ব্ববৎ তেজো নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া হোম করিবেন। তদৰ্থে দ্রব্যাদান যথা,—পূৰ্ব্বাগ্র কুশোপরি পশ্চিমাধিক্রমে জলপূৰ্ণ আশ্রপলবমুখ সৰুশ্র আটটি কলসী, দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত উড়ুস্বর কাষ্ঠনির্মিত দন্ত-কাষ্ঠ, পিষ্টতিসপিণ্ড, অনুলেপনার্থ স্নানি দ্রব্য, পরিধান ও উত্তরীয়ার্থ নূতন বস্ত্রদ্বয়, উষ্ণীয়ার্থ নববস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, পুষ্প, স্বর্ণ-কুণ্ডলদ্বয়, অঞ্জন, দৰ্পণ, ছত্র, পাত্ৰকাষ্মণ ও বৈবৰদণ্ড প্রভৃতি। অনন্তর পূৰ্ব্ববৎ অন্নরস্তপূৰ্ব্বক শ্রবদ্বারা আঘারাজ্যভাগ হোম করিয়া বেদাহতি হোম করত সৰ্ববেদ সাধারণ আহুতি দিবেন। (৮৩ পৃঃ বেদারম্ভ দেখুন)। তৎপরে অন্নরস্তপূৰ্ব্বক মহাব্যাহতি হোম করিবে। মহাব্যাহতি হোম যথা,—“ওঁ ভূঃ স্বাহা।—ইদং ভূঃ ॥ ওঁ ভুবঃ স্বাহা।—ইদং ভুবঃ ॥ ওঁ স্বঃ স্বাহা।—ইদং স্বঃ ॥”

অতঃপর অগ্নির “বিধু” এই নামকরণ করিয়া উপনয়ন পদ্ধতি ক্রমে “ওঁ ত্বম্নোহগ্নে” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রারম্ভিত হোম, প্রাজাপত্য হোম, ষ্টিষ্টক্ৰোম-প্রভৃতি সম্পাদনপূৰ্ব্বক সংশ্রবপ্রাশন ও আচমন করত ব্রহ্মদক্ষিণা দিবেন।

তদনন্তর “ওঁ পৃথিবী স্বঃ শীতলা ভবা।” এই মন্ত্রে অগ্নির ঈশান কোণে ছুগাদি প্রদান করিবেন। পরে “ওঁ কল্পপশু ত্র্যায়ুষ্ম” ইত্যাদি মন্ত্রে তিলকদান করিবেন।

মাগবক গুরুর পাদোপসংগ্রহণ করিয়া সায়ঃ প্রাতঃ উভয় কালে সমিধান-বিধানে সমিধান করিবে। পরে অগ্নির উত্তরে পূৰ্ব্বাগ্র কুশোপরি পশ্চিমাধি হইতে পঙ্ক্তিক্রমে পূৰ্ব্বস্থাপিত জলপূৰ্ণ কলসসমূহের পশ্চিমাধি ক্রমে একটি কলস হইতে এক অঞ্জলি জল লইয়া আত্মাকে অভিষেক করিবেন। যথা,—“ওঁ যেহপ্ স্তরগ্নয়ঃ প্রবিষ্টা গোহ উপগোহ ময়ুখো মনোহাঃ খলো বিরজস্তাদুবিবিস্ত্রিহা তান্ বিজহামি যো রোচনমন্তমিহ গৃহ্ণামি।”—এই মন্ত্রপাঠ করিয়া পশ্চিম কলসী হইতে এক অঞ্জলি জল লইয়া,—“ওঁ তেন ষামতিসিকামি শিঠৈ যথসে ব্রহ্মণে ব্রহ্মবক্তসায়।

যেন শ্রিয়মকুণ্ডলাং যেনাবমুখতাং সুরাম্ । যেনাক্ষাভ্যাসিকতাং তদধিনা  
বশঃ ।” এই মন্ত্রে অভিষেক করিবে । পরে পূর্বস্থাপিত দ্বিতীয় কলস হইতে  
পূর্বোক্ত মন্ত্রে জল হইয়া,—“ও আপো হিষ্ঠা”—ইত্যাদি মন্ত্রে অভিষেক  
করিবে । পরে তৃতীয় কলস হইতে ঐ মন্ত্রে লইয়া—“ও যো বঃ শিবতমো  
রসঃ”—ইত্যাদি মন্ত্রে অভিষেক করিবে । পূর্বোক্ত মন্ত্রে চতুর্থ কলস হইতে  
জল লইয়া “ও তন্মা অরঙ্গ”—ইত্যাদি মন্ত্রে অভিষেক করিবে । পরে উক্ত  
মন্ত্রেই পঞ্চমাদি অবশিষ্ট কলস হইতে জল লইয়া তুষীভাবে অভিষেক করিবে ।

তৎপরে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিয়া মন্ত্রকের উপর দিয়া মেথলা উন্মোচন  
করিবেন । যথা,—“ও উত্থমং বরুণপাশমশ্বদবাবমং বিমধ্যমং শ্রথায় । অথ  
বয়মাদিত্যত্রেতে তবানাগসোহদিতয়ে শ্রাম ।” অতঃপর মেথলা ভূমিতে  
নিষ্ক্ষেপপূর্বক তুষীভাবে নতন শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করত “ও উদ্যান্ ভ্রাজ-  
ভৃক্ষুরিন্দ্রো মরুত্তিরহ্মাং দিবা যাবভিরহ্মাং শতসনিরসি শতসনিং মা কুরী  
বিদমাগময় । ও উদ্যান্ ভ্রাজভৃক্ষুরিন্দ্রো মরুত্তিরহ্মাং সায়াং যাবভিরহ্মাং  
সহস্রসনিরসি সহস্রসনিং মা কুরী বিদমাগময় ॥” এই মন্ত্রে আদিত্যোপস্থান  
করিবে ।

অনন্তর দধি ও তিল কেশে মাখাইয়া কেশ নখাদি কৰ্ত্তনপূর্বক পূর্নাসাদিত  
দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করিবে । মন্ত্রযথা—“ও অন্নাদ্যায় বাহুধ্বং সোমো রাজা  
সমাগমং । স মে মুখং প্রমাক্ষতে বশসা চ ভগেন চ ।” তৎপরে আচমন করিয়া  
সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা হস্তদ্বয় লেপন করত নালিকা ও মুখে লেপন করিবে । মন্ত্র  
যথা,—“ও প্রাণাপণৌ মে তর্পয় চক্ষুর্মে তর্পয় শ্রোত্রং মে তর্পয় ।” তৎপরে  
সুগন্ধিলিপ্ত হস্তদ্বয়ে লাজ্জলি গ্রহণপূর্বক “ও পিতরঃ শুদ্ধধম্ ।” বলিয়া  
পিতৃ-তীর্থ দ্বারা দক্ষিণ দিকে দিবে । তদনন্তর সর্ব গাত্রে সুগন্ধি অল্পলেপন-  
পূর্বক মন্ত্র জপ করিবে । যথা,—“ও সুচক্ষা অহমক্ষিত্যাং ভূয়াসম্ । ও সুবর্চা  
মুখেন ভূয়াসম্ । ও সুশ্রুতঃ কর্ণাভ্যাং ভূয়াসম্ ॥” হুতন বস্ত্র বা বজ্রকণ্ঠে  
বস্ত্র বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে পরিধান করিবে,—“ও পরিধাত্তে যশোধাত্তে দীর্ঘায়ুর্হ্রায়  
জরদণ্ডিরশ্মি শতঞ্চ জীবামি শরদঃ সুবর্চা রায়স্পোষমভিসংব্যয়িষ্যে ।”  
পরে—“যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্ধ্যং সহজং পুরস্কায় । আয়ুষ্যামগ্র্যং  
প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্ত তেজঃ ।” এই মন্ত্রে যজ্ঞোপবীত ধারণ  
করিয়া উত্তরীয় পটবস্ত্র বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে ধারণ করিবে,—“ও যশসা মা দ্যাবা  
পৃথিবী যশসেন্দ্রাবৃহস্পতী যশো ভগশ্চ মা বিদদ্যাশো মা প্রতিদ্যতাম্ ।” নিম্ন

মন্ত্র পাঠ করিয়া পুষ্প গ্রহণ করিবে। যথা,—“ওঁ যা অহরদ্যমগ্নিঃ শ্রদ্ধাঠৈ  
মেধাঠৈ কামায়েস্ত্রিয়ায় । ত্বা অহং প্রতিগৃহ্ণামি যশসা চ ভগেন চ ।” পর-  
বর্তী মন্ত্র পাঠ করিয়া মালা ধারণ করিবে।—“ওঁ যদ্ যশোহপ্ সরসামিন্দ্ৰশ্চকার  
বিপুলং পৃথু । তেন সংগৃথিতাং স্মরনম অবপ্রামি যশো ময়ি ।” অনন্তর নিম্ন  
মন্ত্র পাঠ করিয়া শুভ্র বস্ত্র দ্বারা শিরোবেষ্টন করিবে,—“ওঁ যুবা যুবাশাঃ পরি-  
বীত আগাং স উৎশ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ । তন্ধীবাশঃ কবয় উন্নয়ন্তি  
স্বাধ্যো মনসা দেবায়ুতঃ ।” নিম্ন মন্ত্র পাঠ করত স্তূৰ্ণকুণ্ডল কর্ণে পরিধান  
করিবে,—“ওঁ অলঙ্করণমসি ভূয়ঃ অলঙ্করণং ভূয়াঃ ।” পরে চক্ষুদ্বয়ে অঞ্জন  
দান করিবে। মন্ত্র যথা,—“ওঁ ব্রহ্মণ্য কণীনিকানি চক্ষুর্দা অসি চক্ষুর্ধে দেহি ।”  
পরে দৰ্শনে আশ্রমস্থ দর্শন করিবে,—“ওঁ রোচিষ্কুরসি ।” পরে “ওঁ বৃহস্পতে-  
শ্ছদিরসি পাপমানো মামমন্তর্হেহি । তেজগো যশসো মামমন্তর্হেহি ।” এই মন্ত্রে  
ছত্র ধারণ করিবে। তৎপর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে পদব্রজে উপানহ ( জুতা ) ধারণ  
করিয়া পাঠ করিবে।—“ওঁ প্রতিষ্ঠে হো বিশ্বতো মা পাতম্ ।” পরে পরবর্তী  
মন্ত্রে বৈণবদণ্ড ( বাঁশের দণ্ড ) ধারণ করিবে,—“ওঁ বিশ্বতো মা  
নাষ্ট্রাভ্যঃ পরিপাহি সর্বতঃ ।” অতঃপর পূর্ব গৃহীত বিষদণ্ড অগ্নিতে নিক্ষেপ  
করিবে।

অনন্তর আচার্য্য বিবাহ-পদ্ধতি ক্রমে বিষ্টর, পাত্য, অৰ্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপক  
প্রভৃতি দ্বারা শিষ্যের অর্হণা করিয়া শাস্তিকর্ষ, অভিষেক, ও অচ্ছিদ্রাবধারণ  
করিবেন। তৎপরে মাণবক আচার্য্যদ্বারা মাস্তুলিক কর্ষ করিয়া ত্রিরাত্র  
ব্রহ্মচারী ভাবে নিরামিষ ভোজন করিবে।

### শালাকর্ম্ম ।

গৃহস্থায়ী জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত পুণ্যাহ দিনে নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্বক শুচি  
হইয়া বাস্তপূজাদি দ্বারা পরিপূর্ণ ভূমিতে উপবেশন করত স্বস্তিবাচনাদি  
করিয়া সঙ্কল্প করিবেন। যথা,—“ওঁ অগ্নেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-  
দেবশর্মা সর্বনম্পতিসিদ্ধিকামঃ পারম্বরোক্তবিধিনা শালাকর্ম্মাহং কুর্বীমি ।”  
এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া গণপত্যাদি নানা দেবতার পূজা করত শুভ্য়াগোপনার্থ  
অগ্ন্যাগ্নি চতুষ্কোণে গর্ত করিয়া তাহাতে “ওঁ অচ্যুতায় ভোমায় স্বাহা” বলিয়া  
ঋক্ দ্বারা আজ্যাহতি প্রদান করত “ওঁ ইমামুচ্ছ্রামি ভূবনস্ত নাভিং বসোঽধীরাঃ  
প্রত্যগীং বহ্ননাম্ । ইদৈব ধ্রুবং নিমিনোমি শালাং ক্ষেমে তিষ্ঠতু যতমক্ষমাণা ।  
অথবতী গোমতী স্ননতা স্নমহতে সৌভগাম । আয়া শিশুবক্রো গাণ্ডো

ধেনবো বস্ত্রমানাঃ । আত্মা কুমারস্তরুণং আবৎসো জগদৈঃ সহ । আত্মা পরিশ্রুত কুস্ত্র আদ্যু কলসে রূপ । ক্ষেমস্ত পত্নী বৃহতী সুবামা ব্রহ্মিণো ধেহি স্তভগে সুবীৰ্য্যং । অশ্বাবদোমভূজ্জয়ংপন্নং বনস্পতিরিব । অভি নঃ পর্য্যজাং ব্রহ্মিরিদমহুগ্রয়ো বসান ।' এই মন্ত্রে চতুর্দিকে চতুস্তম্ভ রোপণ করিবেন ।

উক্ত প্রকারে গৃহ নিষ্পন্ন হইলে কর্তা পুণ্যদিনে শুভলগ্নে প্রাতঃকালে আচার বশতঃ স্বীয় মস্তকে এক আটক ধাতু ও কক্ষস্থিত জলপূর্ণ কলসযুক্ত পত্নীর সহিত গৃহ প্রবেশ করিয়া মাতৃকাপূজা, বস্ত্রধারা ও বুদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া গৃহাভ্যন্তরে স্বগৃহোক্ত প্রকারে অগ্নিস্থাপন করত প্রোক্ষণীস্থাপনান্তে কক্ষ করিয়া চক্ষু পাক করিবেন । যথা,—অগ্নির পশ্চিমদিকে পূর্বস্থাপিত তণ্ডুল হইতে “ও বাস্তোপতি অগ্নীক্স বৃহস্পতি বিশ্বদেব সরস্বতী বাজীভ্য ঞ্চা বৃষ্টং গৃহ্নামি ।” এই মন্ত্রে এক মুষ্টি গ্রহণ করিয়া “ও বাস্তোপতি অগ্নীক্স বৃহস্পতি বিশ্বদেব-বাজীভ্য ঞ্চা বৃষ্টং নির্কপামি ।” বলিয়া উদ্বলনে স্থাপন ও “ও বাস্তোপতি অগ্নীক্সো বৃহস্পতিবিশ্বদেব সরস্বতী বাজীভ্য ঞ্চা বৃষ্টং প্রোক্ষ্যামি ।” বলিয়া প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জলদ্বারা প্রোক্ষণ করিবেন এবং “সূর্য্যদেব জন সর্কহি-মবৎ সূদর্শনবসুরজাদিত্যোশান জগদেভ্যস্ত্বা । পূর্নান্নাপরাহুয্যান্নিন-প্রদোষা-র্করাত্ন-ব্যষ্টিদেবী মহাপথাভ্যস্ত্বা । কর্ভুবিকর্ভু বিশ্বকর্মোষধি বনস্পতিভ্যস্ত্বা । ধাতৃবিধাতৃ নিধিপতিস্তোন শিব ব্রহ্ম প্রজাপতি নরদেবতাভ্যস্ত্বা । অগ্নয়ে ষষ্টিকৃতে ত্বা ।” বলিয়া গ্রহণ, নির্কপণ ও প্রোক্ষণ করিয়া অমন্ত্রক ছই মুষ্টি তণ্ডুল লইয়া গ্রহণ, নির্কপণ ও প্রোক্ষণ করিবে ।

অতঃপর মুখল দ্বারা আহত করিয়া শূর্ণ দ্বারা তিনবার ঝাড়িয়া প্রক্ষা-লন করত চক্ষুস্থানীতে ত্রুক্ষসহ তণ্ডুল প্রদান করিয়া প্রণীতা জল দ্বারা অভ্যক্ষণ পূর্বক অগ্নিতে চক্ষু পাক করিবেন ।

পরে চক্ষু পাক হইয়াছে এইরূপ নিশ্চয় হইলে জলস্ত অঙ্গার দ্বারা স্থানী-মধ্য দেখিয়া তাহাতে দ্ব্যধারা দিয়া অগ্নির উত্তরদিকে নামাইয়া পুনর্বার তাহাতে দ্ব্যধারা দিবেন । পরে পত্নীর সহিত গৃহদ্বার হইতে বহির্গমন করিয়া “ও ব্রহ্ম প্রবিষ্ঠামি” বলিলে ব্রহ্মা ( অতাবে ব্রাহ্মণ ) বলিবেন “ও প্রবিশ ।” পরে “ও ঋতং প্রপতে শিবং প্রপতে” । এই মন্ত্রে গৃহপ্রবেশ করিবেন ।

অনন্তর অগ্নির পশ্চিমদিকে উপবেশন করিয়া আজ্যভাগান্ত কুশণ্ডিকা করিবেন । যথা—প্রথম “ও অগ্নে ত্বং ভব নামাসি” অগ্নির এই নাম করণ করিয়া আবাহন পূজাদি করত “ও ইহ বহিরিহ রমস্ব ইহ ধৃতিঃ স্বাহা ।—



ইদমগ্নয়ে ॥১॥ “ও” উহজক্কন্মাত্রে বরুণো মাতরক্বেয়ন্ রাবশ্পো বমশ্মানুদীধরং  
 স্বাহা ।—ইদমগ্নয়ে ॥২॥ এই দুইটি মন্ত্রে দুইবার ঘৃতাহতি দিয়া ঘৃত দ্বারা বাস্ত-  
 হোম করিবেন । যথা,—“ও বাস্তোপ্তে অতিজানীহ্মান্ স্বাবেশোহনমীয়ো  
 ভবান্ । যন্তে মহে প্রতিতমো জুযস্ব শমো ভব দ্বিপদেশকতুন্দে স্বাহা ॥১॥  
 ও বাস্তোপ্তে প্রেতরাণো ন এষি গয়স্থানো গোতিরশ্বেভিরিশ্মো ।  
 অজ্ঞাসন্তে সথাস্তাম পিতব পুত্রান্ প্রতিতমো জুযস্ব স্বাহা ॥২॥ ও বাস্তো-  
 প্তে সং সন্ময়া সংসজাতে ক্ষীমহি । হিরণ্যগাতু মত্যা পাহি ক্ষেম উত-  
 যোগেব ব্রোহ্ময়ুঃ পতিষ্ভিভিঃ সদাতনঃ স্বাহা ॥৩॥ ও অমীবহানা-  
 স্তোবাস্তোপ্তে বিশ্বরূপাণ্যমিন্ সথা স্রুসেব এষি নঃ স্বাহা ॥৪॥” এই  
 চারিটি মন্ত্র দ্বারা চারিবার হোম করিবেন,—প্রত্যেক বারেই আহতিশেষে  
 “ইদং বাস্তোপ্তয়ে” বলিয়া প্রত্যাহতি দিতে হইবে ।

অতঃপর ঋচে ঘৃত ধারা দিবেন । পরে অবদানস্থানে চক্রে ঘৃত ধারা  
 দিয়া সাবিত্রী চক্ৰহোমোক্ত চক্ৰগ্রহণক্রমে চক্ৰগ্রহণ করিয়া “ও অগ্নি  
 মিত্রং বৃহস্পতিং বিশ্বান্ দেবং জুপস্বয়ে । সরসতীঞ্চ বাজীঞ্চ বাস্ত মে  
 দদতু বাজিনঃ স্বাহা ॥—ইদমগ্নীন্দ্রবৃহস্পতিবিশ্বেদেবসঃ স্রতীবাজীভ্যঃ ॥”  
 পুনর্বার ঐ রূপে গ্রহণ করিয়া “ও সূর্য্যং দেবং জনান্ সর্কান্ হিমবন্তং  
 সুদর্শনং বসুংশ্চ ক্রত্বানাদিত্যানীশানং জগদৈঃ সহ । এতান্ সর্কান্ প্রপত্তেহং  
 বাস্ত মে দদতু বাজিনঃ স্বাহা ॥—ইদং সূর্য্যদেবজনসর্কহিমবৎসুদর্শনবসু-  
 ক্রত্বাদিতোশানজগদেভ্যঃ স্বাহা ॥” পুনরপি ঐ রূপে গ্রহণ করিয়া  
 “পূর্কাক্রমপরাহ্মণোভৌ মব্যন্দিনা সহ । প্রদোষমর্করাত্রক ব্যুষ্টিং দেবীং  
 মহাপথাং । এতান্ সর্কান্ প্রপত্তেহং বাস্ত মে দদতু বাজিনঃ স্বাহা ॥—  
 ইদং পূর্কাক্রাপরাহ্মমব্যন্দিনপ্রদোষাৰ্দ্ধরাত্রব্যুষ্টিদেবীমহাপথাভ্যঃ ॥” পুনশ্চ এই  
 রূপে গ্রহণ করিয়া “ও কর্তারঞ্চ বিকর্তারং বিশ্বকর্ষণগোষবীংশ্চ বনস্পতীন্  
 এতান্ সর্কান্ প্রপত্তেহং বাস্ত মে দদতু বাজিনঃ স্বাহা ॥—ইদং কর্তৃবিকর্তৃ-  
 বিশ্বকর্ষণৌষবিবনস্পতিভ্যঃ ॥” পুনরপি ঐরূপে গ্রহণ করিয়া “ও ধাতারঞ্চ  
 বিধাতারং নিবীনাং পতিভিঃ সহ । এতান্ সর্কান্ প্রপত্তেহং বাস্ত মে  
 দদতু বাজিনঃ স্বাহা ॥—ইদং ধাতৃবিধাতৃনিধিপতিভ্যঃ ॥” পুনরপি ঐরূপে  
 গ্রহণ করিয়া “ও স্তোমং শিবমিদং বাস্ত দপতং ব্রহ্মপ্রজাপতিসর্কভ্যো  
 দেবতাভ্যঃ স্বাহা ॥—ইদং সোমশিবব্রহ্মপ্রজাপতিসর্কদেবতাভ্যঃ ॥” পুনর্বার  
 প্রচুর চক্ৰ গ্রহণ করিয়া “ও অশ্বাশ্বাশ্বৈর্যশ্বত্ কণ্ডং ওং কশ্বগোংরীরিচঃ

দেবাগাতুবিদঃ স্বাহা ।—ইদমগ্নয়ে বিষ্টিকৃতং” এই মন্ত্রে আহুতি ও প্রত্যাহুতি দিবেন ।

অতঃপর মহাবাহুতি হোমাদি করিয়া ব্রহ্মবক্ষিণা দিয়া পরে উদ্ব্যস পত্র, সক্ষীর জল, দুর্ধ্বা, গোময়, দধি, ঘৃত, কুশ ও যব কাংশ্রপাত্রে লইয়া গৃহভিত্তিস্থিত, নাগদন্ত, শিক্যসমূহ, দেবতাস্থান ও প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ তুষ্ণীং প্রোক্ষণ করিবে । অতঃপর এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে গৃহের অগ্নি কোণ শোধন করিবেন । যথা,—“ও ত্রীশ চ্চা যশশ্চ পূর্বে সন্ধৌ গোপায়ে-  
তাম্ ।” নৈঋতকোণ,—“ও যজ্ঞশ্চ চ্চা দক্ষিণে সন্ধৌ গোপায়েতাম্ ।”  
বায়ুকোণ,—“ও অন্নঞ্চ চ্চা ব্রাহ্মণাশ্চ পশ্চিমে সন্ধৌ গোপায়েতাম্ ।” এবং “ও  
উর্কচ চ্চা সুনুতাস্চেত্তরে সন্ধৌ গোপায়েতাম্ ।”—বলিয়া ঈশানকোণ শোধন  
করিবেন । অনন্তর গৃহদ্বার হইতে বহির্নির্গমন করিয়া গৃহের পূর্বদিকে  
যাইয়া পূর্বমুখ হইয়া কুতাঞ্জলি পুরঃসর “ও কেতাচ মামুকেতা চ পুরস্তাদ-  
গোপায়েতামিত্যগ্নির্ধৌ কেতাভিভ্যঃ স্নুকেতুতো প্রপদ্যে তাভ্যাং নমোহস্ত  
ভৌ মা পুরস্তাদগোপায়েতাম্ ।” দক্ষিণদিকে দক্ষিণ মুখ হইয়া “ও গোপায়মান্যু-  
ক না বক্ষমাণা চ তে প্রপদ্যে তাভ্যাং নমোহস্ত ভৌ মা দক্ষিণতো গোপায়েতাম্ ।”  
পশ্চিমদিকে পশ্চিমমুখ হইয়া “ও দিবি বিশ্বাসা জাগৃ বিশ্ব পশ্চাদগোপায়েতামি-  
ত্যন্নং বৈ । দাবি বিশ্বপ্রাণা জাগৃবি স্তৌ প্রপদ্যে তাভ্যাং নমোহস্ত ভৌ  
মা পশ্চাদগোপায়েতাম্ ।” উত্তরদিকে উত্তর মুখ হইয়া “ও অশ্বপুশ্চ মানকদ্রা-  
শ্চেত্তরতো মাং গোপায়েতামিতি । ও চন্দ্রমা সন্মোবাযুয় জাগতো প্রপদ্যে  
তাভ্যাং নমোহস্ত ভৌ মোত্তরতো গোপায়েতাম্ ।” এই মন্ত্র সমূহ পাঠ করিবেন ।

অনন্তর এই মন্ত্রপাঠ করিয়া গৃহ প্রবেশ করিবেন । যথা,—“ও  
বর্ষজ্ঞানারাজং স্বীতৃপং মহারাত্রে চ্চা ফলকে । ইন্দ্রস্ত গৃহাবহুমন্তো বক্রথিনঃ ।  
তানহং প্রপদ্যে সহস্রপ্রজয়া সহ জন্মে কিকিদম্যাপকৃত সর্বগণঃ সখায় সাধু  
সন্তৃতস্তা শাগেহরিধারান্ গৃহা নঃ সন্ত সর্বতঃ ।” অতঃপর “ও অথত্যা-  
দিকৃতৈতৎশালাকর্ষসিদ্ধার্থং দক্ষিণাং কাকনং তমূল্যং বা অহং ব্রাহ্মণায় দদামি” ।  
এই বলিয়া দক্ষিণা করত শান্তি করিয়া অচ্ছিদ্রাধারণ করিবেন ॥

শালাকর্ষ সমাপ্ত ।

যজুর্বেদীয় দশকর্ষ সমাপ্ত ॥

## অগ্নে দীয় দশকৰ্ম ।

—:~:—

সাধাৰণ কুশণ্ডিকা ।

প্রথমত বাহুপ্রমাণ স্থণ্ডিল অঙ্কিত করিয়া গোময় দ্বারা লেপন করিয়া কুশমূল দ্বারা স্থণ্ডিল মধ্যে উত্তরাগ্র প্রাদেশ প্রমাণ একটি রেখা অঙ্কিত করিয়া তাহার দুইপ্রান্তে পূৰ্ব্বাগ্র দুইটী রেখা আঁকিবে এবং তন্মধ্যে পূৰ্ব্বাগ্র আর তিনটী রেখা অঙ্কিত করিবে । রেখাগুলি পরস্পর অসংশ্লিষ্ট ও স্পৃষ্ট করিয়া অঙ্কিত করিবে, যেন রেখাহানে জল দাঁড়াইতে পারে ।

অনন্তর রেখা সমূহ অভ্যক্ষণ করিয়া “বশিষ্ঠ ঋষিরহুষ্ঠু পৃচ্ছন্দোহগ্নির্দেবতা সন্নিহিতস্থানে অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ । ওঁ অয়ন্তে যোনি ঋত্বিজো বতো জাতো অরোচধাঃ । তং জানন্নয় আসীদাথানো বর্জয়া গিরঃ ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া হোতা নিজের সন্নিহিত স্থানে অগ্নি উপস্থাপন করিবেন । পবে “বিশ্বামিত্র ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নির্দেবতা পূৰ্ব্বাৰ্দ্ধেন ত্রব্যাদংশপরিত্যাগে বিনিয়োগঃ । ওঁ ত্রব্যাদমগ্নিং প্রহিনোমি দ্বং যমরাজ্যং গচ্ছতু বিপ্রবাহঃ ।” বলিয়া হোতা জলস্ত কাষ্ঠ গ্রহণ করত দক্ষিণদিকে নিক্ষেপ করিয়া “বিশ্বামিত্র ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নির্দেবতা উত্তরাৰ্দ্ধেনাগ্নিগ্রহণে বিনিয়োগঃ । ওঁ ইহৈহ-বায় মিতরো জাতবেদা দেবেভো হব্যং বহতু প্রজানন্ ।” এই মন্ত্রে জলস্ত অগ্নি গ্রহণ করিয়া “বিশ্বামিত্র ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নির্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নে জুষস্ব নো হবিঃ পুরোডাশং জাতবেদাঃ । প্রাতঃ সাবে ধিয়া বসো ॥ ১ ॥ প্রজাপতিঋষির্হতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ । ওঁ ভূভুবঃস্বরোম্ ॥ ২ ॥ এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া মণ্ড্যবর্তী রথাত্রয়ের উপর অগ্নিস্থাপন করিবেন, এবং অগ্নিতে প্রচুরতর কাষ্ঠ দিবেন, যেন কর্মসমাপ্তি পর্য্যন্ত অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে পারে ।

এই সময় অৰ্ঘ্যপাত্র স্থাপন করিয়া ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, অঙ্গস্থান ও করস্থান করিয়া অগ্নিৰ ধ্যান করিবেন । যথা,—

“কুংসঋষি ঋষ্ঠু পৃচ্ছন্দোহগ্নির্দেবতা অগ্নিধ্যানে বিনিয়োগঃ । ওঁ চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়োহস্ত পাদা দ্বৈ শীর্ষে সপ্তহস্তাসোহস্ত । ত্রেধা বন্ধো বৃষভো রোরবীতি মূতো দেবো মর্ত্য আবিবেশ ।” এই অনুসারে ধ্যান করিয়া “বায়দেব্যঋষিষ্ঠু-পৃচ্ছন্দোহগ্নির্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ । ওঁ এহম ইহ হোতা নির্বাণদীপঃ

পূর্ণব্রতা ভবানঃ। অবতাং ভা রোদসৌ বিশ্বমিষে যজ্ঞামহে সৌমনসায় দেবান্ ॥” কৃতাজলিপুটে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া “অগ্নে ঙ্গ অমুকনামাসি” বলিয়া অগ্নির নামকরণ ও “অমুকনামাগ্নে ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ যাবৎ অমুক-কৰ্ম্মণি হোমকৰ্ম্মাহং করোমি তাবদেব বহ্নিমণ্ডলে স্থিরো ভব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু।” এই বলিয়া আবাহন করিয়া পৌরাণিক বা তান্ত্রিক ক্রমে পাণ্ডাদিদ্ধারা পূজা করিবেন। অতঃপর ষড়্ভুজের পূজা করিয়া অস্ত্র সমূহের পূজা করিবেন। যথা, —“ঐ শক্তয়ে নমঃ, ঐ গদায়ৈ নমঃ, ঐ ত্রিশূলে নমঃ, ঐ ত্রিশূলৈ নমঃ, তোমরায় নমঃ, পরশবে নমঃ, পাণ্ডায় নমঃ, অজায় নমঃ, অমুকনামে অগ্নয়ে সাবাহনায় নাক্ষোপাক্ষায় সপরিবারায় নমঃ, সর্কৈভ্যো দেবেভ্যো নমঃ, সর্কাভ্যো দেবৌভ্যো নমঃ”।—সৰ্ব্বত্রই আদিত “ঐ” বলিবে।

অতঃপর অৰ্ঘ্যপাত্র হইতে জল গ্রহণ করিয়া প্রদক্ষিণক্রমে অগ্নিবেষ্টন করিয়া “ঐ এসোহদেব ইত্যস্ত প্রজাপতিঋষিরগ্নিদেবতা ত্রিষ্টুপ্চন্দ্রোহগ্নিপশিচমা-ভিমুখীকরণে বিনিয়োগঃ। ঐ এসোহদেবঃ প্রতিসোহি সৰ্বা পূৰ্ব্বোজাতঃ ষড়্ভুজৈহস্তঃ স এব জাতঃ স জনিষামাণঃ প্রত্যজ্ঞনাস্তিষ্ঠতি সৰ্ব্বতোমুখঃ।” এই বলিয়া অগ্নির সম্মুখীকরণ করিবেন। তদনন্তর হোতা উথিত হইয়া করযোড়ে “গোপায়না সোপতানা বহুঃ স্ববহুঃ ক্রতবহুর্কিপ্রবহুঃ স্বয়ো দ্বিপদা বিরাট্চন্দ্রোহগ্নিদেবতা অগ্ন্যুপস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ঐ অগ্নে তন্নোহস্তম উত জাতাশিবো ভবাবরুধাঃ। বসুরগ্নির্বিস্মগবা অচ্ছানক্ষি হুঁমতমং রয়িষ্কাঃ ॥ সমা বোবি শবীহবহুক্ষ্যাণোহধায়তঃ শমপ্সাৎ। তস্মা শোচিষ্ঠ দীদিবঃ স্তায় ননমীমহে সখিত্য সখীভাঃ ॥” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নির উপস্থাপন করিবেন। অতঃপর ঘৃতাস্ত্র দুইটী শিখি পূর্ণাঙ্গ করিয়া অমন্ত্র অগ্নিতে আহুতি দিবেন। যে যে স্থলে তুষাণঃ সমিধ্ নিষ্কেশ করিতে হইবে, সেই সেই স্থলেই মনে মনে “ঐ প্রজাপত্যে” এইরূপ উল্লেখ করিবেন। স্তবকায় বলেন তুষাণেই নিষ্কেশ করিতে হইবে,—“প্রজাপত্যে” এইরূপ বলিতে হইবে না। পরে পূৰ্ব্বদিকে,—“ঐ পূৰ্ণমসি পূৰ্ণং মে ভূয়াঃ সুপৰ্ণমসি সুপৰ্ণং মে ভূয়াঃ সৰ্ব্বমসি সৰ্ব্বং মে ভূয়াঃ অক্ষতমসি মার্টৈক্ষেষ্ঠাঃ অমৃত্রামুগ্নিন্ লোকে। দেবা ঋত্বিজো মার্জ্জয়ন্তাঃ।” দক্ষিণদিকে,—“ঐ পূৰ্ণমসি পূৰ্ণং মে ভূয়াঃ সুপৰ্ণমসি সুপৰ্ণং মে ভূয়াঃ সৰ্ব্বমসি সৰ্ব্বং মে ভূয়াঃ অক্ষতমসি মার্টৈক্ষেষ্ঠাঃ অমৃত্রামুগ্নিন্ লোকে। মাসাঃ মার্জ্জয়ন্তাঃ।” পশ্চিমদিকে,—“ঐ পূৰ্ণমসি পূৰ্ণং মে ভূয়াঃ সুপৰ্ণমসি সুপৰ্ণং মে ভূয়াঃ সৰ্ব্ব-মসি সৰ্ব্বং মে ভূয়াঃ অক্ষতমসি মার্টৈক্ষেষ্ঠা অমৃত্রামুগ্নিন্ লোকে গুহা পশবো

মার্জয়ন্তাং ।” উত্তরদিকে,—“ওঁ পূৰ্ণমসি পূৰ্ণং মে ভূয়াঃ স্পৰ্ণমসি স্পৰ্ণং ।  
 যে ভূয়াঃ সৰ্বমসি সৰ্বং মে ভূয়াঃ অক্ষতমসি মামৈক্ষেষ্ঠাঃ অমৃতামুগ্মিন্ লোকে  
 ওষধয়ো বনস্পত্যয়ো মার্জয়ন্তাং ।” উত্তরদিকে,—“ওঁ পূৰ্ণমসি পূৰ্ণং মে ভূয়াঃ  
 স্পৰ্ণমসি স্পৰ্ণং মে ভূয়াঃ সৰ্বমসি সৰ্বং মে ভূয়াঃ অক্ষতমসি মামৈক্ষেষ্ঠাঃ  
 অমৃতামুগ্মিন্ লোকে যজ্ঞঃ সংবৎসরঃ প্রজাপতিৰ্ম্মাজয়ন্তাং ।” এই মন্ত্ৰ পাঠ  
 করিয়া অগ্নির পূৰ্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাদি ক্রমে পশ্চিম  
 পর্য্যন্ত প্রতি মন্ত্ৰ তিন বার পাঠ করিয়া প্রত্যেক দিকে তিনবার করিয়া  
 অগ্নি পর্য্যক্ষণ (মার্জন) করিবেন এবং হোমীয় দ্রব্য সকলও পর্য্যক্ষণ  
 করিবেন ।

অনন্তর স্থণ্ডিলের পূৰ্বদিকে উত্তরাগ্র করিয়া তিনগাছি কুশ মৃত্তিকায়  
 পাতিত করিবেন এবং দক্ষিণদিকে পূৰ্বাগ করিয়া তিনগাছি কুশ, পশ্চিমদিকে  
 উত্তরাগ্র করিয়া তিনগাছি কুশ ও উত্তর দিকে পূৰ্বাগ করিয়া তিনগাছি  
 কুশ পাতিত করিবেন । যেন ঈশান কোণে অগ্নের দ্বারা অগ্র ও নৈঋতকোণে  
 মূলের দ্বারা মূল আচ্ছাদিত হয় \* এইরূপ পর্য্যক্ষণ আদি ও অন্তে করিবেন ।

অতঃপর অগ্নির দক্ষিণদিকে পূৰ্বাগ আন্তৃত কুশোপরি ব্রহ্মাসন কল্পনা  
 করিয়া, কোন অধীতবেদ ব্রাহ্মণকে পাণ্ডাদি প্রদান করত গন্ধাদি দ্বারা অর্চনা  
 করিয়া “ওঁ অথৈতাদি অমুকগোত্রং অমুকবেদান্তর্গতামুকশাখৈকদেশাধা-  
 য়িনং অমুকদেবশর্মাণং পাণ্ডাভিভিরভ্যচ্চ্যামুককর্ষাস্তভূতহোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ষকর-  
 ণায় ভবন্তুমহং ব্রুণে ।” বলিয়া তাঁহাকে বরণ করিবেন । পরে ব্রহ্মা “ওঁ  
 ব্রূতোহস্মি” বলিলে, হোতা বলিবেন,—“ওঁ যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্ম্ম কুরু ।”  
 পরে ব্রাহ্মণ বলিবেন,—“ওঁ যথাজ্ঞানতঃ করবাণি ।” অনন্তর ব্রহ্মহে  
 বরণীয় ব্রাহ্মণ অনুষ্ঠায়মান সমস্ত দ্রব্য দর্শন করিয়া, মৌনী হইয়া থাকিবেন ।  
 ব্রহ্মহে বরণীয় ব্রাহ্মণের অভাব হইলে যথোক্ত সংখ্যক কুশনির্ম্মিত দর্ভময়  
 ব্রাহ্মণকেই ব্রহ্মহে কল্পনা করিবেন ।—কুশব্রাহ্মণ পক্ষে বরণ বাক্য করিতে  
 হইবে না ।

অতঃপর হোমকর্ত্তা “ওঁ প্রজাপতিৰ্ম্মাণির্গায়ত্ৰীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা  
 তৃণাদিনিরসনে বিনিয়োগঃ । ওঁ নিরন্তঃ পরাবসুঃ ।” এই বলিয়া ব্রহ্মাসন  
 হইতে একগাছি কুশপত্র গ্রহণ করিয়া দক্ষিণদিকে নিক্ষেপ করিবেন ।

\* উদগ্ৰাঃ পরে পূর্ব প্রাগ্রা দক্ষিণোত্তরে ।

অথৈ অথৈ যথাবিহিতং ব্রুণে মূলম্ নৈঋতম্ ॥

পরে “প্রজাপতিঋষিঃ পৃচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ । ওঁ ইদমহ সর্বাংবনোঃ সদনে সীদ ।” এই মন্ত্র পাঠ করিলে “ওঁ সীদামি” ইহা বলিয়া উত্তরাভিমুখে উপবেশন করিবেন । পরে হোতা ব্রহ্মাকে গন্ধাদি দ্বারা অর্চনা করিয়া “ওঁ প্রজাপতিঋষিঃ পৃচ্ছন্দো ব্রহ্মা দেবতা ব্রহ্মজপে বিনিয়োগঃ । ওঁ বৃহস্পতিব্রহ্মা ব্রহ্মসদনে আসিষ্যতে বৃহস্পতির্যজ্ঞং গোপায় স যজ্ঞপতিং পাহি স মাং পাহি ।” এই মন্ত্র পাঠ করিবেন । তৎপর ব্রহ্মা বলিবেন, “ওঁ গোপায়ামি ।” (১)

তদনন্তর পূর্বাগ্র কুশোপরি বক্ষ্যমাণ দ্রব্যসমূহ আসাদন করিবেন ।— প্রোক্ষণীপাত্র, প্রণীতাপাত্র, আজ্যস্থালী, দুর্কা, চক্ৰস্থালী, ঘৃত, তণ্ডুল, অক্ষ, অর্ব, বর্হি,\* ইয় †, ছয়গাছি সম্মার্জনকুশ, ত্রয়োদশ উপযমন কুশ ও অন্ত্যস্ত্র দ্রব্যসম্ভার । বর্হি ও ইয় দুই দুইটা পাত্রে অসংশ্লিষ্ট হস্তদ্বয় দ্বারা গ্রহণ করিয়া অধোমুখে স্থাপন করিবেন । অনন্তর অনামিকাঙ্গুলিতে কুশ বন্ধন করিয়া প্রোক্ষণীপাত্র ও অপরাপর পাত্রসকল উত্তোলন করিবে । প্রোক্ষণীপাত্র জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া পূর্বদিকে একটু কাঁত করিয়া রাখিবে, যেন তাহা হইতে কিঞ্চিৎ জল পতিত হয় । পরে তাহা হইতে কিয়ৎপরিমাণ জল উত্তোলন করিয়া পাত্র সমূহ প্রোক্ষণ করিবে । এইরূপে প্রণীতাপাত্র ও কমণ্ডলু একরূপে উৎপ্লবনাদি করিবে ।

অনন্তর প্রোক্ষণী পাত্রে পবিত্র ও সযবগুপ্প নিক্ষেপ করিয়া তিনবার তাহা উত্তোলন করিয়া ব্রহ্মাকে প্রণম করিবেন । যথা,—“প্রজাপতিঋষিঃ পৃচ্ছন্দো ব্রহ্মা দেবতা অপ্প্রণয়নার্থজপে বিনিয়োগঃ । ওঁ ব্রহ্মন্নপঃ প্রণেয়ামি । ওঁ পবিত্রং বৃহস্পতিব্রহ্মা ব্রহ্মসদনে আসিষ্যতে বৃহস্পতে যজ্ঞং গোপায় স যজ্ঞং পাহি স মাং পাহি ।” পরে ব্রহ্মা বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবেন,—“ওঁ ভূত্বং স্বরহস্পতে প্রসূত ।”

পরে অগ্নির দিকে ব্রহ্মসম্মুখে কুশ পত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিবে । পরে আজ্যস্থালীতে ঘৃত লইয়া অগ্নির উত্তরদিকে জলস্ত অঙ্গার

(১) কুশময় ব্রাহ্মণপক্ষে কর্মকর্তাই প্রতিবচন বলিবেন ।

\* কুশ মুষ্টকে বর্হি বলে ।

† পলাশ কাষ্ঠ নির্মিত তদভাবে যজ্ঞীয় অস্ত্র কোন কাষ্ঠ নির্মিত অরতিপ্রমাণ পঞ্চদশ কাষ্ঠকে ত্রিগুণীকৃত-নবপত্র কুশদ্বারা একবার বেঁটন করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে । ইহাকেই ইয় বলে ।

আনয়ন করিয়া তদুপরি স্থাপন করত যত দ্রব করিয়া জলন্ত কুশদ্বারা অগ্নি বেষ্টন করত কুশপত্রদ্বয় যতমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আজ্য শোধন করিবে। পুনরায় জলন্ত কুশদ্বারা যত বেষ্টন করিয়া সম্মুখে অগ্নি স্থাপন করিবে। পূৰ্ব্ণ আকৃষ্ট অক্ষার অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আজ্যোৎপবন করিবে। যথা,— সাগ্ৰ গৰ্ভশূন্য প্রাদেশপ্রমাণ কুশপত্রদ্বয় হস্তে লইয়া “প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পবিত্রে হো বৈকবো।” এই মন্ত্রে নখ ব্যতিরেকে ছেদন করত বামহস্তে করিয়া “প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণুর্মনসা পূতে হঃ।” এই মন্ত্রে জলদ্বারা অভ্যক্ষণ করিবে। পরে পরস্পর অসংশ্লিষ্ট পবিত্রদ্বয়ের অগ্নে বাম হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা উত্তান ভাবে গ্রহণ করিয়া আজ্য মধ্যে নিক্ষেপ করত তদ্বারা যত গ্রহণ করিয়া প্রক্ষেপ করিবে। মন্ত্র যথা,— “হিরণ্য স্তূপ ঋষিরুক্ষিকৃচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা আজ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সবিতুস্তা প্রসব উৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্যাস্ত রশ্মিভিঃ স্ত্বাহ।” অনন্তর আর দুইবার অমন্ত্রক পূর্ব্ববৎ যত গ্রহণ করিয়া অগ্নিতে দিবে। পরে সেই পবিত্রদ্বয় অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া—বৈদিক গায়ত্রী ও “ওঁ সবিতুস্তা” ইত্যাদি মন্ত্রটি পাঠ করিবেন।

এই সময় ঋক্ ঋক্ বোধিত করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করত কুশ দ্বারা মার্জ্জন করিবে এবং পুনঃ প্রক্ষালন করিয়া কতিপয় কুশের উপর স্থাপন করিবে।

যদি প্রকৃত কৰ্ম্মে চক্রহোম থাকে তবে এই সময় চক্র পাক করিবে। অতঃ পর “বসুধাতু ঋষিঃ সিন্ধু প্ৰচন্দঃ অগ্নির্দেবতা অগ্ন্যর্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিশ্বানি নো দুৰ্গহা জাতবেদঃ সিন্ধু ন না বা হুরিতাতি পৰি। অগ্নে অত্রিভবন্নমসা গৃণাণোহস্মাকং বোধ্যবিতা তনুনাং। ওঁ যস্মা হুদা কীরিণা মত্মমানাহমন্ত্যং মন্ত্যো হবীংসি। জাতবেদো যশোহস্মাসু ধেহি প্রজাতিরগ্নেহমৃতত্বমশ্রাৎ। ওঁ যস্মৈ হং সুরুতে জাতবেদ উ লোকমগ্নে কণবঃ শ্রোনং। অধিনং স পুত্রিণং বীরবন্তং সোমন্তং রয়িন্নগতে স্বস্তু।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অৰ্ঘ্য, গন্ধ ও তাম্বুলাদি দ্বারা অগ্নির অলঙ্করণ করিবে।

অথ ইধাদান।—যদি এক সময়ে আজ্য হোম ও চক্রহোম করিতে হয়, তবে ঋক্ ঋক্ বোধিত করিয়া অগ্নিতে প্রতপ্ত করিয়া চক্রপাক করিয়া তাহা নামাইয়া প্রসাধিত করত “প্রজাপতিঋষিরগ্নির্দেবতা ইধপ্রতাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রত্যাষ্টং বক্ষপ্রত্যাষ্টং মারাতয়োনিষ্ঠং রক্ষনিষ্ঠমাচতেনাম্মাচ্ছন ২২২ঃ

স্বাহা ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নিতে প্রতাপন করিয়া “ওঁ বিশ্বানি নো  
হুগ্ৰহা” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা প্রসাদিত করিয়া অগ্নিতে ইন্দ্ররজ্জু ( ত্রিগুণীকৃত  
কুণ ) বামকরে বেঠন করত ইথগ্রহণ করিয়া তাহার মূল, মধ্য ও অগ্র-  
স্থানে যতধারা দিয়া “বামদেব্য ঋষিঃ পৃচ্ছন্মোহগ্নির্দেবতা ইথাদানে বিনি-  
য়োগঃ । ওঁ অগ্নে ইথ আত্মা জাতবেদন্তেনেথস্বচেদুর্জয় চাস্মান্ প্রজয়া পশুভি-  
ব্রহ্মবচ্চসেনান্নাতেন সমেধয় স্বস্তি ।” এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক ইথ অগ্নিতে  
নিষ্ক্ষেপ করিয়া “ওঁ অগ্নে জাতবেদমে ইদং ।” বলিয়া প্রত্যাহুতি দিয়া অ্রবের  
দ্বারা অ্রচে চারিবার যতধারা প্রদান করত মনে মনে প্রজাপতি দেবতাকে  
স্মরণ করিয়া অমন্ত্রক অগ্নির বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত  
অচ্ছিন্ন আজ্যধারা দিবেন । পুনরপি অ্রচে চারিবার যত দিয়া ইন্দ্র দেবতাকে  
মনে মনে ধ্যান করিয়া বহির নৈঋতকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশান কোণ  
পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন যত ধারা দিবেন । পরে অগ্নির উত্তর ভাগে “ওঁ অগ্নয়ে  
স্বাহা ।” দক্ষিণে—“ওঁ সোমায় স্বাহা ।” বলিয়া আজ্যাহুতি দান করিবেন ।

অতঃপর প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবেন ।—যথা,—বামদেব ঋষিঃ পশুভিঃ পৃচ্ছন্মো-  
হগ্নির্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নাচ্চাগ্নেস্তনতি স্বস্তিপাশ্চ  
সত্যমিথময়া অসি । অয়সা বয়সা কৃতোয়াসনহব্যমুহিষে হয়ানো ধেহি  
ভেবজং স্বাহা ।—অগ্নয়ে অনায়সে ইদং ॥ ১ ॥ মেধাতিথিঋষিগায়ত্রীচ্ছন্মো-  
হগ্নির্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ অতো দেবা অবন্ত নো যতো  
বিষ্কর্ষিতক্রমে । পৃথিবাঃ সপ্তধামভিঃ স্বাহা ।—ইদং দেবেভ্যঃ ॥ ২ ॥ মেধা-  
তিথিঋষিগায়ত্রীচ্ছন্মো বিষ্কর্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ইদং  
বিষ্কর্ষিতক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং । সমৃচ্ মন্ত্র পাংমুলে স্বাহা ।—ইদং  
বিষ্কবে ॥ ৩ ॥ প্রজাপতিঋষিরগ্নির্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ ।  
ওঁ ভূরগ্নয়ে পৃথিব্যৈ দিব্যায় মহতে চ স্বাহা ।—ইদং ভূরগ্নয়ে ॥ ৪ ॥ প্রজা-  
পতিঋষিরায়ুর্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ভুবো বায়বে চান্ত-  
রীক্ষায় দিব্যায় মহতে চ স্বাহা ।—ইদং ভুবো বায়বে ॥ ৫ ॥ প্রজাপতিঋষিঃ  
সূর্য্যো দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ স্বঃ সূর্য্যায় দিব্যায় মহতে  
চ স্বাহা ।—ইদং স্বঃ সূর্য্যায় ॥ ৬ ॥ প্রজাপতিঋষিঃ চন্দ্রনক্ষত্রাদিশো দেবতাঃ  
প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ভূভূবঃ স্বচন্দ্রমসে নক্ষত্রৈশ্চ দিগ্ভ্যশ্চ  
দিব্যায় মহতে চ স্বাহা ।—ইদং বায়বে ॥ ৭ ॥ ত্রিতথ্যবিত্তিষ্টপৃচ্ছন্মোহগ্নি-  
র্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ যৎ পাকত্রা মনজা দীনদক্ষা ন



যজ্ঞস্ত মৰতে মৰ্ত্যাসঃ । অগ্নিষ্টক্কোতা ক্রতুবিদ্বিজানন্যজিষ্টো দেবা ঋতুশো  
যজ্ঞাতি স্বাহা ।—ইদমগ্নয়ে ॥ ৮ ॥ ওঁ যদ্বো দেবাশ্চকুমা জিহ্বরা গুরু মনসো  
বা প্রযুতী দেবহেলনং । অরাবাবোনো অভিজুহুনাগতে তন্মিন্ তদেনো  
বসবো নিধেতন স্বাহা ।—ইদমগ্নয়ে ॥ ৯ ॥ ওঁ পুরুষসম্মতো যজ্ঞো যজ্ঞঃ পুরুষ-  
সম্মতঃ । অগ্নে তদস্ত কল্পয় স্বং হি বেথ যথাযথং স্বাহা ।—ইদ মগ্নয়ে ॥ ১০ ॥  
এই কএকটি মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা আহতি ও প্রত্যাহতি দিয়া ঋষ্টিকৃদ্ধোম করি-  
বেন । \* যথা,—

“হিরণ্যগৰ্ভ ঋষিষ্টিষ্টু পৃচ্ছন্দোহগ্নিস্টিষ্টকৃদেবতা ঋষ্টিকৃদ্ধোমে বিনিয়োগঃ ।  
ওঁ যদস্ত কৰ্শ্ণণোহত্যরীরিচং যদ্বা ত্বন মিহাকরং, অগ্নিস্তং ঋষ্টিকৃদ্ধিদ্ধান্ সৰ্বং  
ষ্টিষ্টং করোতু মে । অগ্নয়ে ঋষ্টিকৃতে স্নুহত হতে সৰ্বপ্রায়শ্চিত্তাহতীনাং  
কামানাং সৰ্বক্মিত্রে সৰ্গন্নঃ কামান্ সৰ্বক্ময় স্বাহা ।” বলিয়া আজ্যাহতি দিয়া  
“ইদমগ্নয়ে ঋষ্টিকৃতে ।” বলিয়া প্রত্যাহতি দিবেন এবং “ওঁ ক্রদ্রায়, স্বাহা”  
বলিয়া ইধ্বয়জু ঘৃতাক্ত করিয়া, অগ্নিতে আহতি দিবেন ।

\* যদি যজ্ঞমান স্বয়ংই হোম কর্তা হন, তবে প্রণীতা পাত্রস্থ জলদ্বারা  
কুশদংযোগে নিজকে অভিষিক্ত করিবেন । মন্ত্র যথা,—“সিদ্ধদীপঋষিরহুষ্টু পৃ-  
চ্ছন্দ আপো দেবতা মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ । ইদমাপঃ প্রবহত যৎকিঞ্চিদুন্নিতং  
ময়ি । তদ্বাহমভিহুদ্রোহ যদ্বা শেপ উতা নৃতং ॥ ১ ॥ প্রজাপতিঋষিষ্টিষ্টু পৃচ্ছন্দ  
আপো দেবতা মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ । ওঁ আপোহস্মাতারঃ শুক্লয়ন্ত যুতেন  
নো যুতপূঃ পুনস্ত । বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবী কৃদিদাভ্যঃ শুচিবা  
প্তন্ত এমি ।”

অতঃপর পরিস্তরণ কুশ দ্বারা ঋক্ ঋব তিনবার মার্জ্জন ও প্রোক্ষণ  
করিবেন । পরে পূর্ণাহতি দিবেন । যথা,—

পূর্ণাহতিতে “মৃড়” নামক অগ্নির আবাহন পূজাদি করিয়া “বামদেব্য ঋষি-  
র্গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতা পূর্ণহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ মৃদ্ধানন্দিবোহরতিং  
পৃথিব্যা বৈশ্বানর যুত আ জাতমগ্নিঃ । কবিং সমাজমতিথিজনানামাসন্ন পাত্রং  
জনয়ন্ত দেবাঃ স্বাহা । ইদমদ্ভ্যঃ ॥ ১ ॥ বামদেব্য ঋষির্জগতীচ্ছন্দ আপো দেবতা

\* আখ্যায়ন পরিশিষ্টকার বলেন, যদি একই সময়ে চক্ৰ হোম ও আজ্যহোমের আব-  
শ্যকতা হয়, তবে চক্ৰদ্বারাই ঋষ্টিকৃদ্ধোম করিবে । নতুবা “আজ্যোনেষ্টিং সমাপয়েৎ” এই  
মন্ত্রানুসারে আজ্য দ্বারাই হোম করিবে । যে স্থানে চক্ৰহোম নাই সেই স্থলে প্রায়শ্চিত্ত  
হোম সমাপনাতে ঋতু দ্বারা ঋষ্টিকৃদ্ধোম করিবে ।

পূর্ণহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ মেধান্তে বিশ্বং জুবনমধিশ্রিতবন্তঃ সমুদ্রে হৃদ্যন্ত-  
রাশুবি । অপামণিকে সমিধেয় আতুভন্তমস্তা ন ধুমন্ত উর্শি স্বাহা । —ইদমদ্যঃ  
॥২২॥ এই মন্ত্র ঘন পাঠ করিয়া পূর্ণাহুতি দিয়া অগ্নি উপস্থান করিবেন ।  
যথা,—বহুঃ স্রবহুঃ ঐতবহুর্বিষবহুর্গোপায়না ঋষয়ো বিরাট্ছন্দোহগ্নিদেবতা  
অগ্ন্যুপস্থাপনে বিনিয়োগঃ । ওঁ চমেষ্বরশ্চ মে যজ্ঞোপাততে মনশ্চরন্তে ত্বানং তসৈ্য  
তদুপয়ন্তেরিক্তং তন্তৈতে নমঃ । ওঁ যজ্ঞং যজ্ঞপতিং গচ্ছ স্বাং যোনিমভি-  
গচ্ছ স্বাহা । এব তে যজ্ঞো যজ্ঞপতে সহ স্রজ্জবা কহুধীরং জুবস্ব স্বাহা ।  
এই মন্ত্রে অগ্নি-উপস্থাপন করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে নমস্কার করিবেন । যথা,—  
“ওঁ ব্রহ্মাং মেধাং যশঃ প্রজ্ঞাং বিভাং বুদ্ধিং শ্রিয়ং বলং । আয়ুযাং তেজ আদ্যাগ্যাং  
দেহি মে হব্যবাহন ॥” অতঃপর স্থালীপাকস্থ সূত দ্বারা সমস্ত পরিস্তরণ কুশ  
অভিষিক্ত করিয়া “ওঁ সর্পেভ্যঃ স্বাহা ।” বলিয়া বহ্নিতে আহুতি দিবেন ।  
অগ্নির নিকটস্থ ভস্ম স্রবাগ্রদ্বারা গ্রহণ করিয়া উহা হইতে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা  
অঙ্গুলীদ্বারা ভস্ম লইয়া “কোৎস ঋষির্জগতীচ্ছন্দো রুদ্রো দেবতা বক্ষাকরণে  
বিনিয়োগঃ । ওঁ মা নমোকে তনয়ে মা ন আয়ৌ মা নো যৌ মা নো অশ্বৌ  
রীরিমঃ । বীরায়ানো রুদ্র ভামিতো বধির্বিষয়ন্তঃ সদমিত্বা হবামহে” ।  
এই মন্ত্রে দক্ষিণাবর্তে উহা অভিমন্ত্রণ করিয়া “ওঁ ত্র্যায়ুযং জমদগ্নেঃ ।”  
বলিয়া ললাটে, “ওঁ কশ্যপস্ত ত্র্যায়ুযং” বলিয়া হৃদয়ে, “ওঁ অগস্ত্যস্ত ত্র্যায়ুযং”  
বলিয়া বাহমূলে, “ওঁ যদেবানাং ত্র্যায়ুযং” বলিয়া কণ্ঠে, “ওঁ তমোহস্ত  
ত্র্যায়ুযং” বলিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে তিলক প্রদান করিবেন ।

অতঃপর ব্রহ্মদক্ষিণা দিবেন । যদি কর্ত্তা স্বয়ং কৰ্ম্ম করেন, তথাপি  
কৰ্ম্ম সাঙ্গতার্থ কোন ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেন । অনন্তর পরবর্তী  
মন্ত্রে অগ্নি বিসর্জনে করিবেন । যথা,—ঐত্বিত ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা  
অগ্নিবিসর্জনে বিনিয়োগঃ । ওঁ অভ্যারমিদদ্রয়ো নিষিক্তং পুঙ্করে মধু ।  
অবতস্ত বিসর্জনে ॥

এইক্ষণ চরুপাকের বিধান বলা যাইতেছে ।—চরুস্থালী তাম্রময়ী বা সূক্ষ্মী  
করিবে । কুশলিকোক্ত বিধানে উপলপনাদি আজ্য প্রতপনাস্ত কৰ্ম্ম  
করিয়া চরু স্থালী নিজের সম্মুখে আনয়ন করিয়া গৰ্ভস্থ সাগ্র প্রাদেশ  
প্রমাণ কুশ-পত্রদ্বয় উত্তরাগ্র করিয়া তাহার উপরে স্থাপন করিবে ।  
অতঃপর সূতাক্ত তণ্ডুল আনয়ন করত “অমুষ্যে দেবতায়ৈ ত্বাহুঃ নিরুপামি ।”  
বলিয়া উচ্চাতে চারি মুষ্টি তণ্ডুল নিজেপ করিয়া “অমুষ্যে দেবতায়ৈ ত্বাহুঃ

প্রোক্ষয়ামি” বলিয়া উহা প্রোক্ষণ (অমৃত্যে স্থলে দেবতার নাম বলিবে) করিবে। পরে পাকের উপযুক্ত হুঙ্কার তণ্ডুলমধ্যে প্রদান করিয়া অন্ন অন্ন জল দিয়া চকু পাক করিবে। চকু একরূপ ভাবে পাক করিবে যেন উহা হইতে মণ্ড (ফেন) নির্গত না হয় এবং দৃষ্টি হইয়া না যায়। পরে ইখাদানান্ত কর্তব্য করিবে। পূর্ববৎ আচারাজ্য ভাগ হোম করিয়া ক্ষুদ্রমধ্যে দ্রুত দ্বারা দিয়া চকুর মধ্য হইতে ব্রেকণ দ্বারা ছইবার অন্ন গ্রহণ করিয়া ক্ষুদ্রে স্থাপন করিবে এবং তদুপরি দ্রুতক্রমে দান করিয়া হোম করিবে। যে কর্ত্তব্যে যে দেবতা তাহার নামোচ্চারণ করিয়া হোম করিতে হয়। যে কর্ত্তব্যে চকুহোম আছে, সেই কর্ত্তব্যেই এই বিধি জানিবে।

সাধারণ কুশণ্ডিকা সমাপ্ত ॥

### বিবাহ ।

বিবাহ সংস্কারের প্রথমেই ইন্দ্রাণি কর্ত্তব্য করিতে হয়। তাহার প্রণালী এইরূপ। যথা—প্রতিমুখে উপবেশন করত উপরিভাগে বিতান (চাঁদোয়া) আচ্ছাদন করিয়া ‘ও’ ইন্দ্রাণীমানস্তু নারিস্তু স্তবগামহমশ্রবম্। নহন্ত অপবক্শ ন জরসামরতে পতির্কিংশ্মাদিন্ত্র উত্তরঃ।’ এই বলিয়া প্রতিদিকে কার্পাস সূত্র দ্বারা তিনবার বেষ্টন করিবেন। তৎপরে “ও” অগ্নে বিবেচিতঃ স্বণীক দেবৈরুর্ণাবস্তং প্রথমঃ সীদ যোনিং। কুলায়িনং দ্রুতবস্তং সবিজো যজ্ঞং নয় যজমানায় সাধু। এই মন্ত্রে কেশ সমূহে উর্গাতস্ত (মাকরসানুত্র) ঘঞ্জন করিবেন।

অনন্তর কস্তাদাতা বৃদ্ধিশ্রদ্ধ ও কৃতহস্তোদক ছইয়া অর্হণার্থ আচমনীয়, দধি, মধু, কাংশপাত্রদ্বয় ও গো এই সমস্ত স্থাপন করিবেন।

তৎপরে সস্ত্রদাতা শুভলগ্ন সমুপস্থিত হইলে আচমন করিয়া স্বস্তি বাচন করত “স্বর্ঘ্যঃ সোমঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক গণেশ, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ও প্রজাপতি দেবতাদিগকে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া করবোধে জামাতা উদ্দেশে বলিবেন,—“ও সাধু ভবানাস্তাম্।” বর বলিবেন,—“ও সাক্ষহমাসে।” পরে সস্ত্রদাতা—“ও অর্চয়িষ্যামো ভবন্তম্” বলিলে বর বলিবেন,—“ও স্রচ্চয়।”

অতঃপর কস্তাদাতা বরকে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, বস্ত্র, মালাদি প্রদান করিয়া দূর্কা ও আতপ চাউল দক্ষিণহস্তে লইয়া বরের দক্ষিণ জাহ্ন ধারণ করত “ওমগ্ভার্মৈক মাসি অমুকরাশিহে তাবরে অমুকে পক্ষে অমুকভিত্তো

অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশৰ্মণঃ প্রপৌত্রঃ, অমুকগোত্রস্ত অমুক-  
প্রবরস্ত অমুকদেবশৰ্মণঃ পুত্রঃ অমুকগোত্রঃ স্ত্রীঅমুকদেবশৰ্মণঃ বরঃ ।  
অমুকগোত্রস্তামুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশৰ্মণঃ প্রপৌত্রীঃ, অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্ত  
অমুকদেবশৰ্মণঃ পৌত্রীঃ । অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ পুত্রীঃ  
অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং স্ত্রীঅমুকদেবশৰ্মণানাং কন্যাং শুভবিবাহেন  
দাতুমিতিঃ পাণ্ডাদিভিরভ্যৰ্চ্য বরভেন ভবন্তুমহং ব্ৰুণে” । এই বাক্যটি বলিলে  
বর বলিবে—“ওঁ বৃতোহস্মি ।” পরে কন্যাদাতা “ওঁ যথাবিহিতং বিবাহ-  
কৰ্ম কুৰ্ভু” এই বলিলে, বর—“ওঁ যথাজ্ঞানতঃ করবাণি ।” ইহা বলিবে ।

অনন্তর আচারানুসারে বরকন্যার মুখচন্দ্রিকা সম্পাদন করিবে । পরে  
ব্যবহারানুসারে জামাতা ও সম্প্রদাতা আসনে উপবেশন করিবে । পরে দাতা  
বিষ্টর হস্তে লইয়া “ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাম্ ।” এই বলিয়া  
বরকে বিষ্টর দান করিবে । বর “ওঁ বিষ্টরং প্রতিগৃহ্ণামি”—এই বলিয়া  
বিষ্টর গ্রহণ করত “ওঁ অহং বস্ম ইত্যস্য প্রজাপতিঋষিঃ পুঙ্খন্মঃ পরমেষ্ঠী  
দেবতা বিষ্টরাসনদানে বিনিয়োগঃ । ওঁ অহং বস্ম সজাতানামুত্তমামিষ স্ত্রী  
ইমন্তুমভিষ্ঠামি যো মা কশ্চাভিদাসতি ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উত্তরাগ্র  
বিষ্টরোপরি উপবেশন করিবে । পরে কন্যাদাতা পাণ্ড লইয়া,—“ওঁ পাণ্ডঃ  
পাণ্ডঃ পাণ্ডঃ প্রতিগৃহ্যতাম্ ।” বলিয়া বরকে দিবে এবং জামাতা “ওঁ পাণ্ডঃ  
প্রতিগৃহ্ণামি ।” এই বলিয়া হস্তদ্বারা গ্রহণ করত তাহা হইতে একটু জল  
লইয়া মন্তকে দিবে । অতঃপর দাতা আচমনীয় হস্তে লইয়া,—“ওঁ আচ-  
মনীয়মাচমনীয়মাচমনীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং” বলিয়া বরের হস্তে দিবে । বর “ওঁ  
আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্ণামি ।” বলিয়া তাহা গ্রহণ করত তদ্বারা “ওঁ অমৃতোপস্করণ-  
মসি স্বাহা ।”—বলিয়া আচমন করিবে । পরে কাংস্যপাত্রস্থ দধি, মধু ও ঘৃত  
লইয়া তাহা পাত্রান্তর দ্বারা আচ্ছাদনপূর্বক “ওঁ মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কঃ  
প্রতিগৃহ্যতাম্ ।” এই বলিয়া বরকে মধুপর্ক দান করিলে বর “ওঁ মধুপর্কং প্রতি-  
গৃহ্ণামি বলিয়া “ওঁ মিত্রস্য স্বা ইত্যস্য প্রজাপতিঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রী-  
চ্ছন্দো মধুপর্কপ্রেক্ষেণে বিনিয়োগঃ । ওঁ মিত্রস্য স্বা চক্ষুষা প্রতীক্ষে ।”—এই মন্ত্রে  
উহা দর্শন করিয়া—“ওঁ দেবস্য স্বা ইত্যস্য প্রজাপতিঋষিঃ পূষা দেবতা গায়ত্রী-  
চ্ছন্দো মধুপর্কগ্রহণে বিনিয়োগঃ । ওঁ দেবস্য স্বা সবিতঃ শ্রববেহসিনোঋহিত্যাং  
পুষো হস্তাভ্যাং প্রতিগৃহ্ণামি ।” বলিয়া গ্রহণ করত “ওঁ মধুবাভেতি মিথামিত্র-  
ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দো মধুপর্কলোভনে বিনিয়োগঃ । ওঁ মধুবাভ্য

অতঃপর মধু করন্তি লিঙ্গবঃ ।” ইত্যাদি মন্ত্রে অকুষ্ঠ ও অনামিকাবুলী দ্বারা তিনবার আলোড়ন করিয়া—“ওঁ বসবস্থা গায়ত্রেশ ছন্দসা তক্ষরত্ব ।” বলিয়া সমুখ-ভাগে কিঞ্চিৎ নিক্ষেপ করিবেন এবং—“ওঁ কদ্রাঙ্গা ত্রৈলোক্যেন ছন্দসা তক্ষরত্ব ।” ইহা বলিয়া দক্ষিণদিকে কিঞ্চিৎ নিক্ষেপ করিবে ।—“ওঁ আদিত্যাঙ্গা জগতেন ছন্দসা তক্ষরত্ব ।” বলিয়া পশ্চাদিকে—“ওঁ বিশ্বদেবাঙ্গা অকুষ্ঠুভেন ছন্দসা তক্ষরত্ব ।” ইহা বলিয়া “ওঁ ভূতেভ্যামুংক্ষিপামি” বলিয়া মধ্যে কিঞ্চিৎ নিক্ষেপ করত “ওঁ বিরাজোদোহোহিঃ ।” এই মন্ত্রে কিঞ্চিৎ আত্মাণ (পূর্বরীতি অনুসারে ভোজন) করিবেন । তৎপরে আচমন করিয়া—“ওঁ বিরাজো দোহমসি ॥” বলিয়া দ্বিতীয়বার, “ওঁ ময়ি দোহঃ পাত্যতৈ বিরাজ ।” বলিয়া তৃতীয়বার লইবেন । তৎপরে আচমন ও আচমন-বিধানান্তর “ওঁ অমৃতাধিবানমসি” মন্ত্রে পুনরাচমন করিয়া পুনরায় শৌচার্থ “ওঁ সত্যং যশঃ শ্রীময়ি জ্ঞতঃ শ্রয়তাম্” এই মন্ত্রে দ্বিতীয়বার আচমন করিয়া কৰ্ম্মাঙ্গ আচমন করিবেন ।

অনন্তর কতাদাতা—“ওঁ গোৰ্গোৰ্গোঃ” এইরূপ তিনবার বলিলে বর—“ওঁ হতো মে পাপমা পাপমা মে হতঃ ।” এইমন্ত্রে গোমোচন করিয়া “ওঁ মাতা কদ্রাণামিত্যস্য বশিষ্ঠ ঋষিঃ স্রষ্টৃপুংছন্দো গোদৈবতা গবাজ্-মন্ত্রেণ বিনিয়োগঃ । ওঁ মাতা কদ্রাণাং হুহিতা বহুনাং স্বনাদিত্যানামমৃতত নাভিঃ প্রভুবোচং চিকিতুষে জনায় মাগামনাগামদিতিং বধিষ্ঠ ।”—এই মন্ত্রে গো অভিমন্ত্রণ করিবেন । পরে নাপিত বলিবে—“বন্ধনাগুতোহয়ং গোঃ” ।

অনন্তর কত্যা আনয়নপূর্বক ব্রাহ্মণদ্বিগকে স্তম্ভবাচন করাইয়া বরকে পাঠ করাইবেন, যথা,—“ওঁ দীর্ঘায়ুঃ শ্রীঃ শান্তিঃ পুষ্টিশান্ত শিবা আপঃ সন্ত অক্ষত-ধারিষ্টকাস্ত ।”

অনন্তর কত্যা-সম্প্রদান করিবে । যথা,—প্রথমতঃ দাতা,—“ওঁ সাক্ষাদনা-লঙ্কতাই কত্যায়ে নমঃ ।” এই বলিয়া তিনবার কত্যাকে অর্চনা করত “বিষ্ণু-রোম্ তৎসদস্য অমুকে মাসি অমুকরাশিহে ভাহরে অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মা (সম্প্রদাতার নাম) অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশৰ্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুক-দেবশৰ্ম্মণঃ পৌত্রায় অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্ত অমুকদেবশৰ্ম্মণঃ পুত্রায় অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মণে বরায় তুভ্যং । অমুক-গোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশৰ্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশৰ্ম্মণঃ পৌত্রীং অমুকগোত্রস্ত অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশৰ্ম্মণঃ পুত্রীং,

অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং অমুকীদেব্যভিধানাং কন্তাং প্রজাপতিদেবতাকাং  
অমুকগোত্রস্য অমুকস্য অমুককামঃ অহং সম্ভবদে ।” এই বাক্যটা পাঠ  
করিয়া কন্যাদান করিলে বর “স্বস্তি” এই বাক্য বলিবেন ।

পরে “ওঁ ধৰ্ম্মে চাৰ্থে চ কামে চ ন ব্যভিচারিতব্য। ত্বয়েয়ম্ ।” এই মন্ত্র  
পাঠ করিলে বর বলিবেন, — “ওঁ বাচম্ ।”

অন্তঃপর বর কন্তাকে অভিমৰ্ষণপূৰ্ব্বক নিম্নলিখিত কামস্ততি পাঠ করিবেন ।

যথা—“ক ইদমিত্যস্য প্রজাপতিঋষিঃ কামো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ কন্তা-  
গ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক ইদং কন্ম্বা অদাৎ কামঃ কামো আদাৎ কামো  
দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ কামেন ত্বাং প্রতিগৃহ্ণামি  
কামৈমতন্তে । ওঁ বৃষ্টিরসি দ্যৌস্তা দদাতু পৃথিবী ত্বা প্রতিগৃহ্ণাতু ।”

তৎপরে দাতা “দক্ষিণাঃ পাস্তু বহু দেয়ক নোহস্ত প্রজাপতিঃ প্রীয়তাঃ  
তিথিকরণং মুহূৰ্ত্তনক্ষত্রে গ্রহলগ্নসম্পদঃ সন্ত ।” ইহা পাঠ করিয়া পুণ্যাহং,  
স্বস্তি ও ঋদ্ধি, তিনবার বলিয়া উপকপাঙ্ক হস্তে লইয়া—“ ওঁ অনাঘৃষ্ট-  
মনাঘৃষ্টঃ দেবানামোজোভিশস্তিপাঃ । অনতিশস্তমঞ্জদা সংসত্য অপাগয়ং  
স্থিতে মধোঃ । ওঁ যৎ কুক্ষি রামমিত্যঙ্গিরাঃ প্রজাপতিঋষির্কিংশ্বেদেবা দেবতা  
গায়ত্রীচ্ছন্দোহতিমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ । ওঁ যৎ কুক্ষি রামং বলনং পুত্রোহঙ্গি-  
রসামদে তেন নোদ্য বিষেদেবাঃ সম্প্রিয়ং সমজীজনং ।” -এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ  
করিয়া—“ওঁ সমুদ্রকোষ্ঠাঃ সলিলস্য মধ্যাং পুনানারন্ত্যনিবেশমানাঃ । ইন্দ্রো বা  
বজ্রী বুযভো বরাদ ত্বা আপো দেবীরিহ মা মবন্ত । ওঁ বা আপো দিব্যা উত  
বা অস্বস্তি খনিজিমা উত বা বা স্বয়ং জাঃ সমুদ্রার্থায়াঃ শুচয়ঃ পাবকান্তা আপো  
দেবীরিহ মা মবন্ত । ওঁ যাদাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানুতে অবপশ্চজ্জ-  
নানাম্ মধুচ্চ্যুতঃ শুচয়ো যাঃ পাবকান্তা আপো দেবীরিহ মা মবন্ত । ওঁ বাহু রাজা  
বরুণো যাস্তু সোমো বিষেদেবা বা হৃজ্যং মদন্তি । বৈখামরো যাবয়িঃ প্রবিষ্ঠান্তা  
আপো দেবীরিহ মা মবন্ত ।”—এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কন্তাকে অভিব্যেক করি-  
বেন । পরে নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া কন্তাকে স্পর্শ করিবেন । যথা,—ওঁ আনঃ  
প্রজাইতি প্রজাপতিঋষির্কিংশ্বেদেবা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দোহিপামাঙ্কনে বিনি-  
য়োগঃ । ওঁ আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায় সমনতু র্যমা অহর্ষজলীঃ  
প্রতিলোক মা বিশ শরো ভব দ্বিপদে শকতুস্পদে । ওঁ অধৌচক্ষুরপাভিযোমি  
শিবা পশুভ্যঃ স্রমনা হুবর্জাঃ । বীরমর্দেবকাষা শ্রোনা শরো ভব দ্বিপদে  
শকতুস্পদে ।” তদনন্তর সূর্যাদি দ্বারা বরদক্ষিণা দিবেন

অনন্তর বর বধুর অধোবাস গ্রহণপূর্বক গৃহপ্রবেশ করিবেন। অতঃপর লোকধর্ম ও গ্রামধর্ম অনুসারে যে সকল কার্য আছে তাঙ্গা সমাধা করিবেন।

### ( বিবাহানন্তর ) কুশণ্ডিকা ।

“স্বস্তি নোমিমীতা” ইত্যাদি মন্ত্রে (২য় কাণ্ড দেখ) স্বস্তিবাচনপূর্বক মণ্ডপে আঘোড়শাস্ত্র অরলী নির্য্যহন করিয়া সেই বহিরারা জাতকর্ম্ম, অন্নাদান, চূড়াধারণ, উপনয়ন, সমাবর্তন ও বিবাহকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হয়। তাহার অসম্ভব হইলে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের গৃহ হইতে বহিঃ আনয়ন করত কুশণ্ডিকা বিধানে উপলেকনাদি আজ্যভাগান্ত কর্ম্ম করিয়া (২৩ পৃঃ দেখ) যোজক নামক বহির আবাহন করিয়া ক্রমে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবেন। পরে বহির উত্তরে শিল ও নোড়া সংস্থাপন করিয়া তদুপরি জলপূর্ণ কলসী রাখিয়া, বর কস্তাকে স্পর্শ করত নিম্ন নয়টি মন্ত্রে বহিতে যত্ন সহিত দিবেন,—“ওঁ অগ্ন আয়ুংষি ইতি তিস্থণাং শতং বৈথানুসংখ্যয়োগিঃ পবমানো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্ন আয়ুংষি পরস আম্রবোজমিষং চ নঃ। অরৈ বাধষ হুঙ্কুনাং স্বাহা ॥১॥ ওঁ অগ্নি ঋষিঃ পবমানঃ পাকুজনাঃ পুরোহিতঃ। তমীমহে মাহবয়ং স্বাহা ॥২॥ ওঁ অগ্নে পবস্ব অপা অশ্বে বচঃ সুরীর্ষাং। দধ-  
দ্রয়িং ময়িং পোষং স্বাহা ॥৩॥ ওঁ স্বর্যোমা ভবসি যং কনীনাং নাম স্বধাবনগুহং বিভর্ষি। যুক্তস্তি মিত্রং স্বধিতং নগোভির্ঘনমপতী সমনা কণোষি স্বাহা ॥৪॥ ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতাভ্যো বিধা জাতানি পরিতা বভূব। যংকামান্তে জুহুমন্তমোহন্ত বয়ং শ্রাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা ॥৫॥ পরে নিম্ন ব্যাহতি দ্বারা চারটি আহতি দিবে। “ওঁ ভূঃ স্বাহা। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ওঁ স্বঃ স্বাহা। ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ স্বাহা”।

তদনন্তর বর নিম্নমন্ত্রে পশ্চিম মুখ হইয়া পূর্ব মুখোপবিষ্ট। বধুর দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী গ্রহণ করিবেন—ওঁ গৃভ্রামি ইতি প্রজাপতিঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ কস্তাপাণিগ্রহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ গৃভ্রামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্ট্রিযথা সঃ। ভগোহর্য্যমা সবিতা পুরন্ধি ঋষ্যং স্বাহা-  
হ পত্যায় দেবাঃ”

তৎপরে বর “ওঁ অমোহমস্মি ইতি প্রজাপতিঋষিরপ্পূর্বেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ কস্তাপরিণয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ অমোহমস্মি সা ভ্রমস্য মোহং ধৌরহং পৃথিবী-  
ত্বং সানাহমস্মি ঋক্ ত্বং তাবৈব বিবহাবহৈ প্রজাং প্রজনয়্যাবহৈ সস্ত্রিমৌ যোচ্চিকু সমনস্য মন্থে জীবেম পরমঃ শতম্” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বহিঃ ও

জলপূর্ণ কলনী প্রদক্ষিণ করিয়া নিম্নমস্ত পাঠ করিয়া শিলার উপরে আরোহণ করিবেন ।—“ওঁ ইমমশ্মানমিতি মেধাতিথিঞ্চ বিয়গির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্-  
ছন্দোহম্মারোহণে বিনিয়োগঃ । ওঁ ইমমশ্মান মা রোহামশ্বেব জ্বং হিরা ভব ।  
সহজপ্রতনায়তোহভিতিষ্ঠ প্রভত্ততে ।”

অতঃপর কন্যা শিলা হইতে অবতীর্ণ হইলে ভ্রাতা বা ভ্রাতৃস্থানীয় অন্য  
কেহ তাহার অঙ্গলিতে দ্ব্যস্ত্রব ও ছুইবার লাজ প্রদান করিবে । তখন বধু তিন  
বার বহিঃ প্রদক্ষিণ করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে বহিতে লাজাহতি দিবেন,—  
আহতি যেন বহিমধ্যে পতিত হয় । “ওঁ অর্যমনমিতি প্রজাপতি-  
ঋষিঃ সবিতা দেবতা বৃহতীচ্ছন্দো লাজহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ অর্যমনঃ  
সু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষতঃ । স ইমাং দেবো অর্যমা প্রেতো মুক্ষাতু মামুত  
স্বাহা ।” তৎপরে—“ওঁ অমোহমস্মি” ইত্যাদি মন্ত্রে বহিঃ ও জলপূর্ণ কুন্ত  
প্রদক্ষিণপূর্বক—“ইমমশ্মানমারোহ ।” ইত্যাদি মন্ত্রে শিলার উপরে অধি-  
রোহণ করাইয়া পুনর্বার বধুকে অবতরণ করাইয়া পুনরায় পূর্বের ত্রায় অঙ্গলি  
পূর্ণ করিয়া—“ওঁ বরুণং ত্বদেবমিতি প্রজাপতিঋষিঃ সবিতা দেবতা বৃহতীচ্ছন্দো  
লাজহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ বরুণং ত্বদেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষতঃ । স ইমাং দেবো  
বরুণঃ প্রেতো মুক্ষাতু মামুত স্বাহা ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অনলে পূর্ববৎ  
আহতি দিবে । পুনরায় “অমোহমস্মি” ইত্যাদি মন্ত্রে অনল ও জলপূর্ণ কুন্ত  
প্রদক্ষিণ ও “ইমমশ্মানমারোহ” ইত্যাদি মন্ত্রে শিলার উপরে আরোহণ  
করিয়া শিলা হইতে অবতরণ করত পূর্ববৎ লাজাহতি গ্রহণ করিয়া “ওঁ  
পুষণং ত্বদেবমিতি প্রজাপতিঋষিঃ সবিতা দেবতা বৃহতীচ্ছন্দো লাজহোমে  
বিনিয়োগঃ । ওঁ পুষণং ত্বদেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষতঃ । স ইমাং দেবো পুষা  
প্রেতো মুক্ষাতু মামুত স্বাহা ।” বলিয়া আহতি দিয়া পূর্ববৎ “ওঁ অমোহমস্মি  
ইত্যাদি বলিয়া বহির অভিমুখীকরণ করত কুলার কোণ দ্বারা তুষীভাব্যে  
একবার অনলে আহতি দিবেন ।

তদনন্তর বর “ওঁ প্র জ্ঞা মুক্ষামি বরুণস্ত পাশাং যেন জ্ঞা বধ্যাং সবিতা  
সুশেবঃ । ঋতস্য যোনৌ সুহৃতস্য লোকেহরিষ্ঠাং জ্ঞা সহপত্যা দধামি ।” এই  
মন্ত্রে বধুর কেশ মোচন করিয়া “ওঁ প্রেতো মুক্ষামি নামুতঃ । সুবন্ধা মমুতক্ষরং  
যথেরমিস্ত্রবিচ্ছদ সুপুত্রা সুভগা সতি ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কেশবন্ধন  
করিয়া দিবেন ।

অনন্তর বর নিম্নমস্ত পাঠ করিয়া বধুকে আলোপনাক্রান্ত সপ্তমণ্ডলে সপ্ত



পদী গমন করাইবেন। (গমনপ্রণালী ২৪পৃঃ নোট দেখ) বথা,—“ওঁ ইষ একপ-  
দীতাদীনং প্রজাপতিঞ্চ বিরিজোদেবতান্ধু পুচ্ছদঃ সপ্তপদীকরণে বিনিয়োগঃ।  
“ওঁ ইষ একপদীভব সামামনুজ্ঞা ভব পূজা ন বিন্ধাবহৈ বহুংস্তে সত্ত জরদ-  
ষ্টয়ঃ ॥ ১ ॥” অপর ছয়টি মন্ত্র বথা—“স্বর্ঘ্যযুহতে” ইত্যাদি ॥ ২ ॥ “ওঁ উজ্জৈ  
দ্বিপদীভব” ইত্যাদি ॥ ৩ ॥ “ওঁ রায়স্পোষায় দ্বিপদী ভব”—ইত্যাদি ॥ ৪ ॥  
“ওঁ মারোভব্যায় চতুস্পদীভব”—ইত্যাদি ॥ ৫ ॥ “ওঁ প্রজ্ঞানু পঞ্চপদী ভব  
ইত্যাদি ॥ ৬ ॥ “ওঁ ঋতুভ্যঃ ষট্পদী ভব”—ইত্যাদি ॥ ৭ ॥ দ্বিতীয় মন্ত্র হইতে  
প্রত্যেক মন্ত্রেই ভব পর্যন্ত পাঠ করিয়া প্রথম মন্ত্রের “সামনুজ্ঞা” হইতে  
অবশিষ্ট মন্ত্র পাঠ করিবেন।

পরে কলসস্থ জল দ্বারা দম্পতির মস্তকে অভিষেক করিতে হইবে।  
যতক্ষণ পর্যন্ত রথ অরুদ্ধতী ও সপ্তর্ষি নক্ষত্র দর্শন না করিবেন, ততক্ষণ  
পর্যন্ত দম্পতি যৌনভাবে উপবিষ্ট থাকিবেন, পরে সর্ষদিক্ অলোকন করিয়া  
প্রায়শ্চিত্ত হোম ও ষষ্টিকৃত্তোম করিবেন। (১৫—১৬পৃঃ দেখ)।

অনন্তর বর ভব দর্শন করিয়া নিম্নমন্ত্র পাঠ করিবেন,—“ওঁ ঋবদাদিত্যস্ত  
প্রজাপতিঞ্চ ঋষি পুত্রা দেবতা জগতীচ্ছন্দো ঋবদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋবা  
দ্যো ঋবা পৃথিবী ঋবাসঃ পর্বতা ইমে ঋবঃ বিশ্বমিদং জগদ্ঋবো রাজা  
বিশ্বাময়ঃ। ওঁ ঋবং তে রাজা বরুণো ঋবং দেবো বৃহস্পতিঃ। ঋবং ত  
ইক্ষশ্চাশ্বিচ্চ রাষ্ট্রং ধারয়তাং ঋবম্।”

পরে বর “ওঁ পূর্বাধে তো নয়তু হস্তগৃহাখিনা ভা প্রবহতাং রথেন। গৃহান্  
গচ্ছ পৃথপত্নী স্বর্ঘ্যাদো বশিনী ভ্ব বিদধমাবদাসি।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া  
বধুর সহিত বানারোহণ করিবেন। যদি নদীপথে যানাদি আরোহণ করিতে  
হয়, তাহা হইলে “মন্ত্রধ্বনুভিষ্ঠতঃ প্রতরতা সখয়া” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া  
বানারোহণ করিবেন।

এই সময়ে নিজের সম্মুখে বিবাহবহি আনয়ন করিবেন। অনন্তর কত্কা  
নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন,—“ওঁ মা বিদনুপরিপস্থিনো য আসৌদস্তি দম্পতী।  
সুমেভিতুর্গমতীতামপ জাহ্নরাতরঃ। এবং “ওঁ স্রমঙ্গসৌরিয়ং বধুরিমাং সমেত  
পশ্চত। সৌভাগ্যমস্তৈ দত্তা স্বাধনস্তঃ বি পরেতন।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া  
দর্শকগণকে দর্শন করাইবেন।

অতঃপর বর নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া পত্নীকে গৃহে প্রবেশ করাইবেন,—“ওঁ  
ইহ প্রিয়ং প্রজয়া তে সমুদ্রতামগ্নিন্ গৃহে গাহপত্যায় জাগৃহি। এনা পত্যা

তৎসং নং স্বপ্নস্বাপ্নাজিহ্রী বি দধমা বদাধঃ ।” পরে বধূর সহিত বর স্বধচন্দ্রোপরি উপবেশন করত বিবাহবহিতে আজ্যাহতি প্রদান করিবেন,—“ওঁ আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতি-রাজরসায় সমনঙ্কর্যমা । অহর্ষঙ্গলীঃ পতিলোকমা-বীশ শমো ভব দ্বিপদেশকতুন্দে স্বাহা ॥ ওঁ ইমাং ভ্রমীক্স মীঢ়ঃ স্তপুত্রাং স্তভগাং কৃণু । দশাস্যাং পুত্রানাবেহি পতিমেকাদশং কৃধি স্বাহা ॥ ওঁ সম্রাজী ঋত্তরে ভব সম্রাজী ঋগ্রাং ভব ননান্দরি চ সম্রাজী ভব সম্রাজী অধিদেবু স্বাহা ॥ “ওঁ সমঞ্জস্ত বিধে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নো । সম্যতরিখা সন্ধাতা সমুদেবী দধাতু নো ।” অতঃপর আহতি শেষ আজ্যধারা বধূর হৃদয়দেশ স্পর্শিত করিবে ।

### চতুর্থী-হোম ।

নিত্যক্রিয়া সম্পাদনপূর্বক শিখিনামক অগ্নি স্থাপন করিয়া তাহার আবাহন ও পূজা করিয়া প্রথমে প্রাজাপত্য চক্র গ্রহণ করিয়া আজ্যাহতি দিয়া—“ওঁ ভূঃ পৃথিব্যে দিব্যায় মহতে চ স্বাহা ॥ ওঁ ভুবো বায়বে চাক্তরীক্ষায় মহতে চ স্বাহা ॥ ওঁ স্বঃ স্বর্ধ্যায় দিব্যায় মহতে চ স্বাহা ॥ ওঁ ভূত্ববঃ স্বশস্ত্রমসঃ নক্ষত্রেভ্যঃ দিগ্ভ্যশ্চ দিব্যায় মহতে চ স্বাহা ॥”

### অথ চক্রহোম ।

“ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি বাস্যা পতিব্রী তনুস্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ বায়ো প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি বাস্যা অপুত্র্যা তনুস্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ সূর্য্যঃ প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি বাস্যা অপসব্যা তনুস্তামস্যা অপজহি স্বাহা ॥ ৩ ॥ ওঁ বরুণঃ দেবং কন্যা অগ্নি অযজ্ঞতঃ । স ইমং দেবো বরুণঃ প্রোতো যুগাতু নামুত স্বাহা ॥ ৪ ॥ ওঁ পূষাণং ইত্যাদি ॥ ৫ ॥ ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্ব-জাতানি পরিতা বভূব । যৎ কামান্তে জুহুমস্তমো অজ্ঞ বয়ং শ্রাম পতয়ো রয়ীনাং স্বাহা ॥ ৬ ॥”

অনন্তর ব্রাহ্মণ ভোজন ও দক্ষিণা দান করিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন ।

### ঋতুসংস্কার ।

গর্ভাদান সংস্কার ব্যতীত “ঋতুসংস্কার” নামে আর একটি সংস্কার আছে । এই সংস্কারে নারকতনামা অগ্নি স্থাপন করিতে হয় ।

প্রথম রজোদর্শন কালে পত্নী ঋতুত্রয় আচরণ করিয়া ত্রিরাত্র গৃহমধ্যে অতিবাহিত করিবে। পরে ষোড়শদিনান্তরে জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত নিবন্ধ দিবসে শুভলগ্নে পতি নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া প্রাঙ্গণে বা ছায়ামণ্ডপে মঙ্গল-বাঞ্ছধনি সহকারে আসনে উপবিষ্ট হইবেন। পরে পত্নী বস্ত্র ও অলঙ্কার ধারণপূর্বক নাভিদেশে সুবর্ণপদ্ম নিহিত করিয়া পতির বামভাগে উপবিষ্টা হইবেন। পরে আচমনপূর্বক স্থতিবাচনাদি করিয়া সঙ্কর করিবেন—“অদ্যেত্যাদি মংপত্ন্যাঃ শ্রীঅমুকদেব্যাঃ প্রথমঋতুসংস্কারাঙ্গসত্রককহোমাদি-কর্ম্মাহং করিষ্যে ।”

পরে কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে উপলপনাদি মেক্ষণ সংস্কারান্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া প্রাজাপত্য চক্র হোম করিবে। মুষ্টি গ্রহণে দেবতার নাম যথা,—“বিষ্ণুত্বষ্ট্ প্রজাপতিধাতৃত্যত্বাজুহুং ইত্যাদি, এবং সিনীবালীসরস্বত্যশ্বিত্যঃ অশ্বিত্যাং প্রজাপত্যে বিষ্ণবে প্রজাপত্যে ।” অনন্তর অগ্নির নামকরণ ও আঘারাজ্যভাগান্ত কর্ম্ম করিবেন। পরে পতি ঋচে ঋব দ্বারা ঘৃত ধারা দিয়া মেক্ষণ দ্বারা চক্র গ্রহণপূর্বক নিম্ন মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিবেন। যথা,—“বিষ্ণুর্ধোনিমিত্তাত্ত সূক্তস্য বশিষ্ঠঋষির্লিঙ্গোক্তা দেবতাহুত্পুচ্ছন্দঃ প্রথমঋতু-সংস্কার-কর্ম্মনি চক্রহোমে বিনিয়োগঃ । ও বিষ্ণুর্ধোনিং কল্পয়ত্ব ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু । আসিঞ্চতু প্রজাপতিধাতা গর্ভং দধাতু তে স্বাহা ।—ইদং বিষ্ণুত্বষ্ট্ প্রজাপতিধাতৃত্যঃ ॥ ১ ॥ হিরণ্যগর্ভ ঋষিঃ সিনীবালীসরস্বত্যশ্বিনো দেবতা অহুত্পুচ্ছন্দো গর্ভাধানে চক্রহোমে বিনিয়োগঃ । ও গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি । গর্ভং তে অশ্বিনো দেবাবধাতাং পুঙ্করভ্রজা স্বাহা ।—ইদং সিনীবালীসরস্বত্যশ্বিত্যঃ ॥ ২ ॥ হিরণ্যগর্ভ ঋষিরশ্বিনো দেবতাহুত্পুচ্ছন্দঃ চক্রহোমে বিনিয়োগঃ । ও হিরণ্যগী অরণী যন্ত্রিষ্মহতো অশ্বিনাতস্তে গর্ভং হবামহে দশমে মাসি সূতবে স্বাহা—ইদমশ্বিত্যাং ॥ ৩ ॥ হিরণ্যগর্ভ ঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতাহুত্পুচ্ছন্দঃ চক্রহোমে বিনিয়োগঃ । ও নেজমেবপর্যাপত সপুত্রঃ পুনর্যাপত অসৌ মে পুত্রকামায়ৈ গর্ভমাধেহি যঃ পুমান্ স্বাহা ।—ইদং প্রজাপত্যে ॥ ৪ ॥ হিরণ্যগর্ভ ঋষির্বিষ্ণুর্দেবতাহুত্পুচ্ছন্দঃ চক্রহোমে বিনিয়োগঃ । ও বিষ্ণোঃ রূপেণাস্যাং নার্যাং গর্ভিণ্যাং পুমাংসং পুত্রমাধেহি ঐষ্টেন দশমে মাসি সূতবে স্বাহা ।—ইদং বিষ্ণবে ॥ ৫ ॥ প্রজাপত ইত্যস্য হিরণ্যগর্ভ ঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা ত্রিষ্টপুচ্ছন্দঃ চক্রহোমে বিনিয়োগঃ । ও প্রজাপতে ম ত্বদেতাগ্ৰজো বিশ্বা জাতানি পশি তা বভূব । যৎ কামীস্তে জুহুমস্তুরোহিস্ত বয়ং ভাম পত্যো রমীনাং স্বাহা ।—ইদং প্রজাপত্যে ॥ ৬ ॥ হিরণ্যগর্ভ ঋষির্বিষ্ণুর্দেবতাহুত্পুচ্ছন্দঃ চক্রহোমে বিনিয়োগঃ । ও যথেষৎ

পৃথিবী মনুষ্যভাষা গর্তমাধে । এবং স্বং গর্তমাধেহি দণমে মাসি সূতবে বাহা । —  
ইদং বিধবে ॥ ৭ ॥”

অনন্তর পতি বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করত পত্নীর মস্তক স্পর্শ করিবেন । যথা,—  
“ওঁ অপ নঃ শোশুচ দধমিত্যাদ্য হুক্ত্য কুংস ঋষিরগ্নির্দেবতা গায়ত্রীছন্দঃ  
শির আলভনে বিনিয়োগঃ । ওঁ অপ নঃ শোশুচ দধমগ্নে শুশুগ্ধ্যা রসিং ।  
অপ নঃ শোশুচদধং । ওঁ স্রুক্ষেত্রিয়া স্রুগাতুরা বহুয়া চ যজামহে । অপ নঃ  
শোশুচদধং । প্রযন্তন্দিষ্ট এযাং প্রাশ্রাকাসচ স্রয়ঃ । অপ নঃ শোশুচদধং ।  
ওঁ স্রয়ো জায়েমহি প্রতে বয়ং । অপ নঃ শোশুচদধং । ওঁ প্র যদগ্নেঃ সহ  
স্বতো বিশ্বতো যন্তি ভানবঃ । অপ নঃ শোশুচদধং । ওঁ স্বং হি বিশ্বতো মুখঃ  
বিশ্বতঃ পরিভুরসি । অপ নঃ শোশুচদধং । ওঁ বিশ্বো নো বিশ্বতো মুখাতি  
নাবেব পারয় । অপ নঃ শোশুচদধং । ওঁ স নঃ সিকুমিব নাব যাতি বধা  
স্বন্তয়ে । অপ নঃ শোশুচদধম্ ।”

অন্তঃপর পতি উখিত হইয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে সূর্য্যার্থ্য দিবেন ।—“আরুক্ষে-  
পেতি মন্ত্রস্ত হিরণ্যাস্তু প ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপছন্দঃ সূর্য্যার্থ্যাদানে বিনি-  
য়োগঃ । ওঁ আ কুশ্লেণ রজসা বর্জমানো নিবেশয়ন্নৃতং মর্ত্যক হিরণ্যয়েণ  
সবিতা রথেনা দেবো জাতি ভুবনানি পশুন্ । ওঁ বিশ্বাত্মা চ বিশ্বকর্তা চ বিশ্বেশো  
বিশ্বদক্ষিণঃ । নবপুষ্পোৎসবে চৈতদগৃহণার্থ্যং দিবাকর । নমস্তে পদ্মিনী-  
কান্ত সুধাকান্ত নমোহন্ত তে । নবপুষ্পোৎসবে চৈতদগৃহণার্থ্যং দিবাকর ।”

অনন্তর নিম্নমন্ত্র পাঠ করত পতি পত্নীকে কল প্রদান করিবেন । মন্ত্র  
যথা,—“যাঃ ফলিনীরিত্যাদ্য ত্রিত ঋষির্কনপতির্দেবতাহুষ্টুপছন্দঃ কলদানে  
বিনিয়োগঃ । ওঁ যাঃ ফলিনীর্ধা অদলা অপুপ্পা যাশচ পুষ্পিণীঃ । বৃহস্পতিপ্রসূ-  
তাত্তানো মুক্ষস্বঃসঃ ।” পরে বধুকে আশীর্বাদ করিবেন । পত্নী পুত্র জননার্থ  
হস্ত প্রসারণ করিয়া কল গ্রহণ করিবে ।

তৎপরে শ্বিষ্টকুলাদিহোম সমাপন করত অগ্নেত্যাদি মৎপত্ন্যা অমুকীদেব্যাঃ  
কুৈতত্ত্বতুংসংস্কারকর্ষ্যাস্তুতসব্রহ্মণোমকর্ষ্যপ্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণাগ্নিং পূর্বপাত্ৰাহু-  
কলভোজ্যং ত্রীবিবৃদৈবতং অমুকগোত্রায় ত্রীঅমুকদেবশর্ষণে ব্রহ্মণেহং সম্ভ-  
দদে । এই বলিয়া ব্রহ্মদক্ষিণার্থ পূর্বপাত্ৰ বা তদনুকুল ভোজ্যদান করিয়া  
অহিদ্রাবধারণ করিবেন ।

### গর্তাধান । \*

ঋতুর পঞ্চমদিন হইতে বোল দিনের মধ্যে যুগ্মদিনে জ্যোতিঃ শাস্ত্রোক্ত শুভলগ্নে পতি সাগন্ধতা পত্নীকে শয্যার আনিয়া তৎসহ সুখোপবিষ্ট হইয়া পতিপুত্রবতী স্ত্রীকর্তৃক পিষ্ট শূকশিখিরস পত্নীর দক্ষিণ নানারন্ধ্রে বক্ষ্যমাণ মস্ত্রে প্রদান করিবেন । মন্ত্র যথা—“ও উদীর্ঘাত ইতি মন্ত্রদ্বয়স্য হৃদ্যা-সাবিত্রীঋষিঃ হৃদ্যাসাবিত্রী দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দো নম্যাদানে বিনিয়োগঃ । ও উদীর্ঘাতঃ পতিবতী হেথা বিশ্বাবসুঃ ন মসাগির্ভীরীলে । অত্মামিচ্ছ পিতৃ-ষদং ব্যক্তাং স তে ভাগো জলুযা তস্য বিদ্ধি । ও উদীর্ঘাতো বিশ্বাবসো নমসেলামহে স্বা । অত্মামিচ্ছ প্রকব্যং সংজায়াং পত্যাহজ স্বাহা ।” অতঃপর ও গন্ধর্বস্য বিশ্বাবসোমুখমাসিঃ ।”—এই মস্ত্রে স্পর্শ করিবেন ।

অনন্তর নিম্ন মন্ত্রদ্বয় পাঠ করত যোনিদ্বার বিদারণ করিবেন । যথা,—  
বিষ্ণুধোনিমিতি মন্ত্রস্য বশিষ্ঠ ঋষির্লিঙ্গোক্তা দেবতাহৃষ্টুপ্ছন্দো যোনি-  
বিধাশে বিনিয়োগঃ । ও বিষ্ণুধোনিং কল্পয়তু বৃষ্টা রূপাণি পিংশতু । আসি-  
কতু প্রজাপতিধাতা গর্তং দদাতু তে স্বাহা ।” অনন্তর তাৎ পূষন্থিতি মন্ত্রস্ত  
হৃদ্যাসাবিত্রী ঋষিঃ হৃদ্যাসাবিত্রী দেবতে পঙক্তিচ্ছন্দঃ পত্নীগমনে বিনিয়োগঃ ।  
ও তাং পুষঞ্জিবত্বাসেরয়শ্ব মস্যাং বীজং মলুষ্যাবপত্তি । যান উরু উশতী  
বিশ্রয়াতে মস্যামুশন্তঃ প্রহরামঃ শেপম্ ।” এই মস্ত্রে স্ত্রীগমন করিবে ।  
রেতঃপাতাবসরে “হে অমুকে প্রাণে তে রেতো দধামি” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া  
“ও ভূরগ্নিগর্তা যথা দ্যৌরিতি মন্ত্রেণ গর্তিণী । বায়ুর্যথা দিশাং গর্তং এবং গর্তং  
দধামি তে ।” বলিয়া ভগাবলস্তন করিয়া—“ও আপ ইদা উ ভেবজীরাপো অমী  
বচাতনীঃ । আপঃ সর্বস্ত তৈবজীতস্তে কৃদহ ভেবজম্ ।” ইহা পাঠ করিয়া  
উপস্থ প্রকালন করত “ও হস্তাভ্যাং দশশাখাভ্যাং জিহ্বা বাচঃ পুরোগবী ।  
অনামগ্নিরুভ্যাং স্বা তাভ্যাং হোপস্পৃশামসি ।” এই বলিয়া যোনি প্রকালন  
করিবে ।

অনন্তর হস্ত পদ ধৌত করিয়া ছুইবার আচমন করত “ও হৃদ্যো নো  
দিবস্পাতু বাতো অন্তরীক্ষাং । অগ্নিনঃ পার্থিবোভ্যঃ জোবা সবিতর্যাস্য তে  
হরঃ শতং সবা অহতি । পাহি নো বিদ্যাতঃ পতন্ত্যাঃ । চক্ষুর্নো দেবঃ সবিতা চক্ষুর্

উত পৰ্ৱতঃ। চক্ষুৰ্গাতা দধাতু নঃ। চক্ষুৰ্ণো ধেহি চক্ষুষে চক্ষুৰ্বিধৌ তন্ত্যঃ  
সংচেদং বি চ পশ্চেম। স্তসংদৃশং জা বয়ং প্রতিপশ্চেম সূৰ্য্য বিপশ্চেম নৃচক্ষসঃ।”  
এই মন্ত্ৰ পাঠ করিয়া করযোড়ে সূৰ্য্যোপস্থান করিয়া পরবর্তী মন্ত্ৰে অগ্নির  
উপস্থান করিবেন,—“ও বধেন দন্য্যং প্র হি চাতয়স্ব বয়ঃ কৃদনন্তবেদ্যৈঃ।  
পিপৰ্ষি যৎ সহসস্ পুত্র দেবানংসো অগ্নে পাহি নৃতমবাজে অশ্বান্।  
বরন্তে অগ্ন উকৃথৈর্কিধেম বয়ং হবৈঃ পাবক ভদ্রশোচে। অগ্নে রয়িং  
বিশ্ববারং সমিবাশে বিশ্বানি অবিণানি ধেহি। অশ্বাকমগ্নে অধ্বরং জুবস্ব  
সহসঃ সুনো ত্রিষদ্ব হবাম্। বয়ং দেবেষু স্কৃতঃ স্তাম শৰ্ণণা নস্ত্রিবন্ধধেন  
পাহি। বিশ্বানিনো ইতি মন্ত্ৰস্য জাচৰ্য্য বহুশ্রুতখ্যবিরগির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্-  
ছন্দোহধ্যুপস্থাপনে বিনিৰোগঃ। ও বিশ্বানি নো দুৰ্গহা জাতবেদঃ সিন্ধুঃ ন  
নাৰা ছুরিতাতি পৰিঃ। অগ্নে অজিবল্লমসা গৃণানোহশ্বাকং বোধ্যবিতা তনুনাং।  
যজ্ঞা হৃদা কীরিণা মন্ত্ৰমানোহমৰ্ত্তাঃ মৰ্ত্ত্যো জোহবীমি। জাতবেদো যশোহ-  
শ্বানু ধেহি প্রজাভিরগ্নে অমৃতব্রমজাং যশৈঃ ত্বং স্কৃতো জাতবেদ উ লোকমগ্নে  
কৃণবঃ স্তোনং॥ অশ্বিনং স পুত্রিণং বীরবন্তং গোমন্তং রয়িং নশতে স্বস্তিন  
অগ্নিস্ত ব্রহ্মবন্তমং ভুবি ব্রহ্মাণমুত্তমং। অতুৰ্ত্তং প্রাবয়ং পতিং পুত্রং দদাতি  
দান্তযে। অগ্নির্দদাতি সংপতিং সোমাহ যো যুবা নৃতিঃ। অগ্নিরত্যং বধুসোদং  
জৈতরমপারাজিতম্॥” এই কাৰ্য্য একবার মাত্র করিবে।

### পুংসবন।

পুংসবন কাৰ্য্যে চন্দ্রনামা অগ্নি স্থাপনীয়। গৰ্ভের তৃতীয় মাসে পুণ্যা-  
নক্রে পুংসবন কাৰ্য্য কর্তব্য। গৰ্ভিণী পূৰ্ণদিবস হবিষ্য করিবে। পর দিবস  
নিত্যক্রিয় পতি গোৰ্ঘাদি ষোড়শ মাতৃকা পূজা ও বুদ্ধিশ্রদ্ধ সম্পন্ন করিয়া শুভ  
লগ্নে প্রাক্‌গের ছায়ামণ্ডপে পূৰ্ব্বেমুখে উপবিষ্ট হইয়া কৰ্ম্ম করিবেন। যথা,—  
উপলেনপাদি শ্রক্ শ্রব মেক্ষণ প্রতাপনান্ত কৰ্ম্ম করিয়া প্রাজাপত্য চক্র প্রসাধন  
করিয়া অগ্নির নামকরণ ও আজ্যভাগান্ত কৰ্ম্ম করিবেন।

তদনন্তর মঙ্গলধ্বনি সহকারে বস্ত্র অলঙ্কারাদিতে ভূষিতা, ভগ্নাদিশেষ বর্জিত-  
শরাবহস্তা, বাসুদেবের ষাদশ মামাস্তিত বস্ত্র দ্বারা রক্ষিতা, পত্নী পতির বাম-  
পার্শ্বে উপবেশনপূৰ্ব্বক দক্ষিণহস্ত প্রসারণ করিবে। তখন পতি তত্পরি দধি  
দিয়া ছুইটী মাসকলাই ও একটী যব নিক্ষেপ করিয়া তিনবার জিজ্ঞাসা কৰি-  
বেন,—“কিং পিবসি।” পত্নী “পুংসবনম্।” ইহা তিনবার বলিয়া উহা  
পান করিবেন,—এইরূপ বারত্ৰয় করিতে হয়।

তদনন্তর জীবৎস দম্পতি কর্তৃক শিশিরপিষ্ট দুর্য্যাসের দ্বারা পতি পত্নীর দক্ষিণ নাসাগুটে বক্ষ্যমাণ মস্ত্রে নস্য প্রদান করিবেন,—“অগ্নিরেতু প্রথমো দেবতানাং সৌম্যে প্রজাং মুকতু মৃত্যুপাশাং । তদয়ং রাজা বক্রণোহনুমত্ততাং যথেষৎ জ্ঞী পৌত্রমবৎ ন রোদাং ।”

অতঃপর পতি পত্নীকে স্পর্শ করিয়া নিম্নোক্ত ছয়টি মস্ত্রে চরুসাধনোক্ত-বিধানেন পক চরু দ্বারা ছয়বার হোম করিবেন,—“ব্রহ্মণ্যগ্নিরিতি বড়র্জস্ত সাংখ্যঋষিব্রহ্মাণী দেবতেহনুষ্টু প্ছন্দঃ প্রধানচরুহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ব্রহ্মণ্যগ্নিঃ সবিদানো রকোহা বাধতামিতঃ । অমীবা যন্তে গর্তঃ তুর্ণমা বে নিমাশয়ে স্বাহা ।—ইদমগ্নীব্রহ্মভ্যাম্ ॥ ১ ॥ ওঁ যন্তে গর্তমমীবা তুর্ণমা যো নিমাশয়ে । অগ্নিষ্টং ব্রহ্মণা সহ নিজ্রব্যাদমনীনশং স্বাহা ।—ইদমগ্নীব্রহ্মভ্যাম্ ॥ ২ ॥ ওঁ যন্তে হস্তি পতরন্ত্রিষংক্ষুং যঃ সরীসৃপম্ । জাতং যন্তে জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি স্বাহা । ইদং ব্রহ্মণে ॥ ৩ ॥ ওঁ যন্ত উরু বিহরত্যন্তরা দম্পতী শয়ে । যোনিং যোহন্তরাগ্রেচি তমিতো নাশয়ামসি স্বাহা । ইদমগ্নয়ে ॥ ৪ ॥ ওঁ যন্তা ভ্রাতা পতিভূতা জারো ভূতা নিপত্ততে । প্রজাং যন্তে জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি স্বাহা । ইদং ব্রহ্মণে ॥ ৫ ॥ ওঁ যন্তা স্বপ্নেন তমসা মোহয়িত্বা নিপত্ততে । প্রজাং জিঘাংসতি তমিতো নাশয়ামসি স্বাহা । ইদং ব্রহ্মণে ॥ ৬ ॥”

তৎপরে নিম্নমস্ত্রে পত্নীর হৃদয়দেশ স্পর্শ করিবেন, “যন্তে সূসীম ইত্যন্ত প্রজাপতিঋষিচ্ছন্দো দেবতানুষ্টু প্ছন্দো হৃদয়ালভনে বিনিয়োগঃ । ওঁ যন্তে সূসীমে হৃদয়ে হিতমন্তঃ প্রজাপতো । মত্তেহং মাং তদিদাংসং সাহং পৌত্র-মববন্নিসাম্ ।”

পরে স্বীয় হস্ত দ্বারা পত্নীর সর্কাক্ষ মার্জ্জন করিবেন । মন্ত্র যথা, “অগ্নি-ভ্যামিতি ষয়তাত্ত্ব হস্তস্ত বিবুহা ঋষির্যজুরো দেবতানুষ্টু প্ছন্দোহজমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ । “ওঁ অক্ষিভ্যাং তে নাসিকাভ্যাং কর্ণাভ্যাং চিবুকাদধি । যক্ষং শীর্ষণাং মন্তিস্থা জিহ্বায়া বিবুহামি তে । ওঁ উরুভ্যাং তে অঙ্গীবস্ত্যাং পাক্ষিভ্যাং প্রপদাভ্যাং যক্ষং শ্রেণিভ্যাং ভাসদাদভংসসো বিবুহামি তে । ওঁ গ্রীবাভ্যন্ত উক্ষিহাভ্যাঃ কীকসাত্যো অনুক্যাং । যক্ষং দোষণমংশাভ্যাং বাহভ্যাং বিবুহামি তে । ওঁ আশ্রেভ্যন্তে ওদাত্যো বনিষ্ঠো হৃদয়াদধি । যক্ষং হৃত্বাভ্যাং যকঃ প্রাশিভ্যো বিবুহামি তে । ওঁ মেহনাহনং করণালোমন্তেনা খেভ্যঃ । যক্ষং সূর্য্যাদায়নন্তমিদং বিবুহামি তে । ওঁ অঙ্গাদঙ্গাল্লোল্লোল্লোল্লো জাতং পর্কণি পর্কণি । যক্ষং সূর্য্যাদায়নন্তমিদং বিবুহামি তে ।”

অনন্তর চক্রদ্বারা সিষ্টিক্রোম ও যুগ দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হোম সমাপন করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবেন ।

### নবলোভন ।

গর্ভের চতুর্থ মাসে জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত শুভদিবসে কৃতনিত্যক্রিয় পতি মাতৃকা পূজা ও বুদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পাদন করত প্রাক্কন বা ছায়ামণ্ডপে পূর্বমুখ হইয়া আসনে উপবিষ্ট হইবেন । গর্ভিণী পুংসবনের ত্রায় বেশভূষাদি করিয়া পতির বামপার্শ্বে উপবিষ্টা হইলে পতি তাহাকে স্পর্শ করিয়া সমস্ত কার্য সমাপন করিবেন ।

প্রথমতঃ উপলপনাদি মেক্ষণ প্রতাপনান্ত কৰ্ম করিয়া প্রাজাপত্য চক্র প্রণয়ন করিয়া শোভননামা অগ্নি স্থাপন করত আবার-আজ্য-ভাগান্ত কৰ্ম করিবেন ।

চক্রহোমে মুষ্টিগ্রহণে দেবতার নাম যথা,—“প্রজাপতি ও বিষ্ণু । তৎপর চক্র গ্রহণপূর্বক “হিরণ্যগর্ভ ইত্যস্য হিরণ্যগর্ভ ঋষিঃ প্রজাপতি-দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃচক্রহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাং ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ । সদাধারঃ পৃথিবীং দ্যামুতে মাং কষ্ট্ম দেবায় হবিষা বিধেম স্বাহা ।—ইদং প্রজাপত্যে ॥ ১ ॥ “সংখ্যা ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো লিঙ্গোক্তা দেবতা প্রধানচক্রহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ য আত্মদা বল-দা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষ্য যন্ত দেবাঃ । যন্তচ্ছায়ামৃতং যস্য মূহুঃ কষ্ট্ম দেবায় হবিষা বিধেম স্বাহা ।—ইদং হিরণ্যগর্ভায় ॥ ২ ॥” “সহস্রশী-বেত্যস্ত নারায়ণ ঋষিঃ পুরুষো দেবতানুষ্টুপ্ ছন্দঃচক্রহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ । স স্মৃমিৎ সর্বতঃ স্পৃষ্টা অত্যতিষ্ঠ-দশানু লম্ ।—ইদমাদিপুরুষায় বিধেবে ॥ ৩ ॥ এই বলিয়া চক্রহোম করিবেন ।

অতঃপর বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিয়া গর্ভবতীর চতুর্দিকে রক্ষা বিধান করিবেন—“ওঁ আয়ুর্মাং বচস্যাং রায়শ্চোষমৌজিৎ ইদং হিরণ্যং বচস্ব জৈত্রায়া বিশ্বতাদিমাম্ ।

তৎপরে চক্র দ্বারা সিষ্টিক্রোম ও আজ্য দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হোম সমাপন করিয়া দক্ষিণাদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে । পরে গর্ভবতী আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে ।



### সীমন্তোন্নয়ন।

সীমন্তোন্নয়নে মঙ্গল নামাঘি জানিবে। শুভ সময়ে প্রাক্ষণে বা ছায়াবগুণে  
পূর্বমুখ হইয়া আসনে উপবিষ্ট হইয়া স্থতিবাচনাদি করত “অন্যেত্যাদি-অমুক-  
গোজঃ শ্রীঅমুকদেবশ্রী মংপত্ন্যা শ্রীঅমুকদেব্যঃ সীমন্তোন্নয়নকর্ম্মাদগতশ্রদ্ধক-  
ণোমকর্ম্মাহং করিষ্যামি।” এইরূপ নক্স করত উপলেননাদি আজ্যভাগান্ত সমস্ত  
কর্ম্ম করিয়া (কুশণ্ডিকা দেখ) পরে গর্ভিণী পুংসবনোক্ত বেষভূষাদি করিয়া  
পতির বামপার্শ্বে বসিলে, পতি তাহাকে স্পর্শ করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ  
করত অষ্টাহতি প্রদান করিবেন।—“ধাতা দধাতিমন্ত্রস্ত হিরণ্যগর্ভ  
ঋষি ধাতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ধাতা দধাতু  
যে প্রাচীং জীবাভুমক্ষিতাম্। বয়ং দেবস্যা ধীমহি স্মতী বাজিনীবতীং  
স্বাহা।—ইদং ধাত্রে ॥ ১ ॥ হিরণ্যগর্ভ ঋষি ধাতা দেবতাহুষ্টুপ্ছন্দঃ প্রথানা-  
জ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ধাতা প্রজানামূতবায় দেশে ধাত্রেদং বিধং ভুবনং  
প্রজানন্। ধাতারুক্ষী বিনিমিষাতিচষ্টে ধাতু দেহিব্যং ব্রতবজ্জুহোতি স্বাহা।—ইদং  
ধাত্রে ॥ ২ ॥ রাকাম ইতি মন্ত্রদ্বয়স্ত গুংসমদ ঋষিঃ রাকা দেবতা জগতীচ্ছন্দঃ  
আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ রাকা মহং সুহবাং স্তুতী হবৈ শৃণোতু নঃ  
স্তুতগা বোধতু অনা সীবাতপঃ। সূচ্যা হিষ্টমানয়া দধাতু বীরং  
শতদায় মুক্খ্যং স্বাহা।—ইদং রাকায়ৈ ॥ ৩ ॥ ওঁ ধাত্রে রাকে স্মতয়ঃ  
সুপেশসো যাতির্দদাসি দান্তবে। বহ্নি তার্ভিনে অত সূমনা উপাগহি  
সহস্রপেবং স্তুতগে বরাণা স্বাহা।—ইদং রাকায়ৈ ॥ ৪ ॥ মেজমেঘ ইতি  
ত্রয়াণাং বশিষ্ঠ ঋষির্কিষ্কর্দেবতাহুষ্টুপ্ছন্দঃ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ।  
ওঁ নেজমেঘ পরাপত স্রপুত্রঃ পুনরাপত। অন্মৈ মে পুত্রকামায়ৈ গর্ভ-  
মাধেহি যঃ পুমান্ স্বাহা। ইদং বিষ্ণবে ॥ ৫ ॥ ওঁ যথেরং পৃথিবী মুহূর্ত্তানা  
গর্ভমাদদে। এবং তং গর্ভমাধেহি দশমে মাস্যসূতবে স্বাহা।—ইদং  
বিষ্ণবে ॥ ৬ ॥ ওঁ বিষ্ণোঃ শ্রেষ্ঠেন রূপেণাস্যাং নার্বাং গর্ভিণ্যাং পুয়াংসং  
পুত্রমাধেহি দশমে মাসি সূতবে স্বাহা।—ইদং বিষ্ণবে ॥ ৭ ॥ প্রজাপতি ইত্যস্ত  
হিরণ্যগর্ভ ঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ  
প্রজাপতেন স্বদেতান্যাতো বিশ্বা জাতানি পরিভা বভূব। যৎ কামান্তে  
জুহুমন্তমোহন্ত বয়ং স্যাম পতয়ো ব্রহ্মীণাং স্বাহা।—ইদং প্রজাপত্যৈ ॥ ৮ ॥”

অনন্তর পক্ষ ঔডুম্বর-কল-স্বকযুগ্ম, খেত শেজাকর কণ্টক ভিনটী,

ইহার অভাব হইলে তিনটী পবিত্র, স্তব্ধাঙ্গা বেষ্টিত করত একত্র করিয়া “ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ” বলিয়া সীমন্ত তিনবার উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া দিবে । পরে “ওঁ সোমো ন রাজার বতুমানুযীঃ প্রজা” এই মন্ত্র পাঠ করিবেন । অনন্তর “ওঁ নিবিষ্টচক্রাসি বৈ গঙ্গে নিবিষ্টচক্রাসি বৈ যমুনে ।”—ইহা স্মরণ করিয়া পন্থীর কণ্ঠে সৌবর্ণ চক্রাদি বন্ধন করিয়া দিবেন । মন্ত্র যথা,—“ওঁ আয়ুয্যং বচসং রায়স্পোষ মোক্তিদং । ইদং হিরণ্যং বচস্ব জৈত্রায়াবিশতাদিমং ।”

অতঃপর প্রারম্ভিক হোম সমাপন করিয়া দক্ষিণান্ত করত পতিপুত্রবতী মারীগণ ঘাহা ঘাহা বলিবেন—অর্থাৎ কুলাচার মতে যেরূপ বলিবেন, তাহা সম্পাদন করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন ।

### জাতকর্ম ।

জাতকর্মে প্রগল্ভনামা অগ্নি । পুত্র জন্মিলে নারীচ্ছদ ও অস্ত্র কর্তৃক স্পৃষ্ট হইবার পূর্বে পিতা উপলপনাদি আঙ্গ্য ভাগান্ত সমস্ত কুশণ্ডিকা ( সাধারণ কুশণ্ডিকা দেখ ) করিয়া বক্ষ্যমাণ পাঁচটি মন্ত্রে স্তব্ধ দ্বারা পাঁচটি আহুতি প্রদান করিবেন । ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ ইজায় স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ প্রজাপত্যে স্বাহা ॥ ৩ ॥ ওঁ বিষ্ণোয় দেবেভ্যঃ স্বাহা ॥ ৪ ॥ ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা ॥ ৫ ॥ তৎপরে প্রদীপ বন্দনা করিয়া পুত্রমুখ দর্শন করত সবস্ত্র স্নান করিবেন ।

অনন্তর কাংস্যপাত্রে মধু ও স্তব্ধ গ্রহণ করিয়া স্তব্ধশলাকা দ্বারা তাহা তুলিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করত কুমারের জিহ্বায় প্রদান করিবেন । যথা,—সূতে দদামীত্যস্ত প্রজাপতিঋষিঃ কুমারো দেবতা জিহ্বীপ্ছন্দো মধুহৃতস্তব্ধপ্রাশনে বিনিয়োগঃ । ওঁ সূতে দদামি মধুনো স্তবস্ত্র বেদং সবিতা প্রহৃতং মোঘানাম্ । আয়ুয্যান্ ওশো দেবতাভিঃ শতং জীব শরদো লোকেহস্মিন ।”

অতঃপর কুমারের উভয় কর্ণের উপরে স্বর্ণ রাখিয়া “মেধাং তে দেব ইত্যস্ত প্রজাপতিঋষিঃ সৌম্যো দেবতানুষ্ঠুপ্ছন্দো মেধাজননে বিনিয়োগঃ । ওঁ মেধান্তে দেবঃ সবিতা মেধাং দেবী সরস্বতী । মেধান্তে অশ্বিনৌ দেবাব্যভাঃ পুষ্করপ্রজো ।”—এই মন্ত্র অগ্রে দক্ষিণ কর্ণে, পরে বাম কর্ণে পাঠ করিবেন । পরে পুত্রের দক্ষিণ ক্লেহে হস্ত দিয়া পাঠ করিবেন ;—ওঁ, অশ্বা ভবেত্যস্তাধর্কণ-ঋষিঃ সৌম্যো দেবতানুষ্ঠুপ্ছন্দোহতিমর্ষণে বিনিয়োগঃ । ওঁ অশ্বা ভব পরশুভব হিরণ্যমমৃতং ভব । বেদো বৈ পুত্রনামাসি সংজীব শরদঃ শতম্ ॥”—এইরূপে পুত্রের বামক্লেহ দূর করিয়া ও পাঠ করিবেন ।

তৎপরে সাবিত্রী নাড়ী ছেদন করত কুমারকে প্রকালন করিয়া স্বর্ণোদক দ্বারা নিম্ন মস্ত পাঠ করত কুমারের জননীর দক্ষিণ স্তন প্রকালন করিবেন । মন্ত্র যথা, — “ও ইমাং কুমারো জরাং ধরতু দীর্ঘমায়ুঃ প্রজীবসে । অস্মৈ স্তনো প্রযুক্ত্যা-  
না আয়ুর্বিচ্যো যশো বলম্ ।”—এই ক্রমে বাম স্তন ও ধৌত করিবেন । অনন্তর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে কুমারের মুখে দক্ষিণ স্তন দান করিবেন, “ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানীতি মন্ত্রস্ত  
গৃৎসমদ ঋষিরিত্রো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো দক্ষিণস্তনদানে বিনিয়োগঃ । ও  
ইন্দ্র শ্রেষ্ঠানি দ্রবিণা বিধেহি চিত্তং দক্ষস্ত শ্রুভগতুমস্মৈ পোষো রয়ীণামরিষ্ট-  
জনুনাং আস্থানং বাচঃ স্তনিনতুমহাং ।” পরে নিম্ন মন্ত্রে বাগকের মুখে বামস্তন  
প্রদান করিবেন,—“অস্মৈ প্রয়জ্ঞীতি মন্ত্রস্ত কুশিক ঋষিরিত্রো দেবতা ত্রিষ্টুপ্  
ছন্দো বামস্তনদানে বিনিয়োগঃ । অস্মৈ প্রয়জি মধবন্নজীবিবত্বিত্ত বায়ো  
বিধরায়ত্ত দৃষ্টবঃ । অস্মৈ শতং শরদো জীব মেধা অস্মৈ বীরাঙ্গখং ইন্দ্রমিত্রিম্ ।”

#### গুপ্তনামকরণ ।

কেহ জানিতে না পারে, এইরূপ ভাবে যে নামকরণ করা হয়, তাহাকে  
গুপ্ত নামকরণ বলে । পিতা যদি বিদেশবাসী হয়েন তবে পুত্রজন্ম সুংবাদ  
প্রবণান্তে স্বগৃহে আসিয়া জননাশৌচের পর পুত্রের মস্তক গ্রহণ করিয়া নিম্নমন্ত্র  
পড়িয়া মস্তকে ছইবার চুম্বন করিবেন ।—ও অঙ্গাদঙ্গাং সন্তবসি হৃদয়া দধি  
জায়সে । আস্মা বৈ পুত্রনামাসি সংজীব শরদঃ শতং । তৎপরে প্রায়শ্চিত্ত  
হোমাদি সমস্ত কৰ্ম্ম বিধান ক্রমে সম্পাদন করিবেন ।

#### প্রকাশ্য নামকরণ ।

নামকরণে পার্শ্বিনামা অগ্নি স্থাপন করিতে হয় । পিতা স্নান করিয়া নিত্য  
ক্রিয়া সমাপনান্তে আচমন করিয়া গোষ্ঠ্যাদি ষোড়শ ষাট্কা পূজা, বসুধারা দান  
ও বক্তিশাক্ত করিয়া শুভকালে পূৰ্ব্বমুখ হইয়া আসনে উপবিষ্ট হইবেন ।  
যাতা স্নানপূৰ্ব্বক মঙ্গলাচার-সম্পন্ন ষালককে নব বস্ত্রে আচ্ছাদিত করত তাহার  
মস্তকে পূৰ্ব্বা ও আতপ তন্তুল প্রদান করিয়া ক্রোড়ে করত পূৰ্ব্বমুখে উপবেশন  
করিবেন । পরে পিতা স্বর্ণ সংযুক্ত কুশদ্বারা তাম্র পাত্রস্থ জল লইয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে  
কুমারকে অভিষিক্ত করিবেন,—“ও সমুদ্রজ্যোষ্ঠা ইতি মন্ত্রস্ত বশিষ্ঠ ঋষিরাপো  
দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ । ও সমুদ্রজ্যোষ্ঠাঃ সলিলস্ত মধ্যাং  
পুনানায়ন্ত্যনিবিশমানাঃ । ইন্দ্রো য়া বজ্রী স্বষভোরবাদ তা আপো দেবীরিহ  
সামবন্ত । ও য়া অণুপা দিব্যা উচবা অবতি খনিত্রিমা উচবা য়া স্বয়ং য়াঃ

পাবকান্তা আপো দেবীরিহ মামবন্ত । ওঁ যাংস রাজা বকণো যাতি যথো সত্যো-  
নৃত্তেহবপশ্চজ্ঞানাং মধুশ্যুতঃ শুচয়ে যাঃ পাবকান্তা আপো দেবীরিহ মামবন্ত ॥  
ওঁ যাস্ত রাজা বকণো যাস্ত সোমো বিশ্বেদেবা যা স্বর্জ্যঃ মদন্তি । বৈশ্বানরো  
যাস্তগ্নিঃ প্রবিষ্টান্তা আপো দেবীরিহ মামবন্ত ॥ আপো হিষ্ঠেতিত্র্যক্ষস্য দিহু-  
দ্বীপ ঋষিরাপোদেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ । ওঁ আপো হিষ্ঠা যয়ো  
ভুবন্তান উর্জ্জে দধাতন । মহেরশায় চকবে । ওঁ বো বঃ শিবতমো রনন্তস্ত  
ভাজয়তে হ নঃ । উশতীরিব মাতরঃ । ওঁ তন্মা অরক্ষমাম বো বস্ত কন্নায়  
জিহ্ম আপো জনয়তা চ নঃ ॥ দেবস্ত ত্বা সবিভুরিত্যস্য প্রজাপতিঋষিঃ সবিতা-  
ঋষীণ্যাপো দেবতা ত্বিষ্টপৃচ্ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ । ওঁ দেবস্য ত্বা সবিভুঃ  
প্রসবেহৃষিনোরীহভ্যাং পুষ্ণো হস্তাত্যাম্ । অপ নঃ শোশুচদশমিত্যষ্টকস্য  
কুংস ঋষিঃ শুচিরগ্নির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ । ওঁ অপ নঃ  
শোশুচদশময়ে শুশুস্তা রয়িম্ । অপ নঃ শোশুচদবং । ওঁ শুর্কেত্রিয়া স্রুগাত্মা  
বহ্মা চ যজামহে । অপ নঃ শোশুচদবং । প্রযত্তন্দিষ্ট এযাং প্রান্যাকাশশ্চ সুরমঃ ।  
অপ নঃ শোশুচদবং । সুরয়ো জায়েমহি প্রতেবরং । অপ নঃ শোশুচদবং ।  
ওঁ প্রযদগেঃ সহস্বতো বিশ্বতোযন্তি ভানবঃ । অপ নঃ শোশুচদবম্ । ওঁ ত্বং হি  
বিশ্বতো মুখো বিশ্বতঃ পরিতুরসি অপ নঃ শোশুচদবং । ওঁ দ্বিষো নো  
বিশ্বতোমুখাতি নাবৈব পারস । অপ নঃ শোশুচদবং । ওঁ স নঃ সিন্ধুমিব নাব  
য়াতি বর্ষা স্বস্তয়ে । অপ নঃ শোশুচদবম্ ॥

অতঃপর উপলেনাদি আজ্যভাগান্ত কর্ত্ত্ব সম্পন্ন করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে  
পাঁচটি আহুতি দিবে । যথা,—‘অগ্নয়ে স্বাহা ।—ইদমগ্নয়ে ॥১॥ ওঁ ইন্দ্রায়  
স্বাহা । ইদমিন্দ্রায় ॥২॥ ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা ।—ইদং প্রজাপতয়ে ॥৩॥ ওঁ  
বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা—ইদং বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ ॥৪॥ ওঁ ব্রহ্মণে  
স্বাহা ।—ইদং ব্রহ্মণে ॥৫॥’ অতঃপর উত্তরশিরায় বালককে নাম করণার্থ  
ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া মঙ্গলবাগ্ধবনি সহকারে উহার দক্ষিণ কর্ণে “অমুকদে-  
বশর্ম্মাসি ।” এইরূপে নাম বলিয়া কুমারের মাতাকে বলিবেন, “ত্রীক্ষুক-  
দেবশর্ম্মায়ন্তে পুত্রঃ ।” পরে মাতৃক্রোড়ে কুমারকে প্রত্যর্পণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত  
হোম ও স্তম্ভিক্রোধম করত দক্ষিণ দান ও অঙ্কিত্রাবধারণ প্রভৃতি করিবেন ।

### নিক্ৰামণ ।

পিতা নিত্যক্ৰিয়া সমাপনান্তে পৌৰ্যাদি ষোড়শ মাতৃকাপূজা, বসুধারা দান ও বুদ্ধি প্রাক্ক কল্পিয়া বিষ্ণুধর্মোক্ত বক্ষ্যমাণ মন্ত্রদ্বারা তত্তদেবতার পূজা করিবেন । যথা—“ও যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততো নোহভয়ং কুধি । মঘবন্ সন্ধিতর তত্ত্ব উতিভির্ষিষিষো জহি । ও ইন্দ্রায় নমঃ ॥ ও অগ্নিঃ দত্তং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্ । অস্ত্র যজ্ঞস্ত্র সূকৃতুম্ । ও অগ্নয়ে নমঃ ॥—ও যমায় সোমং স্বরত যমায় সুস্থতাহবিঃ । যমং হ যজ্ঞং গচ্ছত্যগ্নিদূতো অবং কৃতঃ । ও যমায় নমঃ ॥ ও মৌয়ুগঃ পরাপরানিধীতিহুর্কহণাবধীৎ । পদীষ্ট কৃকয়া সহ । ও নিধীত্যে নমঃ ॥ ও তদ্বাযামি ব্রহ্মণাবন্দমানস্তদা শান্তে যজমানো হুবিভিঃ । অহেনমানো বরুণেহ বোধ্যরুপং সমানমায়ুঃ প্রমোঘীঃ । ও বরুণায় নমঃ ॥ ও তব বায়বৃত্তা-পতে ঋতুধীমাতরভূতস্য । অথাস্যা বৃণীমহে । ও বায়বে নমঃ ॥ ও সোমং ধেনু সোমং কীন্তু মাশুংসোমোবীরং কশ্মণ্যং দদাতি । সাদন্তং বিতথ্যং সভেদং শিতৃশ্রবণং যো দদাস দর্শৈ । ও সৌমায় নমঃ ॥ ও তমীশানং জগতস্তত্ত্বম্পতিং প্লিয়ং জিন্নমবসে ভূমহেবয়ম্ । পৃষাণো যথাবেদনামসমুদে রক্ষিতাপায়ুর্দদকঃ স্বস্তয়ে । ও ঈশানায় নমঃ ॥ ও ব্রহ্মবজ্রানাং প্রথমং পুরস্তাদ্বিবীমতঃ সুরচো-রেন তাবঃ । সবুধ্যা উপমা অস্য বিষ্ঠামসতচ্চযোনি সতশ্চরিতঃ । ও ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ও কালিকো নাম সর্পো নবনাগসহস্রবলঃ । যমুনাত্তদে সো জাতো-হয়ং নারায়ণবাহনঃ । যদি কালিকদূতস্য যদি বা কালিকাভয়ং । জন্মভূমি-পরিত্রাস্তো নির্কিষো যাতু কালিকঃ । ও অনন্তায় নমঃ ॥ ও স্রোনা পৃথিবীনো ভবানুক্ষরাণিবেশনী । যৎসানঃ শর্ম্ম সপ্রধাঃ । ও পৃথিব্যে নমঃ ॥ ও সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমবারভামহে । আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণক বৃহস্পতিম্ । প্রজাবন্তঃ সচেমহি । ও সোমায় নমঃ ॥ ও আকৃক্ষেণ রজসা বর্ধমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যক । হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনাদেবো যাতি ভুবনানি পশুন্ । ও সবিত্রে নমঃ । ও তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি সুরয়ঃ । দিবীষ চক্ষুরাততম্ । ও বাসুদেবায় নমঃ ॥ ও আদিবপ্রভস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসবম্ । পরো যদিধ্যতে দিবা । ও গণেশায় নমঃ ॥”

অতঃপর মাতা শুভ লগ্নসময়ে নূতন বস্ত্রাচ্ছাদিত উত্তরশিরস্ক কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া পতির দক্ষিণে দাঁড়াইয়া মঙ্গল বাদ্য সহকারে পতির ক্রোড়ে পুত্রকে অর্পণ করিবেন ।

শিদ্ধা পুণ্ডরীক প্রণামার্থ বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবেন । যথা—

“স্বস্তিনোমিমীতামিতি সপ্তর্চন্য হুক্তম্ স্বস্ত্যাজেয়শ্চাবাঞ্চবির্জিৎসেদেবাসেব-  
 তাস্তিস্র আদ্যাদ্বিষ্টুভো মধো বে অগ্নুষ্ঠুভাবত্তে বে জিষ্টুভো কুমারগ্রহণে বিনি-  
 যোগঃ । ৩ স্বস্তি নোমিমীতা মম্বিনাভগঃ স্বস্তি দেবদীতেন্নকর্ণগঃ স্বস্তি পূষা  
 অমুরৌ দধাতু নঃ স্বস্তি ঞ্চাবা পৃথিবী স্রুচেতনা । বায়ুম্পত্রবামঠৈ । সোমং স্বস্তি  
 ভুবনস্যম্পতিঃ । বৃহস্পতিং সপ্তর্গণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্ত নঃ ।  
 বিশ্বেদেবা নো অত্তাঃ স্বস্তয়ে । বৈশ্বানরো বহুরয়িঃ স্বস্তয়ে দেব অবন্ত ঋতবঃ  
 স্বস্তয়ে স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাতংহসঃ । স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি পথ্যেয়েবতি স্বস্তি ন  
 ইন্দ্রশ্চাগ্নিচ স্বস্তি নো অদিতয়ে কৃধি । স্বস্তি পশা মনুচরেম স্বর্য্যচন্দ্রমসাবিব ।  
 পুনর্দদতা ব্রতা জানতা সঙ্গমেমহি । স্বস্ত্যয়নং তাক্যমরিষ্টেনমিৎ মহভূতং  
 বায়সং দেবানাং । অমুরয়ময়সখং সমুৎস্বরূহদ্বশো নাবমিবারুহেম । অংহো-  
 মুচমঙ্গিরসং গয়ঞ্চ স্বস্ত্যাজেয়ং মনসা চ তাক্যং । প্রয়তপাণিঃ শরণং প্রপত্তে ।  
 স্বস্তি সম্বাদে স্বস্তয়ং নোহন্ত ।” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া কুমারকে অঙ্গে গ্রহণ  
 করত অপ্রতিরথ হুক্ত পাঠ করিবেন । যথা,—“আশুঃ শিশান ইতি ত্রয়োদশ-  
 চক্ৰং হুক্তম্ পৈলঞ্চবির্জিৎসেদেবতাদ্বিষ্টুপ্ছন্দোহস্ত্যয়া অগ্নুষ্ঠুপ্ছন্দো অগ্নি-  
 তিরস্বজপে বিনিয়োগঃ । ৩ আশুঃ শিশানো বৃষভোন ভীমঘনানঘনঃ কোভগ-  
 শচর্ষণীনাং । সংক্রন্দনানিমিষ একবীরঃ শতং সেনা অজয়ং সাকমিল্লঃ ॥  
 সংক্রন্দনানিমিষেণ জিহ্বনাযুৎকারেণ দৃশ্যবনেন ধুমুনা । তদিশ্চেন জয়ত  
 ততসহধ্বং যুধোব ইবুহন্তেন ধুনা । স ইবুহন্তেঃ স নিবজ্জিভির্কশীসংহৃষ্টাসমুধ  
 ইন্দ্রো গণেনঃ । সংসৃজিৎসোম পরোহশর্ক্যগৃধ্বা প্রতিহতাভিরস্তা । বৃহস্পতে  
 পরিদীয়ারথেন রক্ষোহামিত্রাং অপবোধমানঃ । প্রভজন্ সেনাপ্রমুগো বৃধাজয়-  
 শ্বাকমেধ্যবিতা যথানাং । বলবিজ্যায় স্ববিরঃ প্রবীরঃ সহস্রান্ বাজীন্ সহমান  
 উগ্রঃ । অভিবীরো অভিনসদ্বা সঙ্গজাজৈত্রাক্রিমরথমতিষ্ঠ গোবিৎ । গোত্র-  
 ভিদং গোবিদং বজ্রবাহং বজ্রমজা প্রমুগন্তমোজসা । ইমং সজাতা স্বনৃধীর-  
 মধ্বমিল্লং সখায়ো অনুসংরভধ্বম্ । অস্তিগাত্রাণি সহসা গাহমানো দমোবীরঃ  
 শতমহারিল্লঃ । দৃশ্যবন পৃতনাশ্বান যুধ্যোহয়ং অশ্বাকং সেনা অবতু প্রয়ং  
 স্বঃ । ইন্দ্র আসাং নেতা বৃহস্পতির্দক্ষিণবজ্রঃ পুরত্রতু সোমঃ । দেবসেনা নাম-  
 ত্তজ্ঞতানাং জয়ন্তীনাং মরুতোয়ন্দ্রগ্রং ইন্দ্রম্ বৃক্ষো বরুণস্ত রাজ্ঞঃ আশ্বিতাত্যাং  
 মরুতাং শর্ক উগ্রম্ । মহামনসাং ভুবনশ্যবানাং ঘোষো দেবানাং জয়ত্রাস্তদস্থং ।  
 উদ্বর্ষয় মঘবান্নাযুনাযুৎ সত্ত্বানাং সামকানাং মনাংসি । উদ্বর্ষয়াজিনাং ন্যত্র-  
 থানাং জয়তাং যন্তঘোষামশ্বাকমিল্লঃ সমিতেষু ধ্বজেষ্বাকং ॥ ১ ॥ ইববস্তা জয়ন্ত ।

অম্বাকং বীরা উত্তরে ভবন্ধস্বাহতদেবা অবতাং হবেমু । অমীবাং চিত্তং  
প্রচিন্তং প্রতিলোভয়ন্তী গৃহাণাঙ্গান্যগ্রে দবেহি । অভিপ্রৈহি নির্দহহং স্বশো-  
কৈরন্ধেনামিত্রাস্তমসাসতন্ত্রী ঋতাজয়তা স ব ইম্মো বঃ শর্ম্ম যচ্ছতু । উগ্রাবঃ  
সন্ত বাহবেবা অনাধষ্ঠ্যা যথাসথঃ ।”

তৎপরে বিষ্ণুধর্ম্মোক্ত বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবেন । যথা,—ওঁ অসৌ যো  
সেনামকতঃ পরেবামভ্যোতি ন তু জস্যাম্পর্কমান । তাং গৃহত তমসাপব্রতেন  
যথা মিমস্তোহস্ত্র জনানাং । অন্ধা অমিত্রাভবতো শীর্ষণা অহয় ইব । তেবাং  
যো অগ্নিদংষ্ট্রাণাং ইক্সো হস্ত বয়ং বয়ম্ । ততস্তত্র পঠেন্নমস্ত্রং বক্তব্যমানিবেদ  
মে । চন্দ্রার্কয়োর্দ্বিগৌশানাং বিশাক্ষ গগনন্যা চ । নিক্ষেপার্থমহং দদ্মি তে  
মে রক্ষন্ত সর্কদা । অশ্রমস্ত্রং প্রমত্তং বা দিবীরাত্রমথাপি বা । রক্ষন্ত সর্কতঃ  
সর্কে দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ ।”

অনন্তর ব্রাহ্মণ, সূত্র ও পুত্রবতী নারীগণে পরিবৃত হইয়া মঙ্গলধ্বনি সহ-  
কারে কুমারের মুখ বস্ত্রাচ্ছাদিত করত বাহিরে গমন করিবে ও পূর্বাভিমুখে  
দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে কুমারের মুখের বস্ত্র অপসারণ করিয়া সূর্য্য দর্শন  
করাইবেন । যথা,—“তচ্চক্ষুরিতিমন্ত্রত্রয়স্ত বশিষ্ঠঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা গায়ত্রী-  
চ্ছন্দঃ কুমারস্ত সূর্য্যদর্শনে বিনিয়োগঃ । ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছূক্রমু-  
চ্চরৎ । পশ্চেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং নন্দাম শরদঃ শতং মোদামঃ  
শরদঃ শতং ভবাম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতং  
প্রভীতাম স্তাম শরদঃ শতম্ ।”

বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দান করিবেন ।—“আকৃক্ষেণেত্যস্ত  
হিরণ্যস্তূপ ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্চ্ছন্দঃ সূর্য্যার্ঘ্যদানে বিনিয়োগঃ । ওঁ  
আকৃক্ষেণ রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যক হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনাদেবো  
যাতি ভুবনানি পশুন্ ।”

তৎপরে পতি পত্নীকে পুত্র প্রদান করিবেন । কুমারের মাতা পতিপুত্রবতী  
নারীগণে পরিবৃত হইয়া মঙ্গলধ্বনি সহকারে স্বীয় গৃহে কুমারকে লইয়া গমন  
করিবেন । অতঃপর পিতা শাটায়ন হোমাদি উদীচ্য কর্তব্য সমাপন করিয়া  
দক্ষিণাদানাদি কার্য্য সম্পাদন করিবেন ।

### অন্নপ্রাশন ।

‘অন্নপ্রাশন কার্য্যে’ শুচিনামক অগ্নি স্থাপন করিতে হয় । পিতা নিত্যক্রিয়া

সমাপন করিয়া ষোড়শ মাহকা পূজা, বহুধারা ও বুদ্ধিশ্রদ্ধ প্রভৃতি কৰ্ম সমাপ-  
নাতে “ও ব্রহ্মবজ্জানাং প্রথমং পুরস্তাদিবীমতঃ সূর্যচোবেন আবঃ । সবুয়া উপমা  
অস্য বিষ্টাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ । ও ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ১ ॥ ও ত্র্যম্বকং  
যজামহে সূর্যগন্ধি পুষ্টিবর্জনম্ । উর্বারুকমিব বদ্ধনাম্ ত্যোমু কীর্যামাহুতাং ।  
ও ত্র্যম্বকায় নমঃ ॥ ২ ॥ ও বষট্ তে বিশ্বাস আকৃণোমি তন্মে জুহুয় শিপি-  
বিষ্টহব্যং । বদ্ধং কৃত্বা সূষ্টু তয়োগিরো মে যুয়ং পতিবৃষ্টিভিঃ সদা নঃ । ও বিশ্ববে  
নমঃ ॥ ৩ ॥ ও আপ্যায়স্ব নমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্টং ভবা বা যন্ত সঙ্গথে ।  
ও সোমায় নমঃ ॥ ৪ ॥ ও আকৃষণে রজসা বর্ভমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যক ।  
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনাদেবো যাতি ভুবনানি পশুন্ । ও সবিত্রে নমঃ ॥ ৫ ॥  
ও যত ঈন্দ্র ভয়ামহে ততো নো অভয়ং কৃধি । মববন্ গন্ধিতয় তন্ন উতিভির্কি-  
দ্বিষো বিমৃষো জহি । ও ইন্দ্রায় নমঃ ॥ ৬ ॥ ও অগ্নিঃ হুতং বৃণীমহে হোতারং  
বিশ্ববেদসং অশ্ব যজ্ঞস্ত সূকৃতুম্ । ও অগ্নয়ে নমঃ ॥ ৭ ॥ ও যমায় সোমং সনৃতসমায়  
জুহুতাহবিঃ । যমং হ যজ্ঞং গচ্ছত্যগ্নিদূতো অবঃ কৃতঃ । ও যমায় নমঃ ॥ ৭ ॥  
ও মৌসুণঃ পরাপরানিষ্কৃতিচ্ছহনাবধীং । পদীষ্টহৃক্ষয়া সহ । ও নিষ্কৃতে  
নমঃ ॥ ৮ ॥ ও তত্ৰায়ামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্তদা শান্তে যজমান হবির্ভিঃ । অহেন-  
মানো বরুণে হবোঁধ্যারুণঃ সমানমাগুঃ প্রমোষীঃ । ও বরুণায় নমঃ ॥ ৯ ॥ ও  
তব বায় বৃহস্পতে তৃষ্টয়ামাতভুত অবাস্যা বৃণীমহে । ও বায়বে নমঃ ॥ ১০ ॥ ও  
সোমো ধেহুং সোমো বারং কৰ্ম্মণ্যং দদাতি । সাদন্তং বিতথ্যং সতেয়ং পিতৃ-  
প্রবণং যো দদাদম্যৈ । ও সোমায় নমঃ ॥ ১১ ॥ ও তমীশানং জগতস্ত্রুব-  
স্পতিং দ্বিযং জিন্নমবসে ভূমহে বয়ম্ । পুষাণো যথা বেদ সামসব্ধেজ্জিতা  
পায়ুরদধঃ স্বস্তয়ে । ও ঈশানায় নমঃ ॥ ১২ ॥ ও ব্রহ্মবজ্জানাং প্রথমং পুরস্তা-  
দিবীমতঃ সূর্যচোবেন আবঃ । সবুয়া উপমা অস্ত্র বিষ্টাঃ সতশ্চ যোনি মসতশ্চ  
বিবঃ । ও ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ১৩ ॥ ও কালিকো নাম সর্পো নবনাগসহজ্রবলঃ । যমুনা-  
হ্রদেণো জাতোহয়ং নারায়ণবাহনঃ । যদি কালিকাদুতস্য যদি বা কালিকাদ্রয়ং ।  
জন্মভূমিপরিব্রাজো নির্কিষো যাতু কালিকঃ । ও অনন্তায় নমঃ ॥ ১৪ ॥  
ও স্যোনা পৃথিবী লোভবান্ধরাণিবেশনী । যৎসানঃ শর্শ্বসপ্রথাঃ । ও পৃথিব্যৈ  
নমঃ ॥ ও দিগ্ভ্যো নমঃ ॥ ১৬ ॥” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রত্যেকের পূজা করিবে ।

অনন্তর পিতা উপলেনাদি আজ্যভাগান্ত কৰ্ম করিয়া ব্রহ্মাদির উচ্চ মন্ত্রে  
হোম করিবেন । হোমকালে “নমঃ” স্থলে “স্বাহা” বলিতে হইবে । তৎপরে নিম্ন  
লিখিত মন্ত্রে নিম্নলিখিত দেবতাগণকে এক এক বার স্মৃতির্হিত দিবে, — “ও



অগ্নয়ে স্বাহা ।—ইদমগ্নয়ে । ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা ।—ইদমিন্দ্রায় । ওঁ প্রজাপত্যয়ে স্বাহা ।—ইদং প্রজাপত্যয়ে ।—ওঁ বিধেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা ।—ইদং বিধেভ্যঃ দেবেভ্যঃ । ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা ।—ইদং ব্রহ্মণে ।

অতঃপর প্রায়শ্চিত্তহোম ও স্থিষ্টিকৃদ্ধোম সমাপন করিবেন । তৎপর কুমারের মাতা স্নানাত ও অলঙ্কৃত কুমারকে ক্রোড়ে করিয়া পতির বামপাশ্বে উপবিষ্টা হইবেন । পরে চতুর্দিক্ অন্নব্যঞ্জনাদি পাত্রৈ করিয়া আনয়ন করিলে পিতা আচমনপূর্বক স্থিতিবাচন করিয়া দধিস্বতমধুক্ষীরমুস্ত অন্ন নিম্ন লিখিত মন্ত্রে কুমারের মুখে প্রদান করিবেন,—“অন্নপতে অন্নস্যোত্যস্য বিশ্বামিত্রঋষিরমিদ্বেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দোহন্নপ্রাশনে বিনিয়োগঃ । ওঁ “অন্নপতে অন্নস্য নো ধেহ্ননমীরস্য শুশ্রিণঃ । প্রদাতারং তারিষ উর্জ্জমো ধেহি দ্বিপদেশং চতুষ্পদে ।” অনন্তর বালকের মাতা ও অন্নব্যঞ্জনাদি কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া কুমারের মুখে প্রদান করিলে পিতা আচমন করাইয়া মুখে তাম্বুল রস প্রদান করিবেন এবং তৎপর বালকের মাতৃ-অঙ্কে প্রদান করিবেন ।

তৎপরে কুলাচারনিয়মামুসারে স্বর্ণ, ধাতু ও শাস্ত্র গ্রন্থ প্রভৃতি দিয়া জীবিকা নির্বাহের লক্ষণ দর্শন করিবেন । এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে বালক প্রথম যাহা গ্রহণ করিবে, তদ্বারাই তাহার জীবিকা হইবে ।

### চূড়াকরণ ।

চূড়াকরণ সংস্কারে সত্যনামা অগ্নি স্থাপন করিতে হয় । পিতা প্রাতঃকালে নিত্য-ক্রিয়া সমাপন করিয়া, গোষ্ঠাদি বোড়শমাতৃকার পূজা, বসুধারা দান, আয়ুত্ব হৃত্ত জপ ও বুদ্ধিশ্রাদ্ধ নির্বাহ করিবেন । পরে ছায়ামণ্ডপে অংলপনাদি লিখিত বেদিকামধ্যে সপর্ববজ্রলপূর্ণ কুন্ত স্থাপন করিবেন । অনন্তর মঙ্গল বাত্ম বাদিত করিয়া পিতা পূর্বাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া কাৰ্য্য করিবেন । মাতা ও কুমারকে ক্রোড়ে করিয়া পতির বামপাশ্বে উপবেশন করিবেন । পিতা অংলপনাদি আজ্যভাগান্ত কৰ্ম্ম সম্পন্ন করিয়া অগ্নির উত্তরদেশে আস্তীর্ণ কুশোপরি ত্রীহি, যব, মাঘ ও তিলপূর্ণ শরাব চতুষ্টয়, এবং বৃষগোময়, শমীপত্র, শীতোক্ষোদক ও নবনীতপূর্ণ পঞ্চশরাব অগ্নির পশ্চিমে মাতার নিকটে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্থাপন করিয়া মাতার দক্ষিণ দিকে পিতা একবিংশতি কুশ-পিঞ্জলী স্থাপন করিবেন । পরে পিতা কুমারের সহিত সংস্পৃষ্ট হইয়া নিম্ন লিখিত

চারিটি মন্ত্রে অগ্নিতে চারিটি স্তোত্রোক্তি দিবেন,—“অগ্নি আয়ুঃবীতি ত্র্যর্কস্য  
শতং বৈধানসা ঋষয়োহগ্নিঃ পবমানো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দ আজ্যাহোমে  
বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নি আয়ুঃবি পবন্ অমুরোজ্জসিষকনঃ । আরো বাধব জু-  
চ্ছুন্যং স্বাহা ।—ইদমগ্নয়ে পবমানায় ॥ ১ ॥ ওঁ অগ্নি ঋষিঃ পবমানঃ পাকজন্যঃ  
পুরোহিতঃ । তমীমহে মহাগয়ং স্বাহা ।—ইদমগ্নয়ে পবমানায় ॥ ২ ॥ ওঁ অগ্নে  
পবন্ স্বপা অম্বৈর্কচঃ সূবীৰ্য্যং দধত্ৰিগ্নিঃ মগ্নি পোষং স্বাহা ।—ইদমগ্নয়ে পবমা-  
নায় ॥ ৩ ॥ প্রজাপত্য ইত্যস্য হিরণ্যগর্ভ ঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দ  
আজ্যাহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ প্রজাপত্যেন ত্বদেতাভ্যন্তো বিধ্বাজাতানি পরিভা  
বত্বব । যৎকামান্তে জুহুমন্তনো অস্ত বয়ং স্যাম পত্যো রয়ীণাং স্বাহা ।—ইদং  
প্রজাপত্যে ॥ ৪ ॥”

তদনন্তর তিনটি ষেত শেজাকর কাঁটা দ্বারা কুমারের কেশার্দ্ধ দক্ষিণ  
কর্ণোপরি এবং অর্দ্ধ বাম কর্ণোপরি স্থাপন করিয়া দক্ষিণস্থ ভাগকে চারি  
ভাগ করিবে । তৎপরে কুমারের পশ্চিম দিকে থাকিয়া শীতোষ্ণজলপূর্ণ  
শরাবধর উভয় হস্তে লইয়া অস্ত্র পাত্রে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পড়িয়া মিশ্রিত করিবে ?  
যথা,—“ওঁ উক্ষেণ বায় উদকেনৈহি ।”

অনন্তর কিঞ্চিৎ জল ও নবনীত গ্রহণ করিয়া তদ্বারা কুমারের  
দক্ষিণ কেশভাগের উপর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার আর্দ্র করিবেন ।  
যথা,—“অদিতিঃ কেশানিত্যন্ত প্রজাপতিঋষিরদিত্তিরাপশ্চ দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দ-  
চূড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ অদিতিঃ কেশান্ বপতাপ উদ্দন্ত মেদসে দীর্ঘায়ু-  
ষ্টায় বলায় বচ্চসে ।”

অতঃপর পিতা তিনটি কুশপিঞ্জলি গ্রহণ করিয়া কুমারের সেই কেশভাগে  
পশ্চিমাগ্র করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্বক স্থাপন করিবেন ।—“ওষধে ইত্যন্ত  
প্রজাপতিঋষিরোষধির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দচূড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ ওষধে  
আয়শ্চৈনম ।”

অতঃপর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাত্রাকুর গ্রহণ পূর্বক “সুধিতে ইত্যন্ত প্রজাপতি-  
ঋষিঃ সুধিতির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দচূড়াকরণে বিনিয়োগঃ । ওঁ সুধিতে মৈনং  
হিংসীঃ ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উক্ত আর্দ্র কেশস্থান পীড়ন করিবেন । পরে  
গোহকুর গ্রহণ করত “ওঁ যেন ভূয়ন্ত রাজ্যাং জ্যোক্ত চ পশুতি স্বর্য্যং তেন তে  
আয়ুধ বপামি স্নগ্নোক্যাম অন্তয়ে ।”—এই মন্ত্র পাঠ করত দর্ভপিঞ্জলি সহ কেশ  
ছেদন করত পূর্বাগ্র করিয়া শনীপদসং কুমারের মাতাব হস্তে প্রদান করিবেন

এবং মাতা তাত্কা গোময় পূৰ্ণ শরাবে নিক্ষেপ করিবেন। এইরূপ পুনরায় “ও উকেন বায় উদকেনৈহি” বলিয়া উদক মিশ্রণ করিয়া কিঞ্চিৎ মিশ্রিত জল ও নবনীত গ্রহণ করিয়া পূৰ্ণ মস্ত্রে দ্বিতীয় কেশভাগ ক্লেদন, দৰ্ভগিজলি স্থাপন, পীড়ন, ছেদন ও গোময় শরাবে স্থাপন এবং পুনরপি ঐরূপে তৃতীয় কেশভাগ ও চতুর্থ কেশভাগে ক্লেদনান্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া পূৰ্ব্বস্থাপিত অপৰভাগ চতুষ্ঠয়ে এইরূপ কার্য্য করিয়া ছেদন ও স্থাপন করিবেন।

অনন্তর পিতা নিম্ন মন্ত্র পাঠ করত অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি যোগে ক্ষুরধার মার্জনা করিবেন।—“যংক্ষুরেণেত্যস্য প্রজাপতিঋষিঃ ক্ষুরো দেবতা ক্ষুরধার-মার্জনে বিনিয়োগঃ। ও যংক্ষুরেণ মার্জয়তা নুপেশসা বপ্ত্বা বপসি কেশান্ ছিন্দি শিরোমাস্তায়ুঃ প্রমোষীঃ।” অতঃপর নাপিতকে ক্ষুর প্রদান করিয়া বলিবেন।—“শীতোষ্ণাভিরন্তিরব্যর্থং কুর্বাণোহক্ষুধন্ কুমারং কুশলীকুশ।” নাপিত বলিবে,—“করবাণি।”

অতঃপর নাপিত অগ্নিসমীপে কুমারের সমস্ত কেশ মুণ্ডন করিবে। পরে পতি-পুত্রবতী নারীগণ কুমারকে মঙ্গলাচীর সহকাৰে স্নান করাইয়া অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিত করত কর্ণবেধ করাইয়া মাতৃকোড়ে দান করিবেন।

তদনন্তর পিতা প্রায়শ্চিত্ত হোম ও ষিষ্টকৃত্ত্বোম সমাপন করত দক্ষিণা দান ও অচ্ছদ্রাবধারণ করিবেন।” নাপিতকে ত্রীহি যবাদি পূরিত শরাব-চতুষ্ঠয় দান করিতে হয় এবং কেশসমূহ বাঁধবনে বা শুচি-প্রদেশে নিক্ষেপ করিতে হয়।

### উপনয়ন। . .

এই উপনয়ন-সংস্কারে সমুদ্ভবনামক অগ্নিস্থাপন করা বিধি। পিতা নিত্যক্রিয়াদি সমাপনান্তে গোৰ্ঘ্যাদি ষোড়শ মাতৃকা পূজা, বসুধারা দান, আয়ুৰ্য্য হস্ত জপ এবং বুদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপন করিবেন। মাপবক শিখা ধারণ করত কোঁরাদি কার্য্য সম্পাদন করাইয়া স্নান করিবে এবং স্নানান্তে কোঁম বস্ত্র বা গৈরিকাদি-রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিবে। পরে পিতা উপলপনাদি যেক্ষণ সংস্কারান্ত কর্তব্য সমাধান করিয়া (সাধারণ কুশণ্ডিকা দেখ) যথাবিধি চক্রপাক করিবেন। প্রথমত, “সদসম্পত্যে ত্বা জুষ্ঠং গৃহ্নামি। ও সদসম্পত্যে ত্বা জুষ্ঠং নিকৰ্ণামি। ও সদসম্পত্যে ত্বা জুষ্ঠং প্রোক্ষামি। এইরূপে গায়ত্রীয়া,

ঋষিভ্যাঃ, ব্রহ্মণ্যে।” এই বলিয়া তত্তুল গ্রহণ করিয়া প্রাকোটনাদি পাকান্ত কার্য যথাবিধি শেষ করিয়া চকু নামাইবে।

অনন্তর অগ্নির নামকরণাদি আজ্যভাগান্ত সমস্ত কার্য শেষ করিয়া এক-ত্রিভাঙ্গী যজ্ঞোপবীত বক্ষ্যমাণ মস্ত্রে দক্ষিণ হস্তাবলম্বন ভাবে মাণবকেয় বামহস্তে দিবেন। যথা,—“যজ্ঞোপবীতমস্ত্রস্ত ব্রহ্মঋষিঃ পুচ্ছন্দো ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরো দেবতা যজ্ঞোপবীতধারণে বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্যং সহজং পুরস্তাং। আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চন্তঃ যজ্ঞোপবীতং বলমস্ত্রং তেজঃ।” অতঃপর কৃষ্ণসারাজিনসহ উত্তরীয় উপবীত নিম্নমস্ত্রে প্রদান করিবেন।—“ওঁ প্রজাপতিঋষিঃ পুচ্ছন্দঃ কৃষ্ণাজিনঃ দেবতা কৃষ্ণাজিনপরিধাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ মিত্রস্য চকুভূবনং বলীয়ন্তেজো বশশ্চি স্ববিরং সমৃদ্ধম্। অনাহমস্ত বসনং স্ববিরং যবিত্তং পবীদং বাহুজিনং দধেয়ম্।”

অনন্তর আচমন করিয়া ব্রহ্মগ্রন্থিযুক্ত। মেথলা গ্রহণ করিয়া,—“ওঁ ইয়ং ছুরুক্তাং পরিবোধমানা বর্ণং পবিত্রং পুনতী ন আগাৎ। প্রাণাপানাত্যাং বলমাবহন্তী স্বসা দেবী সুভগা মেথলেয়ম্। ওঁ ঋতস্ত গোপ্ত্রী তপসঃ পবন্তী যতী ব্রহ্মঃ সহমানা অরাতীঃ। সামা সমস্তমভিপর্ষোহি সমস্তমহুপরেহি তস্তে ভর্তারস্তে মেথলে মারিষাম।” এইমন্ত্র পাঠ করিয়া মেথলা দান করত নিম্ননিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা,—“ওঁ স্বস্তি নো মিম্বীতামম্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্যাদিতেরনর্ষিঃ। স্বস্তি পৃষা অমুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্বাব্যা পৃথিবী সুচেতনা।”

অতঃপর যথাবিভবানুসারে কুণ্ডলাদি অলঙ্কারে মাণবককে অলঙ্কৃত করিবে। মাণবক ব্রহ্মজ্ঞানি হইয়া বলিবে,—“ওঁ উপনয়ন্ত মাং যুগ্মং-পাদাঃ।” পিতা বলিবেন,—“ওঁ উপনেষ্যামি উবন্তম্।” মাণবক বলিবে—“ওঁ বাচম্।”

অতঃপর আচার্য্য অগ্নির উত্তরদেশে গমন করিয়া কুমারের সহিত অধারক্কাপাণি হইয়া নিম্ন মন্ত্র চতুষ্ঠয়ে অগ্নিতে চারিটি ঘটাহুতি প্রদান করিবেন।—“অগ্ন আয়ুংধীতি জ্যাক্তস্ত শতং বৈধানসা ঋষঃযাহ্নিঃ পবমানো দেবতা দেবী গায়ত্রীক্ষন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্ন আয়ুংধি পবস্ব আনুরোজ্জসিষকনঃ। আরে বাধস্ব ছক্ষুনাং স্বাহা।—ইদমগ্নয়ে পবমানায় ॥ ১ ॥ ওঁ অগ্নি ঋষিঃ পববানঃ পাঞ্চজন্তঃ পুরোহিতঃ। তমীমহে মহাগয়ং স্বাহা।—ইদমগ্নয়ে পবমানায় ॥ ২ ॥ ওঁ অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্ত বর্ষঃ সুরীর্ধ্যং দ্বৈতদ্বয়ং মরি পোবং

স্বাহা ।—ইদমগ্নয়ে পবমানায় ॥ ৩ ॥ প্রজাপতিঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দ  
আজ্যাহোমে বিনিয়োগঃ । ঔ প্রজাপতে ন ব্বেদতাক্তো বিশ্বা জাতানি  
পরিতা বভূব । যংকামান্তে জুহমন্তমোহন্ত বয়ং স্যাম পতমো রঘীগং  
স্বাহা ।—ইদং প্রজাপতয়ে ॥ ৪ ॥

অনন্তর আচার্য্য অগ্নির উত্তরভাগে দণ্ডায়মান হইলে তাঁহার সম্মুখে মাণবক ও  
পশ্চিমমুখে কৃতাজলি পুরঃসর দণ্ডায়মান হইবে । পরে আচার্য্য মাণবকের  
অঞ্জলি এবং অত্র কোন ব্রাহ্মণ আচার্য্যের অঞ্জলি জল দ্বারা পূর্ণ করিবেন ।  
অতঃপর আচার্য্য মাণবকের অঞ্জলিতে স্বীয় অঞ্জলি সংযুক্ত করিয়া  
নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া মাণবককে অভিষেক করিবেন । যথা,—  
“বশিষ্ঠঋষিত্রিষ্টুপ্ছন্দোহগ্নির্দেবতা জলাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ । ঔ তং স-  
বিতুর্গীমহে বয়ং দেবস্য ভোজনং শ্রেষ্ঠং সর্ষধাতমং ভূবং ভর্গস্য  
ধীমহি ॥” অতঃপর আচার্য্য মাণবকের অঙ্গুষ্ঠের সহিত দক্ষিণহস্ত ধারণ  
করিয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবেন । যথা—“প্রজাপতিঋষিঃ সবিতা দেবতা  
ত্রিষ্টুপ্ছন্দ উপনয়নে মাণবকদক্ষিণহস্তধারণে বিনিয়োগঃ । ঔ দেবস্য ত্বা  
সবিতুঃ প্রসবেষিনোঋষিভ্যাং পুষো হস্তাভ্যাং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্ণ হস্তং তে  
গৃহামি ।”

পুনরায় মাণবকের অঞ্জলি জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া উভয় হস্ত দ্বারা গ্রহণ-  
পূর্বক—“বশিষ্ঠঋষিত্রিষ্টুপ্ছন্দোহগ্নির্দেবতা জলাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ । ঔ  
তংসবিতুর্গীমহে বয়ং দেবস্য ভোজনং শ্রেষ্ঠং সর্ষধাতমং ভূবং ভর্গস্য ধীমহি ॥”  
এই মন্ত্রটি পাঠ করিয়া অঞ্জলিস্থ জল দ্বারা মাণবককে অভিষেক করিবেন ।

পুনরায় আচার্য্য মাণবকের সাজুষ্ঠ দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিয়া “প্রজাপতিঋষিঃ  
সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দ উপনয়নে মাণবক হস্ত গ্রহণে বিনিয়োগঃ । ঔ  
সবিতা তে হস্তমগ্রহীৎ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্ণ হস্তং তে গৃহামি ।” এই মন্ত্র  
পড়িবেন । পরে ব্রহ্মচারীর অঞ্জলি জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া উভয় হস্ত দ্বারা ধারণ  
করিয়া “বশিষ্ঠঋষিত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ” ইত্যাদি ঋষিচ্ছন্দোযুক্ত পূর্বোক্ত মন্ত্রে মাণব-  
ককে অভিষেক করিবেন । পরে মাণবকের সাজুষ্ঠ হস্ত গ্রহণ করিয়া  
আচার্য্য বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবেন—“প্রজাপতিঋষিরগ্নির্দেবতা উপনয়নে  
মাণবক-হস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ । ঔ অগ্নিরাচার্য্যস্তবাসৌ হস্তং গৃহামি শ্রীঅমু-  
কদেবশর্ম্ণ ।”

• অতঃপর আচার্য্য বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিয়া মাণবককে সূর্য্য দর্শন

করাইবেন । যথা,—“ওঁ দেব সবিতরেণ তে ব্রহ্মচারী জং গোপায়েতি ।” অনন্তর আচার্য্য ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিবেন,—“কিং নামাসি ।” মাণবক বলিবে,—“ঐশ্বর্য্যকদেবশর্মাং ভোঃ ।” পরে আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিবেন,—“কস্য ব্রহ্মচার্য্যসি ।” ব্রহ্মচারী বলিবে,—“প্রাণস্য ব্রহ্মচার্য্যস্মি ।” আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিবেন,—“কস্যামুপনয়ং ?” ব্রহ্মচারী বলিবে,—“কায়জ্ঞা পরিদধামি ।” মাণবক ইহা শ্রবণ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিবে । অনন্তর আচার্য্য নিম্ন মন্ত্রে মাণবককে অগ্নি প্রদক্ষিণ করাষ্টবেন । “গৃৎসমদ ঋষির্ঘূপোদেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দোহগ্নিপ্রদক্ষিণে বিনিয়োগঃ । ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাং ন উৎশ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ ।”

অনন্তর আচার্য্য পূর্ব্বমুখস্থিত মাণবকের পৃষ্ঠদেশে থাকিয়া ঋক্শ্রোপরি হস্ত প্রদান করত বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে তদীয় হৃদয়দেশ স্পর্শ করিবেন । যথা,—“গৃৎসমদ ঋষির্ঘূপোদেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দো মাণবকহৃদয়ালন্তনে বিনিয়োগঃ । ওঁ তক্ষীবাংসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ ।” অতঃপর উভয়ে অগ্নি সমীপে পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশন করিবেন । ব্রহ্মচারী তক্ষীভাবে একটী যুতাঙ্ক সমিধ্ অগ্নিতে আহুতি দিয়া অপর আর একটী সমিধ্ গ্রহণ করিয়া নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দিবে । যথা,—“প্রজাপতিঋষিরগ্নির্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দঃ সমিদ্ধোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নয়ে সমিধ-মহাৰ্ষং বৃহতে জাতবেদসে তয়া ত্বমগ্নে বর্জ্জস্ব সমিধা ব্রাহ্মণা বয়ং স্বাহা ।—ইদং ব্রহ্মণে ।”

অতঃপর মাণবক অগ্নি স্পর্শপূর্ব্বক হস্তে জল গ্রহণ করিয়া “ওঁ তেজসা বাৎ সমনজিহ্নু” বলিয়া তিনবার স্বীয় মুখ মার্জ্জনা করিবে । তৎপরে গাজো-থান করিয়া কৃতাজলি পুরঃসর নিম্ন মন্ত্রপাঠ করত অগ্নির উপস্থান করিবে । যথা—“বরাং বহুজ্ঞতঋষিরগ্নির্দেবতাহুষ্টুপ্ছন্দোগ্নৌপস্থাপনে বিনিয়োগঃ । ওঁ ময়ি মেধাং ময়ি প্রজা মথ্যগ্নিস্তেজো দধাতু ॥ ১ ॥ ওঁ ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাঃ ময়ীজ ইল্লিয়ং দধাতু ॥ ২ ॥ ওঁ ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাঃ ময়ি স্বর্ধো ব্রাজো দধাতু ॥ ৩ ॥ ওঁ বভেহগ্নে তেজস্তেনাহং তেজস্বী ভূয়াসম্ ॥ ৪ ॥ ওঁ বভেহগ্নে বচস্তেনাহং বচস্বী ভূয়াসম্ ॥ ৫ ॥ ওঁ বভেহগ্নে তরস্তেনাহং তরস্বী ভূয়াসম্ ॥ ৬ ॥

অতঃপর “কোৎসঋষীক্ৰত্নো দেবতা জগতীচ্ছন্দ আশীঃকর্ম্মণি বিনিয়োগঃ । ওঁ মানস্তোকে তনয়ে মান আয়ুষিমানো গোযু মানোহশ্বেষু বীর্ষিবঃ । মানো বীর্য়ান্ কদ্রভামিনোবদীহ বিয়ন্তঃ সদসি ত্রাহ্বামহে । ওঁ ত্রায়ুষং বমদগ্নেঃ কশ্য-

পশু ত্র্যয়ুধং তস্মৈহস্ত ত্র্যয়ুধং তন্ত্বেহস্ত ত্র্যয়ুধং তস্মৈহস্ত ত্র্যয়ুধম্ । ও  
স্তুি শ্রদ্ধাং যশঃ প্রজ্ঞাং বিজ্ঞাং বুদ্ধিং শ্রিয়ং বলং । অয়ুধ্যং তেজ আরোগ্যং  
দেহি মে হব্যবাহন ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে ।

অনন্তর ব্রহ্মচারী ভূমিতলে জালুদ্বয় পাতিত করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা  
গুরুদক্ষিণ পদ এবং বামহস্ত দ্বারা বামপদ ধারণপূর্বক বলিবে,—“শ্রীঅমুক-  
দেবশর্মাং ভো অভিবাদয়ামি ।” (ব্রহ্মচারীর স্বীয় নাম বলিবে) । অনন্তর  
আচার্য্য “ও অয়ুধ্যান্ ভব সৌম্য শ্রীঅমুকদেবশর্মন্ ।” ইহা বলিবেন । পরে  
মাণবক স্বীয় মস্তক স্পর্শ করিলে, আচার্য্য বলিবেন,—“অবীহি ভোঃ সাবি-  
জীম্ ।” ব্রহ্মচারী বলিবে,—“ভো অহুক্রহি ।” অতঃপর আচার্য্য স্বীয়  
হস্ত দ্বারা ব্রহ্মচারীর উভয় হস্ত ধারণ করিয়া উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন  
করত নিম্ন প্রকারে গায়ত্রী বলিবেন । যথা,—

“ঐতৎসর্গা সমুদ্ভিষ্টা কাব্যবসনা তথা । ঐতৈর্কিলেপনৈঃ পুষ্পৈরলঙ্কারৈশ্চ  
শোভিতা । অক্ষমালাধরা দেবী পদ্মাসনগতা শুভা । আদিত্যমণ্ডলান্তঃস্থা  
ব্রহ্মলোকগতা স্থিরা । তত্রাবাহ জপিতা চ নমস্কারৈর্কিসমর্জয়েৎ । সবিতা  
দেবতা চাত্তা মুখমগ্নিস্তিষ্ঠাচাঃ । বিশ্বামিত্র ঋষিছন্দো গায়ত্রী তু বিধীয়তে ।  
আয়াহি বরদে দেবি জপ্যে মে সন্নিধীভব । গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং  
ততঃ স্মৃতা । এষা হি ত্রিপদা দেবী শকুব্রহ্মময়ী শুভা । মহতা তপসা দৃষ্টা  
বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা । গায়ত্রীকৈব বেদাংশ্চ তুলয়া সমতোলয়ং । বেদা  
একত্র সাদ্রাশ্চ গায়ত্রী চৈকতঃ স্থিতা । যোগভূতা তু বেদানাং গৃহোপনিষদাং  
তথা । তাত্যঃ সারস্ত গায়ত্রী তিস্রো ব্যাহতয়ন্তথা । গায়ত্র্যাঃ পাদমর্জক  
ঋচোহর্জুম্ চ এব চ । ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং সূৰ্গস্তেয়মেব চ । গুরুদারাগমকৈব  
জপ্যেনৈবা পুনাতি বৈ । এতয়া স্তোতয়া সর্বং বায়ুয়ং বিদিতং ভবেৎ ।  
উপাসিতং ভবেচ্চৈব বিশ্বং ভুবনপঞ্চকম্ । অজ্ঞাতা চৈব গায়ত্রী ব্রাহ্মণ্যাদেব  
হীয়তে । গায়ত্রী দেবজননী গায়ত্রী লোকপাবনী । ন গায়ত্র্যাঃ পরং জপ্যমে-  
তদ্বিজায় মুচ্যতে । অত্রাপ্য মাতা সাবিত্রী পিতা আচার্য্য উচ্যতে ।”

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ক্রমশঃ গায়ত্রী বলিবেন । যথা,—

“ও তৎ সবিতুর্ভরৈণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ।” মাণবক ইহা পাঠ করিলে  
পুনর্বার আচার্য্য বলিবেন,—“ও তৎ সবিতুর্ভরৈণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ।  
ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ।” মাণবক ইহা পাঠ করিলে, আচার্য্য পুনরপি  
বলিবেন,—“ও ভূঃ । ও ভুবঃ । ও স্বঃ ।” মাণবক ইহা পাঠ করিবে ।

অনন্তর ব্রহ্মচারীর হৃদয়ে উৰ্দ্ধাঙ্গুল দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া—“পরাক-  
দাস ঋষির্দয়ং দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দো মাণবকহৃদয়দেশাগভনে বিনিয়োগঃ ।  
ও মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমহুচিন্তেহস্ত মম বাচমেকমনা জুহু-  
বহম্পতি স্বা নিযুনক্তু মহম্ ।” —এই মন্ত্র পাঠ করিবেন, এবং নিম্ন লিখিত  
মন্ত্র পাঠ করিয়া মাণবকের কটিদেশে মেথলা বন্ধন করিবেন । যথা,—“বি-  
শ্বামিত্রঋষির্মেথলা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দো মেথলাবন্ধনে বিনিয়োগঃ । ও ইয়ং  
হ্রস্বাং পরিবাহমানা শর্য বরুথং পুনতী ন আগাৎ । প্রাণাপানাত্যাং  
বলমাবহন্তী স্বদা দেবী স্তভগা মেথলেয়ম্ । ও ঋতস্ত গোষ্ঠী তপসঃ পবস্বী  
ব্রতী বক্ষঃ সহমানা অরাতীঃ । সা নঃ সমস্তমহুপরে হি ভদ্রে ভর্তারস্তে  
মেথলে মা রিষাম । পরে মাণবকের কেশান্ত স্থান হইতে পাদ পর্যন্ত পরিমিত  
পলাসদণ্ড ( বা বিষদণ্ড ) নিম্ন লিখিত মন্ত্রে প্রদান করিবেন ।—“আত্রেয় ঋষি-  
র্কিষেদেবা দেবতাত্রিষ্টুপ্ছন্দো দণ্ডগ্রহণে বিনিয়োগঃ । ও স্বস্তি নো  
মিমীতামশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেবাদিতি বনর্কণঃ । স্বস্তি পুয়া অমুরো দধাতু নঃ  
স্বস্তি ত্রাবা পৃথিবী স্তুচেতনা ।”

অতঃপর আচার্য্য ব্রহ্মচারীকে নিম্নলিখিত প্রকারে আদেশ করিবেন ।  
যথা,—“ব্রহ্মচার্য্যসি । আপোশানং কশ্য কুরু । মা দিবা স্বাপ্নীঃ । আচার্য্য-  
দ্বৈদমবীষ । উদকসমিংকুশাভাহরণং কুরু । সাং প্রাভঃ সমিধমাধেহি ।  
সাং প্রাতর্ভিক্ষাটনং কুরু ।” প্রতি আদেশের পরে ব্রহ্মচারী বলিবে,—“ও  
বাচম্ ।”

পরে মাণবক জলস্পর্শপূর্বক করঘোড়ে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবে,—“ও  
ব্রতানাং ব্রতপতিরসি ব্রতং সাবিত্রিকং ত্রৈবার্ষিকং চরিত্বামি ।” অথবা শক্তি  
অমুরূপ কাল নির্দেশ করিবে ।

অতঃপর গৃহীতদণ্ড ব্রহ্মচারী ভিক্ষা পাত্র হস্তে লইয়া—“ভবতি  
ভিক্ষাং দেহি ।” বলিয়া মাতার নিকট অভাবে ভগ্নীর নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা  
করিবে । তৎপরে—“ভবন্ ভিক্ষাং দেহি ।” বলিয়া পিতার নিকট ভিক্ষা  
প্রার্থনা করিবে । অনন্তর অপরায়ণ লোকের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে এবং  
ভিক্ষালব্ধ সকল দ্রব্য আচার্য্যকে দান করিবে ।

পরে আচার্য্য ব্রহ্মচারী প্রদত্ত দ্রব্য সমূহ “উপভূজ্যতাম্” বলিয়া মাণ-  
বককে ভোগ করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিবেন । মাণবক অনুজ্ঞাত দ্রব্য  
সায়ংকালের ভোজনার্থ রাখিয়া দিবে ।



অতঃপর বেদাধ্যয়ন ও বেদ গ্রহণ করিবে । যথা—আচার্য্য অন্নানন্তপূর্বক ব্রহ্মচারীর সহিত ঋচের মধ্যে দ্ব্যত ঋচ দিয়া চক্ৰর মধ্য হইতে মেক্ষণ দ্বারা অন্ন ছুইবার গ্রহণ করিয়া তত্পরি ও অবদানস্থানে দ্ব্যত ঋচদ্বয় দিয়া “বশিষ্ঠ ঋষিঃ সদসম্পতির্দেবতা অমুপ্রবচনীয়চক্ৰহোমে বিনিয়োগঃ । ও সদসম্পতি-মদুতং প্রিয়মিল্লস্ত কাম্যং শনির্শেধা ময়াশিবং স্বাহা ।—ইদং সদসম্পত্যে ॥ ও ভূত্বঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ভরগ্যাং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ স্বাহা ।—ইদং গায়ত্র্যে ॥ ও ঋষিভ্যঃ স্বাহা ।—ইদং ঋষিভ্যঃ ॥ এই বলিয়া আজ্যহোম করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে সমিক্লেম করিবে । যথা,— “বশিষ্ঠ ঋষিঃ সদসম্পতির্দেবতা সমিক্লেমে বিনিয়োগঃ । সদসম্পতিমদুতং প্রিয়মিল্লস্ত কাম্যং শনির্শেধা ময়াশিবং স্বাহা । ইদং সদসম্পত্যে ॥ এবং গায়ত্র্যে ঋষিভ্যঃ ।”

ব্রহ্মচারী এই সময়ে সন্ধ্যোপাসনা করিবে । পরে ব্রহ্মচারী একটি ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া অপর একটি ঘৃতাক্ত সমিধ্ গ্রহণ করত নিয় মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নিতে দিবে । যথা—“প্রজাপতিঋষিরগ্নির্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দ সমিক্লেমে বিনিয়োগঃ । ও অগ্নয়ে সমিধমহার্বং বৃহতে জাত-বেদসে তয়া তুময়ে বর্ধস্ব সমিধা ব্রহ্মণা বয়ং স্বাহা ।—ইদং ব্রহ্মণে ।” অন-ন্তর মাণবক সমাগত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর নিকট বদ্ধাজলি হইয়া প্রার্থনা করিবে । “বেদ সমাপ্তিং ভবন্তো মেহ্নুক্রবন্ত ।” ব্রাহ্মণগণ বলিবেন,—“অবিম্নেন বেদ-সমাপ্তি রন্ত ভবতঃ ।”

### মেধাজনন কৰ্ম্ম ।

আচার্য্য কুন্তোদকাভিষিক্ত মাণবককে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র তিনবার পাঠ করাইবেন । যথা,—“সুশ্রবঃ সুশ্রবা অসি যথা ত্বং সুশ্রবঃ সুশ্রবা অষ্টস্যবং মা সুশ্রবঃ সৌভ্রবসং কুরু যথা ত্বং দেবানাং যজ্ঞস্য নিধিপোত্ত্ববমহং মনুষ্যাণাং দেবানাং নিধিপোভূত্বাসম্ ।”

### বেদারন্ত ।

প্রথমত আচার্য্য সঙ্কল করিবেন । যথা,—“অথৈত্যাदि अमुकगोत्रस्य अमुकदेवशर्मणे वेदारन्ताङ्गहोममहं करिष्यामि ।” এইরূপ সঙ্কল করিয়া আজ্যহোম করিবেন । যথা—“ও পৃথিৱ্যে স্বাহা ।—ইদং পৃথিৱ্যে । ও অগ্নয়ে স্বাহা ।—ইদং অগ্নয়ে ॥ “ও ব্রহ্মণে স্বাহা ।—ইদং ব্রহ্মণে ॥ ও প্রজাপত্যে

স্বাহা ।—ইদং প্রজাপত্যে । ও ছন্দোভ্যঃ স্বাহা ।—ইদং ছন্দোভ্যঃ ॥ ও দেবেভ্যঃ স্বাহা ।—ইদং দেবেভ্যঃ ॥ ও ঋষিভ্যঃ স্বাহা ।—ইদং ঋষিভ্যঃ ॥ ও প্রজায়ৈ স্বাহা ।—ইদং প্রজায়ৈ ॥ ও মেধায়ৈ স্বাহা ।—ইদং মেধায়ৈ ॥ ও সদসম্পত্যে স্বাহা ।—ইদং সদসম্পত্যে ॥”

অন্তঃপর আচার্য্য অগ্নির উত্তরদেশে পূর্বমুখে বসিবেন এবং ব্রহ্মচারী পশ্চিমমুখ হইয়া গুরু-মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া উপবিষ্ট রহিবে । শিষ্য দক্ষিণহস্ত দ্বারা গুরুর দক্ষিণ চরণ ধারণ করিলে গুরু তাহাকে ওঙ্কার ব্যাহতি পাঠ পূর্বক অধ্যয়ন করাইবেন । যথা,—“মধুচ্ছন্দঋষির্কিষামিত্রো-দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো বেদারন্তে বিনিয়োগঃ । “ও ভূভুবঃ স্বঃ অগ্নিমীলে পুরোহিতম্ ।” পুনরপি এই ঋষিচ্ছন্দটা পাঠ করিয়া ও ভূভুবঃ স্বঃ অগ্নিমীলে পুরোহিতঃ যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং । পুনর্বার ঋষিচ্ছন্দ ও ব্যাহতি পাঠ করিয়া “ও অগ্নিমীলে পুরোহিতঃ যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং ব্রতধাতমম্ ॥” ( ইতি ঋক্ ) ॥ “যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিরুক্ষিচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ । ও ভূভুবঃ স্বঃ ইষে হোজ্জৈ ত্বা বায়বঃ স্ব দেবো বঃ ॥” পুনরপি ঐ ঋষিচ্ছন্দটী ও ব্যাহতি পাঠ করিয়া “ইষে হোজ্জৈ ত্বা বায়বঃ স্ব দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু ॥” পুনর্বার ঐ ঋষিচ্ছন্দ ও ব্যাহতি পাঠ করিয়া “ইষে হোজ্জৈ ত্বা বায়বঃ স্ব দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে ॥” ( ইতি যজুঃ ) “গৌতম ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ । ও অগ্ন আয়াহি বীতয়ে ॥” পুনরপি ঋষিচ্ছন্দ ও ব্যাহতি পড়িয়া “ও অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে ।” পূর্ববৎ ঋষিচ্ছন্দ ও ব্যাহতি পাঠ করিয়া, “অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নিহোতা সংসি বহিষি ॥” ( ইতি সাম ) ॥ “পিপ্লবাদ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বরুণো দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ । ও ভূভুবঃ স্বঃ শম্নো দেবীরতিষ্টয়ে ।” পুনরপি ঐ ঋষিচ্ছন্দ ও ব্যাহতি পাঠ করিয়া “শম্নো দেবীরতিষ্টয়ে আপো ভবন্ত পীতয়ে ।” পুনর্বার উক্ত ঋষিচ্ছন্দ ও ব্যাহতি পাঠ করিয়া “শম্নো দেবীরতিষ্টয়ে আপো ভবন্ত পীতয়ে শংযো রতিপ্রবন্ত নঃ ॥”

### সমাবর্তন ।

ব্রহ্মচারী প্রিয়বাক্য, প্রণিপাত ও অবস্থাহরূপ পারিতোষিক প্রদান করিয়া গুরুকে প্রসন্ন করত “জ্ঞানপ্রাবন” নামক সংস্কার করিবে । তদর্থং দ্রব্য যথা,—

কৰ্ণে ধারণযোগ্য সুবর্ণাদিনিৰ্মিত কুণ্ডল, কণ্ঠে পরিধানোপযোগ্য মণি, বস্ত্র, উপানহযুগল, বংশদণ্ড, সৰ্বৌষধি, গন্ধাদ্বলেপন, উকীষ ও ছত্র, এই সমস্ত গ্রহণ করত আচার্য্য প্রদান করিবেন। পরে মাণবক সমস্ত সমিধ্ অগ্নিসমীপে স্থাপন পূৰ্ব্বক আচার্য্যকে ভোজ্য ও গো-দান করত অপরাপর ব্রাহ্মণকেও ভোজ্য দান করিবে ।

{ অতঃপর অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ . ত্রীমমুকদেবশৰ্চ্চা সমাবৰ্ত্তন-কৰ্ম্মাহোমং করিয়ে । এইরূপ সংকল্প করিয়া শাশ্বৎ প্রভৃতির সংস্কার করিবে । অথা,—প্রথমত চূড়াকরণবৎ হোম করিবে । পরে কেশ মধ্যে কুশপিঞ্জলী-স্থাপন ও তাত্র লৌহ-কুরপীড়নাদি সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবে । চূড়াকরণে ঐসকল কার্য্যাদি বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে । অনন্তর ব্রহ্মচারী কেশচ্ছেদনাদি করিয়া শিখাধারণ করত সৰ্বৌষধি জলে স্নান করিবে ) । \*

পরে শুদ্ধকে বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া স্বয়ং নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূৰ্ব্বক বস্ত্র পরিধান করিয়া উকীষ বন্ধন করিবে,—“গৃৎসমদ ঋষির্লিঙ্গোক্তা দেবতাস্ত্রিষ্টু-পূছন্দো বস্ত্রপরিধানে বিনিয়োগঃ । ওঁ যুবং বস্ত্রাণি পীবস্যাথে যুবোবচ্ছিন্নামন্তরে হি সর্গাঃ অরতিব্রতম্নতানি বিধা ঋতেন মিত্রাবরুণা সচেথে ॥”

অনন্তর বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে ।—“ওঁ পরমাত্মা ঋষিঃ পরমাত্মা দেবতা গায়ত্রীছন্দো যজ্ঞোপবীতধারণে বিনিয়োগঃ । ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং ইত্যাদি ।

অতঃপর “ওঁ উহুতমং বরুণপাশমস্রদবাবমং বিমধ্যমং অথায় । ওঁ আদিত্যব্রতে বয়ং তবানাগলোহদিভয়ে শ্রামঃ । এই মন্ত্র পাঠ করত মেখলা ও কুম্ভাজিন মোচন করিয়া বৈণবদণ্ডের অগ্রে স্থাপন করিবে । পরে “অশ্বনন্তেজোদি চক্ষুৰী মে পাহি ।” এই মন্ত্রে অঙ্কন গ্রহণ করিবে । পরে “ওঁ অশ্বনন্তেজোদি শ্রোত্রঃ মে পাহি ।”—এই মন্ত্রে কৰ্ণে কুণ্ডল ধারণ করিয়া হস্তে অম্বুলেপন প্রদান করত “ওঁ অনাবৰ্ত্তনান্যবৰ্ত্তো ভূয়াসম্ ।” এই মন্ত্রে শিখায় মাণ্য ধারণ করিবে । অনন্তর “ওঁ দেবানাং প্রতিষ্ঠে স্বঃ সৰ্ব্বভো মাং পাহি ।”—এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উপানহ পরিধান করিবে ।

\* সমাবৰ্ত্তন কার্য্য বেদাধ্যয়নানন্তর গুরুগৃহ হইতে আগমন করিয়া করিতে হয় । বৰ্ত্তমান সময়ে একই দিবসে উপনয়ন হইতে সমাবৰ্ত্তনাদি সমস্ত কার্য্য নির্বাহ করিতে হয় বলিয়া সমাবৰ্ত্তন করিয়া আর কেশ সংস্কারাদি কাৰ্য্য করিতে হয় না ; সুতরাং আমরা তাহা বকনী মধ্যে বিবিষ্ট করিলাম ।

পরে “ওঁ দিবচ্ছাস্ত্যংসি বানস্পত্যোহসি সৰ্কতো মাং পাহি ।” ইহা বলিয়া ছত্র গ্রহণ করিবে । “ওঁ বেগুয়সি বানস্পত্যোহসি সৰ্কতো মাং পাহি ।”—বলিয়া বৈগবদ্য গ্রহণ করত পূৰ্ব্বত পলাশদণ্ড বা বিষদণ্ড তুক্ষীভাবে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে । অতঃপর “আয়ুযাং বচস্যং রাগস্প্যাবমৌত্তিদম্ । ইদং হিরণ্যং বচস্যং জৈত্রায়া বিশতাহুমাং ।” এই মন্ত্র পাঠপূৰ্ব্বক কণ্ঠে মণি ধারণ করিবে ।

অতঃপর ব্রহ্মচারী শ্রীয উক্লীষ লক্ষ্যমান করিয়া উপানহ সস্তাড়ন পূৰ্ব্বক অগ্নিসমীপে যাইয়া অগ্নির ঈশানকোণে দণ্ডায়মান হইয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে অগ্নিতে একটি ঘৃতাক্ত সমিধ্ আহুতি দিবে । যথা,—“ওঁ স্মৃতঞ্চ মে অস্মৃতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে নিন্দা চ মে অনিন্দা চ মে তন্ম উভয়-ব্রতঞ্চ মে বিদ্ভা চ মে অবিদ্ভা চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে অশ্রদ্ধা চ মে অশ্রদ্ধা চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে প্রজ্ঞা চ মে অপ্রজ্ঞা চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে ইষ্টঞ্চ মে অনিষ্টঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে দত্তঞ্চ মে অদত্তঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে অধীতঞ্চ মে অনধীতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে কৃতঞ্চ মে অকৃতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে সত্যঞ্চ মে অসত্যঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে শ্রুতঞ্চ মে অশ্রুতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে ব্রতঞ্চ মে অব্রতঞ্চ মে তন্ম উভয়ব্রতঞ্চ মে যমদগ্ধে সেন্দ্রস্য সপ্রজাপতিকস্য সঞ্চাষিকস্য সঞ্চাষিরাজকন্ডকস্য সপত্নী-কস্য সপত্নীরাজকন্ডকস্য সাকাশস্য সাতিকশস্য সপ্রতীকাশস্য সদেবমহুয্যস্য সগন্ধকীপরোরক্ষস্য সহারণ্যেঃ পশুভির্জ্যৈম্যশ্চ যমে আত্মনি ব্রতং তমে সৰ্কং ব্রতং ইদমহুয্যে সৰ্কতো ভবামি স্বাহা ।—ইদমহুয্যে ।” অনন্তর ব্রহ্মচারী উপবিষ্ট হইয়া মণ্ডপ হইতে সমিধ্ আহরণ পূৰ্ব্বক বক্ষ্যমাণ দশটী মন্ত্রে ঘৃতাক্ত সমিধ্ দ্বারা দশবার হোম করিবে । যথা,—

“দশানাং অপ্রশতিরথ ঐবিরয়ির্দেবতা বিরটিচ্ছন্মঃ সমিক্ষোমে বিনিয়োগঃ ।  
ওঁ যমাগ্নে বচো বিহরেদবস্ত বয়ং তেজ্ঞানান্তস্ং পূবে সমজ্যং নমস্তাং প্রদিশচতঃ-  
ষ্টায়ধ্যাক্ষেণ পৃথনা জয়েম স্বাহা ।—ইদমহুয্যে ॥ ১ ॥ ওঁ যম দেবা বিহরে সঙ্ঘ-  
সৰ্ক ইন্দ্রবন্তো মরুতো বিষ্ণুরয়িম্ মাস্তুরীক্ষমুরুলোকমবস্ত মহং বাতঃ পবতাং  
কামেহগ্নিন্ স্বাহা ।—ইদমহুয্যে ॥ ২ ॥ ওঁ যমি দেবা ত্রিবিণং যমি জজ্ঞাং মযাশীরন্ত  
যমি দেবহুতি দেব্যা হোতারো ধনুষন্ত পুর্কে নিবিষ্টাঃ স্ত্র্যম তবাং শ্রবীরাঃ  
স্বাহা ।—ইদমহুয্যে ॥ ৩ ॥ ওঁ মহং যজন্ত ঐজিজঃ সমরানি হব্যাহতিসত্যং মনসো  
মেহন্ত এনো মানিগাং কতমশ্চ নাহং মাগং বিশ্বেদেবা সোহবরো চতানঃ স্বাহা ।  
ইদমহুয্যে ॥ ৪ ॥ ওঁ দেবী শ্রুবী বরুণঃ রুণাতু বিশ্বেদেবা স ইহ বীরয়ধ্বং

মাহানহি প্রজয়া মা তন্নতিষ্ঠাব ধাম দিবতে সোম রাজনু স্বাহা ।—ইদমগ্নয়ে  
 ॥ ৫ ॥ ৩° অগ্নে মন্যং প্রতিভুদন্ পরেশামধ্বো গোপাঃ পরিপাহি নমঃ  
 প্রত্যক্ষোদয়ন্ত নিগঢ়ঃ পুনানন্তমগ্নি হসাং চিত্তং প্রবুধা বিনেশত স্বাহা ।—  
 ইদমগ্নয়ে ॥ ৬ ॥ ৩° ধাতা ধাতৃণাং ভুবনস্যস্পতির্দেবঃ জাতারমতিমতিসাহঃ  
 ইমং যজ্ঞমগ্নিনোহস্বিত্যাং বৃহস্পতির্দেবঃ পাস্ত যজমানঃ স্তূথ্যং স্বাহা ।—  
 ইদমগ্নয়ে ॥ ৭ ॥ ৩° উরব্যচানো সহিবশর্শ্বয়ং সদগ্নিন ইবে পুরুহতঃ পুরুচকুঃ সমঃ  
 প্রজায়ে হর্যাম্মলায়েজ্ঞমাণো রীরিবো মা পরান্দাঃ সদোনঃ স্বাহা ।—ইদমগ্নয়ে ॥ ৮ ॥  
 ৩° মেনঃ সপত্না অপতে ভবন্তিভ্রাঘিত্যাং মম বাধামহেতাম্ । বসবো রুদ্রা  
 আদিত্যা উপরিস্পৃশম্নোগ্রং চেভারমবধিভাজমগ্র্যং স্বাহা ।—ইদমগ্নয়ে ॥ ৯ ॥ ৩°  
 অর্ষকমিভ্রমম্বতো হবামহে যোগোজিভ্রনজিভ্রম্বজিৎ য ইমং নো যজ্ঞং বিহবে  
 জুঘ্বাস্য কুর্শ্বোহবিবো মো দিনং ত্বা স্বাহা । ইদমগ্নয়ে ॥ ১০ ॥ এই দশটী মন্ত্রের  
 ঋষিচ্ছন্দ একই জানিবে । অনন্তর প্রায়শ্চিত্ত হোম ও স্থিষ্টিক্রোম সমাপন  
 করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিবে । অতঃপর আচার্য্য ব্রহ্মচারীকে বলিবেন,—  
 “ব্রাহ্মিতে জ্ঞান করিও না, উলঙ্গ হইয়া শয়ন ও নগ্না স্ত্রী দর্শন করিতে নাই,  
 বর্ষণকালে ধাবমান হইতে নাই, বৃক্ষে আরোহণ করিতে নাই, কোন বিষয়ে সন্দ্বিগ্ন  
 হওয়া কর্তব্য নহে ।” অনন্তর ব্রহ্মচারী দণ্ডগ্রহণ করত মন্তকে উক্ষীপ ধারণ করিলে  
 পিতামাতা বা অন্ত বন্ধুগণ প্রিয়বচন পুরস্কার তাহাকে আনয়ন করিবে ।

অনন্তর সন্ধ্যাকাল সমুপাগত হইলে, ব্রহ্মচারী সায়াংসন্ধ্যা সমাপন করত  
 পাদশৌচ ও আচমনপূর্বক “বাগ্ যত হইয়া ভোজন করিবে । প্রথমে—  
 “অমৃতোপস্তুরণমসি স্বাহা”—বলিয়া আপোশান কর্ম করত অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা-  
 ঙুলি দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিয়া “ও° প্রাণায় স্বাহা” অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা  
 অন্ন গ্রহণ করিয়া “ওঁ অপানায় স্বাহা” অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা দ্বারা অন্ন  
 গ্রহণ করিয়া “ওঁ ব্যানায় স্বাহা” অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা অন্ন গ্রহণপূর্বক “ওঁ  
 উদানায় স্বাহা” এবং সর্কাস্থলী যোগে অন্ন লইয়া “ওঁ সমানায় স্বাহা”  
 বলিয়া পঞ্চাহতি দিবে । অতঃপর মৌনভাবে তৃপ্তি পূর্বক ভোজন করিয়া “ওঁ  
 অমৃতাপিধানমসি স্বাহা” বলিয়া আপোশানপূর্বক আচমনাদি করত পাদ প্রক্ষালন  
 করিয়া আশুত কৃষ্ণাজিনশয্যায় শয়ন করিবে । এই দিবস হইতে তিন দিবস  
 পর্যন্ত অক্ষাব লবণ ভোজন অবশ্য করিবে, পরে যথেষ্ট ভোজন করিতে পারিবে ।

ঋগ্বেদীয় দশকর্ম সমাপ্ত ॥

### ত্রিবেদীয় বিদ্যারম্ভ ।

পঞ্চমবর্ষে জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত শুভদিনে পিতা কিম্বা পুরোহিত নিত্য কৰ্ম সমাপন করিয়া উত্তরমুখ হইয়া উপবেশন করত স্থিতিবাচনাদি করত সঙ্কল্প করিবেন—“বিষ্ণুরোম তৎসদোমদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্যগো বিশিষ্টবিজ্ঞানভাকামো গণপত্যাডিপূজাপূর্বকং সরস্বতীদেবী পূজনমহং করিষ্যামি । পরে গণেশাদিন্ন পূজা করিয়া “ও ক্লেশেন্দী-বরকাস্তি” ইত্যাদি বিষ্ণুর ধ্যান করত “ও বিষ্ণবে নমঃ” মন্ত্রে বিষ্ণুর পূজা করিয়া, “ও নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা” মন্ত্রে তিনবার অঞ্জলি দিবে । পরে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবীর ধ্যান করত ঘোড়শোপচারে পূজা করিবে । ও ভদ্রকাল্যে নমো নিত্যং” ইত্যাদি মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে । পরে “রুদ্রায় নমঃ, ব্রহ্মণে, জনার্দিনায়, লক্ষ্ম্যে, সূত্রকারেভ্যঃ, শ্ববিদ্যায়ৈ, নবগ্রহেভ্যঃ” বলিয়া পূজা করিবে । তৎপরে, বালক সরস্বতীকে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান পূর্বক গুরুকে প্রণাম করিবে । পরে, পূর্বমুখোপবিষ্ট গুরু, বালককে পশ্চিমাভিমুখে উপবেশন করাইয়া ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিয়া অক্ষাদি স্বরবর্ণ এবং ককারাদি ক্ষ পর্যন্ত ব্যঞ্জন বর্ণ তিনবার পাঠ করাইয়া খড়্গদ্বারা ঐ সকল বর্ণ ক্রমান্বয়ে লিখাইবেন । অনন্তর গুরু দক্ষিণাশ্রম ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন । বালক সে দিন নিরামিষ ভোজন করিবে ।

### সামবেদীয় অধিবাস । \*

প্রথমতঃ আচমনাদি পূর্বক স্থিতিবাচন করিয়া কৃতাজলি পূর্বক “সূর্য্যঃ সোমো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে । তৎপর স্বশাখোক্তক্রমে ঘটস্থাপন করিয়া বিষবিষাতার্থ গন্ধপুষ্প লইয়া :এতে গন্ধপুষ্পে ও আদিত্যাদিনব-গ্রহেভ্যো নমঃ, ও বিষনাশায় নমঃ, ও নমো নারায়ণায় নমঃ ।’ বলিয়া পূজা করত সঙ্কল্প করিবে । যথা,—বিষ্ণুরোম তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্যগঃ শুভামুককর্ম্মাজ-ভূতগণপত্যাদিনানাদেবতা বর্জীমার্কণ্ডেয়পূজাপূর্বকং শুভাধিবাসনকর্ম্মাহং

\* অধিবাস ত্রয় যথা,—মহী গন্ধঃ শিলা ধান্যং চূর্ণা পুষ্পং ফলং দধি । ঘৃতং শস্তিক সিন্দূরং শংখকঙ্কলরোচনাঃ । সিদ্ধার্থঃ কাকনং রৌপ্যং তাম্রং চামরবর্ণণং । দীপঃ প্রশস্তপাজক বন্দনীয়াঃ শুভে দিনে ।

করিষ্যামি । এইরূপ সংকল্প করিয়া স্বশাখোক্ত সূক্ত (১) পাঠ করিয়া শালগ্রামশিলা অথবা ঘটে গণেশাদিদেবতার পূজা করিয়া ষষ্ঠী মার্কেণ্ডে-  
য়ের পূজা করত ব্যবহারানুসারে প্রথমত গন্ধদ্বারা অধিবাস করিয়া পরে  
অপরায়ণ দ্রব্য দ্বারা অধিবাস (২) করিবে । যথা— গন্ধ—ওঁ তজ্রা ইন্দ্রস্য  
রাতয়ঃ যোহস্য কামং বিদধতো ন রোষতি মনোদাদানায় চোদয়ন্ ॥ অনেন  
গন্ধেন অস্য শুভাধিবাসন মন্ত্ৰ । মহী—ওঁ মহির্জীণামবরন্ত দ্যুম্নমিত্রস্যার্যায়ঃ  
হ্র্যার্থঃ বরুণস্য ॥ অনয়া মহা ইত্যাদি । পুনর্বার গন্ধ দ্বারা পূর্ববৎ অধিবাস  
করিবে । শিলা,—ওঁ বিষদাপোন পর্বতম্য পৃষ্ঠাঙ্কুথেতি রথে জনয়ন্ত দেবাঃ তথা  
গিরঃ । নুষ্টুতমো বাজয়ত্য। ভিন্নগির্দর্কহো জিগ্যরষাঃ ॥ অনয়া শিলয়া ইত্যাদি ।

ধাতু—ওঁ ধানবন্তং করাগ্রগমপূপবন্তমুক্থিনং । ইন্দ্র প্রাতঃজুঘথ নঃ ॥  
অনেন ধাতেন ইত্যাদি । দূর্কা—ওঁ যজ্ঞায়থা অপূর্ক মনবন্ বজ্রহত্যায় ।  
তৎপৃথিবীমথয়ন্তদন্তভা উতো দিবম্ ॥ অনেন দূর্কয়া ইত্যাদি । ৯

পুষ্প—ওঁ পবমানো বায়ুহি রশ্মিভির্ষাজসাতমঃ । দধৎ স্তোত্রে সুবীৰ্য্যম্ ॥

ফল—ওঁ ইন্দ্ররোণে মথিতা হবন্তে যৎপার্য্য। যুজতে ধিযস্তাঃ শুরো  
নৃধতো প্রবসন্ত কামস গোমতি ব্রজে তজ্রাতয়ঃ ॥ দধি—ওঁ দধি ক্রাবৌহস্যেবং  
জিকোরস্থস্য বাজিনঃ । সুরতি নো মুখাকরোঃ প্রণতায়ুযি তর্ষং ॥

স্বত—ওঁ স্বতবতী ভুবনানামধিপ্রিয়োকী পৃথ্বী মধুভূষে হুপেশসা দ্যাভা  
পৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা বিকভিতেহজরে ভূরি রেতসা ॥

স্বতিক—ওঁ অতি সোমোহয়ং সূতঃ পিবন্ত্যস্ত মরুতঃ উত স্বরাজোহশিনা ।  
সিন্দুর—ওঁ সিক্কোক্ষুসে পতয়ন্ত মুক্ষণং । হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্ স্ গৃভন্তে ॥

শজ—ওঁ স্বহুয়ো বহ্ননাং যোরায়ামানেনতা য ইড়ানাং সোমোযঃ ক্ষিতীনাম্ ॥

কজল—ওঁ অজ্ঞতে ব্যজ্ঞতে সমজ্ঞতে ক্রতুং রিহন্তি মধ্বাভ্যজ্ঞতে ।

রোচনা,—ওঁ প্রায়স্ত ইব সূর্য্যং বিশ্বৈদিদ্রস্ত ভক্ষত বহ্নি জাতো জনিমান্তো  
জসা প্রতিভাগ্নদিধিমঃ ॥ ষেত সর্বপ,—ওঁ প্রণী উবা অপূর্কা ব্যুৎসতি প্রিয়া

(১) আচমন, স্বস্তিবাচন, ঘটস্থাপনময় ও সংকল্প সূক্তাদি ২য় কাণ্ডে দ্রষ্টব্য ।

(২) অধিবাসের প্রত্যেকদ্রব্যই প্রথমত শালগ্রামশিলায় বা ঘটে স্পর্শ করাইয়া  
তৎপর বাহার অধিবাস; তাহার কপালে স্পর্শ করাইবে । দুর্গোৎসবাদি কার্যে ষষ্ঠীমার্কেণ্ডাদির  
পূজা করিতে হয় না । মঙ্গল পাকের ও কার্যাদির কিছু পার্থক্য আছে, তাহা তত্তৎ  
প্রকরণে দ্রষ্টব্য ।

দিবস্তবে বা মশ্বিন বৃহৎ ॥ স্বর্গ, —ওঁ সদসম্পত্তি মধুতং প্রিয়মিত্তম্ কাম্যং ।  
সনিং মেধাং ময়াসিৎ ॥

রৌপ্য—ওঁ বহুর্কেঁ হিরণ্যস্য যদ্বা বর্কেঁ গবামুত । সত্যস্য ব্রহ্মণো  
বর্জন্তেন মা সংস্জামসি ॥ তাম্র—ওঁ রনুমহাংসি সূর্য্যবড়াদিত্যমহাং অসি  
মহাংস্তে সতোমহিমা পনিষ্ঠ সমুদেবমহাং অসি ॥ চামর—ওঁ বাত আনাত  
ভেবজং শমুময়ো ভুনো হৃদি প্রাণায়ুংবি তর্ধং । দর্পণ—ওঁ আদিত্য প্রবতস্য  
রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি কামরং । পরো যদিধ্যতে দিবি ॥ দীপ—ওঁ মনো  
জ্যোতির্জুঁষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোহরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দদাতু ।  
বিশ্বেদেবাঃ স ইহ মাদয়ন্তা মোং প্রতিষ্ঠ । প্রশস্তপাত্র—ওঁ প্রতিপদসি প্রতিপদে  
জ্ঞা অনুপদসি অনুপদে জ্ঞা সম্পদসি সম্পদে জ্ঞা তেজোহসি তেজসে জ্ঞা ॥

যজুর্বেদীয়-অধিবাসমন্ত্র । \*

মহী—ওঁ ভূরসি ভূমিরসোতি ॥ গন্ধ—ওঁ গন্ধধারা মিত্যাদি ॥ শিলা—  
ওঁ প্রস্তরেণ পরিধীনা শ্রুতা বেদ্যা চ বর্হিষা ॥ ঋচে মাং যজ্ঞন্যং নো নয়স্ব-  
র্দেবে শুগন্ধরে ॥ ধাতুমগি ধিহুহি দেবানিতি ॥ দুর্বা—ওঁ কাণ্ডাং কাণ্ডাদিতি ॥  
পুষ্প—ওঁ শ্রীশতে লক্ষ্মীশেতি ॥ ফল—ওঁ বাঃ ফলিনীতি ॥ দধি—ওঁ দধিক্রা-  
বৌহকার্ষমিতি ॥ স্নাত—ওঁ তেজোহসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি প্রিয়ং  
দেবানামনাধুষ্টং দেবযজ্ঞনমসি ॥ স্তিক—ওঁ স্তিক ন ইতি ॥ সিন্দূর—ওঁ সিন্ধো-  
রিবেতি ॥ শঙ্খ—ওঁ পুণ্যন্তং শঙ্খ পুণ্যানাং মঙ্গলানাক মঙ্গলং । বিহুনা বিহুতো  
নিত্যমতঃ শান্তিং প্রযচ্ মে ॥ কজ্জল—ওঁ সমিক্রোহজ্ঞানকৃতবয়তীনাং স্নাতমগ্ন  
মধুমং পিন্নমানঃ বাজিবহ্ন বাজিনাং জাতবেদো দেবানাং বক্ষিপ্রিয়মাস্বস্থং ॥  
রোচনা—ওঁ যুঞ্জন্তি ব্রহ্মরক্ষকরত্তং পরিতস্থমঃ রোচস্তে রোচনা দিবি ॥  
সিকার্থ—ওঁ রক্ষোহনো বলগহনঃ প্রোক্ষয়ামি বৈক্ষবান্ রক্ষোহনো বলগহনো  
বলয়ামি বৈক্ষবান্ রক্ষোহনো বলগহনঃ পর্যাহামি বৈক্ষবান্ বৈক্ষবমসি বৈক্ষ-  
বাস্থঃ ॥ কাকন—ওঁ স্বর্গধর্মঃ স্বাহা স্বর্গার্কঃ স্বাহা স্বর্গোক্তঃ স্বাহা স্বর্গ জ্যোতিঃ  
স্বাহা ॥ রৌপ্য—ওঁ অক্ষরপংক্তিচ্ছন্দঃ পদপঙক্তিচ্ছন্দঃ কুরোবব্রজঃ ছন্দঃ আচ্ছন্দঃ  
প্রচ্ছন্দঃ সংচ্ছন্দো বিয়চ্ছন্দঃ ॥ তাম্র—ওঁ অসৌ বস্ত্রাম্রোহরণ উতবক্র স্তমঙ্গলং ।  
যে চৈনং ক্রুদ্রা অতিতোদিক্ষু প্রিতা সহস্রশো হৈষাণ্ড হেলয়ীমহে ॥ চামর—  
ওঁ বাত আনাত ভেবজং ইত্যাদি ॥ দর্পণ—ওঁ আকৃষেণ রজসা বর্জমানো

অনুষ্ঠান সমস্তই পূর্ববৎ, কেবল মন্ত্রের প্রভেদমাত্র । প্রমাণ পূর্বে লিখিত হইয়াছে ।



নিবেশয়ন্নৃতং মর্ত্যক হিরণ্যয়েন সবিভা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশুন্ ॥  
প্রশস্তপাত্র—ও প্রতিপদসি প্রতি পদে ত্বা ইত্যাদি ।

### ঋগ্বেদি-অধিবাসমন্ত্র ।

পূর্ব প্রণালী অনুসারে সমস্ত কার্য্য করিবে ।

মহী—ও মহীজীপামবরস্ত হ্যক্ষং মিত্রশ্রীষ্যম্নো তুরাধৰ্ষং বরুণস্ত ॥ গন্ধ—ও  
অনর্ঘিরাতিং বহুদম্পস্তহি ভজা ইন্দ্রস্ত রাতয়ঃ । সোহস্ত কামঃ বিদধতো  
নরোবধি মনোহানার চোদয়ন্ । শিলা—ও ইন্দ্রা পর্কতা বৃহতা রথেন বামী বর্ষ  
আবহতং সুবীরাঃ ॥ ধাতু—ও ধানাবস্তমিত্যাदि । দূৰ্ব্বা—ও যজ্ঞায়থা অপূর্ব  
মধ্ববন বৃজহত্যায় তং পৃথিবীমপ্রথয় সন্ততা উভো দিবম্ ॥ পুষ্প—ও পবমানস্ত  
বস্তুহি রশ্মিভির্কীজসাতমঃ । দধৎ স্তোজে সুবীৰ্য্যং ॥ ফল—ও ইন্দ্ররোণে  
মধিতা হবস্তে যং পর্যায় নয়তে ধিয়স্তাঃ শুরোহুযাভাঃ শ্রবসশ্চকাম অগোমতি  
ব্রজে ভজত্বরঃ ॥ দধি—ও দধিক্রাবৌহকার্ঘমিত্যাदि । ঘৃত—ও ঘৃতবতী ভুবনা-  
নামিত্যাदि ॥ স্বস্তিক—ও অস্তি সোমোহয়ং স্তুতঃ পিবন্ত্যস্ত মরুতঃ । উত  
শ্বরাজোহশ্বিনা ॥ সিন্দূর—ও সিক্কৈকচ্ছুসে পত্যয়ন্তমিত্যাदि ॥ শব্দ—ও  
সমুন্নয়ো বহুনাং যো রায়ামানৈতায় ইড়ানাং সোমায় স্বক্ষণীয়াং ॥ কঙ্কস—ও  
অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে ক্রতুমিত্যাदि ॥ রোচনা—ও অধদযাধবা বৃহতো  
রোচনাদধি আজাবদ্ধস্তুভীরাগিরা সমাজাতা সুরতোপুণ ॥ সিদ্ধার্থক—ও এষোবা  
অপূৰ্ণ্য্য বাৎসতি প্রিযাদি বস্তবে বামশ্বিনা বৃহৎ ॥ কাঞ্চন— তং গৃহীয়াশু-  
ব্রবোহবদেবাসো দেবমব্রতিং দধাহোরিবে । দেবতা হবামুহিসঃ ॥ রোপ্য—ও  
যজ্ঞেচাঁ হিরণ্যশ্চেত্যাদি ॥ তাত্র—ও বনমহাং স্বর্ঘ্যবড়াদিত্যমহাং অসিং ।  
মহস্তে সতো মহিমাণনিষ্টম মক্ষা দেবমহাং অসি ॥ চামর—ও বাত আবাত  
ভেবজং শস্তুমরোভুনো হৃদি প্রণতায়ুংষি তার্ষং ॥ দর্পণ—ও আদিত্যপ্রভস্ত  
য়েতসো জ্যোতিঃ পশুন্তি বাসরং পরো যদিধ্যতে দিবি ॥ দীপ—ও মনোজ্যোতি-  
জুর্ঘতাংজ্যশ্চেত্যাদি ॥ প্রশস্তপাত্র—ও প্রতিপদসি প্রতিপদে ত্বা অনুপদসি  
অনুপদে ত্বা সম্পদসি সম্পদে ত্বা তেজোহসি তেজসে ত্বা ॥

ত্রিবেদীয় অধিবাস সমাপ্ত ॥

প্রথমকাণ্ড সম্পূর্ণ ॥

সটীক

# পুরোহিত-সর্বস্ব ।

১৬-১৭-১৮

## দ্বিতীয় কাণ্ড ।

### ত্রিবেদীয় সামান্যবিধি ।

আচমন ।

ছুই পা ও ছুই হাত ধুইয়া গরুর কর্ণের স্থায় হস্ত করিয়া একটী মাষকলাই ডুবিতে পাণে এতটুকু জল ব্রাহ্মতীর্থ ক্রমে \* হস্তে লইয়া তাহা দর্শন করিয়া পান করিবে । এইরূপে জল তিনবার পান করিতে হয় । পরে তাত ধুইয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ছুইবার মুখ মার্জন করিয়া অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি সংমিলিত করিয়া মুখ স্পর্শ করিবে । এবং অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা নাসিকা স্পর্শ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা চক্ষুদ্বয় ও তৎপর কর্ণদ্বয় পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করিবে । তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মিলিতাগ্রভাগ দ্বারা নাভিদেশ স্পর্শ করিয়া হস্ত ধৌত করিবে । পরে হস্ততল দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে । অনন্তর একীকৃত সমস্ত অঙ্গুলী দ্বারা মস্তক এবং অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা বাহুদ্বয়মূল স্পর্শ করত বিষ্ণু স্মরণ করত শুচি হইবে । ( ক )

\* তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা, ও কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগকে দৈবতীর্থ বলে । কনিষ্ঠা ও অনামিকার মূলদেশকে কার্যতীর্থ কহে । অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যদেশকে পৈত্রতীর্থ এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূলদেশকে ব্রাহ্মতীর্থ কহে ।

(ক) প্রাক্কল্য পাণি পাদৌ চ ত্রিঃ পিবেদম্মু বীক্ষিতম । সংগ্রহাঙ্গুষ্ঠমূলেন দ্বিঃ প্রমুজান্ততো মুখম্ ॥ সংহতা তিস্তভিঃ পূর্বমাস্তমেবমুপস্পৃশেৎ । অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেদিত্তা দ্রাণং পশ্চাদনন্তরম্ । অঙ্গুষ্ঠানামিবাভ্যাস্ত চক্ষুশ্চোত্রৈ পুনঃপুনঃ । নাভিং কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেন হৃদয়ন্ত তলেন বৈ ॥ সম্যক্ নাভিঃ পরঃ পশ্চাদ্ভ্যং দ্বাভ্যাং সংস্পৃশেৎ । এবং বৃহঃ পশ্চঃ পাদৌ বিকৃত্য যুগ্মং স্পৃশেৎ ॥ ২৮ ॥

বিষ্ণুস্মরণ যথা,—“ওঁ তদ্বিষেণাঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ”।  
দিবীৰ চক্ষুরাততম্।’

স্বী ও শূদ্রের আচমনে দৈবতীর্থ দ্বারা জল লইয়া ওষ্ঠে জলের ছিটা দিয়া  
“নমো বিষ্ণুঃ নমো বিষ্ণুঃ নমো বিষ্ণুঃ” এইরূপে তিনবার বিষ্ণু স্মরণ করিয়া  
নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা,—

“নমঃ অপবিত্রাঃ পবিত্রো বা সর্ববাবস্থাং গতোহপি বা। যঃ স্মরেৎ  
পুণ্ডরীকাকং স বাহ্যভাস্তরং শুচিঃ ॥

অতঃপর স্বস্তি বাচন করিবে। যথা,—

সামবেদি-স্বস্তিবাচন।

ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমম্বারভামহে। আদিতাং বিষ্ণুং সূর্য্যং  
ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্ ॥ ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ॥

যজুর্বেদি-স্বস্তিবাচন।

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পৃষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তা  
ক্ষৌহরিফটনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। ওঁ গণানাস্তা গণপতিং  
হবামহে ওঁ প্রিয়াণাস্তা প্রিয়পতিং হবামহে ওঁ নিধীনাস্তা নিধিপতিং  
হবামহে বনো মম। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ॥

ঋগ্বেদি-স্বস্তিবাচন।

ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনাভগঃ স্বস্তি দেব্যাদিতিবনর্কণঃ। স্বস্তি  
পৃষা অম্বুরো দধাতু নঃ। স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী স্তুচেতন। স্বস্তি নো  
বায়ুপুত্রবামর্হে সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যম্পতিঃ। বৃহস্পতিঃ সর্ববগণং  
স্বস্তয়ে স্বস্তয়ে আদিত্যাসো শ্রবন্তু নঃ। বিশ্বেদেবা নো অদ্যাঃ স্বস্তয়ে।  
বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে। দেবা অবন্তু ঋভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তি নো  
রুদ্রঃ পাতংহসঃ। স্বস্তি মিত্রাবরুণাঃ স্বস্তি পথোব রেবতি। স্বস্তি ন  
ইন্দ্রশ্যগ্নিঃ স্বস্তি নোহদিতয়ে কৃধি। স্বস্তি পন্থা অনুচরেম সূর্য্যা-  
চন্দ্রমসাবিব। পূনর্দদতা ব্রতা জানতা সঙ্গমেমহি। স্বস্ত্যয়নং তাক্ষা-  
মবিষ্টনেমিঃ মতংহুতং বায়সঃ দেবানাম্। অম্বুরন্নমন্ত্রসং সমুৎস্বরংহুদ

বশোনাবমিবাকুহেম । অংঘোমুচমাদ্ধিরসঙ্গয়ঞ্চ স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ  
তাক্ষাং । প্রয়তপাণিঃ শরণং প্রপত্তে । স্বস্তি সম্বাধে সভয়ং নোহস্ত ।  
ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ।

### সঙ্কল্পবিধি । \*

সঙ্কল্প না করিয়া মানুষ কে কোন কার্য্য করে, সে কার্য্যের সম্পূর্ণ ফল লাভ  
হয় না , প্রত্যুত ধর্ম্মের অর্দ্ধফল নষ্ট হয় । ( ক )

তাম্রাদি পাত্র (খ) জল পূর্ণ করিয়া সাগ্র ত্রিপত্র কুশ, কল, পুষ্প ও তিল লইয়া  
সঙ্কল্প করিতে হয় । জলাশয়, উপবন ও কূপপ্রতিষ্ঠাকালে পূর্বাভিমুখ, অন্যত্র  
সাধারণ কার্য্যে উত্তর মুখ হইয়া সঙ্কল্প করিবে । সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিয়া  
পাত্রস্থ জল ঈশানকোণে কিক্ষিপ্ত নিক্ষেপ করিতে হয় (গ) । কার্য্যভেদে সঙ্কল্প  
পূর্ব্বক, সূত্রাং সঙ্কল্প তত্তৎ স্থানে দ্রষ্টব্য ।

সঙ্কল্পানন্তর সূক্ত পাঠ করিতে হয় । সূক্ত যথা, -

### সামবেদি-সঙ্কল্পসূক্ত ।

ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্বাং বিবষ্টো সিচম্ । উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপবা  
পৃণুধ্বমাদিদো দেব ওহতে ॥

### যজুর্বেদি-সঙ্কল্পসূক্ত ।

ওঁ যজ্ঞাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তচ্ সুপ্তস্য তথৈবেতি দূরঙ্গমং ।  
জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্ত ॥

\* আদিকে পিতৃকৃতো তু মাসশাক্রমসঃ স্মৃতঃ । বিবাহাদৌ স্মৃতঃ সৌরো যজ্ঞাদৌ সাবনো  
মতঃ ।

পিতৃকাথে—অর্থাৎ শাক্রাদিতে চাক্রমাস, বিবাহাদিতে সৌর মাস ও যজ্ঞাদিতে সাবন মাস  
উল্লেখ করিতে হয় ।

(ক) সঙ্কল্পেন বিনা রাজন্ যৎ কিক্ষিপ্ত কুরুতে নরঃ । ফলকার্য্যলব্ধং তস্য ধর্ম্মস্যাধিক্ষ্যো  
ভবেৎ ।

(খ) শুভিশঙ্কঃ শাস্ত্রহৈমন্তিক কাংস্তরোপাদিত্তি শুখা । সঙ্কলপো নৈব কর্তব্যো যুগ্ময়ে ন কদাচন ॥  
তবিষ্যে ॥

(গ) গৃহীকৌভূষণং পাত্রং বারিপূর্ণং জগাধিতং । দর্ভজয়ং সাগ্ৰমূলং ফলপুষ্পতিলান্বিতং ॥  
জলাশয়ানুকূপে সঙ্কলপে পূর্বাদ্ভিমুখঃ । সাধারণ চোত্তরাসাঃ ঈশান্যং নিক্ষিপেৎ পূর্ব্বঃ ॥

## ঋগ্বেদি-সঙ্কল্লসূক্ত ।

ওঁ যা গংগূৰ্য়া সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী । ইন্দ্রাণী বাহব  
উতয়ে বরুণানীঃ স্বস্তয়ে ॥

অতঃপর আসন শুদ্ধি করিবে । যথা,—

## আসনশুদ্ধি ।

যে আসনে বসিয়া পূজা করিতে হইবে তাহার উপরে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া  
সচ্চন্দন পুষ্প গ্রহণ করত, “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জাঁ” আধারশক্তয়ে নমঃ” বলিয়া  
পুষ্পটী আসনোপরি প্রদান করত আসন ধরিয়া পাঠ করিবে,—

। ওঁ মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সূতলং ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণো দেবতা আসনোপবেশনে  
বিনিয়োগঃ । অনন্তর হাত ঘোড় করিয়া পাঠ করিবে,—

ওঁ পৃণি ত্বয়া পুত্ৰা লোকা দেবি ত্বং বিমুণ্ণা পুত্ৰা । হৃদ্য ধারয় মাং  
নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্ ॥

## ভূতাপসারণ ।

অতঃপর দিবা দৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করিয়া দিবা বিয় উৎসারিত করত  
“অস্ত্রায় ফট” এই মন্ত্রে জল ধারা বেষ্টন দ্বারা আকাশস্থিত বিয় ও বাম পার্শ্ব  
দ্বারা মূর্তিকাতে তিনটী আঘাত করিয়া ভূমিগত বিয় দূর করিয়া “ফট” এই  
মন্ত্র সাতবার জপ করত বিকির\* হস্তে লইয়া নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠ  
করত উহা চতুর্দিকে ছিটাইয়া দিবে । মন্ত্র যথা,—

ওঁ অপসৰ্পন্ত তে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতাঃ । যে ভূতা  
বিষ্মকর্তারস্তে নশ্যন্ত শিবাক্তয়া । †

## ঘটস্থাপন ।

বিস্তারে ষট্ ত্রিংশৎ অঙ্গুলি, উচ্চে বোড়শ অঙ্গুলি, কণ্ঠ চারি অঙ্গুলি, মুখের

\* খে, চন্দন, খেতসধপ, ভস্ম, দুর্কা, কুশ ও আতপ ততুল এই সকল দ্রব্য বিকির  
বলে ।

† ভূতাপসারণ কার্যভেদে কিঞ্চিৎ পৃথক আছে । তাহা তত্তৎ স্থলে লিপিত হইবে ।

(ক) ষট্ ত্রিংশদঙ্গুলায়ান বোড়শাঙ্গুলমুচ্চৈকঃ । চতুরঙ্গুলকং কণ্ঠং মুখস্তত্র বড়ঙ্গুলম্ । পঞ্চাঙ্গ-  
লিখিত মুখং ত্রিংশৎ ঘটনিমিত্তিকং ॥ ইতি মহানির্ঝরানন্তরম্ ।

বিস্তার ছয় অঙ্গুলি এবং তলদেশ পঞ্চাঙ্গুলি পরিমিত (ক) সুবর্ণ, রজত, তাম্র, কাংস্ত, অথবা মূর্ত্তিকা-নির্ম্মিত, কিম্বা পাষাণ, বা কাচজ ঘট স্থাপন করিবে । দেবতার প্রীতির জন্ত ঘটে বিত্তশৃংখলিত করিবে না । অর্থাৎ অবস্থানুযায়ী ঘটস্থাপন করা কর্তব্য । (ক) ঘট সুদৃশ্য ও অক্ষত হওয়া আবশ্যিক ।

সৌবর্ণং ভোগদং প্রোক্তং রাজতং মোক্ষদায়কম্ । তাম্রং প্রীতিকরং জ্যেষ্ঠং কাংস্তজং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ ॥ কাটং বশীকরং প্রোক্তং পাষাণং স্তম্ভকর্ম্মণি । মৃন্ময়ং সর্ব্বকার্য্যেণ সুদৃশ্যং সুপরিষ্কৃতম্ ॥

স্বর্ণনির্ম্মিত ঘট ভোগদ এবং রজত-ঘট মোক্ষদায়ক বলিয়া কথিত হইয়াছে । প্রীতিকর কার্য্যে তাম্র ও পুষ্টিবর্দ্ধনে কাংস্যজ ঘট, বশীকরণে কাচ ও স্তম্ভন-কার্য্যে পাষাণ-ঘট প্রশস্ত জানিবে । পরিষ্কৃত ও সুদৃশ্য মূর্ত্তিকানির্ম্মিত ঘট সর্ব্ব-কার্য্যেই প্রশস্ত হয় ।

ঘট মধ্য নবরত্ন ও পঞ্চরত্ন প্রদান করিবে । তাহার অভাব হইলে কেবল সুবর্ণ প্রদান করিবে ।

ভূমিধাতুঘটক্ষেপ জলং পল্লবমেব চ । ফলং পুষ্পঞ্চ সিন্দূরং স্থিরীকরণমেব চ ॥  
ঘটস্থাপনে ভূমি, ধাতু, ঘট, জল, বল্লব, ফল, পুষ্প ও সিন্দূর দিয়া পুষ্টলিকা আঁকিয়া দিতে হয়, তৎপরে স্থিরীকরণ কার্য্য করিতে হয় ।

### সামবেদি-ঘটস্থাপন ।

ভূমিতে হাত দিয়া পাঠ করিবে,—ওঁ ভূমিরন্তরীক্ষং ধৌহা ভূতাতাঃ ॥  
ধাতুধরিয়া পাঠ করিবে,—ওঁ ধানাবস্তং করন্তিমপূপবন্তমুকথিনং ইন্দ্র প্রাতজু যস্ম নাং ।

হস্তদ্বারা ঘট ধরিয়া পাঠ করিবে,—ওঁ আবিশন্ কলসং সূতো বিশ্বা অহ র্নভিশ্রিয় ইন্দুরিন্দ্রায় ধীয়তে ॥

জলে হাত দিয়া পাঠ করিবে,—ওঁ আনো মিত্রাবরুণা য়ৈতৈর্গব্যাতি নুক্ষিতং মধবা রজাংসি শুক্রতুম্ ॥

পল্লব ধরিয়া পাঠ করিবে,—ওঁ অয়মূর্জ্জাবতো বৃক্ষ উর্জ্জীব ফলিনী ভব ।  
পর্ণং বনশ্পতে নুত্না নুত্না চ সূয়তাং রয়ি ॥

(ক) সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং কাংস্যজং মূর্ত্তিকোদ্ভবম্ । পাষাণং কাচজং বাপি ঘটমক্ষতম্ ৷ কার্ষ্যেদেবতাপ্রীতৈঃ বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্যয়েৎ ॥

ফল ধরিয়া পাঠ করিবে,—ওঁ ইন্দ্রং নরোনে মদিতা ইবশ্চে যৎ পর্যায়ু-  
নতে দিয়ন্তাঃ । অরো নৃযাতাং শ্রবসশ্চকাম আগোমতী ত্রজে  
ভজতমঃ ॥

হস্তদ্বারা পুষ্প স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবে,—ওঁ পবমানং ব্যাশুহি রশ্মি-  
ভিরোজসা তমঃ দধৎ শ্রোত্রে স্ববীৰ্য্যম্ ॥

সিন্দূর স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবে,—ওঁ সিন্ধোরুচ্ছাসে পতয়ন্তমুকুথিনং  
হিরণ্যপাবা পশুমপ্সু গৃভুতে ॥

স্থিরীকরণ (ষট ধারণ করিয়া পাঠ করিবে),—ওঁ দ্বাবতঃ পুরুবসো  
রসস্মিদং প্রণেতস মিস্থাতহবীনাং ওঁ স্থিরো ভব বিড়ঙ্গ  
আশুর্ভব বাহুর্ধন । পৃথুর্ভব জ্বদন্তমগ্নে পুরীষবাহন স্থাং স্থীং  
স্থিরো ভব ॥

হাত ঘোড় করিয়া পাঠ করিবে,—ওঁ সর্বতীর্থোদ্ভবঃ বারি সর্বদেব-  
সমম্বিতম্ । ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ ॥

ঋগ্বেদি-ঘটস্থাপন ।

ভূমিতে হাতদিয়া পাঠ করিবে,—ওঁ উকী সদ্দনীস্থিবে বহুঋতেন  
দেবানামসা জনয়িত্রী দধাতে । জুভগে সুপ্রতীকে ত্বাবা রক্ষিতং  
পৃথিবী নো অহ্মা ॥

ধাত ধরিয়া পাঠ করিবে,—ওঁ ধানাবন্তং করস্তিগমপুপবন্তমুকুথিনম্ ।  
ইন্দ্রহা দাতুমিত্যসঃ ।

ঘটে হস্ত প্রদান করত পড়িবে—ওঁ এতানি ভদ্রকলস ত্রিয়াম কুরু  
শ্রবন্দধতো মঘানি দান ইক্কো মঘবান্ । সোমজ্বক সোমো হৃদয়ং বিঘর্ম্মি ॥

জল স্পর্শ করিয়া পড়িবে—ওঁ বরুণশ্রোতন্তনমসি বরুণশ্চ স্কন্তঃ  
সর্জজনীস্থঃ বরুণশ্চ ঋত সদন্তসি বরুণশ্চ ঋতসদনমাসীদ ॥

ফল ধরিয়া পাঠ করিবে—ওঁ যাঃ ফলিনীৰ্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ  
পুষ্পিণীঃ । বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুঞ্চঃ হং হসঃ ॥

স্থিরীকরণ—ওঁ স্থিরো ভব বিড়ঙ্গ আশুর্ভব বাহুর্ধন জ্বদন্তমগ্নে  
পুরীষবাহন ॥

যজুৰ্বেদি-ঘটস্থাপন ।

ভূমিতে হস্ত দিয়া পাঠ করিবে—ওঁ ভূরসি ভূমিরশ্চদিতিরসি বিশ্বস্য  
ভুবনশ্চ ধাত্রীং পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দংহ পৃথিবীং মাহিগুংসীঃ ॥

ধান্য স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবে—ওঁ ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্ ধিনুহি  
যজ্ঞং ধিনুহি যজ্ঞপতিং ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্ ॥

ঘটে—ওঁ আজিভ্রকলসং মহাত্মা বিশস্তি ন্দবঃ পুনরুজ্জা নিবর্তস্ব  
স। নঃ সহস্রং ধুক্কোরুধারাং পয়স্বতী পুনর্ম। বিশতাদ্রয়ি ॥

জলে—ওঁ বরুণশ্চোত্তমমসি বরুণশ্চ স্কন্তঃ সর্জনীশ্চঃ বরুণশ্চ  
ঋত সদন্যসি বরুণশ্চ ঋত সদনমসি বরুণশ্চ ঋত সদনীমাসীদ ॥

পল্লব স্পর্শ করিয়া পড়িবে—ওঁ ধন্বনাগা ধন্বনা জিঞ্জয়েম ধন্বনাঃ  
তীব্রাঃ সমদো জয়েম । ধনুঃশত্রোরপকামং কৃণোতু ধন্বনা সর্বাঃ প্রদিশো  
জয়েম ॥

ফলে—ওঁ ষাঃ ফলিনীর্গা অফলা অপুষ্ণা যাশ্চ পুষ্পিনীঃ । বৃহ-  
স্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুঞ্চ ত্বগুং হসঃ ॥

সিন্দূরে—ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনেহশ্বনাসো বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি  
যহা । স্বতশ্চ ধারা অরুযোহনবাজী কাষ্ঠাভিন্দম্ শ্রিভিঃ পিনুমানঃ ॥

দূর্ব্বাতে—ওঁ কাণ্ডাং কাণ্ডাং প্ররোহন্তি পুরুষঃ পুরুষঃ পুরি ।  
এবানো দূর্ব্বৈ প্রতনু সহস্রেশ শতেন চ ॥

পুষ্পে—ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি  
রূপমগ্নিনো ব্যাপ্তং ইক্ষুন্নিষাণমুন্ময়ীশানঃ সর্বলোকমুন্ময়ীশান ॥

বস্ত্রে—ওঁ যুবা স্ত্রবাসাঃ পরিবীত আগাং স উ শ্রেয়ান্ ভবতি  
জায়মানঃ তক্ষীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি সাধো মনসা দেবয়ন্তঃ ॥

হিরীকরণ—ওঁ সর্কতির্থোদ্ভবং ষারি সর্বদেব সমন্বিতম্ । ইমং  
ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ ॥ স্থাং স্থীং হিরো ভব বিডুজ  
আশুভব । বাহ্যর্কন্ পৃথুভব স্তমদস্তমগ্নে পুরীষবাহন ॥

সামান্য়বিধি ।

প্রথমে ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া, গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবে । —



ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ  
প্রথিব্যৈ নমঃ ॥

অতঃপর “কটু” এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালন করিয়া, ত্রিপদিকার উপরে  
স্থাপন করিবে। পরে “ওঁ” এই মন্ত্রে সেই পাত্র জলে পূর্ণ করিয়া,

“মং বহ্নিমগুলায় দশকলাত্মনে নমঃ, অং সূর্য্যমগুলায় দ্বাদশকলাত্মনে  
নমঃ, উং সোমমগুলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ ॥” বলিয়া পূজা করিবে।

তৎপরে পাত্রস্থ জল ত্রিভাগ করিয়া, গন্ধ, পুষ্প ও দূর্বা প্রভৃতি দান করত  
ধেনুযুগ্মদ্বারা অমৃতীকরণ, মংগুদ্বারা আচ্ছাদন এবং অক্ষুণ্ণযুগ্মদ্বারা সেই  
জলে তীর্থ সকলের আবাহন করিবে। যথা,—

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি । নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি  
জলেহস্মিনু সন্নিধিং কুরু ॥

অনন্তর “ওঁ” এই মন্ত্র অর্ঘ্যপাত্রের উপর দশবার জপ করিয়া, সেই জলের  
ছিটা নিজ মস্তকে ও পূজার উপকরণে দিতে হইবে ।

মাষভক্তবলি ।

স্বীয় বামে গোময়ের দ্বারা ত্রিকোণ মণ্ডল আঁকিত করিয়া তাহার উপরে  
ভূতগণের আবাহন করত “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্ষেত্রপালাদিভূতগণেভ্যো নমঃ”  
এই মন্ত্রে পাণ্ডাদি দ্বারা পূজা করিয়া, নূতন মুম্ময়পাত্রে বা বিদ্বপত্রের  
উপরে মাষকলায়, দধি ও আতপ তণ্ডুল একত্রে মিশ্রিত করিয়া “ওঁ মাস-  
ভক্তবলয়ে নমঃ বলিয়া তাহার অর্চনা করত নিবেদন করিয়া দিবে। যথা,—  
“এষমাসভক্তবলিঃ ওঁ ক্ষেত্রপালাদিভূতগণেভ্যো নমঃ ।” তৎপর করঘোড়ে  
প্রার্থনা করিবে।

“ওঁ ভূতপ্রোতপিশাচাশ্চ দানবা রাক্ষসাশ্চ যে । শান্তিং কুর্ব্বন্তু তে  
সর্ব্বে ইমং গৃহস্তু মদবলিম্ ॥

অতঃপর খেতসর্ব্বপ গ্রহণ করিয়া “ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ  
সরীসৃপাঃ । অপসপন্তু তে সর্ব্বে নারসিংহেন” তাড়িতাঃ ॥

ইহা বলিয়া হস্তাহিত চাউন চতুর্দিকে ছিটাইয়া দিবে।

অতঃপর স্বীয় বাম ভাগে “ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ  
পরঃপরগুরুভ্যো নমঃ” দক্ষিণে—“ওঁ গণেশায় নমঃ” শিরে—“ওঁ অমুক-

দেবতায়ৈ নমঃ” বলিয়া গুরুপঙক্তি নমস্কার করিবে। পরে সচন্দন একটা পুষ্প হাতে লইয়া ফট্ এই মন্ত্রে উভয় হস্ত দ্বারা পুষ্পটী মর্দন করিয়া আত্মাণ করত দ্রোণানকোণে পরিত্যাগ করিবে এবং ক্রমে উর্দ্ধে তালত্রয় ও ছোটিকা ( অঙ্গুলিধ্বনি ) দ্বারা দশদিক্ বন্ধন করিবে ।

### ভূত শুদ্ধি । \*

রমিতি জলধারয়া বহ্নিপ্রাকারং বিচিস্ত্য স্বাক্ষে উভানৌ করৌ কৃত্বা সোহহমিতি মন্ত্রেণ জীবাশ্মানং হৃদয়স্থং দীপকলিকাকারং মূলাধারস্থ-কুলকুণ্ডলিতা সহ সুর্য্যাবয়বানা মূলাধার-স্বাধিষ্ঠান-মণিপুরকানাহত-বিভক্তা-জ্ঞাধ্য-ষট্চক্রাণি ভিত্ত্বা, শিরোহবস্থিতাবোমুখ-সহজ্রদল-কমল-কর্ণিকান্তর্গত-পরমাত্মনি সংযোজ্য তত্রৈব পৃথিব্যপ্তেজোবাষ্মাকাশ-গন্ধ-রূপ-রস-স্পর্শ-শব্দ-নাসিকা-জিহ্বা-চক্ষু-স্বক্-শ্রোত্র-বাক্-পালি-পাদ-পায়ুপস্থ-প্রকৃতি-মনোবুদ্ধ্যহ-কার-চতুর্দিক্ংশতি তত্ত্বানি লীনানি বিভাব্য, রমিতি বায়ুবীজং ধূম্রবর্ণং বামনাসাপুটে বিচিস্ত্য তন্ম্য ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য নাসাপুটৌ ধৃত্বা তন্ত্ৰ চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা বামকুম্ভিস্থ-কৃষ্ণবর্ণপাপপুরুষেণ সহ দেহং সংশোষ্য তস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ । পুনর্দক্ষিণনাসাপুটে রমিতি বহ্নিবীজং রক্তবর্ণং ধ্যাত্বা তন্ত্ৰ ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য নাসাপুটৌ ধৃত্বা তন্ত্ৰ চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা কৃষ্ণবর্ণ-পাপপুরুষেণ সহ মূলাধারোখিতেন বহ্নিনা দধ্বা তন্ত্ৰ দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন বামনাসয়া ভস্মনা সহ বায়ুং রেচয়েৎ । ততঃ ঐমিতি চন্দ্রবীজং গুরুবর্ণং বামনাসয়া ধ্যাত্বা তন্ত্ৰ ষোড়শবারজপেন সলাটে চন্দ্রং নীত্বা নাসাপুটৌ ধৃত্বা রমিতি বরুণবীজন্ত্ৰ চতুঃষষ্টিবারজপেন ললাটস্থচন্দ্রাঙ্গলিতসুধয়া মাতৃকা-বর্ণাস্ত্রিকয়া সমস্তদেহং বিরচ্য লমিতিপৃথ্বীবীজং দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দেহং স্পৃষ্ট্বা বিচিস্ত্য দক্ষিণেন বায়ুং রেচয়েৎ । ততো হংস ইতি মন্ত্রেণ জীবং স্বস্থানে সংস্থাপ্য দেবরূপমাত্মানং বিচিস্তয়েৎ ।

“বুং” মন্ত্রে জলের দ্বারা দিয়া বহ্নিপ্রাকার (যেন চতুর্দিকে বহ্নিদ্বারা পরিবেষ্টিত স্থানে বসিয়া আছি এইরূপ) চিন্তা করিয়া স্বীয় অঙ্গে (ক্রোড়ে) চিৎভাবে হস্তদ্বয়

\* শরীরাকার প্রাপ্ত পৃথিব্যাদি ভূতসকল যে কাব্য দ্বারা শুদ্ধ হইয়া শরীরকে ধ্যান প্রবেশাদি উপসংহত করে, তাহাই ভূতশুদ্ধি ।

উপৰ্য্যাপরি রাখিয়া “সোহং” এই মন্ত্রে দীপকলিকাকার হৃদয়স্থ জীবাগ্নিকে মূলাধারস্থিত কুলকুণ্ডলিনীর সহিত যুক্ত করিয়া সুস্বাদুপথে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞানামক ষট্‌চক্রে ভেদ করিয়া শিরঃস্থিত অধোমুখ সহস্রদলকমলের কর্ণিকাস্তম্ভগত পরমশিবে সংযোজনা করিয়া তথায় পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, হৃৎ, কর্ণ, বাক, হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ, প্রকৃতি, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে বিলীন ভাবনা করত যৎ এই বায়ুবীজ বামনাসাপুটে বৃক্ষবর্ণ চিন্তা করিয়া ষোড়শবার জপ করত সমস্ত দেহ বায়ুতে আপুরণ করিবে। পরে উভয় নাসা ধরিয়া ঐ বীজটী ৬৩ বার জপ দ্বারা কুস্তক করত বামকৃষ্ণস্থ কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের সহিত নিজ দেহ শুদ্ধ চিন্তা করিয়া ঐ “ং” বীজ ৩২ বার জপ করিয়া দক্ষিণনাসা দ্বারা বায়ুত্যাগ করিবে। পরে দক্ষিণনাসাপুটে “রং” এই রক্তবর্ণ বহ্নিবীজ ধ্যান করত ষোড়শবার জপ করিয়া পূর্ণরূপ বায়ু দ্বারা দেহ পূরণ এবং ৬৪ বার জপ দ্বারা কুস্তক করিয়া মূলাধারোপস্থিত বহ্নিদ্বারা কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষকে দগ্ধ করিয়া পুনরায় বত্রিশবার জপে বামনাসা দ্বারা উক্ত দগ্ধভূত পাপপুরুষের ভষ্মের সহিত বায়ু ত্যাগ করিবে। পরে “ঈং” এই শুক্লবর্ণ চন্দ্রবীজ বামনাসায় চিন্তা করিয়া ১৬ বার জপে ললাটে চন্দ্র আনয়ন করিয়া দেহপূরণ এবং উভয় নাসাপুট ধারণ করত “বং” এই বরুণবীজ ৬৪ বার জপে ললাটস্থ চন্দ্র-বিগলিত মাতৃকাবর্ণাস্বক সূদা দ্বারা সমস্ত দেহ পুনরায় বিরচিত করিবে। পরে “লং” বীজ ৩২ বার জপে দেহকে সূদৃঢ় চিন্তা করত পৃথিবী বীজটীকে চিন্তা করিয়া দক্ষিণনাসা দ্বারা বায়ু রেচন করিবে। অনন্তর “হংস” এই মন্ত্রে জীবাগ্নিকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করিয়া নিজ শরীরকে অভীষ্ট দেবের সদৃশ চিন্তা করিবে। (ক)

### সংক্ষেপ-ভূতশুদ্ধি।

নিম্নলিখিত মন্ত্র চতুষ্টিয় পাঠ করিয়া দেবতার শরীর স্থান ভাবনা করিলেই, সংক্ষেপ-ভূতশুদ্ধি হয়। মন্ত্রচতুষ্টিয় কথা,—“ওঁ ভূতশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুস্বাদু-

(ক) ভূতশুদ্ধি তত্ত্বঃ কুণ্ডলিণী প্রাণায়ামকমেণ চ। প্রাণায়ামের ক্রমানুসারে ভূতশুদ্ধি করিতে হয়। ইতিভট্টানন্দঃ।

পথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ যং লিঙ্গ-  
শরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ  
স্বাহা ॥ ৩ ॥ ওঁ পরমশিব স্তবমুপাথেন মূলশৃঙ্গাটমূলসোল্লস জ্বল জ্বল  
প্রজ্বল প্রজ্বল সোহহং হংসঃ স্বাহা ॥ ৪ ॥

### কৃষ্ণবিষয়ক সংক্ষেপ-ভূতশুদ্ধি।

স্বকীয়হৃদয়ে ধ্যায়েৎ শ্রীকৃষ্ণচরণাঙ্কুজম্। ভূতশুদ্ধিমিমাং প্রাহঃ সৰ্বা-  
গমবিশারদাঃ ॥

মানকেব নিজ হৃদয়ে শ্রীশ্রীকৃষ্ণদেবের চরণযুগল ধ্যান করিলেই ভূতশুদ্ধি  
হয়। ইহা আগমবিশারদগণ বলিয়াছেন।

### ন্যাস করিবার ক্রম।

মনসা বিনাসেন্ন্যাসান্ পুষ্পৈর্গৈবাহ বা মূনে। অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং বা চানাতা  
বিফলং ভবেৎ।

মনে মনে ন্যাস করিবে অথবা পুষ্পের দ্বারা কিংবা অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা  
যোগে ন্যাস করিবে, অনাতা ন্যাস কার্য্য বিফল হইবে।

### মাতৃকান্যাস।

প্রথমতঃ মাতৃকান্যাসের পূর্ব্বাতি স্বরণপূর্ব্বক মন্ত্রকাদি স্থান সমূহে পুষ্প  
বা অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার যোগে স্পর্শ করিবে।

অস্ত্র মাতৃকামন্ত্রস্ত ব্রহ্মবির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকাসরস্বতী দেবতা হলো:  
বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ।

শিবসি ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ওঁ  
মাতৃকাসরস্বতৌ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহে ওঁ ব্যঞ্জনভোগ্যে হলেভ্যো নমঃ, পাদয়োঃ  
ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ।

করন্যাস।—অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইং চং ছং  
জং ঝং ঞং ঙং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং উং মধ্যমাভ্যাং  
বধট। এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং তং ॥ ওং পং ফং বং

ভং মং ঙং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । অং ঘং ঝং লং বং শং ষং সং হং লং ঋং অঃ  
করতলপৃষ্ঠাভ্যামন্ত্রায় ফট্ ।

অঙ্গনাস ।—অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ । ইং চং ছং জং  
ঝং ঞং ঙং শিরসে স্বাহা । উং টং ঠং ডং ঢং ণং উং শিখায়ৈ বষট্ ।  
এং তং থং দং ধং নং ঐং কবাচায় হং । ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রাভ্যাং  
বৌষট্ । যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ঋং অং ঌং করতলপৃষ্ঠাভ্যামন্ত্রায় ফট্ ।

জানার্ঘ্যাদি তন্ত্রে লিখিত আছে যে, মাতৃকার ঋক্সাঢিন্যাস, করন্যাস ও  
অঙ্গশ্রাস করিয়া অগ্রে অস্ত্রযাত্ৰাকাশাস করিবে । দেহমধ্যে আধারাদি  
ক্রমধ্য পৰ্য্যন্ত ছয়টি পদ্য আছে, এই সকল পদ্যে অস্ত্রযাত্ৰাকাশাস করিতে  
হয় । কণ্ঠস্থলে যে ষোড়শদল পদ্য আছে, তাহার ষোড়শ পদ্যে শ্রাস করিবে ।  
যথা ।—অং নমঃ, আং নমঃ ইং নমঃ, ঐং নমঃ, উং নমঃ, ঊং নমঃ, ঋং নমঃ,  
ঌং নমঃ, ৯ং নমঃ, ১০ং নমঃ, এং নমঃ, ঐং নমঃ, ওং নমঃ, ঔং নমঃ, অং নমঃ,  
অঃ নমঃ ।

হৃদয়স্থিত দ্বাদশদলপদ্যে—কং নমঃ, খং নমঃ, গং নমঃ, ঘং নমঃ, ঙং নমঃ,  
চং নমঃ, ছং নমঃ, জং নমঃ, ঝং নমঃ, ঞং নমঃ, টং নমঃ, ঠং নমঃ ।

নাভিমূলস্থিত দশদলপদ্যে—ডং নমঃ, ঢং নমঃ, ণং নমঃ, তং নমঃ, থং  
নমঃ, দং নমঃ, ধং নমঃ, নং নমঃ, পং নমঃ, ফং নমঃ ।

লিঙ্গমূলস্থিত ষড়্‌দলপদ্যে—বং নমঃ, ভং নমঃ, মং নমঃ, যং নমঃ, রং নমঃ,  
লং নমঃ । মূলাধারস্থিত চতুর্দল পদ্যে—বং নমঃ, শং নমঃ, ষং নমঃ, সং নমঃ ।  
ক্রমপ্যস্থিত দ্বিদলপদ্যে “হং নমঃ, ঋং নমঃ ।”

বিষ্ণুবিষয়ে আধারাদি ষট্‌পদ্যে নিম্নলিখিত বর্ণন্যাস করিবে । যথা,—মূলা-  
ধারস্থিত স্রুবার্ণাভ চতুর্দলপদ্যে—ধং নমঃ, শং নমঃ, ষং নমঃ, সং নমঃ ।

লিঙ্গমূলস্থিত বিছাদাত ষড়্‌দল স্বাধিষ্ঠানপদ্যে,—বং নমঃ, ভং নমঃ, মং  
নমঃ, যং নমঃ, রং নমঃ, লং নমঃ ।

নাভিমূলস্থিত নীলমেঘপ্রভ দশদল মণিপূরকমলে—ডং নমঃ, ঢং নমঃ, ণং  
নমঃ, তং নমঃ, থং নমঃ, দং নমঃ, ধং নমঃ, নং নমঃ, পং নমঃ, ফং নমঃ ।

প্রবালকচিসরিভ হৃদয়স্থিত দ্বাদশদল অনাহতপদ্যে—কং নমঃ, খং নমঃ,  
গং নমঃ, ঘং নমঃ, ঙং নমঃ, চং নমঃ, ছং নমঃ, জং নমঃ, ঝং নমঃ, ঞং নমঃ, টং  
নমঃ, ঠং নমঃ ।

কণ্ঠস্থিত ধুমুর্কা ষোড়শদল বিম্বদ্বাখ্যপদ্যে—অং নমঃ, আং নমঃ, ইং

নমঃ, ঙং নমঃ, উং নমঃ, উং নমঃ, ঋং নমঃ, ঋং নমঃ, ৯ং নমঃ, ৯ং নমঃ, এং নমঃ, ঐং নমঃ, ওং নমঃ, ওং নমঃ, অং নমঃ, অং নমঃ ।

ক্রমবাস্তিত চক্রবর্ণ দ্বিদলপদে—হং নমঃ, ক্ষং নমঃ ।

হিমবর্ণসর্ববর্ণবিভূতি সহজারপদে—সৃষ্টিস্থিতিলাভক পরমশিবের চিত্তা করিবে । সমাহিত চিত্তে এই প্রকার ধ্যান করাকেই অন্তর্গতাকাশ্য বলে ।

### বাহ্যমাতৃকান্যাস ।

উক্ত প্রকারে অন্তর্গতাকাশ্য করিয়া বাহ্যমাতৃকার ধ্যান করিবে যথা,—

পঞ্চাশল্লিপিভির্কিতক্ৰমুখদোঃ-পদ্মধাবক্ষঃস্থলাং ভাস্বমৌলিনিবদ্ধচন্দ্র-  
শকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্ । মুদ্রামক্ষগুণং সুধাত্যকলসং বিদ্যাক্ষ ইস্তামুজৈ-  
র্কিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্ দেবতামাশ্রয়ে ॥

এই ধ্যান করিয়া ললাটেদেশে অনামিকা ও মধ্যমাঙ্গুলির দ্বারা ন্যাস করিবে । এইরূপ মুখে তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা, নেত্রদ্বয়ে বুদ্ধা ও অনা-  
মিকা, কর্ণদ্বয়ে অঙ্গুষ্ঠ, নাসিকাধ্বয়ে কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ গওদ্বয়ে তর্জনী, মধ্যমা  
ও অনামিকা, ওষ্ঠদ্বয়ে মধ্যমা, দন্তপংক্তিধ্বয়ে অনামিকা, শিরে মধ্যমা, মুখে  
অনামিকা ও মধ্যমা, হস্ত, পদ, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠে কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা,  
নাভিতে কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ, উদরে সর্বাঙ্গুলি ; বক্ষঃস্থল,  
অংশদ্বয়, ককুৎস্থল, ও হৃদয় হইতে হস্ত পর্য্যন্ত, হৃদয় হইতে পাদ পর্য্যন্ত, হৃদয়  
হইতে উদর পর্য্যন্ত ও হৃদয় হইতে মুখ পর্য্যন্ত স্থানে হস্ততলদ্বারা ন্যাস করিবে \* ।  
যথা,—অং নমঃ ললাটে, আং নমঃ মুখবৃত্তে, এইক্রমে ইং ঙং চক্রদ্বয়ে,  
উং উং কর্ণদ্বয়ে, ঋং ঋং নাসিকাধ্বয়ে, ৯ং ৯ং গওদ্বয়ে, এং ওষ্ঠে, ঐং অধরে, ওং  
উর্দ্ধদন্তে, ওং অধোদন্তে, অং ব্রহ্মরন্ধ্রে, অঃ মুখে । কং দক্ষিণবাহুমূলে,  
খং কূর্ণরে, গং মণিবন্ধে, ঘং অঙ্গুলিমূলে, ঙং অঙ্গুল্যাগ্রে । এবং চং ছং

\* ললাটেইনামিকাসম্বোধে বিনাসেন্মুখপঙ্কজে । তর্জনীমধ্যমানামা বুদ্ধানামা চ নেত্রয়োঃ ।  
অঙ্গুষ্ঠং কর্ণয়োঃ কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ নদোঃ । মধ্যান্ত্রয়ো গওয়োঃ মধ্যমাঞ্চৌষ্ঠয়োঃসেৎ ।  
অনামাং দন্তয়োঃস্যাৎ মধ্যমামুত্তমাঙ্গকে । মুখেইনামাং মধ্যমাঞ্চ হস্তে পাদে চ পার্শ্বয়োঃ ॥  
কনিষ্ঠা নামিকামধ্যান্ত্রাণ্ড পৃষ্ঠে চ বিন্যসেৎ । তাঃ সাক্ষুজ্জা নাভিদেশে সর্বাঃ কুকৌ চ দ্বিজ-  
সেৎ । হৃদয়ে চ তলং সর্বমঃসমোচ্চ ককুৎস্থলে । ক্রংপূর্বে হস্তপংক্তিমুখেন্ তলমেব চ ॥  
এতান্ মাতৃকায়ুগ্মাঃ কমেণ পরিকীর্তিতাঃ । অজ্ঞানান্ বিস্তসেৎ যন্ত জ্ঞানঃ স্তান্তস্য নিষ্ফলঃ ।

জং ঝং ঞং বামবাহমূলপ্রভৃতিস্থানে । টং ঠং ডং ঢং ণং দক্ষিণপাদমূল হইতে অঙ্গুলির অগ্র পর্য্যন্তে । তং থং দং ধং নং বামপাদমূল হইতে অঙ্গুল্যগ্র পর্য্যন্তে, পং দক্ষিণপাশ্বে, ফং বামপাশ্বে, বং পৃষ্ঠে, ভং নাভিতে, মং উদরে, যং হৃদয়ে, ঝং বামবাহমূলে, শং হৃদয়াদি দক্ষিণকরে, ঞং হৃদয়াদি-বামকরে, সং হৃদয়াদি-দক্ষিণপদে, হং হৃদয়াদি-বামপদে, লং হৃদয়াদি উদরে, ক্ষং হৃদয়াদি-মুখে । সৰ্ব্বত্রই “নমঃ” শব্দ অন্তে যোগ করিয়া ন্যাস করিবে ।

### সংহারমাতৃকা-ন্যাস ।

অনন্তর সংহারমাতৃকা শ্রাস করিবে । সংহারমাতৃকা ধ্যান । — অক্ষপ্রজ্ঞং হরিণপোতমুদগ্রটঙ্কং বিদ্যাঃ করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্ । অন্ধৈশ্চ-মৌলিমরুণামরবিন্দরামাং বর্ণেশ্বরীং প্রণমত স্তনভারনভ্রাম্ ॥

এই ধ্যান পাঠ করিয়া ক্ষ-কারাদি অকারান্ত শ্রাস করিবে, অর্থাৎ ক্ষং মমঃ হৃদয়াদি মুখে, হং নমঃ হৃদয়াদি উদরে ইত্যাদি ।

### প্রাণায়াম ।

উপাস্ত্র মন্ত্র, দেবতার নিজ মন্ত্র বা প্রণব ( ঙ্গ ) দ্বারা প্রাণায়াম করিতে হয় । প্রথমত দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলী দ্বারা দক্ষিণনাসাপুট ধারণ করিয়া ষোড়শবার জপ করিয়া বামনাসা দ্বারা পূরণ, অঙ্গুষ্ঠ, অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা উভয় নাসাপুট ধারণ করিয়া চতুঃষষ্টিবার জপ দ্বারা কুস্তক, এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠাদ্বারা বামনাসাপুট ধারণ করিয়া দ্বাত্রিংশৎ ( ৩২ ) বার জপ দ্বারা দক্ষিণনাসাপথে বায়ু রেচন করিবে । এই রূপে তিনবার পূরক, কুস্তক ও রেচন করিলে একবার প্রাণায়াম সিদ্ধ হয় ।

অশক্ত পক্ষে চারিবার জপ দ্বারা পূরণ, ষোড়শবার জপ দ্বারা কুস্তক, ও অষ্টবার জপ দ্বারা রেচন করিলেও প্রাণায়াম সিদ্ধ হইবে । ইহাও তিনবার করিতে হইবে । \*

\* প্রাণায়ামক্রমঃ কুৰ্য্যাৎ মূলেণ প্রণবেন বা । অথবা মন্ত্রবাজেন যথোক্তবিধিনা স্বধীঃ ॥ পূরকং বামনাভ্যাস্ত কুৰ্য্যাৎ ষোড়শা জপৈঃ । কুস্তকং মধ্যনাভ্যাস্ত চতুঃষষ্টিজপান্ততঃ । রেচকং পিঞ্জলাভ্যাস্ত তদর্জজপসংখ্যয়া ॥ তদনন্তরো চতুর্থ্যাপি প্রাণসংযমনং চরেৎ । চতুর্থ্যাপীতি,—চতুঃসরজপেন পূরকং ষোড়শবারজপেন কুস্তকং অষ্টবারজপেন রেচকমিত্যর্থঃ । \* \* \* পুনঃ-পুনঃকৃতং যথা বর্নক্রমঃ শুভেৎ ।

সমস্ত কার্য্যেই প্রাণায়াম অবশ্য কর্তব্য । প্রাণায়াম ব্যতীত মন্ত্র জপ ও পূজাদিতে অধিকার হয় না । কনিষ্ঠা, অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা প্রাণায়াম করিতে হয় ।

### পীঠন্যাস ।

মন্ত্রের আদিত “ওঁ ” এবং অন্তে “নমঃ” শব্দ প্রয়োগ করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে লিখিত স্থান সমুদয়ে হস্তার্পণ করিবে ।—যথা, হৃদয়ে—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, প্রকৃতে, কুর্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, স্মরণধ্বয়ে, মণিদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায়, কল্পরক্ষায়, রত্নবেদিকায়ে । দক্ষিণমুখে,—ধর্ম্মায় ; বামমুখে জ্ঞানায়, উরুদ্বয়ে বৈরাগ্যায়, ত্রৈলোক্যায়, মুখে অবস্থায় ; দক্ষিণপার্শ্বে অজ্ঞানায়; বামপার্শ্বে অবৈরাগ্যায়, নাভৌ অনৈখর্য্যায়, পুনর্বার হৃদয়ে—অনন্তায়, পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলায়নে উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলায়নে, মং বহুমণ্ডলায় দশকলায়নে, সং সভায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আয়নে, পং পরমায়নে, হ্রীং জ্ঞানায়নে ।

### ঋষ্যাদিন্যাস ।

ঋষিঃ নাসেমু ক্তি দেশে ছন্দস্ত মুখপদ্ধত্বে । দেবতাং হৃদয়ে চৈব বীজন্ত গুহ্যদেশকে ॥ শক্ত্যঃ পাদয়োঃ চৈব সর্বাঙ্কে কীলকং ভবেৎ ॥ ততস্ত তত্তম-স্তোতন্যাসান্ কুর্ধ্যাদিতি । তন্ত্রসার ।

মস্তকে ঋষি, মুখপরে ছন্দ, হৃদয়ে দেবতা, গুহ্যদেশে বীজ, পদদ্বয়ে শক্তি ও সর্বাঙ্কে কীলক ন্যাস করিবে । দেবতা ভেদে ঋষ্যাদিন্যাস পৃথক্, তাহা তন্ত্রে স্থানে দৃষ্টব্য । গ্রাসে অঙ্গুলি নিয়ম । যথা,—মধ্যমা, অনামা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা হৃদয়ে, মধ্যমা ও তর্জ্জনী দ্বারা মস্তকে, অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখাস্থানে, সমস্ত অঙ্গুলী দ্বারা কবচে, তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা নেত্রে এবং তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা করতলে ন্যাস করিবে ।

### ব্যাপক ন্যাস ।

ওঁ বা মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত এবং পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ছুই হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক গাত্রের অতি সন্নিকট স্থান দিয়া হস্ত সঞ্চালন করাকে ব্যাপক ন্যাস বলে । ব্যাপকন্যাস নয়বার, সাতবার, পাঁচবার বা তিনবার করিবে ।



### অঙ্গস্থানে অঙ্গুলীনিয়ম ।

হৃদয়ং মধ্যমানামাতর্জুনীভিঃ স্মৃতং শিরঃ । মধ্যমাতর্জুনীভ্যাং শ্রাদঙ্গু-  
ঠেন শিখা স্মৃতা ॥ দশভিঃ কবচং প্রোক্তং তিস্তিভিনেত্রমীরিতম্ । প্রোক্তা-  
ঙ্গুলিভ্যামঙ্গু শ্রাদঙ্গকণ্ঠিরিয়ং মতা ॥ তিস্তিভিঃ তর্জুনীমধ্যমানামাভিঃ । তর্জুনী-  
মধ্যমানামা প্রোক্তা নেত্রত্রয়ে ক্রমাৎ । যদি নেত্রদ্বয়ং প্রোক্তং তদা তর্জুনী-  
মধ্যমে ॥ ইতি রাঘবতট্টধৃতবচনাৎ ।

মধ্যমা, অনামিকা ও তর্জুনী অঙ্গুলীদ্বারা হৃদয়ে, মধ্যমা ও তর্জুনী দ্বারা  
মস্তকে, অঙ্গুষ্ঠদ্বারা শিখাহানে, সর্বাঙ্গুলীদ্বারা কবচে, তর্জুনী, মধ্যমা ও  
অনামিকা দ্বারা নেত্রে এবং তর্জুনী ও মধ্যমা দ্বারা করতলে শ্রাস করিবে ।  
যদি দেবতার ছই নেত্র হয়, তবে সেই স্থলে তর্জুনী ও মধ্যমা দ্বারা নেত্রে ন্যাস  
করিবে । যে স্থলে পঞ্চাঙ্গন্যাস উক্ত আছে, সেখানে নেত্র পরিত্যাগ করিয়া  
অপর পঞ্চ অঙ্গে ন্যাস করিবে ।

বিষ্ণু বিষয়ে অঙ্গুষ্ঠহীন প্রসারিত হস্তদ্বারা হৃদয়ে ও মস্তকে ন্যাস করিবে এবং  
অঙ্গুষ্ঠ মধ্যগত মুষ্টি দ্বারা শিখা, উভয় হস্তের সর্বাঙ্গুলীদ্বারা কবচ ও তর্জুনী এবং  
মধ্যমাদ্বারা নেত্রে ন্যাস করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জুনীদ্বারা করতলধ্বনি করিবে । \*

ধ্যান ।

কৃষ্ণ মুদ্রাযোগে পুষ্প গ্রহণ করিয়া পূজ্য দেবতার আকৃতি চিন্তার নাম  
ধ্যান । ধ্যান বাক্যে যে দেবতার যে প্রকার আকৃতি বর্ণিত আছে, পূজক  
তাঁহাই চিন্তা করিবেন । পরে হস্তস্থিত পুষ্পটী নিজের মস্তকে দিবেন ।

আবাহন ।

আবাহনের বিশেষ নিয়ম এই যে, মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক স্রুয়্যাপথে স্বস্থান  
হইতে চৈতন্তরূপ তেজ আনয়ন করত নাসিকারন্ধ্র দ্বারা নির্গত করিয়া করস্থিত  
পুষ্পসঙ্কেতে সংস্থাপনপূর্বক আবাহন করিবে । ( ক )

বিনায়কং তথা দুর্গাং বায়ু মাকাশমেব চ ।

আবাহয়েদ্ ব্যাকৃতিভিস্তথৈবাধিকুমারকৌ ॥

\* অনঙ্গুষ্ঠা যজ্ঞবো হস্তশাখা ভবেদঙ্গুষ্ঠা হৃদয়ে শীর্ষকেহপি । অধোঙ্গুষ্ঠা ঋণু মুষ্টিঃ শিখায়াং  
দশাঙ্গুলয়ো ন্যাসকর্ম্মণি স্য্যঃ । নারাচমুষ্টিং তবাহুযুগ্মকা অঙ্গুষ্ঠতর্জুনীভ্যো দ্বিতো ধ্বনিস্ত ।

( ক ) মূলমন্ত্র সমুচ্চায়া স্রুয়্যাবস্থানা স্বরীঃ । আনীয় তেজঃ স্বস্থানান্নাসিকারন্ধ্র নির্গতম্ ।  
করশ্চে মাতৃকাক্ষোভে চৈতন্তং পুষ্পসঙ্কেতে । সংযোজ্য পুষ্পমধ্যে তৎ সংস্থাপ্যাবাহয়েত্ততঃ ॥  
হীও আগমকরক্রমঃ ৬

গণেশ, ভূগা, বায়ু, আকাশ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ব্যাহতি পূর্বক আবাহন করিবে । ব্যাহতি যথা - ভূ ভূবঃ স্বঃ ।

ইহাগচ্ছ দ্বিধা পৃচ্ছেদিহ তিষ্ঠ দ্বিধা পুনঃ । ইহ শকাৎ সন্নিধেহি ইহ সন্নি-  
পদান্ততঃ ॥ ঋধ্যস্বপদমাতাষা কুরুদ্বয়মতঃ পরম্ ॥ ইতি সরস্বতীতন্ত্র ।

“ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ, ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধ্যস্ব অত্রা-  
ধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ” বলিয়া আবাহনাদি মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া  
আবাহন করিবে ।

### প্রাণপ্রতিষ্ঠা ।

দেবতার সমুখ ভাগ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া শেলিহান মুদ্রা দ্বারা দূর্ধ্বা  
ও আতপ তণ্ডুল দেবতার হৃদয়ে ধরিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবতার  
প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে এবং বামহস্তে ঘটাদ্বনি করিবে । যথা—

ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ অমুকদেবতায়ঃ  
প্রাণা ইহ প্রাণাঃ । ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ  
অমুকদেবতায় জীব ইহ স্থিতঃ । ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং  
হৌং হং সঃ অমুকদেবতায়ঃ সর্কেন্দ্রিয়াণি । ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং  
শং ষং সং হৌং হং সঃ অমুকদেবতায় বায়্বনশ্চক্ৰস্বক্শ্রোত্রাঃ প্রাণা ইহাগতা  
স্বং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা । ওঁ মনোজ্যোতির্জুঁষতামাজ্যস্ত বৃহস্পতির্বিজ্ঞমিমং  
তনোতু অরিষ্ঠং বস্ত্রং সমিমং দধাতু বিধেদেবা স ইহ মাদয়ন্তামোম্ প্রতিষ্ঠ ॥  
অসৈ্য প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অসৈ্য প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ । অসৈ্য দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহা ।

স্ত্রীদেবতার সময়ে “অস্ট্রৈ” এবং পুরুষদেবতার স্থলে “অস্মৈ” বলিবে ।

### মানসপূজা ।

বাহুপূজাক্রমেণৈব ধ্যানযোগেন পূজয়েৎ । পূজয়েচ্ছিত্তয়েদেবং বচসা  
মনসা হৃদা । তথৈব সাধকো লোকে চান্তর্যোগপরায়ণঃ ॥ ইতি যুগ্ম-  
মালাতন্ত্র ।

বাহুপূজা ক্রমে মানসপূজা করিতে হয় । অর্থাৎ ধ্যানযোগে মনে মনে  
হৃদয়ে দেবতার অধিষ্ঠান চিন্তা করত মনঃকল্পিত উপচার দ্বারা দেবপূজা  
করিতে হয় ।

## বিশেষাৰ্ঘ্যস্থাপনক্রম ।

পূজক নিজের বামদিকে \* ত্রিকোণ মণ্ডল আঁকিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে ও আধারশক্তয়ে নমঃ, ও কৃষ্যায় নমঃ, ও অনন্তায় নমঃ, ও পৃথিব্যৈ নমঃ”। বলিয়া তত্পরি পূজা করিবে।

তৎপরে উহার উপরে ত্রিপদিকা আরোপণ করিয়া “হং ফট্” এই মন্ত্রে শঙ্খ (ক) ধুইয়া মণ্ডলের উপরে রাখিবে। মূলমন্ত্রে শুদ্ধ জল উহাতে দিয়া—“মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্ননে নমঃ” এই মন্ত্রে ত্রিপদিকায় “অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্ননে নমঃ” এই মন্ত্রে শঙ্খে—“উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্ননে নমঃ”—এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা বা আতপ তণ্ডুল দ্বারা জপে পূজা করিবে। তদনন্তর শঙ্খ জল তিনভাগ করিয়া, “নমঃ” বলিয়া পুষ্প দিয়া পুষ্প, দুর্বা, গন্ধ ও তণ্ডুলাদি দ্বারা অৰ্ঘ্য সাজাইয়া তত্পরি স্থাপন করিয়া ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ, মংস্ত্রুমুদ্রায় আচ্ছাদন, তৎপরে অক্ষুমুদ্রা দ্বারা “ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী। নমঃ সিদ্ধি কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥” এই মন্ত্রে জলশোধন করিবে।

অনন্তর আটবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া স্বীয় হৃদয় হইতে দেবতাকে সেই জলে আনয়ন করত “হং” এই মন্ত্রে যথাবিধি অবগুণ্ঠন মুদ্রা দেখাইবে। দেবতা বিশেষে যাহা বিশেষ আছে, তাহা তত্তৎপদ্ধতিতে লিখিত হইবে। তদনন্তর সেই অৰ্ঘ্যপাত্রস্থ জল প্রোক্ষণী-পাত্রে লইয়া, সেই জলে নিজ মস্তকে ও পূজার উপকরণাদিতে অভ্যক্ষণ করিবে।

## ৬ জপনিয়ম।

নিত্য জপ করমালাতে করিতে হয়। শক্তি ও শৈব ভেদে করমালা বিভিन्न। ক্রীদেবতার জপ শক্তিমালাক্রমে ও পুরুষদেবতার জপ শৈবমালাক্রমে করিতে হয়। বিহিতমালার অভাব হইলে কাম্যজপ করমালাতেও করিতে পারা যায়।

\* পূজ্য ও পূজকের মধ্যস্থান পূর্ব, তদক্ষিণ দক্ষিণ, তদ্বাম উত্তর ও তৎপৃষ্ঠ পশ্চিম জানিবে।

(ক) শিব ও সূর্য্য পূজা ব্যতীত সকল পূজাতেই শংখে অৰ্ঘ্যস্থাপন বিধি।—“সর্গ-  
দেব প্রাণেশ্বরাঙ্কুর শিবসূর্য্যার্চনং বিনা। রাঘবভট্টধৃতবচনাৎ।

## ত্রিবেদীয় সামান্যবিধি

### শক্তিমালা ।

মাহুঘের আঙ্গুলের প্রতি সন্ধিস্থলে যে রেখা আছে, উহার দুই রেখার মধ্যস্থলকে এক এক পর্ব বলে। প্রত্যেক অঙ্গুণিতে তিনটি করিয়া এই রূপ পর্ব আছে। অনামিকার মধ্য পর্ব হইতে জপ আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠার তিন পর্ব, তার পরে অনামিকার অগ্রপর্ব ও মধ্যমার তিনপর্ব এবং তর্জ্জনীর মূলপর্ব এই দশপর্বে শক্তিমন্ত্র জপ করিবে। তর্জ্জনীর অগ্র ও মধ্য পর্বে শক্তি মন্ত্র জপ করিবে না ।

অনামিকাদ্বয় পর্ব কনিষ্ঠাদিক্রমেণ তু । তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তং প্রজপেৎ  
হুসমাহিতঃ ॥ তর্জ্জন্যাগ্রে তথা মধ্য যো জপেৎ স তু পাপকৃৎ ॥

### শৈবমালা ।

তিশ্রোঃঙ্গুলান্নিপর্ব্বাণো মধ্যমা চৈকপর্ব্বিকা ।

মধ্যমায়া দ্বয়ং পর্ব্ব মেরুশ্বেনোপকল্পিতম্ ॥

অনামিকার মধ্য পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠার তিন পর্ব্ব, অনামিকা ও মধ্যমার অগ্রপর্ব্বদ্বয়, তৎপরে তর্জ্জনীর অগ্রপর্ব্ব হইতে মূল পর্ব্ব পর্য্যন্ত এই দশপর্বে শিবমন্ত্র জপ করিবে ।

এইরূপ জপকে দশসংখ্যক জপ বলে। এইরূপ দশগুণ জপ করিলে এক শত বার জপ হয়। অষ্টোত্তর শত জপ করিতে হইলে, অনামিকার মূল পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যমার মূল পর্ব্ব পর্য্যন্ত আরো আটবার জপ করিতে হয়। শৈব মন্ত্র জপে অনামার মূলপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া তর্জ্জনীর অগ্র পর্ব্ব পর্য্যন্ত আটবার অতিরিক্ত জপ করিবে ।

এইরূপ জপসংখ্যা ঠিক রাখিবার জন্য যে বেদব্য ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত তাহা এই,—

নাফতৈর্হস্তপর্ব্বৈকী ন বাগ্নৈর্নচ পুষ্পকৈঃ ।

ন চন্দনৈর্মৃত্তিকয়া জপসংখ্যাং ন কারয়েৎ । যামলে ।

চাউল, হস্তপর্ব্ব, ধাত্ত, পুষ্প, চন্দন বা মৃত্তিকাদ্বারা জপসংখ্যা রাখিবে না ।

লাক্ষা কুশিতসিন্দুরং গোময়ঞ্চ করীষকম্ ।

ধিলোডা গুটিকাং কৃত্বা জপসংখ্যাঞ্চ কারয়েৎ ॥

লাক্ষা, কুশিত, সিন্দুর, গোময় বা করীষক ( শুক গোময় ) দ্বারা গুটিকাদি প্রস্তুত করিয়া জপসংখ্যা রাখিবে ।

• জপ সংখ্যা না রাখিয়া জপ করিবে না। করিলে জপফল নিষ্ফল হইবে।

অঙ্গুল্যাগ্রে চ যজ্ঞশ্রুং যজ্ঞশ্রুং মেরুলজ্বনে ।

পর্বসন্ধিস্থ যজ্ঞশ্রুং তৎসর্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥

অঙ্গুলীর অগ্রভাগে (নখস্পর্শ করিয়া) বা মেরুলজ্বন করিয়া জপ করিবে না, এবং পর্বসন্ধিতে—অর্থাৎ হস্তস্থিত রেখাগুলিতে কদাচ জপ করিবে না, করিলে জপ ফল নিষ্ফল হয়।

জপ সংখ্যা অনুস্বেথ থাকিলে যথাশক্তি দশ, অষ্টাদশ, অষ্টাবিংশতি বা অষ্টোত্তরশত কিংবা সহস্র জপ করিতে হয়। জপের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকিলে তাহার চারিগুণ জপ করা বিধেয়। কারণ, কলিতে চারিগুণ জপের ব্যবস্থা আছে।

হৃদয়ে হস্তমাদায় তিৰ্য্যাক্ কৃত্বা করাস্থলীঃ ।

আচ্ছাদ্য বাসনা হস্তৌ দক্ষিণেন সদা জপেৎ ॥

হৃদয়ে হস্ত স্থাপনপূর্বক অঙ্গুলি মকল পরস্পর সংলগ্ন করিয়া, চিৎভাবে অঙ্গুলিগুলি কিঞ্চিৎ বক্র করত বস্ত্র দ্বারা হস্ত আচ্ছাদন করিয়া জপ করিবে।

জপকালীন স্বহৃদয়ে দেবতাকে চিন্তা করিতে করিতে অন্তের অশ্রুতরূপে যথাবিধি বিগুহ্ব ভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জপ করিবে।

জপস্তাদৌ তথা চান্তে প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ॥

জপ করিবার প্রথমে এবং জপের শেষে প্রাণায়াম করিতে হয়।

জপসমর্পণ ।

এবং জপং পুরঃ কৃত্বা গন্ধাক্তকুশোদকৈঃ । জপং সমর্পয়েদেব্যা বামহস্তে বিচক্ষণঃ ॥ দেবস্য দক্ষিণে হস্তে কুশপুষ্পার্ঘ্যাব্যরিভিঃ ।

প্রাণ্ডুক্ত প্রকারে জপ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করত গন্ধ, আতপতগুল ও কুশোদক দ্বারা স্ত্রীদেবতার বামহস্তে জপ সমর্পণ করিবে। আর পুরুষদেবের দক্ষিণহস্তে কুশ, পুষ্প ও অর্ঘ্যজল দ্বারা জপ সমর্পণ করিবে; মন্ত্র যথা ;—

“গুহ্যতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাম্শ্রুতং জপম্ । সিন্ধিৰ্ভবতু মে দেবি তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি ।”

দেবতা বিশেষে “সুরেশ্বরি” স্থলে “মহেশ্বরি” বলিবে। আর পুরুষদেবতা হইলে “গোপ্ত্রী ত্বং” স্থলে “গোপ্তা ত্বং” “মে দেবি” স্থলে “মে দেব” “সুরেশ্বরি” স্থলে “সুরেশ্বর, বা মহেশ্বর” আর বিষ্ণুবিষয় হইলে ‘জনার্দন’ বলিতে হয়।

### প্রণাম-বিধি ।

দেবতাবিষয়ে অষ্টাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ প্রণামই প্রশস্ত । পূজাস্তে এইরূপ প্রণাম করিতে হয় । পূজাকালে আসনোপবিষ্ট পূজক করযোড়ে প্রণাম করিবেন ।

### অষ্টাঙ্গ-প্রণাম ।

পঙাং করাভ্যাং জাহুভ্যাং শিরসা দৃশা ।

বচসা মনসা চৈব প্রণামোহষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥—তন্ত্রসারঃ ।

পদদ্বয়, জাহুদ্বয়, হস্তদ্বয়, বক্ষ, মস্তক, চক্ষু, বাক্য ও মন, এই অষ্ট অঙ্গ দ্বারা প্রণামই অষ্টাঙ্গ-প্রণাম বলিয়া কথিত ।

### পঞ্চাঙ্গ-প্রণাম ।

বাহুভ্যাংকৈব জাহুভ্যাং শিরসা বচসা দৃশা ।

পঞ্চাঙ্গোহয়ং প্রণামঃ স্ত্র্যাং পূজাস্থ প্রবরাবিমৌ ॥—তন্ত্রসারঃ ।

বাহুদ্বয়, জাহুদ্বয়, মস্তক, বাক্য ও চক্ষু, এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা প্রণামকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলে ।

স্ববামে প্রণমেদ্বিষুং দক্ষিণে শক্তি-শঙ্করৌ ।

প্রণমেচ্চ গুরোরগ্রে চাত্তথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥

বিষ্ণু মূর্তিকে স্ববামে রাখিয়া, দক্ষিণে শক্তি এবং শঙ্করকে ও গুরুকে অগ্রে রাখিয়া প্রণাম করিবে । ইহার অন্যথা করিলে, প্রণাম নিষ্ফল হয় ।

### প্রদক্ষিণ ।

হস্তে শঙ্খ লইয়া দেবতাকে প্রদক্ষিণ করিবে । †

দক্ষিণাঙ্গারবীং গতা দিশস্ত্যশ্চ শান্তবীম্ । ততশ্চ দক্ষিণং গতা নমস্কার-  
ত্রিকোণবৎ । অর্দ্ধচন্দ্রং মহেশস্ত পৃষ্ঠতশ্চ সমীরিতং । শিবপ্রদক্ষিণে মন্ত্রী  
অর্দ্ধচন্দ্রক্রমেণ তু ॥ সব্যাসব্যাক্রমেণৈব সৌমসূত্রং ন লজ্জয়েৎ ॥ সৌমসূত্রং  
জলনিঃসরণস্থানম্ ॥—ইতি তন্ত্রসারঃ ।

দেবতার দক্ষিণদিক্ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত গমন করিয়া, পরে ঈশান-  
কোণে গমন করিতে হয়, তদনন্তর পুনরায় বায়ুকোণ হইতে দক্ষিণে আসিতে  
হয় । ইহাকেই ত্রিকোণাকার প্রদক্ষিণ বলে । শিবকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে

† শংখহস্তেন সর্বত্র দক্ষিণং পরিকীর্তিতম্ ॥ বিশ্বসারঃ ।

প্রদক্ষিণ করিবে,--অর্থাৎ অগ্নিকোণ হইতে বায়ুকোণে যাইয়া বায়ুকোণ হইতে অগ্নিকোণে আসিবে। কিন্তু সোমহুত্র লজ্জন করিবে না। যোনি-পীঠের অগ্রবর্তী স্থানকে সোমহুত্র বলে।

একং দেব্যাং রবৌ সপ্ত জীণি কুর্য্যাদ্বিনায়কে ।

চত্বারি কেশবে কুর্য্যৎ শিবে চার্ক প্রদক্ষিণম্ ॥

দেবীকে একবার, সূর্য্যকে সাতবার, বিনায়ককে তিনবার, বিষ্ণুকে চারি-বার এবং শিবকে চার্ক প্রদক্ষিণ করিতে হয়। কোনমতে জীদেবতাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করার বিধিও লিখিত আছে। যথা—

সক্লত্রিকা বেষ্টয়িত্বা দেব্যাঃ প্রীতিঃ প্রজায়তে ।

স চ প্রদক্ষিণো জ্যেঃ সৰ্বদেবস্ত তুষ্টিদঃ ॥—কালিকাপুরাণঃ ।

এক বা তিনবার বেষ্টন করিয়া দেবীকে প্রদক্ষিণ করিলে তাঁহার প্রীতি উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে সকল দেবগণ তুষ্ট হইয়া থাকেন।

### আত্ম-সমর্পণ ।

এক অঞ্জলি জল হস্তে লইয়া —“ও ইতঃ পূৰ্ণং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাদি-  
কারতো জাগ্রৎস্বপ্নস্থযুগ্মাবস্থাস্থ মনসা বাচা হস্তাত্যাং পদ্মামুদরেণ  
শিখা যৎ স্মৃতং যদুক্তং যৎকৃতং তৎ সর্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা মাং  
মদীয়ং সকলং সম্যগমুকদেবতায়ৈ সমর্পয়ামি ওঁ তৎ সৎ ॥ এই বলিয়া  
গৃহীত জল দেবতার চরণে প্রদান করিয়া আত্মসমর্পণ করিবে।

### বিসর্জন ।

সাধক “দেবতার শরীরে আবরণ-দেবতাগণ বিলীন হইয়াছেন,” এইরূপ  
ভাবনা করিয়া “ক্ষমত্ব” এই বলিয়া বিসর্জন করিবে।

সংহারমুদ্রয়া ততেজঃ পুষ্পৈঃ সার্কিং হৃদয়মানয়েৎ ॥

সংহার মূদ্রা করিয়া নির্মাল্যপুষ্পের সহিত দেবতার তেজঃনিজ হৃদয়ে  
আনয়ন করিবে।

নির্মাল্য মস্তকে ধারণপূর্বক সর্কাস্ চন্দন-ভূষিত করিবে। দেবতার  
বিশিষ্ট ভক্ত-ব্যক্তিকে নৈবেদ্যদান করিয়া পরে নিজে ভক্ষণ করিবে। দেবতা-  
র্চনাবশিষ্ট শঙ্খমধ্যস্থ জল অঙ্গে লেপন করিলে, মানুষ ব্রহ্মহত্যাदि পাতক  
হইতে মুক্ত হইতে পারে।

### আরত্ৰিক ।

আদৌ চতুস্পাদতলৈকদেশে হৌ নাভিদেশে মুখমণ্ডলে ত্রীন ।

সর্ব্বৈব গাত্রেবু চ সপ্তবারানারত্ৰিকং তং মুনয়ো বদন্তি ॥

প্রথমত দেবতার পদতলে চারিবার, নাভিদেশে দুইবার, মুখমণ্ডলে তিনবার, ও সকল গাত্রে সাতবার আরত্ৰিক করিবে । ইহা মুনিগণ বলিয়াছেন ।

নীরাজনং পঞ্চবিধং প্রথমং দীপমালায়া । দ্বিতীয়ং সোদকাজেন তৃতীয়ং গৌতবাসনা ॥ চতুর্থং পত্রপুষ্পাশ্চ প্রবতা । পঞ্চমং স্মৃতং ॥

নীরাজন পঞ্চপ্রকার,—প্রথমে দীপমালা—অর্থাৎ পঞ্চপ্রদীপ ; দ্বিতীয়ে সজল শঙ্খ ( অর্থাৎ অর্ঘ্যপাত্র ), তৃতীয়ে গৌতবস্ত্র, চতুর্থে পল্লব ও পুষ্প, তৎপরে প্রণিপাত । কপূর, যক্ষুপ, চামরব্যজন প্রভৃতি দ্বারাও আরত্ৰিক করার প্রথা আছে ।

### সামবেদি-শান্তি ।

মহাবামদেব্য ঋষির্বিরাড্‌র্গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা শান্তিকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ । ওঁ কয়ানশিচত্র আভুব দূতীঃ সদাবুধং সথা । কয়া সচীর্চয়া বৃতা ॥ ওঁ কন্ধ্যা সত্যো মদনাং মহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ । দৃঢ়া-চিদারুজে বহু । ওঁ অভীষুণঃ সখীনামবিতা জবিতুণাং । শতং ভবাঃ স্মৃতয়ে ॥ ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পৃষা বিশ্ববেদাঃ । স্বস্তি নস্তাক্ষেয়্যারিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু । ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি । ওঁ শান্তিরস্ত শিবঞ্চাস্ত্র বিনশ্যত্যস্তভঞ্চ যৎ । যত এবাগতং পাপং তত্ৰৈব প্রতিগচ্ছতু স্বাহ ॥

### ঋগ্বেদি-শান্তি ।

ওঁ সন্দলী পাবয়ন্তে তন্মুকুয়তি বচো যথা । অভ্যাবন্তং যমাবন্তং যত্র বেদমিতি ব্রুবন্ । যাগ্যাকেতুং পুরস্পৃহং ভারতী ব্রহ্মবর্দ্ধিনী সঞ্জ্ঞানানামভিহিতো য এবেদমিতি ব্রুবন্ । ইন্দ্রস্তং কিং বিভুং প্রভুং ভানুনায়ং সরস্বতীম্ । তেন সূর্য্যামরোচয়ং যে নো মে রোদসী উভে । জুষস্বাগে আজিরসঃ কালং মেদ্যা তিথিমাত্মা সোমস্য ববৃহৎ শোভ স্ত্যমধ্যমোক্তমঃ । জুষস্বাগে আজিরসঃ শোভ স্ত্যদৈবরিতমঃ ।



জাশাস্তমাশাস্তমতিঃ শাস্তে স্বস্তিমকুব্ধতঃ । শন্নঃ কণিকৃদন্দে  
পর্য্যন্তোহতিবর্ষতু । ওষধয়ঃ প্রদীপয়স্তাং শন্নো দ্যাৱাপৃথিবী ।  
সংপ্রজাভ্যঃ শন্নোহস্ত দ্বিপদেশকতুস্পদে ॥ ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ  
স্বস্তি নঃ পৃষা বিশ্ববেদাঃ । স্বস্তি নস্তাক্ষে গাহরিষ্ঠেনেমিঃ স্বস্তি নো  
বৃহস্পতির্দধাতু । ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ।

যজুর্বেদি-শাস্তি ।

ওঁ ঋচং বাচং প্রপদ্যে মনো যজুঃ প্রপদ্যে সামপ্রাণং প্রপদ্যে চক্ষুঃ  
শ্রোত্রং পপদ্যে রাগো যঃ সহজো ময়ি প্রাণাপানরোর্ঘ্যেনে দ্বিজং চক্ষুষো  
হৃদয়স্য বাতিতীর্ণং বৃহস্পতির্মে দধাতু শন্নো ভবতু ভুবনস্য যন্ততিঃ ।  
ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পৃষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তাক্ষে গাহ-  
রিষ্ঠেনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥ ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ।

তাল্লিক-শাস্তি ।

ওঁ সুরাস্ত্রামভিষিক্তস্ত ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ বাহুদেবো জগন্নাথস্তথা  
সকর্ষণো বিভূঃ । প্রহ্মান্শ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায়তে । আখণ্ডলো-  
হগ্নিভগবান্ যমো বৈ নৈঋতস্তথা ॥ বরুণঃ পবনশ্চ ব ধনাধাক্তস্তথা  
শিবঃ । ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্ পালাঃ পাস্তু তে সদা ॥ ওঁ কীর্ত্তি-  
লক্ষ্মীধ্বজির্শ্রেষ্ঠা শ্রদ্ধা পুষ্টিঃ ক্ষমা মতিঃ । বুদ্ধিলজ্জা বপুঃ শান্তিস্তৃষ্টিঃ  
কান্তিশ্চ মাতরঃ । এতাস্ত্রামভিষিক্তস্ত দেবপত্ন্যঃ সমাগতাঃ । আদিত্য-  
শ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধজীবসিতার্কজাঃ । গ্রহাস্ত্রামভিষিক্তস্ত রাহুঃ কেতুশ্চ  
তর্পিতাঃ ॥ ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ । দেবপত্ন্যো ব্রুবা  
নাগা দৈত্যাস্চাম্পসরসং গণাঃ ॥ অস্ত্রাপি সর্ষশস্ত্রানি রাজানো বাহনানি  
চ । ওষধানি চ রত্নানি কালস্যাৱয়বাশ্চ যে ॥ সরিতঃ সাগরাঃ শৈলা-  
স্তীর্থানি জলদা নদাঃ । দেবদানবগন্ধর্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ । এতে  
স্বামভিষিক্তস্ত ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে ॥

পঞ্চোপচার ।

গন্ধং পুষ্পঞ্চ ধূপঞ্চ দীপং নৈবেদ্যমেব চ ।

এদচ্ছাঃ পরমেশানি জ্ঞাপ্য পঞ্চোপচারিকা ॥

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য, ইহাই পঞ্চোপচার ।

দশোপচার ।

পাদ্যমর্ঘ্যামাচমনীয়ক মধুপর্কাচমনং তথা । গন্ধাদয়ো নৈবেদ্যান্তা উপচারা  
দশাশ্রুকাঃ ।

পাণ্ড, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য,  
এই দশোপচার ।

ষোড়শোপচার ।

আসনং স্বাগতং পাণ্ডমর্ঘ্যামাচমনীয়কম্ । মধুপর্কাচমনং স্নানং বসনভরণানি  
চ । গন্ধপুষ্পধূপদীপনৈবেদ্যবন্দনং তথা । প্রযোজ্যেদচ্চান্যামুপচারান্তে ষোড়শ ॥

আসন, স্বাগত, পাণ্ড, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়,  
বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বন্দনা ইহাই ষোড়শোপচার ।

অষ্টাদশোপচার ।

আসনাবাহনকর্ষাং পাদ্যমাচমনং তথা । স্নানং বাসোপবীতক ভূষণানি চ  
সর্গর্ষণঃ । গন্ধং পুষ্পং তথা দীপং ধূপোহন্নকাপি তর্পণম্ । মালাম্বুলেপনকৈব  
নমস্কারবিসর্জনে । অষ্টাদশোপচারৈস্ত মন্ত্রী পূজাং সমাচরেৎ ॥ ফেৎকারিণী তন্ত্র ।

আসন, আবাহন, অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমন, স্নানীয়, বস্ত্র, উপবীত,  
আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, দীপ, ধূপ, অন্ন, তর্পণ, মালা, অম্বুলেপন, নমস্কার-  
বিসর্জন, ইহাই অষ্টাদশোপচার ।

উপচারদানবিধি ।

“ইদং আসনং অমুকদেবতায়ৈ নমঃ” বলিয়া আসন ; “অমুকদেব স্বাগতন্তে”  
বলিয়া স্বাগতপ্রশ্নানন্তর “এতং পাণ্ডং অমুকদেবতায়ৈ নমঃ” বলিয়া দেবতার  
পাদযুগলে পাণ্ড, সামবেদীয়েয়া “ইদমর্ঘ্যং” বজ্রবেদীয়েয়া “এবোহর্ঘ্যঃ অমুক-  
দেবতায়ৈ স্বাহা” বলিয়া দেবতার মস্তকে অর্ঘ্য ; ত্রৈলোক্য “স্বধা” বলিয়া দেবতার  
বদনে আচমনীয়, “নিবেদয়ামি” বলিয়া স্নানীয় ও বস্ত্র ; “নমঃ” মন্ত্রে আভরণ ও  
গন্ধ (চন্দন, কর্পূর ও কালাগুরুকে গন্ধদ্রব্য বলে), “বোবট্” বলিয়া পুষ্প,  
“স্বধা” মন্ত্রে ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া দিবে ।

সমস্ত দ্রব্যই দেবতার সম্মুখে আনয়ন করিয়া অর্ঘ্য জলদ্বারা প্রোক্ষণ করত  
“৬ট্” মন্ত্রে সংপ্রোক্ষণ করিয়া ওষুস্তু প্রদান করাইয়া তত্ক্ষণে মূলমন্ত্র আট-

দ্বার জপ করিয়া নিবেদন করিতে হয় । অতঃপর, পানার্থ জল ও ভাঙ্গুলাদি “নমঃ” বলিয়া নিবেদন করিয়া দিবে ।

অর্ঘ্য ।

গন্ধপুষ্পাকৃতযবকুশাগ্রতিলসর্বপৈঃ । সদূর্ধ্বৈঃ সৰ্বদেবানামেতদৰ্ঘ্যমুদাহৃতম্ ॥

গন্ধ, পুষ্প, আতপতগুল, যব, কুশের অগ্র, তিল, সর্বপ এবং দুর্ধ্বা দ্বারা সকল দেবতাবিষয়ক অর্ঘ্যই রচনা করিবে । এই সমস্ত দ্রব্যের অভাব হইলে কেবল আতপতগুল ও দুর্ধ্বাদ্বারা অর্ঘ্য দেওয়া যায় । অন্তঃশূতা দুর্ধ্বা অর্ঘ্যে গ্রহণ করিবে ।

মধুপর্ক ।

দধিসর্পির্জলং ক্ষৌদ্রং সিতৈতাভিস্ত পঞ্চভিঃ । প্রোচ্যতে মধুপর্কস্ত সৰ্বদেবৌষতুঠয়ে ॥ জলস্ত সৰ্বতঃ স্বল্পং সিতা দধি ঘৃতং সমম্ । সৰ্বেষামধিকং ক্ষৌদ্রং মধুপর্কে প্রয়োজয়েৎ । তদুচ্চাৎ কাংশ্রপাত্রেণ রৌদ্ধশ্বেতভবেন বা ।

দধি, ঘৃত, জল, মধু ও শর্করা এই পঞ্চ দ্রব্যের একত্র সংমিশ্রণকে মধুপর্ক বলে । মধুপর্কে অগ্ন্যাগ্নি জিনিষ অপেক্ষা জল কম দিবে । শর্করা, দধি ও ঘৃত সমভাগে, কেবল মধুই অধিক পরিমাণে দিতে হইবে । মধুপর্ক সৌবর্ণ বা কাংস্য পাত্রে করিয়া দিবে । পাত্র আট অঙ্গুলী পরিমাণ করিতে হয় ।

পুষ্প ও বিষ্ণপত্র দানবিধি ।

বধোৎপন্নং তথা দেয়ং বিষ্ণপত্রং ভূধোমুখম্ । অঙ্কুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাঞ্চ বৃন্তং ধৃত্য সমর্পয়েৎ ॥ বহুপুষ্পসমায়ুক্তপ্রদানে নিয়মো ন হি । সংস্থাপ্য বামহস্তে তু ততঃ পুষ্পং ন দীয়তে ॥

যে ভাবে উৎপন্ন হয় সেই ভাবেই দেবতাকে পুষ্প এবং বিষ্ণপত্র অঙ্কুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা বাঁটা ধরিয়া অধোমুখ করিয়া দিবে । বহুপুষ্পদানে কোন নিয়ম নাই । বামহস্তে পুষ্প রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দেবতাকে প্রদান করিতে নাই ।

ধূপ ও দীপ দানবিধি ।

দীপং দক্ষিণতো দৃষ্টাৎ পুরতো বা ন বামতঃ । বামতস্ত তথা ধূপ মগ্রে বা ন তু দক্ষিণে ॥ ন ভূমৌ বিতরেদ্ধূপং নাসনে ন ষটে তথা ॥

দেবতার দক্ষিণে দীপদান করিতে হয় । সম্মুখে বা বামে দিতে হয় না । ধূপ বামদিকে বা সম্মুখে দিতে হয় না, ধূপ আসনে বা ষটে রাখিয়া নিবে-

দন করিবে না। স্থত প্রদীপ দক্ষিণে, তৈলপ্রদীপ বামে রাখিয়া নিবেদন করিবে।

ধূপ, দীপ নিবেদন করিয়া দিয়া,—“ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা” এই বলিয়া সচন্দন পুষ্প দ্বারা ঘণ্টার অর্চনা করিয়া বামহস্তে ঘণ্টাবাদন করত তন্তুমন্ত্রে দীপ প্রদান করিবে। ধূপ দীপ আয়ত্নিক করিয়া দিবারও ব্যবস্থা আছে।

নৈবেদ্য ।

নৈবেদ্যং দক্ষিণে বামে পুরতো বা ন পৃষ্ঠতঃ ॥

দেবতার দক্ষিণে, বামে ও সম্মুখে নৈবেদ্য স্থাপন করিয়া নিবেদন করিবে। পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া দিবে না। পূর্ব নিয়মে নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া দিয়া বামহস্তে গ্রানমুদ্রা করিয়া দক্ষিণহস্তে প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পঞ্চ মুদ্রা দ্বারা “ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা” এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পক্ষাঙ্ক দেবতার বামে ও আমান্ন দক্ষিণে রাখিবে।

উপচারদানে অঙ্গুলি নিয়ম ।

মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা গন্ধ, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী-যোগে পুষ্প, ধূপ ও দীপ দিতে হইবে। মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলীর মধ্যপর্ব ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা ধূপ ধারণ করত তিনবার উত্তোলন করিয়া নিবেদন করিতে হয়। তন্তুমুদ্রা দ্বারা নৈবেদ্য ধারণ করিয়া নিবেদন করিবে।

ত্রিবেদীয় সামান্য বিধি সমাপ্ত ॥

## বিবিধ প্রসঙ্গ ।

বহুদেবতার ধ্যান ।

গণেশের ধ্যান।—ধ্বজং স্থূলতরুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং  
প্রসন্নমুদগন্ধলুক্কমধূপব্যালোগুহলম্ । দস্তাভ্যন্তরিতারিকণ্ডারৈঃ সিন্দূর-  
শোভাকরং, বস্মৈ শৈলসুতাসুতং গণপতিং, সিন্ধিপ্রদং কন্দম্বম্ ॥

নারায়ণের ধ্যান ।—ধ্যেয়ঃ সদা - সবিত্তমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণঃ সর্ব-  
'নিজাসনসন্নিবিষ্টঃ । কেশবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী হারী হিরণ্ময়বপুর্ষ-  
শঙ্খচক্রঃ ॥

সূর্যের ধ্যান ।—রক্তাঙ্গাসনমশেষগুণৈকসিদ্ধং, তানুং সমস্তজগতা-  
মধিপং ভজামি । পদ্মদয়াভয়বরান্ দধতং করাজৈর্মণিক্যমৌলিমরুণাঙ্কচিৎ  
ত্রিনেত্রম্ ॥

শিবের ধ্যান ।—দ্ব্যয়ৈমিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং,  
রত্নাকজোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্ । পদ্মাসীনং সমস্তাং  
স্ততমমরগণৈর্ব্যগ্রকৃতিং বসানং, বিশ্বাদ্যাং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চ-  
বজ্রং ত্রিনেত্রম্ ॥

গঙ্গার ধ্যান ।—গঙ্গাং শুক্লবর্ণাং চতুর্ভুজাং নানালঙ্কারভূষিতাম্ ।  
প্রসন্নবদনাং দেবীং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনীম্ ॥

সুবচনীর ধ্যান ।—শুভাং সুবচনীং দেবীং শুভকর্মপ্রদায়িনীম্ । শুভদাং  
মোক্ষদাং দেবীং সর্বাশুভনিবারিণীম্ ॥

মঙ্গলচণ্ডীর ধ্যান ।—যৈষা ললিতকান্তাখা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা । বরদাভয়-  
হস্তা চ দ্বিভুজা গৌরদেহিকা । রক্তকৌষেয়বস্ত্রা চ রক্তাভরণভূষিতা । নব-  
যৌবনসম্পন্ন চান্দ্রকী ললিতপ্রভা ॥

শীতলার ধ্যান ।—শূর্ণালঙ্কৃতমস্তকাং সুরগণৈঃ সংস্তুয়মানাং মূঢ়া, বামে  
কুণ্ডলরাং পয়োদবদনাং বন্দে খরস্থং সদা । দিগ্বাসামুগ্রহাসমুন্দরমুখীং সম্মা-  
জ্ঞানীং দক্ষিণে পাণৌ তং দধতীং ভবান্তিশমনীং সংসারবিজ্ঞাবিণীম্ ॥

সরস্বতীর ধ্যান ।—মুক্তাহারাবদাতাং শিরসি শশিকলালঙ্কৃতাং বাহুভিঃ  
স্বৈর্য্যাখাং বর্ণাখামালাং মণিময়কলমং পুষ্পকং চোদহন্তীম্ । আপীনোত্তুঙ্গ-  
বক্ষোঃহ-ভরবিলসমুদ্যদেশামবীশাং, বাচামীড়ে চিরায ত্রিভুবনমিতাং পুণ্ড-  
রীকে নিবসাম্ ॥

সরস্বতীর অথ প্রকার ধ্যান ।—তরুণসকলমিন্দোর্বিলতী শুভ্রকান্তিঃ কুচভ-  
রনমিতাঙ্গী নমিষ্যা নিতাজে । নিজকর-কমলোদ্যল্লেক্ষনীপুষ্পকক্ৰীঃ সকলবি-  
বসিদ্ধৌ পাতু বাগ্বেদবতা নঃ ॥

ষষ্ঠীর ধ্যান ।—ষষ্ঠীং গৌরবর্ণাং দ্বিভুজাং নানালঙ্কারভূষিতাং । সর্বলক্ষণ-  
সম্পন্নাং দীনোরূপযোবরাং দিব্যবস্ত্রপরাধানাং বামক্ৰোড়ে মপুঞ্জিকাম্ ।  
প্রসন্নবদনাং চন্দ্রোজপকাজীং সুখপদাম্ ।

গোবিন্দের ধ্যান—ফুলেন্দীবর কান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতং সশ্রিয়ং, ত্রীবংসাক-  
মুদারকোস্তভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্ গোপীনাং নয়নোৎপলাচ্ছিততমুং গোপো-  
পসজ্জাবৃতং, গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাজ্জুযং ভজে ॥

ত্রীযাধিকার ধ্যান—তপ্তবর্ণপ্রভাং রাধাং সর্বালঙ্কারভূষিতাং । নীলবস্ত্রপরী-  
ধানাং ভজে বৃন্দাবনেশ্বরীম্ ॥

মহালক্ষ্মীর ধ্যান—কান্ত্যা কাক্ষনসম্মিতাং হিমগিরিপ্রাথ্যশ্চতুর্ভির্গজৈর্হস্তোৎ-  
ক্লিশ্চহিরণ্যমৃতঘটৈরাসিচ্যমানাং শ্রিয়ম্ । বিভ্রাণাং বরমজ্জঘুমভয়ং হৃষ্টৈঃ  
কিরীটোজ্জ্বলাং ক্ষৌমাবন্ধনিতম্বশোভিততমুং বন্দেহরবিন্দস্থিতাম্ ॥

রামের ধ্যান—কান্ত্যাস্তোমধরকান্তিকান্তমনিশং বীরাসনাধ্যাসিনং মুদ্রাং  
জ্ঞানময়ীং দধানমপরং হস্তাভুজং জাহ্ননি । নীতাং পার্শ্বগতাং সরোরুহকরাং  
বিহৃয়ম্নিতাং রাঘবং পশুন্তং মুকুটাস্রাদিবিবিধাকল্লোজ্জ্বলাং ভজে ॥

বাসুদেবের ধ্যান—বিষ্ণুং শারদচন্দ্রকোটিসদৃশং শঙ্খাং বখাং গদা-  
মস্তোজং দধতং সিতাজনিলয়ং কান্ত্যা জগন্মোহনম্ । আবদ্ধাঙ্গদহারকুণ্ডল-  
মহামৌলিং স্কুরংকঙ্কণং, ত্রীবংসাকমুদারকোস্তভধরং বন্দে মুনিহ্রেঃ স্তবতম্ ॥

দধিবামনের ধ্যান—মুক্তাগোরং নবমণিবিলসদভূষণং চন্দ্রসংস্থং, ভূষাকটৈর-  
রলকনিবর্হৈঃ শোভিতজ্জারবিন্দম্ । হস্তাজাত্যাং কনককলসং শুদ্ধতোয়াভিপূর্ণং  
দধ্যন্নাত্যাং কনকচসকং ধারয়ন্তং ভজামঃ ॥

নৃসিংহের ধ্যান—মাণিক্যাদ্রিসমপ্রভং নিজরুচা সংব্রস্তমক্ষোগণং, জাহ্নুগুস্ত-  
করাভুজং ত্রিনয়নং রত্নোল্লসদভূষণং । বাহুভ্যাং ধৃতশঙ্খচক্রমনিশং দংষ্ট্রোগ্র-  
বক্তোল্লসজ্জ্বলাজিহ্বমুদারকেশরচয়ং বন্দে নৃসিংহং বিভূম্ ॥

নীলকণ্ঠের ধ্যান—বাল্যকায়ুততেজসং ধৃতজটাজুটেমুখগোজ্জ্বলং, নাগৈঃ  
কৃতশেখরং জপবটং শূলং কপালং করৈঃ । খট্টাঙ্গং দধতং ত্রিনেত্রবিলসংপধা-  
ননং সুন্দরং, ব্যম্বত্ৰকুপরিধানমজ্জনিলয়ং ত্রীনীলকণ্ঠং ভজে ॥

দক্ষিণ কালীর ধ্যান—শবরুচাং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাং । হাস্ত-  
বৃক্কাং ত্রিনেত্রাক্ষ কপালকর্ত্রিকাকরাং । মুক্তকেশীং ললজিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং  
মূহঃ । চতুর্কোষযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেং ॥

শবরুপী মহাদেবের ধ্যান—শুদ্ধফটিকসঙ্কাশং মহাকালং ত্রিলোচনম্ । দিগ্-  
ধরঞ্চ ধিভুজং কালীপাদব্যবস্থিতম্ । উর্দ্ধলিঙ্গং মহাদেবং চন্দ্রচূড়ং সদাশিবম্ ।  
ধ্যায়েচ্চ পরমানন্দং দেব্যা বাহনমুক্তমম্ ॥

ভদ্রকালীর ধ্যান—সুংক্ষমা কোটারাক্ষী মসিমলিনমুখী দৃষ্টকেশী রুদভী,

নাহং তৃপ্তা বদন্তী জগদধিলমিদং গ্রাসমেকং কয়ামি । হস্তাভ্যাং ধারয়ন্তী  
জলদনলশিখাসম্নিভং পাশযুগ্মং দন্তৈর্জম্বুফলাভৈঃ পরিহরতু ভয়ং পাতু মাং  
ভদ্রকালী ।

রক্ষাকালীর ধ্যান—রুক্ষাং লম্বোদরীং ভীমাং নাগকুণ্ডলশোভিতাম্ । রক্ত-  
মুখীং ললজিহ্বাং রক্তাশ্বরধরাং কটৌ । পীনোন্নতন্তনীমুগ্ধাং মহানাগেন  
বেষ্টিতাম্ । শবস্যোপরি দেবেশীং তস্যোপরি কপালিকাম্ । নাসাগ্রধ্যান-  
নিরতাং মহাঘোরাং বরপ্রদাম্ । চতুর্ভুজাং দীর্ঘকেশীং দক্ষিণস্যোর্দ্ধ্বাহনা ।  
বিভ্রতীং নলিনিমেকাং বামোর্দ্ধ্বপানপাত্রকং । বরাভয়ধরাং দেবীমধস্তাদক্ষবা-  
ময়োঃ । পিবন্তীং রোধিত্রীং ধারাং পানপাত্রং সদা শিরে । সৰ্বসিদ্ধিপ্রদাং দেবীং  
নিত্যং গিরিনিবাসিনীং । লোচনত্রয়সংযুক্তাং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং । দীর্ঘনাসাং  
দীর্ঘজভ্যাং দীর্ঘাঙ্গীং দীর্ঘজিহ্বিকাং । চন্দ্রস্বর্ষাঘ্নিভেদেন লোচনত্রয়সংযুতাং ।  
মারীনাশকরীং দেবীং মহাভীমাং বরপ্রদাং । ব্যাঘ্রচর্ম্মশিরোবন্ধাং জগত্রয়বিভা-  
বিনীং । সাধকানাং স্মৃৎ কর্ত্রীং সৰ্বলোকভয়াপহাং । এবম্ভূতাং সদা কালীং  
রক্ষাদিং প্রণমাম্যহম্ ।

তারার ধ্যান—প্রত্যাঙ্গীতপদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্ । খর্কং লম্বো-  
দরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতাং কটৌ । নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাম্ ।  
চতুর্ভুজাং ললজিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাং । খড়্গাকর্ত্রীসমায়ুক্তসব্যোতরভূজব্রহ্মাং  
কপালোৎপলসংযুক্তসব্যাপাণ্ডিয়ুগারিতাং । পিঙ্গোঠৈকজটাং ধ্যায়েন্মৌলাব-  
ক্ষোভাভূষিতাম্ । জলচ্চিত্তমধ্যগতাং ষোরদষ্ট্রাং করালিনীং । সাবেশশ্বেত-  
বদনাং স্ত্র্যলঙ্কারবিভূষিতাম্ । বিশ্বব্যাপকতোয়াস্তঃস্বেতপদ্মোপরি স্থিতাম্ ।  
অক্ষোভাদেবীমুর্দ্ধন্ত্রীমূর্ত্তিনং গুরুপঙ্খ ॥

শশানকালীর ধ্যান—অঞ্জনাঙ্গিনিভাং দেবীং শ্মশানালয়বাসিনীম্ । রক্ত-  
নেত্রাং মুক্তকেশীং শুকমাংসাতীভৈরবাম্ । পিঙ্গাক্ষীং বামহস্তেন মত্তপূর্ণং সমাং-  
সকম্ । সত্ত্বকৃতশিরোদক্ষহস্তেন দধতীং শিবাম্ । স্মিতবক্ত্রাং সদা চামমাং  
সচর্চণতৎপরাম্ । নানালঙ্কারভূষাঙ্গীং নগ্নাং মত্তাং সদাসর্বৈঃ ।

ইন্দ্রের ধ্যান—পীতবর্ণং সহস্রাক্ষং বজ্রপদ্মকরং বিভূং । সর্কালঙ্কারসংযুক্তং  
নৌমীল্লং দিক্পতীধ্বনম্ ॥

মহাকালের ধ্যান—মহাকালং যজেন্দ্রব্যো দক্ষিণে ধূত্রবর্ণকং । বিভ্রতং  
দণ্ডখট্টাকৌ দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুং । ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতকটিং তুন্দিলং রক্তবাসসং ।  
ত্রিলেত্রমর্ক্বেশকং মুণ্ডমালা-বিভূষিতং । জটাভারলসচ্চন্দ্রখণ্ডমুগ্ধং জলগ্নিভম্ ।

চণ্ডীর ধ্যান—বন্ধু ককুম্মাভাসাং পঞ্চমুণ্ডাধিবাসিনীং । ক্ষুরচক্রকলান্ব-  
মুকুটাং মুণ্ডমালিনীং । ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং পীনোরতযটন্তনীং । পুষ্পককাক-  
মালাঞ্চ বরদকাভয়ং ক্রমাৎ । দধতীং সংস্মরেন্নিত্যমুত্তরায়ামানিতাম্ ॥

গোপালের ধ্যান—নবীননীরদশ্যামং নীলেন্দ্রীবরলোচনং । বল্লবীনন্দনং  
বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিণম্ ॥

বলদেবের ধ্যান—বলদেবং দ্বিরাহং শঙ্খকুন্দলস্মিতং । বামে হলয়াধরং  
দক্ষিণে মুসলং করে । হল্যলোলং নীলবস্ত্রং হল্যবস্ত্রং স্ময়েৎ পরম্ ॥

কাত্যায়নীর ধ্যান—সব্যাপাদসরোজেনাগন্ধতৌকমৃগাধিপাম্ । বামপাদাগ্র-  
দলিতমহিষাসুরনির্ভরাম্ । সুপ্রসন্নং সুবদনং চাকনেত্রত্রয়াবিতাং । হারনু-  
পুরকেষুরজটামুকুটমণ্ডিতাম্ । বিচিত্রপট্টবসনামর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতাম্ । ধৃজাথেট-  
কবজ্রানি ত্রিশূলং বিশিখং তথা । ধারয়ন্তীং ধনুঃ পাশং শঙ্খং ঘণ্টাং সরোরুহং ।  
বাহুভিল্লিতৈর্দেবীং কোটিচন্দ্রসমপ্রভাং । সমারুতৈর্দ্বিবিষদৈর্দেবৈরাকাশসং-  
স্থিভৈঃ । স্তূয়মানাং মোদমানৈর্লোকপালাদিভিঃ সদা । এবং সঙ্কিস্তয়েদেবীং  
জায়তে নরপুংসবঃ ॥

বহু দেবতার প্রণাম ।

শীতলার প্রণাম—নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্মাং দিগম্বরীম্ । মার্জ্জুনী-  
কলসোপেতাং শূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্ ॥

সরস্বতীর প্রণাম—সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনি । বিশ্বরূপে  
বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি সরস্বতি ॥

গঙ্গার প্রণাম—সদ্যঃপাতকসংহন্ত্রী সদ্যোদ্ধঃখবিনাশিনী । সুখদা  
মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ ॥

যমীর প্রণাম—জয় দেবি জগন্মাতর্জগদানন্দকারিণি । প্রসীদ মম কল্যাণি  
নমস্তে ষষ্ঠি দেবতে ॥

কৃষ্ণের নমস্কার—কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমায়নে । প্রণতক্লেশনাশায়  
গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥

রাধিকার প্রণাম—নবীনাং হেমগোরাঙ্গীং পূর্ণানন্দবতীং সতীং । বুধভানু-  
শুভাং দেবীং বন্দে রাধাং জগৎপ্রভূম্ ॥

বলদেবের প্রণাম—নমস্তে তু হলগ্রাম নমস্তে মুসলায়ুধ । নমস্তে রেবতী-  
কাস্ত নমস্তে ভক্তবৎসল । নমস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ নমস্তে ধরণীধর । প্রলম্বায়ৈ  
নমস্তে তু ত্রাহি মাং কৃষ্ণ-পূর্বজ ॥



বহ্নির প্রণাম—নমো নমস্তে ত্রিপুরারিচক্ষুষে মথেশ্বরানাং মুখতারূপেয়ুষে ।  
চরাচরাণাং জঠরেসু সংস্থিত ত্রিখা বিভক্তায় নমোহস্ত বহুয়ে ॥

সুবচনীর প্রণাম—শুভবাজ্ঞাপ্রদে নিত্যং সর্বদা সুখবর্দ্ধিনি । শুভকার্যেষু  
সর্বত্র শুভং দেহি নমোহস্ত তে ॥

বহুদেবতার গায়ত্রী ।

বালাভৈরবী-গায়ত্রী—ঐ বাগীশ্বর্যৈ বিদ্বাহে ক্লী কামেশ্বর্যৈ ধীমহি ।  
সৌম্ভনঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াৎ ॥

লক্ষ্মী-গায়ত্রী—মহালক্ষ্মে বিদ্বাহে মহাভ্রৈ ধীমহি । তন্নঃ ক্রীঃ প্রচোদয়াৎ ॥

সরস্বতী-গায়ত্রী—বাগ্‌দেব্যৈ বিদ্বাহে কামরাজায় ধীমহি । তন্নো দেবী  
প্রচোদয়াৎ ॥

ত্রিপুরাসুন্দরী-গায়ত্রী—ঐ ত্রিপুরাদেব্যৈ বিদ্বাহে ক্লী কামেশ্বর্যৈ ধীমহি  
সৌম্ভনঃ ক্রিমে প্রচোদয়াৎ ॥

ভৈরবী-গায়ত্রী—ত্রিপুরায়ৈ বিদ্বাহে ভৈরবৈ ধীমহি । তন্নো দেবী  
প্রচোদয়াৎ ॥

দুর্গা-গায়ত্রী—মহাদেব্যৈ বিদ্বাহে দুর্গায়ৈ ধীমহি । তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ॥

জয়দুর্গা-গায়ত্রী—নারায়ণ্যৈ বিদ্বাহে দুর্গায়ৈ ধীমহি । তন্নো গৌরী  
প্রচোদয়াৎ ॥

বিষ্ণু-গায়ত্রী—ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্বাহে কামদেবায় ধীমহি । তন্নো বিষ্ণুঃ  
প্রচোদয়াৎ ॥

নারায়ণ-গায়ত্রী—নারায়ণায় বিদ্বাহে বাসুদেবায় ধীমহি । তন্নো বিষ্ণুঃ  
প্রচোদয়াৎ ॥

নৃসিংহ-গায়ত্রী—বজ্রনখায় বিদ্বাহে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় ধীমহি । তন্নো নরসিংহঃ  
প্রচোদয়াৎ ॥

গোপাল-গায়ত্রী—কৃষ্ণায় বিদ্বাহে দামোদরায় ধীমহি । তন্নো বিষ্ণুঃ  
প্রচোদয়াৎ ॥

রাম-গায়ত্রী—দাশরথায় বিদ্বাহে লীতাবল্লভায় ধীমহি । তন্নো রামঃ  
প্রচোদয়াৎ ॥

সূর্য্য-গায়ত্রী—আদিত্যায় বিদ্বাহে মার্ত্তণ্ডায় ধীমহি । তন্নো সূর্য্যঃ  
প্রচোদয়াৎ ॥

শিব-গায়ত্রী—তৎপুরুষায় বিদ্যহে মহাদেবায় ধীমহি । তন্নো ব্রহ্মঃ  
প্রচোদয়াৎ ॥

গণেশ-গায়ত্রী—তৎপুরুষায় বিদ্যহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি । তন্নো দত্তী  
প্রচোদয়াৎ ॥

দক্ষিণামূর্ত্তি-গায়ত্রী—দক্ষিণামূর্ত্তয়ে বিদ্যহে ধ্যানস্থায়ৈ ধীমহি । তন্নো ধীশঃ  
প্রচোদয়াৎ ॥

কাম-গায়ত্রী—কামদেবায় বিদ্যহে পুষ্পবাণায় ধীমহি । তন্নোহনঙ্গঃ  
প্রচোদয়াৎ ॥

শক্তি-গায়ত্রী—সৰ্ব্বসম্বোধিতৈ বিদ্যহে বিশ্বজনন্তৈ ধীমহি । তন্নঃ শক্তিঃ  
প্রচোদয়াৎ ॥

ভুবনেশ্বরী-গায়ত্রী—নারায়ণ্যৈ বিদ্যহে ভুবনেশ্বর্যৈ ধীমহি । তন্নো দেবী  
প্রচোদয়াৎ ॥

অম্বপূর্ণা-গায়ত্রী—ভগবতৈ বিদ্যহে মাহেশ্বর্যৈ ধীমহি । তন্নোহম্বপূর্ণে প্রচো-  
দয়াৎ ॥

মহিষমর্দিনী-গায়ত্রী—মহিষমর্দিন্তৈ বিদ্যহে দুর্গায়ৈ ধীমহি । তন্নো দেবী  
প্রচোদয়াৎ ॥

ছিন্নমস্তা-গায়ত্রী—বিরোচন্তৈ বিদ্যহে ছিন্নমস্তায়ৈ ধীমহি । তন্নো দেবী  
প্রচোদয়াৎ ।

কালিকা-গায়ত্রী—কালিকায়ৈ বিদ্যহে শ্মশানবাসিন্তৈ ধীমহি তন্নো ঘোরো  
প্রচোদয়াৎ ॥

তারানা-গায়ত্রী—তারায়ৈ বিদ্যহে মহোত্রায়ৈ ধীমহি । তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ।

• পূজার দিক্‌নির্দেশ ।

রাজাবুদঙমুখঃ কুর্যাদ্বেদবকার্য্যং সৈদব হি । শিবার্চনং তথাপেব্যং শুচিঃ  
কুর্যাদ্ভদঙমুখঃ ॥

সারসমুচ্চয়ে কথিত হইয়াছে,—পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া দেবপূজা  
করিবে। রাত্রিকালে শিব ও অন্ন দেবতার অর্চনা কেবল উত্তরমুখে করিতে  
হয়। শিবপূজা দিবা রাত্রি উভয় সময়েই উত্তরমুখ হইয়া করিবে।

একত্র বিগ্রহদ্বয়-পূজনে প্রত্যবায় ।

লিঙ্গদ্বয়ং তথা নাকার্য্যং গণেশদ্বয়মেব চ । শক্তিদ্বয়ং তথা স্বর্ঘ্যদ্বয়মেকত্র

নাচিয়ে ॥ যে চক্রে দ্বারকায়াস্ত শালগ্রামশিলাদ্বয়ম্ । এতেষামৰ্চনারিত্যম্-  
বেগং প্রাপ্নুয়াদ্গৃহী ॥ মন্ত্রতন্ত্র প্রকাশ ।

একসঙ্গে দুই শিব, দুই গণেশ, দুই শক্তি ও দুই হর্যোর প্রতিমূর্তি ও  
দুইটা শালগ্রাম অর্চনা করিবে না । এককালে উক্ত দেবগণের যুগলমূর্তি পূজা  
করিলে গৃহী ব্যক্তি উদ্বিগ্নতা প্রাপ্ত হয় ।

পূজায় সাধারণ নিষিদ্ধ দ্রব্য । \*

জামলগ্রহে কথিত আছে যে, অক্ষত দ্বারা বিষ্ণুর, তুলসী দ্বারা গণেশের,  
দুর্কাদ্বারা দুর্গার, বিষ্ণপত্র দ্বারা দিবাকরের পূজা করিবে না । বিষ্ণুপূজাতে  
আকন্দ ও ধুস্তর পুষ্প বর্জন করিবে । শিবপূজাতে কুম্ভ, নবমল্লিকা, যুথী,  
রক্তজবা, রক্তকরবীর প্রভৃতি পুষ্প ব্যবহার করিবে না । পদ্ম ও চম্পক  
ব্যতীত অন্য কোন কুসুম-কলিকা দ্বারা দেবপূজা করিবে না । সেফালিকা ও  
বকুল ব্যতীত ভূপতিত অন্য কোন পুষ্প দ্বারা পূজা করিতে পারে না । পীত-  
ঝিটী, পীতটগর ও খেতজবাদ্বারা দেবীর পূজা করিবে না ।

ন রক্তচন্দনং জাতু গৃহীয়াৎকৃতপুষ্পকং । বিবপত্রৈস্তৎপ্রহর্নেনার্চয়েদেবকী-  
শ্রুতম্ ॥

রক্তচন্দন, রক্তপুষ্প, বিষপত্র ও বিষপুষ্পদ্বারা দেবকীশ্রুত বিষ্ণুর পূজা  
করিবে না ।

তিষ্ঠেদ্বিনদ্বয়ং শুদ্ধং পদ্মামলকং তথা । তুলসী সর্বদা শুদ্ধা তথা বিষ্ণ-  
দলানি চ ॥

পদ্ম ও আমলকীপত্র দুই দিন পর্যন্ত বাসি হয় না । কিন্তু তুলসী ও  
বিষপত্র কখনই বাসি হয় না, সর্বসময়ে বিশুদ্ধ থাকে ।

পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি ।

পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি ব্যতিরেকে পূজায় অধিকার হয় না । সূত্রাং পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি  
না করিয়া পূজা করিলে, সে পূজা নিফলা হয় । আত্মশুদ্ধি, স্থানশুদ্ধি, মন্ত্র-  
শুদ্ধি, দ্রব্যশুদ্ধি ও দেবতাশুদ্ধি, এই পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি । (ক)

স্মৃতিভূতশুদ্ধ্যা চ প্রাণায়ামাদিত্তথা । বড়দ্বাদাখিলত্ৰ্যাসৈরাঙ্গশুদ্ধি-  
রুদীরিতা ॥

\* মৎপ্রকাশিত “বৃহৎ তন্ত্রসার” গ্রন্থে এ বিষয় বিস্তৃতভাবে লেখা আছে ।

(ক) আত্মস্থানবহুত্ববাদেবশুদ্ধিস্ত পঞ্চমী । বাধন ক্রমণে দেবি তন্ত্র দেবার্চনং কৃতঃ

তীর্থাদির বিড়ম্বলে অবগাহন করিয়া তৃত্ত্বক্তি ও বড়ম্বল্যাস করিলে, আশ্বস্তিকি হয় ।

সম্ভার্কজুলেপাদৈর্দ্যর্পণোদরবৎ শুভং । বিতান-ধূপ-দীপাদি-পুষ্পমালাদি-শোভিতং ॥ পঞ্চবর্ণরজোভিচ্ছ স্থানশুদ্ধিরিতীরিতা ॥

পূজার স্থান মার্জনী ও লেপনাদি দ্বারা দর্পণের ন্যায় নির্মাল করিয়া, চন্দ্রা-তপ, ধূপ, দীপ ও পুষ্পমালাদিদ্বারা শোভিত করিবে এবং পঞ্চবর্ণ গুঁড়া দ্বারা ঐ স্থানটিকে বিচিত্র করিবে, ইহাকেই স্থানশুদ্ধি বলে ।

গ্রথিত্বা মাতৃকাবর্ণৈশ্চ মূলমন্ত্রাকরাণি চ । ক্রমোৎক্রমাদ্বিরাবৃত্ত্য মন্ত্রশুদ্ধি-রিতীরিতা ।

মাতৃকাবর্ণ দ্বারা অনুলোম বিলোম ক্রমে মন্ত্রবর্ণ পুটিত করিয়া ছুইবার পাঠ করিবে, ইহাকে মন্ত্রশুদ্ধি বলে ।

পূজদ্রব্যাদি সংপ্রোক্ষ্য মূলমন্ত্রৈর্বিধানতঃ । দর্শয়েদ্ধেহুমুজাদীন্ দ্রব্যশুদ্ধিঃ প্রকীৰ্ত্তিতা ॥

পূজার দ্রব্যসমুদায় কুশাগ্র দ্বারা মূল ও 'ফট্' এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া দেহুমুদ্রাদি প্রদর্শন করিবে । ইহাকে দ্রব্যশুদ্ধি বলে ।

পীঠদেবীং প্রতিষ্ঠাপ্য সকলীকৃত্য মন্ত্রবিৎ । মূলমন্ত্রেণ মালাদীন্ ধূপাদীন্সুদ-কেন চ । ত্রিবারং প্রোক্ষয়েদ্ বিদ্বান্ দেবশুদ্ধিরিতীরিতা ॥

সাধক পীঠশক্তির পূজা করিয়া মূলমন্ত্রে সকলীকরণমুদ্রার সকলীকরণ করিবে এবং মূলমন্ত্রে মালাদি এবং মূলমন্ত্রে দীপাদি তিনবার প্রোক্ষণ করিলেই দেবশুদ্ধি হয় ।

### নিষিদ্ধ বাদ্য ।

শিবাগারে কল্পকঞ্চ সূর্যাগারে চ শঙ্খকং । দুর্গাগারে বাঁশীবাদ্যং মধুরীক ন বাদয়েৎ ॥ বিরিকেক্স গৃহে ঢকাং ঘণ্টাং লক্ষ্মীগৃহে ত্যজেৎ । সর্করবাদ্যময়ীং ঘণ্টাং বাদ্যাভাবে প্রবাদয়েৎ । তন্ত্রান্তরে ।

শিবগৃহে কল্পতাল, সূর্যাগৃহে শঙ্খ, দুর্গামন্দিরে বাঁশী ও মধুরী, ব্রহ্মাগারে ঢাক, এবং লক্ষ্মীগৃহে ঘণ্টা বাজাইবে না । অন্য বাদ্যের অভাব হইলে সর্করবাদ্যময়ী ঘণ্টাই বাজাইবে ।

### যোগাঙ্গ আসন ।

পদ্মাসনং স্বস্তিকাখ্যং ভদ্রং বজ্রাসনস্তথ । বীরাসনমিতি প্রোক্তং ক্রমাদা-সনপঞ্চকম ॥

পদ্মাসনং, স্বস্তিকাসন, তদ্রাসন, বজ্রাসন ও বীরাসন—যোগাসন্ধি বিষয়ে এই পাঁচ প্রকার আসন কথিত হইয়াছে।

উর্ধ্বোপর্যি বিন্যস্য সম্যক্ পাদতলে উভে । অঙ্গুষ্ঠৌ চ নিবরীয়াদ্ধস্তাভ্যাং  
ব্যুৎক্রমাস্ততঃ পদ্মাসনমিদং প্রোক্তং যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমম্ ॥

দক্ষিণ উরুর উপরি বাম পদ তল এবং বাম উরুতে দক্ষিণ পায়ের তল  
বিস্তৃত করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বামপাদাঙ্গুষ্ঠ ও বাম হস্তের দ্বারা দক্ষিণ পায়ের  
অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করত উপবেশন করিলে পদ্মাসন হয়।

জানুর্বোদন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদতলে উভে । ঋজুকায়ো বিশেষঃ যোগী  
স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষতে ॥

দক্ষিণ জাহু ও উরুর অভ্যন্তরে বাম পদ তল এবং বাম উরু ও জাহুর অভ্য-  
ন্তরে দক্ষিণ পায়ের তল প্রবিষ্ট করিয়া সরলভাবে উপবিষ্ট হইলে স্বস্তিকাসন  
হয়।

সীবন্যাঃ পার্শ্বায়োন্যস্তেদ্ গুল্ফযুগ্মং স্তনিশ্চলং । রূষনাধঃ পার্শ্বপাদৌ পাণি-  
ভ্যাং পরিবন্ধয়েৎ । তদ্রাসনং সমুদ্ভিষ্টং যোগিভিঃ পরিকল্পিতম্ ॥

সীবনীর ( লিঙ্গাগ্র হইতে গুহস্থানের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ) উভয়পার্শ্বে গুল্ফ-  
দ্বয় বিস্তৃত করিয়া কোষের অধোভাগে উভয় পার্শ্বে হস্তদ্বারা পদদ্বয় বন্ধ  
করিবে। ইহাকেই যোগিগণ তদ্রাসন বলেন।

উর্ধ্বোঃ পাদৌ ক্রুপাম্বুজ্জ জানুনোঃ প্রাঙ্খুখাঙ্গুলী । করৌ নিদধ্যাদাখ্যাতং  
বজ্রাসনমন্তমম্ ॥

উরুদ্বয়ের উপরি পাদদ্বয়, বিস্তৃত করিয়া জাহুদ্বয়ের উপরি হস্তদ্বয় রাখিবে।  
এইরূপ আসনকেই বজ্রাসন বলে।

একং পাদমধঃ কৃত্বা বিস্ত্রোত্রৌ তথৈতরম্ । ঋজুকায়ো বিশেষঃ  
বীরাসনমিতীরিতম্ ।

এক পাদ ভূমিতে রাখিয়া অপর পাদ উরুর উপরে রাখিবে। এই আসনকেই  
বীরাসন বলে।

মুদ্রা ।

মোদনাং সৰ্বদেবানাং জ্ঞাবণাং পাপসম্ভভেঃ ।

তস্মান্মুদ্রেতি বিখ্যাতা মুনিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ ॥

মুদ্রাসকল দেবগণের আমোদবর্জন করে এবং সৰ্বপ্রকার পাপ নিবারণ  
করে এই স্তম্ভ তত্ত্ববেত্তা মুনিগণ “মুদ্রা” এই সংজ্ঞা করিয়াছেন।

অচ্চনে জপকালে চ ধ্যানে কাম্যে চ কর্মণি ।

নানে চাবাহনে শব্দে প্রতিষ্ঠায়াক রক্ষণে ॥

নৈবেদ্যে চ তথা তত্ত্বং কল্পপ্রকাশিতে ।

স্থানে মুদ্রাঃ প্রদ্রষ্টব্যঃ স্বস্বলক্ষণলক্ষিতাঃ ॥

পূজাতে, জপকালে, ধ্যানে, কাম্যকর্মে, নানে, আবাহনে, শব্দস্থাপনে, প্রাণপ্রতিষ্ঠায়, রক্ষণে, নৈবেদ্যে, এবং অত্যা ত কল্পোক্ত কার্যে স্ব স্ব লক্ষণে লক্ষিত মুদ্রা প্রদর্শন অবশ্য কর্তব্য ।

হস্তাভ্যামঞ্জলিং বদ্ধানামিকামূলপর্কণি । অঙ্গুষ্ঠৌ নিক্ষিপেৎ সেয়ং মুদ্রা  
ত্বাবাহনী স্মৃতা ॥১॥ অথোমুখী ত্রিঘ্রক শ্রাব্য স্থাপনী মুদ্রিকা স্মৃতা ॥২॥ উচ্ছ্রিতা-  
ঙ্গুষ্ঠে মুষ্ঠোচ্চ সংযোগাৎ সন্নিবাপনী ॥৩॥ অন্তঃপ্রবেশিতাঙ্গুষ্ঠা নৈব সংবোধিনী  
মতা ॥৪॥ উত্তানমুষ্টিযুগলা সম্মুখীকরণী মতা ॥৫॥ দেবতাস্থে যড়ঙ্গানাং ন্যাসঃ  
স্যাৎ সাকলীকৃতিঃ ॥৬॥ সব্যহস্তকৃতা মুষ্টিদীর্ঘাধোমুখতর্জনী । অবগুণ্ঠনমুজ্জেরং  
মণ্ডিতা ভ্রমিতা মতা ॥৭॥ অন্যোহন্তাভিমুখা স্পিষ্টা কনিষ্ঠানামিকা পুনঃ । তথৈব  
তর্জনীমধ্যা ধেনু মুদ্রা প্রকীর্তিতা ॥৮॥ অতোহন্যো গ্রথিতাঙ্গুষ্ঠোহপ্রসারিত-  
পরাজ্বলী । মহামুদ্রেরমুদিতা পরমীকরণে বুধৈঃ ॥৯॥ বামাঙ্গুষ্ঠস্ত সংগৃহ্য  
দক্ষিণেন তু মুষ্টিনা । কৃষোত্তানং ততো মুষ্টিমঙ্গুষ্ঠস্ত প্রসারয়েৎ । বামাঙ্গুষ্ঠাস্থখা  
স্পিষ্টাঃ সংযুক্তাঃ স্যুঃ প্রসারিতাঃ । দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠসংস্পৃষ্টা জ্ঞেয়ৈবা শঙ্খমুদ্রিকা ॥১০॥  
অতোহন্তাভিমুখো হন্তো কৃষ্য তু গ্রথিতাঙ্গুণী । অঙ্গুল্যৌ মধ্যমে ভূয়ঃ সুলগ্নে  
সুপ্রসারিতে । গদ্যমুজ্জেরমুদিতা বিঘোঃ সন্তোষবর্জিনী ॥১১॥ হন্তো তু সম্মুখৌ  
কৃষ্য সুলগ্নৌ সুপ্রসারিতৌ । কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ লগ্নৌ মুদ্রৈষা চক্রসংজ্ঞিকা ॥১২॥ হন্তৌ  
তু সম্মুখৌ কৃষ্য সন্নতপ্রোন্নতাজ্বলী । তলাস্তর্শ্বলিতাঙ্গুষ্ঠৌ কৃষ্যৈবা পদ্মমুদ্রিকা ॥১৩॥  
ওষ্ঠে বামকরাঙ্গুষ্ঠৌ লগ্নস্তস্য কনিষ্ঠিকা । দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠসংযুক্তা তৎ কনিষ্ঠা  
প্রসারিতা । তর্জনীমধ্যাস্পৃশ্যামাঃ কিকিৎ সঙ্কোচ্য চালিতৈঃ । বেণু মুদ্রা ভব-  
তোবা সুগুপ্তা প্রেয়সী হরেঃ ॥১৪॥ অন্যোহন্যপৃষ্ঠকরয়োঃ স্যামানামিকাজ্বলীঃ ।  
অঙ্গুষ্ঠেন তু বদ্রীয়াৎ কনিষ্ঠামূলসংহিতে । তর্জ্ঞন্যৌ কারয়েদেবা মুদ্রা শ্রীবৎস-  
সংজ্ঞিতা ॥১৫॥ অনামাপৃষ্ঠসংলগ্না দক্ষিণস্য কনিষ্ঠিকা । কনিষ্ঠয়ানয়া বদ্ধা  
তর্জ্ঞন্যা দক্ষয়া তথা । বামানামাক বদ্রীয়াৎ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠমূলকে । অঙ্গুষ্ঠমধ্যমে  
বামে সংযোজ্য সরলাঃ পরাঃ । চতশ্রোহিষ্যগ্রসংলগ্না মুদ্রা কৌন্তভসংজ্ঞিকা ॥  
১৬॥ স্পৃশেৎ কর্ণাদিপাদান্তং তর্জ্ঞতঙ্গুষ্ঠয়া তথা । করদ্বয়েন মালাবস্তুদেয়ং  
বনমালিকা ॥১৭॥ বামামুদ্রিতাগ্রামিতবকরভবাজুষ্ঠকেনাপি বদ্ধা তস্যাগ্রং

পীড়য়িত্বাঙ্গুলীভিরপি চ তা বামহস্তাঙ্গুলীভিঃ । বন্ধাকারং হৃদি স্থাপয়তি  
 বিমলবীৰ্য্যাহরমারবীজং বিদ্যাখ্যা মুদ্রিকৈষা ক্ষুটিমিহ গদিতা গোপনীয়  
 বিধিভেদঃ ॥ ১৮ ॥ হস্তৌ তু বিমুখৌ কৃৎস্না গ্রথয়িত্বা কনিষ্ঠকে । মথিত্বা তর্জনী  
 শ্লিষ্টে শ্লিষ্টাবস্থৌ তথা ॥ মধ্যমানামিকে যে তু যৌ পক্ষাবিব চালয়েৎ । এষা  
 গরুড়মুদ্রা ত্বাদ্ বিধোঃ সন্তোষবর্দ্ধিনী ॥ ১৯ ॥ তর্জ্যন্তুষ্ঠকৌ সজ্ঞাবগ্রতো  
 বিত্তসংস্রবীঃ । বামহস্তাঙ্গুং বামজানুর্মুদ্রনি বিত্তদেৎ । জ্ঞানমুদ্রা ভবেদেবা  
 রামচন্দ্রস্ত প্রেমসী ॥ ২০ ॥ জামুখ্যে করৌ কৃৎস্না চিবুকোষ্ঠৌ সমাবুভৌ । হস্তৌ  
 তু ভূমিসংলগ্নৌ কম্পমানঃ পুনঃপুনঃ । মুখং বিকৃতকং কুর্য্যাৎ লেলিহানাক  
 জিহ্বিকাং । নারসিংহী ভবেদেবা মুদ্রা তৎপ্রীতিবর্দ্ধিনী ॥ ২১ ॥ দক্ষহস্তঞ্চোদু-  
 মুখং বামহস্তমধোমুখম্ । অঙ্গুল্যাগ্রস্ত সংযুক্তং মুদ্রা বারাহীসংজ্ঞিকা ॥ ২২ ॥  
 বামস্ত মধ্যমাগ্রস্ত তর্জন্যাগ্রেণ যোজয়েৎ । অনামিকাং কনিষ্ঠাঞ্চ তন্ত্রাঙ্গুলে  
 পীড়য়েৎ । দর্শয়েদ্বামকে স্বন্ধে ধনুর্মুদ্রেমীরিতা ॥ ২৩ ॥ দক্ষমুষ্ঠান্ত তর্জন্যা  
 দীর্ঘয়া বাণমুদ্রিকা ॥ ২৪ ॥ তলে শূলস্ত করমোস্তিবাঙ্ক সংযোজ্য চাঙ্গুলীঃ ।  
 সংহতাঃ প্রস্রুতাঃ কুর্য্যান্ মুদ্রা পরশুসংজ্ঞিকা ॥ ২৫ ॥ উচ্ছ্রিতাঙ্গুষ্ঠমুঠী যে মুদ্রা  
 ত্রৈলোক্যমোহিনী ॥ ২৬ ॥ হস্তৌ তু সংপূর্টৌ কৃৎস্না প্রস্রুতাঙ্গুলিকৌ তথা ।  
 তর্জন্যৌ মধ্যমা পৃষ্ঠে অঙ্গুষ্ঠৌ মধ্যমাপ্রিষ্ঠৌ । কামমুদ্রেঃ মুদিতা সর্ষদেব-  
 প্রিয়ঙ্করী ॥ ২৭ ॥ উচ্ছ্রিতং দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠং বামাঙ্গুষ্ঠেন বন্ধয়েৎ । বামাঙ্গুলীর্দক্ষিণা-  
 ভিরঙ্গুলীভিশ্চ বন্ধয়েৎ । লজ্জমুদ্রেঃ মাখ্যাতা শিবসারিখ্যকারিণী ॥ ২৮ ॥ মিথঃ  
 কনিষ্ঠিকে বন্ধু তর্জনীভ্যামনামিকে । অনামিকোদু সংশ্লিষ্টদীর্ঘমধ্যমায়োরধঃ ।  
 অঙ্গুষ্ঠাগ্রবঃ স্রস্যেদ্যোনিমুদ্রেঃ মীরিতা ॥ ২৯ ॥ অঙ্গুষ্ঠতর্জ্যগ্রেষু গ্রথয়িত্বাঙ্গুলীত্রয়ং ।  
 প্রসারয়েদক্ষমালামুদ্রেঃ পরিকীর্তিতা ॥ ৩০ ॥ অধঃস্থিতো দক্ষহস্তঃ প্রস্রুতো  
 বরমুদ্রিকা ॥ ৩১ ॥ উদ্ধীকৃতবামহস্তঃ প্রস্রুতোঃ ভয়মুদ্রিকা ॥ ৩২ ॥ মিলিতা-  
 নামিকাঙ্গুষ্ঠং মধ্যমাগ্রে নিয়োজয়েৎ । শ্লিষ্টাঙ্গুল্যচ্ছ্রিত্তে কুর্য্যান্ গমুদ্রেঃ মীরিতা ॥  
 ৩৩ ॥ পঞ্চাঙ্গুল্যা দক্ষিণান্ত মিলিতা হৃদ্যমুদ্রতাঃ । ষ্টাঙ্গমুদ্রা বিখ্যাতা দেবশ্রুতি-  
 প্রিয়া মতা ॥ ৩৪ ॥ পাত্রবহামহস্তস্ত কৃৎস্নাং বামকে তথা । নিধায়োচ্ছ্রিতবৎ  
 কুর্য্যান্ মুদ্রা কপালিকা মতা ॥ ৩৫ ॥ মুষ্টিঞ্চ শিখিলীং বন্ধু ঈষচ্ছ্রিত্তমধ্যমাং ।  
 দক্ষিণাং তুর্দ্ধমুদ্রা কর্ণদেশে প্রচালয়েৎ । এষা মুদ্রা ভমরকা সর্ষবিয়বিনাশিনী  
 - ॥ ৩৬ ॥ ঋজীক মধ্যমাং কৃৎস্না তর্জনীমধ্যপর্কণি । সংযোজ্যাকুর্যেৎ কিঞ্চিন্  
 মুদ্রেঃ কুশসংজ্ঞিকা ॥ ৩৭ ॥ তর্জনীমধ্যমানামা কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠপর্কিকা । অধোমুখী  
 দীর্ঘরূপা মধ্যমা বিয়মুদ্রিকা ॥ ৩৮ ॥ কনিষ্ঠেনামিকে বন্ধু স্বাঙ্গুষ্ঠেনৈব দক্ষহস্তঃ ।

শ্রীষ্টাঙ্গুলী তু প্রস্থতে সংস্থষ্টা থঙ্কামুদ্রিকা ॥ ৩৯ ॥ বামহস্তং তথা তিষ্ঠাক্ কৃৎস্না  
 চৈব প্রসার্যা চ । আকুণ্ডিতাঙ্গুলীঃ কুৰ্ঘ্যাচ্ছর্ম্মদ্রেয়মীরিতা ॥ ৪০ ॥ কনিষ্ঠা-  
 ঙ্গুষ্ঠকে শক্তৌ করয়োরিতরেতরং । তর্জ্জনীমধ্যমানামাঃ সংহতা ভূয়বজ্জিতাঃ ।  
 মুদ্রেণ গালিনী প্রোক্তা শঙ্কস্তোপরি চালয়েৎ ॥ ৪১ ॥ প্রস্থতাঙ্গুলিকৌ হস্তৌ  
 মিথঃ শ্লিষ্টৌ চ সম্মুখে । কুৰ্ঘ্যাং স্বহৃদয়ে সেয়ং যুজ্জা প্রার্থনসংজ্ঞিকা ॥ ৪২ ॥  
 অধোমুখে বামহস্তে উর্দ্ধাংগং দক্ষহস্তকং । ক্ষিপ্তাঙ্গুলীরঙ্গুলীভিঃ সংগ্রথ্য পরি-  
 বর্তয়েৎ । এষা সংহারমুদ্রা স্যাদিসর্জনবিধৌ স্মৃতা ॥ ৪৩ ॥ দক্ষপাণিপৃষ্ঠদেশে  
 বামপাণিতলং ন্যাসেৎ । অঙ্গুষ্ঠৌ চালয়েৎ সমাগ্ যুদ্রেয়ং মংসাক্রপণী ॥ ৪৪ ॥  
 অতোত্তগ্রথিতাঙ্গুষ্ঠা প্রসারিতপরাঙ্গুলী । মহামুদ্রেয় মুদিতা পরমীকরণে  
 বুধৈঃ । প্রয়োজয়েদিমা মুদ্রা দেবতাহ্বানকর্ম্মণি ॥ ৪৫ ॥ বামহস্তস্য তর্জ্জন্যাং  
 দক্ষিণস্ত কনিষ্ঠয়া । তথা দক্ষিণতর্জ্জন্যাং বামাঙ্গুষ্ঠেন যোজয়েৎ । উন্নতং  
 দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠং বামস্য মধ্যমাঙ্গিকাঃ । অঙ্গুলী যোজয়েৎ পৃষ্ঠে দক্ষিণস্য করস্য চ ।  
 বামস্ত পিতৃতীর্থেন মধ্যমানামিকে তথা । অধোমুখে চ তে কুৰ্ঘ্যাদক্ষিণস্য করস্ত  
 চ ॥ কৃষ্ণপৃষ্ঠসমং কুৰ্ঘ্যাদক্ষপাণিঞ্চ সর্বতঃ । কৃষ্ণমুদ্রেয়মাখ্যাতা দেবতাধ্যান-  
 কর্ম্মণি ॥ ৪৬ ॥ তর্জ্জনীমধ্যমানামাঃ সমং কুৰ্ঘ্যাদধোমুখং । অনামায়াং কিপেচ্ছ্রী  
 যুজ্জীং কৃৎস্না কনিষ্ঠিকাং । লেলিহা নামমুদ্রেয়ং জীবন্তাসে প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৪৭ ॥  
 মপ্যামাতর্জ্জনীভ্যাঞ্চ কনিষ্ঠানামিকে সমে । অঙ্কুশাকাররূপাভ্যাং মধ্যমে পরমে-  
 ষ্মি । অঙ্গুষ্ঠন্ত নিযুজ্জীত কনিষ্ঠানামিকোপরি । ইয়মাকর্ষণীমুদ্রা ত্রৈলোক্যা-  
 কর্ষণী পরা ॥ ৪৮ ॥ সবাং দক্ষিণদেশে তু সবাদেশে তু দক্ষিণং । বাহুং কৃৎস্না মহাদেবি  
 হস্তৌ সংপরিবর্ত্য চ । কনিষ্ঠানামিকে দ্বেষি যুক্তা তেন ক্রমেণ তু । তর্জ্জনীভ্যাং  
 সমাক্রান্তে সর্বৌর্দ্ধমপি মধ্যমে । অঙ্গুষ্ঠৌ তু মহেশানি সরলাবপি কারয়েৎ ।  
 ইয়ং সা খেচরী নারী পার্থিবহ্বানযোজিতা ॥ ৪৯ ॥ মধ্যমে কুটিলে কৃৎস্না তর্জ্জ-  
 ণপরিবর্ত্তিতে । অনামিকে মধ্যগতে তর্থেব হি কনিষ্ঠকে । সর্বা একত্র সংযোজ্য  
 অঙ্গুষ্ঠপরিপীড়িতাঃ । এষা তু প্রথম মুদ্রা যোনিমুদ্রেয়মীরিতা ॥ ৫০ ॥ বন্ধু  
 তু যোনিমুদ্রাং বৈ মধ্যমে কুটিলে কুৎস্না । অঙ্গুষ্ঠে তু তদগ্রে তু যুদ্রেয়ং  
 ভূতিনী মতা ॥ ৫১ ॥

উভয় হস্তে অঙ্গুলি যোজন্য করিয়া উভয়হস্তের অনামিকাঙ্গুলীর মূলপর্কে  
 অঙ্গুষ্ঠদ্বয় আবদ্ধ করিলে আবাহনী মুদ্রা হয় ॥ ১ ॥

উক্ত আবাহনীমুদ্রাবদ্ধ উভয় হস্তের অঙ্গুলি অধোমুখ করিলেই স্থাপনী-  
 মুদ্রা হয় ॥ ২ ॥



উভয়হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উন্নত করিলে সন্নিধাপনীমুদ্রা হয় ॥ ৩ ॥

উভয়হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় অস্তঃপ্রবিষ্ট করিয়া অধোমুখে মুষ্টি বদ্ধন করিলে সন্মোধিনী মুদ্রা হয় ॥ ৪ ॥

সন্মোধিনীমুদ্রাবদ্ধ মুষ্টিদ্বয় উত্তান করিলে তাহাকে সন্মুখীকরণী মুদ্রা কহে ॥ ৫ ॥

দেবতার অঙ্গে বড়ঙ্গত্ৰাসকে সকলীকরণী মুদ্রা কহে ॥ ৬ ॥

বামহস্তে মুষ্টিবদ্ধন করত তজ্জনীকে, সরলভাবে প্রসারিত করিয়া অধোমুখে ত্রামিত করিলে অবগুষ্ঠনমুদ্রা হয় ॥ ৭ ॥

উভয়হস্তের অঙ্গুলি সমূহকে পরস্পরের সন্ধিমধ্যগত করিয়া একহস্তের অনামিকার অগ্রভাগ যোগ করিবে, ঐরূপ তজ্জনীর অগ্রভাগের সহিত মধ্যমার অগ্রভাগ সংযুক্ত করিবে। ইহাই ধেনুমুদ্রা ॥ ৮ ॥

উভয়হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে পরস্পর গ্রথিত করিয়া অঙ্গুলি প্রসারিত করিলে, মহামুদ্রা ও পরমীকরণমুদ্রা হয় ॥ ৯ ॥

দক্ষিণহস্তের মুষ্টিদ্বারা বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী গ্রহণ করিয়া ঐ মুষ্টি চিৎ করিয়া রাখিবে, পরে দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ চিৎ করিয়া বামহস্তের অন্ত্রা সমস্ত অঙ্গুলি প্রসারণপূর্বক দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠে মিলিত করিয়া রাখিবে। ইহাকেই শঙ্কামুদ্রা বলে ॥ ১০ ॥

উভয় হস্ত পরস্পর সন্মুখে রাখিয়া অন্ত্রা সমস্ত অঙ্গুলি গ্রথিত করিয়া মধ্যমাঙ্গর ও অঙ্গুষ্ঠদ্বয় প্রসারিত করিলে, গদামুদ্রা হয় ॥ ১১ ॥

হস্তদ্বয় পরস্পর সন্মুখীন করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় প্রসারিত ও বক্রভাবে উভয় অঙ্গুষ্ঠ বোজনা করিলে চক্রমুদ্রা হয় ॥ ১২ ॥

উভয়হস্ত সন্মুখীন করিয়া অঙ্গুলি সকল সমতভাবে মিলিত করত বৃদ্ধাঙ্গর মিলিত করিয়া রাখিলে পদ্মমুদ্রা ইহা থাকে ॥ ১৩ ॥

বামহস্তের বৃদ্ধা ওষ্ঠে সংযুক্ত করিয়া বামহস্তের কনিষ্ঠা দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাতে সংলগ্ন করিবে, পরে দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠাকে প্রসারিত করিয়া তজ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই অঙ্গুলিদ্বয়কে কক্ষিৎ সঙ্কোচিত করত পরিচালিত করিবে, ইহাই বেণুমুদ্রা ॥ ১৪ ॥

উভয়হস্তের পৃষ্ঠদেশ বিপর্যস্তভাবে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণহস্তের মধ্যমা ও অনামিকা এবং বামহস্তের বৃদ্ধাদ্বারা মধ্যমা ও অনামিকাকে আবদ্ধ করিবে; তৎপরে দক্ষিণহস্তের তজ্জনী বামহস্তের কনিষ্ঠামূলে এবং বাম হস্তের তজ্জনী দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা মূলে সংস্থাপিত করিলে শ্রীবৎসমুদ্রা হয় ॥ ১৫ ॥

দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা দক্ষিণ অনামিকার পৃষ্ঠদেশে সংলগ্ন করিয়া রাখিবে, পরে বামহস্তের কনিষ্ঠাদ্বারা দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী আবদ্ধ করিয়া বামহস্তের অনামিকাজুলী দক্ষিণহস্তের বুদ্ধার মূলে সংলগ্ন করিবে এবং বামহস্তের বুদ্ধা ও মধ্যমা সরলভাবে সঙ্কোচিত করিয়া অপর চারি অঙ্গুলি পরস্পর অগ্রভাগে সংযুক্ত করিলে তাহাকে কৌন্তভমুদ্রা বলে ॥ ১৬ ॥

উভয়হস্তের বুদ্ধা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলী পৃথক্ পৃথক্ সংযুক্ত করিয়া তদ্ধারা কণ্ঠ হইতে পাদপর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া ছইকর মালায় ত্রায় করিলেই বনমালামুদ্রা হয় ॥ ১৭ ॥

বামহস্তের বুদ্ধাকে দক্ষিণহস্তের বুদ্ধাদ্বারা আবদ্ধ করিয়া ঐ বাম হস্তের অঙ্গুলীকে দক্ষিণহস্তের অত্রাত্ত সমস্ত অঙ্গুলিদ্বারা নিপীড়িত এবং দক্ষিণ হস্তের সকল অঙ্গুলিদ্বারা বামহস্তের অঙ্গুলি সকলকে আবদ্ধ করিয়া ক্রীং বীজ উচ্চারণপূর্ব্বক ছইহস্ত হৃদয়ে স্থাপন করিবে। ইহাকে বিষ্ণু-মুদ্রা বলে ॥ ১৮ ॥

একহস্তের পৃষ্ঠদেশে অগ্রহস্ত বিপরীতভাবে সংস্থাপন করিয়া, কনিষ্ঠার সহিত কনিষ্ঠা, তর্জ্জনীর সহিত তর্জ্জনী, বুদ্ধার সহিত বুদ্ধা অঙ্গুলী গ্রথিত করিবে এবং মধ্যমা ও অনামিকা দ্বয় পক্ষিপক্ষদ্বয়ের ত্রায় পরিচালিত করিলে, গরুড়মুদ্রা হয় ॥ ১৯ ॥

দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলী ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগ সংযুক্ত করিয়া, হৃদয় দেশে বিত্তস্ত করিবে এবং বামহস্ত পদ্মবৎ বিস্তৃত করিয়া বামজালুর উপর স্থাপন করিবে, ইহাকেই জ্ঞানমুদ্রা বলে ॥ ২০ ॥

জাম্বুমেধ্য হস্তদ্বয় স্থাপন করিয়া চিবুক “ও ওষ্ঠ সমভাবে রাখিবে এবং হস্তদ্বয় ভূমিসংলগ্ন করত কম্পিত করিবে, মুখ বিকৃত ও জিহ্বা বহির্গত করিয়া বারম্বার পরিচালিত করিলে নারসিংহী মুদ্রা হয় ॥ ২১ ॥

দক্ষিণহস্ত উর্দ্ধমুখে এবং বামহস্ত অধোমুখে স্থাপন করিয়া উভয়হস্তের অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগ পরস্পর সংযুক্ত করিলে বারাহীমুদ্রা হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

বামহস্তের অগ্রভাগ দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা সংযোজিত করিয়া, সেই হস্তের অঙ্গুলির দ্বারা অনামিকা ও কনিষ্ঠাকে পীড়িত করত বামপক্ষ স্পর্শ করিলে ধনুর্মুদ্রা হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

দক্ষিণহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলিকে দীর্ঘভাবে প্রসারিত করিলে, বাণমুদ্রা হয় ॥ ২৪ ॥

উভয় হস্তের করতল পরস্পর সংযোজিত করিয়া অঙ্গুলি সকল যতদূর ব্যবধান করিতে পারা যায়, যতদূর ব্যবধান করিয়া মিলিত ও প্রসারিত করিলে পরশুমুদ্রা হয় ॥ ২৫ ॥

উভয়হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীদ্বয় উর্দ্ধে প্রসারিত করিলে ত্রৈলোক্য-মোহিনী মুদ্রা হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

হস্তদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় প্রসারিত করিয়া তর্জনীদ্বয় মধ্যমার পৃষ্ঠদেশে সংলগ্ন করত অঙ্গুষ্ঠদ্বয় মধ্যমাতে সংযোজিত করিলে কামমুদ্রা হয় ॥ ২৭ ॥

দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাকে উন্নত করিয়া বাম-অঙ্গুষ্ঠদ্বারা বন্ধন করিবে, পরে বামহস্তের অঙ্গুলি সকলকে দক্ষিণহস্তের সমস্ত অঙ্গুলিদ্বারা আবদ্ধ করিলে লিঙ্গমুদ্রা হয় ॥ ২৮ ॥

উভয়হস্তের কনিষ্ঠাদ্বয় পরস্পর বন্ধন করিয়া দক্ষিণহস্তের তর্জনীদ্বারা বাম-অনামিকা এবং বাম হস্তের তর্জনীদ্বারা দক্ষিণহস্তের অনামিকা বদ্ধ করিবে, পরে অনামিকাদ্বয়ের অগ্রভাগ সংশ্লিষ্ট করত মধ্যমাদ্বয় প্রসারিত করিয়া সেই মধ্যমাদ্বয়ের মূলে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সংলগ্ন করিলে ঘোনিমুদ্রা হয় ॥ ২৯ ॥

দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাদ্বারা তর্জনীকে গ্রথিত করিয়া অবশিষ্ট অঙ্গুলিত্রয় প্রসারিত করিলে, অক্ষমালামুদ্রা হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলি সকল প্রসারিত করিয়া হস্ত অধোমুখ করিলে বরমুদ্রা হয় ॥ ৩১ ॥

বামহস্তের অঙ্গুলি সমস্ত প্রসারিত করিয়া অধোমুখ করিলে অভয়মুদ্রা হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

অনামিকা এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি মিলিত করিয়া মধ্যমার অগ্রে সম্মিলিত করিয়া অবশিষ্ট সমস্ত অঙ্গুলি প্রসারিত করিলে মৃগমুদ্রা হয় ॥ ৩৩ ॥

দক্ষিণহস্তের সমস্ত অঙ্গুলি উর্দ্ধমুখে পরস্পর মিলিত করিয়া প্রসারিত করিলে খট্টাঙ্গমুদ্রা হয় ॥ ৩৪ ॥

বামহস্ত পাত্রবৎ করিয়া বামক্ষে বিন্যাস করত উত্তানভাবে রাখিলে কাপালিমুদ্রা হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

দক্ষিণহস্ত শিথিলভাবে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মধ্যমাঙ্গুলি কিঞ্চিৎ উন্নত করত কর্ণপার্শ্বে পরিচালিত করিলে ডমরুকা মুদ্রা হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

মধ্যমাঙ্গুলি সরলভাবে প্রসারিত করিয়া কিঞ্চিৎ সঙ্কোচিত করত তর্জনির মধ্যপর্বে সংযোজিত করিবে, ইহাকেই অঙ্কুমুদ্রা বলে ॥ ৩৭ ॥

মুষ্টিবদ্ধ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলি অধোমুখে দীর্ঘাকারে প্রসারিত করিলে বিষমুদ্রা হয় ॥ ৩৮ ॥

দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা ঐ হস্তের কনিষ্ঠা ও অনামিকাকে আবদ্ধ করিয়া অনশিষ্ট তর্জনি ও মধ্যমা সংশ্লিষ্ট করত প্রসারিত করিলে, খড়্গামুদ্রা হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

বামহস্ত বক্রীকৃত করিয়া প্রসারিত করত অঙ্গুলি সকল কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত করিলে, চর্ম্মমুদ্রা হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠে এবং বামহস্তের কনিষ্ঠা দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীতে সংযোজিত করিয়া তর্জনি, মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলি সরলভাবে মিলিত করিলে গালিনীমুদ্রা হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

উভয় হস্ত সম্মুখে রাখিয়া অঙ্গুলি পরস্পর মিলিত করিয়া আপন হৃদয়ে সংলগ্ন করিলে প্রার্থনামুদ্রা হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

বামহস্ত অধোমুখে এবং দক্ষিণহস্ত উর্দ্ধমুখে রাখিয়া উভয় হস্তের অঙ্গুলি সকল পরস্পর গ্রথিত করত হস্ত পরিবর্তিত করিবে। ইহাকেই সংহারমুদ্রা বলে ॥ ৪৩ ॥

দক্ষিণহস্ত অধোমুখে রাখিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে বামহস্তভল সংস্থাপন পূর্বক উভয় অঙ্গুষ্ঠ পরিচালিত করিলে মংস্যমুদ্রা হয় ॥ ৪৪ ॥

উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীদ্বয়কে পরস্পর গ্রথিত করিয়া অঙ্গুলী প্রসারিত করিলে মহামুদ্রা হয়। এই মুদ্রা দ্রব্যশুদ্ধি কার্যে ও দেবতা আবাহনে প্রয়োগ করিবে ॥ ৪৫ ॥

বামহস্তের তর্জনীতে দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা এবং দক্ষিণহস্তের তর্জনীতে বামহস্তের বুদ্ধাঙ্গুলী সংযুক্ত করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ উন্নত ভাবে রাখিবে, এবং বামহস্তের অনামিকা ও মধ্যমা দক্ষিণহস্তের পৃষ্ঠদেশে সংযুক্ত করিবে; পরে বামহস্তের তর্জনি ও বুদ্ধার মধ্যভাগে দক্ষিণহস্তের পৃষ্ঠদেশ কূর্ণপৃষ্ঠের গায় উন্নত করিবে। ইহাকেই কূর্ণমুদ্রা বলে ॥ ৪৬ ॥

তর্জনি, মধ্যমা ও অনামিকা সমভাবে অধোমুখ করিয়া অনামিকাতে বুদ্ধাঙ্গুলি সংযোগ করত কনিষ্ঠাকে সরলভাবে রাখিবে, ইহাই লেলিহান মুদ্রা নামে অভিহিত ॥ ৪৭ ॥

. মধ্যমা ও তর্জনীকে অঙ্কুশাকার করিয়া কনিষ্ঠা ও অনামিকাকে সমভাবে রাখিবে, পরে, মধ্যমা, বৃদ্ধা এবং অনামিকার উপরিভাগে কনিষ্ঠা সংযোজিত করিয়া তর্জনীদ্বয় অঙ্কুশাকৃতি করিলে আকর্ষণীয়মুদ্রা হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

বামহস্ত দক্ষিণে এবং দক্ষিণহস্ত বামদিকে সংস্থাপন করিয়া হস্তদ্বয় পরিবর্তন করত বামহস্তের কনিষ্ঠা ও অনামিকা, দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা ও অনামিকাতে সংযুক্ত করিয়া উভয়হস্তের তর্জনীদ্বয় উভয় হস্তের মধ্যমার উর্দ্ধভাগে আক্রমণপূর্বক বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় সরলভাবে স্থাপিত করিলে খেচরীমুদ্রা হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

মধ্যমা দ্বয় বক্রীকৃত করিয়া তর্জনীর উপরিভাগে স্থাপন করিবে, এবং কনিষ্ঠাদ্বয়কে অনামিকার মধ্যগত করত অঙ্গুলি সকল একত্র সংযুক্ত করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বারা সকল অঙ্গুলিকে পীড়িত করিবে। ইহা যোনিমুদ্রা নামে কথিত ॥ ৫০ ॥

যোনিমুদ্রা বন্ধন করত মধ্যমাঙ্গুলীদ্বয় কুটিল করিয়া ঐ মধ্যদ্বয়ের উপরি ভাগে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সন্নিবেশিত করিলে ভূতিনীমুদ্রা হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥ মং-প্রকাশিত তন্ত্রসাব দেখ।

### বরণ বিধি।

কার্য্য নিরীহার্থ ব্রাহ্মণদিগকে বরণ করিতে হয়। বরণ করিবার পূর্বে পুণ্যাহ, স্বস্তি ও ঋদ্ধি বাচন করিয়া বরণ করিবে। বেদবিশেষে ইহার পৌরোহিত্য বৈপরীত্য আছে, তাহা তত্তৎ স্থলে দ্রষ্টব্য। প্রথমতঃ কর্ত্তা আচমনাদি করিয়া ব্রাহ্মণকে গন্ধাদিদ্বারা অভ্যর্চনা করিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন। যথা,—

“কর্ত্তব্যোহস্মিন্ অমুককর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তোহধিক্রবন্ত পুণ্যাহং ভবন্তো-  
হধিক্রবন্ত পুণ্যাহং ভবন্তোহধিক্রবন্ত।”

ব্রাহ্মণ বলিবেন,—“ওঁ পুণ্যাহং পুণ্যাহং পুণ্যাহং।”

কর্ত্তা বলিবেন,—“কর্ত্তব্যোহস্মিন্ অমুককর্ম্মণি স্বস্তি ভবন্তোহধিক্রবন্ত স্বস্তি ভবন্তোহধিক্রবন্ত স্বস্তি ভবন্তোহধিক্রবন্ত।”

ব্রাহ্মণ বলিবেন,—“ওঁ স্বস্তি” ইহা পূর্ব্ববৎ তিনবার বলিয়া কর্ত্তার বেদোক্ত স্বস্তিবাচন মন্ত্র (২ পৃঃ দেখ) কর্ত্তা স্বয়ং ও ব্রাহ্মণ পাঠ করিবেন।

পরে কর্ত্তা বলিবেন,—“কর্ত্তব্যোহস্মিন্ অমুককর্ম্মণি ঋদ্ধি ভবন্তোহধিক্রবন্ত।” ইহা তিনবার বলিলে, ব্রাহ্মণ—“ওঁ ঋধ্যতাম্” ইহা তিনবার বলিবেন।

পরে কর্ত্তা ব্রাহ্মণকে কার্য্যনিরীহার্থ বরণ করিবেন। যথা,—

কর্তা হাতঘোড় করিয়া “ওঁ সাধু ভবানাস্তাং” বলিলে, ব্রাহ্মণ বলিবেন—  
“ওঁ সাধবহমাসে ।” পরে কর্তা—“ওঁ অর্চয়িষ্যামো ভবন্তং ।” বলিলে, ব্রাহ্মণ ।—  
“ওঁ অর্চয় ।” বলিবেন ।

অনন্তর কর্তা গন্ধ, পুষ্প, মাংস, বস্ত্র ও অঙ্গুরীয়কাদি ব্রাহ্মণহস্তে প্রদান  
করিয়া দূর্কা, পুষ্প ও আতপতণ্ডুল হস্তে লইয়া ব্রাহ্মণের দক্ষিণ জামু  
ধারণ করত “ওঁ অদেত্যাঃ মৎসঙ্কল্পিতামুককর্ম্মণি অমুককর্ম্মকরণায়  
অমুকগোত্রং ত্রীঅমুকদেবশর্মাণং গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্য ভবন্তমহং যুগে ।” এই  
বাক্য বলিয়া ব্রাহ্মণকে বরণ করিবেন ।

পরে ব্রাহ্মণ —“ওঁ রতোহস্মি ।” বলিলে, কর্তা,—“ওঁ যথাবিহিতং অমুককর্ম্ম  
কুরু ।” বলিলে, ব্রাহ্মণ,—“ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি ।” ইহা বলিবেন ।

সমস্ত বরণই এই রূপে করিতে হয় । কেবল “অমুককর্ম্মকরণায়” স্থলে  
যে কর্ম্ম করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ করিতে হয় ।

### দেবতা ভেদে মুদ্রার বিধি ।

বিষ্ণুপূজাতে শঙ্খ চক্র প্রভৃতি একোনবিংশতি প্রকার মুদ্রার ব্যবস্থা  
আছে, শিব বিষয়ে লিঙ্গ, যোনি প্রভৃতি দশমুদ্রার বিধান, সূর্য্যপূজাতে পদ্ম,  
গণেশ পূজাতে দন্ত, পাশ প্রভৃতি সপ্তমুদ্রা, তুর্গাপূজাতে পাশ অঙ্কুশ প্রভৃতি  
নবমুদ্রা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীপূজাতে অক্ষমালা, বীণা, ব্যাখ্যা, ও পুষ্পক,  
বহির পূজায় সপ্তজিহ্বামুদ্রা, শক্তি দেবতার অর্চনেন মহাযোনি, শ্রামাদির পূজাতে  
মুণ্ড মংস্ত প্রভৃতি এবং তারার অর্চনাতে যোনি, ভূতিনী প্রভৃতি মুদ্রা ব্যবহার  
করিবেন । \*

### হোমের কাষ্ঠ ।

আম্র, ক্ষীরিকারক্ষ, বকুল, চম্পক ও নাগকেশর প্রভৃতি পুষ্পরক্ষের কাঠে  
হোম করিবে । ব্রাহ্মণগণ বিষ্ণুরক্ষের কাঠেই হোম করিবেন । কোন কোন  
তান্ত্রিক ক্রিয়ায় কুলকাষ্ঠ দ্বারাও হোমের বিধান আছে ।

### বেদী, স্থণ্ডিল ও কুণ্ডপ্রকরণ ।

উচ্চতায় একহস্ত পরিমিত সমচতুর্কোণ, দীর্ঘ প্রস্থে চারিহস্ত, পূর্ব ও

\* মৎস্রকাশিত তন্ত্রসার গ্রন্থে মুদ্রা সঙ্কেত

উত্তরভাগ কিঞ্চিৎ নিম্ন এবং উর্দ্ধদেশ চক্ষ্রাতপাদি দ্বারা আচ্ছাদিত, গোম-  
য়াদিতে অস্থলিপ্ত, পরিষ্কৃত ও পবিত্র স্থানকে বেদী বলে।

কেশ-ভূষাঙ্গারাদিরহিত সমচতুর্ভুজপরিমিত বা ভুজপরিমিত বালুকা-  
ব্যাঙ্ক স্থানকে স্থণ্ডিল বলে।

ভূমিতে মেথলাঘোনি-আদিবিশিষ্ট মনোহর গর্তের নাম কুণ্ড। তন্ম্বে  
আট প্রকার কুণ্ড কথিত হইয়াছে। যথা—চতুরস্রকুণ্ড, যোনি কুণ্ড, অর্ধচন্দ্র,  
ত্র্যশ্র, বর্জুল, বড়শ্র, পদ্ম, ও অষ্টাশ্রকুণ্ড। চতুরস্র কুণ্ডেই প্রায় সকল কার্য  
নির্বাহ হইয়া থাকে,—দেবপূজার হোমাদিতে এই কুণ্ডই বিহিত।

### হোমের অগ্নি।

পাষাণভবমগ্নিক যদি বারণিসম্ভবং। শ্রোত্রিয়ানাং গেহজক বনস্থং বাথবা  
হরেনং॥ নিরগ্নিব্রাহ্মণান্নকো হৃদলাভকরো ভবেৎ। ক্ষেত্রবন্ধোচতুর্থাংশং  
ফলং দদ্যাক্তু তাননঃ॥ বৈশ্যাঙ্ক্ষু দ্রাক্ষে বিফলং জায়তে হোমকর্ম্মণি। তস্মাৎ  
সর্বপ্রযত্নেন বহ্নিমুক্তং সমাহরেনং॥ ইতি গৌতমীয়ে।

গৌতমীয় তন্ম্বে কথিত হইয়াছে,—পাষাণসম্ভূত, অরণিজাত, অরণ্যস্থিত,  
অথবা ব্রাহ্মণগেহস্থিত অগ্নি আনয়ন করিয়া তাহাতে হোম করিতে হইবে।  
হোমকার্য্যে সাগ্নিকব্রাহ্মণের নিকট হইতে অগ্নি গ্রহণ করিবে। নিরগ্নি-ব্রাহ্মণের  
নিকট হইতে অগ্নি আহরণ করিলে হোমের অর্ধ ফল হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয় হইতে  
অগ্নি আনয়ন করিয়া তাহাতে হোম করিলে চতুর্থাংশ ফল হয় এবং বৈশ্য  
শূত্রের নিকট হইতে অগ্নি লইয়া হোম করিলে, সেই হোম নিষ্ফল হইয়া  
থাকে। অতএব যত্নপূর্ব্বক শাস্ত্র নির্দিষ্ট বহ্নি আহরণপূর্ব্বক হোম করিবে।

পতিত্যাগ্নি, শবসম্বন্ধীয় অগ্নি এবং দৌপ হইতে গৃহীত অগ্নি কদাচ আহরণ  
করিবে না। কাংস্তপাত্র অথবা নূতন মুম্ময়পাত্রে পবিত্র অগ্নি গ্রহণ করিয়া  
হোম করিবে।

### অগ্নির নাম।

কার্য্য বিশেষে অগ্নির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নামকরণ করিয়া অগ্নির পূজা ও হোম  
করিতে হয়। তাহা গৃহ পরিশিষ্টে কথিত হইয়াছে। যথা,—

লৌকিকে পাবকো হগ্নিঃ প্রথমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। অগ্নেস্তু মারুতো নাম  
গর্তাধানে বিদীয়তে॥ পুংসবনে চক্ষ্রনামা শুদ্ধাকর্ম্মণি শোভনঃ॥ সীমন্তে  
মঙ্গলো নাম প্রগল্ভো জাতকর্ম্মণি॥<sup>১</sup> নান্নি স্তাৎ, পার্থিবো হগ্নিঃ প্রাণেন চ

শুচিস্থখা। সত্যনামাখ চূড়াগাং ব্রতাদেশে সমুদ্ভবঃ ॥ গোদানে হৃদ্যনামা চ কেশান্তে অগ্নিকচ্যতে । বৈশ্বানরো বিসর্গে তু বিবাহে যোজকঃ স্মৃতঃ । চতুর্থ্যান্তে শিখী নাম ধৃতিবিস্তৃতাংপরে । প্রায়শ্চিত্তে বিধুশ্চৈব পাকযজ্ঞে তু সাহসঃ ॥ লক্ষহোমে চ বহ্নিঃ স্ম্যৎ কোটিহোমে হতাশনঃ । পূর্থাহুত্যাং মৃডনামা শান্তিকে বরদঃ সদা ॥ পৌষ্টিকে বলদশ্চৈব ক্রোধোহগ্নিশ্চাভিচারকে । বশ্যার্থে শমনো নাম বরদানেহভিদূষকঃ ॥ কোষ্ঠে তু জঠরো নাম ক্রব্যাদো মৃতভক্ষণে । আহুয় চৈব হোতব্যং যত্র যো বিহিতানলঃ ॥ ইতি গৃহ্যপরিশিষ্টে ।

লৌকিককার্য্যে বহ্নির নাম পাকক, গর্ভাধানে মারুত, পুংসবনে চন্দ্র, শুদ্ধাকর্মে শোভন, সৌমন্তোন্নয়নে মঙ্গল, জাতকর্মে প্রগল্ভ, নামকরণে পার্থিব, অন্ন-প্রাশনে শুচি, চূড়াকরণে সত্য, ব্রতাদেশে সমুদ্ভব, গোদানে হৃদ্য, কেশান্তে অগ্নি, রুযোৎসর্গে বৈশ্বানর, বিবাহে যোজক, চতুর্থ্যাহোমে শিখী, ধৃতিহোমে অগ্নি, প্রায়শ্চিত্তহোমে বিধু, পাকযজ্ঞে (চরুপাকে) সাহস, লক্ষহোমে বহ্নি, কোটি-হোমে হতাশন, পূর্থাহুতিতে মৃড, শান্তিকর্মে বরদ, পৌষ্টিককার্য্যে বলদ, অভি-চারার্থে ক্রোধ, বশ্যকর্মে শমন, বরদানে অভিদূষক, কোষ্ঠে জঠর এবং মৃতভক্ষণে (ঋশানে) ক্রব্যাদ নাম করণ করিতে হয়। যেখানে যে নাম বিহিত হইয়াছে, সে স্থানে অগ্নির সেই নামোন্মেষে আবাহন করিয়া পূজা ও হোম করিবে। ভব-দেবত-বিরচিত পদ্ধতিতে সমাবর্তন ক্রিয়ায় “শেজ” নামক অগ্নির উল্লেখ করা হইয়াছে।

### অগ্নির অঙ্গনির্ণয় ।

যত্র কাষ্ঠং তত্র শ্রোত্রং যতো ধূমোহব্রু নাসিকা । যত্রান্নজ্বলনং নেত্রং যতোহঙ্গারগুতঃ শিরঃ ॥ যত্র প্রজলিতা জ্বালা সা জিহ্বা জাতবেদসঃ ॥

অগ্নির যেখানে কাষ্ঠ দিতে হয় সেই স্থানকে কর্ণ, যেখান হইতে ধূম নির্গত হয় সেই স্থানকে নাসিকা; যেখানে অন্ন অন্ন জ্বলিতে থাকে, সেইস্থানকে নেত্র; যেখানে অঙ্গার সেইস্থান শির এবং যেখানে প্রজলিত অগ্নির শিখা, সেই স্থান জিহ্বা বলিয়া জানিবে।

কর্ণহোমে ভবেদ্যাধিনেত্রৈহঙ্কৃতং সমী রিতং । নাসিকাস্থাং মনঃপীড়া যন্তকে ধনসংক্ষয়ঃ । জিহ্বায়াঞ্চ কুতে হোমে সর্কসিদ্ধির্ভবেদ্রবম্ ॥

\* মৎ প্রকাশিত ‘তত্ত্বসার’ নামক গ্রন্থে কুণ্ডের প্রতিকৃতিসহ প্রমাণাদি বিশেষরূপে বিধিবদ্ধ আছে।



অগ্নির কর্ণস্থানে হোম করিলে, হোম কর্তার ব্যাধি, নেত্র-হোমে অক্ষয়-প্রাপ্তি, নাসিকাহোমে মনঃপীড়া, মস্তকে ধনক্ষয় ও জিহ্বার হোম করিলে সর্কসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে ।

বহির জিহ্বার নাম ।

হিরণ্যা কনকা রক্তা শূক্ৰাণা সুপ্রভা মতা ।  
বহুরূপাতিরক্তা চ সাত্ত্বিকে যাগকর্ষণি  
পদ্মরাগা সুবর্ণান্যা তৃতীয়া ভদ্রলোহিতা ।  
লোহিতানন্তরং শ্বেতা ধূমিনী চ করালিকা ।  
রাজস্যো রসনা বহ্নের্নিহিতা কাম্যকর্ষণু ॥

সাত্ত্বিক যাগকার্য্যে হিরণ্যা, কনকা, রক্তা, শূক্ৰাণা, সুপ্রভা, বহুরূপা ও অতি-রক্তা বহির এই সপ্ত প্রকার জিহ্বা এবং পদ্মরাগা, সুবর্ণা, ভদ্রা, লোহিতা, শ্বেতা, ধূমিনী ও করালিকা এই সপ্ত প্রকার জিহ্বা কাম্যকর্ষণে বিহিত জানিবে । এতদ্বিন্ন যট্ কর্ষণ প্রকরণে বহির আরো জিহ্বার নাম আছে । তাহা এস্থলে বলা নিম্পয়োজন ।

তাত্ত্বিক হোমের স্থণ্ডিল ।

হস্তমাত্রং স্থণ্ডিলং বা সংক্ষিপ্তে হোমকর্ষণি । অঙ্গুলোঃসেধসংযুক্তং চতু-  
রঙ্গং সমস্ততঃ ॥ বালুকাং পাতয়েত্তত্র স্থণ্ডিলস্থানমুত্তমম্ । ত্রিকোণমণ্ডলং কৃষ্টা  
मध्ये विन्दुसमाहितं । ততো হি ত্রিকোণক্ষেপ যট্ কোণং পরিকীৰ্ত্তয়েৎ ।  
তদ্বহ্নিৰ্ব্তমাকুৰ্য্যাদষ্টদলসমম্বিতং । চতুর্দারং লিখিত্বা চ বজ্রভূপুরসংযুতং ।  
স্থণ্ডিলস্ত বহির্ভাগে পূর্বাগ্রমুত্তরাগ্রকং । তিপ্রস্তিত্রো রেখাঃ কুৰ্য্যাদ্ হোমকার্য্যে  
যথাবিধি ॥

হস্তপ্রমাণ স্থণ্ডিল সংক্ষেপ হোমকার্য্যে ব্যবহৃত হয় । তাহার প্রমাণ এই  
রূপ ।—দীর্ঘ ও প্রস্থে এক হস্ত পরিমিত স্থানে চতুরঙ্গ অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে  
বালুকা বিক্ষিপ্ত করিয়া, উহার মধ্যস্থানে বিन्दুসমম্বিত একটি ত্রিকোণ  
মণ্ডল অঙ্কিত করিবে । পরে ঐ ত্রিকোণমণ্ডলের উপরে আর একটি ত্রিকোণ  
মণ্ডল আঁকিয়া যট্ কোণাকার মণ্ডল করিবে । তৎপরে উহার বাহিরে  
একটি গোলাকার বৃত্ত করিয়া তাহার বহির্গাত্রে অষ্টদলপদ্ম সমম্বিত একটি  
বৃত্ত অঙ্কিত করিবে ; তৎপরে তাহার বাহিরে দুই দুইটি রেখা অঙ্কিত করত  
শ্রোণস্থানের চারিদিকে দ্বার চতুষ্টয় আঁকিয়া বজ্রভূপুর অঙ্কন করিবে এবং

হুণ্ডিলের বহির্ভাগে উত্তরাগ্র ও পূর্বাগ্র করিয়া তিনটি রেখা অঙ্কিত করিবে ।  
হোম কার্যে ইহাই বিধি ।

তান্ত্রিক সংক্ষেপ হোম পদ্ধতি । #

কুণ্ড অথবা হুণ্ডিল নিৰ্ম্মাণ করিয়া বীক্ষণাদি সংস্কার করিবে । পরে মূল মন্ত্রে অবলোকন, “কট্” এই মন্ত্রে তাড়ন এবং মূলমন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া “হুং” এই মন্ত্রে পুনরায় অভ্যক্ষণ করিবে ।

তৎপরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া “ওঁ কুণ্ডায় নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করত পূর্বে যে তিনটি রেখা দেওয়া হইয়াছিল, তাহার পূর্বাগ্র রেখাত্রেয় দক্ষিণাদি ক্রমে পূজা করিবে,—“ওঁ মুকুন্দায় নমঃ, ওঁ ঈশানায় নমঃ, ওঁ পুরন্দরায় নমঃ” । তৎপর উত্তরাগ্র-রেখাত্রেয়,—“ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ, ওঁ ইন্দ্রবে নমঃ,” এই ক্রমে পূজা করিতে হইবে । সূন্দরীবিষয়ক হোমে ষট্‌তরী মন্ত্রে পূজা করিবে । ষট্‌তরী মন্ত্র যথা,—“ঐ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐ ক্লীঁ সোঃ ব্রহ্মণে নমঃ” ।

তৎপরে কুণ্ডমধ্যে ও তদাছে রত প্রভৃতি যাহা অঙ্কিত করা হইয়াছিল, তাহার উপরে মূলমন্ত্রে পাঁচবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে । সূন্দরীপক্ষে বালাবীজে ( ঐং ক্লীং সোঃ ) পুষ্পাঞ্জলি দিতে হইবে ।

অতঃপর “ওঁ” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোমের সমুদয় দ্রব্য প্রোক্ষণ করিয়া বহির যোগপীঠ অর্চনা করিবে । প্রথমত কর্ণিকার উপর “ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্ত্যা দিপীঠদেবতাভ্যো নমঃ ।” চতুর্কোণে ‘ধর্ম্মায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায় ঐশ্বর্য্যায়,’ পূর্বদিকে—“অধর্ম্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায় ।” মধ্যে—“অনন্তায়, পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্ননে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্ননে, মং বহ্নিমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্ননে ।” কেশরে—পীতাত্মৈ, শ্বেতাত্মৈ, অরুণাত্মৈ, কৃষ্ণাত্মৈ, ধূম্রাত্মৈ, তীব্রাত্মৈ, ক্ষুণ্ণলিঙ্গিত্মৈ, রুচিরাত্মৈ, জলিত্মৈ,” মধ্যে—“বং বহ্যাসনায়” । প্রত্যেক চতুর্ধী বিভক্তি যুক্ত পদের আদিত “ওঁ” এবং অন্তে “নমঃ” শব্দ যোগ করিয়া কার্য্য করিবে ।

অতঃপর “ওঁ বাগীধরীমৃতস্নাতাং নীলেন্দীবরলোচনাং । বাসীশ্বরেণ সংযুক্তাং ক্রীড়াভাবসমম্বিতাম্ ।”

\* যতহোমে দুই তোলা পরিমিত ঘৃত লইয়া এক একবার আহুতি দিতে হয় এবং লাড়হোমে একমুষ্টি গ্রহণ করিতে হয় ।

## পুরোহিত-সর্বস্ব ।

এই ধ্যান পাঠ করিয়া “ও হ্রীং বাগীশ্বরায় নমঃ” এই মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। বিধিবিহিত অগ্নি সংগ্রহ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক বোবড়ন্ত মূলমন্ত্রে অগ্নিকে অভিমন্ত্রিত ও অবলোকন করিবে। স্তব্দরী পক্ষে “ও কামেশ্বরায় নমঃ। ও কামেশ্বর্যৈ নমঃ” বলিয়া পূজা করিবে।

অনন্তর হং ফড়ন্ত মূলমন্ত্রে ক্রব্যাদংশ (প্রজ্জলিত অগ্নির কিমদংশ) পরি-  
ত্যাগ করিবে। অতঃপর “ও বহ্নেধোগপীঠায় নমঃ।” চতুর্দিকে—“ও বামায়ৈ  
নমঃ, এবং জ্যেষ্ঠায়ৈ, রৌদ্র্য, অশ্বিনিকায়ৈ” ও মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া,  
অমুকদেবতাকুণ্ডায় নমঃ” বলিয়া পূজা করিয়া ঋতুমতী বাগীশ্বরীর  
ধ্যানপূর্বক বহ্নি আনয়ন করিয়া “ফট্” এই মন্ত্রে বহ্নি সংরক্ষণ, “হং” এই  
মন্ত্রে অবগুষ্ঠন, “রং” মন্ত্রে ধেনুসুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া দুই হস্ত  
দ্বারা বহ্নি ধারণ করত কুণ্ডোপরি তিনবার পরিভ্রমণপূর্বক জাহ্নুদ্বারা ভূমি-  
স্পর্শ করিয়া “হোং” বীজ চিন্তা করিতে করিতে কুণ্ডের মধ্যস্থলে স্থাপন করিবে।

তদনন্তর “হ্রীং বহ্নিমূর্তয়ে নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করিয়া “রং বহ্নিচৈতন্যায়  
নমঃ” এই মন্ত্রে বহ্নির চৈতন্য সংযোজন করিয়া,—“ও চিংগিঙ্গল হন হন  
দহ দহ পচ পচ সর্বং জ্ঞাপয় স্বাহা” । এই বলিয়া অগ্নি প্রজ্জালন করিবে।

পরে “ও অগ্নিঃ প্রজ্জলিতং বন্দে জাতবেদং হতাশনং । সূৰ্যবৰ্ণবৰ্ণমমলং  
সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখং ।” এই মন্ত্রে বহ্নির উপস্থান করিয়া অগ্নির উত্তরভাগে  
“অগ্নে ত্বং অমুকনামাসি” বলিয়া অগ্নির নামকরণ করত “ও বৈশ্বানর  
জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সৰ্ম্মকর্মাণি সাধয় স্বাহা।” এই মন্ত্রে অৰ্ঘ্যাদি  
উপচার দ্বারা পূজা করিয়া, “ও অগ্নেহিঁরগ্নাদিসগুজিহ্বাত্যো নমঃ।  
“ও সহস্রার্চিবে হৃদরায় নমঃ। ও অগ্নয়ে জাতবেদমে ইত্যাদ্যষ্টমূর্ত্তিত্যো  
নমঃ, ও ব্রহ্মাদ্যষ্টশক্তিত্যো নমঃ, পদ্মাদ্যষ্টনিধিত্যো নমঃ, ও ইন্দ্রাদিলোক-  
পালেত্যো নমঃ, ও ধ্বজাদ্যন্ত্রেত্যো নমঃ।” বলিয়া গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা  
করিবে।

অতঃপর প্রাদেশ-প্রমাণ কুশপত্রের স্বতমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ইড়া, পিঙ্গলা  
ও শূর্য্যার ধ্যানপূর্বক ক্রমতঃ আদ্যপাজের বাম-দক্ষিণভাগ হইতে স্বত গ্রহণ  
করিয়া হোম করিবে। প্রথমতঃ ক্রব দ্বারা আজ্যস্থালীর দক্ষিণভাগ হইতে  
স্বত লইয়া “ও অগ্নয়ে স্বাহা” এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণনেত্রে হোম করিবে। পরে  
বামভাগ হইতে আজ্য গ্রহণ করিয়া,—“ও সোমায় স্বাহা।” বলিয়া বাম-  
নেত্রে হোম করিবে। মধ্যভাগ হইতে স্বত লইয়া “ও অগ্নিসোমাত্যগং স্বাহা”

বলিয়া বহ্নির ললাটস্থ নেত্রে হোম করিবে। পুনরায় দক্ষিণভাগ হইতে “ও নমঃ” এই মন্ত্রে স্তূত লইয়া “ও অগ্নয়ে স্থিতিকৃতে স্বাহা” এই মন্ত্রে অগ্নির মুখে হোম করিতে হইবে। অনন্তর মহাব্যাহতিহোম করিবে। যথা—“ও ভূঃ স্বাহা, ও ভুবঃ স্বাহা, ও স্বঃ স্বাহা”।

অনন্তর “ও বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ গোহিতাক্ সৰ্বকৰ্ম্মাণি সাধয় স্বাহা।” এইমন্ত্রে তিনবার হোম করিয়া অগ্নিতে পীঠদেবতার সহিত মূলদেবতার পূজা করিয়া সেই দেবতার মুখে স্তূতদ্বারা মূলমন্ত্রে পঞ্চবিংশতিবার আহুতি দিবে। অনন্তর বহ্নি ও দেবতার ঐক্য ভাবনা করিয়া মূলমন্ত্রে একাদশ বার হোম করিবে। তৎপরে “ও মূলমন্ত্রস্যাদ্গদেবতাভ্যঃ স্বাহা”—এই মন্ত্রে হোম করিবে। সমর্থ হইলে অগ্নি দেবতার প্রত্যেকে এক এক আহুতি প্রদান করা বিধেয়। অনন্তর সংকল্প করিয়া যথোক্ত দ্রব্যদ্বারা হোম করিবে।

অনন্তর মূলমন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিয়া ব্রহ্ম দক্ষিণার্ঘ্য পূর্বপাত্র উৎসর্গ এবং অগ্নির বিসর্জন ও অহিত্রাবধারণ করিবে।

### পঞ্চগব্য ।

গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্।

পঞ্চগব্য মিদং প্রোক্তং বিধেয়ং সৰ্বকৰ্ম্মশু ॥

গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, স্তূত ও কুশোদক ; এই কয় দ্রব্য পঞ্চ গব্য নামে কথিত।

### সামবেদীয় পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র ।

গোমূত্র ।—তত্ত্বং দেবতার গায়ত্রী পাঠ করিয়া অসমর্থ পক্ষে বৈদিক গায়ত্রী পাঠ করিয়া শোধন করিবে।

গোময় ।—ও গাবচ্চিদ্বা সমন্যব ইত্যাদি। দুগ্ধ ।—ও গব্যো সুনোহ-  
থাপুরা অশ্বরোথ রথয়া বরিবশা মহোনাম্। দধি ।—ও দধি ক্রাব্ধোহকার্ণঃ  
ইত্যাদি। স্তূত ।—ও স্তূতবতী ভুবনানাং ইত্যাদি। কুশোদক ।—ও ত্রোরাপঃ  
কণিকৃদাং সিঙ্কোরাণো মকতো মাদস্তাং ধর্ম্মজ্যোতিঃ।

উল্লিখিত এক একটা মন্ত্র দ্বারা এক একটা দ্রব্য অভিসম্মিত করিয়া সমস্ত  
দ্রব্য একত্র করিয়া বৈদিক গায়ত্রীপাঠ করিয়া অভিসম্মিত করিবে।

### যজুৰ্বেদীয় পঞ্চগব্য শোধান মন্ত্র ।

গোমূত্র।—পূৰ্ববৎ গায়ত্ৰীপাঠ পূৰ্বক শোধান করিবে ।  
 গোময়।—ওঁ গন্ধদ্বারাং ইত্যাদি । দুগ্ধ—ওঁ আপ্যায়স্বেতি । দধি—  
 ওঁ দধিক্রাবৌহকার্ষমিতি । স্নাত ওঁ তেজোহসি শুক্রমসোতি ।  
 কুশোদক—ওঁ দেবস্য হা সবিভুঃ প্রসবেহশ্বিনোর্কাহভ্যাং পুষো  
 হস্তাভ্যামাদদে ।

উল্লিখিত মন্ত্রে প্রত্যেক দ্রব্য অভিযন্ত্রিত করত সমস্ত একীকরণ করিয়া  
 গায়ত্ৰী পাঠ করিবে ।

### ঋগ্বেদী-পঞ্চগব্য-শোধানমন্ত্র ।

গোমূত্র—গায়ত্ৰীপাঠপূৰ্বক শোধান করিবে ।

গোময়।—ওঁ গাবশ্চিদধা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবান্ধবঃ  
 ককুভো রিহতে মিথঃ ।

দুগ্ধ—আপোহিত্যশ্চাশরিষং রসেন সমগম্যহি পয়স্থানগ্ন আগহি তন্মা  
 সংহজ বচ্চসা ।

দধি—ওঁ উদুদুধং সমমসঃ সখায় সমগ্নিমিক্ধং বহবঃ সলিলা দধি-  
 ক্রামগ্নিমুঞ্চ দেবীমিদ্রাবতঃ স্থস্তি তে পারমগীয় ।

স্নাত—ওঁ অগ্নিরশ্মি জন্মানা জাতবেদা স্নাতং মে চক্ষুরমৃতশ্চ  
 আসন্ । অক্ক'প্রিধা তু রজসোবিমানোহজস্রো যশ্নো হাবরস্থানাম্ ।

কুশোদক—ওঁ যোগে যোগেত্তরন্তরং বাজে বাজে হবামহে সখায়  
 ইন্দ্রমৃতয়ে আয়ুষে প্রজায়ৈ ।

প্রত্যেক দ্রব্য শোধান করত সমস্ত একীকৃত করিয়া পাঠ করিবে,—

ওঁ গায়ত্রেণ ত্বাচ্ছন্দসা মম্বামি ত্রৈষ্টুভেন হা চ্ছন্দসা মম্বামি আশু-  
 ষ্টেভেন ত্বাচ্ছন্দসা মম্বামি জাগভেন ত্বাচ্ছন্দসা মম্বামি ভূভুবঃ স্বত্বরীমতে ।

পঞ্চামৃত ।

দুগ্ধং সশর্করকৈব স্নাতং দধি তথা মধু ।

পঞ্চামৃতমি চং প্রোক্তং বিধেয়ং সৰ্বকৰ্ম্মসু ।

ছন্ধ, শর্করা, স্বত, দধি ও মধু, ইহাই পঞ্চামৃত। সর্ব কন্ধেই ইহা প্রাপ্ত।

পঞ্চগব্যশোধনে বেদভেদে দধি, ছন্ধ প্রভৃতির শোধনের যে যে মন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে, পঞ্চামৃত শোধনেও তত্তমন্ত্রই জানিবে। কুশোদক-শোধনের মন্ত্রে শর্করা শোধন করিতে হয়।

মধুশোধনের মন্ত্র। - ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ মাধ্বীনঃ সন্তোষধীঃ। মধু নক্ত মুতোষসোঃ মধুমং পার্থিবং রজঃ মধু দ্যৌরন্ত নঃ পিতা। ওঁ মধুমাম্নো বনস্পতিমধুমাংস্ত সূর্যো মাধ্বীর্গাবো ভবন্ত নঃ।

পঞ্চশস্ত্র।

ধাত্বং মাষান্তিলা মুদগাঃ সববাঃ পঞ্চশস্ত্রকাঃ।

ধাত্ব, মাষকলাই, তিল, মুগ ও সব, ইহাই পঞ্চশস্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

পঞ্চরত্ন।

মণিমুক্তাপ্রবালক রক্ততং কাঞ্চনস্তথা।

পঞ্চরত্নমিদং প্রোক্তং ঋষিভিঃ পূর্বদর্শিতঃ ॥

ঋষিগণ মণি, মুক্তা, প্রবাল, রৌপ্য ও স্বর্গকে পঞ্চরত্ন বলেন।

নবরত্ন।

মুক্তামণিক্যবৈদূর্য্যান্ গোমেদোবজ্রবিজ্রমো।

পদ্মরাগঃ মরকতং নীলকণ্ঠেতি যথাক্রমাং ॥

মুক্তা, মণিক্য, নীলকান্তমণি, গোমেদ, হীরক, প্রবাল পদ্মরাগ, মরকত ও নীলমণি, এই নয় দ্রব্যকেই নবরত্ন বলে।

পঞ্চপল্লব।

চূতামশোকবটপ্লব্ধুসুত্ৰাঃ পঞ্চ পল্লবাঃ ॥

আম্র, অশোক, বট, অশ্বথ ও বজ্রদুগ্ম এই পঞ্চ বৃক্ষের পাঁচটি পল্লবকে পঞ্চপল্লব বলে।

তন্ত্রোক্ত পঞ্চপল্লব।

পনসাত্ৰং তথাস্থং বটং বকুলমেব চ।

পঞ্চপল্লব মিত্যুক্তং মুনিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ ॥

কাটাল, আত্র, অশ্বথ, বট ও বকুল, এই পঞ্চবৃক্ষের পঞ্চপত্রব গ্রহণ করিবে । ইহাই তন্ত্রবেত্তা মুনিগণ বলিয়াছেন ।

### সর্বৌষধি ।

মুরা মাংসী বচা কুষ্ঠং শৈলেশং রজনৌষধং ।

শঠী চম্পকমুস্তক সর্বৌষধিগণঃ স্মৃতঃ ॥

মুরামাংসী, বচ, কুড়, শৈলেশ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শঠী, চম্পক ও মুস্তা একত্র মিলিত এই সকল দ্রব্যকে সর্বৌষধি বলে ।

### পঞ্চবর্ণ গুড়িকা ।

পীতং হরিদ্রাচূর্ণং স্ত্রাং সিতং তণুলসম্ভবং ।

কুমুস্তচূর্ণমক্লং ক্লং দন্ধপুলাকং । বিশ্বাদিপত্রজং শ্রামমিত্যুক্তং বর্ণপঞ্চকম্ ॥

হরিদ্রাচূর্ণকে পীত, তণুলচূর্ণকে স্বেত, কুমুস্তচূর্ণকে লোহিত, শস্ত্রহীন শস্ত্র দন্ধ করিয়া তদ্বারা ক্লম, বিশ্বাদি পত্র দ্বারা শ্রামবর্ণ গুড়া প্রস্তুত করিতে হয় । ইহাকে পঞ্চবর্ণ গুড়িকা বলে ।

### ষোড়শদান দ্রব্য ।

ভূম্যাসনং জলং বস্ত্রং প্রদীপোহন্নমতঃপরং । তাম্বুলচ্ছত্রগন্ধাশ্চ মালাং ফলমতঃপরং । শয্যা চ পাঙ্ককা গাবঃ কাঞ্চনং রজতং তথা ॥

ভূমি, আসন, জল, বস্ত্র, দীপ, অন্ন, তাম্বুল, ছত্র, গন্ধ, মালা, ফল, শয্যা, পাঙ্ককা, গেষু ( অসমর্থ পক্ষে তাম্বুল্য ও কাহন বা ১ কাহন কড়ি ), স্বর্ণ ও রৌপ্য, ইহাই ষোড়শ দানের দ্রব্য ।

### দ্বাদশ দান দ্রব্য ।

ভূম্যাসনং জলং চান্নং বস্ত্রং তাম্বুলকং ফলং । গন্ধচ্ছত্রং পাঙ্ককা চ শয্যা শূদ্রী চ দ্বাদশ ॥

ভূমি, আসন, জল, অন্ন, বস্ত্র, তাম্বুল, ফল, গন্ধ, ছত্র, পাঙ্ককা, শয্যা ও শূদ্রী, ( কড়ি ১ কাহন ) ইহাই দ্বাদশদান দ্রব্য জানিবে ।

### যজ্ঞসূত্র ।

কার্পাসসম্ভবং সূত্রং ধর্মকার্যমোক্ষদং ।

ওচ বিপ্রেক্ষকত্বায়া নির্দিষ্টক শ্রুশোভনম্ ॥

ব্রাহ্মণ-কর্তার কৃত কার্পাসসূত্র দ্বারা নির্দিষ্ট যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলে ধর্মার্থকাম ও মোক্ষ এই চতুর্কর্গ ফললাভ হইয়া থাকে ।

ব্রাহ্মণ কার্পাস-সূত্রাবিনির্দিষ্ট যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন । ক্ষত্রিয় শোণ সূত্রনির্দিষ্ট এবং বৈশ্য মেঘলোমনির্দিষ্ট যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন । ইহাই বিধি ।

ঋক্‌সামযজুর্বার্ধৈব বেদভেদেন লক্ষণং । কণ্ঠে সূত্রং সমাদায় নাভে কঙ্কুং স্তনাদধঃ ॥ ঋগামেতন্নি যজুর্বাং নাভিমানং তর্ধৈব চ । সান্নাং মূলান্বামবাহোর্দ-ক্ষিণারত্বিমানিতম্ ॥

বেদভেদে ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞোপবীতের পরিমাণ পৃথক্ । ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণ-গণ কণ্ঠ হইতে নাভির উর্দ্ধ এবং স্তনের অধোভাগ পর্যন্ত পরিমাণ উপবীত ধারণ করিবেন । যজুর্বেদীয়গণের উপবীতের পরিমাণ নাভি পর্যন্ত এবং সামবেদীয়গণ বামবাহুর মূলস্থান হইতে দক্ষিণহস্তের অরব্ধিদেশ পর্যন্ত পরিমাণ উপবীত ধারণ করিবেন ।

### সামবেদী-যজ্ঞোপবীত গ্রন্থিমন্ত্র ।

যজ্ঞোপবীত মসি যজ্ঞস্য হোপবীতেনোপনেহ্যামি ॥

ঋগ্‌যজুর্বেদীয় গ্রন্থিমন্ত্র ।

ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতির্ধ্বং সহজং পুরস্তাং ।

আয়ুৰ্যামগ্রং প্রতিমুঞ্চ তত্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্ত তেজঃ ॥

এই মন্ত্রে উপবীত শোভন করিবে ।

উপবীত গ্রন্থি দেওয়ার দুই প্রকার নিয়ম আছে ।—ব্রহ্ম ও সাবিত্রীগ্রন্থি । ব্রহ্মগ্রন্থি জানা না থাকিলে গায়ত্রী পাঠ করিয়া স্ব স্ব শবর সংখ্যায় সাবিত্রী গ্রন্থি দিবে ।

### যজ্ঞোপবীত ধারণবিধি ।

যজ্ঞোপবীতে দ্বৈ ধার্য্যে দৈবে পৈত্রৈ চ কর্ণণি ।

তৃতীয়কোত্তরীয়ার্থে বস্ত্রাভাবে চতুর্দ্বয়ম্ ॥

দৈব ও পৈত্রকর্ণের অষ্ট ডুইটি, উত্তরীয়ার্থে একটি ও উত্তরীয় বস্ত্রাভাব হইলে একটি এই চারিটি যজ্ঞোপবীত ধারণ ক্রিতে হয় ।



উপবীতং যজ্ঞমুত্রং প্রোক্তে দক্ষিণে করে ।

প্রাচীনাবীতমর্গান্নিবিতং কঠলম্বিতম্ ॥

বামহস্তে স্থিত যজ্ঞোপবীতের নাম উপবীত, দক্ষিণহস্তস্থিত উপবীতের নাম প্রাচীনাবীত এবং কঠলস্থিত যজ্ঞোপবীতের নাম নিবীত ।

### সন্ধ্যার সামান্যবিধি । ( ১ )

রাত্রির শেষ একদণ্ড ও দিনের প্রথম একদণ্ড প্রাতঃসন্ধ্যার কাল এবং দিনের শেষ একদণ্ড ও রাত্রির প্রথম একদণ্ড সায়াং সন্ধ্যার কাল । আর দিনের অষ্টম মুহূর্ত্তই ( ২ ) মধ্যাহ্নসন্ধ্যার কাল । যদি সন্ধ্যার কাল অতীত হয়, তবে দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া পরে সন্ধ্যা করিবে । প্রাতঃসন্ধ্যা পূর্বমুখ, মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা পূর্ব বা উত্তরমুখ এবং সায়াংসন্ধ্যা বায়ুকোণাভিমুখ অর্থাৎ পশ্চিম ও উত্ত-কোণাভিমুখ হইয়া করিবে । ভ্রম প্রমাদ বশতঃ পূর্বসন্ধ্যার বাধ হইলে পর সন্ধ্যা করিবার পূর্বে পূর্বসন্ধ্যা করিবে । যদি তিনটি সন্ধ্যারই বাধ হইয়া থাকে তবে উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহাতে অশক্ত হইলে একটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে অথবা ভোজন দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য দিবে । পীড়া বা অত্যন্ত কোন বিপদ বশতঃ সন্ধ্যা করিতে অশক্ত হইলে অন্ততঃ ১০ বার গায়ত্রী জপ করিবে । জনন মরণ অশৌচে সন্ধ্যা করিবে না, এবং সংক্রান্তি, অমাবস্তা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী এবং আন্ধদিনে সায়াংসন্ধ্যা করিবে না । \*

( ১ ) সন্ধ্যার আবশ্যিকতা বিষয়ে শাস্ত্র যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা লিখিত হইতেছে ।—

যথা,—“এতৎ সন্ধ্যাক্রমং প্রোক্তং ব্রাহ্মণ্যং যদধিষ্ঠিতং । যস্য নাস্ত্যাদরমুত্তমং ন স ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ সন্ধ্যা তুপাসিতা যেন তেন বিষ্ণুরূপাসিতঃ । দীর্ঘমায়ুঃ স বিন্ধেত সৰ্বপাপৈঃ প্রমু-চ্যতে ॥ সন্ধ্যাং নোপাসতে যন্ত ব্রাহ্মণোহি বিশেষতঃ । স জীবন্তেব শূদ্রঃ স্ত্রাৎ মৃতঃ বা চাভি-জায়তে ॥ সন্ধ্যাহীনোহুচির্নিত্যমনহঃ সৰ্বকর্ষ্মহ । যদন্যৎ কুরুতে কৰ্ষ্ম ন তস্য ফলভাগ-ভবেৎ” ॥ ইত্যাদি শাস্ত্রধারা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণের পক্ষে সন্ধ্যাহুতান অবশ্য কর্তব্য । কখনই সন্ধ্যাহীন হইয়া ব্রাহ্মণ থাকিবেন না ।

( ২ ) দিনমানকে ১৫ ভাগ করিয়া এক এক ভাগের নাম এক এক মুহূর্ত্ত । ইহার অষ্টম মুহূর্ত্ত মধ্যাহ্নসন্ধ্যার কাল । দিনমানের নুনাধিক্য অনুসারে এই সময় নিক্রপণ করিয়া লইতে হয় ।

\* সংক্রান্ত্যঃ পক্ষমাসান্তে দ্বাদশ্যাং ব্রাহ্মবাসরে । সায়াংসন্ধ্যাং ন কুর্য্যত কৃতে চ পিতৃণা ভবেৎ ॥ ইতি শ্রুতিঃ ।

সন্ধ্যা করিবার কালে কাহারও সহিত কথা কহিবে না । যদি ঐ সময়ে কথা বলে বা হাঁচি, খুখুফেলা, হাঁহিতোলা, বাতকর্ম এবং নিদ্রাকর্ষণ হয়, তবে বিষ্ণু স্মরণপূর্বক দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিবে ।

সামবেদীয় সন্ধ্যাপদ্ধতি । \*

মার্জজন ।

প্রাতঃস্নানের পর পবিত্রভাবে আসনে উপবেশন করিয়া আচমন (১পৃঃ দেখ) করত নিম্ন লিখিত মন্ত্রে মার্জজন করিবে । যথা,—

ওঁ শন্ন আপোধবতাঃ শমনঃ সন্ত নৃপ্যাঃ । শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্ত কূপ্যাঃ ॥ ১ ॥ ওঁ ক্রপদাদিব মুমুচানঃ স্নিগ্ধঃ স্নাতোমলাদিব । পূতং পবিত্রোণে-  
বাজ্যমাপঃ শুদ্ধস্ত মৈনসঃ ॥ ২ ॥ ওঁ অপোহিষ্ঠা ময়োভুবন্তা ন উর্জে দধাতন  
মহে রণায় চক্ষসে ॥ ৩ ॥ ওঁ যোবঃ শিবতমোরসস্তত্ত ভাজয়তেহ নঃ । উশতী-  
রিব মাতরঃ ॥ ৪ ॥ ওঁ তম্মা অরক্ষমাম বোযস্য ক্ষমায় জিবথ । আপোজনয়থা  
চ নঃ ॥ ৫ ॥ ওঁ ঋতধর্ম্মীত্যাকাভীকাতপসোহধ্যজায়ত । ততোরাত্রাজায়ত ততঃ  
সমুদ্রোহর্গবঃ । সমুদ্রাদর্গবাদি সংবর্গসরোহজায়ত । অহোরাত্রাণি বিদধৎ  
বিশ্বস্য মিবতোবশী । স্বর্ঘ্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্বমকল্পয়ৎ । দিবঞ্চ পৃথিবীং  
চান্তরীক্ষমথো স্বঃ ॥ ৬ ॥

এই মন্ত্র কএকটি পড়িয়া কুশের বা তরুদ্বারা বিন্দু বিন্দু জল ক্রমশঃ মস্তকে, ভূমিতে, আকাশে, আবার আকাশে, ভূমিতে, মস্তকে, আবার ভূমিতে, মস্তকে ও ভূমিতে সেচন করত প্রাণায়াম-মন্ত্রের ঋষাদি স্মরণ করিবে ।

ঋষাদি স্মরণ ।

ওঁ কারস্য ব্রহ্ম ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা সর্ককর্ম্মারন্তে বিনিয়োগঃ । সপ্ত-  
বাহতীনাং প্রজাপতিঋষির্গায়ত্র্যগ্নিগনুষ্ঠুব্রহ্মতীপংক্তির্দ্রিষ্টুব্জগত্যশ্চন্দাংসি  
অগ্নিবায়ুস্বর্ঘ্যবরুণরুহস্পতীশ্চবিশ্বেদেবা দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ ।  
গায়ত্র্যা বিশ্বমিত্র ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ ।  
গায়ত্রীশিরম্ প্রজাপতিঋষি (১) ব্রহ্মবায়ুগ্নিস্বর্ঘ্যাস্ততঃপ্রাদেবতাঃ প্রাণায়ামে  
বিনিয়োগঃ ॥ এই ঋষাদি বাক্যটি স্মরণ করিয়া প্রাণায়াম করিবে ।

\* সন্ধ্যার ভাষ্য ও বিস্তৃত অনুবাদ মৎ প্রকাশিত “আর্য্যজীবন” নামক পুস্তকে দেখ ।

(১) অনেক পদ্ধতিতে “প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ” এইরূপ লিখিত আছে । তাহা  
ভাণ্ডার্য্যক । গায়ত্রীশিরের ছন্দ নাই । (ত্র্যক্ষণসর্ককর্ম্মের প্রাতঃসন্ধ্যা-প্রকরণ দেখ )

## প্রাণায়াম ।

“নাতৌ রক্তবর্ণং চতুর্ভুজং অক্ষহস্তকমণ্ডলুকরং হংসবাহনস্থং ব্রহ্মাণং ধ্যায়ন্ । ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তং সবিতুর্বরৈণ্যং ভর্গোদেবতা ধীমহি ধियो যো নোঃ প্রচোদয়াৎ । ওঁ আপো-জ্যোতিরসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূভূবঃ স্বঃ ওঁ ॥” ( ক ) এই মন্ত্র পড়িয়া নাভিদেহে ব্রহ্মার ধ্যান করত পূরক-প্রাণায়াম করিবে । পরে,—

“হৃদি নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তং গরুড়াকূটং কেশবং ধ্যায়ন্ । অতঃপর “ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ” এই ( ক ) চিহ্নিত ব্যাহতি পাঠ করিয়া হৃদয়দেশে বিষ্ণুর চিত্তা করিয়া কুস্তক প্রাণায়াম করিবে । পরে,—

“ললাটে খেতবর্ণং দ্বিভুজং ত্রিশূলডমরুকরং অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং ত্রিনেত্রং ব্রহ্মারূঢ়ং শস্ত্রং ধ্যায়ন্ । অতঃপর ( ক ) চিহ্নিত ব্যাহতি পাঠ করিয়া ললাট-দেশে শস্ত্রর ধ্যান করত রেচক প্রাণায়াম করিবে । ( প্রাণায়াম প্রণালী দেখ ) ।

## আচমন ।

দক্ষিণহস্তে জল লইয়া প্রাতঃকালে এই মন্ত্র পাঠপূর্বক তিনবার পান করত আচমন করিবে । মন্ত্র যথা—

ওঁ হৃদ্যাশ মেতি মন্ত্রস্ত ব্রহ্ম ঋষিঃ প্রকৃতিহন্দ আপোদেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ । ওঁ হৃদ্যাশ মা মন্যাস্ত মন্যাপত্যশ্চ মন্যাকুতেভ্যঃ পাপেভ্যো ব্রহ্মভ্যাং বভ্রাক্সা পাপমকার্ণং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদয়েণ শিখা অহস্তদবলুপ্তত্বং কিকিদ্দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোহমৃতযোনৌ হৃদ্যে জ্যোতিষি পরমায়ুনি জুহোমি স্বাহা । ( খ ) ।

মধ্যাহ্নে আচমন মন্ত্র,—“ওঁ আপঃ পুনস্ত্বিতি মন্ত্রস্য বিষ্ণুঋষিরনুষ্ঠাপহন্দ আপোদেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ । ওঁ আপঃ পুনস্ত্ব পৃথিবীং পৃথী পূতা পুনাতু মাং পুনস্ত্ব ব্রহ্মণস্পতিব্রহ্ম পূতা পুনাতু মাং যজুচ্ছিত্তমভোজ্যঞ্চ যথা জুশরিতং মম সর্বং পুনস্ত্ব মামাপোহসত্যাক প্রতিগ্রহং স্বাহা” । ( গ ) ।

সায়ংকালের আচমন মন্ত্র,—“ওঁ অগ্নিশ মেতি মন্ত্রস্য রুদ্র ঋষিঃ প্রকৃতিহন্দ আপোদেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নিশ মা মন্যাস্ত মন্যাপত্যশ্চ মন্যাকুতেভ্যঃ পাপেভ্যো ব্রহ্মভ্যাং যদহা পাপমকার্ণং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদয়েণ শিখা রাজিস্তদবলুপ্তত্বং যং কিকিদ্দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোহমৃতযোনৌ হৃদ্যে জ্যোতিষি পরমায়ুনি জুহোমি স্বাহা” । ( ক ) ।

তিন বেলায় এইরূপ আচমন করিয়া জলের উপরে একবার গায়ত্রী জপ করিয়া \* মার্জনের ত্রায় পুনর্মার্জন করিবে । পুনর্মার্জন মন্ত্র যথা,— “আপোহিষ্ঠৈতিথকৃত্রয়স্য সিক্ত্বীপঞ্চবিগ্ণায়ত্রীচ্ছন্দ আপোদেবতা মার্জনে বিনিয়োগঃ । ও আপোহিষ্ঠা যোগেভুবন্তা ন উর্জ্জৈ দধাতন মহেরণায় চক্ষণে । ও যোবঃ শিবতমোরসন্তস্য তাজরতেহ নঃ । উশতীরিব মাভরঃ । ও তস্মা অরঙ্গমায় বো যস্য ক্ষয়্য জিবথ । আপোজবয়থা চ নঃ” ॥

### অধর্মণ ।

অতঃপর দক্ষিণহস্ত গৌকর্ণের ত্রায় করিয়া তাহাতে জল গ্রহণ করত,— “ঋতমিত্যস্য অধর্মণ ঋষিরহষ্টপুচ্ছন্দোভাববৃত্তোদেবতা অধর্মোদেবত্বে বিনিয়োগঃ । ও ঋতঞ্চ সত্যকাভীকাতপসৌহধ্যজায়ত ততোরাত্রাজায়ত ততঃ সমুদ্রোহর্ণবঃ । সমুদ্রাদর্গবাদধিসংবৎসরোহজায়ত অহোরাত্রাণি বিদধৎ বিশ্বত্র মিশতোবশী । সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্মমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষ মথো ঋঃ” । (১) । এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ জল নাগাগ্রে আনয়নপূর্ব্বক এইরূপ চিন্তা করিবে যে, “পরীরস্থ কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষ এই হস্তস্থ জলে মিলিত হইতেছে এবং তৎসংসর্গে হস্তস্থ জল কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে” এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই জল বামহস্ততঃ দ্বারে নিক্ষেপ করিবে । এইরূপ মন্ত্র পাঠ তিনবার করিতে হয় ।

### সূর্য্যোপস্থান । (১)

উক্তামিত্যস্য প্রকল্প ঋষিরহষ্টপুচ্ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ । ও উহু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহস্তি কেতবঃ । দৃশে বিশ্বাঃ সূর্য্যং ॥ ও চিত্রমিত্যস্য কোৎসঋষিরহষ্টপুচ্ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ । ও চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুশ্চিত্রস্য বক্ষণদ্যাঘেঃ । আশ্রা ত্রাবা পৃথিবীকুান্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতন্তহুষ্ণচ ॥

এই মন্ত্র পড়িয়া প্রাতঃকালে দণ্ডায়মান হইয়া গুল্ক ( গোড়ালি ) উত্তোলন

\* বজ্রকর্ষেদেবতা গায়ত্রী জপ না করিয়া কেবল “আপোহিষ্ঠা” ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া মার্জন করিবেন ।

(১) সূর্য্যোপস্থান বলিতে সূর্য্যোপাসনা । সূর্য্যমণ্ডলে ঐশ্বরিক বিভূতির সম্বন্ধিক বিকাশ, তাই সূর্য্যমণ্ডলোপহিত চৈতন্যের উপাসনা, জড় পদার্থের নহে । জড় পদার্থের অবলম্বন ব্যতীত চৈতন্যের উপাসনা হইতে পারে না, তাই জড়বস্তুর অবলম্বন করিয়া তাহাকে উপাসনা করিতে হয় ।

পূর্বক সূর্য্যোভিসুখে কৃতাজলি হইয়া, মধ্যাহ্নে ঐরূপ দণ্ডায়মান ও উর্দ্ধবাহু হইয়া এবং সায়ংকালে উপবেশনপূর্বক কৃতাজলি হইয়া সূর্য্যোপস্থান করিবে ।

অতঃপর নিম্নলিখিত ১১টী মন্ত্রের এক একটী মন্ত্র পাঠ করিয়া এক এক অঞ্জলি জল দিবে ।

ওঁ নমোব্রাহ্মণে ॥ ১ ॥ ওঁ নমোব্রাহ্মণেভ্যঃ ॥ ২ ॥ ওঁ নম আচার্য্যেভ্যঃ ॥ ৩ ॥  
ওঁ নম ঋষিভ্যঃ ॥ ৪ ॥ ওঁ নমোদেবেভ্যঃ ॥ ৫ ॥ ওঁ নমোবেদেভ্যঃ ॥ ৬ ॥ ওঁ নমো  
বাগবে ॥ ৭ ॥ ওঁ নমোমৃত্যবে ॥ ৮ ॥ ওঁ নমো বিষ্ণবে ॥ ৯ ॥ ওঁ নমোবৈশ্রবণায় ॥ ১০ ॥  
ওঁ নম উপজায় ॥ ১১ ॥

অতঃপর সামবেদীয় তর্পণাধিকারী ব্যক্তি এই সময় তর্পণ করিয়া পরে গায়ত্রী জপ করিবেন । তদর্থে প্রথমত গায়ত্রীর আবাহন করিবেন ।

গায়ত্রীর আবাহন ।

কৃতাজলি হইয়া, “ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি । গায়ত্রি  
ছন্দসাং মাতব্রক্ষণোনি নমোহস্ত তে” এই বলিয়া গায়ত্রীর আবাহন করিয়া  
অঙ্গন্যাস করিবে ।

অঙ্গন্যাস ।

“ওঁ হৃদয়ায় নমঃ” বলিয়া অর্জুনী, মধ্যমা ও অনামা অঙ্গুলির অগ্রভাগ-  
দ্বারা হৃদয়দেশ স্পর্শ করিবে । “ভূঃ শিরসে স্বাহা” বলিয়া তর্জুনী ও মধ্যমার  
অগ্রভাগ দ্বারা শির স্পর্শ করিবে । “ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্” বলিয়া বৃদ্ধ অঙ্গুলির  
অগ্রভাগদ্বারা শিখা স্পর্শ করিবে । “স্বঃ কবচায় জং” বলিয়া দক্ষিণহস্তের পঞ্চ  
অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা বামবাহু এবং বাম হস্তের পঞ্চ অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা  
দক্ষিণবাহু স্পর্শ করিবে । “ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্” বলিয়া  
তর্জুনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি যোগ করিয়া বাম হস্তের পৃষ্ঠ ও তল স্পর্শ করিয়া  
তালি দিবে । এইরূপ অঙ্গন্যাস তিনবার করিবে । তৎপর তিনবেলায়  
গায়ত্রীর তিনরূপ ধ্যান করিবে ।

প্রাতঃকালে ধ্যান,—“ওঁ কুমারীং ঋগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিস্তয়েং হংস-  
স্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাং” ।

মধ্যাহ্নে ধ্যান,—“মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাং তাক্ষর্য্যস্থাং পীতবাসদীং । যুবতীক  
মজুর্বেদাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাং” ।

সায়ংকালে ধ্যান,—“সায়ংকালে শিবরূপাং বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীম । সূর্য্যমণ্ডল-

মধ্যস্থ্যং সামবেদসমায়ুতাম্ ।\* এইরূপে তিন বেলায় গায়ত্রীর তিন প্রকার ধ্যান করিয়া গায়ত্রীর ঋষ্যাদি একবার স্মরণপূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবেন ।

গায়ত্রীর ঋষ্যাদি,—“গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ” ।

গায়ত্রী ।

ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্করৈণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি যির্যোনোঃ প্রচো-  
দয়াৎ ওঁ ॥

এই গায়ত্রী যথাশক্তি ১০ বার, ১০৮ বার অথবা সহস্রবার জপ করিয়া গায়ত্রী বিসর্জন করিতে হইবে ।

গায়ত্রী-জপ-বিসর্জন ।

ওঁ মহেশ্বদনোংপন্ন বিষ্ণোহুদয়সম্ভবা ।

ব্রহ্মণা সমুজ্জাতা গচ্ছ দেবি যথেষ্টয়া ।

এই মন্ত্র পড়িয়া এক গণ্ডুব জল প্রদান করিয়া “অনেন জপেন ভগবন্তাবাদি-  
ত্যশুকৌ প্রীয়েতাম্ । ওঁ আদিত্যশুক্ৰাভ্যাং নমঃ ।” এই বলিয়া এক অঞ্জলি  
জল দিয়া আশ্বরক্ষা করিবে ।

আত্ম-রক্ষা ।

দক্ষিণহস্তের অন্তর্ভুক্ত দ্বারা দক্ষিণকর্ণের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ  
করিবে । যথা,—“জাতবেদসে ইত্যস্য কাশ্যপ ঋষিষ্টিষ্ঠুপ্ছন্দোহগ্নির্দেবতা  
আশ্বরক্ষায়াং জপে বিনিয়োগঃ । ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তোনি-  
দহাতি বেদঃ স নঃ পরিষদতি হুর্গানি বিশ্বা নাবেব সিদ্ধুং হুরিতাত্যগ্নিঃ ।” অতঃ-  
পর রূদ্রোপস্থান করিবে ।

রূদ্রোপস্থান ।

কৃতাজলি হইয়া এই মন্ত্রটী পড়িবে । মন্ত্র,—“ঋতমিত্যস্ত কালাগ্নিকুদ্ৰ

\* গায়ত্রী ত্রিপাদ । ঋক্, যজু ও সাম এই তিনবেদ হইতে তিনপাদ গ্রহণ করা হয়, তাই  
প্রাতঃকালে ঋক্বেদযুতা, মধ্যাহ্নে যজুর্বেদ-যুতা ও সায়ংকালে সামবেদযুতা বলিলেন । প্রমাণ  
যথা,—“ত্রিভ্য এব তু বেদেভ্যঃ পাদঃ পাদমদুহুৎ ।” (মন্ত্র)

ঋষিরহুপ্পুচ্ছশোকদ্রোণেবতা রুদ্রোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতং সত্যং  
পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং। উর্কুলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমোনমঃ।”

অতঃপর, —“ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ১ ॥ ওঁ অড্রোণনমঃ ॥ ২ ॥ ওঁ বরুণায় নমঃ  
॥ ৩ ॥ ওঁ বিশ্ববে নমঃ ॥ ৪ ॥ ওঁ রুদ্রায় নমঃ ॥ ৫ ॥”

এই পাঁচটি মন্ত্র পড়িয়া পাঁচ বার পাঁচ অঞ্জলি জল দিবে।

অতঃপর ব্রহ্মযজ্ঞ করিবে। (ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাপদ্ধতি সমাপ্তির পর দেখ)  
তৎপর সূর্য্যার্ঘ্য দান করিতে হইবে।

### সূর্য্যার্ঘ্য দান।

“ওঁ নমোবিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎসবিজে শুচয়ে  
সবিজে কর্মদায়িনে ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।” এই বলিয়া সূর্য্য উদ্দেশ্যে  
অর্ঘ্য তদভাবে এক অঞ্জলি জল দিয়া সূর্য্যকে প্রণাম করিবে।

### সূর্য্যানমঙ্কার।

ওঁ জবাকুশুমসক্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাহ্রাতিং।

ধ্বাস্তারিং সর্কপাপন্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্ ॥

সামবেদীয় সন্ধ্যাপদ্ধতি সমাপ্ত ॥

### যজুর্বেদীয়-সন্ধ্যা পদ্ধতি।

সামবেদীয় পদ্ধতি অনুসারে প্রথম হইতে অবসর্ঘণ পর্য্যন্ত সমাপ্ত করিয়া  
পরে সূর্য্যোপস্থান করিবে।

### সূর্য্যোপস্থান।

উদ্ভূতামন্ত্রস্য প্রস্থর ঋষিগায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা অগ্নিষ্টোমে সূর্য্যোপস্থানে  
বিনিয়োগঃ। ওঁ উদ্ভূ ত্যং জাতশ্বেদসং দেবং বহস্তি কেতবঃ দৃশে বিশ্বায়  
সূর্য্যং ॥ চিত্রমিত্রস্য কোৎসঋষি ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা অগ্নিষ্টোমে  
সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চিত্রং দেবানামৃদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণ-  
স্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাব্য্যা পৃথিবীকাস্তরীকং সূর্য্য আত্মা জগতন্তত্ববুশচ ॥  
তচ্চক্ষুরিতস্য দধ্যাঙ্ণাথর্কণ ঋষিঃ সূর্য্যোদেবতা পুর উফিক্ ছন্দোমহাবীরাদ্য-  
জ্ঞয়োঃ শাস্তিকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরজাচ্ছূক্রে মুচরৎ।  
পশ্বেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং। শৃণবাম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ

শতমদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূষাৎ শরদঃ শতাং ॥ উদয়মিত্যম্য প্রথম  
ঋণিরমুট্টপুচ্ছনঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ । ওঁ উদয়ং ভবনঃ  
পরিষঃ পশুস্ত উত্তরং । দেবং দেবত্ৰাঃ সূর্য্যমগম্য জ্যোতিকস্তরম্ ॥ সূর্য্য ঋষিঃ  
সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ । ওঁ স্বয়ম্ভূরসি প্রেষ্ঠোরগ্নিকর্কজোদা  
অগ বর্কোমে দেহি ॥” এই বলিয়া সূর্য্যোপস্থান-প্রণালী অহুসারে (৬০ পৃঃ দেখ)  
সূর্য্যোপস্থান করিয়া কৃতাজলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ করিবে ।

ওঁ তেজোসি শুক্রমশ্রুতমসি ধাম নামাসি প্রিয়ন্দেবানামনাধুঃ দেবঘজ-  
নমসি ॥ পরে সামবেদীয় পদ্ধতি অহুসারে গায়ত্রীর আবাহন ও অঙ্গস্থান  
( ৬০ পৃঃ দেখ ) করিয়া তিন বেলায় গায়ত্রীর তিন প্রকার ধ্যান করিবে ।

প্রাতর্ধ্যান ।—“প্রাতর্গায়ত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা রক্তবর্ণা দ্বিভূজা অক্ষসূত্রকম-  
গুণ্ডবরা হংসাসনমাকৃতা ব্রহ্মাণী ব্রহ্মদৈবত্যা কুমারী ঋগ্বেদোদাহতা ধোয়া” ।

মধ্যাহ্ন-ধ্যান ।—“মধ্যাহ্নে সাবিত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা কৃষ্ণবর্ণা চতুর্ভূজা  
ত্রিনেত্রা শঙ্খচক্রগদাপন্নহস্তা যুবতী গরুড়াকৃতা বৈষ্ণবী বিষ্ণুদৈবত্যা যজুর্বেদোদা-  
হতা ধোয়া ।”

সারাহ্নে ধ্যান ।—“সারাহ্নে সরস্বতী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা গুরুবর্ণা দ্বিভূজা  
ত্রিশূলডমরুকরা বুধভাসনমাকৃতা ব্রহ্মা ব্রহ্মাণী ব্রহ্মদৈবত্যা সামবেদোদাহতা  
ধোয়া” ।

এইরূপে ধ্যান করিয়া সামবেদীয় পদ্ধতি অহুসারে ঋষ্যাদি স্মরণপূর্ব্বক  
( ৬১ পৃঃ দেখ ) গায়ত্রী জপ করিবে । পরে নিম্ন লিখিত মন্ত্র পড়িয়া গায়ত্রীজপ  
বিসর্জন করিবে ।

গায়ত্রীজপ বিসর্জন মন্ত্র,—“ওঁ উত্তরে শিখরে জাতে ভূম্যাং পর্তবাসিনি ।  
ব্রহ্মণা সমমুজ্জাতা গচ্ছ দেবি যথৈচ্ছয়া ।”

এই বলিয়া এক অঞ্জলি জল দিবে । পরে ব্রহ্মযজ্ঞ করিয়া তর্পণাধিকারী  
ব্যক্তি তর্পণ-পদ্ধতি অহুসারে তর্পণ করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দান করিবেন । বঁাহারা  
তর্পণাধিকারী নহেন, তাঁহারা ব্রহ্মযজ্ঞের পরই সূর্য্যার্ঘ্য দান ( সামবেদীয় সঙ্ক্যা-  
পদ্ধতির ৬২ পৃষ্ঠার ৯ পঙ্ক্তি হইতে সমাপ্তি দেখ ) করিবেন ।

যজুর্বেদীয় সঙ্ক্যাপদ্ধতি সমাপ্ত ।



## ঋগ্বেদি-সম্ব্যাপকতি ।

সামবেদি-সম্ব্যাপকতি অনুসারে “ওঁ শন্ন আপ” হইতে “চান্দ্রীরীক্ষমথো স্বঃ” পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মার্জ্জন ( ৫৭ পৃঃ দেখ ) করিবে । পরে,—

“ওঁ কারশ্চ ব্রহ্ম ঋষিরগ্নিদেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সর্ব্বকর্মাৱন্তে প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ । সপ্তব্যাহতীনাং বিশ্বামিত্রভৃশ্চতরদ্বাজবশিষ্ঠগোতমকান্ডোপাঙ্গিরস-  
ঋষয়ঃ অগ্নিবাধুদিত্যবৃহস্পতীশ্রবরুণবিশ্বেদেবা দেবতাঃ । গায়ত্র্যফিগনুষ্টুব্রহ-  
তীপঙক্তিত্রিষ্টুব্জগত্যচ্ছন্দাংসি প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ । গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র  
ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ । ঋগ্ভীরীশিরসঃ প্রজা-  
পতিঋষিৱীক্ষবাধুগ্নিহর্য্যাস্ততশ্চোদেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ ॥

এই বাক্যগুলি দ্বারা ঋগ্বেদি স্মরণ করিয়া প্রাণায়াম করিবে ।

“হংসস্থং দ্বিতুঙ্গং রক্তং সাক্ষত্ৰকমণ্ডনং চতুর্নুখমহং বন্দে ব্রহ্মাণং নাভি-  
মণ্ডলে” ॥ ব্রহ্মাকে নাভিদেশে এইরূপ চিন্তা করিয়া “ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ  
ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎ সবিতুর্করেণ্যং ভর্গোদেবস্তা ধীমহি  
ধियोয়োনঃ প্রচোদয়াৎ । ওঁ আপোজ্যোতি রসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূভুবঃ স্বরোম্ ।”  
এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পূরক প্রাণায়াম করিবে ।

পরে,—ওঁ শম্বাচক্রগদাপদ্যকরং গরুড়বাহনং হৃদি নীলোৎপলশ্রোমং বিষ্ণুং  
বন্দে চতুর্ভুজং” ॥ হৃদয়ে এইরূপ বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া “ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ”  
ইত্যাদি প্রাণোক্ত ব্যাহতি পাঠ করত কুম্ভক প্রাণায়াম করিবে । পরে,—

“ঋতং ত্রিশূলডমরুকরমর্কেন্দুরিভূষিতং । ত্রিলোচনং ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানং  
বৃষাসনং । ললাটে চিন্তয়েৎ দেবমেবং ভুজগভূষণম্” ॥ ললাটদেশে এইরূপ  
শিবের ধ্যান করত “ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ” ইত্যাদি পাঠ করিয়া রেচক প্রাণায়াম  
করিবে ।

তৎপরে তিনবেলায় তিন প্রকার মন্ত্র পড়িয়া আচমন প্রণালী অনুসারে  
আচমন করিবে । প্রাতরাচমন মন্ত্র,—

“স্বর্ধ্যশ্চেত্যানুবাকস্য যাজ্ঞিক উপনিষদ্বিঃ সূর্য্যমহ্যমহ্যপতিৱাত্রয়ো-  
দেবতাঃ স্বর্ধ্যশ্চেত্যারভ্য রক্ষস্তামিত্যন্তঃস্বঃ চতুর্কিংশত্যাকরা গায়ত্রী, যদ্রাজে-  
ত্যারভ্য মরীত্যস্তস্য পঞ্চপদা পঙক্তঃ, ইদমহমিত্যারভ্য স্বাহেত্যন্তস্য দশাক্ষর-  
পাদাভ্যমুণেত বিয়াট্ছন্দঃ মন্ত্রাচমনে বিনিয়োগঃ” । এইরূপ ঋগ্বেদি স্মরণ-  
পূর্ব্বক ৫৮ পৃষ্ঠার ( খ ) চিহ্নিত মন্ত্র পড়িয়া আচমন করিবে ।

“মধ্যাহ্ন আচমন মন্ত্র,—“আপঃ পুনর্জিত্যনুবাকস্য নারায়ণ ঋষিরাপোদেবতা  
আষ্টীচ্ছন্দোমন্ত্রাচমনে বিনিয়োগঃ ।” এইরূপ ঋষ্যাদি স্মরণ পূর্বক ৫৮ পৃষ্ঠার (গ)  
চিহ্নিত মন্ত্র পড়িয়া আচমন করিবে ।

সায়ংকালীন আচমন মন্ত্র,—“অগ্নিচেত্যানুবাকস্য যাজ্ঞিক উপনিবৃদ্ধিরগ্নিম্ব-  
ন্যুমন্যুপত্যাহানি দেবতাঃ, অগ্নিচেত্যারভ্য রক্তভামিত্যন্ত ঋচশ্চতুর্কিংশত্যাকরা  
গায়ত্রী, বদহেত্যারভ্য মরীত্যন্তস্য পঞ্চপদা পণ্ডিতঃ, ইদমহমিত্যারভ্য স্বাহেত্যন্ত-  
স্য দশাক্ষরপাদাভ্যাপুপেতবিরাট্ ছন্দোমন্ত্রাচমনে বিনিয়োগঃ” । এইরূপ ঋষ্যাদি  
স্মরণ করিয়া ৫৮ পৃষ্ঠার (ক) চিহ্নিত মন্ত্র পাঠপূর্বক আচমন করিবে । অতঃপর  
স্বার্জন-প্রণালী অনুসারে ( ৫৭ পৃঃ দেখ ) পুনর্স্বার্জন করিবে । মন্ত্র যথা,—

ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্করৈণ্যং তর্গোদেবস্ত ধীমহি ঋয়োয়োনঃ প্রচো-  
দয়াৎ ওঁ । আপোহিষ্ঠেতি নবচ্চাস্য হৃক্তস্যাম্বরিষঃ সিদ্ধুধীপ ঋষিরাপো-  
দেবতা গায়ত্রী পঞ্চমী বর্দ্ধমানা সপ্তমী প্রতিষ্ঠা অন্তর্যোরনুষ্ঠুপচ্ছন্দঃ মার্জ্জনে  
বিনিয়োগঃ ॥ ওঁ আপোহিষ্ঠা ময়োভুবস্তান উর্জ্জৈ দধাতন মহে রণায় চক্ষসে ॥  
ওঁ যোবঃ শিবতমোরসস্তস্ত ভাজয়তেহ ন উশতীরিব মাতরঃ ॥ ওঁ তন্মা অরজ-  
মাম বোযস্ত ক্ষয়ায় জিষথ আপোজনয়থা চ নঃ ॥ ওঁ শমোদেবীরভিষ্ঠে  
আপো ভবন্ত পীতয়ে শংষোরভিভ্রবন্ত নঃ ॥ ঐশানা বাধ্যাণাং ক্ষয়ন্তীচ্চর্ঘীনাং  
আপোঘাচামি ভেবজং ॥ অপ্ স্ন মে সোমোহব্রবীদন্তর্কিধানি ভেবজা অগ্নিক  
বিশ্বশং ভুবং ॥ আপঃ পৃণীত ভেবজং বরুথং তবৈ মম জ্যোক্ত চ স্বর্ধ্যং দৃশে ॥  
ইদমাপঃ প্রবহত যৎ কিঞ্চিদুরিতং ময়ি যদ্বাহমভিত্রজোহ যদ্বা শেপ উতানুতম্ ॥  
আপোহদ্যাবচারিষং রসেন সমগম্মহি পয়স্বাদয় আগহি তন্মা সংসৃজ বর্চ্চসা ॥  
অতঃপর অঘমর্ষণ-প্রণালী অনুসারে (৫৯ পৃঃ দেখ) অঘমর্ষণ করিবে । মন্ত্র যথা,—

“ঋতক্ষেতি ঋকত্রয়শ্চাঘমর্ষণ ঋষির্ভাবব্রহ্মোদেবতা অনুষ্ঠুপাচ্ছন্দোহংধমেধা-  
বভূধে বিনিয়োগঃ” । এইরূপে ঋষ্যাদি স্মরণ করিয়া ঋতক ইত্যাদি ৫৭ পৃষ্ঠার  
মন্ত্র পড়িয়া অঘমর্ষণ করিবে । অনন্তর অমন্ত্রক একবার আচমন করত স্বর্ধ্যা-  
তিমুখী হইয়া স্বর্ধ্য উদ্দেশে এক অঞ্জলি জল দান করিবে । মন্ত্র যথা,—

“ওঁ কারশ্চ ব্রহ্ম ঋষিরগ্নির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ মহাব্যাহতীনাং পরমেষ্টী  
প্রজাপতিদেবতা বৃহস্পতীচ্ছন্দঃ গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা  
গায়ত্রীচ্ছন্দঃ স্বর্ধ্যজলাঞ্জলিদানে বিনিয়োগঃ । ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্করৈণ্যং  
তর্গোদেবস্য ধীমহি ঋয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ।” এই বলিয়া তিনবার তিন  
অঞ্জলি জল উর্জ্জৈ দ্ধে-এ করিবে । সায়ংকালেও এইরূপে দিবে, কিন্তু তখন

উৰ্দ্ধে ক্ৰেপ না করিয়া স্তম্ভিকায় দিবে এবং মধ্যাহ্নে নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িয়া প্রাতঃকালের জ্ঞান দিবে । মন্ত্র যথা,—

“আরুক্ষেণ ইত্যস্য হিরণ্যত্বং ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্য-  
জলাঞ্জলিদানে বিনিয়োগঃ । ঐ আরুক্ষেণ রজসা বর্তমানোনিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যক  
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনাদেবোয়াতি ভুবনানি পশুন ।”

অতঃপর সূর্য্যোপস্থান করিবে । প্রাতঃ সূর্য্যোপস্থান মন্ত্র যথা, “চিত্রং  
দেবানামিতি ষড়্ভুজা স্তম্ভস্য কুংস ঋষিঃ সূর্য্যোদেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো-  
পস্থানে বিনিয়োগঃ । ঐ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্জিহ্বা বরুণস্যাপ্নেঃ  
আপ্রা দ্যাবা পৃথিবী অন্তরীকং সূর্য্য আত্মা জগতন্তষুশ্চ । সূর্য্যোদেবীমুদসং  
রোচমানাং সূর্য্যোদ যোষামভোতি পশ্চাৎ যজ্ঞানরো দেবয়ন্ত যুগানি বিতব্বতে  
প্রতি ভদ্রায় ভদ্রং । ভদ্রা অশ্বা হরিতঃ সূর্য্যস্য চিত্রা এতশ্চা অনুমাশ্বাসঃ  
নমস্যাশ্বোদিব তা পৃষ্ঠম স্তুঃ পরি দ্যাবা পৃথিবী যন্তি নমঃ । তৎ সূর্য্যস্য দেবত্বং  
তন্নহিষং মধ্যাহ্নে কর্ত্তোক্ষিততং মঞ্জতার যদেদযুক্তা হরিতঃ স্বস্থাদাজাত্রী বাসন্ত-  
নুতে সিমসৈ । তন্নিত্রস্য বরুণস্যভিচক্ষে সূর্য্যোকণং কণুতে দ্যোকণস্বে অনন্ত-  
মন্ত্রকণদস্য পাঞ্জঃ কক্ষমন্ত্রকরিতঃ সংভরন্তি । অত্ৰা দেবা উদিতা সূর্য্যস্য নিরংহসঃ  
গিপৃতা নিরবন্ত্যং তন্মোমিত্রোবরুণোমামহন্ত্যামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত জ্যোঃ ॥

মধ্যাহ্ন-সূর্য্যোপস্থাপন মন্ত্র,—“উদ্ভূত্যাগ্নি ত্রয়োদশর্চস্য স্তম্ভস্য কাশ-  
প্রকর ঋষিঃ সূর্য্যোদেবতা জ্ঞাতানাং নবানাং গায়ত্রী অন্ত্যানাং চতস্রাং অনু-  
ষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ ॥ উদ্ভূ ত্যং জ্ঞাতবেদসং দেবং বহন্তি  
কেতবঃ দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং । অপ ত্যো তারবোধথা নক্ষত্রা যন্ত্যাকুভিঃ সূর্য্যায়  
বিশ্বকসে । অদুশ্রমস্য কেতবোবি রশ্ময়ৌজনী । অনুভ্রাজন্তোহন্নদোবধা ।  
তন্নগির্বিদর্শিতা জ্যোতির্কৃদসি সূর্য্য বিশ্বমা ভাসি রোচনং ॥ প্রত্যঙ্ দেবানাং  
বিশঃ প্রত্যঙ্ দেবি মাভূবান্ প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বর্দশে ॥ যেনা পাবকচক্ষু বা ভুর-  
গ্যন্তং জনী অহু ভুং বরুণ পশুসি ॥ বিদ্যামেবি রজস্পৃথুহা মিমানেহকুভিঃ  
পণ্যন্ জয়সি সূর্য্য ॥ সপ্ত ভা হরিতোরথে বহন্তি দেব সূর্য্য শোচিকেশং বিচক্ষণ ॥  
অযুক্ত সপ্ত শুক্লবঃ সুরোরথস্য নপ্ত্যঃ তাভির্ঘাতি স্বযুক্তিভিঃ ॥ উদয়ং তমসঃ  
পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত উত্তরং দেবং দেবত্ৰা সূর্য্যমগ্নয় জ্যোতির্কৃতময় ॥ উদয়ন্ত  
মিত্রে মহ আবোহন্তুভয়াং দিবং হ্রদ্রোগং মম সূর্য্য হরিমাণক নাশয় ॥ শুকেবু  
মে হরিমাণং রোপণাকান্তু নশ্বসি অথোহারিগ্রবেবু মে হরিমাণং নিদশ্বসি ॥ উদ-  
গাদয়মাদিত্যোবিশ্বেন সহসা সহ বিশ্বস্তং মহং রক্ষন্নদোহং বিশ্বতে রথং” ।

সংস্কারস্থাপনমন্ত্র,—“মোহু বরুণেতি পঞ্চরত্ন বশিষ্ঠ ঋষি র্কক দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ স্থৰ্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ মোহু বরুণ সুময়ঃ গৃহং রাজয়হং গমং মৃড়া সূক্ষত্র মৃড়য়। যদেমি প্রক্ষুরমিব দৃতিনা যাতোহদ্রিব মৃড়া সূক্ষত্র মৃড়য়। ক্রত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমাণুচে মৃড়া সূক্ষত্র মৃড়য় ॥ অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃক্ষাবিদজ্জরিতারং মৃড়া সূক্ষত্র মৃড়য় ॥ যৎ কিক্কেদং বরুণ দৈবো জনেহভিজ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি অচিহ্নী যতব ধৰ্ম্মাশু-  
যোপিম মা নন্তম্মাদেনমোদেব বীরিষঃ ॥

এইরূপে স্থৰ্য্যোপস্থান করিয়া অঙ্গষ্ঠাস করিবে। যথা,—“ওঁ হৃদয়ায় নমঃ” বলিয়া অঙ্গুলির দ্বারা হৃদয় এবং “ওঁ ভূঃ শিরসে স্বাহা” শির, “ওঁ ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্,” শিখা, “ওঁ স্বঃ কবচায় হং” বাহ, “ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্” নেত্র, “ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ অস্ত্রায় কট্” করতল। “ওঁ তৎসবিতুঃ জ্ঞানায় নমঃ” আবার হৃদয়, বরেণ্যং শিরসে স্বাহা” শির, ভর্গোদেবস্য শিখায়ৈ বষট্” শিখা, “ধীমহি কবচায় হং” বাহ “ধীম্যোয়োনঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্” নেত্র, প্রচোদয়াং অস্ত্রায় কট্” বলিয়া করতল স্পর্শ করিবে। অনন্তর তিন বেলায় গায়ত্রীকে তিনরূপে ধ্যান করিবে।

প্রাতঃকালের ধ্যান,—বালাং বালাদিত্যমণ্ডলস্থং রক্তবর্ণাং রক্তাশ্বরাহুলেপনজগাভরণাং চতুর্শুখীং দণ্ডকমণ্ডবক্ষস্বত্রাভয়াকচতুভূজাং হংসাকৃতাং ব্রহ্মদৈবত্যাং ঋষেদমুদাহরন্তীং ভূর্লোকাধিপত্নীং গায়ত্রীং নাম তাং ধ্যায়েৎ ॥”

মধ্যাহ্ন-ধ্যান,—“যুবতীং যুবাদিত্যমণ্ডলস্থং শ্বেতবর্ণাং শ্বেতাশ্বরাহুলেপনজগাভরণাং সত্রিনেত্রপঞ্চবক্ত্রাং চন্দ্রশেখরাং ত্রিশূলখড়গখট্টাকডমককরাং চতুভূজাং বৃষাকৃতাং রুদ্রদৈবত্যাং বজ্রকৌদমুদাহরন্তীং ভূবর্লোকাধিপত্নীং সাবিত্রীং নাম তাং ধ্যায়েৎ ॥”

সায়াক্ষে-ধ্যান—“বৃদ্ধাং বৃদ্ধাদিত্যমণ্ডলস্থং শ্রামবর্ণাং শ্রামাশ্বরাহুলেপনজগাভরণাং একবক্ত্রাং শম্ভ্যচক্রগদাপদ্মাকচতুভূজাং গরুড়াকৃতাং বিষ্ণুদৈবত্যাং সামবেদমুদাহরন্তীং স্বর্লোকাধিপত্নীং সরস্বতীং নাম তাং ধ্যায়েৎ ॥”

এইরূপে ধ্যান করিয়া কৃতাজলিপূর্বক নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া, গায়ত্রীর আবাহন করিবে। যথা,—

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি! অক্ষরং ব্রহ্মসমিতং। গায়ত্রি! ছন্দসাং মাত-  
ত্রীক্কেদোনে! নমোহন্ত তে ॥ ওঁ ওজোহসি সহোহসি বলমসি প্রাজোহসি  
দেবানাং ধামনাদাসি বিশ্বমসি বিশ্বাতুঃ সর্কমসি সর্কায়ুঃ অভিতুরো ॥ ওঁ

আগচ্ছ বরদে দেবি জপে মে সন্নিধা ভব । গায়ন্তং ত্রায়তে যশ্মাং গায়ত্রী হ-  
মতঃ স্মৃতা ॥”

অনন্তর গায়ত্রীর ঋষ্যাদি স্মরণ করিবে । ঋষ্যাদি যথা,—“ওঁকারস্য ব্রহ্ম  
ঋষিরগ্নির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মহাব্যাহতীনাং পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঋষিঃ প্রজা-  
পতির্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দোগায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ  
ঋষেতাবর্ণঃ অগ্নিসুখং ব্রহ্মা শিরোবিস্কৃহৃদয়ং রুজোললাটং কুক্ষিত্রৈলোক্যং  
চরণাঃ সাংখ্যায়নং গোত্রং অশেষপাপক্ষরায় জপে বিনিয়োগঃ ॥

অতঃপর গায়ত্রী জপ করিবে । গায়ত্রী যথা,—“ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ তৎ সবিতু-  
র্করৈণ্যং ভর্গোদেবস্য বীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ” ॥

১০ বা ১০৮ বার এই গায়ত্রী জপ করিয়া কৃতাজলি পূর্বক গায়ত্রীর উপস্থান  
করিবে । মন্ত্র যথা,—“জাতবেদসে ইত্যস্য কাশ্যপ ঋষিঃ জাতবেদাগ্নির্দেবতা  
ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ শান্ত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ । ওঁ জাতবেদসে সূর্য্যবাম সোমমরাতীয়-  
তোনিদহাতি বেদঃ স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিদ্ধাঃ হুরিতাতাগ্নিঃ ।  
~~জাতবেদসে~~ বিষ্ণুস্য ঋষিঃ বিশ্বদেবা দেবতা শকরী ॥ নমোব্রহ্মণ  
ইত্যস্য প্রজাপতিঋষির্বিষ্ণুদেবতা দেবতা জগতীচ্ছন্দঃ শান্ত্যর্থং বিনিয়োগঃ ॥  
ওঁ তচ্ছং যোরাবীমহে । ও নমোব্রহ্মণে অস্তগ্নয়ে ॥

অতঃপর “ওঁ পূর্বাঙ্গাদিদিগ্ভোজনমঃ, ওঁ দিগীশেভোজনমঃ, ওঁ সঙ্ক্যায়ৈ নমঃ,  
ওঁ গায়ত্র্যৈ নমঃ, ওঁ সাবিত্রৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ সর্বাভ্যোদেবতা-  
ভোজনমঃ” এই বলিয়া প্রত্যেককে নমস্কার করিয়া গায়ত্রী বিসর্জন করিবে ।

গায়ত্রী বিসর্জন মন্ত্র,—“ওঁ উত্তরে শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্বতমূর্ধনি ।  
ব্রাহ্মণেভ্যোহভ্যমুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথামুখং ॥”

এই বলিয়া এক গণ্ডূষ জল দিবে । অতঃপর ব্রহ্মযজ্ঞ করিবেন । তৎপর  
তর্পণাধিকারী ব্যক্তি তর্পণ করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দান করিবেন, আর যিনি  
তর্পণে অধিকারী নহেন, তিনি ব্রহ্মযজ্ঞের পর সূর্য্যার্ঘ্য দান করিবেন ।

অর্ঘ্যদান মন্ত্র,—“ওঁ নমোবিবস্বতে, ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে । জগৎ-  
সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কন্দদায়িনে । এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে  
অগৎপতে । অহুকম্পন্ন মাং তক্তং গৃহাণার্য্যং দিবাকর ॥” এই বলিয়া সূর্য্য  
উদ্দেশে এক অঞ্জলি জল দান করিয়া প্রণাম করিবে । নমস্কার মন্ত্র  
( ৬২ পৃঃ দেখ ) ।

### গায়ত্রীশাপোদ্ধার ।

অস্য গায়ত্রীশাপবিমোচনমন্ত্রস্য ব্রহ্ম ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোবক্ষণোদেবতা ব্রহ্মশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ ॥ ও যদ্বন্ধেতি ব্রহ্ম বিনোবিহুহাং পশুস্তি ধীরাঃ স্ত্রমনসোবা গায়ত্রি ত্বং ব্রহ্মশাপাং বিমুক্তা ভব । বশিষ্ঠশাপবিমোচনমন্ত্রস্য বশিষ্ঠ ঋষির্বশিষ্ঠো দেবতা বশিষ্ঠশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ ॥ ওঁ অর্কজ্যোতি রহং ব্রহ্মা ব্রহ্মজ্যোতিরহং শিবঃ । শিবজ্যোতিরহং বিষ্ণুর্কিষ্ণুজ্যোতিঃ শিবঃ পরঃ । গায়ত্রি ত্বং বশিষ্ঠশাপাং বিমুক্তা ভব । ওঁ বিশ্বামিত্রশাপবিমোচনমন্ত্রস্য বিশ্বামিত্র ঋষি রাত্না দেবতা বিশ্বামিত্রশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ । ওঁ অহো দেবি বহুদেবি দিব্যো সঙ্ক্যে সরস্বতি । অক্ষরে অনরে চৈব ব্রহ্মবোনি নমোহস্ত তে । গায়ত্রি ত্বং বিশ্বামিত্রশাপাং বিমুক্তা ভব ।

ইতি গায়ত্রী শাপোদ্ধার সমাপ্ত ॥

### তর্পণের সাধারণ ব্যবস্থা ।

নাস্তিক্য বশতঃ যে পুত্র প্রত্যহ পিতৃগণের তর্পণ না করে, পিতৃগণ জলার্থী হইয়া তাহার দেহ-কণির পান করেন, অতএব অতি যত্নপূর্বক প্রত্যহ তর্পণ করিবে । ( ১ )

সানবেদীয়েরা হর্য্যোপস্থানের পর “ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ” প্রভৃতি মন্ত্র পড়িয়া জলাঞ্জলি দান করিয়া তর্পণ করিবে । যজুর্বেদীয়েরা ব্রহ্মযজ্ঞের পর তর্পণ করিবে । ঋগ্বেদীরা গায়ত্রীর জপ বিসর্জন করিয়া হর্য্যার্ঘ্যের পূর্বে তর্পণ করিবে এবং শূদ্র প্রাতঃস্নানের পর তর্পণ করিবে ।

যে জলাশয়ের জল সমস্ত-প্রাণী উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হয় নাই, যে জল অপেয় এবং নিপানজ, ( কুপসমীপে গবাদির পানার্থ-রচিত জলাশয়ের নাম নিপান, তজ্জাত ) তাহার দ্বারা তর্পণ করিবে না । আদ্রবস্ত্রে থাকিয়া তর্পণ করিলে জলে থাকিয়াই করিতে হইবে । আর আদ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিলে তীরে বসিয়া তর্পণ করিবে । তীর্থে শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করিয়া তর্পণ করিলে এক চরণ জলে রাখিয়া করিবে । কুশ, রোপ্য বা স্বর্ণের অঙ্গুরীয় দক্ষিণহস্তের অনামা অঙ্গুলিতে ধারণ করিবে । একহস্তে তর্পণ করিবে না । বর ও জিপত্র-

( ১ ) নাস্তিক্যভাবেও বশ্যাপি ন তর্পয়তি বৈ হৃতঃ ।

শিবস্তি দেহকণিৎ পিতরোবৈ জলার্ধিনঃ ॥ ( মনু, শাতাভপ, যাজ্ঞবল্ক্য )

দ্বারা দেবতর্পণ, তিল ও কুশমোটকদ্বারা পিতৃতর্পণ করিবে। তিল যবাদির অভাবে জলে স্বর্ণ, বোপ্য ও কুশস্পর্শ করাইয়া তর্পণ করিবে। ষষ্টি সম্পর্কী ও অন্ত্যজজাতির জলাশয়ের জলে তর্পণ নিষেধ। শূদ্রাদি আনীত জলে তর্পণ করিবে না কিন্তু গঙ্গাজল শূদ্রাদি আনীত হইলেও তদ্বারা করিতে পারে। তর্পণজল পাত্র হইতে এক বিঘা উচু করিয়া ফেলিবে। তর্পণ জল জলাশয়েই ফেলিবে, কিন্তু উদ্ধৃত-জলে তর্পণ করিলে তর্পণের জল স্বর্ণ, বোপ্য, তাত্রপাত্র অথবা কুশ বা জলপূর্ণ গর্ভে ফেলিবে। কোন অশুদ্ধ স্থানে ফেলিবে না। বামবাহুর রোমরহিত স্থানে তিল রাখিয়া দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা দ্বারা ঐ তিল গ্রহণ করিবে। রবিবার, শুক্রবার, দ্বাদশী, অমাবস্যা-নিমিত্তক শ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্ত শ্রাদ্ধ-দিন, সপ্তমী, জন্মতিথি, সংক্রান্তি এবং রাত্রিতে তিলের দ্বারা তর্পণ করিবে না। কিন্তু অয়ন ও বিবদবৎক্রান্তি, গ্রহণকাল, যুগাদি, প্রেতশ্রাদ্ধ (১) এবং গঙ্গাদি তীর্থে সকল দিনই তিলদ্বারা তর্পণ করিতে পারে এবং দাহান্তে প্রেত উদ্দেশে তর্পণ সর্বদাই তিল দিয়া করিবে। এই সকল স্থলে কোন দিনেই তিলতর্পণ নিষিদ্ধ নহে। পুত্র পৌত্রাদি না থাকিলে বিধবা স্ত্রী, তিল ও কুশের দ্বারা স্বামী, স্বশুর ও তৎপিতার তর্পণ করিবে। স্ত্রী ও শূদ্র তর্পণমন্ত্র ব্রাহ্মণের দ্বারা পাঠ করাইয়া নিজে “নমঃ নমঃ” উচ্চারণ করতঃ জল দিবে। কিন্তু পিত্রাদির নাম উল্লেখ পূর্বক যে বাক্য করিতে হয়, তাহা স্ত্রী, শূদ্রও করিবে। অমুপনীত ও জীবৎপিতৃক ব্যক্তি প্রেততর্পণ ভিন্ন অন্ত তর্পণ করিতে পারিবে না।

### সামবেদীয় তর্পণ-পদ্ধতি ।

প্রথমে হুইবার আচমন পূর্বক শ্রাচীনাবীতী ও দক্ষিণমুখ হইয়া কৃতাজলি করতঃ—“ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গাপ্রভাসপুষ্করাণি চ। তীর্থান্যেতানি গুণ্যানি তর্পণকালে ভবন্তিহ ॥” এই বলিয়া তীর্থ আবাহন করিবে। পরে পূর্বমুখে উপবীতী হইয়া দেবতর্পণ করিবে। যথা,—“ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতাং, ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং, ওঁ কৃষ্ণস্তৃপ্যতাং ওঁ প্রজাপতিস্তৃপ্যতাং,” এইরূপ প্রত্যেক বার বলিয়া দেবতীর্থদ্বারা (১ পৃঃ দেখ) এক এক অঞ্জলি জল দিবে। এইরূপে দেবতর্পণ করিয়া পরে, “ওঁ দেবায়কাত্তথা নাগা গন্ধর্বা সরসোহমরাঃ। ক্রূরাঃ

(১) মহালক্ষ্মী অমাবস্যার পূর্ব প্রতিপদ হইতে মহালক্ষ্মী অমাবস্যা পর্যন্ত একপক্ষের নাম প্রেতশ্রাদ্ধ।

সর্পাঃ স্পর্শাশ্চ তরবোজিস্তগাঃ খগাঃ । বিদ্যাধরা জলাধারান্তথৈবাকালগামিনাঃ ।  
নিরাশাশ্চ বে জীবাঃ পাপে ধর্মে যতাস্চ মে । তেষামাপ্যায়নায়ৈতন্ধীয়তে  
সলিলাং ময়া ॥” এই মন্ত্র পড়িয়া দেবতীর্থ ( ১ পৃঃ দেখ ) দ্বারা এক অঞ্জলি  
জল দিবে । পরে পশ্চিমমুখে নিবীতী হইয়া “ও সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনা-  
তনঃ কপিলশ্চামরিশ্চৈব বোচুঃ পঞ্চপিথস্তথা । সর্ষে তে তৃপ্তিমাশাস্ত মদন্তেনা-  
মুনা সদা ॥” এই মন্ত্র দুইবার পড়িয়া কায়তীর্থদ্বারা ( ১ পৃঃ দেখ ) ক্রোড়া-  
ভিমুখে দুই অঞ্জলি জল দিবে ।

তৎপর পূর্বমুখে উপবীতী হইয়া “ও মরিচিস্থপ্যতাং, ও অত্রিস্থপ্যতাং,  
ও অঙ্গিরাস্থপ্যতাং, ও পুলস্ত্যস্থপ্যতাং, ও পুলহস্থপ্যতাং, ও ক্রতুস্থপ্যতাং,  
ও প্রচেতাস্থপ্যতাং, ও বশিষ্ঠস্থপ্যতাং, ও ভৃগুস্থপ্যতাং, ও নারদস্থপ্যতাং, ও  
দেবাস্থপ্যতাং, ও ব্রহ্মর্ষস্থপ্যতাং ।” ইহা বলিয়া মরিচি হইতে ব্রহ্মর্ষি পর্যন্ত  
বথাক্রমে বলিয়া প্রত্যেককে দেবতীর্থ ( ১ পৃঃ দেখ ) দ্বারা এক এক অঞ্জলি  
জল দিবে । তৎপরে দক্ষিমমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া “ও অগ্নিযাস্তাঃ ( পিত-  
রস্থপ্যস্তামেতং সতিলোদকং ( ক ) তেভ্যঃ স্বধা ) ( খ ) ও সৌম্যাঃ, ও হবি-  
ষস্তাঃ, ও উগ্রপাঃ, ও সুকালিনাঃ, ও বর্হিষদাঃ, ও আজ্যপাঃ,” এই বলিয়া  
প্রত্যেককে পিতৃতীর্থ ( ১ পৃঃ দেখ ) দ্বারা সতিল এক এক অঞ্জলি জল দিবে ।  
পরে “ও যমায় ধর্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ । বৈবস্বতায় কালায় সর্বভূত-  
কায় চ । ও দুশরায় দধায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে । বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্র-  
শুণ্ডায় বৈ নমঃ ॥” এই মন্ত্রটা তিনবার পড়িয়া পিতৃতীর্থের দ্বারা ( ১ পৃঃ  
দেখ ) তিন অঞ্জলি জল দিবে ।

ইতি যমতর্পণ সমাপ্ত ।

### পিতৃতর্পণ ।

অতঃপর তর্পণসমাপ্তি পর্যন্ত দক্ষিমমুখ ও প্রাচীনাবীতী হইয়া পিতৃতীর্থের  
দ্বারা পিতৃতর্পণ করিবে ।

অনন্তর কৃতাজলি হইয়া “ও আগচ্ছন্ত মে পিতর ইমং গৃহস্থপোহঞ্জলিং ।”

( ক ) যে দিন তিলতর্পণ নিষেধ ( তর্পণের সাধারণ ব্যাধ্বা দেখ, ) সেই দিন “যেতৎ  
সতিলোদকং স্থলে ” যেতদুদকং ” বলিবে

( খ ) এই বেষ্টিত অংশ প্রত্যেক নামের পরে বলিতে হইবে ।



এই বলিয়া পিতৃগণের আवाहन করতঃ “ওঁ বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেবশর্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা ।” এই বাক্যটী তিনবার বলিয়া সতিল তিন অঞ্জলি জল পিতৃ উদ্দেশ্যে দিবে । এইরূপে পিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ এবং বৃদ্ধপ্রমাতামহকে পিতামহাদি শব্দ উচ্চারণ করিয়া সতিল তিন অঞ্জলি জল দিবে । পরে বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রা মাতা অমুকী দেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা” এই বলিয়া মাতাকে সতিল তিন অঞ্জলি জল দিবে এবং এইরূপ পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী, বিমাতা, পিতৃব্য, মাতুল এবং ভ্রাতৃ প্রভৃতি সকলকেই এক অঞ্জলি সতিল জল দিবে । ( ক )

পিতৃতর্পণ সমাপ্তি করিয়া ভীষ্মঋষীতে ভীষ্মের তর্পণ করিবে । অত্র দিন ভীষ্মতর্পণ ত্যাগ করিয়া তর্পণের অবশিষ্ট টুকু করিবে ।

ইতি পিতৃতর্পণ সমাপ্ত ।

ভীষ্মতর্পণ ।

“ওঁ বৈরাট্রপদ্যাগোত্রায় সাক্ষতিপ্রবরায় চ । অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ষণে ॥” এই মন্ত্র পাড়িয়া ভীষ্ম উদ্দেশ্যে এক অঞ্জলি জল দিয়া নমস্কার করিবে । মন্ত্র যথা,—“ওঁ ভীষ্মঃ শাস্তনবোবীরঃ সত্যবাদী জিহ্মেশ্রিয়ঃ । আভিরস্তিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং ॥” ( খ )

ভীষ্মতর্পণ সমাপ্ত ।

অনন্তর “ওঁ অগ্নিদন্ধাশ্চ যে জীবা য়েহপ্যদন্ধাঃ কুলে মম । ভূমৌ দন্তেন তৃপ্যন্ত তৃপ্তা যান্ত পরাং গতিং ॥” এই মন্ত্রটী পাড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিবে । পরে,—“ওঁ য়েহবান্ধবা বান্ধবাবা য়েহজ্জয়নি বান্ধবাঃ । তে তৃপ্তিমথিলাং যান্ত যে চান্মভোরকাজিহ্নঃ ॥” এই মন্ত্র পাড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিবে । তৎপর “ওঁ আত্রকভুবনান্নোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ । তৃপ্যন্ত পিতরঃ সূর্যে মাতামহা-মহাদয়ঃ । অতীতকুলকোটীনাং সপ্তবীপনিবাসিনাং । ময়া দন্তেন তোয়েন তৃপ্যন্ত ভুবনত্রয়ং ।” এই মন্ত্রে তিন অঞ্জলি জল দিয়া “ওঁ আত্রকভুবন-

( ক ) পিতাদি তিন, মাতা মহাদি তিন, পিতামহী প্রভৃতি তিন, এবং মাতামহী প্রভৃতি তিন, এই দ্বাদশ পুরুষের মধ্যে কেহ জীবিত থাকিলে, তঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া উক্ত এক পুরুষ ধরিয়া দ্বাদশ সংখ্যা পূরণ করিয়া লইবে ।

( খ ) ‘মন্ত্র, ভীষ্মতর্পণ পিতৃতর্পণের পূর্বে ও যমতর্পণের পরে করিবে ।

পর্যন্ত জগৎ তৃপ্যতু” এই মন্ত্রে তিন অঞ্জলি জল দিবে ( ক ) তৎপর “ওঁ যে চান্দ্রাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণোমৃতাঃ । তে তৃপ্যন্ত ময়া দত্তং বস্ত্র-  
নিষ্পীড়নোদকং ॥” এই মন্ত্রে স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়িত করিয়া ভূমিতে একবার  
জল দিবে । ( খ ) অনন্তর পিতৃগণকে নমস্কার করিবে ।

### পিতৃ-নমস্কার ।

“ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্যঃ পিতা হি পরমং তপঃ । পিতরি প্রীতিমানস্রে  
প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥” এই বলিয়া পিতৃগণ উদ্দেশ্যে নমস্কার করিবে ।

সামবেদীয় তর্পণবিধি সমাপ্ত ।

### যজুর্বেদীয় ও শূদ্রের তর্পণ-বিধি ।

প্রথমে দক্ষিণমুখে আচমন করতঃ প্রাচীনাবীতী হইয়া কৃতাজলি পূর্বক  
“ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গাপ্রভাসপুষ্করাণি চ । তীর্থাশ্রিতানি পুণ্যানি তর্পণকালে  
ভবন্তি ॥” এই বলিয়া তীর্থ আবাহন করতঃ “ওঁ দেবা আগচ্ছন্ত” এই  
বলিয়া দেবগণের আবাহন করিয়া পূর্বমুখে উপবীতী হইয়া “ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতু,  
ওঁ বিষ্ণুতৃপ্যতু, ওঁ রুদ্রতৃপ্যতু, ওঁ প্রজাপতিতৃপ্যতু” এই বলিয়া প্রত্যেককে  
দেবতীর্থ ( ১ পৃঃ দেখ ) দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল দিয়া তর্পণ করিবে ।  
তৎপর “ওঁ দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্বাঋশোসোহমুরাঃ । জুরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ  
তরবোজিহ্বগাঃ ধগাঃ । বিভ্রাথরা জলাধারাস্তথৈবাকশগামিনাঃ । নিরাহারা-  
শ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে । তেষামাপ্যায়নায়ৈতদীয়তে সলিলং  
ময়া ॥” এই বলিয়া দেবতীর্থদ্বারা ( ১ পৃঃ দেখ ) এক অঞ্জলি জল দিবে ।

তৎপরে উত্তরমুখে নিবীতী হইয়া “ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনা-  
তনঃ । পশিলশ্চান্নুরিশ্চ বোড়ুঃ পকশিখস্তথা । সর্কে তে তৃপ্তি মায়াজ্জ  
মদন্তেনানুনা সদা ।” এই মন্ত্র দুইবার পড়িয়া কায়তীর্থদ্বারা ( ১ পৃঃ দেখ )

( ক ) যদি নিতান্ত অশক্ত হইয়া সমস্ত তর্পণ করিতে না পারে তবে, আত্রকন্তমপর্য্যন্ত জগৎ  
তৃপ্যতু বলিয়া ৩ অঞ্জলি জল দিবে ।

( খ ) সংক্রান্তি, অমাবস্তা পূর্ণিমা, দ্বাদশী এবং আক্কেদিনে বস্ত্র নিষ্পীড়িত জলে তর্পণ  
করিবে না ।

দুই অঞ্জলি জল দিবে, পরে পূৰ্ণাভিমুখে উপবীতী হইয়া “ওঁ ময়িত্ত্বপ্যতু, ওঁ অত্রিত্বপ্যতু, ওঁ অঙ্গিরাত্বপ্যতু, ওঁ গুলস্তাত্বপ্যতু, ওঁ গুলহস্তপ্যতু, ওঁ ক্রতুস্তপ্যতু, ওঁ প্রচেষ্টাত্বপ্যতু, ওঁ বশিষ্ঠত্বপ্যতু, ওঁ ভৃগুস্তপ্যতু, ওঁ নারদস্তপ্যতু, ওঁ দেবাত্বপ্যতু, ওঁ ব্রহ্মবরস্তপ্যতু” এই বলিয়া দেবতীর্থদ্বারা ( ১ পৃঃ দেখ ) প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

ঋষিতর্পণ সমাপ্ত।

তৎপর দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া ( ১ ) “ওঁ অগ্নিষাত্তাঃ পিতরস্ত্বপ্যতু, ওঁ সৌম্যাঃ পিতরস্ত্বপ্যতু, ওঁ হবিষস্তাঃ পিতরস্ত্বপ্যতু, ওঁ উন্নপাঃ পিতরস্ত্বপ্যতু, ওঁ সুরকালিনঃ পিতরস্ত্বপ্যতু, ওঁ বর্হিষদঃ পিতরস্ত্বপ্যতু, ওঁ আজ্যাপাঃ পিতরস্ত্বপ্যতু, এই নামগুলি তিনবার পড়িয়া প্রত্যেককে পিতৃতীর্থ ( ১ পৃঃ দেখ ) দ্বারা তিন তিন অঞ্জলি জল দিবে। পরে,—

যম-তর্পণ।

“ওঁ যমায় ধর্মরাজায় যতাবে চান্তকায় চ। বৈবস্বতায় কালায় সর্বভূত-  
কায় চ। ওঁ দুহরায় দধ্যায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে। বৃকেদরায় চিত্রায় চিত্র-  
গুপ্তায় বৈ নমঃ ॥” এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া তিন অঞ্জলি জল দিবে। ( শূদ্র  
এই সময়ে ভীষ্ম তর্পণ করিয়া ( ৭২ পৃঃ দেখ ) পরে পিতৃতর্পণ করিবে।

• যমতর্পণ সমাপ্ত।

পিতৃ-তর্পণ।

কৃত্যঞ্জলি হইয়া “ওঁ পিতৃন্ আবাহয়িষ্যে” এই বলিয়া পরে “ওঁ আবাহয়”  
বলিবে। তৎপর “ওঁ উশস্তস্তা নিবীমহ্যশস্তাঃ সমিবীমহি উশম্মশত আবহ  
পিতৃন্ হবিষেহস্তবে ॥ ওঁ আয়াস্ত নঃ পিতরঃ সৌম্যাসৌহগ্নিষাত্তাঃ পথিভির্কেব-  
যানৈঃ। অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোহগ্নিত্রবন্ত তে অবলম্ব্যান্ ॥” এই দুইটি মন্ত্র  
পাঠ করিবে। পরে জল লইয়া—“ওঁ আগচ্ছন্ত মে পিতর ইমং গৃহস্থপোহ-  
ঞ্জলিং।” এই মন্ত্রে একবার দিতে হইবে। অনন্তর “ওঁ উর্জঃ বহত্তীরমৃতং  
মৃতং পয়ঃ কীলালং পরিক্রতং স্বধাং তর্পণত মে পিতৃন্। বিষ্ণুর্যম্ অমুকগোত্র  
পিতঃ অমুকদেবশর্মন্ ( “শূদ্র অমুকদাস” বলিবে ) এতৎ সতিলোদকং তুভ্যং  
স্বধা।” ( শূদ্র “স্বধা” স্থলে “নমঃ” বলিবে ) এইরূপ তিনবার পড়িয়া পিতৃ

(১) পিতৃতীর্থ হই এই রূপে থাকিবে পিতৃতীর্থদ্বারা তর্পণ করিবে।

উদ্দেশ্যে তিন অঞ্জলি জল দিবে, এবং এইরূপে পিতামহ, প্রপিতামহ, ষাণ্ডামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহকে পিতামহাদি নাম উল্লেখ করিয়া তর্পণ করিবে । পরে “উজ্জ্বলং বহুতীরমৃতং স্মৃতং নয়ঃ কীলালং পরিষ্কৃতং স্বধাচ্ছ তর্পয়ত মে পিতৃন ॥ অমুকগোত্রে মাতঃ অমুকদেবী ( শূদ্র “অমুকদাসি” বলিবে ) এতৎ সতিলোদকং ( ১ ) ভূভ্যাং স্বধা” এই রূপ তিনবার বলিয়া মাতৃ উদ্দেশ্যে তিন অঞ্জলি জল দিয়া সামবেদীয় তর্পণের লিখিত ঋত্বিজিগকে ( ৭২ পৃঃ দেখ ) এক এক অঞ্জলি জল দিয়া তর্পণ করিবে । অতঃপর ভীষ্মতর্পণ করিবে । ( ৭২ পৃঃ দেখ )

পরে—“ও নরকেষু সমন্তেষু যাতনাসু চ যে স্থিতাঃ । তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ-  
দীয়তে সলিলং ময়া ॥” এই বলিয়া তিন অঞ্জলি জল দিবে । পরে “ও যেষ্বাঙ্কবা  
বাঙ্কবা বা যেষ্বজ্জমনি বাঙ্কবাঃ । তে তৃপ্তিমখিলাং যাস্থ যে চান্মত্তোরকাজিগঃ ॥”  
এই বলিয়া তিন অঞ্জলি জল দিতে হইবে । তৎপর—“ও আব্রহ্মভুবনালোকা  
দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ । তৃপ্যন্ত পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ । অতীতকুল-  
কোটীনাং সমুদ্বীপনিবাসিনাং । ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্ত ভুবনত্রয়ং ॥”  
এই বলিয়া তিন অঞ্জলি এবং “আব্রহ্মস্তুত্বপর্যাস্তং জগৎ তৃপ্যতু” এই বলিয়া  
তিন অঞ্জলি জল দিয়া, বহ্নিনিষ্পীড়িত জলে তর্পণ করিবে ।

### বহ্নিনিষ্পীড়িত জলে তর্পণ ।

“ও যে চান্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণোমৃত্যুতাঃ । তে তৃপ্যন্ত ময়া দত্তং  
বহ্নিনিষ্পীড়নোদকং ॥” এই বলিয়া স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়িত করিয়া ভূমিতে একবার  
জগ দিবে । তৎপর পিতৃ নমস্কার ( ৭৩ পৃঃ দেখ ) করিবে ।

### যজুর্বেদীয় তর্পণ সমাপ্ত ।

### ঋগ্বেদীয়-তর্পণ পদ্ধতি ।

যজুর্বেদীয়-তর্পণপদ্ধতি অনুসারে প্রথম হইতে ঋষিতর্পণ সমাপ্ত পর্য্যন্ত ষাণ্ড-  
ভীয় অমুষ্ঠান করিয়া পরে প্রাচীনাবীভী ও দক্ষিণমুখ হইয়া পিতৃভীর্ষদায়া  
“ও অগ্নিষান্ত্র্যপ্যন্ত” ( ১ ) “ও সৌম্য্যপ্যন্ত” ( ২ ) “ও হবিষ্যন্ত্র্যপ্যন্ত” ( ৩ ),  
ও উন্নপ্যন্ত্র্যপ্যন্ত ( ৪ ) ও অকালিন্দ্র্যপ্যন্ত ( ৫ ) ও বর্হিষদ্র্যপ্যন্ত ( ৬ ) ও

( ১ ) যে দিন তিলতর্পণ নিষেধ ( তর্পণের সাধারণ ব্যতিক্রম দেখ ) সেই দিনে “এতৎ  
সতিলোদকং” এই স্থলে “এতদ্রুদকং” বলিবে ।

আজ্যপাতৃপ্যস্ত ( ৭ ) এই সাতটি নামের প্রত্যেকটি তিনবার বলিয়া তিনবার জল দিবে । তৎপরে যজুর্বেদীয় নিয়মে যমতর্পণ ( ৭৪ পৃঃ দেখ ) করিবে । অনন্তর কৃতাজলি হইয়া “আগচ্ছন্ত মে পিতর ইমং গহ্নত্বপোহঞ্জলিং” । এই বলিয়া পিতৃগণের আবাহন ও জলাঞ্জলি গ্রহণের প্রার্থনা করিয়া প্রাচীনা-বীথী ও দক্ষিণমুখ হইয়া পিতৃতীর্থদ্বারা “অমুকগোত্রং পিতরং অমুকদেবশর্মাণং তর্পয়ামি এতৎ সতিলোদকং ( ক ) তস্মৈ স্বধা নমঃ” এই বলিয়া পিতৃ উদ্দেশ্যে সতিল তিন অঞ্জলি জল দিবে এবং “অমুকগোত্রাং মাতরং অমুকীদেবীং তর্পয়ামি এতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা নমঃ” এই বলিয়া মাতৃ উদ্দেশ্যে সতিল তিন অঞ্জলি জল দিতে হইবে । পরে এইরূপ বাক্য করিয়া অশ্রাত্তের তর্পণ করিবে । কোন্ কোন্ ব্যক্তির তর্পণ করিতে হইবে, কতবার কাহাকে জল দিতে হইবে, তাহা সামবেদীয় ৭২ পৃষ্ঠার “পিতৃতর্পণে” দেখ ।

এইরূপে পিতৃতর্পণ করিয়া “আব্রহ্মন্তস্বপর্য্যস্তং জগৎ তৃপ্যতু” এই বলিয়া তিন অঞ্জলি জল দিয়া পরে “ওঁ আব্রহ্মত্ববনার্লোকাদেবষিপিতৃমানবাঃ । তৃপ্যন্ত পিতরঃ সর্পে মাতৃমাতামহাদয়ঃ । অতীতকুলকোটীনাং সম্ভবীপ-নিবাসিনাং । সয়া দন্তেন তোয়েন তৃপ্যন্ত ভুবনত্রয়ং” । এই মন্ত্র পড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিয়া “ওঁ যেহ্রাক্ষবাক্ষবা বা যেহ্রজ্ঞমনি বাক্ষবাঃ । তে তৃপ্তিমথিলাং যাস্তু যে চান্মন্তোয়কাজ্জিহ্বাঃ ॥” এই বলিয়া এক অঞ্জলি জল দিবে । অতঃপর “বস্ত্র নিম্পীড়িত জলে তর্পণ” ( ৭৫ পৃঃ দেখ ) হইতে আরম্ভ করিয়া তর্পণ সমাপ্তি পর্য্যন্ত যজুর্বেদীয় ক্রায় করিবে ।

ইতি ঋগ্বেদী তর্পণ সমাপ্ত ।

### পঞ্চযজ্ঞ ।

ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ ভূতযজ্ঞ, এবং নৃযজ্ঞ, এই পাঁচটীকে পঞ্চযজ্ঞ বলে । বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, নিত্যশ্রাদ্ধ ও তর্পণাদির নাম পিতৃযজ্ঞ, দেবতাপূজা ও হোমের নাম দেবযজ্ঞ, পিতৃগণ ও ইতরপ্রাণীদিগকে মন্ত্র পাঠ পূর্বক অন্নদানের নাম ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিপূজার নাম নৃযজ্ঞ ।

( ক ) গঙ্গার জলে তর্পণ করিলে “সতিলগজ্জোদকং” বলিবে । তিলতর্পণের নিষেধ দিনে ( তর্পণের সামান্য বিধি দেখ ) “এতচ্ছদকং” বলিবে ।

এই পঞ্চযজ্ঞ গৃহীর নিত্য কর্তব্য ( ১ ) । ইহা না করিলে পাপভাগী হইতে হয় । এই পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে পিতৃযজ্ঞ ( তর্পণ ) বলা হইয়াছে । এখন প্রথমতঃ ব্রহ্মযজ্ঞ বলা হইতেছে । অপর তিনটি অতঃপর যথাসময়ে বলা হইবে ।

### ব্রহ্মযজ্ঞ ।

হস্ত পদ প্রক্ষালন পূর্বক 'পূর্বাগ্র-কুশোপরি পূর্বাস্য হইয়া পদ্মাসন ( ৩৬ পৃঃ দেখ ) করতঃ উপবেশন করিয়া বামহস্তে কুশ ধারণ পূর্বক তাহার উপরে দক্ষিণহস্ত অধোমুখ ভাবে স্থাপন করতঃ প্রথমে গায়ত্রী পাঠ করিবেন ।

### গায়ত্রী-পাঠের ক্রম ।

ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্করৈণ্যং । ভর্গোদেবস্য ধীমহি । ওঁ ধियोয়োনঃ প্রচোদয়াৎ । ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্করৈণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি । ওঁ ধियोয়োনঃ প্রচোদয়াৎ । ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্করৈণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধियोয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ।

এইরূপে গায়ত্রী পাঠ করিয়া ঋষ্যাদি সহ ব্রহ্মযজ্ঞের ৪ টি মন্ত্র ( ২ ) পাঠ করিবেন । ১ম মন্ত্রের ঋষ্যাদি যথা,—“মধুচ্ছন্দঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নি-র্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞরূপে বিনিয়োগঃ ।

১ম মন্ত্র যথা,—“অগ্নিমীলে ( অগ্নিমীড়ে ) পুরোহিতং যজস্য দেবমৃত্বিজং । হোতারং রত্নধাতমম্ ॥ ১ ॥

২য় মন্ত্রের ঋষ্যাদি যথা,—“যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকৃষ্ণকু ছন্দোবায়ুর্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞ-রূপে বিনিয়োগঃ ।

২য় মন্ত্র যথা,—“ইষে যোজ্জ্যে ত্বা বায়বঃ স্ব দেবোবঃ সবিতা প্রাপ্যতু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ণে ॥ ২ ॥

( ১ ) শূত্রেরও পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য । কিন্তু পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠানের মন্ত্র পাঠ করা নিষিদ্ধ । মন্ত্রগুলি ত্র্যাকপচার পাঠ করাইরা নিজে “নমোনমঃ বলিয়া কার্ষণগুলি করিবেন । ত্র্যাকপের অভাব হইলে কেবল নমঃ নমঃ বলিয়া পঞ্চযজ্ঞীয় ক্রিয়াগুলি করিবেন ।

( ২ ) যথা শক্তি চতুর্বেদ, ধর্মশাস্ত্র এবং ইতিহাসাদি পাঠের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, তাহা সম্বৎ হইয়া উঠে না বলিয়া চারিবেদের চারিটি আদ্য মন্ত্র পঠিত হইয়া থাকে । ইহাও জ্ঞানানুমোদিত । অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে চতুর্বেদাদি মন্ত্র চতুষ্টিয়-পাঠ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে ।

৩য় মন্ত্রের ঋষ্যাদি যথা,—“গোতম ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নির্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞ-  
জপে বিনিয়োগঃ ।

৩য় মন্ত্র যথা,—অয় আয়াহি বীতয়ে গৃণানোহব্যদাতয়ে নিহোতা সৎসি  
বর্হিষি ॥ ৩ ॥

৪র্থ মন্ত্রের ঋষ্যাদি যথা,—“পিপ্লবাদ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোব্রহ্মণোদেবতা ব্রহ্ম-  
যজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ ।

৪র্থ মন্ত্র যথা,—শমোদেবীরভিষ্টয়ে আপোভবন্ত পীতয়ে সংঘোরভিষ্টবন্ত নঃ ।

(সামবেদীর “আপোভবন্ত” স্থলে “শমোভবন্ত” পাঠ করিবেন ।)

এই প্রকারে সামবেদী ও ঋগ্বেদিগণ ব্রহ্মযজ্ঞ করিবেন, কিন্তু যজুর্বেদীরা  
উপরোক্ত ঋষ্যাদি বলিবেন না । তাঁহারা নিম্নলিখিত ঋষ্যাদি স্মরণ করিয়া  
উপরোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন । ১ম মন্ত্রের ঋষ্যাদি যথা,—“ঋগ্বেদাদিসংকলিত  
মধুচ্ছন্দ ঋষি রগ্নির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ স্বাধ্যায়ে বিনিয়োগঃ ।

২য় মন্ত্রের ঋষ্যাদি,—“যজুর্বেদাদিমন্ত্রস্ত পরমেষ্ঠী ঋষিঃ শাখাবৎসগাবো-  
দেবতা শাখাচ্ছন্দনসম্নয়বৎসোপস্পর্শনে বিনিয়োগঃ ।

৩য় মন্ত্রের ঋষ্যাদি যথা,—নামবেদাদিমন্ত্রস্ত গোতম ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নি-  
র্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ ।

৪র্থ মন্ত্রের ঋষ্যাদি যথা,—“অথর্ববেদাদিমন্ত্রস্ত দধ্যাঙ্ণাথর্বণ ঋষিরাপো-  
দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শান্তিকরণে বিনিয়োগঃ ।

এই প্রকারে ব্রহ্মযজ্ঞ সমাপন করিয়া সকল বর্ণই তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবেন ।  
(১) এই সন্ধ্যাও তিন বেলায় করিতে হয় । সন্ধ্যার কাল অতীত হইলে  
আচমন করিয়া ইষ্টদেবতার গায়ত্রী দশবার জপ করিয়া পরে সন্ধ্যাহুষ্ঠান  
করিবেন ।

### তান্ত্রিক-সন্ধ্যা ।

“ওঁ আয়তন্যায় স্বাহা, ওঁ বিজ্ঞাতন্যায় স্বাহা, ওঁ শিবতন্যায় স্বাহা” এই  
বলিয়া তিনবার জলপান করিয়া আচমন প্রণালী অনুসারে আচমন ( ১ পৃঃ

(১) শূদ্র ও ক্রীলোক প্রাতঃস্নানের পর তান্ত্রিক সন্ধ্যা, তৎপর তপণ করিবেন । অনেক  
স্থানে তপণের পরে তান্ত্রিক সন্ধ্যা করার ব্যবহার আছে । তপণের অনধিকারী ব্যক্তিও এই  
নিয়মে করিবেন ।

দেখ) করিবে। (১) পরে অল্পশ মুদ্রার (৩৮ পৃঃ মুদ্রাপ্রকরণ দেখ) দ্বারা গন্ধে চ ঘনুনে চৈব ইত্যাদি মন্ত্রে জলে তীর্থাবাহন করিবে। তৎপর প্রত্যেকবার মূল মন্ত্র পাড়িয়া তত্ত্ব মুদ্রার (২) দ্বারা কোণা হইতে জল উঠাইয়া প্রথমে মৃত্তিকায় তিনবার পরে মস্তকে সাতবার বিন্দু বিন্দু করিয়া দিবে। তৎপর মূলমন্ত্র দ্বারা অঙ্গনভাস (১৬ পৃঃ দেখ) করিবে। (৩) অনন্তর বামহস্ত তলে কিঞ্চিৎ জল লইয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ “হং যং বং লং রং” এই মন্ত্র জলের উপর তিনবার জপ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক বামহস্তের ছিদ্র দিয়া গলিত জল হইতে তত্ত্বমুদ্রার দ্বারা সাতবার বিন্দু বিন্দু মস্তকে দিবে, বামহস্তস্থ শেষ জল দক্ষিণহস্তে আনিয়া ঐ জনকে তেজোময় চিন্তা করতঃ বামনাসিকার দ্বারা আকর্ষণ করতঃ “দেহান্তস্থ পাপ ঐ জলে সম্মিশ্রিত হইয়াছে, এবং পাপ সংস্পর্শে ঐ জল কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে” এই প্রকার চিন্তা করিয়া দক্ষিণনাসিকা দ্বারা সেই জল বাহির করিয়া “কট্” এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক পাপমিশ্রিত ঐ জল বামহস্ততলে নিক্ষেপ করিবে। (ইহার নাম অঘমর্ষণ)। পরে হস্ত প্রক্ষালন ও একবার আচমন করিয়া “হ্রীং হং সঃ ইদমর্ধ্যং সূর্য্যায় স্বাহা” (৪) এই বলিয়া সূর্য্য উদ্দেশে এক অঞ্জলি জল দিবে। পরে “ওঁ সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ” এই বলিয়া অথবা দেবতার গায়ত্রী পাঠ পূর্বক তিনবার ইষ্টদেবতাকে অর্ঘ্য অর্থাৎ তিন অঞ্জলি জল দিবে। (৫) অনন্তর তিন বেষ্মার গায়ত্রীর তিন প্রকার ধ্যান করিয়া যিনি যে দেবতার উপাসক, তিনি সেই দেবতার গায়ত্রী ১০ বার অথবা ১০৮ বার জপ করিবেন। দেবতার গায়ত্রী গায়ত্রীপ্রকরণে দেখ।

(১) “ওঁ আত্মতত্ত্বায়” ইত্যাদি বলিয়া শান্তপণ আচমন করিবেন, বৈকুণ্ঠাদিরা মন্ত্র ব্যতীত হুইবার আচমন (১ পৃঃ দেখ) করিবেন।

(২) তত্ত্বমুদ্রা,—দক্ষিণহস্ত অধোমুখ করিয়া মধ্যমা ও অনাসিকার অগ্রভাগে অঙ্গুষ্ঠ বোণ করিবে, ইহার নাম তত্ত্বমুদ্রা।

(৩) এখানে অঙ্গন্যাসের বাক্য মূল দেবতাভেদে ভিন্ন ভিন্ন, হস্তরাং শুক্লর নিকট গুণিতে হইবে।

(৪) তারার উপাসকেরা “হ্রীং হংসঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায় ইদমর্ধ্যং স্বাহা, এই বলিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দিবে। ঐবিদ্যার উপাসকেরা “ওঁ হ্রীং শ্রীং হ্রীং হ্রীং হ্রীং সঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায়” প্রকাশশক্তিসহিতায় প্রেরশশিনক্ষত্রতিথিযোগকরণপরিবারসহিতায় ইদমর্ধ্যং স্বাহা” এই বলিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দিবে।

(৫) তারার উপাসকেরা তাম্রপাত্রে চন্দন, জাকন্দপুষ্প ও অপরাঞ্জিতা পুষ্প লইয়া



প্রাতর্ধ্যান,—“উদ্যানাদিত্যসন্ধাশাং পুস্তকাক্করাং স্মরেৎ । কৃষ্ণাজিন-  
ধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়ন্তারকিতেহম্বরে” ॥ মধ্যাহ্নে ধ্যান,—“শ্রামবর্ণাং চতুর্দ্বাং  
শঙ্খচক্রলসংকরাং । গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্যাসিনকৃতশ্রবাং” ॥ সায়াক্ষে ধ্যান,—  
“সায়াক্ষে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেৎ যতিঃ । শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাঃ  
ব্রহ্মাসনকৃতশ্রবাং । ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলক নৃকরোটিকাং । সূর্য্যমণ্ডল-  
মধ্যস্থং ধ্যানম্ দেবীং সমভ্যসেৎ ॥” ( ক ) এইরূপে ধ্যানপূর্ব্বক ১০ বা ১০৮  
বার গায়ত্রী জপ করিয়া জপ বিমর্জ্জন দিবে । ( মন্ত্র ২০ পৃঃ দেখ ) । পরে  
তান্ত্রিক তর্পণ করিবে । ( খ ) ।

### তান্ত্রিক তর্পণ ।

“দেবাংস্তর্পয়ামি, ঋষীংস্তর্পয়ামি, পিতৃংস্তর্পয়ামি, ( গ ) গুরুং তর্পয়ামি,  
পরমগুরুং তর্পয়ামি, পরাপরগুরুং তর্পয়ামি, পরমেষ্টীগুরুং তর্পয়ামি” এই  
বলিয়া প্রত্যেককে জলাঞ্জলি দিবে । অনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া  
‘উদ্যানাদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিস্থে নিত্যচৈতন্ত্রোদিতায়ৈ শ্রীমদেকজটায়ৈ স্বাহা’ এই বলিয়া তারার  
অর্ঘ্য দিবে । কালীর উপাসকেরা ও এইরূপ ভাবে কালিকাকে দিবে কিন্তু “শ্রীমদেক-  
জটায়ৈ” এই স্থলে “শ্রীমৎকালিকায়ৈ” বলিবে ।

( ক ) ত্রিপুরারুদ্রীর উপাসকেরা নিম্নলিখিত রূপে তিন বেলায় গায়ত্রীর তিনরূপ ধ্যান  
করিবেন । প্রাতঃকালে যথা,—প্রাতঃরাধারকমলে হতভূম্মণ্ডলোপরি । বাম্বীজরূপাং বিদ্যায়া  
বিদ্যুদ্বৎপলভাধরাং । পুষ্পবাণেশুকোদণ্ডপাশাঙ্কুলসংকরাং স্বেচ্ছাগৃহীতবপুযীং গুরুবিদ্যা-  
ক্ষরাস্মিকং ॥ ১ ॥ মধ্যাহ্নে ধ্যান,—“মধ্যাহ্নে হৃদয়াভোজকর্ণিকে সূর্য্যমণ্ডলে । কামবীজাস্মিকং  
দেবীমলজকরসারুণাং । প্রহ্ননবাণপুণ্ডে কুচাপপাশাঙ্কুশাষিতাং । পরিতঃ স্বাক্ষমুখ্যাভিঃ ঘট-  
ত্রিংশতত্ত্বশক্তিভিঃ ॥ ২ ॥ সায়াক্ষে ধ্যান,—সায়মাজ্জাসরোজস্থে চন্দ্রে চন্দ্রসমদ্রাতিং । শক্তিবীজাস্মিকং  
চাপবাণপাশাঙ্কুশাষিতাং । যুগনিত্যাক্ষরাকারাং বটিকাধরগাষিতাং । চিত্তরিদ্বা ভগবতীং  
নিত্যাভিঃ পরিবারিতাং ॥ ৩ ॥

( খ ) দীক্ষিত সকল ব্যক্তিকে তিন বেলায় এই তান্ত্রিক তর্পণ করিবেন । বৈদিক তর্পণের  
ন্যায় ইহাতে কোন অধিকারাদির বিচার নাই ।

( গ ) বৈষ্ণবগণ পিতৃতর্পণের পরে “নারদং তর্পয়ামি, জিহ্মং তর্পয়ামি, নিশঠং তর্পয়ামি,  
উদ্ধবং তর্পয়ামি, দারুকং তর্পয়ামি, বিশ্বক্সেনং তর্পয়ামি, শৈলেনং তর্পয়ামি এই বলিয়া  
প্রত্যেককে তিন তিন অঞ্জলি জল দিয়া গুরু ইহাতে পরমেষ্টী গুরুর প্রত্যেককে তিন তিন  
অঞ্জলি জল দিবে ।

“অমুকদেবীং তর্পয়ামি স্বাহা” (১) এইরূপ তিনবার বলিয়া ইষ্টদেবতা উদ্দেশ্যে তিন অঞ্জলি জল দিবে। (২) পরে মূলমন্ত্র ১০ বা ১০৮ বার জপ (জপপ্রণালী দেখ) করিয়া জপ বিসর্জন (২০ পৃঃ দেখ) দিয়া ইষ্টদেবতার প্রণাম মন্ত্র পড়িয়া (৩১ পৃঃ দেখ) প্রণাম করিবে। (৩)

### মালা-সংস্কার ।

রুদ্রাক্ষমালা একমুখ হইতে চতুর্দশমুখ পর্যন্ত আছে। ইহার সংস্কারমন্ত্র এক প্রকার কিন্তু ধারণের মন্ত্র মুখভেদে ভিন্ন ভিন্ন। নিশ্চিন্দ ও অক্ষত রুদ্রাক্ষ গুলি সূক্ষ্মরূপে প্রথিত করিবে। কণ্ঠে ৩২, মস্তকে, ২২, দক্ষিণকর্ণে ৬, বামকর্ণে ৬, করদ্বয়ে ১২টী করিয়া, বাহুদ্বয়ে ১৬টী করিয়া, শিখায় ১, এবং বক্ষস্থলে ১০৮ টী রুদ্রাক্ষ ধারণ করিবে।

ধারণের পূর্বে প্রথমতঃ পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা রুদ্রাক্ষগুলি ধৌত করিয়া নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠপূর্বক মালা সংস্কার করিবে। যথা,—

“ওঁ নমঃ শিবায়।” এবং “ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সৃগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনং।  
উর্বারাক্ষকমিব বন্ধনাম্ ত্যোমুক্ষী”  
পরে শোধিত রুদ্রাক্ষ ধারণ :  
নিম্ন লিখিত যথা,—

ওঁ ঐং (১) ওঁ ত্রীং (২) ইং (৩) ওঁ ক্লীং ক্লঃ (৪) ওঁ জ্রীং (৫) ওঁ ঐং ক্লীং (৬) ওঁ ক্লীং (অবিধি কং রং (৮) ওঁ হ্রাং (৯) ওঁ হ্রীং (১০) ওঁ ত্রীং (১১) ওঁ হ্রাং ক্লীং (১২) ওঁ ক্ষোং নমঃ (১৩) ওঁ তমাং (১৪)।  
এই ১৪ টী মন্ত্র লিখিত হইল। রুদ্রাক্ষের মুখানুসারে যথোপযুক্ত মন্ত্র পড়িয়া মালা ধারণ করিবে।

তুলসীমালা,—পঞ্চগব্যদ্বারা মালা ধৌত করিয়া তত্পরি গায়ত্রী ও মূল মন্ত্র প্রত্যেকে আটবার জপ করিয়া ঐ মালা বিষ্ণুকে নিবেদন করত মালায় বিষ্ণুতেজ আনিয়াছে, এই প্রকার চিন্তা করত মালা ধারণ করিবে।

(১) বৈষ্ণবগণ প্রথম মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া “অমুকদেবং তর্পয়ামি নমঃ” এইরূপ বলিবেন। শৈব প্রভৃতি মূল উচ্চারণ করিয়া “অমুকদেবং তর্পয়ামি” এই বলিয়া তপণ করিবেন। শাক্তগণের বিষয় মূলেই লিখিত হইল।

(২) সমর্থ হইলে ইষ্টদেবের তপনের পর তলীয় আবরণ দেবতাদিগকে তপণ করিবে। আবরণ দেবতা গুরুর নিকট শুনিবেন।

(৩) মৎপ্রণীত আখ্যাজীবন গ্রন্থে হিন্দুর বাবতীয় দৈনন্দিন ক্রিয়া বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে।

## তৈলাভ্যঙ্গ-প্রণালী ।

প্রথমে উপবেশন করিয়া “ওঁ অম্বথায়ৈ নমঃ”—এই বলিয়া দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অন্ত্রুষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা তিন বার তিনবিদু তৈল যুক্তিকাতে নিক্ষেপ করিয়া পরে অঙ্গাদিতে মাখিবে ।

মস্তকে তৈল মাখিয়া অবশিষ্ট তৈল দ্বারা দেহের অত্যন্ত স্থান লেপন করিবে না । অধোভাগ হইতে উপরের দিকে তৈল মাখিতে হয় ।

যে সময়ে তৈল মাখিবার নিবেদ আছে, সে সময়ে তিল তৈলই মাখিবে না ।

তৈলাভ্যঙ্গনিবেদে তু তিলতৈলং নিষিধ্যতে ।

যতঞ্চ সার্বপং তৈলং যত্নলং পুষ্পবাসিতম্ ॥

তৈল ব্রহ্মণ নিবেদ থাকিলে কেবল তিলতৈলই ব্রুজিতে হইবে । যত, সর্বপ তৈল এবং পুষ্পবাসিত তৈল ব্যবহারে কোন দোষ নাই ।

প্রাতঃস্নানে ত্রতে শ্রাদ্ধে দ্বাদশ্যাং গ্রহণে তথা ।

মস্তলেপসমং তৈলং তস্মাৎ ১৭ ॥

প্রাতঃস্নান, ত্রতদিন, শ্রাদ্ধদিনে <sup>১৭</sup> দিবে । \* চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণে তৈল মর্দন করিলে, তাহা মদ্যালেপন তুল্য <sup>১৮</sup> হইবে । <sup>১৯</sup> হেতু তৈল বর্জন করিবে ।

স্নান ও ঞ্জং

অন্নাস্না নাচরেণু কর্ম্ম-জপহোমাদি কিঞ্চন । লালাস্থেদসমাকীর্ণঃ শয়না-  
স্থিতঃ পুমান্ ॥ অত্যন্তমলিনঃ কায়ো নবচ্ছিন্নসমধিতঃ । অবতোব্য  
দিবাব্রাতৌ-প্রাতঃস্নানং বিশোধয়েৎ ॥

স্নান না করিয়া জপ-পূজা ও হোমাদি কোন কর্ম্মই করিবে না । লাল-  
ধর্ম্ম-সমাকীর্ণ মলিন শরীরের নবচ্ছিন্নপথে কোন'না কোন প্রকারে দেহস্থ  
বাবতীয় মল ক্ষরিত হয়, অতএব পুরুষ শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃস্নান করিয়া  
দেহ শোধন করিবে ।

## প্রাতঃস্নান ।

অরুণোদয়-কালে অর্থাৎ যখন পূর্বদিক্ রক্তভ হইয়া উঠে, তখনই  
প্রাতঃস্নানের মুখ্যকাল । শাস্ত্রে সাত প্রকার স্নান নির্দিষ্ট আছে । যথা,—  
মাস্ত্র, ভৌম, আশ্বেয় বায়ব্য, দিব্য, মানস এবং বারুণ । \* “শস্ত্র আপ”

\* মাস্ত্রং ভৌমং তথাশ্বেয়ং বায়ব্যং দিব্যম্ ৮ । বারুণং মানসকৈব সপ্ত স্নানং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥

ইত্যাদি মন্ত্র (বৈদিকসম্বন্ধে দেখ) পাঠপূর্বক মার্জনের নাম মন্ত্রদ্বান, ইহা বেদাধিকারীর পক্ষে নির্দিষ্ট। গঙ্গামৃত্তিকা দ্বারা তিলক ধারণ করার নাম ভোমস্মান, গাজে ভষ্ম লেপনের নাম আঘেয়, গোক্ষুর-সমুখিত ধূলি স্পর্শের নাম বায়ব্য, রোজ থাকিতে থাকিতে যে ঘৃষ্টিপাত হয়, সেই ঘৃষ্টিজল গাজে ধারণ করার নাম দ্বিবা, বিষ্ণুস্মরণ অর্থাৎ বিষ্ণুর চরণনিঃসৃত গঙ্গাজলে স্নান করিতেছি, এইরূপ চিন্তা করার নাম মানস এবং জলে অবগাহন পূর্বক স্নান করার নাম বারুণ স্নান। এই বারুণই মুখ্যস্নান। যদি সম্পূর্ণরূপে অবগাহন করিয়া স্নান করিতে অশক্তি হয়, তবে গলদেশ পর্য্যন্ত ঘৌত অথবা আত্রবস্ত্রের দ্বারা গাত্র মার্জন করিবে। অবগাহন-স্নানের বিস্তৃত প্রণালী নিয়ে লিখিতেছি।—

### অবগাহন-স্নানবিধি।

স্রোতোজলে স্রোতোহতিমুখে এবং স্রোতোহীন জলে সূর্যাভিমুখে নাভিজলে দাঁড়াইয়া মুখ, নাসিকা, চক্ষু ও কর্ণ হস্তদ্বয় দ্বারা আবৃত করিয়া একবার ডুব দিবে, পরে নিম্ন লিখিত মন্ত্রাদি পাঠ পূর্বক পুনর্ব্বার ডুব দিবে। জলাশয় অভ্যন্তর কৃত হইলে, “উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ পক্ষ ত্বং ত্যজ পুণ্যং পরমম্ চ। পাপানি বিলয়ং যাস্তু শান্তিং দেহি সদা মম ॥” এই মন্ত্রটি একবার পাঠ করিয়া জলাশয় হইতে তিন বা পাঁচ দলা মৃত্তিকা তীরে ফেলিয়া দিয়া স্নান করিবে।

স্নানের মন্ত্রাদি যথা,—প্রথমে আচমন করতঃ কৃতাজলি হইয়া “ও কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গাপ্রভাসপুষ্করাণি চ। তীর্থাশ্রিতানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্তিহ ॥” এই মন্ত্রটি পাঠ করিয়া দক্ষিণহস্তে একটু জল লইয়া “বিষ্ণুরোম্ তৎ সদগ্ধ (ঋী ও শূদ্র “বিষ্ণুর্নমোহতু” বলিবে) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোজঃ (ঋী “অমুকগোত্রা” বলিবে) ঋী অমুক দেবশর্মা (শূদ্র “অমুক দাসঃ” শূদ্রা “অমুকী দাসী” ব্রাহ্মণ-ঋী “অমুকী দেবী” বলিবে) বিষ্ণুপ্রীতিকামঃ (ঋীলোক “কামা” বলিবে) অগ্নিন্ জলে (১) স্নানমহং করিষ্যে” এইরূপ

(১) দীক্ষিত লোক বিষ্ণু প্রীতিকামনা করিয়া স্নান করতঃ পুনর্ব্বার নিজ ইষ্টদেবের প্রীতিকামনা করিয়া স্নান করিবে। যেমন “কালীপ্রীতিকামঃ ইত্যাদি। যদি গঙ্গায় স্নান করে, তবে “অগ্নিন্ জলে” এই স্থানে “অস্তাং গঙ্গায়াং” বলিবে। অন্ত তীর্থ হইলে তদ্বৎ নাম উল্লেখ করিবে।

সকল করিয়া (ক) সম্মুখে চতুর্দিকে একএক হস্ত করিয়া চার হস্ত মাগিয়া একটি চতুষ্কোণ স্থান করিবে । পরে অক্ষুশ মুদ্রা করিয়া । তর্জনির অগ্রভাগ দ্বারা ঐ চতুষ্কোণ স্থানের জল আলোড়ন করতঃ নিম্ন লিখিত মন্ত্রে সমস্ত তীর্থের আবাহন করিয়া ঐ স্থানে আগমন চিন্তা করিবে ।

তীর্থাবাহন মন্ত্র.—“ও গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি । নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥” এই বলিয়া তীর্থাবাহন করিয়া কৃতাজলি পূর্বক নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবে । যথা,—

“ও বিষ্ণুপাদপ্রস্থতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুপূজিতা । পাহি নন্দেনসন্তানাদাজন্ম-মরণান্তিকাং । তিষ্যঃ কোট্যর্ককোটি চ তীর্থানাং রাঘুরবনীং । দিবি ভুবন্তরীক্ষে চ তানি তে সন্ত জাহ্নবি । নন্দিনীভ্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ । বৃন্দা পৃথ্বী চ সুভগা বিশ্বকায়া শিবামৃত । বিদ্যাধরী সুপ্রসন্ন তথা লোকপ্রসাধিনী । ক্ষমা চ জাহ্নবী চৈব শান্তা শান্তিপ্রদায়িনী । এতানি পুণ্যনামানি জ্ঞানকালে চ যঃ পঠেৎ । ভবেৎ সন্নিহিতা তত্র গঙ্গা ত্রিপথ-গামিনী । ভাগীরথী ভোগবতী জাহ্নবী ত্রিদশেশ্বরী । অঘি জ্ঞানং করোম্যগ্ন পাপং মে হর জাহ্নবি ॥”

এই রূপে প্রার্থনা করিয়া “ও নমোনারায়ণায় নমঃ” এই বলিয়া দুই হস্তের অগ্রভাগ সংযুক্ত করতঃ তদ্বারা মস্তকে তিন বার জল সেক করিয়া নিম্ন মন্ত্রে সমস্ত গাত্রে মৃত্তিকা (খ) লেপন করিবে ।

মন্ত্র যথা,—“ও অমৃতক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে । মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দ্রুতং কৃতং । উক্তাসি বরাহেণ কৃষ্ণেণ শওভাজনা । আকৃহ মম গাত্রাণি সর্বং পাপং প্রমোচয়” ॥ এই মন্ত্র পাঠ সমাপ্ত করিয়া জ্ঞান করিবে ।

গঙ্গাপ্রভৃতি তীর্থ এবং কোন যোগবিশেষে যে প্রণালী অনুসারে জ্ঞান করিতে হয়, তাহা ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে । গঙ্গাদি তীর্থ এবং কোন যোগ বিশেষে জ্ঞান করিলে, প্রথমে পূর্ব লিখিত অবগাহন-

(ক) জী ও শূদ্র জ্ঞানের সংকল্প ব্যতীত অন্য কোন মন্ত্র স্বয়ং পাঠ করিবে না, ব্রাহ্মণের দ্বারা পাঠ করাইয়া পাঠ সমাপ্তি পর্যন্ত নিজে “নমো নমঃ” বলিবে ।

(খ) বন্দ্যাক বা ইন্দুর কর্তৃক উৎখাত, জলমধ্যস্থ, শ্মশানস্থ, বৃক্ষতলস্থ, মদ্যগৃহস্থিত এবং অন্যান্য নানাবিধ মৃত্তিকা লেপন করিবে না ।

জ্ঞানবিধির কর্তব্য সমস্ত টুকু অমুষ্ঠান করিয়া নিম্ন লিখিত বিশেষ বিশেষ মন্ত্র ও প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইবে, ইহা যেন সর্বত্রই মনে থাকে ।

### গঙ্গাস্নান । ( ১ )

গঙ্গাতীরে গমন পূর্বক কৃতাজ্জলি হইয়া “গঙ্গে দেবি জগন্মাতঃ পাদাভ্যাং সলিলং তব । স্পৃশামীত্যপরাধং মে প্রসন্ন্য ক্ষম্যহঁসি ॥ স্বর্গারোহণসোপানং তদীয়মুদকং শুভে । অতঃ স্পৃশামি পাদাভ্যাং গঙ্গে দেবি নমোহস্ত তে ॥” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ( স্ত্রী ও শূদ্র এই মন্ত্র পাঠ করিবে ) নিজের পাদ স্পর্শ জনিত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া জ্ঞানবিধি অনুসারে স্নানাদি অগ্র সমস্ত মন্ত্রাদি পাঠ করতঃ নিম্ন লিখিত বিশেষ বিশেষ মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিবে । “ওঁ বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসমুত্তে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি । ধর্ম-দ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহুবি ॥ শ্রদ্ধয়া ভক্তিসম্পন্নে স্রীমাতর্দেবি জাহুবি । অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাং ॥” এই বলিয়া স্নান করতঃ “ওঁ সদাঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যোদ্ধুখবিনাশিনী । সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ ॥” এই মন্ত্র পড়িয়া গঙ্গাকে প্রণাম করিবে । ( এই প্রণাম মন্ত্র স্ত্রী ও শূদ্র পাঠ করিতে পারিবেন ) । এই রূপে স্নান করিয়া স্তব পাঠ করিবে ।

### মাঘমানীয়-প্রাতঃস্নান ।

জ্ঞানবিধি অনুসারে যাবতীয় মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া পরে,—“ওঁ মাঘমাস-মিমং পুণ্যং স্নাম্যহং দেব মাধব । তীর্থভ্রাস্য জলে নিত্যং প্রসীদ ত গবন্ হরে ॥ দুঃখদারিদ্রনাশায় ত্রীবিষ্ণোস্কোষণায় চ । প্রাতঃস্নানং করোম্যদ্য মাঘে পাপবিনাশনং ॥ মকরস্থে রবৌ মাঘে গোবিন্দাচ্যুত মাধব । স্নানে-নানেন মে দেব যথোক্তকলদোভব ॥ ওঁ দিবাকর জগন্নাথ প্রভাকর নমো-হস্ত তে । পরিপূর্ণং কুরুষেদং মাঘমানং মহাব্রতং ॥” এই সমস্ত মন্ত্র পাঠ পূর্বক স্নান করিবে ।

( ১ ) শোচ, আহারান্তে মুখ প্রক্ষালন, নির্দীপ্য ক্ষেপণ, কেশাদি দৈহিক মলত্যাগ, জলক্রীড়া, অতিগ্রহ, অন্ততীর্থ প্রাশংসা, বস্ত্রত্যাগ, বস্ত্র দ্বারা জলোপরি আঘাত এবং ইত্যন্ততঃ অনর্থক-দর্শন, এই সকল কার্য গঙ্গাদি তীর্থে করিতে নাই ।

### কার্তিকমাসীয়-প্রাতঃস্নান-মন্ত্র ।

স্নানবিধি অনুসারে যাবতীয় মন্ত্রাদি পাঠ পূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ-  
করিয়া স্নান করিবে ।

মন্ত্র যথা,—“ওঁ কার্তিকেহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনার্দন । প্রীত্যর্থং  
তব দেবেশ দামোদর ময়া সহ ॥

### মাকরী-সপ্তমী-স্নান ।

সকল যথা,—“বিষ্ণুর্যাম্ তৎসদস্য মাঘে মাসি শুক্রে পক্ষে মাকরীসপ্তমাং  
তিথৌ অরুণোদয়বেলায়াং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা বহুশতসূর্য্যগ্রহণ-  
কালীন-গঙ্গাস্নানজন্তুফলসমফলপ্রাপ্তিকামঃ অস্মিন্ জলে স্নানমহং করিষ্যে”  
এইরূপ সকল করিয়া সাতটি আকনপাতা ও সাতটি কুলপাতা মন্তকে রাখিয়া  
নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠপূর্বক স্নান করিবে ।

মন্ত্র যথা,—“ওঁ যদ্বৎ জন্মকৃতং পাপং ময়া সপ্তমী জন্মতু । তস্মৈ রৌকঞ্চ  
শোকঞ্চ মাকরী হস্ত সপ্তমী ॥”

অনন্তর সাতটি আকনপাতা, কুলপাতা, সাতটি কুল, দুর্ধা, রক্তজবা এবং  
আতপ তণ্ডুল একত্র করিয়া তাম্রপাত্রে একটী অর্ঘ্য সাজাইয়া,—

“ওঁ নমোবিষম্বতে ব্রহ্মণু ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে । জগৎসবিত্রে শুচয়ে  
সবিত্রে কশ্মদায়িনে ইদমর্ঘ্যং (সামবেদীয়েরা এইরূপ বলিবেন । যজুর্বেদীয়  
প্রভৃতির এবেহর্ঘ্যঃ বলিতে হইবে ।) শ্রীসূর্য্যায় নমঃ” ॥ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া  
সূর্য্যোদ্দেশে ঐ অর্ঘ্য প্রদান করিবে এবং “ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাঞ্চপেয়ং  
মহাত্ম্যতিং ধ্বাস্তারিং সর্ষপাশয়ং প্রণতোহস্মি দিবাকরং” ॥ এই মন্ত্র পাঠ  
পূর্বক সূর্য্যোদয়ে নমস্কার পূর্বক কুভাজলি হইয়া নিম্ন মন্ত্রের পাঠ  
করিবে ।

মন্ত্র যথা,—“ওঁ জননী সর্বভূতানাং সপ্তমী সপ্তসপ্তিকে । সপ্তব্যাহৃতিকে  
দেবি নমস্তে রবিমণ্ডলে ॥ ওঁ সপ্তসপ্তিবহ প্রীত সপ্তলোকপ্রদীপন । সপ্তমাং  
হি নমস্তভ্যং নমোহনন্তায় বেধসে ॥”

### গ্রহণ-জ্ঞান । ( ১ )

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ রাহু-  
গ্রহণনিশাকরে ( স্বর্ষ্যগ্রহণ হইলে, “রাহুগ্রহণনিবাকরে” বলিবে ) অমুকগোত্রঃ  
ত্রী অমুকদেবশর্মা গঙ্গানানজন্মফলসমফল-প্রাপ্তিকামঃ ( ২ ) অস্মিন্ জলে জ্ঞান-  
মহং করিষ্যে” এইপ্রকার সঙ্কল্প করিয়া জ্ঞানবিধি অনুসারে জ্ঞান করিবে ।  
পরে গ্রহণ মুক্ত হইলে, অমন্ত্রক আর একবার জ্ঞান করিয়া কৃতাজ্জলি  
পূর্বক নিজের মন্ত্রটী পাঠ করিবে ।

“ওঁ উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহো ত্যজ্যতাং চন্দ্রসঙ্গমঃ ।

কর্মচাণ্ডালযোগোৎসং কুরু পাপক্ষয়ং মম ॥”

স্বর্ষ্যগ্রহণ হইলে উক্ত মন্ত্রের “চন্দ্রসঙ্গম” স্থলে “স্বর্ষ্যসঙ্গম” বলিবে ।

### ব্রহ্মপুত্র-জ্ঞান ।

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ  
ত্রী অমুকদেবশর্মা সর্কপাপক্ষয়পূর্বকসর্কতীর্থজ্ঞানজন্যফল-সমফলপ্রাপ্তিকামঃ  
ব্রহ্মপুত্রনদে জ্ঞানমহং করিষ্যে ।” এই প্রকার সঙ্কল্প করিয়া জ্ঞানবিধি-  
কথিত মন্ত্রাদি পাঠ পূর্বক নিজ মন্ত্রটী পাঠ করিয়া জ্ঞান করিবে ।

মন্ত্র যথা,—“ওঁ ব্রহ্মপুত্র, মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্দন ।

অমোঘাগর্ভসন্তুত পাপং লৌহিত্য মে হরং ॥

### গঙ্গাসাগর-জ্ঞান ।

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ

( ১ ) গ্রহণ ও মুক্তিকালীন জ্ঞান পুঙ্খনিপাতিতও করিবে । নিজের রাশি অনুসারে গ্রহণ  
দেখিতে যদি নিষেধ থাকে, তবে গ্রহণ জ্ঞান করিবে না, কিন্তু গ্রহণ মুক্তির নির্দিষ্ট সময়ে  
মুক্তিজন্য অবশ্য কর্তব্য ।

( ২ ) চন্দ্রগ্রহণ কালে গঙ্গার জ্ঞান করিলে “কোটিগুণগঙ্গাজ্ঞানজন্যফলসমফল-প্রাপ্তিকামঃ  
আর স্বর্ষ্যগ্রহণ কালে “দশকোটিগুণগঙ্গাজ্ঞানজন্যফলসমফল-প্রাপ্তিকামঃ” বলিবে । স্বর্ষ্যগ্রহণের  
পূর্ব চারি প্রহর এবং চন্দ্রগ্রহণের পূর্ব তিনপ্রহরের মধ্যে ভোজন করিবে না । ঐশ্তোদয়-  
চন্দ্রগ্রহণের পূর্বে দিবা ভোজন করিবে না । বালক, বৃদ্ধ ও রোগী তিন মুহূর্ত ভ্যাগ করিয়া  
ভোজন করিতে পারে । গ্রন্থান্ত-চন্দ্রগ্রহণদর্শনা পরদিন স্বর্ষ্যোদয় হইলে জ্ঞান করিয়া যথা  
সময়ে আহার করিবে । গ্রন্থান্ত ও ঐশ্তোদয় পঞ্জিকা দেখিয়া জানিবেন ।



শ্রীঅমুকদেবশৰ্মা বিষ্ণুপ্রীতিকামঃ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নানমহং করিষ্যে ।” এই বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া স্নানবিধি অনুসারে স্নান করিয়া কৃতাজলিপূৰ্বক নিম্ন মন্ত্রটী পড়িবে ।

মন্ত্র যথা,—“ত্বং দেব সরিতাং নাথ ত্বং দেবি সরিতাং বয়ে ।

উভয়োঃ সঙ্গমে স্নাত্বা মুঞ্চামি হরিতানি বৈ ॥”

### দশহরা-স্নান ।

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য জৈষ্ঠ্যে মাসি শুক্রে পক্ষে দশম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশৰ্মা দশবিধপাপক্ষয়কামঃ গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে ।” দশহরা দিনে যদি হস্তানক্ষত্র হয়, তবে “হস্তানক্ষত্রযুক্তদশম্যাং তিথৌ দশজন্মার্জিত-দশবিধপাপ-ক্ষয়কামঃ” বলিবে । আর যদি ঐ দিন মঙ্গলবার ও হস্তানক্ষত্র হয়, তবে “কুজবারাধিকরণক-হস্তানক্ষত্রযুক্তদশম্যাং তিথৌ দশজন্মার্জিত-দশবিধ-পাপক্ষয়শতগুণ-বাজিমৈধায়ুতজ্ঞ-পুণ্যসম-পুণ্যপ্রাপ্তিকামঃ” বলিয়া সঙ্কল্প করতঃ নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবে ।

মন্ত্র যথা,—“ওঁ অদভ্যনামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ । পরদারোপ-সেবা চ কারিকং ত্রিবিধং স্মৃতং ॥ পারুষ্যমনৃত-কৈব পৈশুশ্যাপি সৰ্বশঃ । অসম্বন্ধা-প্রলাপশ্চ বান্ধৱ্যং স্যাৎ চতুর্বিধং । পরদ্রব্যোষাভিধানং মনসানিষ্টচিন্তনং । বিতথা-স্তিন্ধিবেশশ্চ ত্রিবিধং কৰ্ম্ম মানসং । এতানি দশ পাপানি প্রশমং যাস্তু জাহুবি । স্নাতন্য মম তে দেবি জলে বিষ্ণুপদোন্তবে ॥” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গঙ্গানানোক্ত মন্ত্র পাঠ পূৰ্বক স্নান করিবে । পরে গঙ্গাকে প্রণাম ( ৩১ পূঃ দেখ ) করিবে ।

### বারুণী-স্নান ।

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য চৈষ্ঠ্যে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে শততিথ্যানক্ষত্রযুক্ত-ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশৰ্মা বহু-শতসূর্য্যগ্রহণ-কালীনগঙ্গাস্নান-জ্ঞাত ফলসমফলপ্রাপ্তিকামঃ গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে” এইরূপ সঙ্কল্প করিবে । ঐ দিন শনিবার হইলে “শনিবারাধিকরণক-শততিথ্যানক্ষত্রযুক্ত-ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ মহাবারুণ্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশৰ্মা বহুকোটি-সূর্য্য-গ্রহণকালীনগঙ্গাস্নান-জ্ঞাত ফলসমফল-প্রাপ্তিকামঃ” আর যদি ঐ দিন শনিবার শততিথা নক্ষত্র ও শুভযোগ হয়, তবে “শনিবারাধিকরণক-শুভযোগ-শততিথ্যানক্ষত্রযুক্ত-ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ মহামহাবারুণ্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশৰ্মা ত্রিকোটিকুলোদ্ধরণ-

কামঃ” এইরূপ বলিবে । এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া স্নানবিধি ও গঙ্গা স্নানবিধি অনুসারে স্নান করিবে ।

### নন্দা ( ১ ) স্নান ।

“ওঁ তৎ সদস্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-  
দেবশাস্ত্রা সপ্তজন্মাবচ্ছিন্ন-পতিতান্নভক্ষণ পতিত সংসর্গকৃতপাপ পঞ্চমহাপাতকা-  
নির্ধ্বজনীয়-পাপক্ষয়রজস্বলাস্পৃষ্টান্নভোজন-সত্যতাসত্যভাষণ-স্বর্ণমণিরত্নাপহরণ-সা-  
ম্যন্ত্রসকলবস্ত্রপহরণ-সখিবধমিত্রহিংসাদিজনিত-মহারৌরবাগ্ন্যনবরতযমকিকরতাড়-  
ন-নিবারণাজম্বাল্যযৌবনবান্ধক্যদশাপাপক্ষয়-ব্রহ্মলোক্যধিকুরণক-পরমহংসদর্শন-  
পূর্বক-বাসাধীতচতুর্বেদব্রাহ্মণসম্প্রদানককপিলাবেলক্ষদানজন্তু-কল-শ্রীমন্নারায়ণদ-  
ক্ষিণভূজবাস-তদুত্তর মর্ত্যালোকীয়-জন্মগুণাশ্রয়ত্ব-সর্ব-সুখভোগ-যশঃ-প্রাপ্তি-কামঃ  
গঙ্গায়াং নন্দায়াং স্নানমহং করিষ্যে” এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া স্নানবিধি ও গঙ্গা  
স্নানবিধি অনুসারে স্নান করিবে । এই নিয়মে যথাকালে স্নান করিয়া বস্ত্র  
পরিধান করিবে ।

### তুলসী-চয়ন প্রণালী ।

পূর্ণিমা, অমাবস্তা, দ্বাদশী ও সংক্রান্তিতে, তৈল মাখিয়া, অম্নাত অবস্থায়,  
রাত্রিতে, সঙ্ক্ৰাভয়ে, অশুচি অবস্থায়, অশোচকালে এবং রাত্রিবাস বস্ত্রে যে  
ব্যাক্ত তুলসী চয়ন করে, তাহার হরির শিরশ্ছেদন তুল্য পাতক জন্মে । \*

পত্রাণাং চয়নে বিপ্র ভয়শাখা যদা ভবেৎ ।

তদা হৃদি ব্যথা বিক্ষোদ্যতে তুলসীপতেঃ ॥

হে বিপ্র ! তুলসীপত্র চয়নকালে যদি শাখা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে  
বিষ্ণুর হৃদয়ে ব্যথা প্রদান করা হয় ।

করতালজয়ং দত্ত্বা চিনুযান্তুলসীদলং ।

যথা ন কম্পতে শাখা তুলস্যা বিজসন্তম ॥

( ১ ) প্রত্যেক মাসের প্রত্যেক পক্ষের প্রতিপদ, একাদশী এবং যজীর নাম “নন্দা তিথি” ।  
এই তিথিভ্রমের এক এক তিথিতে গঙ্গাস্নান মহাকলপ্রদ । ফলের বর্ণনা মূলে সঙ্কল্প পড়িয়া  
দেখুন ।

\* পূর্ণিমায়াংমায়াক দ্বাদশ্যাং রবিসংক্রমে । তৈলাভ্যাক্তে তথ্যাত্রে মধ্যাক্তে নিশি সন্ধ্যায়োঃ ॥  
অশুচ্যশোচকালে চ রাত্রিবাসাখিতে তথা । তুলসী ৫ ছিন্তস্তি তে ছিন্তস্তি হরেঃ শিরোঃ ॥

তিনবার করতালিধ্বনি দিয়া তুলসীর শাখা কল্পিত না হয়, এমন ভাবে তুলসী পত্র চয়ন করিবে ।

অন্নাস্তা তুলসীং ছিত্বা যঃ পূজাং কুরুতে নয়ঃ ।

সোহপরাধী ভবেন্নিত্যং তৎ সৰ্বং নিফলং ভবেৎ ॥

যে ব্যক্তি অন্নাত অবস্থায় তুলসীপত্র চয়ন করিয়া পূজা করে, সে নিত্যই অপরাধী হয় এবং তাহার সমস্ত পূজা নিফল হইয়া থাকে ।

প্রথমত তুলসী বৃক্ষকে জ্ঞান করাইয়া, তাহার ধ্যান করিবে । পরে চয়নমন্ত্রে পত্র চয়ন করিয়া নমস্কার করিবে । প্রত্যেকটী তুলসী পত্রই মন্ত্র পাঠ করিয়া চয়ন করিতে হয় ।

তুলসী-জ্ঞানমন্ত্র—ওঁ গোবিন্দবলভাং দেবীং জগত্চৈতন্যকারিণীং । স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনীম্ ॥

তুলসীর ধ্যান—ওঁ ধ্যায়ৈদেবীং নবশশিমুখীং পদ্মবিম্বাধরৌক্ষীং, বিদ্যো-  
তন্তীং কুচযুগভরানত্রকম্পাদ্ভবন্তীং । ঈষদ্ধাসাং ললিতবদনাং চন্দ্রহর্য্যাগ্নিনেত্রীং,  
শ্বেতাক্ষীং তাম্রভয়বরদাং শ্বেতপদ্মাসনস্থাম্ ॥

তুলসীচয়নমন্ত্র—ওঁ তুলস্যমৃতনামাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়ে । কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে ॥ স্বদঙ্গসম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিং ।  
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মলবিনাশিনি ॥

তুলসী-প্রণাম—ওঁ বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্যা চ । বিষ্ণুভক্তি-  
প্রদে দেবি সত্যবতৌ নমোনমঃ ॥

অশ্বখবৃক্ষে জলদান-মন্ত্র ।

ওঁ চক্ষুঃস্পন্দং ভ্রূজস্পন্দং তথা হৃৎস্পন্দর্শনং । শত্রুণাং সমুত্থানমশ্বখ শম-  
য়ান্ত মে । অশ্বখরূপিতগবন্ প্রীয়তাং মে জনার্দন ॥

প্রণাম—ওঁ অগ্রে ব্রহ্মা মূলে বিষ্ণুঃ শাখায়াং মহেশ্বরঃ । পত্রে দেবগণাঃ  
সর্বৈ বৃক্ষরাজ নমোহস্ত তে ॥

বিল্বপত্র-চয়নবিধি ।

নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া এক একটী পত্র চয়ন, জলদান ও নমস্কার করিতে হয় ।

চয়নমন্ত্র—ওঁ পূণ্যবৃক্ষ মহাভাগ মালুর শ্রীফল প্রভো ।

মহেশপূজনার্থায় তৎপত্রাণি চিনোম্যাহম্ ।

জলদান মন্ত্র—ওঁ শ্রীকল শ্রীনিকেতোহসি সদা বিজয়বর্ধন ।

বর্ষার্থকামমোক্ষায় জ্ঞাপয়ামি শিবপ্রিয় ॥

প্রণাম-মন্ত্র—ওঁ মহাদেবপ্রিয়করো বাসুদেবপ্রিয়ঃ সদা । উমা-প্রীতিকরো  
বৃক্ষ বিল্লরূপ নমোহস্ত তে ॥

বিষ্ণুপাদোদক গ্রহণ ও পান মন্ত্র ।

“ওঁ কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো ভক্তানামার্তিনাশন । সর্বপাপপ্রশমনং পাদোদকং  
প্রথচ্ছ মে ॥” এই মন্ত্রে পাদোদক গ্রহণ করিয়া,—“ওঁ অকালমৃত্যুহরণং সর্বব্যাধি-  
বিনাশনং বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধাবয়াম্যহম্ ॥” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া  
পাদোদক পান করিবে ।

বিপ্রপাদোদক মাহাত্ম্য ।

ব্রহ্মাণ্ডোদরমধ্যে তু য় নি তীর্থানি সন্তি বৈ ।

তানি সর্বাণি তীর্থানি সন্তি বিপ্রপাদোদকে ॥

ব্রাহ্মণ-পাদোদক-পানমন্ত্র ।

ওঁ বিপ্রপাদোদকং পীত্বা যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনৌ ।

তাবৎ পুরুষপত্রেণ পিবন্তি পিতরোজ্জলম্ ॥

শাস্তি স্বস্ত্যয়ন ।

অদৃষ্টের উপর আত্মনির্ভর করিয়াই এই সংসার চলিতেছে । পুরুষকার  
তাহার একটা অঙ্গ । মন্দগ্রহ বা অদৃষ্টবশে অমঙ্গল সংঘটন হইলে তন্ত্র-  
বারণার্থে দেবতা আরাধনা প্রভৃতি করার নামই স্বস্ত্যয়ন এবং গ্রহ  
দেবতাদির প্রসাদলাভ করিয়া অমঙ্গল নিবারণের নাম শাস্তি । এই কার্য  
করণার্থ পুরুষকারের প্রয়োজন, - স্বস্ত্যয়নই পুরুষকার ।

গ্রহ ও দেবতার প্রসন্নতা লাভ করিতে হইলে, স্বধর্মনিষ্ঠ নিত্য শুক  
জানবান্ অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা যথাবিধি কার্যের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য ।

শুভগ্রহাধিকারেষু মৃচ্ছিক্সিপ্ৰক্ৰবেণ চ ।

শুভরাশিবিলগ্নেষু শুভশাস্তিকপোষ্টিকম্ ।

শুক, সোম, বুধ, বৃহস্পতি এবং রবিবারে, শুক্রপক্ষে, শুভরাশি ও লগ্নে,  
শুভ তিথি, যোগ এবং করুণে, চিত্রা, অহরাধা, মৃগশিরা, রেবতী, পুষ্যা,

অগ্নিনী, হস্তা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ ও রোহিণী নক্ষত্রে  
স্বস্ত্যশ্বনাদি কার্যের অনুষ্ঠান করিতে হয় ।

পঠেচ্চ গ্ৰীং জপেদ্ধুর্গাং পূজয়েৎ পার্থিবং শিবং ।

কারয়েদ্ধরিনামানি কলৌ কার্যং চতুষ্ঠয়ম্ ॥

চণ্ডীপাঠ, দুর্গানামজপ, মৃন্ময় শিবলিঙ্গপূজা এবং হরিনামকীৰ্ত্তন, এই  
চারিটী কার্য কলিতে অবশ্য কর্তব্য ।

পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন ।

চণ্ডীপাঠ, দুর্গামন্ত্রজপ, পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা, নারায়ণে তুলসীদান ও  
মধুস্থদন মন্ত্র জপ,—ইহাকেই পঞ্চাঙ্গ-স্বস্ত্যয়ন বলে ।

চণ্ডীপাঠ করিবার পূর্বে, ঐকাদেবীর পূজা করিয়া পরে সঙ্কল্পপূর্বক  
চণ্ডীপাঠ করিতে হয় । \*

দুর্গানাম জপের পূর্বে বিধিপূর্বক সঙ্কল্প করিয়া যথাশক্তি দুর্গার পূজা  
করিয়া পরে জপ করিতে হয় । সঙ্কল্প যথা,—

“অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত্রী অমুকদেবশর্গনঃ সর্ষদোষপ্রশমন-সর্ষা-  
ব্রিষ্টভঞ্জনসর্ষাভিচারশাস্তিপূর্বক এতজ্জীববহুগীরাবিরোধেন ঝটিতু্যপশমন-  
কামঃ শ্রীদুর্গাপ্রীতিকামো বা শ্রীমদুর্গায়া ইন্দ্রদক্ষরমন্ত্রস্ত্রী ইয়ংসংখ্যকজপমহং  
করিষ্যামি ।”

পার্থিব শিবপূজার সংকল্প—অদ্যেত্যাদি অমুককামঃ (ইয়ং সংখ্যক) পার্থিব-  
শিবলিঙ্গ পূজনমহং করিষ্যামি ।

তুলসীদানের সংকল্প—অদ্যেত্যাদি ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে  
স্বাহেতি মন্ত্রেণ বিষ্ণবে ইয়ংসংখ্যক সচন্দনতুলসীপত্রদানমহং করিষ্যামি ।

মধুস্থদনমন্ত্রজপের সংকল্প—বিষ্ণুরোমিত্যাদি শ্রীমৎ মধুস্থদনদেবস্ত্রী ওঁ নমো-  
ভগবতে বাসুদেবায়েতি মন্ত্রস্ত্রী ইয়ংসংখ্যকজপমহং করিষ্যামি ।

নবগ্রহ শাস্তি ।

নবগ্রহের মধ্যে যে গ্রহ প্রতিকূল হইয়াছে, নিম্নলিখিত প্রকারে পূজা,  
জপ ও হোমাদি করিলে, তাঁহার শাস্তি হইয়া থাকে । সঙ্কল্পাদি পার্থিব শিব-  
পূজা বিধান করিতে হয় । এইস্থলে প্রত্যেক গ্রহের মন্ত্র, ধ্যান ও প্রণাম  
কীতাদি লিখিত হইতেছে ।

স্বর্গের ধ্যান—ওঁ ক্ষত্রিয়ং কাশ্যপং রক্তং কলিঙ্গং দ্বাদশাঙ্গুলং । পদ্মহস্তদ্বয়ং  
পূৰ্ণাননং সপ্তাশ্বাহনং । শিবাধিদেবঃ সূর্য্যং বহ্নিপ্রত্যাদিদেবতম্ ॥

মন্ত্র—ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্য্যায় । প্রণাম—জ্বাকুসুমসঙ্কাশমিত্যাদি ।

রবিগ্রহের জপ ছয় হাজার, হোম ছয় শত, তর্পণ ষাইট, অভিষেক ছয় ও  
ব্রাহ্মণ ভোজন এক সংখ্যক । আকনের সমিধ, তাম্র মূর্তি । উৰ্দ্ধহস্ত হইয়া জপ,  
গুড়মিশ্রিত অন্ন বলি, রক্তচন্দন ও গুগ্গুলু ধূপ, কপিল নামক অগ্নি, পুষ্প  
ভূষণ, মালা বস্ত্র । রবি কলিঙ্গদেশজ । ইনি কাশ্যপগোত্র, ক্ষত্রিয় জাতি ।

অবিদেবতা শিব দক্ষিণে এবং প্রত্যাদিদেবতা বহ্নি বামে অবস্থিত । ইনি  
রক্তবর্ণ বর্জ্বল মণ্ডল মধ্যস্থিত । দক্ষিণা ধেনু, এবং দানীয় দ্রব্য রক্তবর্ণ পটবস্ত্র,  
প্রবাল, তাম্র ও উপবীত ।

চন্দ্ৰের ধ্যান—ওঁ সামুদ্রং বৈশ্বমাতেয়ং হস্তমাজ্ঞং মিতাম্বরং । ষ্ঠেতং  
দ্বিবাং বরদং দক্ষিণং সগদেতরং । দশাঙ্গং ষ্ঠেতপদ্মহং বিচিত্রোন্মাদিদেবতং ।  
জলপ্রত্যাদিদেবকং সূর্য্যাস্যমাহ্বয়েত্তথা ॥

মন্ত্র—ওঁ ঐং ক্রীং নোমায় । প্রণাম মন্ত্র—দিব্যশঙ্খতুয়ারাভং ক্ষীরোদার্ণবস-  
ত্ত্বং । নমামি শশিনং ভক্ত্যা শস্ত্রোমুকুটভূষণম্ ।

সোমগ্রহের জপের সংখ্যা পনের হাজার । অধোহস্তে শক্তিমালায় জপ । হোম  
এক হাজার পাঁচশত । তর্পণ একশত পঞ্চাশ । অভিষেক পনর । দুইজন ব্রাহ্মণ  
ও কাপালিকদ্বয় ভোজন করাইবে । পলাশ বৃক্ষের সমিধ, ব্রজতবর্ণ মূর্তি । সোম  
অগ্নিকোণস্থিত সন্মুদ্রজাত, বসুনা দেশজ এবং অত্রিগোত্র, বৈশ্ব জাতি । শুক্ল পুষ্প,  
বস্ত্র, মালা, আভরণ । ষ্ঠেতচন্দন ও সরলকাষ্ঠ ধূপ, সম্বত পায়স বলি । পিঙ্গল-  
নামক অগ্নি । অবিদেবতা উমা, প্রত্যাদিদেবতা জল । দক্ষিণা শঙ্খ । দান—শুক্ল  
পটবস্ত্র, গুড় ধেনু, ক্ষীরপূরিত শঙ্খ ও রক্তনির্ম্মিত চন্দ্র ।

মঙ্গলের ধ্যান—ওঁ আবস্ত্যং ক্ষত্রিয়ং রক্তং মেঘতং চতুরঙ্গুলম্ । আরক্ত-  
মালাবসনং ভারদ্বাজং চতুর্ভুজং । দক্ষিণোৰ্দ্ধক্রমাজ্জিবরাস্ত্রয়গদাকরং ।  
আদিত্যাভিমুখং দেবং তবদেব সমাহ্বয়েৎ । স্বন্দাদিদেবতং ভোমং ক্ষিতি-  
প্রত্যাদিদেবতম্ ॥

মন্ত্র—ওঁ হুং ক্রীং মঙ্গলায় । প্রণাম—ধরনী-গর্ভসম্ভূতং বিদ্যাপুঞ্জসমপ্রভং ।  
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্ ॥

উৰ্দ্ধকরে শিবমালায় ৮০০০ হাজার জপ । হোম ৮০০ । তর্পণ ৮০ ।  
অভিষেক ৮ । ব্রাহ্মণভোজন ১ । তাম্রবর্ণ মূর্তি । খদির বৃক্ষের সমিধ ।

ধুমকেতুনাশক অগ্নি । মঙ্গল দক্ষিণ দিকস্থ, অবস্তীদেশজ, ভরদ্বাজগোত্র এবং কত্রিয় জাতি ।

ইহার অধিদেবতা স্কন্দ, প্রত্যাদিদেবতা ক্ষিতি । কুঙ্কুম, চন্দন, রক্তবর্ণ পুষ্পাদি এবং দেবদারু ধূপ । ইহার পূজায় রক্তবর্ণ বৃষ দক্ষিণা এবং রক্তবর্ণ বস্ত্র, প্রবাল, রক্তবর্ণ বৃষ, ময়ূর ও তাম্র দানীয় দ্রব্য ।

বুধের ধ্যান—ওঁ মাগধং দ্ব্যঙ্গুলাজ্জয়েং বৈষ্ণৱং পীতং চতুর্ভুজং বামোদ্ধিক্রম-  
তশ্চর্মগদাবরদখঞ্জিনং । সূর্যাস্যং সিংহগং সৌম্যং পীতবস্ত্রং তথাহ্বয়েং । নারায়ণাধিদেবঞ্চ বিষ্ণুপ্রত্যাদিদেবতম্ ॥

মন্ত্র—ওঁ ঐং ক্রীং ক্রীং বুধায় । প্রণাম—প্রিয়ঙ্কুলিকাশ্রামং রূপেণাপ্রতিমং বুধং । সৌম্যং সর্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ স্তুতং ॥

সঙ্কোচিত হস্ত করিয়া ১৭০০০ হাজার জপ করিবে । হোম ১৭০০ । তর্পণ ১১৭ । অভিষেক ১৭ । ব্রাহ্মণভোজন ২ । শিশুভোজন এক । ইহার স্তব্ধ-মুক্তি । অপামার্গের সমিধ । ইনি ঈশানকোণে স্থিত, ধনুরাকৃতি । ইহার পূজায় পীতপুষ্প, সরল কণ্ঠ গন্ধ ও স্নতযুক্ত দেবদারু ধূপ দিবে । ইনি মগধ-দেশজ । অত্রিগোত্র । বৈশ্যজাতি । জ্ঞানপ্রদাতা অগ্নি । নারায়ণ অধিদেবতা এবং বিষ্ণু প্রত্যাদিদেবতা । দক্ষিণা স্তবর্ণ । দানীয় দ্রব্য কুঙ্কুমবাসিত বস্ত্র, যজ্ঞহুত্র, কাঞ্চন ও চন্দন ।

বৃহস্পতির ধ্যান—ওঁ বিজ্ঞান্দ্রিসং পীতং সৈন্ধবঞ্চ ষড়্ভুজং । দ্বায়েং পীতা-  
ম্বরং জীবং সরোজস্থং চতুর্ভুজং । দক্ষোদ্ধ দক্ষবরদ-করকাদগুমাহ্বয়েং । ব্রহ্মা-  
ধিদেবতং সূর্যাস্তমিস্র-প্রত্যাদিদেবতং ॥

মন্ত্র—ওঁ ক্রীং ক্রীং হুং বৃহস্পত্যে । প্রণাম—দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরুং কনক-  
সন্নিভং । বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্ ॥

জপের সংখ্যা উনিশহাজার । সঙ্কোচিত করে জপ করিতে হয় । হোম উনিশ শত । তর্পণ একশত নব্বই । অভিষেক উনিশ । ব্রাহ্মণভোজন দুই ও জ্যোতির্বিদ-ভোজন এক । শিখিনামা অগ্নি, অশ্বখ সমিধ । স্তবর্ণ-প্রতিমা । পীতবর্ণ পুষ্পবস্ত্রাদি । চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও কুঙ্কুম এই চতুর্গন্ধ, দশাঙ্গ ধূপ । ইনি সিন্ধুদেশজ, আঙ্গিরস গোত্র । অধিদেবতা ব্রহ্মা, প্রত্যাদি-  
দেবতা ইন্দ্র । দক্ষিণা,—পীতবর্ণ বস্ত্রযুগ্ম । দান—মুক্তা, কাঞ্চন, পীত বস্ত্র, পীতবর্ণ অশ্ব, যজ্ঞোপবীত ও ফল ।

শুক্লের ধ্যান—ওঁ শুক্রং ভোজকটং বিপ্রং ভার্গবঞ্চ নবাজুলাং । পদ্মপু-

মানবয়েৎ স্বর্ঘ্যমুখং শ্বেতং চতুর্ভূজং । গদাঙ্গবরকরকাদণ্ডহস্তং সিতাম্বরং ।  
শক্রাধিদেবতং ধ্যায়ৈচ্ছতী প্রত্যাধিদেবতম্ ॥

মন্ত্র—ওঁ হ্রীং শ্রীং শুক্রায় । প্রণাম—হিমকুন্দমৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং  
গুরুং । সর্বশাস্ত্রপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহং ॥

স্তব্রপাণিতে জপ । জপের সংখ্যা একুশহাজার । হোম একুশ শত । তর্পণ  
দুইশত দশ । অভিষেক একুশ । ব্রাহ্মণভোজন ও শৈবভোজন তিন । উড়ুস্বর  
সমিধ্, ইনি রজত মূর্তি, পূর্বাদিকৃষ্ণ, শুক্রবর্ণ এবং চতুষ্কোণাকৃতি । ইহার অর্চনার  
শুকুপ্পাদি । শ্বেত চন্দন, অগুরু ধূপ । ইনি ভোজকলদেশজ, তরদ্বাজগোত্র,  
ব্রাহ্মণস্বভাব এবং পুষ্যানকত্র । হাঠিকনামা অগ্নি । অধিদেবতা ইন্দ্র, প্রত্যাধি-  
দেবতা ইন্দ্রাণী । দক্ষিণা ঘোটক । দান দ্রব্য শুক্রবর্ণ অশ্ব, শুক্র বস্ত্র, স্বর্ণ ও মুক্তা ।

শর্টনশ্চরের ধ্যান—ওঁ সৌরাষ্ট্রং কাশ্যপং শূদ্রং স্বর্ঘ্যাস্ত্রং চতুরঙ্গুলং । কৃষ্ণং  
কৃষ্ণাম্বরং গৃধ্রগতং সৌরিং চতুর্ভূজং । তদ্বদ্বাণধরং শূলবনুহস্তং সমাহবয়েৎ ।  
দমাদিদেবতং প্রজাপতিপ্রত্যাধিদেবতম্ ॥

মন্ত্র—ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শর্টনশ্চরায় । প্রণাম—ওঁ নীলাঙ্গনচয়প্রখ্যং রবিস্নুং  
মহাগ্রহং । ছায়ায়া গর্ভসমুতং বন্দে ভক্ত্যা শর্টনশ্চরম্ ॥

জপের সংখ্যা দশহাজার । শিবমালায় জপ । হোম এক হাজার । তর্পণ  
একশত । অভিষেক দশ । ব্রাহ্মণভোজন এক । উচ্চকরে জপ । একটী নগ্ন  
ভোজন । শমীকাঠের সমিধ্ । মহাতেজো নামা অগ্নি । মৃগনাভি গন্ধ । কালাগুরু  
ধূপ । কৃষ্ণবর্ণ পুষ্প বস্ত্রাদি । অধিদেবতা যম, প্রত্যাধিদেবতা প্রজাপতি । দান—  
কৃষ্ণবর্ণা গাভী, বস্ত্রযুগ্ম, কৃষ্ণবর্ণ কন্দুল, মহিষ, শুদ্ধ গৌহ । ইহার দক্ষিণা সীসক ।

রাহুর ধ্যান—ওঁ রাহুং মলয়জং শূদ্রং পৈঠীনাং দ্বাদশাঙ্গুলং । কৃষ্ণং কৃষ্ণা-  
ম্বরং সিংহাসনং ধ্যান্তা তথাহবয়েৎ । চতুর্দ্বাহং খড়্গাবরশূলচর্ম্মকরস্তথা ।  
কালাদিদেবং স্বর্ঘ্যাস্ত্রং সর্পপ্রত্যাধিদেবতম্ ॥

মন্ত্র—ওঁ ঐং হ্রীং রাহবে । প্রণাম—ওঁ অর্দ্ধকাযং মহাবোরং চন্দ্রাদিত্যবি-  
মর্দকং । সিংহিকায়াঃ সূতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্ ॥

জপের সংখ্যা বার হাজার । উচ্চপাণিতে বক্রভাবে জপ । হোম বারশত ।  
তর্পণ একশত কুড়ি । অভিষেক বার । ব্রাহ্মণভোজন দুই । দুর্কা সমিধ্ ।  
গৌহ প্রতিমা । ইনি নৈঋত দিকৃষ্ণ, মকরাকৃতি এবং কৃষ্ণবর্ণ । পদ্মকাষ্ঠ ও  
গুড়তৃক্ ধূপ । কৃষ্ণবর্ণ, বস্ত্র, পুষ্পাদি । ইনি শাকদ্বীপ জাত, পৈঠীনস গোত্র  
এবং শূদ্রজাতি । ইহার অধিদেবতা কাল, প্রত্যাধিদেবতা সর্প । হতশেষনামা



অগ্নি। দক্ষিণা লৌহ খড়্গা। দান—তীক্ষ্ণখড়্গা, পট্টবস্ত্র, চারিসের তিনছটাক পরিমিত লৌহ এবং চন্দন।

কেতুর ধ্যান—ওঁ কৌশধীপং কেতুগণং জৈমিনীয়ং বড়ঙ্গুলং। ধূম্রং গুব্ধং গতং শূদ্রমাহবয়েং বিকৃতাননং। সূর্য্যাস্ত্রং ধূম্রবসনং বরদং গদিনন্তথা। চিত্র-গুপ্তাধিদেবঞ্চ ব্রহ্ম প্রত্যাধিদেবতম্॥

মন্ত্র—ওঁ হ্রীং ঐং কেতবে। প্রণাম—ওঁ পলালধূমসঙ্কাশং তারাগ্রহবিমর্দকং। যৌজং রুদ্রাস্বজং ক্রুরং তং কেতুং প্রণমাম্যাহম্॥

অংগপাণি ও বস্ত্রভাবে শিবমালাতে ১২০০০ হাজার জপ। হোম ১২০০। তর্পণ ১২০। অভিষেক ১২। ব্রাহ্মণভোজন ১। চণ্ডাল ভোজন ১টী। কুশ সমিধ্। হৃতশেষ নামাগ্নি। লৌহপ্রতিমা। শ্বেতচন্দন, কুঙ্কুম, সরল কাষ্ঠ, অঞ্জলি, মৃগনাভি, পদ্ম কাষ্ঠ, এই নমুদয় মিশ্রিত গুড়ত্বক্ ধূপ। ইনি সর্পাকৃতি, বায়ুকোণে অবস্থিত, ধূম্রবর্ণ। ধূম্রবর্ণ পুষ্পবস্ত্রাদি। ইনি কুশধীপজাত, জৈমিনি গোত্র, শূদ্রজাতি। ইহার চিত্রগুপ্ত অধিদেবতা, প্রত্যাধিদেবতা ব্রহ্মা। দক্ষিণা ছাগ। দান—কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র, ছাগ, চন্দন ও লৌহ।

### ত্রিপুঙ্কর যোগ।

ভগ্নগাদেহপি নক্ষত্রে ভৌমার্কণনিবাসরে। ভদ্রাতিথিসমায়োগে ত্রিপুঙ্কর ইতি স্মৃতঃ॥ বারে শস্ত্রস্মৃতং হস্তি তিথৌ গোধনমেবচ। নক্ষত্রে গোত্রহানিঃ স্ত্রাং সর্বং হস্তি ত্রিপুঙ্করে। পুঙ্করত্রয়দোষণে বাস্তবক্ষেপে ন জীবতি॥

ভগ্নপদে—পুনর্বস্ব, উত্তরাষাঢ়া, কৃত্তিকা, উত্তরফল্গুনী, মৃগশিরা, চিত্রা, ধনিষ্ঠা, পূর্বভাদ্রপদ ও বিশাখানক্ষত্রে, শনি, মঙ্গল, ও রবিবারে দ্বিতীয়া, দ্বাদশী ও সপ্তমী তিথির সমায়োগ হইলে ত্রিপুঙ্কর যোগ হয়। বারদোষে শস্ত্র ও পুত্রহানি, র্তিথিদোষে গো এবং নক্ষত্রদোষে গোত্রনাশ হয়। আর তিনদোষ একত্র হইলে সমস্ত নষ্ট করে। এমন কি বাস্তব ব্রহ্ম পর্য্যন্তও জীবিত থাকে না।

এবং ত্রিপুঙ্করে যোগে দোষো জীবনসংশয়ঃ। পুত্রো ভগিনী কন্যা চ পিতৃ-মাতৃসহোদরাঃ॥ পিতৃহর্যতা মাতুলশ্চ জ্ঞাতরশ্চ সপিওনঃ। সর্বাভাবে রিষ্টদোষো বাস্তবক্ষেপে ন জীবতি॥ মাসে মাসে ত্রিপক্ষে বা ষড়্বাসে বৎসরেহপি বা। অবশ্যং মরণং তত্র নাস্তি যোগো নিরামিষঃ॥ তন্মাদ্রিষ্টোপশাস্ত্যর্থং হোমং কুর্য্যাদিচক্ষঃ॥

ত্রিপুঙ্কর যোগে কাহারও মৃত্যু হইলে, তাহার পুত্র, ভগিনী, কন্যা, পিতা,

মাতা, সহোদর, পিতৃবা, মাতুল, জ্ঞাতি, সপিণ্ড ইহাদের জীবন নষ্ট হয়। এমন কি বাস্তবিক পর্য্যন্তও জীবিত থাকে না। সেই মাসে, ত্রিপক্ষে (৪৫ দিনে), ছয় মাসে বা বৎসরের মধ্যে কথিত অনিষ্ট সকল ঘটবে। এই যোগ কখনই নিষ্ফল হয় না। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি ইহার শাস্তির জ্ঞাত হোম করিবেন।

নিত্যক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া বিষ্ময়রূপ করত “ওঁ তৎসৎ” ইহা বলিয়া নারায়ণকে নমস্কার করিয়া ব্রাহ্মণত্রয়কে অর্চনা করত পুণ্যাহবাচনাди করিয়া তিল কুশ জল গ্রহণ করিয়া সংস্কল করিবেন। যথা,—

বিষ্মুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-  
গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য প্রেতশ্চ অমুকদেবশর্ম্মণঃ ত্রিপু-  
করযোগকালমরণজন্তু পেতানিষ্টপ্রশমনকামোহং শান্তিং করিয়ে।

অনন্তর স্বশাখোক্ত (৩ পৃঃ দেখ) সঙ্কলহুক্ত পাঠ করিয়া, ব্রহ্মা, আচার্য্য, হোতা ও সদস্য বরণ করিবেন। তৎপরে পঞ্চগব্য তত্ত্বমস্ত্রে শোধন করিয়া সেই মিলিত পঞ্চগব্য দ্বারা বেদী শোধন (৫১ পৃঃ দেখ) করত ঘটস্থাপন করিবেন। অনন্তর ঘটে গণেশাদি দেবগণের পূজা করিয়া গ্রহমণ্ডলে নবগ্রহের পূজা করত দশদিকৃপালগণের পূজা করিবেন।

অতঃপর মণ্ডলের উপরে চারিটী কলসী স্থাপন করিয়া প্রথম কলসীর উপর ত্রীছি-ষবপূরিত লৌহপাত্র রাখিয়া, তাহাতে লৌহময়ী যম-প্রতিমা কৃষ্ণ-বস্ত্রে বেষ্টনপূর্ব্বক স্থাপন করিবেন। দ্বিতীয় কলসীর উপরে তিলপূর্ণ তাত্রপাত্র রাখিয়া তাহা শুক্লবস্ত্রে আচ্ছাদনপূর্ব্বক তাত্রময়ী ধর্ম্মপ্রতিমা রাখিবেন। তৃতীয় কলসীর উপরে যবপূরিত কাংশুপাত্র রাখিয়া পীতবস্ত্র দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক কাংশু-রচিত চিত্রগুপ্তপ্রতিমা স্থাপন করিবেন এবং চতুর্থ কলসোপরি গোধূমপূরিত রৌপ্যময়ী পুঙ্করপ্রতিমা স্থাপন করিবেন।

অতঃপর যমরাজকে পঞ্চামৃতদ্বারা স্ব স্ব মস্ত্রে স্নান করাইয়া প্রত্যেকের আবাহন প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি করিয়া (১৬—১৭ পৃঃ দেখ) পূজা করত প্রণাম করিবেন। যথা—

ওঁ ধর্ম্মরাজ নমস্তুভ্যং কালদগুধর প্রভো। বৈবস্বত নমস্তেহস্ত  
প্রেতরিষ্টেং বিনশ্যতু ॥

পরে “ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ”—এই মন্ত্রে তিনবার পূজা করিবে, এবং ধর্ম্মকে আবাহনাদি করিয়া পূজা করত প্রণাম করিবে। যথা,—

ও ধর্ম্য হং ধর্ম্যরূপোহসি নিলোমোহসি নিরঞ্জনঃ । প্রেতরিষ্টমিদং  
দেব নাশয় ত্বং যম প্রভো ॥

“ও ধর্ম্যায় নমঃ” এই মন্ত্রে তিনবার পূজা করিবে । অনন্তর চিত্রগুপ্তের  
আবাহনপূর্বক প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি করত পূজা করিয়া প্রণাম করিবে । যথা,—

ওঁ যম-মন্ত্রী চিত্রগুপ্তো বিধাতা ধাতৃসংজ্ঞকঃ । প্রেতরিষ্টপ্রশমনঃ  
কুরু দেব নমোহস্তু তে ॥

পরে “ওঁ চিত্রগুপ্তায় নমঃ”—এই মন্ত্রে তিনবার পূজা করিবে । অতঃপর  
পুঙ্করের পূজা করিয়া মৃত্যুদিনের তিথি, বার ও নক্ষত্রের পূজা করিবে । পরে  
অগ্ন্যহোক্ত অগ্নিস্থাপন-করিয়া চরু পাক করিবে । পরে “ওঁ যমায় স্বাহা” এই  
মন্ত্রে বিকল্পত ( কটকযুক্ত গুণ্য বিশেষ ) সমিধ্, দুগ্ধ হোম করিবে । অনন্তর  
“ওঁ ধর্ম্যায় স্বাহা” “ওঁ চিত্রগুপ্তায় স্বাহা” এই মন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ধর্ম্য এবং  
চিত্রগুপ্তের চরু ও অস্থি দ্বারা হোম করিবে । তৎপরে ব্রাহ্মণকে যব, তিল  
ও গাভী দান করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন ।

গোভিল বলেন, ত্রিপুররশাস্তিকরণজন্য প্রথমতঃ ব্রাহ্মণকে সুবর্ণদান  
করিয়া বিষ্ণু পূজা করিবে, এবং মধু ও আজ্যামিশ্রিত তিল দ্বারা হোম করিবে ।\*

পার্শ্ব শিবলিঙ্গ-পূজা-পদ্ধতি । ( ১ )

ব্রাহ্মণ শুক্রবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য হরিদ্রাবর্ণ এবং শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ, এক  
তোলা বা দুই তোলা মৃত্তিকার দ্বারা শিবলিঙ্গ নির্মাণ করিবে । মৃত্তিকা

\* সুবর্ণ ব্রাহ্মণে দদ্যাৎ বিষ্ণুং সংপূজয়েততঃ । মধ্যাজ্যামিশ্রিত্তিলৈর্হোমং কুর্গ্যাৎ  
সহস্রকম্ । ইতি গোভিল ।

( ১ ) শিবলিঙ্গ শব্দের অর্থ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত হইয়া “শিবের শিখা” এইরূপ অর্থ  
মনে করেন । বস্তুতঃ এইরূপ অর্থ নিতান্তই ভ্রান্তিবিজ্ঞপ্তিত, শাস্ত্রনিরূপিত নহে । শাস্ত্র  
বলেন, “আলয়ং লিঙ্গমিত্যাহনং লিঙ্গং লিঙ্গমুচ্যতে । যস্মিন্ সর্বানি ভূতানি লীযন্তে বুধুনা ইব” ॥  
আবার অন্তর্ভুক্ত বলিয়াছেন, “প্রত্যহং পরমেশানি যাবজ্জীবং ধরাতলে । পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা লিঙ্গং  
ব্রহ্মময়ং শিবে ॥” ইহার তাৎপর্যার্থ এই যে, যেমন সমুদ্রে বুধুদাবলী উথিত হইয়া আবার  
উঠিতে বলীন হইতেছে, সেইরূপ অনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ড যে ব্রহ্মসমুদ্রে বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে,  
সেই পরব্রহ্মই লিঙ্গশব্দের অর্থ । তাই বলিলেন “লিঙ্গং ব্রহ্মময়ং” কিন্তু ব্রহ্ম সর্বব্যাপক হইলেও  
হৃদয়পুণ্ডরীকের অভ্যন্তরে অল্প পরিমিত স্থানেই সাধক তাঁহার উপলব্ধি করিতে পারেন,  
তাই বাহ্যঃশব্দ ও অভ্যন্তরঃশব্দ পরিমিত তাঁহার মূর্তি করা হয় । ইহাই কঠ-শ্রুতিতে বলিয়া-

গ্রহণ কালে “ওঁ হরায় নমঃ” বলিবে এবং “ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ” বলিয়া লিঙ্গ নির্মাণ করিবে। মৃত্তিকা সমান তিনভাগ করিয়া উপরের ভাগে লিঙ্গ, মধ্য ভাগে গৌরীপীঠ এবং শেষভাগ দ্বারা বেদী করিবে। উপরের লক্ষ্যমানভাগ লিঙ্গ, মধ্যভাগ গৌরীপীঠ এবং অধোভাগের নাম বেদী। লিঙ্গ বুদ্ধ অঙ্গুলীর অগ্রভাগের মধ্যপর্ক-পরিমিত করিবে।

হস্তদ্বয়ের একতর দ্বারা লিঙ্গ নির্মাণই প্রশস্ত, যদি না পারে তবে দুই হস্তদ্বারা গঠন করিবে। এইরূপে লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া তাহার উপরে মৃত্তিকা দ্বারা একটা গোল মত বজ্র দিবে। যদি অত্র ব্যক্তি লিঙ্গ নির্মাণ করে, তবে পূজক এককালেই “ওঁ হরায় নমঃ, ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ” বলিবে।

লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া উত্তরমুখে উপবেশন পূর্বক পাদ প্রক্ষালন কবত উত্তরমুখে কুশাসন, কম্বলাসন এবং মৃগরোমজ আসনের অগ্রতম আসনে বসিবে। আসন দুই হস্তের অধিক লম্বা ও দেড় হস্তের অধিক প্রশস্ত এবং তিন অঙ্গুলির অধিক উচ্চ হইবে না। এইরূপ আসনের উপর পদ্মাসন (৩৬ পৃঃ দেখ) করত বসিয়া দক্ষিণহস্তে কএকটা আতপতগুল লইয়া আপন বেদ অনুসারে স্ততিবাচন করত কৃতাজলি হইয়া “ওঁ সূর্য্যঃ সোমায়মঃ কালঃ সন্ধ্যো ভূতাত্ত্বঃ ক্ষপাঃ। পবনো দিকৃপতিভূমিরাকাশং তচ-রামরাঃ। ত্রাক্ষ্য শাসনমাস্থায় কলধর্মহি সন্নিধিং”। ইহা পাঠ করিয়া পরে আসন শুদ্ধি করিয়া (৪ পৃঃ দেখ) কুশীর অগ্রভাগে সচন্দন পুষ্প ত্রিপত্রবৃক্ষ-দূর্লা এবং আতপতগুল ও বিষপত্র রাখিয়া ঐ পাত্র অলপ করত উহা দুই হস্ত দ্বারা গ্রহণপূর্বক সূর্য্য উদ্দেশে দিয়া সূর্য্যকে প্রণাম করিবে। (অর্ঘ্যদান ও প্রণামের মন্ত্র ৬২ পৃঃ দেখ) পরে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া বিদ্যাপসরণ ও গণেশাদি পূজা করিবে।

#### গণেশাদি-পূজা।

শালগ্রাম অথবা জলে গণেশাদি দেবতাব পূজা করিবে। শূদ্র ও জীলোক জলে করিবে। “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ” এই বলিয়া একটা গন্ধপুষ্প জলের উপর দিবে। পরে “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিবাди পঞ্চ-দেবতাভ্যো নমঃ” বলিয়া জলে গন্ধপুষ্প দিবে। তৎপর গুরুপংক্তি নমস্কার, করণ্ডকি, ভূতগুন্ধি, মাতৃকান্যাদি করিবে (৪ পৃঃ হইতে ১৪ পৃঃ দেখ)।

অনন্তর শিবের মূল মন্ত্র অথবা প্রণব (ওঁ) ১৬ বার জপ করিয়া পূরণ, ৬৪ বার জপ করিয়া বৃহৎ, এবং ৩২ বার জপ করিয়া বেচকৃৎ প্রাণায়াম

করিবে। যদি এইরূপ করিতে না পারে, তবে ৪ বার জপ করিয়া পূরণ ১৬ বার জপ করিয়া কুন্তক এবং আটবার জপ করিয়া রেচন করিবে। (প্রাণায়ামের প্রণালী ১৪ পৃষ্ঠায় দেখ)। এই প্রকারে প্রাণায়াম করিয়া কাংস্ত, রক্তত অথবা স্বর্ণপাত্রে একটী বিষপত্র চিত করিয়া তাহার উপর গোরীপীঠের অগ্রভাগ উত্তর মুখ করিয়া শিবলিঙ্গ বসাইবে। অনন্তর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে।

### প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

লেলিহামুদা করত দুর্কা, তণ্ডুল অথবা পুষ্পদ্বারা শিবলিঙ্গ ধরিয়া “ও শূলপাণে ইহ স্মৃতিষ্ঠিতোভব” এই বলিবে। তৎপরে অঙ্গস্তাস ও করস্তাস করিবে।

### অঙ্গস্তাস।

“ও হৃদয়ায় নমঃ “নং শিরসে স্বাহা” “মং শিখায় বযট্” “শিং কবচায় হং” “বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্” “য়ঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্” বলিয়া অঙ্গস্তাস করিয়া পরে করস্তাস করিবে। (১)

### করস্তাস।

“ও অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, নং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, মং মধ্যমাভ্যাং বযট্, শিং অনামিকাভ্যাং হং, “বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, যঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্” বলিয়া করস্তাস করিবে। অতঃপর ঋষাদি স্তাস করিবে। (করাস্তাসে অঙ্গুলী নিয়ম ১৬ পৃঃ দেখ)।

### ঋষাদি স্তাস।

“ও বামদেব ঋষয়ে নমঃ” বলিয়া মন্তকে, “ও পণ্ডিত্রিহন্দসে নমঃ” বলিয়া মুখে. “ও ঈশানায় দেবতায়ৈ নমঃ” বলিয়া হৃদয়ে দক্ষিণ কর স্পর্শ করিয়া ঋষাদিস্তাস করত “ও নমঃ শিবায়ে বলিয়া ব্যাপক স্তাস করিবে। (১৫ পৃঃ দেখ) পরে ধ্যাম করিবে। যথা—

ও ধ্যামেন্নিত্যং মহেশং ব্রজতগিরিনিভং চাক্রচন্দ্রাবতংসং

ব্রহ্মাকলোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং।

(১) শ্রী শৃঙ্গাদিরা অঙ্গস্তাস ও করস্তাসে ও “নং, মং, শিং, বাং, হং, ইহার স্থলে দ্ব্যংগ প্রথম শাং-শীং পুঃ, ২য়ং শৌং, ৩য়ং বলিবে।

পদ্মাসীনং সমস্তাং স্তুতমগরগণৈর্ব্যাক্তকৃতিং বসনাং

বিখ্যাতং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্তং ত্রিনেত্রং ॥ (১)

এই ধ্যান পড়িয়া হস্তের পুষ্পটী মস্তকে দিবে, এবং প্রার্থনমুদ্রা করিয়া “আমি শিব” এইরূপ চিন্তা করত হৃৎপদ্মমধ্যে ধ্যানোক্ত আকৃতিটী চিন্তা করিয়া মানস পূজা করিবে ।

### মানস-পূজা ।

মানস-পূজাতে বাহ্য কিছু কর্তব্য, তাহা সমস্তই মনে মনে করিতে হয় । অর্থাৎ বহ্য উপকরণের কোন প্রয়োজন হয় না ।

মানস পূজাতে প্রথমে আসন, পরে স্বাগত ( অর্চিতব্য দেবকে শুভাগমন জিজ্ঞাসা ) এবং ক্রমে পাত, অর্ঘ্য আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, মালা এবং বিষ্ণপত্র ইত্যাদি প্রদান করিয়া “ওঁ নমঃ শিবায়” বলিয়া বর্থাশক্তি মূলমন্ত্র মনে মনে জপ করিবে । পরে বক্ষ্যমাণ প্রকারে স্ততিবাদ ও প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করিবে ।

অতঃপর বিশেষার্থ্য স্থাপন করিতে হইবে । \* (১৮ পৃ দেখ) । পরে পুনরায় অঙ্গস্ত্রাণ করতঃ করিয়া কুম্ভ মুদ্রা দ্বারা একটী সচন্দন পুষ্প গ্রহণ করিয়া পুনরায় ধ্যান করত সেই পুষ্পে নিখাসদ্বারা ব্রহ্মরজ্জ্ব হইতে দেবতাকে শিব-লিঙ্গোপরি আনয়ন করত স্থাপন করিয়া আবাহন মুদ্রা করত “ওঁ পিনাক-ধৃক্ ইহাগচ্ছাগচ্ছ বলিয়া আবাহন, স্থাপনী মুদ্রা করিয়া “ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ” বলিয়া স্থাপন, সন্নিধাপনী মুদ্রা করিয়া “ইহা সন্নিধেহি ইহা সন্নিধেহি” বলিয়া সন্নিধাপন, সন্মোক্ষনী মুদ্রা করত “ইহ সন্নিধব্যস্ত বলিয়া সন্মোক্ষন, সম্মুখীকরণীমুদ্রা

(১) রজতগিরি সদৃশ অর্থাৎ শুভ্রবর্ণ, অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতলাট, নানা রত্নবিভূষিতাঙ্গ, পরশু, মৃগ, বর এবং অভয়হস্ত, প্রশান্তমূর্তি, পদ্মাসনে উপবিষ্ট, অমরবৃক্ষদ্বারা সংস্কৃত, ব্যাঘ্রচর্ম-স্বাক্ষ কটিদেশ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আদি এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারণ, সংসার-ভয়-তারণ, পকানন, ত্রিনয়ন-শিবকে ধ্যান করিবে ।

\* সমস্ত পূজাতেই এইরূপ বিশেষার্থ্য স্থাপন করিতে হয় । কিন্তু দেবতা ভেদে তৎ তৎ মন্ত্র বলিয়া কার্য্য করিতে হয় । যেমন যেখানে “ওঁ নমঃ শিবায়” আছে সেইখানে নারায়ণ-পূজা হইলে “ওঁ নমোনারায়ণায়” বলিতে হইবে এবং ষড়ঙ্গপূজায় ও পূজনীয় দেবতার অঙ্গ-ব্যাঃ সম ন্যায় করিতে হইবে ; এই মাত্র বিশেষ । ৩৬ অঙ্গুলী পরিমিত অর্ঘ্যপাত্র উত্তম, ২৪ অঙ্গুলী পরিমিত মধ্যম, ১২ অঙ্গুলী পরিমিত অধম । কিন্তু ৮ অঙ্গুলির কম হইলে হইবে না ।

করিয়া “অত্রাঘিষ্ঠানং কুৰ্ব্ব মম পূজাং গৃহাণ” বলিয়া সম্মুখীকরণ পূৰ্বক হাত ঘোড় করিয়া “যাবৎ পূজাং করোম্যহং তাবৎ স্থিরোভব” বলিতে হইবে । ( ক ) পরে শিবলিঙ্গকে স্নান করাইবে ।

### শিবলিঙ্গ স্নাপন ।

“ওঁ পশুপতয়ে নমঃ” বলিয়া তিনবার লিঙ্গোপরি জল দিয়া স্নান করাইবে । তৎপর পূজক যে সম্প্রদায় হন, তদনুসারে বজ্র নিক্ষেপ করিবে ।—শাক্ত, সৌর ও শৈব ঐশানকোণে, গাণপ শিবলিঙ্গের মূলদেশে এবং বৈষ্ণব পৃষ্ঠদেশে বজ্রটীকে ফেলিয়া দিয়া পূজা করিবেন ।

### পূজা ।

শিব পঞ্চবক্ত, পাঁচ দিকে পাঁচ মুখ অবস্থিত । পূৰ্বদিকে সত্তোজাত মুখ, পশ্চিমদিকে বামদেব, উত্তরে অঘোর, দক্ষিণে তৎপুরুষ এবং উৰ্দ্ধদেশে ঈশান নামক মুখ । সাধক উপচারাদি পূৰ্বদিকস্থ সত্তোজাতমুখে অৰ্পণ করিবেন, অন্য বক্তে নহে । শিবের সমস্ত উপচার “ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ” এই মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দিতে হইবে । জ্ঞী ও শৃঙ্গ “নমঃ শিবায় নমঃ” বলিবে । পূৰ্বে যে উপচারের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহার কোন একটা উপচারের দ্বারা পূজা করিবে । সমস্ত দ্রব্য দিতেই “অমুক দ্রব্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ” বলিয়া দিতে হইবে । সৰ্বদা দশোপচারে পূজা হইয়া থাকে, সুবোধের জন্ত তাহার উচ্চারণের প্রণালী বলা হইতেছে ।—“এতৎ পাণ্ডং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ” এই-রূপ ইদমৰ্ঘ্যং, ইদমাচমনীয়ং, ইদং স্নানীয়ং, এষ মধুপকঃ, ইদং পুনরাচমনীয়ং, এষ গন্ধঃ, এতৎ পুষ্পং, ( অনেক পুষ্প হইলে “এতানি পুষ্পাণি” ) এতৎ বিষ্ণপত্রং ( অনেক বিষ্ণপত্র হইলে “এতানি বিষ্ণপত্রাণি” ), এষ ধূপঃ, এষ দীপঃ, এতৎ নৈবেদ্যং ( খ ), এতৎ পানার্থজলং, ইদং পুনরাচমনীয়ং, এতৎ তাণ্ডলং, এষ-সচন্দনপুষ্পবিষ্ণপত্রাজলিঃ” ( এই অঞ্জলি তিনবার দিবে ) এই বলিয়া সমস্ত দ্রব্য দিয়া পূজা করিবে । এইরূপে পূজা সমাপ্ত করিয়া অষ্টমূর্তির পূজা করিবে ।

( ক ) সকল পূজাতেই এইরূপে আবাহন করিবে ।

( খ ) গন্ধ হইতে নৈবেদ্য পর্যন্ত পঞ্চ উপচার গন্ধাদি পঞ্চমুখ । ( ২৭ পৃঃ দেখ ) কথিয়া দিবে ।

### অষ্টমূর্তি-পূজা ।

শিবের অষ্টদিকে গন্ধ-পুষ্প, অভাবে গন্ধাক্তদ্বারা অষ্টমূর্তির পূজা করিবে ।  
 ১ম —পূর্বদিকে “এতে গন্ধ-পুষ্পে ও সর্বাঙ্গ ক্ষতিমূর্তয়ে নমঃ” । ঈশানকোণে  
 “এতে গন্ধপুষ্পে ও ভবায় জন্মমূর্তয়ে নমঃ” । উত্তর দিকে “এতে গন্ধপুষ্পে  
 ও রুদ্রায় অগ্নিমূর্তয়ে নমঃ” । এই বলিয়া গন্ধপুষ্প প্রদান পূর্বক দক্ষিণাবর্তে  
 হস্ত ফিরাইয়া আনিয়া আবার বায়ুকোণ হইতে পূজা করিবে । বায়ুকোণে  
 “এতে গন্ধপুষ্পে ও উগ্রায় বায়ুমূর্তয়ে নমঃ” । পশ্চিম দিকে “এতে গন্ধপুষ্পে  
 ভীমায় আকাশমূর্তয়ে নমঃ” । নৈঋত কোণে “এতে গন্ধপুষ্পে ও পশুপতয়ে  
 যজ্ঞমানমূর্তয়ে নমঃ” । দক্ষিণদিকে “এতে গন্ধপুষ্পে ও মহাদেবার সোমমূর্তয়ে  
 নমঃ” । অগ্নিকোণে “এতে গন্ধপুষ্পে ও ঈশানায় সূর্য্যমূর্তয়ে নমঃ” । এইরূপে পূজা  
 করিয়া প্রাণায়াম ( ১৪পৃঃ দেখ ) করত শিবের মূলমন্ত্র ১০ বা ১০৮ অথবা যতবার  
 সামর্থ্য হয়, ততবার জপ ( জপ প্রণালী ১২ পৃঃ দেখ ) করিয়া :জপ বিসর্জন  
 ( ২০ পৃঃ দেখ ) করিবে । শিবের জপফল উর্দ্ধস্থিত ঈশানবজ্রে সমর্পণ করিতে  
 হয় । তৎপর কবাচ ও স্তব পাঠ করিয়া প্রণামমন্ত্র পড়িয়া প্রণাম করিবে ।  
 ( প্রণাম প্রণালী ২১ পৃঃ দেখ ) । প্রণাম মন্ত্র যথা,—

বাণেশ্বরায় নমঃ কার্ণবতারণায় জ্ঞানপ্রদায় ককণাময়নাগরায় ।

কপূর্বকুন্দবলেন্দুজটাধরায় দারিদ্রহঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥

পরে দক্ষিণহস্তের বুদ্ধ ও তর্জনী অঙ্গুলি যোগ করিয়া তদ্বারা দক্ষিণকর্ণপালে  
 আবৃত করত “বোম্ বোম্” শব্দে গালবাণ করিবে । তৎপর আত্ম-  
 সমর্পণ করিবে ( ২২ পৃঃ দেখ ) । পরে কৃতাজলি হইয়া নিয়মমন্ত্র পড়িয়া  
 ক্ষমা প্রার্থনা করিবে ।

“ও আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং ।

বিসর্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর ।”

এই বলিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া সংহার মুদ্রাদ্বারা ( ৩৯ পৃঃ ৪৩ শ্লোক দেখ )  
 বিসর্জন করিবে । পরে চরণামৃত ও নিম্মালাদি গ্রহণ করিবে ।

### প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গে শিবপূজা ।

যদি প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গে দৈনন্দিন শিবপূজা করিতে হয়, তবে “ও নমঃ  
 শিবায়” বলিয়া মনে করাইয়া পূজা করিবে । ইহাতে আবাহন, বিসর্জন এবং



প্রাণপ্রতিষ্ঠা নাই । আর সমস্তই পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা পদ্ধতি অনুসারে করিতে হইবে ।

### বাণলিঙ্গে শিবপূজা ।

যদি বাণলিঙ্গে দৈনন্দিন পূজা করিতে হয়, তবে প্রথমত পার্থিব শিব-  
লিঙ্গ পূজা পদ্ধতি অনুসারে পূজা করিবে । ইহাতে বিশেষ এই যে, পূর্বোক্ত  
“ওঁ ধ্যায়েরিত্যং” ইত্যাদি ধ্যান না করিয়া “ওঁ প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণা-  
খ্যং মহেশ্বরং । কামবাণাঘিতং-দেবং সংসারদহনক্ষমং । শৃঙ্গারাদিরসো-  
ল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরং ।” এই ধ্যান করিয়া সমস্ত উপচার “হৌং বাণে-  
শ্বরায় নমঃ” বলিয়া পূজা করিবে এবং মূলমন্ত্রের দ্বারা যে স্থানে কার্য্য  
করিতে হয়, সে স্থানে “হৌং” মন্ত্রদ্বারা করিবে । ইহাতেও আবাহন,  
বিসর্জন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা নাই । তৎপর পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজাপদ্ধতি অনু-  
সারে পূজা করিবে ।

### পুরুষসূক্ত মন্ত্র ।

ওঁ সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষাঃ সহস্রাক্ষাঃ সহস্রপাং । স ভূমিং সর্বতস্পৃঙ্গা  
অত্যতিষ্ঠদশাস্ত্রলম্ ॥ ১ ॥ ওঁ পুরুষ এবৈদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাবং ।  
উতামৃতত্বস্যোশানো যদগ্নেনাতিরোহতি ॥ ২ ॥ ওঁ এতাবানস্তু মহিমা-  
তো জ্যায়াংশ্চ পুরুষাঃ । পাদোহস্তু বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্তামৃতং দিবি ॥ ৩ ॥  
ওঁ ত্রিপাদুর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষাঃ পাদোহস্তোহভবৎ পুনঃ । ততোবিশঙ্ বাক্রা-  
মং শাগনাশনে অভি ॥ ৪ ॥ ওঁ ততো বিরাড়জায়ত বিরাজোহধিপুরুষাঃ ।  
স জাতোহত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥ ৫ ॥ ওঁ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ  
সর্বহৃতঃ সম্ভূতং পৃথদাজ্যং । পশুংস্তাংষ্টক্রে বায়ব্যা নারণ্যা গ্রাম্যাংশ্চ  
যে ॥ ৬ ॥ ওঁ তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্বহৃতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে । ছন্দাসি  
জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ৭ ॥ ওঁ তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে  
চোভয়াদতঃ । গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মান্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥ ৮ ॥ ওঁ  
তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রোক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ । তেন দেবা অযজন্ত  
সাধ্যাংশ্চ ঋযশ্চ যে ॥ ৯ ॥ ওঁ যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্ মুখং  
কিন্নরাসীং কিং বাহু কিমূরু পাদাবুচ্যোতে ॥ ১০ ॥ ওঁ ব্রাহ্মণোহস্য

মুখ্যাসীদাহু রাজন্যঃ কৃতঃ । উরু তদস্য যৈঋণ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোহ-  
জায়ত ॥ ১১ ॥ ওঁ চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যোহজায়ত ।  
শ্রোত্রাদ্বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত ॥ ১২ ॥ ওঁ নাত্যা আসীদন্ত-  
রাক্ষঃ শীর্ষোঁ দ্যৌঃ সমবর্তত । পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রান্তথা  
লোকানকল্পয়ন্ ॥ ১৩ ॥ ওঁ যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতত্বত ।  
বসন্তোহস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধাঃ শরদ্ধিঃ ॥ ১৪ ॥ ওঁ সপ্তাসান্  
পরিধয়ন্তিঃসপ্ত সমিধঃ কৃতঃ । দেবা যদযজ্ঞং তমানা অবরন্ পুরুষা  
পশুন্ ॥ ১৫ ॥ ওঁ যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমাণ্যসন্ ।  
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বৈ সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ১৬ ॥ ওঁ  
অদ্ভ্যঃ সন্তু তঃ পৃথিব্য রণাচ্চ বিধ্বকর্ম্মণঃ । সমবর্ত্ততাগ্রে তস্য ত্বম্ভা  
বিদধক্রপমেতি তন্মর্ত্তাস্ত দেবহমাজানমগ্রে ॥ ১৭ ॥ ওঁ দেবাক্রমেভ্যঃ  
পুরুষা মহাস্তুমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ । তমেব নিদিহাতিমৃত্যুমেতি  
নান্যঃ পশ্বা বিদ্যতেহনায় ॥ ১৮ ॥ ওঁ প্রজাপতিশ্চরতি যজ্ঞে অস্তর  
জায়মানো বহুধা বিজায়তে । তস্য যোনিঃ পরিপশ্যন্তি ধীরাস্তস্মিন্ হ  
তস্ব ভূবনানি বিধাঃ ॥ ১৯ ॥ ওঁ যো দেবেভ্যঃ আতপতি যো দেবানাং  
পুরোহিতঃ । পূর্বৈ যো দেবেভ্যো জাতো নমো রুচায় ব্রাহ্মণ্যে  
॥ ২০ ॥ ওঁ রুচং ব্রাহ্মণং জনয়ন্তো দেবা অগ্রে তদব্রুবন্ । যৈষ্টবঃ ব্রাহ্মণো  
বিদ্যান্তন্য দেবা আসন্ বশে ॥ ২১ ॥ ওঁ শ্রীং তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা  
অহোরাত্রে পাথ্রে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাতন্ । ইক্ষাক্ষিণামৃশ্ম  
ইষণ সর্বলোকস্ম ইষণ ॥ ২২ ॥

আদ্যাঃ ষোড়শ পুরুষস্তুমস্তাঃ । শেবাঃ ষট্ অদিত্যোপস্থানে বিনিযুক্তা  
অপি সূর্য্যস্য ব্রহ্মপ্রসূতত্বেন কীর্তনাং ব্রহ্মণশ্চ পুরুষরূপত্বাৎ পুরুষস্তুত্বাধ্যায়ো-  
বীয়ন্তে । অস্ত পুরুষস্তুত্বমস্তস্য নারায়ণ ঋষিরপ্তপুচ্ছদঃ পুরুষো দেবতা পুরুষ-  
মেবপ্রোক্ষণীয়পুরুষাভূতো বিনিয়োগঃ ॥ \* ॥

### শ্রীশ্রুত মন্ত্র ।

ওঁ হিরণ্যবর্ণাঃ হিরণীঃ স্তূর্ব্বারজতপ্রজাঃ । চন্দ্রাঃ হিরণ্যমীং  
লক্ষ্মীঃ জাতবেদো মমাবহ ॥ ১ ॥ ওঁ ত্র্যম্ব জাতবেদো লক্ষ্মী-

মনপগামিনীম্ । যসাং হিরণ্যং বিন্দেশ্যং গামশং পুরুষানহম্ ॥২॥ ওঁ  
 অশ্বপূৰ্ণাং রথমধ্যাং হস্তিনাদপ্রমোদিনীম্ । শ্রিয়ং দেবীমুপাহবয়ে  
 শ্রীশ্রাদেবী জুষতাং ॥ ৩ ॥ ওঁ কাংন্যোশ্মিতাং হিরণ্যপ্রকারামাদ্রাং  
 জ্বলন্তীং তুণ্ডাং তর্পয়ন্তীং । পদ্মে স্থিতাং পদ্মবর্ণাং তামিহোপহবয়ে  
 শ্রিয়ম্ ॥ ৪ ॥ ওঁ চন্দ্রাং প্রভাসাং যশসা জ্বলন্তীং শ্রিয়ং লোকে দেব-  
 জুষ্ঠামুদারাম্ । তাং পদ্মনেমীং শরণং প্রপদ্যে অলক্ষ্মীশ্মৈ নশ্যতাং স্বাং  
 বৃণে ॥ ৫ ॥ আদিত্যবর্ণে তপসোহধিজাতো বনস্পতিস্তব বৃক্ষোথ বিষ্ণুঃ ।  
 তস্য ফলানি তপসা নুদন্ত ময়া অন্তরা যাস্চ বাহ্য অলক্ষ্মীঃ ॥ ৬ ॥ ওঁ  
 উপৈতু মাং দেবসখঃ কাৰ্ভিষ্চ মুনিনা সহ । প্রাতুভূতোহস্মি রাষ্ট্রেস্মিন্  
 কাৰ্ভিঃকিঃ দদাতু মে ॥ ৭ ॥ ওঁ ক্ষুৎপিপাসামলাং জ্যোষ্ঠামলক্ষ্মীং নাশয়া-  
 ন্যহম্ । অভূতিমস্বদ্বিক্রম সৰ্বানি নুদ মে গৃহাং ॥ ৮ ॥ ওঁ গন্ধদ্বারাং  
 ছুরাধাং নিমপুষ্ঠং করিষির্নাম্ । জৈশ্বরীং সৰ্বভূতানাং তামিহোপহবয়ে  
 শ্রিয়ম্ ॥ ৯ ॥ ওঁ মনমঃ কামমাজ্জিৎ বাচঃ সত্যমসীমহি । পশূনাং  
 রূপমন্নস্ত ময়ি ক্লীঃ শ্রিয়তাং যশঃ ॥ ১০ ॥ ওঁ কৰ্দমেণ প্রজাভূতা ময়ি  
 সম্ভব কৰ্দমঃ । শ্রিয়ং বাসয় মে গৃহে মাতরং পদ্মমালিনীং ॥ ১১ ॥  
 ওঁ আপঃ স্বজন্তু স্নিগ্ধানি চিক্লীদ বস মে গৃহে । নীচং দেবীং মাতরং  
 শ্রিয়ং বাসয় মে গৃহে ॥ ১২ ॥ ওঁ আদ্রাং পুষ্করিণাং পুষ্টিং পিঙ্গলাং  
 হেমমালিনীং । চন্দ্রাং হিরণ্যয়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো মমাবহ ॥ ১৩ ॥ ওঁ  
 আদ্রাং পুষ্করিণীং পুষ্টিং সুবর্ণাং হেমমালিনীম্ । সূৰ্য্যাং হিরণ্যয়ীং লক্ষ্মীং  
 জাতবেদো মমাবহ ॥ ১৪ ॥ ওঁ তাম্ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামি-  
 নীম্ । যস্তাং হিরণ্যং প্রভূতং গাবো দাস্তোহ্যন বিন্দেশ্যং পুরুষানহম্  
 ॥ ১৫ ॥ ওঁ যঃ শুচিঃ প্রয়তো ভূহা জুহুয়াদাজ্যমবহং । শ্রিয়ঃ পঞ্চযশঃ  
 সন্তু শ্রীকামঃ সততং জপেৎ ॥ ১৬ ॥ ওঁ অশ্বদারী গোদারী ধনদারী  
 মহাধনে । ধনং মে জুবতাং দেবীং সৰ্বকামার্থনিদ্রয়ে ॥ ১৭ ॥ ওঁ পুত্রং  
 পৌত্রং ধনং ধান্যং হস্তাশ্বগজপৌরুষম্ । প্রজানাং ভবসি মাতা আয়ুশ্চতুঃ  
 কবোতু মে ॥ ১৮ ॥ ওঁ চন্দ্রাভাং লক্ষ্মীমীশানীং সূৰ্য্যাভাং শ্রিয়মীশ্বরীম্ ।  
 চন্দ্রসুৰ্য্যাগ্নিবর্ণাভাং মহালক্ষ্মীমুপাস্মহ ॥ ১৯ ॥ ওঁ ধনমগ্নিধনং বায়ুধনং

সূৰ্য্যো ধনং বহুঃ । ধনমিস্তো বৃহস্পতির্বরুণো ধনমুচ্যতে ॥ ২০ ॥  
ওঁ বৈনতেয়ং সোমং পিব সোমং পিবতু বৃহতঃ । সোমং ধনস্ত সৌমিন  
মহং দধাতু সৌমিনঃ ॥ ২১ ॥ ওঁ ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্য্যং ন লোভো  
নাশুভা মতিঃ । ভবন্তি কৃতপুণ্যানাং শ্রীশুভং সততং জপেৎ ॥ ২২ ॥  
শ্রীর্বর্চস্বমায়ুস্যামারোগামাবিদাং পবমানং মহীয়তে ধান্যং ধনং বহু-  
পুত্রনাভং শতসংবৎসরদীর্ঘমায়ুঃ ॥ ২৩ ॥ ইতি শ্রীশুভম্ ॥ ২৪ ॥

### পাবমানিশুভ মন্ত্ৰ ।

ওঁ পাবমানীঃ স্বস্ত্যয়নীঃ সুদধাহি স্বতচ্যুতঃ । ঋষিভিঃ সংভূতো রসো  
ব্রাহ্মণেষুতং হিতম্ ॥ ১ ॥ ওঁ পাবমানীর্দিশশ্বতু ন ইমং লোকমথোহমুং  
কামান্ সংবর্কয়ন্ত নো বেবেদেবৈঃ সমাহিতাঃ ॥ ২ ॥ ওঁ যেন দেবাঃ  
পবিত্রেণাত্মানং পুনতে সদা । তেন সহস্রধারেণ পাবমাণ্যঃ পুনন্তু মাম্  
॥ ৩ ॥ ওঁ প্রাজাপত্যং পবিতং সত্যোজামং হিরণ্ময়ম্ । তেন ব্রহ্মবিদো বয়ং  
পুত্ৰং ব্রহ্ম পুণীমহে ॥ ৪ ॥ ওঁ ইন্দ্রঃ সুনীতিঃ সহমা পুনাতু সোমঃ স্বস্ত্যা  
বরুণঃ সমীচা । যমো রাজা প্রমুণাভিঃ পুনাতু মাং জাতবেদামুর্জয়ন্ত্যা  
পুনাতু ॥ ৫ ॥ ওঁ ঋষয়স্ত তপস্তপে সর্বৈ সর্ষজিগীষবঃ । তপসস্তাপসোগ্রস্তু  
পাবমানী ঋচোহবতীৎ ॥ ৬ ॥ ওঁ যন্মে গর্ভে বসতঃ পাপমুগং যজ্ঞায়-  
মানস্ত চ কশ্বিদনাৎ । জাতিস্যা যচ্চাপি বর্দ্ধতো মে তৎপাবমানীভিরহং  
পুনামি ॥ ৭ ॥ ওঁ ক্রয়বিক্রয়াদ্যোনিদোষাদ্রুক্ষ্যাদ্ভোজাৎ প্রতিগ্রহাৎ ।  
অসন্তোজনাচ্চাপি নৃশস্তুৎপাবমানীভিরহং পুনামি ॥ ৮ ॥ ওঁ বালশ্রা-  
ন্যাতৃপিতৃবধাদ্রুবি তস্করাৎ সর্ববর্ণগমনমৈগুথুনসঙ্গমাৎ । পাপেভ্যশ্চ  
প্রতিগ্রহং সদ্যঃ প্রহরন্তি সর্ষজুক্রতং তৎপাবমানীভিরহং পুনামি ॥ ৯ ॥  
ওঁ ব্রহ্মবধাৎ সুরাপানাৎ সূবর্ণস্তেয়াদ্বৃশলীগমনমৈগুথুনসঙ্গমাৎ । গুরো-  
দারভিগমনাচ্চ তৎপাবমানীভিরহং পুনামি ॥ ১০ ॥ ওঁ গোপ্তাতস্কর-  
হাৎ স্ত্রীবধাদ্যচ্চ কিল্বিষং । পাপকবন্ধরণেভ্যস্তৎপাবমানীভিরহং  
পুনামি ॥ ১১ ॥ ওঁ দুর্ঘটং দুর্দীক্ৰং পাপং যচ্চাজ্ঞানতঃ কৃতং ।  
অযাচিতাচ্চাসংবাহাচ্চ তৎপাবমানীভিরহং পুনামি ॥ ১২ ॥ ওঁ অমন্ত্র-  
মন্ত্রং যৎকিঞ্চিচ্ছ্যতে চ জ্ঞাতাশনে । সংবৎসরকৃতং পাপং তৎপাবমা-

নীতিরহং পুনামি ॥ ১৩ ॥ ওঁ স্বাস্থ্য যোনয়োহমৃতস্য ধাম বিশ্বাদে-  
বেভাঃ পুণ্যগন্ধাঃ । তানাপঃ প্রহরন্তি পাপং শুদ্ধা গচ্ছামি সুরূতাত্ত-  
লোকং তৎপাবমানীতিরহং পুনামি ॥ ১৪ ॥ ওঁ পাবমানীঃ স্বস্তায়নীৰ্ঘাতি-  
র্গচ্ছতি নন্দনং । পুণ্যাংষ্ট ভক্ষান্ ভক্ষয়হমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১৫ ॥ ওঁ পাব-  
মানং পরং ব্রহ্ম সত্যং জ্যোতিঃ সনাতনম্ । ঋষিং তসোপতিষ্ঠেৎ ক্ষীরং  
সপির্মধুকম্ ॥ ১৬ ॥ ওঁ পাবমানীং পিতৃন্দেবান্ ধ্যায়েদ্যচ্চ সরস-  
তীম্ । পিতৃংস্তসোপতিষ্ঠেৎ ক্ষীরং সপির্মধুকং ॥ ১৭ ॥ ইতি  
পাবমানীসূক্তম্ ॥ \* ॥

### শুদ্ধপতিসূক্ত মন্ত্র ।

ওঁ এতন্নিস্রং স্তবামশুদ্ধং শুদ্ধেন সাম্না শুদ্ধৈরুপকৈর্ধী বৃদ্ধাং  
সংশুদ্ধৈরাধীর্ধান্নমতু ॥ ১ ॥ ওঁ ইন্দ্রঃ শুদ্ধো ন আগমি শুদ্ধঃ শুদ্ধা-  
ভিক্রতিভিঃ শুদ্ধা রয়িং নিধারয় শুদ্ধো গম বিষয়া ॥ ২ ॥ ওঁ ইন্দ্রঃ  
শুদ্ধোহিনো রয়িং শুদ্ধোরত্নানি দাশুযে শুদ্ধো বৃত্তানি জিহ্মসে শুদ্ধে-  
রাজং শিসা মসি ॥ ৩ ॥ ইতি শুদ্ধপতিসূক্তম্ ॥ \* ॥

### পুষ্পশোধন মন্ত্র ।

ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে স্পৃশ্য পুষ্পাসমুদয়ে । পুষ্পচর্যাবকীর্ণে  
ওঁ ফটু স্নাতা ।

### দেবপূজায় বিহিতপুষ্প ।

শিববিষয়ে দোণ, করবীর, পদ্ম, অপরাজিতা, কস্তুরী, আকন্দ, কল্লাব  
ভগব, মল্লিকা, গথিকা, কেতকী, রক্তপদ্ম, চম্পক ও বিধপুষ্প । বিষ্ণুপূজায়—  
মল্লিকা, মালতী, জাতি, কেতকী, অশোক, খেতজবা, বক, ভগব ও কদম্ব ।  
শক্তিবিষয়ে,—কুমুদ, উৎপল, কুম্ভ, শেফালিকা, জবা, রক্তজবা, পদ্ম, রক্ত ও  
গেত করবীর, মাদা অপরাজিতা । এই সমস্ত পুষ্প দেবপূজায় প্রশস্ত জানিবে :

### শয়ন বিধি ।

অগ্নিবেশব পবই শয্যারচনা করিবে, এবং সূর্যোদয়ের পূর্বেই শয্যা তুলিবে ।  
মাজনা : ৮ : ১ । এমসি নিকট বাগিয়া : “ইন্দ্রিয়ার নগা, ইন্দ্রিয়ার নগা”

নমঃ, ওঁ নমঃ নৈমিত্ত্যে নমঃ, ওঁ প্রাতঃস্মরণায় নমঃ” বলিয়া প্রণাম করিয়া “ওঁ নমস্তে নমঃ নৈমিত্ত্যে ত্রাহি মাং বিষমপতঃ” বলিয়া পবিত্র স্থানে শয়ন করিবে। নিম্নগৃহে পূর্বশিরা বা দক্ষিণশিরা এবং প্রবাসে পশ্চিমশিরা হইয়া শয়ন করিবে। গৃহে বা বিদেশে কুত্রাপি উত্তরশিরা হইয়া শয়ন করিবে না।

বিবিধশ্রমঙ্গ সমাপ্ত ।

### চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুশাস্ত্র প্রয়োগ । \*

পরীক্ষিত ভূমিতে বাস্তুকর্তার দুই বা চারি হস্ত পরিমিত স্থান খনন করত তাহা শোভন করিয়া শুদ্ধকালে শুভদিনে রুত্বান যজমান, নিত্য ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া স্থিতিবাচনাদি সঙ্কল্প করিবে। যথা,—

বিষ্ণুরোম তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশ্রী শ্রীবিষ্ণুগৃহারস্তে এতদ্বাস্তুস্বর্কদোষো-  
পশমনকামো বাস্তুশাস্ত্রকর্ম্মাং করিষ্যে ।

এই সঙ্কল্পে মুখ্য চান্দ্রমাস উল্লেখ করিতে হয়। অতঃপর অশাখোক্ত সঙ্কল্প স্বস্ত্র পাঠ করিবে। অতঃপর দেবতার গৃহারস্ত্র কালে “শ্রীবিষ্ণুগৃহারস্তে” এই শব্দে সেই দেবতার নাম উল্লেখ করিবে। তৎপরে নবগ্রহ প্রভৃতির পূজা করিয়া

“অদ্যেত্যাদি বাস্তুশাস্ত্রকর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপগৌর্য্যাদিবোড়শমাতৃ-  
কাপূজাবসোধারাসম্পাতনারায়ণাসূক্তজপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধান্যং করিষ্যে” ।  
এই রূপে সঙ্কল্প করিয়া আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া প্রকৃত কর্ম্ম করিবে। যথা,—

পূর্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে গজাদি দ্বারা অর্জনা করিয়া পুণ্যাহ

(ক) এই সমস্ত বিষয় মৎপ্রণীত “আগীজীবনে” বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইয়াছে।

\* চতুঃষষ্টিপদ বাস্তুশাস্ত্র দেবগৃহারস্ত্রে, একাংশীতিপদ বাস্তুশাস্ত্র দক্ষুগৃহ সম্বন্ধে জানিবে।  
কর্তার অরহিপ্রমাণ গর্তে নূতন অঙ্গন শরমে পূর্বদি ক্রমে যতাক্র চারিটা বর্তিকা  
দিয়া তাহা প্রস্থানিত করিবে। পূর্বদিকের বর্তিকা উজ্জল হইলে ব্রাহ্মণের, দক্ষিণদিকের  
বর্তিকা উজ্জল হইলে ক্ষত্রিয়াদির এবং সমস্ত শিখা একত্র সমোজ্জল হইলে সধন জাতিরই  
প্রশংসা জানিবে। উভ্যেকই ভূমি পবীক্সা বহন।

বাচনাদি করণানন্তর ব্রহ্মা, হোতা, তন্ত্রধার ও সদন্ত বরণ (৪৪ পৃঃ দেখ) করিবে। অতঃপর হোতা কর্তৃকর্তার বেদোক্ত মন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পঞ্চগব্য শোষণ করিয়া সমস্ত একত্র করত গায়ত্রী পাঠপূর্বক পূর্বকল্পিত মৃত্তিকা প্রোক্ষণ করিয়া শরৎপক ধাতু, মৃগ, গোধূম, সর্ষপ, তিল ও যবমিশ্রিত জল বা পৃথক্ মিশ্রিত জল দ্বারা বেনৌ অভিষেক করিবে। শরৎপক ধাতুর অভাব হইলে হৈমন্তিক ধাতুই গ্রাহ্য।

অতঃপর মণ্ডপের চতুর্কোণে ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত চারিটা খদিরকাষ্ঠের শঙ্খ (খোঁটা) নিম্নলিখিত মন্ত্রে এক একটী করিয়া পুতিয়া দিবে। যথা,

ও বিশস্ত তে জলে নাগা লোকপালাশ্চ কামগাঃ। অগ্নিন্  
প্রাগাদে তিষ্ঠন্তু আয়ুর্বলকরাঃ সদা ॥

মণ্ডপের চতুর্পার্শ্বেও এইমন্ত্র পুতিবে। অতঃপর নিম্নমন্ত্রে অগ্নিকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক মাষভক্ষবলি প্রদান করিবে, যথা, -

“ওঁ অগ্নিভোহিপ্যথ সর্পেভ্যো যে চান্নো তৎসমাশ্রিতাঃ। তেভ্যো  
বলিং প্রযচ্ছামি পুণ্যমোদনমুত্তমম্ ॥

মণ্ডলের অভ্যবপক্ষেও শঙ্খ রোপণ ও বলিপ্রদান করিবে। শঙ্খচতুষ্টয় মধ্যে স্বর্গশালাকা দ্বারা বাস্ত্বমণ্ডল প্রস্তুত করিবে। ক্রম যথা,- মণ্ডলের ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া অধোমুখ পতিত বাস্ত্বপুরুষের শিরস্থানে অর্ধপদ শুক্রবর্ণ ঈশ, দক্ষিণে পীতবর্ণ একপদ পঙ্কজা, ধূম্রবর্ণ দ্বিপদ জয়ন্ত, একপদ পীতবর্ণ শক্র, একপদ রক্ত বর্ণ ভাস্কর, দ্বিপদ শুক্রবর্ণ দত্য, শুক্র একপদ ভূশ, অর্ধপদ কৃষ্ণ বোম, মণ্ডলের দক্ষিণভাগকোণে রক্তবর্ণ অর্ধপদ হতাশন, তাহার অধঃপদে একপদ রক্তবর্ণ গুণ্ডা, দ্বিপদ কৃষ্ণ বিতগ, শ্বেত এক পদ গৃহকৃত্ত, কৃষ্ণ একপদ ষম, দ্বিপদ পীতবর্ণ গন্ধর্ব্ব, শ্রাম একপদ ভূঙ্গ, পীতবর্ণ অর্ধপদ মৃগ, মণ্ডলের পশ্চিমভাগে শ্বেতবর্ণ অর্ধপদ পিতৃগণ, তাহার উত্তরপদে, শ্বেতবর্ণ একপদ দৌবারিক, তাহার উত্তরে কৃষ্ণবর্ণ দ্বিপদ সুগ্রীব, তৎপর পীত একপদ পুষ্পদন্ত শ্বেত একপদ বক্রণ, কৃষ্ণবর্ণ দ্বিপদ অশুর, কর্ণধর একপদ শেষ, শ্রাম অর্ধপদ পাশ, মণ্ডলের উত্তরভাগে শ্রামবর্ণ অর্ধপদ রোগ, পূর্বে রক্তবর্ণ একপদ নাগ, পীতবর্ণ দ্বিপদ বিশ্বকর্মা, পীত একপদ স্ত্রী-ট. শুক্র একপদ যজ্ঞশ্বর, দ্বিপদ শ্বেতবর্ণ নাগবান্ধ, দক্ষিণে ভদ্র

পদ স্ত্রী, কৃষ্ণ অর্ধপাদ অদ্বিতী, পঙ্কজের পদাধঃপদে শুক্লবর্ণ এক পদ  
আগ, তাহার অবঃপদে পীতবর্ণ একপদ আপবৎস, পূর্বদিকে রক্তবর্ণ চতুষ্পাদ  
অর্ঘ্যমা, ভূশের পদাধঃপদে একপদ রক্ত সাবিত্রী, তদধঃপদে শুক্লবর্ণ একপদা  
সাবিত্রী, দক্ষিণদিকে চতুষ্পদ কৃষ্ণবর্ণ বিবস্বন্ত, দৌবারিকের পদোর্দ্ধ্বপদে  
একপদ পীতবর্ণ ইন্দ্র, তদুর্দ্ধ্ব পীতবর্ণ একপদ জয়, পশ্চিমদিকে রক্তবর্ণ চতু-  
ষ্পদ মিত্র, শেষপদের উর্দ্ধ্বপদে একপদ শুক্লবর্ণ রুদ্র, তদুর্দ্ধ্বপদে একপদ পীত  
রাজযজ্ঞা, উত্তরদিকে পীতবর্ণ চতুষ্পদ ধরাধর, মধ্যে চতুষ্পদ রক্তবর্ণ ব্রহ্মা  
এবং মণ্ডলের বহির্ভাগে কোণ চতুষ্টয়ে বস্ত্রমালালঙ্কৃত কলস স্থাপন করিবে  
এবং মণ্ডলের বাহিরে পূর্বে পীতবর্ণ স্কন্দ, অগ্নিকোণে কলস সমীপে কৃষ্ণ-  
বর্ণ বিদারী, দক্ষিণে রক্তবর্ণ অর্ঘ্যমা, নৈঋত কোণে কলস সমীপে কৃষ্ণবর্ণা  
পূতনা, পশ্চিমে কৃষ্ণ জন্তক, বায়ুকোণের কলসসমীপে কৃষ্ণা পাপরাক্ষসী, উত্তরে  
কৃষ্ণবর্ণ পিলিপিজ, ঈশানকোণের কলসসমীপে কৃষ্ণবর্ণা চরকী স্থাপন করিবে।  
পুনরায় যজ্ঞভূমির পূর্বাদি দিকে মাষভক্তবলি দিবে। মন্ত্র যথা—

“ও ভূতানি রাক্ষসা বাপি যেহত্র তিষ্ঠন্তি কেচন। তে গৃহস্ত বলিং  
সর্বের বাস্তুং গৃহ্নামাহং পুনঃ ॥”

বদি মণ্ডলকরণে অশক্ত হয়, তবে শাগগ্রামে বা জলে বিনা আবাহন বিস-  
র্জনে পাণ্ডাদি দ্বারা অভাবে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। মণ্ডল করণে  
সামর্থ্য হইলে নিম্নরূপে আবাহন করিবে। যথা—

ঈশ ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং  
গৃহাণ ।

“এতৎ পাত্ৰং ও ঈশায় নমঃ” এই ক্রমে পাদাদি দ্বারা নৈবেদ্যান্ত পূজা  
করিবে। তৎপরে নিম্ন লিখিত দেবতাগণের পূজা করিবে।—

পর্জন্তায় । জয়ন্তায় । শক্রায় । ভাস্করায় । সত্যায় । ভূশায় । ব্যোমে ।  
অগ্নয়ে । পুষ্টে । বিতথায় । গৃহকৃত্যয় । যমায় । গন্ধর্ব্বায় । ভৃগুয় । মৃগায় ।  
পিতৃভ্যঃ । দৌবারিকায় । সুগ্রীবায় । পুষ্পদন্তায় । বক্রায় । অমুরায় ।  
শেষায় । পাশায় । রোগায় । নাগায় । বিশ্বকর্ষণে । ভল্লাতটায় । যজ্ঞেশ্বরায় ।  
নাগরাজায় । প্রিঠে । অদিতয়ে । আপায় । আপবৎসায় । অর্ঘ্যয়ে । সাবিত্রায় ।  
সাবিত্র্যে । বিবস্বন্তে । ইন্দ্রায় । জয়ায় । মিত্রায় । রুদ্রায় । রাজযজ্ঞে । ধরাধরায় ।  
ব্রহ্মণে । স্কন্দায় । বিদার্যে । অর্ঘ্যয়ে । পূতনায় । জন্তকায় । পাপরাক্ষসে ।

১৭৬৩খ্রিস্টাব্দ । ১৭৬৩খ্রিস্টাব্দ ।



অনন্তর ব্রহ্মঘটে বাসুদেবের আবাহনপূর্বক ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া ষোড়শোপচারে লক্ষ্মীর এবং “ওঁ বাসুদেবগণেভ্যো নমঃ” বলিয়া গন্ধাদি দ্বারা বাসুদেবগণের পূজা করিয়া পৃথিবীর পূজা করিবে । যথা,—

পৃথিবীর ধ্যান—“ওঁ সর্বলোকধরাং প্রমদারূপাং দিব্যাভরণভূষিতাং ধরাং পৃথিবীম্” ।

“ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ” এইক্রমে ষোড়শোপচারে পৃথিবীর পূজা করিয়া, ধ্যান ও আবাহন করিয়া “ওঁ হরয়ে নমঃ” এই ক্রমে সর্বদেবময় হরির পূজা করিয়া “ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ” এই ক্রমে বাস্তুপুরুষের ষোড়শোপচারে পূজা করিবে ।

অনন্তর মণ্ডলমধ্যে চতুর্লপে ব্রহ্মস্থানে আতপতগুল দিয়া স্বর্ণ, রৌপ্য ও সর্ববীজৌষধীযুক্ত নূতন দৃঢ় জলপূর্ণ কুন্ত বর্জনীর (বদনার ত্রায় জলপাত্রবিশেষ) সহিত স্থাপন করিয়া চতুর্মুখ দেবতাকে আবাহনপূর্বক “ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ” এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে ।

তৎপরে কুন্তের ঈশানকোণে দধি-অক্ষত-বিহ্বিত পঞ্চপলব সমাহৃত মুখ, ফলপুষ্পাচ্ছাদিত ও অস্তঃপ্রবিষ্ট পঞ্চরসযুক্ত জলপূর্ণ কলস বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া “ওঁ আজিহ্নকলসমিত্যাদি । ( ৭ পৃঃ দেখ ) মন্ত্রে আতপতগুলোপরি স্থাপন করিয়া “ওঁ বরুণশ্রোতৃস্তনমনীতি ( ৭ পৃঃ দেখ ) মন্ত্রে বরুণত্ৰাস করিয়া “ওঁ গন্ধাভ্যাঃ সরিতঃ সর্বাঃ সরাসি জলদা নদাঃ । আয়াস্ত যজমানস্য হরিতক্ষরকঃ-রকাঃ ॥” এই মন্ত্রে তীর্থাবাহন করিয়া অম্বস্থান, গজস্থান, বক্ষীক ( উইয়াটী ) নদীসঙ্গম, হ্রদ, গোকুল ( গোঠ ) রথ্যা ( উঠান ) এই সপ্ত মৃত্তিকা \* আহরণ করিয়া সর্বৌষধীর সহিত তাহাতে ক্ষেপণ করিবে । অনন্তর মণ্ডলের পশ্চিম-দিকে কুণ্ডে বা হস্ত পরিমিত স্থপ্তিতে হোম করিবে । হোতা স্বশাখোক্ত সাধারণীয় কুশণ্ডিকানুসারে বিরূপাক্ষজগন্ত কন্ম সমাধা করিয়া প্রকৃতকন্মারম্ভে প্রথমে, অগ্নির ধ্যান করত “অগ্নে ত্বং প্রজাপতিনামাসি” । এই নামকরণ করিয়া আবাহন করত পূজা করিবে । তৎপরে প্রাদেশ প্রমাণ সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহতি দিয়া মহাব্যাহতি হোম করিবে ; যথা —

প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনি-  
য়োগঃ । ওঁ ভূঃ স্বাহা ॥১॥ প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বায়ুদেবতা

মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ॥ ওঁ ভুবঃ স্বাহা ॥২॥ প্রজাপতিঋষিরমুঠু-  
প্ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ॥ ওঁ স্বঃ স্বাহা ॥৩॥

যত দ্বারা এই আহতিজর প্রদান করিয়া প্রকৃত কৰ্ম্ম করিবে। প্রকৃত  
কৰ্ম্ম যথা,—ষজ্জুধ্বরের সমিধ্ অথবা যতাক্তমধুমিশ্রিত তিল ও ঘব দ্বারা  
পূৰ্ণপূজিত ত্রিপঞ্চাশৎ দেবতার প্রত্যেকে দশবার করিয়া আহতি প্রদান  
করিবে। যথা—ওঁ ঈশায় স্বাহা । ইত্যাদি । ( ১১১ পৃঃ দেখ ) ।

অতঃপর “ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা”—এই মন্ত্রে ব্রহ্মার এক শত হোম করিয়া  
“বাসুদেব, লক্ষ্মী, বাসুদেবগণ, হরি ও চতুর্ন্থ ইহাদের প্রত্যেককে এক একটি  
আহতি দিবে। অনন্তর “বাস্তোপ্পতে ইতি ঋক্ পঞ্চকস্য বিশ্বামিত্র-  
ঋষিরভিজগতীচ্ছন্দো বায়ুদেবতা বাস্তুপ্রীত্যে বিনিয়োগঃ ॥” এই ঋষ্যাদি  
স্মরণ করিয়া নিম্নলিখিত পাঁচটি মন্ত্রে মধু ও যতাক্ত পাঁচটি বিশ্বকল, তদভাবে  
তদ্বীজপঞ্চক দ্বারা এক একটি করিয়া আহতি দিবে। যথা,—

ওঁ বাস্তোপ্পতে প্রতিজানীহি অস্মান্ সুরেশোহনমীরো ভবানঃ ।  
যত্তেমহে প্রতিতন্নো জুষস্ব শন্নো ভব দ্বিপদেশং চতুস্পদে স্বাহা  
॥১॥ ওঁ বাস্তোপ্পতে প্রতরণো ন এধি গায়স্কানো গোতিরঞ্চে-  
তিরিন্দো । অজরাসন্তে সখে শ্যাম পিতেব প্রতিতন্নো জুষস্ব স্বাহা ॥২॥  
ওঁ বাস্তোপ্পতে সময়া সংদদাতে সংক্ষীমহি হিরণ্যয় গোভূম্যা পাহি ক্ষেম  
উদ্যাগে বরনো যুয়ং পাত স্তিস্তিভিঃ সদা নঃ স্বাহা ॥৩॥ ওঁ বাস্তোপ্পতে  
অমীবিতা বিশ্বরূপাণ্যাবিশন্ সখায়ুষেব এধি নঃ স্বাহা ॥৪॥ ওঁ  
বাস্তোপ্পতে ধ্রুবাস্থলাং সত্রং সৌম্যান্ধ্যাং দ্রপ্সোপুর্বাং ভেজা  
শাশ্বতীনামিন্দ্রো মুনীনাং সখা স্বাহা ॥৫॥

ঋক্ ও যজুর্বেদীয়েরা—প্রত্যেক আহতির পরেই “ওঁ বাস্তোপ্পতয়ে” বলিয়া  
প্রত্যাহতি দিবে ।

অতঃপর “ওঁ অগ্নয়ে ষিষ্টিকৃতে স্বাহা”—এই মন্ত্রে যত দ্বারা হোম করিয়া  
শাটায়ন হোমাদি উদীচ্য কৰ্ম্ম সমাপনপূৰ্ব্বক ( সাধারণী কুশণ্ডিকা দেখ )  
পূর্ণাহতি দিয়া অগ্নি বিসর্জন করিবে ।

অনন্তর সৰ্ব্ববেদী সাধারণী পায়স বলি দিবে । যথা,—“এম পায়স বলিঃ  
ওঁ ঈশানায় নমঃ” এই ক্রমে চরকী পর্য্যন্ত দেবতার ( ১১১ পৃঃ দেখ ) প্রত্যেককে  
বলিদান করিবে । এই সময় পুনর্বার পুণ্যাহ, ষ্টিতি ও ঋদ্ধি বাচন করাইবে ।

তৎপরে আচার্য্য পূর্বাভিমুখী পুস্ত্র-কলত্রাদি-সমবিত অগ্নির উত্তরদেশোপ-  
 বিষ্ট যজমানকে পূর্বস্থাপিত শান্তিকলসজল দ্বারা “ওঁ সুরাস্তামভিষিক্তম্”  
 ইত্যাদি ( ২৪ পৃঃ দেখ ) মন্ত্রে শাস্তি করিয়া পুনরায় সন্তি, ঋদ্ধি, পুণ্যাহ  
 বাচন করাইয়া কর্করীর নালদ্বারা শূণ্ণপথে জল ধারা দিয়া গর্ত্মধ্যে  
 একহস্ত পরিমিত স্থানে চারি অঙ্গুলি পরিমিত মৃত্তিকা খনন করিবে । সেই  
 খাত গোময় দ্বারা লেপন ও চন্দনাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া গর্ত্মধ্যে শুক্ল পুষ্প ও  
 আতপতণ্ডুল নিক্ষেপ করিবে । তৎপরে আচার্য্য পূর্বমুখে উপবেশনপূর্বক  
 চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে ধ্যান করিবেন । পরে যজমান উভয় জাহ্নু দ্বারা ভূমি স্পর্শ  
 করিয়া মঙ্গল বাত্র্য সহকারে নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া ব্রহ্মস্থাপিত ঘট আনয়ন  
 করিবেন । যথা,—

“ওঁ উত্তীর্ণ ব্রহ্মগম্পতে দেব যজন্তস্তে হবামহে উপপ্রয়াস্ত  
 মরুতঃ স্তদানব ইন্দ্র প্রাপ্তুর্ভবা সচা ॥”

পরে নিম্ন মন্ত্রে অর্ঘ্যপ্রদান করিবেন ।

“ওঁ আগ্নাহি ভগবন্ দেব তোয়মূর্ত্তে জলেশ্বর ! গৃহাণাৰ্ঘ্যং ময়া দত্তং  
 পরিতোষায় তে নমঃ । ওঁ নমো বরুণায় ।”

পরে ঘট বিসর্জন করিয়া ঘটহজল ও কর্করী জল দ্বারা ঐ খাত পূর্ণ করিয়া  
 “ওঁ” এই মন্ত্র স্মরণ করিয়া সেইজলে শুক্লপুষ্প নিক্ষেপ করিবেন । পুষ্প দক্ষিণা-  
 বর্ত্তক্ৰমে আবর্ত্তিত হইলে শুভ এবং বামাবর্ত্তে অশুভ জানিবে । অনন্তর নূতন  
 ইষ্টক গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠপূর্বক ঐ খাত মধ্যে স্থাপন করিবেন ।  
 মন্ত্র যথা—

“ওঁ ইচ্চকে জ্বং প্রযচ্ছেক্তং প্রাতিষ্ঠাং কারয়াম্যহং । দেশস্বামি-  
 পুরস্বামি-গৃহস্বামি-পরিগৃহে । মনুষ্যধনহস্ত্যশ্বপশুহৃদ্ধিকরী ভব । ওঁ  
 যথাচলো গিরির্মোর্ছিমবাংশচ যথাচলঃ । তথা ত্বমচলো ভূহা তিষ্ঠ  
 চাত্র শুভালয়ে ।

পরে সেই খাতে পঞ্চরস, দধি মিশ্রিত আতপ তণ্ডুল, শালিধান্ত, মুগ,  
 গোধম, শ্বেতসর্বপ, তিল ও যবাদি নিক্ষেপ করিয়া মৃত্তিকাদ্বারা ঐ খাত  
 পূরণ করিবে ।

তৎপরে আচার্য্য বাস্তমণ্ডলে পূজিত দেবতাগণকে পরবর্ত্তী মন্ত্র পাঠপূর্বক  
 বিসর্জন করিবেন । যথা,—

“ওঁ বাস্তু দেবগণাঃ সর্বেষাং পূজামাদায় যান্তিকাকঃ। ইষ্টকামপ্রসিদ্ধার্থং  
পুনরাগমনায় চ। ওঁ ক্ষমস্ব।”

অতঃপর শাস্তি করিয়া মুখ্যচান্দ্রমাস উল্লেখে দক্ষিণান্ত করিবেন। যথা,—

“ওমদ্যোত্যাদি কৃতৈতদ্বাস্তব্যাগকর্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং  
ত্রিবিষ্ণুদৈবতং অমুকগোত্রায় ত্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায়াচার্য্যায়  
তুভ্যমহং দদে।” ব্রাহ্মণ “স্বস্তি” বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

তৎপরে আচার্য্য ব্রহ্মাদিকেও দক্ষিণাদান করত অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া  
সর্কৌষবিজলে যজমানকে মান করাইবেন ও দৈবজ্ঞকে পবিত্রোষ ও ব্রাহ্মণ  
দিগকে যথাশক্তি অচ্চনা করিয়া নৃত্যগীতাদি করিবে।

### একাদশীতিপদ-বাস্তব্যাগ।

একাদশীতি পদ বাস্তব্যাগে সমস্তই চতুঃষষ্টিপদ বাস্তব্যাগের ভায়। কেবল  
মণ্ডল ও দেবতার প্রভেদমাত্র। তাহা এইস্থলে লিখিত হইল।—

প্রথমত কর্ত্তা আসনাদি করত পূর্ব্বনিয়মানুসারে শঙ্কুমধ্যে বাস্তব্যাগ প্রস্তুত  
করণ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া মণ্ডলের ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া অধোমুখ-  
পতিত বাস্তব্যাগের শিরস্থানে রক্তবর্ণ একপদ শিথি, দক্ষিণেন্দ্রে পীতবর্ণ এক-  
পদ পর্জন্ত, দক্ষিণশ্রোত্রে শুক্রাকার দ্বিপদ জয়ন্ত, দক্ষিণাংশে দ্বিপদ পীতবর্ণ  
কুলিশায়ুধ, দক্ষিণবাহুমূলে রক্তাকৃতি দ্বিপদ সূর্য্য, কূর্ণরে ক্ষেত্রবর্ণ দ্বিপদ সত্য,  
মণিবন্ধে দ্বিপদ পীতাকার ভূশ, অঙ্গুলীমূলে একপদ শুক্রাকৃতি আকাশ, দক্ষিণা-  
ঙ্গুল্যাগ্রে একপদ ধূম্রবর্ণ হতাশন, বামেন্দ্রে শ্রামাকৃতি একপদ দিতি, মুখে  
শ্বেতাকার একপদ আপ, দক্ষিণ হস্তে একপদ রক্তবর্ণ সাবিত্র, দক্ষিণ মণিবন্ধে  
একপদ রক্তবর্ণ পুষা, বামশ্রোত্রে দ্বিপদ রক্ত অদ্বিতি, বক্ষঃস্থলে গৌরবর্ণ এক  
পদ আপবৎস, দক্ষিণ হস্ততলে পাণ্ডুরবর্ণ ত্রিপদ অর্য্যমা, দক্ষিণ হস্তে গৌরাকার  
একপদ সবিতা, দক্ষিণপাশ্বে দ্বিপদ শ্রামবর্ণ বিতথ, বামাংসে দ্বিপদ রক্তবর্ণ সর্প,  
তাহার অধোদেশে বামবাহুমূলে দ্বিপদ শুক্র সোম, তদধো বাম কূর্ণরে দ্বিপদ  
গৌরবর্ণ ভল্লাতট, তদধোদক্ষিণ মণিবন্ধে রক্তাকৃতি দ্বিপদ মুখ্য, তদধো আত্মপাদে  
বামহস্তাঙ্গুলীমূলে গৌরবর্ণ একপদ মিত্র, দ্বিতীয়পদে বামহস্তে রক্তাকৃতি এক-  
পদ রক্ত, তদধো আত্মপাদে বামহস্তাঙ্গুলীর অগ্রে ধূতাকার একপদ রোগ, দ্বিতীয়  
পদে একপদ কৃষ্ণবর্ণ পাপ, তদক্ষিণে বামপাশ্বে দ্বিপদ কৃষ্ণবর্ণ শেষ, তদক্ষিণে  
বামপাশ্বে দ্বিপদ ব্রহ্মারূতি অশ্বত, তদক্ষিণে বাম উক্কেত শ্বেতবর্ণ দ্বিপদ বক্রণ,

তদক্ষিণে বাম জ্ঞানুতে রক্তবর্ণ দ্বিপদ পুষ্পদন্ত, তাহার দক্ষিণে বামজ্ঞায় দ্বিপদ খেতারুতি সুগ্রীব, তদক্ষিণে উর্দ্ধপদে মেটে একপদ খেতকায় জম, অধঃপদে বাম কটীতে রক্তকায় একপদ দৌবারিক, তদক্ষিণে উর্দ্ধপদে একপদ গৌরবর্ণ মৃগ, অধঃপদে দক্ষিণ ও বামপদে খেতকায় একপদ পিতৃগণ, মণ্ডলের দক্ষিণদিকে দ্বিপদের উর্দ্ধপদদ্বয়ে দক্ষিণ জ্ঞায় শুরুকায় দ্বিপদ ভূঙ্গ-রাজ, তদূর্দ্ধপদদ্বয়ে দক্ষিণজ্ঞানুতে গৌরবর্ণ দ্বিপদ গন্ধর্ব্ব, তদূর্দ্ধপদদ্বয়ের দক্ষিণ উরুতে রক্তকায় দ্বিপদ যম, তদূর্দ্ধপদদ্বয়ে দক্ষিণপার্শ্বে খেতকায় দ্বিপদ গৃহজ্ঞত, গন্ধর্ব্ব, যম ও গৃহজ্ঞতপদের উত্তরপদত্রয়ে জঠর, দক্ষিণভাগে ত্রিপদ রক্তাকার বিবস্বত, তদধঃপদে মেটে পীতবর্ণ একপদ বিবুধাধিপ, তদুত্তর পদত্রয়ে জঠর, বামভাগে ত্রিপদ শুরুকায় রক্ত, তদুত্তরপদে বামহস্তে একপদ গৌরবর্ণ রাজযক্ষা, তদূর্দ্ধপদত্রয়ে বাম বক্ষঃস্থলে খেতকায় ত্রিপদ ধরাধর, মধ্যে হৃদয়ে নবপদ রক্তবর্ণ ব্রহ্মা। এই ক্রমে মণ্ডল লিখিয়া উক্তদেবগণের পূজা \* ইহাতে করিয়া এই সমস্ত দেবতার হোম ও বলিপ্রদান করিবে। মণ্ডলকরণাভাবে শালগ্রামে বা জলে আবাহন বিসর্জন ভিন্ন এই সমস্ত দেবতার পূজা করিবে।

যদি একই দিনে বাস্তব্যাগ, দেবপ্রতিষ্ঠা ও গৃহপ্রতিষ্ঠাদি কার্য করে, তবে বক্ষ্যাণ রূপে কার্য করিবে।—

প্রথমতঃ যজমান পূর্ব্বেমুখী হইয়া বসিয়া ব্রাহ্মণত্রয়কে গন্ধাদি দ্বারা পরি-তোদ করিয়া পুণ্যাহ বাচন করিবেন। যথা,—“ওম তৎসদগু কৰ্ত্তব্যোম্ এষ বাস্তব্যাগকৰ্ম্ম-পাৰ্বাণময়বিষ্ণুমূৰ্ত্ত্যধিকরণক-বিষ্ণুদেবপ্রতিষ্ঠাকৰ্ম্মেষ্টিকাতিরচিত-বিষ্ণুবেশ্য (১) প্রতিষ্ঠাকৰ্ম্মসু ও পুণ্যাহং ভবন্তোহধিক্রবন্ত ও পুণ্যাহং ভবন্তোহধিক্রবন্ত ও পুণ্যাহং ভবন্তোহধিক্রবন্ত।” যজমান ইহা বলিলে ব্রাহ্মণ-ত্রয় বলিবেন, ও পুণ্যাহং পুণ্যাহং পুণ্যাহং।” এইরূপে স্বস্তি ও ঋদ্ধিবাচন করিয়া “ও স্বস্তি ন” ইত্যাদি স্বস্তি বাচন (২পৃঃ দেখ) পাঠ করিয়া “এতে গন্ধ-

\* শিখিনে, পৰ্জ্জনায়া, জয়ন্তায়া, কুলিশায়ুধায়া, সূৰ্য্যায়া, সত্যায়া, ভূশায়া, আকাশায়া, ততশনায়া, দৈত্যে, আপায়া, সানিত্রায়া, পূক্ষে, অদিতয়ে, আপবৎসায়, অশ্বিনে, সবিত্রে, বিতথায়, সপায়া, সোমায়, ভরাতটায়, মুখ্যায়, মিত্রায়, রক্তায়, রোগায়, পাপায়, শেবায়া, অশ্বরায়া, বরুণায়, পুষ্পদন্তায়, সুগ্রীবায়া, জরায়, দৌবারিকায়, মৃগায়, পিতৃগণায়, ভূঙ্গরাজায়, গন্ধর্ব্বায়, যমায়, গৃহজ্ঞতায়, জঠরায়, বিবস্বতে বিবুধাধিপায়, রক্তায়, রাজযক্ষণে, ধরাধরায়, ব্রহ্মণে।

(১) অনাদে১২১২ হইলে “বিষ্ণুবেশ্য” স্থলে তত্ত্ব দেবতার নাম বলিবে।

পুষ্পে ও আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ” বলিয়া পূজা করিয়া সংকল্প করিবে । যথা,—“বিষ্ণুরোম তৎসদগ্ধ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা এতদ্বাস্তবসর্বদোষোপশমনকামো বাস্তবাগকর্মাংসং করিষ্যে ।” এই বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া অশাখোক্ত হুক্ত পাঠ করিবে । পরে “অথৈত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা বিষ্ণুলোকগমনকামঃ অস্তাং প্রতিমায়াং বিষ্ণুদেবতাপ্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে” এই সঙ্কল্প করিয়া স্ববেদোক্ত হুক্ত পাঠ করিবে । পরে “অথৈত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা এতদিষ্টকাদিময়বেশ্যপূরমাণুসমসজ্যাকসহস্রদশগুণকালাবচ্ছিন্নস্বর্গলোকমহিতত্বকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা বিষ্ণুবেশ্যপ্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে ।” এই সঙ্কল্প করিয়া হুক্ত পাঠ করিবে ।

অতঃপর বুদ্ধিশ্রদ্ধার সংকল্প করিবে ।—“অথৈত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা বাস্তবাগকর্ম বিষ্ণুদেব প্রতিষ্ঠাকর্ষেষ্টকাদিময় বিষ্ণুবেশ্য প্রতিষ্ঠাকর্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপার্গোর্যাদিষোড়শমাতৃকাপূজাবসোধারাসম্পাদনায়ুয্যাস্তজজ্ঞপাভ্যুদয়িকপ্রাদ্ধানাহং করিষ্যে ” এই সঙ্কল্প করিয়া হুক্ত পাঠানন্তর বুদ্ধিশ্রাদ্ধাদি করিয়া তত্ত্বং কর্মার্থং লক্ষা, হোতা, তদ্বধার ও সদস্ত বরণ (৪৬পৃঃ দেখ ) করিয়া বাস্তবাগ পদ্ধতিক্রমে বাস্তবাগ, দেবপ্রতিষ্ঠাবিধানে দেবপ্রতিষ্ঠা, গৃহপ্রতিষ্ঠাপদ্ধতি ক্রমে গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন ।

বাস্তবাগ পদ্ধতি সমাপ্ত ।

জলাশয়োৎসর্গ বিধি ।

শুভগণ্ডে কৃতমিত্যক্রিয় যজমান আচমন করিয়া সর্বৌষধি জলে স্নান করিয়া পশ্চিমদ্বার দিয়া মণ্ডপে প্রবেশ করত “ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং” ইত্যাদি বাক্যে বিষ্ণুস্মরণ করিয়া পূর্বমুখোপবিষ্ট হইয়া ফল, কুশপত্রজয় ও তিলপুষ্পজলসহিত তাম্রপাত্র গ্রহণ করিয়া নকল্প করিবে । যথা,—

“অথৈত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা চতুর্বর্ণমহীদানজন্যফলসমফলপ্রাপ্তিকামঃ ( শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা ) জলপূর্ণজলাশয়োৎসর্গমহং করিষ্যে । \*

অতঃপর সেই জল ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিয়া অশাখোক্ত সংকল্পহুক্ত

\* জলাশয়ান্নকূপে সঙ্কল্প পূর্বদিও মুখঃ ।

পুষ্করিণী, আরাম ও কূপ প্রতিষ্ঠাকরণে পূর্বমুখ হইয়া সংকল্প করিতে হয়

পাঠ করিবে। অনন্তর, নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া খেতসংগণ প্রক্ষেপ করত  
বিঘ্নাপসারণ করিবে। যথা—

“ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃশ্চাপাঃ । অপসর্গন্তু তে সর্বের  
যে চান্যে বিঘ্নকারকাঃ । বিনায়কা বিঘ্নকরা মহোগ্রা যজ্ঞদ্বিষো যে  
পিশিতাশনাশ্চ । সিদ্ধার্থটেকবর্জসমানকল্লৈশ্চান্যে নিরস্তা বিদিশঃ প্রয়াস্তু ॥

তদনন্তর, মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। তাহার ক্রম এইরূপ।—বেদীতে তিৰ্য্য-  
গৃদ্ধ ক্রমে নয় নয়টি সূত্র (রেখা) পাত করিয়া চতুঃষষ্টি (৬৪) কোঠ  
অঙ্কিত করিবে এবং তাহার বহির্ভাগে চতুর্দিকে সীমারেখা পাত করিয়া  
ছয় ছয়টি কোঠ মার্জ্জন করিবে। পরে পঙক্তিতে চারিকোঠ মার্জ্জন করিয়া  
চতুর্দার সম্পন্ন করত পুনর্বার আর একটি সীমারেখা পাত করিবে। পরে সমস্ত  
কোঠ মার্জ্জন করিয়া তন্মধ্যে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তিনটি রেখা দ্বারা  
তাহাকে বেষ্টিত করিবে। পরে পদ্মের অষ্টদিকে অঙ্কচন্দ্রাকাংষে ঘোড়শার চক্র  
অঙ্কিত করিয়া তাহার বহির্ভাগে বৃত্ত অঙ্কিত করিবে এবং পঞ্চবর্ণ গুণ্ডিকা দ্বারা  
মণ্ডল রঞ্জিত করিবে।

তৎপরে বাস্তবেদীর ছয়টি কুন্ত এবং পুষ্করিণী মণ্ডলের চতুষ্কোণে চারিটি  
ও বেদীর চতুষ্কোণের নিয়ে চারিটি এবং ঈশানকোণে একটি শান্তিকুন্ত স্থাপন  
করিবে। তৎপরে গণপতি, মাতৃকাপূজা, বসুধারা, আঘুযাসুজ্ঞ জপ ও আভ্যাদ-  
য়িক শ্রাদ্ধ করিয়া বজ্রাদি দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে অর্চনা করত পুণ্যাহ, স্বস্তি ও  
ঋদ্ধিবাচন করাইয়া যথাবিধানে ব্রহ্মা, আচার্য্য, হোতা ও সদস্য এই চারিটি  
বরণ (৪৪ পৃঃ দেখ) করিবে। এইক্রমে গুরু বরণও করিবে।

অনন্তর হোতা শোধিত পঞ্চগব্যদ্বারা বেদী শোধন করিয়া ঘোড়শার  
চক্রোদ্ধমণ্ডলের পশ্চিমে স্বগৃহ্যোক্ত বিধিতে অগ্নিস্থাপন করিবে। সাধারণ  
কুশণ্ডিকোক্ত অগ্নিজ্ঞায় বাগ্‌বচনান্ত কণ্ঠ্য সমাপ্ত করিয়া, গ্রহবেদীতে লিখি-  
তাষ্টদলপদ্মমধ্যে বর্জুলাকার রক্তবর্ণ সূর্য্য অঙ্কিত করিবে। এইরূপে অগ্নিকোণে  
খেতবর্ণ অঙ্কচন্দ্রাকৃতি চন্দ্র, দক্ষিণে ত্রিকোণাকার রক্তবর্ণ মঙ্গল, ঈশানকোণে  
ধনুসাকার পীতবর্ণ বুধ, উত্তরে পদ্মাকার পীতবর্ণ বৃহস্পতি, পূর্বদিকে চতুষ্কোণ-  
কৃতি খেতবর্ণ শুক্র, পশ্চিমদিকে ক্রম্ববর্ণ সর্পাকার শনি, নৈঋতে মকরাকার  
জ্যাম্ববর্ণ রাহু এবং বায়ুকোণে খড়্গাকার ধূম্রবর্ণ কেতু অঙ্কিত করত ইহাদের  
ধ্যান (৯৩ পৃঃ দেখ) করিয়া আবাহন করিবে। অতঃপর অধিদেবতা ও প্রত্যধি-  
দেবতাগণকে আবাহন করিবে।

অধিদেবতা দক্ষিণে অবস্থিত । যথা,—সূর্য্যের—ব্রাহ্মক । সোমের উমা ।  
কুজের স্কন্দ । বুধের নারায়ণ । বৃহস্পতির ব্রহ্মা । শুক্রের ইন্দ্র । শনির যম ।  
রাহুর কাল । কেতুর চিত্রগুপ্ত ।

প্রত্যধিদেবতা বামে অবস্থিত । যথা,—সূর্য্যের অগ্নি । চন্দ্রের জল । কুজের  
পৃথিবী । বুধের বিষ্ণু । বৃহস্পতির ইন্দ্র । শুক্রের শচী । শনির প্রজাপতি ।  
রাহুর সর্প । কেতুর ব্রহ্মা ।

মণ্ডলের দক্ষিণে বিনায়ক, পশ্চিমে হুর্গা, বায়ুকোণে বায়ু, উত্তরে আকাশ,  
এবং পূর্বে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের আবাহনাদি করিয়া সূর্য্যাদিক্রমে তত্ত্বর্ণের  
পুষ্প-বস্ত্রাদি দ্বারা নবগ্রহ, অধিদেবতা ও প্রত্যধিদেবতার পূজা করিয়া বিনায়ক-  
প্রভৃতির শ্বেতপুষ্প ও অক্ষতাদি দ্বারা প্রত্যেককে পূজা করিবে । তৎপরে  
সূর্য্য প্রভৃতিকে বলি প্রদান করিবে । যথা,—

“এব শুভৌদনবলিঃ ওঁ সূর্য্যায় নমঃ” এই ক্রমে নিম্নলিখিত নয় প্রকার  
দ্রব্য দ্বারা নবগ্রহকে বলি দিবে । যথা—সূর্য্যের—শুভৌদন, সোমের—ঘৃত  
পায়স, মঙ্গলের—বব-তণ্ডুলের অন্ন, বুধের—ক্ষীরমিশ্রিত অন্ন, বৃহস্পতির—  
দধিমিশ্রিত অন্ন, শুক্রের—ঘৃতযুক্ত অন্ন, শনির—কৃষ্ণ-তিল, তণ্ডুল ও মাষ-  
কলাই । রাহুর—ছাগমাংস, কেতুর—হরিদ্রা রঞ্জিত অন্ন ।

অধিদেবতা, প্রত্যধিদেবতা ও বিনায়কাদি দেবতাদিগকে ঘৃত-পায়স দিবে ।  
প্রত্যেকের নির্দিষ্ট বলির অভাব হইলে সকলকেই ঘৃত-পায়স বলি দেওয়া  
যাইতে পারে । পরে অস্ত্রান্ত উপচারের সহিত তিল এবং নারিকেল-  
লড্ডুকাদি—“এতানি ভূরিভক্ষ্যাণি অধিদেবত-প্রত্যধিদেবত-বিনায়কাদিপক্ষদেব-  
সহিতেভ্য আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ ।” বলিয়া উৎসর্গ করিয়া দিবে ।

অতঃপর মহাবেদীতে চক্ররাজমণ্ডলে স্বর্গদিকে লোকপালের পূজা  
করিবে । যথা,—

ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ ইন্দ্র ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম  
পূজাং গৃহাণ ।” ওঁ ইন্দ্রস্ত মহসা দীপ্তঃ সর্বদেবাধিপো মহান্ । বজ্রহস্তো মহা-  
সমুত্তম্যৈ নিত্যং নমোনমঃ । এই রূপে আবাহন করিয়া “এতং পাণ্ডু ওঁ  
ইন্দ্রায় নমঃ ।” এই ক্রমে পূজা করিয়া উক্ত মন্ত্রে মাষভক্ত বলি প্রদান  
করিয়া জপ ও প্রণাম করিবে । এই রূপে সমস্ত দিকপালগণের পূজা করিবে ।

যথা,—“ওঁ আগ্নেয়ঃ পুরুষো রক্তঃ সর্বদেবময়োহব্যয়ঃ । ধূমকেতুরনাম্রব্যস্তুষ্ঠৈ  
নিত্যং নমো নমঃ ॥” এই মন্ত্রে অগ্নির বলি প্রদান করিবে এবং “ওঁ যমশোণপ-



পত্রাভ্যাং কিরোটিদণ্ডধ্বক্ সন। ধর্মসাক্ষী বিশ্বক্সা তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥ এই মন্ত্রে যমের “ওঁ নিখতিস্ত পুমান্ যজ্ঞঃ সর্বরক্ষোহধিপো মহান্। খড়্গহস্তো মহা-সত্ত্বস্তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ ॥” এই মন্ত্রে নিখতির “ওঁ বক্রণো ধবলো জিহ্বাঃ পুরুষো নিম্নগাধিপঃ। পাশহস্তো মহাবাহুস্তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ ॥” এই মন্ত্রে যমের “ওঁ বায়ুশ্চ সর্ববর্ণোহয়ং সর্বগন্ধবহঃ শুভঃ। পুরুষো ধ্বজহস্তশ্চ তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥” এই মন্ত্রে বায়ুর “ওঁ গোয়ো যন্ত পুমান্ সৌম্যঃ সর্বৌষধি-সমধিতঃ। নক্ষত্রাধিপতিঃ সৌমস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥” এই মন্ত্রে সৌমের “ওঁ ঈশানঃ পুরুষঃ শুক্রঃ সর্ববিদ্যাধিপো মহান্। শূলহস্তো বিরূ-পাক্ষস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥” এইমন্ত্রে ঈশানের “ওঁ পদ্মঘোনিশ্চতুর্মুখি-র্হেমবাসাঃ পিতামহঃ। যজ্ঞাধ্যক্ষশ্চতুর্দিক্ তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥” এই মন্ত্রে ব্রহ্মার ও “ওঁ যোহসাবনস্তরূপেণ ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্। পুষ্পবন্ধারয়েমুর্দ্ধি তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥” এই মন্ত্রে অগস্ত্যের পূজা করিয়া বলিপ্রদান, জপ ও প্রণাম করিবে। পূজার মন্ত্রেই বলিপ্রদান করিতে হইবে।

অনন্তর মণ্ডপমধ্যে রজত নির্মিত চতুরঙ্গুলি পরিমিত বক্রণ-প্রতিমা তাম্রা-ধারে স্থাপন করিয়া ভূতগুহি, মাতৃকাস্তাস, পীঠাস্তাস ও “বং” এই বক্রণবীজ দ্বারা অঙ্গস্তাস করতাস করিয়া নিম্নলিখিত ধ্যান পাঠ করিবে :

বক্রণের ধ্যান । যথা,—“ওঁ প্রশান্তবদনং সৌম্যং হিমকুন্দেশুসন্নিভম্। সর্বা-ভরণসংযুক্তং সর্বলক্ষণলক্ষিতং ॥ কিরণৈঃ শীতলৈঃ সৌম্যৈঃ শ্রীণয়ন্তমিব হিতম্। লাবণ্যামৃতধারান্তর্পরন্তমিব প্রজাঃ। রাজহংসসমাক্রুতং পাশব্যগ্র-করং শুভং। পুরুষাঠৈর্ধনৈঃ সর্ষৈঃ সমস্তাং পরিচারিতম্। গোষ্ঠ্যা কান্ত্যা চানুগতং নদীভিঃ পরিবারিতম্। নাগৈর্ঘাদোগণৈর্যুক্তং ব্রহ্মাণমিব চাপরম্। সৃষ্টিসংহারকর্তারং নারায়ণমিবাগরম্।” এই ধ্যান পাঠ করিয়া “আং হ্রীং ক্রোং”—ইত্যাদি ( ১৭ পৃঃ দেখ ) ক্রমে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করত বিশেষার্থ্য স্থাপন ( ১৮ পৃঃ দেখ ) করিয়া “ওঁ বক্রণস্তোভন্তনমসি বক্রণস্ত স্তম্ভঃ সর্জ্জনীহো বক্রণস্য ঋত সদন্যসি বক্রণস্য ঋত সদনমাসীদ ॥” এই মন্ত্রে বক্রণের মূর্তিতে হস্ত স্পর্শ করিয়া “ওঁ ভূভুবঃ স্বরোম্ বক্রণ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গ্রহাণ ॥” ইহা বলিয়া আবাহন করিয়া আবাহনী মুদ্রা প্রদর্শন করত—“ওঁ বং বক্রণায় নমঃ” এই মন্ত্রে পাণ্ডাদি দ্বারা পূজা ও শয্যা, ছত্র, পাছুকা, দর্পণ ও ব্যজন উৎসর্গ করিবে। তৎপরে স্বর্ণনির্মিত কূর্ম ও মকর, মৌপানির্মিত মংগ্র ও ডুগুড ( জল-ধোড়া ) ; তাম্র-

নির্মিত কর্কট ও ভেক ; লৌহনির্মিত শিশুমার ( শুশু ) ও স্বর্ণনির্মিত অনন্ত, পদ্ম প্রভৃতি অষ্টনাগ স্থাপন করিয়া ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু, বিনায়ক, কমলা ও অম্বিকার গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিয়া বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর ঘোড়শোপচারে পূজা করিবে । অতঃপর পূর্বস্থাপিত দধ্যাক্তবজ্রাদিদ্বারা ভূষিত মণ্ডলের চারিকোণে রক্ষিত কলস চতুষ্টিয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্রে সমুদ্রের আবাহন করিবে । মন্ত্র যথা, —

“ওঁ সমুদ্র জ্যেষ্ঠাং সলিলম্ভ মধ্যাং পুনানায়ন্ত্যনিমিষমাণাঃ । ইন্দ্রো যা বজ্রী বৃষভো বরাদ তা আপো দেবীরিহ মামবন্ত ।” পরে “ওঁ সমুদ্রেভ্যো নমঃ” এই ক্রমে প্রতিকলসে গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিবে । তদনন্তর কুণ্ডের ঐশানকোণস্থিত দধ্যাক্তভূষিত কুন্ত ধারণ করিয়া পাঠ করিবে,—

“ওঁ আজিহ্নকলসং মহা ত্রা বিশভিন্দবঃ পুনরুজ্জী নিবর্তস্ব সা নঃ সহস্রং শ্লোকোক্ষাণাং পয়স্বতী পুনর্যা বিশতাঙ্গয়ি ।”

তৎপরে নদীজল পূর্ণকুন্ত মধ্যে প্রদান করিয়া পাঠ করিবে,—“ওঁ বরুণস্তো-  
ত্তত্তনমসি” ইত্যাদি । পরে সপ্ত যুক্তিকা ও সর্কৌষধি ঐ কুন্ত মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তীর্থাবাহন করিবে । যথা,—“ওঁ গন্ধাঢ়াঃ সরিতঃ সর্কঃ সমুদ্রাশ্চ  
সরাংসি চ । সর্কৈ সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি চ নদা হ্রদাঃ । আগাস্ত যজমানস্য  
দুহিতক্ষয়কারকাঃ ॥”

অতঃপর পূর্বস্থাপিত অগ্নিতে, “ওঁ পিঙ্গলশ্রুশ্রকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠ-  
রোহরুণঃ । ছাগস্থঃ সাক্ষমুদ্রোহগ্নিঃ সপ্তাচিঃ শক্তিদারকঃ ॥” এই ধ্যান  
পাঠ করিয়া বরুণ নামা অগ্নির পূজা করত চকু পাক করিবে । তাহা  
ক্রম এই,—চসমস্থ জল দ্বারা প্রোক্ষিত তণ্ডুল উদুখলে লইয়া “ওঁ বরুণায় ত্রা  
জুষ্টং নির্বপামি” বলিয়া মুগলদ্বারা আঘাত করিবে । যজুর্বেদীয়গণ “ওঁ বরু-  
ণায় ত্রা জুষ্টং গৃহামি” বলিয়া গ্রহণ, “ওঁ বরুণায় ত্রা জুষ্টং নির্বপামি”  
বলিয়া নির্বাপন, ও “ওঁ বরুণায় ত্রা জুষ্টং প্রোক্ষ্যামি ।” এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ  
করিবে । ঋগ্বেদীয়গণ “ওঁ বরুণায় ত্রা জুষ্টং নির্বপামি, ওঁ বরুণায় ত্রা জুষ্টং  
প্রোক্ষ্যামি” এই দুইটী মন্ত্রে নির্বাপন ও প্রোক্ষণ করিবে । অনন্তর  
যথাবিধি স্থানী মধ্যে পবিত্র ঘৃত নিক্ষেপ করিয়া ছক্ক দ্বারা চকুপাক করিবে  
( সাধারণীয় কুশণ্ডিকা দেখ ) । পরে স্বগহোক্ত বিধিতে বিরূপাক জপান্ত কুশ-  
ণ্ডিকা সমাপ্ত করিয়া প্রকৃত কৰ্ম্মারম্ভ করিবে । যথা,—

প্রথমে প্রাদেশ-প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে প্রদান করত মহাব্যাক্তি  
হোম ( ১ম কাণ্ড ৮ পৃঃ দেখ ) করিয়া ঘৃত দ্বারা বরণহোম করিবে । যথা—

“ওঁ সমুদ্র জ্যেষ্ঠাং সলিলস্য মধ্যাং পুনানারস্ত্যনিমিষমাণা ইন্দ্রো যা  
বজ্রী বুযভো ব্রহ্মদ তা আপো দেবীরিহ মামবস্ত স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ যা আপো  
দেব্যা উতবা অবস্তি খনিত্রিয়া উতবা যাঃ স্বয়ং যাঃ শুচয়ঃ পাবকাস্তা  
আপো দেবীরিহ মামবস্ত স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ যা সাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যা-  
নুতেহবপশুন্ জনানাং । মধুশ্চুতঃ শুচয়োঃ যাঃ পাবকাস্তা আপো দেবী-  
রিহ মামবস্ত স্বাহা ॥ ৩ ॥ ওঁ যাহু রাজা বরুণো যাহু সোমো বিশ্বদেবা যাহু  
স্বর্ধ্যাঃ সদস্তি । বৈশ্বানরো যাহুগ্নিঃ প্রবিষ্টস্তা আপো দেবীরিহ মামবস্ত  
স্বাহা ॥ ৪ ॥

সামবেদীয়গণের দেবতোল্লেখ নাই । অত্র বেদীরা প্রত্যেক মন্ত্রাহতির পরে  
“ইদং বরুণায়” বলিয়া প্রত্যাহতি দিবে ।

অনন্তর চক্রহোম করিবে । যথা — চক্র মধ্যে ও মেষ্ফণে ঘৃতধারা দিয়া মেষ্ফণ  
দ্বারা চক্র গ্রহণ করত পুনরায় মেষ্ফণ ও চক্র মধ্যে ঘৃত দিতে হইবে । এইরূপে  
যতবার চক্র লইতে হইবে, ততবার এইরূপ করিবে । এইরূপে চক্র  
লইয়া “ওঁ তত্তা যামি ব্রাহ্মণ বন্দ্যমানস্তদাশান্তে যজমানো হবির্ভিঃ । অহেল-  
মানো বরুণেহবোধ্যবত শংসমান আয়ুঃ প্রমোষীঃ স্বাহা ॥ ১ ॥ — সামবেদীয়  
ভিন্ন অত্র বেদীরা মন্ত্রান্তে “ইদং বরুণায়” বলিবে । এইরূপ সৰ্গদ্র  
জানিবে । পুনরায় চক্র লইয়া “ওঁ তদিদং নক্তং তদ্বিষামদ্ব্যমাজস্তুদয়ং কেতো  
মাবিচষ্ঠ । শুনঃশেকোহয়মস্মদগৃহীতঃ সোহস্মান রাজা বরুণো মুমোক্ত  
পাশান্ স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ শুনঃশেপোহস্মদগৃহীতস্ত্রিষাদিত্যঃ ঋপদেবু বন্ধঃ ।  
অবৈরং রাজা বরুণং মমজ্যাদ্বিদ্যাং অদকো বিমুমোক্তু পাশান্ স্বাহা ॥ ৩ ॥  
ওঁ অবতেহ হেলো বরুণং মনোভিরবয়জৈস্তেহভিরীরীমহে । হবির্ভিঃ ক্ষরঙ্গ-  
ভ্যমমুরঃ প্রচেতা রজরেনাসি স্নিগ্ধতঃ কৃতানি স্বাহা ॥ ৪ ॥ ওঁ উহুতমং বরুণ  
পাশমস্মদবধমং বিমধ্যমং অথায় অধাদিত্যব্রতে বরং তবানাগসোহদিতয়ে শ্রামঃ  
স্বাহা ॥ ৫ ॥ ওঁ তন্মোহগ্নে বরুণস্ত্রি বিদ্বান্ দেবস্ত হেলোহবয়াসি সীষ্ঠাঃ । যজিষ্ঠো  
বহ্নিতমঃ শোভ্যচানো বিশ্বান্ দেবাংসি প্রমুমুক্ষাস্তং স্বাহা ॥ ৬ ॥ ওঁ স তন্মোহগ্নে  
বামো ভবোতি নেদিষ্ঠো অস্ত্রা উষসো ব্যাষ্ঠৌ অবযক্ষণো বরুণং রয়্যাপো ব্রীহি-  
মূলীকং সূহবো ন এবি স্বাহা ॥ ৭ ॥ ওঁ ইমং মে বরুণশ্রবী হবমত্যা চ মূলয়ত্বাম  
বহ্না বাচকে স্বাহা ॥ ৮ ॥”

এইরূপে প্রত্যেক মন্ত্রে এক এক বার চক্রহোম করিয়া, স্থালীর ঈশানকোণ  
হইতে বহুতর অন্ন গ্রহণপূর্বক, “ওঁ যদস্য কর্ম্মণোহত্যরীরিচং যদা ন্যূনমিহা-

করম্ । অগ্নিস্তং ষ্টিষ্টকৃষিহান্ সর্গষিষ্টং সুহতং করোতু মে । অগ্নয়ে ষ্টিষ্টকৃতে সুহতভূতে সর্গপ্রায়শ্চিত্তাহতীনাং কামানাং সম্বর্দ্ধয়িত্রে সর্গান্নঃ কামান্ সম্বর্দ্ধয় স্বাহা—ইদমগ্নয়ে ষ্টিষ্টকৃতে ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নিতে ঈশানকোণে আহুতি দিবে ।

অনন্তর মহাব্যাহতি হোম করিয়া প্রায়শ্চিত্তহোম করিবে । ( স্ব স্ব পদ্ধতিতে উক্ত সাধারণ কুশণ্ডিকা দেখ ) । পরে মেষ্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া “আরুক্ষেণ রজসা” ইত্যাদি নয়টি মন্ত্রে নবগ্রহের অর্ক-পলাশাদি বিহিত সমিধ দ্বারা প্রত্যেকের আটটি করিয়া হোম করিবে । পরে ইস্রাদিদিব্-পাল ও প্রতাক্ষ দেবতার হোম করিয়া পরে ঈদীচ্য কর্ম করিবে । পরে পূর্ণাহুতি দিবে । ( স্ব স্ব সাধারণী কুশণ্ডিকা দেখ ) অতঃপর, পূর্ণপাত্রদান, অগ্নিবিসর্জন, তিলক প্রভৃতি যথাবিধানে নিষ্পন্ন করিবে ।

এই নময়ে আচার্য্য “ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবা যজন্ত স্তমহে উপ প্রায়ন্ত মরুত সুদানব ইন্দ্রপ্রাশুর্ভবা শচা” এই মন্ত্রে শান্তি কলস উত্থাপন করিয়া “ওঁ সুরাস্তা” ইত্যাদি মন্ত্রে ( ২৪ পৃঃ দেখ ) অভিশেক করিবে ।

পরে, অশ্বখ, যজ্ঞডুম্বর, বট, ক্ষীরিষক বা বিষক-বিনির্মিত চৌদ্দ অঙ্গুলী উচ্চায় ও যজমান-প্রমাণ যূপকাঠ পুষ্করিণীর ঈশানকোণে আনিয়া “ওঁ দেবস্ত ত্বা সবিতুঃ প্রসবেহগ্নিনোবাহিত্যাং পুফো হস্তাভ্যাং হস্তমাদদে ।” এই মন্ত্রে যূপখাত ( জলাশয়খাতের পাঁচহাত দূরে যূপ পুতিবার জল যূপের তৃতীয়ভাগের একভাগ গর্ভ করিবে ) অভিমন্ত্রিত করিয়া নিম্নলিখিত দুইটি মন্ত্রে ঐ গর্ভে দুই-বার দ্রুত প্রদান করিবে । যথা,—“ওঁ অচ্যুতায় ভৌমায় স্বাহা । ইদমচ্যুতায় ভৌমায় ॥ ১ ॥ ওঁ অন্তরীক্ষায় ভৌমায় স্বাহা ॥ ইদমন্তরীক্ষায় ভৌমায় ॥ ২ ॥

অনন্তর ঐ গর্ভমধ্যে পঞ্চরস, ছন্দ, দধি, শতু, শুড, মধু ও পিষ্টকাদি নিক্ষেপ করিয়া “ওঁ বনস্পতে বীড়ঙ্গো ভূয়াম্যংসথা প্রতরণঃ সুধীরো গোষ্ঠিঃ সমন্ধোহসি বীড়য়স্ব আস্বাত্তা তে জয়তু যেনানি ।” এই মন্ত্রে যূপ অভিমন্ত্রিত করিবে । পরে “ওঁ অয়মুজ্জ্বা বতো বৃক্ষ উজ্জ্বীব সলিনী ভব । পূর্ণং বনস্পতে হুতা হুহা চ হুয়তাং বসি ॥” এই মন্ত্রে যূপ সঞ্চালন করিবে ।

• অনন্তর নিম্নলিখিত প্রথমমন্ত্রে যূপ জলাশয় অভিমুখী করিয়া দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করিয়া যূপ আরোপণ করিবে ।

“ওঁ যূপব্রক্ষা উত যে যূপবাহাশ্চমাং যেন্থযূপায় ওক্ষতি । যে চার্কহে চার্কতে পচনং সংভক্ত্যতো ওষামতি গৃহ্তিং ন ইষতু ॥ ১ ॥”

“ওঁ হিরো তব বিড়ম্ব আশুভব বাহুকর্ন পৃথুভব স্তনদ্বন্দ্বমগ্রে পুরীষ-  
বাহন ॥ ২ ॥”

অতঃপর “ওঁ গায়ত্র্যেণ ত্বা ছন্দসা মস্থামি । ত্রৈষ্ট্রৈভেন ত্বা ছন্দসা মস্থামি ।  
জাগতেন ত্বা ছন্দসা মস্থামি ॥” এই মন্ত্রে যুগ অবলোকন করিবে । অনন্তর  
যজমান “এতৎ পাঠ্যং ওঁ যুগায় নমঃ ॥” ইত্যাদি ক্রমে যুগ পূজা করিয়া  
প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিবে । অনন্তর, যজমান সালঙ্কারা, সর্ধাবয়বসম্পন্না,  
সবৎসা ধোয় লাঙ্গুল ধারণ করিয়া নিম্নমন্ত্রে জলাশয়ের পশ্চিমকূলে অবতরণ  
করাইবে ।

“ওঁ ইদং সলিলং পবিত্রং কুরুষ শুদ্ধং পূতেহিমুতঃ সশ্ব নিত্যং । তার-  
য়ন্তী সর্গতীর্থাভিযুক্তং লোকালোকং তরতে তীর্থ্যতে চ ॥”

তৎপরে পূর্বকূলে সমাগতা গাভীর পুচ্ছবিগলিত সতিলজলদ্বারা তর্পণ-  
ধিকারী ব্যক্তি স্বস্ববেদোক্ত বিধানে তর্পণ করিবে । ( তর্পণপদ্ধতি দেখ ) তৎ-  
পরে, —“ওঁ গতাস্তাশ্রাণমিযান্তি যে কুলে মম বাক্ববাঃ । তে সর্কে তপ্তিমায়াঙ্ক  
ময়া দত্তজলেন বৈ ॥” এই মন্ত্রে একবার তর্পণ করিবে । তৎপরে “ওঁ মুঞ্চামি ত্বা  
হবিষা জীবনায় কং সমজ্জায়ত যস্মাদুত রাজ্যযজ্ঞাং । গ্রীহি জগ্রাহ যদি  
বৈ তদেনং ইন্দ্রাগ্নী প্রমুমোক্তুমেনম্ ॥” এই মন্ত্রে ধেনুমোচন করিবে ।

যজমান গাভীপুচ্ছ ধারণ করিয়া গাভীর সহিত কূলে উঠিলে, আচার্য্য অম্বা-  
রুদ্ধ হস্তদ্বারা যজমানের ঋদ্ধদেশ ধারণ করিবেন । যজমান গোপুচ্ছ ধারণ  
করিয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে তীরে উঠিবেন । মন্ত্র যথা,—

“ওঁ আপোহস্মাত্তরঃ শুদ্ধয়ন্ত য়তেন নো য়তেপূঃ পুনর্তু বিশ্বং হি  
বিপ্রং প্রবহন্তি দেবীকুদিত্যন্ত্যঃ শুচিরাপত্যেমি ॥” অতঃপর “ওঁ সুববসা  
ভগবতী হি ভূয়াঃ অধোবয়ং ভবন্তঃ শ্রামঃ আন্ধি তৃণমগ্রে তিষ্ঠদানীং পিব  
শুদ্ধমুদকমচরন্তি ॥” ইহা গাভীকে বলিলে গাভী যদি “হিং” শব্দ করে, তবে  
যজমান কৃতোজলি হইয়া গাভী-সমীপে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে । যথা—

“ওঁ হিং কৃণতী বস্পপত্নী বসুনাং বৎসমিচ্ছন্তী মনসাত্যাগাং ছুহামানুজাং  
পায়া আগ্রেয়ং সা বর্দ্ধতাং মহতে সৌভাগ্যায় ।”

তদনন্তর যজমান যুগসমীপে উপবিষ্ট হইয়া “সবজ্জালকৃতায়ৈ ধেনবে নমঃ”  
এই ক্রমে অর্চনা করিয়া কুশতিল জল গ্রহণ করিয়া “অগ্নেত্যাদি—জল-  
পূজনাগণোৎসর্গকল্পণি কুতৈতৎসকলশুদ্ধকর্ম্য প্রতিষ্ঠার্থং ইদং বাসোযুগং  
বৃহস্পতিদৈবং ইমাং গেহুং কজ্জদেবতাং ইদং সুবর্ণং বহ্নিদৈবতং অমুক

গোত্রায় অমুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় গুরুবে দক্ষিণাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে ।” এই বাক্যদ্বারা আচার্য্যকে গাভাদান করিলে আচার্য্য “ওঁ স্বস্তি” বলিয়া গাভীটি গ্রহণ করিবেন । পরে আচার্য্য জলাশয়ে কূর্ম্মকরাদি নিক্ষেপ করিবেন । অতঃপর জলাশয় উৎসর্গ করিবেন । যথা,—

“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জলপূর্ণজলাশয়ায় নমঃ” বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা তিনবার অর্চনা করিয়া কুশলিল-জলাদি লইয়া “বিষ্ণুরোম তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা চতুর্কর্ম্মহী-দানজলাকলসমকলপ্রাপ্তিকামঃ, শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা ইমং জলপূর্ণজলা-শয়ং বরুণদৈবতং সর্কভূতেভ্যোহমুংসৃজে ।” এই বাক্যে জলাশয় উৎসর্গ করিয়া জলাশয়ে দৃষ্টিপাত করত নিম্নলিখিত মন্ত্রসমূহ পাঠ করিবেন,—

“ওঁ দেব-পিতৃ-মনুষ্যাঃ প্রীয়স্তাং । ওঁ সর্কভূতেভ্য উৎসৃষ্টং মর্যেতজ্জল-মুর্জ্জিতং । রমস্তাং সর্কভূতানি জ্ঞানপানাবগাহনৈঃ । ওঁ সামাত্রং সর্কভূতেভ্যো মগা দত্তমিদং জলং । রমস্তাং সর্কভূতানি জ্ঞানপানাবগাহনৈঃ ॥ যাবৎ বসুন্ধরা ধাত্রী যাবচ্ শশিভাস্করৌ । তাবৎ স্থিরতরা কীর্ত্তিমদীয়েয়ং ভবিষ্যতি ॥ মৎপূর্বে সপ্তবংশাশ্চ পরে সপ্ত তথৈব চ । মাতুঃ পিতৃশ্চ ভাৰ্য্যাণাং সপ্ত সপ্ত চ সপ্ত চ । ভৃত্যবর্গাশ্চ যে কেচিৎ বে কেচিৎ স্বর্গভোজনাঃ । সর্কে তে স্তুখিনঃ সন্ত ময়া দত্তজলেন বৈ । যেহত্র কেচিৎ বিপত্নস্তে স্বকর্ম্মকলভোজনাঃ । তেবাং দৌষৈর্ন লিপ্যেহহং ধ্বং স্বর্গমবাপ্নুয়াম্ ॥”

তৎপর দক্ষিণা করিবে । যথা ।—“অথৈত্যাদিকৃতৈতৎজলপূর্ণজলাশয়োৎ-সর্গকর্ম্মণঃ সাক্ষ্যতার্থং দক্ষিণামিদং সুবর্ণং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অমুকগোত্রায় শ্রী-অমুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় গুরুবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে ॥” এই বাক্যে দক্ষিণা দান করিলে আচার্য্য “স্বস্তি” বলিয়া তাহা গ্রহণ করিবেন । পরে “ওঁ আপো হি ঠা” হইতে “য়থা চ নঃ” পর্য্যন্ত মন্ত্রতিনটী (৫৭ পৃ দেখ ) পাঠ করিয়া পঞ্চগব্য ও তীর্থোদক জলাশয়ে প্রক্ষেপ করিবে ।

অনন্তর আচার্য্য আত্মপন্নবে অনন্ত বাসুকি প্রভৃতি \* অষ্টনাগের নাম লিখিয়া জলপূর্ণ কলসমধ্যে প্রদানপূর্ব্বক “ওঁ গায়ত্রৈণ স্বা ছন্দসা মহামি ওঁ জাগতেন স্বা ছন্দসা মহামি, ওঁ ত্রৈষ্টুভেন স্বা ছন্দসা মহামি ।” বলিয়া জল আলোড়ন করত উহা হইতে একটি আত্মপত্র উত্তোলন করিবে । ঐ পত্রে যে নাগের নাম লেখা আছে, সেই নাগের নাম করিয়া—“অমুকনাগ

\* “অনন্তো বাহুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মশ্চ তক্ষকঃ । কুলীরঃ কর্কটঃ শংখো হাষ্টো নাগাঃ প্রকীর্ষিতাঃ ॥”

ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করত “অনেন নাগেন জগাশয়স্য রক্ষা কর্তব্য” এই কথা ব্রহ্মণদিগকে শ্রবণ করাইয়া বিশ্বকাষ্ঠাদি রচিত শূলচক্রাক্রিত দ্বাদশ, পঞ্চদশ, বিংশতি, একবিংশতি অঙ্গুলী বা অরুদ্র প্রমাণ নাগ যষ্টি স্থাপন করিবে। অনন্তর নাগকে নিম্নলিখিত দ্রব্য মিশ্রিত জলদ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে স্নান করাইবে। যথা—

“ওঁ গন্ধদ্বারাং” ইত্যাদি মন্ত্রে (অধিবাস দেখ) গন্ধ ছিটাইয়া দিয়া “ওঁ ভক্তঃ কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভক্তং পশ্চৈমাক্রিতিব্রজতাঃ স্থিরৈরঙ্গৈস্তষ্টু বাৎসং তনুভির্ব-  
সেমহি দেবহিঃ” যজেষুঃ।” এই মন্ত্র পড়িয়া তৈলহরিদ্রাদ্বারা দণ্ড অভ্যাস করিবে।

পরে “ওঁ কাণ্ডাং কাণ্ডং প্ররোহন্তী পুরুষঃ পুরুষঃ পরি এবানো দূৰ্বে শ্রতম্ সহস্রৈশ শতেন চ স্বাহা।” এই মন্ত্রে দূৰ্বা দ্বারা দণ্ড স্নান করাইয়া “ওঁ দ্রুপদাদিব” ইত্যাদি মন্ত্রে (৫৭ পৃ দেখ) পক্ষাযুক্তদ্বারা স্নান করাইয়া “ওঁ যাঃ ফলিনী”—ইত্যাদি মন্ত্রে (৭ পৃ দেখ) ফলযুক্ত জল দ্বারা স্নান করাইবেন।

পরে ক্ষুদ্রঘণ্টিকাযুক্ত পতাকা ঐ নাগযষ্টির অগ্রভাগে নিম্নলিখিত মন্ত্রে বন্ধন করিবেন। যথা,— “ও যুবা স্রবাসাঃ পরিবীত আগাংস উৎশ্রৈয়ান্ ভবতি জায়মানঃ তক্ষীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধো মনসা দেবয়ন্তঃ ॥”

অনন্তর “ওঁ যষ্ট্যৈ নমঃ” মন্ত্রে নাগযষ্টির পাদাদি দ্বারা পূজা করিয়া পুষ্পাদি দ্বারা অলঙ্কৃত যষ্টি জলাশয় সমীপে আনয়ন করিবে। পরে পুরোহিত শঙ্খ ও বাতুধ্বনি করত রজতনির্মিত বরুণপ্রতিমা “ওঁ উত্তিষ্ঠ বরুণপতে দেবযন্ত স্তেমহে উপগ্রাস্ত মরুতঃ সূদানব ইন্দ্রঃ প্রাপ্তুর্ভবা শচা ॥” এই মন্ত্র পড়িয়া উত্তোলন করিয়া তিনবার প্রদক্ষিণপূর্বক “আপো হি ষ্টা” ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় (৫৭পৃ দেখ) ও “বরুণস্তোত্তমমসি”—ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্বক (৬ পৃ দেখ) বরুণ-প্রতিমা খাতজলে বিসর্জন করিবে। অনন্তর গোময়, দধি, মধু, কুশ, মহানদীর জল ও পঞ্চুরভ “ওঁ যে বামী রোচনে দিবোধে বা হৃয্যন্ত রশ্মিযু। তেযামপ্স্থ দমকৃতং তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ ॥” এই মন্ত্রে খাতজলে নিক্ষেপ করিয়া “ওঁ ঋৎ ঋবেণ মনসা বাচা সোমসবনয়ামি অথো ন ইন্দ্র ইড়ি যো সপত্নাঃ সূমনস্করং ॥” এই বলিয়া যষ্টি অভিমুখিত করিয়া “ওঁ য্পবৃক্ষো উত য্প য়ে বাহাশ্চালং য়ে অম্বয্পায় তক্ষতি য়ে চার্কতে পচনং সংভবন্ত্যতো তেযামভি পূর্ভিন ইম্বতু ॥” এই মন্ত্রে নাগযষ্টিকে জলাশয়জল-মধ্যে পুতিবে। ঐ নাগযষ্টির দশদিকে জল মার্জকাগণের পূজা করিবে। যথা—

যষ্টির পূর্বাংশে, ওঁ হ্রিং ইহাগচ্ছাগচ্ছ” বলিয়া আবাহনপূর্বক “ওঁ হ্রিয়ে নমঃ” মন্ত্রে পাণ্ডাদি দ্বারা পূজা করিবে। এইরূপ অগ্নিকোণে—ত্রিষ্টে। দক্ষিণ দিকে—শট্টে। নৈঋতে—মেঘাষ্টে। পশ্চিমদিকে—শ্রদ্ধাষ্টে। বায়ুকোণে—বিভ্রাষ্টে। উত্তরে—লষ্টে। ঈশান কোণে—সরস্বত্যাষ্টে। অধঃ—বিভ্রাষ্টে। উক্তে—লষ্টে। ইহাদিকের পূজা করিবে।

অনন্তর বারত্ৰয় অগ্নিপ্রদক্ষিণ করত সূর্যাদি অশ্বিনীকুমার পর্য্যন্ত দ্বাত্রিংশৎ দেবতাগণের যথাশক্তি পূজা করিয়া “ওঁ বরুণ ক্ষমস্ব” বলিয়া বরুণের বিসর্জন করত পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া “ওঁ যাস্তু দেবগণাঃ সর্বে পূজামাদায় যাজ্ঞিকাঃ। ইষ্টকামপ্রসিদ্ধার্থং পুনরাগমনায় চ। বরুণ ত্বং হিরণ্য ত্বং ঐশতীর্ষিবিনাশন। ব্রজস্ব পূজামাদায় পুনরাগমনায় চ” এই মন্ত্র পড়িয়া হস্তস্থিত পুষ্পাঞ্জলি ভূমিতে নিক্ষেপ করিবেন।

অনন্তর “ওঁ আপোহিষ্ঠা” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পাত্রস্থিত পুষ্পদ্বারা অনবচ্ছিন্ন ধারা দিয়া জলাশয় প্রদক্ষিণ করিবেন। পরে হোত্রাদিকে বরুণদক্ষিণা দিয়া মূল দক্ষিণা করিবে, যথা,—

ওঁ অদ্যেত্যাদি—মৎস্কল্পিতজলপূর্ণজলাশয়প্রতিষ্ঠাকর্মণঃ সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিদং কাকনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদেবতং যথাসমুদ্রগোত্র-নাম্নে ব্রাহ্মণ্যাহং মদে। অতঃপর উভয় কর্ণের অচ্ছিন্নাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধান করিবেন।

### কূপোৎসর্গপ্রয়োগ ।

শুভলগ্নে যজমান সর্কৌষবিজনে স্নান করিয়া নিত্যক্রিয়া সমাপন করত আচমন করিয়া জলাশয়ের পশ্চিমে পূর্বাভিমুখী হইয়া উপবেশন করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা—

“অদ্যেত্যাদি—প্রত্যেকজলবিন্দুসংখ্যাকশতবর্ষাবচ্ছিন্নস্বর্গপ্রাপ্তিকামঃ শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকামো বা কূপজলাশয়োৎসর্গমহং করিষ্যে।” এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, স্বপাংখোক্ত সূক্ত পাঠ করত নিয়োক্তমন্ত্র পাঠপূর্বক ধ্বজ সর্বপ বিকীর্ণ করিয়া বিদ্বাপসারণ করিবে। মন্ত্র যথা—

“ওঁ বেতালাশচ পিশাচাশচ” ইত্যাদি (১১৮ পৃ দেখ)। যদি এই দিনই বাস্তব্যাগ করিতে হয়, তবে উভয় নিমিত্তক ষোড়শ মাতৃকাপূজা, বহুবারা, আয়ুষ্যসূক্তজপ ও যুক্তিশুদ্ধ করিবে। যদি জলাশয় উৎসর্গমাত্র করিতে হয়, তবে বাস্তব্যাগের উল্লেখ করিবে না। বাস্তবমণ্ডল করিতে অসমর্থ হইলে শালগ্রামে এণ্ডে



“বাস্তদেবায় নমঃ” বলিয়া বাস্তদেবের পূজা করিয়া “এষ গন্ধঃ ঔ ঙ্গেশানায় নমঃ ।” এবং “ঔ পর্জন্যাদিত্যঃ ।” বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করত পুণ্যাহ, স্বস্তি ও ঋদ্ধি বাচন করাইয়া হোত্বরণাদি করিবেন, ( ৪৪ পৃঃ দেখ ) । পরে হোতা পঞ্চগব্য শোধন করিয়া তদ্বারা যাগস্থান শোধন করিয়া স্বগৃহ্যোক্ত বিধিতে অগ্নিস্থাপনপূর্বক ব্রহ্মস্থাপন পর্য্যন্ত কৰ্ম্ম করিয়া যথাবিধি চরুপাক করিবে । ( ১ম কাণ্ড স্ব স্ব বেদোক্ত সাধারণ কুশণ্ডিকা দেখ ) ।

পরে স্বশাখোক্তবিধিতে আজ্যভাগান্ত কৰ্ম্ম করিয়া “অগ্নে ত্বং বরুণা নামাসি” বলিয়া বরুণ নামক অগ্নির আবাহন ও পূজা করিয়া বরুণহোম করিবে । ( জলাশয়োৎসর্গ বিধি দেখ ) ।

অতঃপর প্রায়শ্চিত্তহোম করিয়া উনীয়কৰ্ম্ম সমাপন করত মঙ্গল বাত্মধ্বনি সহকারে কুশলিল জলাদি লইয়া “অগ্নেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মা প্রত্যেকজলবিন্দুসংখ্যাকশতবর্ষাবচ্ছিন্নস্বর্গপ্রাপ্তিকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা এতৎকূপজলাশয়ং বরুণদৈবতং সর্বভূতেভ্যোহহমুৎসৃজে ।” এই বাক্যে কূপেয় দিকে দৃষ্টি করিয়া কূপজলাশয় উৎসর্গ করিবে । পরে “ঔ দেবপিতৃমহুযাঃ প্রীয়ন্তাম্ । ঔ সর্বভূতেভ্য উৎসৃষ্টং ময়ৈতচ্ছলমূর্জিতং । রমস্তাং সর্বভূতানি দানপানাবগাহনৈঃ ॥” এইমন্ত্র দ্বয় পাঠ করিবে । পরে “অগ্নেত্যাদি—কৃতৈতৎকূপজলাশয়োৎসর্গকৰ্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামেতৎ সুবর্ণং বহ্নিদৈবতং অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মণে ব্রাহ্মণায়াহং দদে ।” এই বাক্যদ্বারা দক্ষিণা দান করিলে, “স্বস্তি” বলিয়া কৰ্ম্মকারয়িতা ব্রাহ্মণ তাহা গ্রহণ করিবেন । তৎপর “ঔ আপো হিষ্ঠা” ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় পাঠ করিয়া জলাশয়ে পঞ্চগব্য প্রদান করত অবিচ্ছিন্ন ছন্দ্বদ্বারা দিয়া আচার্য্য এবং যজমান উভয়ে “ঔ আপো হি ঠা” ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় পাঠ করত তিনবার প্রদক্ষিণ করিবেন । তদনন্তর অচ্ছিদ্রাবধারণ, শান্তি ও ব্রাহ্মণভোজন এবং তাহাদিগকে বিংশতি ভোজ্য দান করিবেন ।

### সোপান প্রতিষ্ঠা প্রয়োগ ।

সোপান প্রতিষ্ঠা কার্য্যে প্রায় সমস্তই কূপজলাশয়োৎসর্গের জ্ঞায় করিতে হয় । যাহা একটু বিশেষ আছে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল । সংকল্প বাক্য যথা,—

“অদ্যেত্যাদি প্রত্যেকেষ্টকাদিপরমাণুসমসংখ্যাকশতবর্ষাবচ্ছিন্নস্বর্গপ্রাপ্তিকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা সোপানপ্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে ।”

দান বাক্য যথা।—“অন্যেত্যাদি—এতৎ সোপানং বক্ষণদৈবতং সর্বভূতে-  
ভ্যোহহমুৎসৃজে।”

দানানন্তর “ও দেবপিতৃমহুযাঃ প্রীয়তাং” ইত্যাদি (১২৫ পৃ দেখ) মন্ত্র  
পাঠ করিবে। এই মন্ত্রস্থ “মরৈতৎ জলমুর্জিতং” স্থলে “মরৈতৎ সোপান মুর্জিতং  
পাঠ করিবে। ইহাই বিশেষ।

### অশ্বখাদি বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা মাহাত্ম্য।

“অপ্যেকমপি রাজেন্দ্র বৃক্ষং সংস্থাপয়েচ্চ যঃ। সোহপি স্বর্গে বসেৎ  
ব্রহ্মন্ যাবন্মবন্তরং নরঃ॥” পুরাণান্তরে,—“তত্র যাবন্তি পত্রাণি পুষ্পাণি  
চ ফলাণি চ। তাবদ্বর্ষাবধিস্থায়ী স্বর্গলোকে নরোভবেৎ॥ জন্মপ্রভৃতি-  
পাপানং প্রায়শ্চিত্তমভীপ্সতা। বিষ্ণুপ্রীতিকরো যম্মাং স্থাপনৌঘো মহীকহঃ॥”

হে রাজেন্দ্র! যে ব্যক্তি একটি অশ্বখ বৃক্ষ স্থাপন করে, সে মন্বন্তর  
কাল পর্যন্ত স্বর্গলোকে বসতি করে। পুরাণান্তরে বলিয়াছেন,—প্রতিষ্ঠিত বৃক্ষের  
পত্র, পুষ্প ও ফলসমসংখ্যক বর্ষ পর্যন্ত মানব স্বর্গলোকস্থায়ী হয়। জন্মপ্রভৃতি  
পাপসমূহের প্রায়শ্চিত্ত কামনায় বিষ্ণুপ্রীতিকর এই মহীকহ স্থাপন করিবে।

### অশ্বখাদি বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা প্রয়োগ।

শুভদিনে কৃতনিত্যক্রিয় বজমান শুচি হইয়া শুদ্ধচিত্তে আসনোপবিষ্ট  
হইয়া আচমন করিবে। (পূর্বদিনে অধিবাস করিতে হয়)। পরে বৃক্ষসমীপে  
গমন করিয়া ছায়ামণ্ডপে উপবেশন করত স্ততিবাক্য পূর্বক সঙ্কল্প করিবে।  
সঙ্কল্প বাক্য যথা,—

“অথৈত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা বাল্যপ্রভৃতিসমুত্থরিতধ্বংস-  
পূর্বকএতদ্ বৃক্ষপ্রভবপত্রপুষ্পফলসংখ্যকবর্ষাবচ্ছিন্নস্বর্গবাসকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি-  
কামো বা অশ্বখবৃক্ষপ্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে।”

অশ্ববৃক্ষ হইলে, অশ্বখবৃক্ষস্থলে, সেই বৃক্ষের নাম উল্লেখ করিবে। অনন্তর  
স্বস্ববেদান্তে সূক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া ঘটে অথবা শালগ্রামে গণেশ, শিবাदि-  
পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পাল প্রভৃতির আবাহন করিয়া  
পূজা করিবে। যদি পুরুষকর্তৃক বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহা হইলে ষোড়শ-  
মাতৃকাপূজা, বসু-ধারাসম্পাতন, আয়ুষ্যাহুজপ ও বুদ্ধিপ্রাদ্বাদি সম্পন্ন করিয়া  
ব্রাহ্মণদিগকে পুণ্যাহ, স্ততি ও ঋদ্ধিবাচন করত নিম্ন প্রকারে বাক্য  
করিবে। যথা,—

“অন্তেত্যাদি মংসক্লিষাখরুক্ষ-প্রতিষ্ঠাকর্মাকৃত্ত-হোমকর্মণি ব্রহ্মকর্ম-করণায়”—ইত্যাদি বাক্যে হোতা আচার্য্যদিগকে বরণ করিয়া সদস্তবরণ করিবে ।”

অতঃপর হোতা শোধিত পক্ষগব্যাদ্বারা বেদীভূমি শোধন করিয়া যজমানের স্ববেদোক্ত মন্ত্রে ঘটস্থাপন করিয়া গণেশাদি দেবগণকে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া নিম্নলিখিত দেবতাদিগকে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে । যথা,—“ওঁ দ্বাদশাদিত্যেভ্যো নমঃ, এবং অষ্টবহুভ্যঃ, একাদশরুদ্রেভ্যঃ, সাধ্যাগণেভ্যঃ, বিষ্ণেভ্যঃ, দেবগণেভ্যঃ, অশ্বিনীকুমারাভ্যঃ, ঋষিগণেভ্যঃ । অতঃপর বিষ্ণুর পূজা করিবে ।

তাহার ক্রম এই ।—প্রথমতঃ নামান্যার্থ্য করিয়া ভূতভূক্তি, মাতৃকাত্রাসান্ত কর্ম এবং ঋষাদি ত্রাস ও অঙ্গত্ৰাসাদি করিয়া ( ১৬ পৃঃ দেখ ) কৃষ্ণমুদ্রাবোগে একটি পুষ্প গ্রহণ করত “ওঁ বাসুদেবং সুখাদীনং নীলবর্ণং চতুর্ভুজং । শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং বনমালিনং । কিরীটকুণ্ডলধরং কনকাস্ত্রদভূষণম্ । প্রসন্নং কোমলভরং হরিণং পীতবাসনং । লক্ষ্মীসরস্বতীযুক্তং ভাস্কিগম্যং পরাংপরম্ ॥ নারায়ণং জগকৈভুং ব্রহ্মাদিভিরপারগং । ধ্যানাতীতং গুণাতীতমীশ্বরং পরমং ভজে ॥ ” এইরূপে ধ্যান করিয়া নিজ মন্তকে পুষ্প প্রদান করত মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্থ্যস্থাপন করত পীঠ পূজা করিবে । যথা,—“ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ । কৃষ্ণায় । পৃথিব্যে । স্বেতদ্বীপায় । রত্ন-মণ্ডপায় । কল্পরুক্ষায় । রত্নসিংহাসনায় । ” অগ্নি আদিকোণচতুর্থে যথা-ক্রমে “ধর্ম্মায় । জ্ঞানায় । বৈরাগ্যায় । ঐশ্বর্য্যায় । ” চতুর্দিক্ “ঐং অধর্ম্মায়, অজ্ঞানায় । অবৈরাগ্যায় । অনৈশ্বর্য্যায় । ” মধ্যে—“শেখায় । পদ্মায় । অং অর্কমণ্ডলায় । উং সোমমণ্ডলায় । মং বহুমণ্ডলায় । সং সত্ত্বায় । রং রজসে । তং তমসে । আং আত্মনে । অং অন্তরাত্মনে । পং পরমাত্মনে । ক্রীং জ্ঞানাত্মনে । ” অষ্টদিক্—“বিসর্গায়ৈ । উৎকর্ষিণ্যে । ক্রিয়ায়ৈ । বোগায়ৈ । যুদ্ধায়ৈ । সত্যায়ৈ । ঈশানায়ৈ । অহংহায়ৈ । ” ইহাদিগের প্রত্যেকের আদিতে “ওঁ ও অন্তে “নমঃ” শব্দ বোগ করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে ।

তদনন্তর, পুনরায় ধ্যান করিয়া,—“ওঁ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ” এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে । ( ২৫ পৃঃ দেখ ) অতঃপর, পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া যথাশক্তি জপ করিয়া—“ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্বাস্রসংযোগপীঠাত্মনে নমঃ । ”—এই মন্ত্রে পূজা করত লক্ষ্মী ও সরস্বতীদেবীর

আবাহন করিয়া পূজা করিবে এবং যথাশক্তি জপ করিয়া তবপাঠ ও নমস্কারাদি করিবে ।

অনন্তর প্রতিষ্ঠাতবোক্ত স্বশাখোক্ত বিধিতে অগ্নিস্থাপন করিয়া ব্রহ্মস্থাপন, চক্ৰ শ্রপণ ও সৰ্ব্বকৰ্ম্ম-সাধারণী কুশাণ্ডিকা সমাপন করিয়া চক্ৰহোম-মন্ত্রে দিক্-পাল ও নবগ্রহহোম চক্ৰ দ্বারা করিয়া, ঘৃতদ্বারা প্রতিষ্ঠাকাণ্ডোক্ত বিধানক্রমে হোম করত প্রায়শ্চিত্তহোম করিয়া পূর্ণহোম করিবে । ( ১ম কাণ্ড ৮ পৃঃ দেখ ) পরে, ব্রহ্মদক্ষিণা প্রদান করিয়া তিলকাস্ত কৰ্ম্ম সম্পন্ন করিবে ।

অনন্তর, পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃতদ্বারা অম্বথবৃক্ষকে স্নান করাইবে এবং শুদ্ধ-জলদ্বারা “সহস্রশীৰ্ষা” ইত্যাদি মন্ত্রে স্নান করাইয়া বস্ত্রদ্বারা বৃক্ষ বেষ্টন করত চতুর্দিকে কদলীবৃক্ষচতুষ্টয় রোপণ করিয়া “অম্বথবৃক্ষায় নমঃ” এই ক্রমে যথাশক্তি পূজা করিয়া, ঘণ্টা-বিতান-মালাদি উপচার দ্বারা অম্বথ বৃক্ষ শোভিত করিয়া “ও বৃক্ষরূপিন্ জগন্নাথ সৰ্ব্বকামকলপ্রদ । নমস্তে কমলাকান্ত ঈশ্বিতার্থক দেহি মে ॥ ত্রাহি মাং ভগবন্নাথ বৃক্ষরূপী হরিঃ স্মৃতঃ । যমলোক-ভয়ং জ্ঞাত্বা ক্রিয়তে তব রোপণং ॥ আধারঃ সৰ্বভূতানাং সৰ্বকৰ্ম্মপ্রবৰ্দ্ধকঃ । ভূমীশঃ সৰ্বধৰ্ম্মাণাং ধৰ্ম্মরূপ নমোহস্ত তে ।” দৰ্শনামস্ত্রিতে পাপং লক্ষ্মীভবতি স্পর্শনাং । বরুতে কীর্তিনাদায়ুঃ সদাশ্ব নমোহস্ত তে ॥” এই মন্ত্রে নমস্কার করিয়া বৃক্ষকে তিনবার প্রোক্ষণ করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে ও অম্বথবৃক্ষায় নমঃ” “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ও শ্রীবিষ্ণবে নমঃ ।” “এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানেভ্যঃ ও সৰ্বভূতেভ্যো নমঃ ।” এই বলিয়া অৰ্চনা করিয়া কুশতিল জল গ্রহণ করিয়া “অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মা বাল্যপ্রভৃতিসমুত্তমু-তধ্বংসপূৰ্ব্বক এতদ্বৃক্ষপ্রভবপত্রপুষ্পফলসমসংখ্যকবর্ষাবচ্ছিন্নস্বর্গলোকস্থিতিকামঃ শ্রীবিষ্ণুশ্রীতিকামো বা ইমমম্বথবৃক্ষং গন্ধাদয়চ্চিতং বস্ত্রাচ্ছাদিতং বিষ্ণুদেবভ্যং সৰ্বভূতেভ্যোহহমুৎসৃজে ॥” এই বাক্যে উৎসর্গ করিয়া বৃক্ষমূলে জল প্রদান “ও অম্বথবৃক্ষোহয়ং বিষ্ণুদেবভ্যঃ” ইহা উচ্চারণ করত বৃক্ষ ধারণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে—

“ও অম্বথবৃক্ষরূপোহসি মহাদেবেতি বিষ্ণুভ্যং । বিষ্ণুরূপধরোহসি ত্বং পুণ্য-বৃক্ষ নমোহস্ত তে । ও অত্র মে সফলং জন্ম বৃক্ষরূপ জনাৰ্দ্দন । সংসারসাগরে-ভ্যশ্চ পুত্রবন্তারয়িষ্যসি । ও প্রতিষ্ঠিতোহসি বৃক্ষেশ গন্ধমাগানুলেপনৈঃ । পতাকাপুষ্পাধিপাণ্ডে রক্ষ মাং সৰ্বভোহনঘ ॥”

অতঃপর নিম্নলিখিত বাক্যে দক্ষিণাস্ত করিবে । যথা—“অদ্যেত্যাদি-বৃত্তে-

তৎসর্বভূতান্দ্বেষ্টকান্থথবৃক্ষপ্রতিষ্ঠাকর্ষণঃ সাক্ষ্যতার্থং দক্ষিণামিদং শ্রবণং তদুৎসর্গং বা যথাসম্ভবগোত্রনাম্নৈ ব্রাহ্মণ্যাহং নদে ।”

তৎপরে বৃক্ষেয় ঈশান বা বায়ুকোণে ধ্বজস্থাপন করিয়া অর্চনা করত, “অদ্যেত্যাদি—মহাপাতকাদি-বহুপাপক্ষয়কামোহস্মিন্ অস্থথবৃক্ষে ইমং ধ্বজং বিষ্ণুদেবতং বজ্রাচ্ছাদিতমচ্চিৎতং বিষ্ণবে তুভ্যমহং সম্পদদে ।” এই বাক্য দ্বারা উৎসর্গ করিয়া কৃতান্তলি হইয়া “ওঁ এষ বিষ্ণুরবিস্বং বৈ ব্রহ্মা চৈব পিতামহঃ । ব্রহ্মো মহেন্দ্রো বরুণ আকাশং পৃথিবী জলং । বায়ুঃ শশাঙ্কঃ পর্জন্তো ধনাদ্যাক্ষো বিভাবসুঃ । ধ্বজস্ত রোপণে নিত্যং প্রীয়ন্তাং সর্বদেবতাঃ ।” এই মন্ত্র পাঠ করত তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া আচার বশত পিষ্টপ্রদীপাদি দিয়া নির্মল্গুন করত প্রণাম করিবে । পরে অচ্ছিন্নাবধারণ করত বিষ্ণুমরণ করিয়া “ওঁ বাস্তুদেবগণাঃ সর্বৈ পূজ্যামাদায় যাজ্ঞিকাঃ । ইষ্টকামপ্রসিদ্ধ্যর্থং পুনরাগমনায় চ ॥” ইহা পাঠ করিয়া ঘটাদি বিসর্জন করত “সুরাস্বামভিবিধস্ত” এই মন্ত্রে ( ২৪ পৃঃ দেখ ) শাস্তিদান করিবে ।

### গঠাদি গৃহপ্রতিষ্ঠা ।

যদি একই দিবসে গৃহপ্রতিষ্ঠা ও দেবপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তবে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি করিয়া বিপান ক্রমে দেবপ্রতিষ্ঠা করিবে । কেবল যদি গৃহপ্রতিষ্ঠাই হয়, তবে যজমান হস্তপদ বিবোধ করিয়া আচমন করত পূর্বমুখে কুশাসনযুক্ত আসনে উপবেশন করিয়া পূর্বমুখোপবিষ্ট ব্রাহ্মণত্রয়কে গন্ধমাল্যবস্ত্রাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া গুণ্যাহ বাচনাদি ( ৪৪পৃঃ দেখ ) করাইয়া তিল কুশযুক্ত বিগুন্ধ জল তাম্রাদি পাত্রে গ্রহণ করিয়া সঙ্কল করিবে । যথা,—অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা । এতত্ত্বণকাষ্ঠাদিময়বেশ্যপরমাণুসমসংখ্যকবর্ষসহস্রদশগুণকালাবচ্ছিন্নস্বর্গলোকমহিতত্বকাম এতদিষ্টকাদিময়বিষ্ণুদেবতাবেশ্যপ্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে । \*

উক্তরূপে সঙ্কল করিয়া সঙ্কল হস্তাদি পাঠ করিবে । পরে নিম্নলিখিত রূপ বাক্য করিবে ।—

“অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা ত্বণকাষ্ঠাদিময়বিষ্ণু-

\* ইষ্টকর্ময় গৃহ হইলে,—“দশসহস্রবর্ষাবচ্ছিন্ন” এইরূপ পাঠ করিতে হয় । দেবতার গৃহ প্রতিষ্ঠাওও দেবতা ভেদে নাম নিকপণ করিবে ।

বেশপ্রতিষ্ঠাকর্মণ্যভ্যাদয়ার্থং সগণাধিপগৌর্যাদিষোড়শমাতৃকাপূজাবহু-  
ধারাসম্পাতনায়ুধাসূক্তজপাভ্যাদয়িকশ্রাদ্ধান্তহং করিষ্যে ।”

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সূক্ত পাঠ করিবে । অনন্তর গৌর্যাদি ষোড়শমাতৃকার  
পূজা বসুধারাদি দিয়া আভ্যাদয়িক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া পরে ব্রাহ্মগণকে  
অর্চনা করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মা, হোতা, সদস্য ও তন্ত্রধার বরণ করিবে ।

অতঃপর শোধিত গন্ধগব্য দ্বারা ভূমিশোধনপূর্বক ষটস্থাপন করিয়া গণে-  
শাদি দেবতার পূজা করত যজমানের স্বগৃহোক্ত বিধানে অগ্নিস্থাপন করিয়া  
ব্রহ্মস্থাপনান্ত কর্তব্য করত হোমীয় দ্রব্যাসাদন করিবে । পরে অগ্নির পশ্চিম  
হইতে দক্ষিণদিকপর্য্যন্ত কুশান্তরণ করিয়া স্বর্পস্ব একমুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া  
“ও বিষ্ণবে স্বাজুঃ নির্বপামি” এই বলিয়া চক্রস্থালীতে আনিয়া উদ্বলনমধ্যে  
স্থাপন করিবে । এইরূপ “অগ্নয়ে, বায়বে, সূর্য্যায়” বলিয়া দুইবার, পুনর্বার—  
অগ্নয়ে, বরুণায়, ভূরগ্নয়ে, সূর্য্যায়, প্রজাপত্যে, অজরীক্ষায়, বলিয়া দুইবার,  
ব্রহ্মণে, পৃথিব্যে, মহারাজায়, সোমায়, ইন্দ্রায়, অগ্নয়ে, যমায়, নৈঋতায়,  
বরুণায়, বায়বে, কুবেরায়, ঈশানায়, অনন্তায়, আদিত্যায়, সোমায়, মঙ্গলায়,  
বুধায়, বৃহস্পত্যে, শুক্রায়, শনৈশ্চরায়, রাহবে, কেতুভ্যঃ” এই প্রত্যেক  
বাক্যে এক এক প্রস্থতি ( মুষ্টি ) স্থাপন করিবে । পরে দুইবার অমন্ত্রক দিয়া  
মৃষলের দ্বারা অবঘাত করত শূর্প দ্বারা প্রক্ষেপণ করিবে । এইরূপ দুইবার  
প্রক্ষেপণ করিবে । অশক্ত পক্ষে সাধারণবিধি অনুসারে চক্রপাক করিবে ।

অতঃপর পর্য্যুক্ষগান্ত কুশণ্ডিকা সমাপন করিয়া ক্রাম্য কর্মার্থ “ও তপশ্চ  
তেজশ্চ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া বিরূপাক্ষ জপ করিবে । অনন্তর সর্ববেদীয়  
“ও পিঙ্গকর্ণকেশাঙ্কঃ” ইত্যাদি আদিত্য পুরানীয় অগ্নির ধ্যান করিয়া “সাহস  
নামক” অগ্নি স্থাপন করত আবাহন পূজাদি করিয়া একটা প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত  
সমিধ্ অগ্নিতে অমন্ত্রক নিক্ষেপ করিয়া মেক্ষণ দ্বারা চক্র গ্রহণ করিয়া “ও ত্বি-  
ক্ষোঃ পরমং পদং” ইত্যাদি মন্ত্রে আহতি দিবে । সর্বত্রই সামবেদীয়ের দেব-  
তোদেশ নাই, অথ বেদীয়েরা “ইদং বিষ্ণবে স্বাহা” বলিয়া দেবতোদেশে প্রত্য-  
হতি দিবে । অতঃপর “ও ভূঃ স্বাহা, ও ভুবঃ স্বাহা, ও স্বঃ স্বাহা এবং বৈদিক-  
গায়ত্রীর অন্তে “স্বাহা” শব্দ যোগ করিয়া আহতি দিবে । পরে “ও ত্বিপ্রাসো-  
বিপণ্যবে জাগৃবাসঃ সমিক্ষতে । বিষ্ণোঃ পরমং পদং স্বাহা ॥ ১ ॥ ও বিধ-  
তশ্চক্ৰকৃত বিধতোমুখে বিধতো বাহকৃত বিধতস্পাং । সং বাহভ্যাং ধমতি  
সংতত্বৈর্দেব্যাভূমিং জনয়ন্ দেব একঃ স্বাহা ॥ ২ ॥ “ও অগ্নিমীনে” ইত্যাদি

॥ ৩ ॥ “ও ইবে স্বোজ্জ্বলা” ইত্যাদি ॥ ৪ ॥ “ও অগ্নি আগ্নাহি” ইত্যাদি ॥ ৫ ॥  
 “ও শম্বোদেবীরভীষ্টয়ে” ইত্যাদি ॥ ৬ ॥ ও ভূরগ্নয়ে স্বাহা, ও স্বর্ধ্যায় স্বাহা, ও  
 প্রজাপত্যে স্বাহা, ও অন্তরীক্ষায় স্বাহা, ও জ্যোঃ স্বাহা, ও ব্রহ্মণে স্বাহা, ও  
 পৃথিব্যে স্বাহা । ও মহারাজায় স্বাহা, ও সোমং রাজানং” ইত্যাদি মন্ত্রে হোম  
 করিয়া দশদিকৃপালের হোম করিবে । যথা, —

“ও ত্রাতারমিস্ত্রমবিভার মিস্ত্রং হবে হবে স্নহবং শূরমিস্ত্রং হবেণ  
 শক্রং পুরুহুতমিস্ত্রং স্বস্তি নো মঘবা ধাতিম্ভঃ স্বাহা ॥ ১ ॥ ও অগ্নিঃ  
 দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্বদেবসং । অশ্ব যজ্ঞস্য শুক্রতুং স্বাহা ॥ ২ ॥  
 ও নাকে নাকে স্তূর্ণপর্ণপুপয়ং পতন্তং হৃদাবেনস্তোভ্যচক্ষতহা । হিরণ্যপক্ষং  
 বরুণস্য দূতং যমস্য যোনৌ শকুনং ভূরণ্যং স্বাহা ॥ ৩ ॥ ও বেথাহি  
 নিঋতীনাং বজ্রহস্তপরিব্রজং । অহরহঃ শুক্ল পরিপদামিবঃ স্বাহা ॥  
 ৪ ॥ ও স্বতবতী ভুবনানা ইত্যাদি ॥ ৫ ॥ ও বাতু অবাতু ভেষজং  
 শস্ত্রময়ো ভুনোহদে । প্রণতায়ুংষিতার্বং স্বাহা ॥ ৬ ॥ ও সোমং  
 রাজানং ইত্যাদি ॥ ৭ ॥ ও অভিজ্ঞা শূরোনোন্মোহছুক্ষা ইব ধেনবঃ  
 কৈশানমশ্ব জগতঃ স্বদৃশমীশানমিস্ত্রতস্থূষঃ স্বাহা ॥ ৮ ॥ ও ব্রহ্মা  
 যজ্ঞানাং প্রথমং পুরস্তাধিসীমতঃ । সুরুচোবেন আবঃ সবুধ্যা উপমা  
 অস্য বিষ্ঠাসতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ স্বাহা ॥ ৯ ॥ ও চর্ষণীঘৃতং মঘ-  
 বানমুখ্যমিস্ত্রং গিরো বৃহতীরভাসুয়ত । কারধানং পুরুহুতং সুরক্তি-  
 ভিরমর্ত্যং জবমানং দিবে দিবে স্বাহা ॥ ১০ ॥

অতঃপর “ও আকৃষ্ণেণ রজসা ইত্যাদি । ও আপ্যায়স্ব সমে তুতে  
 ইত্যাদি । ও অগ্নিমূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়মপাং রেতাংসি  
 জিন্নতি স্বাহা । ও অগ্নে বিবস্বতুষসশ্চিত্রং রাধোমর্ত্য্যাদাদাশুমে জাত-  
 বেদো বহাভমত্যাং দেবা উষর্ববুধঃ স্বাহা । ও বৃহস্পতে পরিদীয়া  
 রথেন রক্ষোহা মিত্রং অপবোধমানঃ । প্রভঞ্জৎসেনা প্রমুণোযুধা যজ্ঞম্নম্নাক  
 মেধ্যবিভা রথানাং স্বাহা । ও শুক্রস্তেহন্যং যজ্ঞস্তেহন্যং বিষ্ণুরূপেহ  
 হনী দৌরিবাসি বিশ্বাহি মান্ন অবসি স্বধাবন্ ভদ্রা তে পুষ্মিহরাতিরশ্ব  
 স্বাহা । ও শম্বো দেবী রভীষ্ঠয়ে ইত্যাদি । ও কেতুং বৃণু মকেতবে  
 পেশোমর্ধ্য্য অপেশশে সমুদ্বিত্বজায়থাঃ স্বাহা ।”

এই সমস্ত স্বাহান্ত মন্ত্রে হোম করিয়া মেষ্য অগ্নিতে ক্ষেপণ করিবে এবং চরুহোম সমাপন করিয়া চরু দ্বারা দিগ্‌স্কলের বলিপ্রদান করিবে । যথা,—

“এষঃ পায়সবলিঃ ঐ প্রাট্যৈ দিশে নমঃ” এবং আগ্নেয়ৈ দিশে নমঃ, এইরূপ অব্যট্যৈ, নৈঋত্যৈ, প্রতীত্যৈ, বায়ব্যৈ, উদীত্যৈ, ঐশান্যৈ, উৰ্দ্ধুদিশে, অধোদিশে ।

অনন্তর বৃতাক্ত পলাশসমিধ্ তদভাবে উডুস্বয় সমিধ্ দ্বারা “ঐ তদ্বিকোঃ পরমং পদং” ইত্যাদি মন্ত্রে অষ্টোত্তর শত ( ১০৮ ) বার হোম করিবে । জুর্গাদি প্রতিষ্ঠাতেও এই মন্ত্রে হোম করিবে । অতঃপর পূর্বোক্ত চরুহোম মন্ত্র দ্বারা সেই সেই দেবতার আজ্য হোম করিবে । পরে আজ্যদ্বারা নিম্ন লিখিত নয়টি মন্ত্র দ্বারা সামবেদীয়েরা হোম করিবে । যথা,—

“ঐ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে” ইত্যাদি । ঐ প্রাক্তন্ত বৃষ্টোইক্ষবন্তনুমহঃ প্রণোবচো বিধাতা জাতপদাবরাহোহভ্যেতি রেভন স্বাহা । ঐ সহস্রশীর্ষা পুরুষ ইত্যাদি । ঐ ত্রিপাদুঙ্কঃ ইত্যাদি । ঐ পুরুষ এবদং ইত্যাদি । ঐ এতাবানন্ত ইত্যাদি । ঐ ততো বিরাড়জায়ত ইত্যাদি । ঐ কথানশ্চিত্র অভুবদুতী ইত্যাদি ।”

অনন্তর আজ্যমিশ্রিত তিলের দ্বারা “ঐ ইরাবতী ধেনুমতীহি ভূয়ঃ সুরব-  
সিনী । মনবেদশস্যঃ । ব্যস্কভুরোদসী বিষ্ণুরেতে দধতু পৃথিবীমভিতো ময়ুধেঃ  
স্বাহা ।” এই মন্ত্রে একবার আহুতি দিয়া “ঐ ব্রহ্মানুযায়িত্যঃ স্বাহা । ঐ  
বিষ্ণুানুযায়িত্যঃ স্বাহা । ঐ রুদ্রানুযায়িত্যঃ স্বাহা ।” এবং পূর্বোক্ত নবগ্রহ ও  
দশদিক্‌পাল মন্ত্রে একবার হোম করিবে ।

অনন্তর “ঐ পর্বতেভ্যঃ স্বাহা । ঐ নদীভ্যঃ স্বাহা । ঐ সমুদ্রেভ্যঃ স্বাহা ।”  
বলিয়া তিলাজ্যহোম সমাপন করিয়া শ্রবের দ্বারা মহাব্যাহুতি হোম করিবে ।  
পরে শাস্ত্রায়ন হোমাদি দর্ভজুটিকা হোমান্তকর্ম সমাপন করিয়া “অগ্নে ত্বং মৃড-  
নামাসি ।” এই বলিয়া অগ্নির নামকরণ করত আবাহন পূজাদি করিয়া “ঐ  
তদ্বিকোঃ পরমং পদং” ইত্যাদি মন্ত্রের অন্তে “বৌষট্” বোণ করিয়া পূর্ণা-  
হুতি দিবে । পরে ব্রহ্মাকে পূর্ণপাত্র দক্ষিণা দিয়া “ঐ পৃথিবী ত্বং শীতলা ভব”  
বলিয়া অগ্নির ঐশানকোণে দুগ্ধাদি ক্ষেপণ করিয়া ঋবলগ্ন ভস্ম দ্বারা ললাটাদিতে  
ভিলক করিবে । পরে হোমদক্ষিণা করিবে । যথা,—“অত্তেত্যাদি কৃতেভ্যং-  
ত্ণকান্তাদিময়বিষ্ণুবেশপ্রতিষ্ঠাকর্ম্মাজুতহোমকর্ম্মণঃ । সাক্ততার্থং দক্ষিণামিদং  
হেমযুক্তসবস্ত্রতিলপাত্রং বিষ্ণুদৈবতং ( ইমাং গাঞ্চ রুদ্রদেবতাকাং ) যথানাম-  
গোত্রায় সাক্ষণায়ানং দদে ।”



অনন্তর প্রানাদসমীপে গমন করিয়া “ও উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মগম্পতে দেব যজন্তস্তু-  
মহে । উপগ্রাস্ত মরুতঃ সুদানব ইন্দ্রঃ প্রাপ্তবাসা সচা ।” এই  
মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবতাকে আনয়ন করত গন্ধ বস্ত্রাদি দ্বারা শিল্পীকে  
সন্তোষ করিয়া—“ও ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেখা নিদধে পদং সমুচ্চমস্য পাংস্তলে ।”  
এই মন্ত্রে স্থাপন এবং “ও চক্রায় নমঃ” এই মন্ত্রে চক্রের তিনবার পূজা করিয়া  
গৃহের উপরে যথাযোগ্য চক্রাদি করিয়া বস্ত্র দ্বারা গৃহ আবৃত করত গৃহদ্বারের  
অনুরূপ তোরণ নির্মাণ দ্বারা বস্তুযুক্ত ধ্বজ গৃহের ঈশানকোণস্থ গর্ভে স্থাপন  
করিবে । পরে ঘণ্টা-চামর-কিঙ্কিণীজালমালা বিস্তার করিয়া দ্বার-সম্মুখে, বিষ্ণু-  
গৃহে গরুড়, শিবগৃহে রুব, জুগ্মগৃহে সিংহ বাহন স্থাপন করিবে ।

অনন্তর নারিকেলোদকপূর্ণ পঞ্চবিংশতি ঘণ্টের জল এবং পঞ্চগব্য ও পঞ্চা-  
মৃত দ্বারা দেবতার স্নান করাইয়া ঘোড়শোপচারে দেবতার পূজা করিয়া  
ঘণ্টাদিয়ুক্ত বজ্রাচ্ছাদিত গৃহ উৎসর্গ করিয়া অর্চনা করিবে । যথা,—এতে গন্ধ-  
পুষ্পে তৃণকাষ্ঠাদিময়বেশ্মনে নমঃ ।” বলিয়া তিনবার অর্চনা করিয়া, “ও  
তদ্বিষ্ণোঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া বিষ্ণুস্মরণ করত দানার্থ বাক্য করিবে ।  
যথা,—“অথোত্যাগি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা এততৃণকাষ্ঠাদিময়বেশ্মাপরমাণু-  
সংখ্যক-বর্ষসহস্রদশগুণকালাবচ্ছিন্নস্বর্গলোকমহিতত্বকামঃ সাচ্ছাদনং তৃণকাষ্ঠাদি-  
ময়বেশ্মা বিষ্ণুদৈবতং বিষ্ণবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে । পরে দক্ষিণা অর্চনা  
করিয়া “অদ্যোত্যাগি কৃতৈতৎ তৃণকাষ্ঠাদিময়বেশ্মদানকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণা-  
মিদং সুবর্ণং অমুকদেবায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে । অনন্তর অচ্ছিন্নাবধারণ ও বিষ্ণু-  
স্মরণ করিয়া দেবতাকে হস্তে লইয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে ।

অতঃপর “ও ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্চেম ক্টিতির্বজ্রা হিরৈর-  
ঙ্গৈস্তষ্ট্রুংসস্তুভুভির্ক্যাসেমহি দেবহিতং যদাযুঃ ॥” এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত দেবতাকে  
লইয়া গৃহপ্রবেশ করত “ও দেবস্ত ত্বা সবিতু” ইত্যাদি মন্ত্রে বেদীর উপরি  
স্থাপন করিবে । অনন্তর “ও হিরোভব বীড়ুঙ্গ আশুভব বাহুর্কন পৃথুর্ভব  
হুসদন্তমগ্নে পুরীষবাহন ।” এই মন্ত্রে স্থিরীকরণ করিবে ।

অতঃপর দেবতাকে পুনরায় ঘোড়শোপচারে পূজা করিয়া যথাশক্তি দেব-  
তাকে চামরাদি দান করিয়া করযোড়ে পাঠ করিবে ।

“ও যাবক্ষরাবরো দেব যাবতিষ্ঠতি মেদিনী । তাবদত্র জগন্নাথ সন্নিধীভব কেশব ॥”\*

\* শিব বিষয়ে “কেশব” স্থলে “শঙ্কর” বলিবে এবং অন্ত দেবতা হইলে তন্মান করিবে ।

অতঃপর ধ্বজসমীপে গমন করিয়া তাহা সংপ্রোক্ষণ করত “ওঁ এহেহি ভগবদ্রীক্সরনির্মিত উপলিচর বায়ুমাংগাসুসারিন্ ত্রীকর ত্রিনিবাস রিপুধ্বংসকর সুলজনাধিনিলয় সর্বদেবতাসম্মতং কুরু স্বস্ত্যয়নঞ্চ মে ভবতু সর্ববিঘ্নান্ হর হর স্বাহা ॥” এই মন্ত্রে ধ্বজারোপণ করিয়া “ওঁ ধ্বজায় নমঃ” “ওঁ বিজয়ে নমঃ” “ওঁ শিবায় নমঃ” এইরূপে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া পুনরায় ধ্বজ প্রোক্ষণ করিয়া বামহস্তে ধারণ করত “অথৈত্যাদিমহাপাতকাদিবহুপাপকরকামঃ ত্রিবিষ্ণুপ্রীতিকামো বা ইদং ধ্বজং অমুকদেবার তুতমহং সম্প্রদদে ॥” এই বাক্যে উৎসর্গ করিয়া ধ্বজনানের দক্ষিণা করিবে।

অতঃপর, বিষ্ণুবিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ রোপণ করিয়া “ওঁ সুপর্ণোহসি গরুড় তাংস্ত্রিরুদ্ভেঃ শিরো গায়ত্র্যাং চক্ষুর্হৃদ্রথাস্তরে পক্ষৌ স্তোম আত্মাচ্ছন্দাঃস্যা-  
জ্ঞানি যজুংসি নাম তে তনুভিক্ষীমদেব্যং বজ্রাযজ্ঞিয়ং পুচ্ছং ধিষ্ঠ্যাঃ কলাঃ সুপর্ণো গরুদ্যান্ দিবং গচ্ছ স্বঃপতে” এই মন্ত্র পাঠ করত “ওঁ গরুড়ায় নমঃ” এই মন্ত্রে তিনবার পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। প্রণাম মন্ত্র যথা,—“ওঁ নমস্তে পতগ-  
শ্রেষ্ঠ পন্নগাস্তকর প্রভো। স্বংপ্রসাদান্নহাবাহে। মোদয়েৎ দিবি দেববৎ। যথা স্বং সংপুটকরঃ সততং নতকঙ্করঃ। তথৈব পুরতো বিষ্ণুস্তংপ্রসাদান্ত-  
বাম্যাহম্ ॥” জুর্গাগৃহপ্রতিষ্ঠায় বিশেষ যথা,—“ওঁ সিংহায় নমঃ” বলিয়া তিন  
বার পূজা করিয়া “ওঁ বিজয়ো জয়দো ভেতা রিপুঘাতী প্রিয়করঃ। জুঃখ-  
দারিদ্ৰহা শান্তঃ সর্ববিঘ্নবিনাশনঃ। ইত্যাক্ষৌ তব নামানি যস্মাৎ সিংহ-  
পরাক্রমঃ। তস্মাৎ সিংহাসনেতি স্বং নামা দেবেষু গীয়তে। ত্বয়ি স্থিতঃ শিবঃ  
সাক্ষাৎ ত্বয়ি শক্রেঃ সুরেশ্বরঃ। ত্বয়ি স্থিতো হরির্দেব স্তদর্থং তপ্যতে তপঃ।  
নমস্তে সর্বভোক্ত্র জুর্গায় বাহনঃ পরঃ। ত্রৈলোক্যজয় শক্রেয় সিংহাসন নমোহস্ত  
তো ওঁ বিজয়ায় নমঃ ॥” শিবরূপ পূজাতেও এইরূপ করিবে।

অতঃপর প্রদীপ দ্বারা নির্মজ্জন করিয়া অন্যান্য বিংশতি সংখ্যক ব্রাহ্মণ  
ভোজন করাইবে। পরে নৃত্যগীতাদি বাজ দ্বারা মহোৎসব করিয়া আচ্ছিন্নাব-  
ধারণ করিবে। ব্রজাদি মঠ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে প্রণবাদি নমোহস্ত চতুর্থীয়ুক্ত বাক্যে  
আদনা দান করিবে।

## দেব প্রতিষ্ঠা ।

প্রথমতঃ শিল্পীকে পরিভূষ্ট করিয়া শুভদিনে স্থতিবাচনাदि করিয়া “ওঁ ত্বিধিঃ পরমং পদং” ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ করিয়া সংকল্প করিবে । যথা,—

“অত্বেত্যাदि অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশাস্ত্রা বিষ্ণুলোকগমন-কামোহিস্তাং প্রতিমায়াং বিষ্ণুদেবতা প্রতিষ্ঠাকৰ্ম্মাহং করিষ্যে ।”

অতঃপর স্বশাখোক্ত সংকল্প সূক্ত পাঠ করিবে ।

একদিবসে বাস্তব্যাগাদি কৰ্ম্মজয় করিতে হইলে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি করিয়া ব্রাহ্মণাদি বরণ করিবে । ইহাই বিশেষ ।

অতঃপর আচার্য্য প্রতিমা বা লিঙ্গ আনয়ন করিয়া যথাস্থানে আসনে স্থাপন করিয়া গণেশ আদিত্যাदि নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদি দিকৃপালদিগকে ধ্যে পূজা করিবে । পরে হুণ্ডিল, অষ্টদল পদ্ম বা শালগ্রামে বিষ্ণু, শিব ও তৎপরিবারগণকে পূজা করিবে । অনন্তর ভাস্করাসনস্থ দেবতাকে আবাহন করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা দশোপচারে পূজা করিয়া স্নান করাইবে । যথা,— বৈদিক অষ্টোত্তরশত পল অর্থাৎ লৌকিক ষষ্ঠাধিকশতজয়তোলক পরিমাণ জলে বন্দীকমৃত্তিকা আলোড়ন করিয়া দেবতার মস্ত্র উচ্চারণ পূর্বক “অমুকং বন্দীকমৃত্তিকয়া স্নাপয়ামি” মন্ত্রে স্নান করাইবে । সর্বত্রই মন্ত্র জানা না থাকিলে সপ্ৰণব ব্যাকৃতিযুক্ত গায়ত্রী বা দেবতার মূলমন্ত্রে কার্য্য করিবে । মূলমন্ত্র বলিতে বৈদিক বা তান্ত্রিক, ঙ্কার যুক্ত নমোহস্ত চতুর্ধাবিত্তিক্রিয়ুক্ত দেবতা নাম রূপ জানিবে ।

অতঃপর পারিভাষিক অর্থ্যাদি দান করিয়া পূর্ববৎ গোময়দ্বারা স্নান করা-ইবে । পুনর্ব্বার অর্থ্যাদি দিয়া দেহরূপে শুদ্ধ গাময়ভয়দ্বারা স্নান করাইবে । প্রত্যেকের স্নানের পর অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ ও দীপ দিতে হয় । পুনরায় গন্ধ ত্রোয় দ্বারা “ওঁ এতমিস্রং শুভাম” ইত্যাদি শুদ্ধপতিসূক্ত মন্ত্রে স্নান করাইবে । অনন্তর “ওঁ নমস্তেহর্কে সুরেশানি প্রণীতে বিশ্বকৰ্ম্মণ । প্রভাবিতাশেষজগদ্ধাত্রি তুভ্যং নমো নমঃ । ত্বয়ি সম্পূজয়ামীশে নারায়ণ মনাময়ং । রহিতা শিল্প-দৌষেধমুক্তিযুক্তা সদা ভব ।” ইহা পাঠ করিবে । উক্ত মন্ত্রস্থ “নারায়ণ-মনাময়ং” স্থলে দেবতা ভেদে “মহাদেব মনাময়ং” “কাত্যায়নীমনাময়ং” এইরূপ পাঠ করিবে ।

সমর্থ হইলে পাচপ্রকার নদীর জল, পঞ্চাযুত, পঞ্চগব্য, গজদন্ত, পর্ব্বতাখ-

কুশ, কুশ, বয়ীকসম্বন্ধী পাচপ্রকার মৃত্তিকাজল, তিলগৈল, ঘৃত, পঞ্চকষায়জল, চম্পক, আত্র, শমী, পুশ্পাগ, ও করবীর পুষ্পোদক এবং তুলসী, কুন্দ, ও বিব-পত্রযুক্ত জল দ্বারা স্নান করাইবে। অতঃপর শালিচূর্ণ, তিলগন্ধক কঙ্ক বা বিধাজ দ্বারা উর্বরন, উজ্জলদ্বারা কালন, তীর্থোদকদ্বারা স্নান করাইবে এবং অষ্টোত্তর শত বিংশতি বা এক কলসী জল দ্বারা শুদ্ধপতি হস্তে স্নান করা-ইয়া নৃত্যগীতাদি উৎসব কার্য্য করিবে।

অতঃপর সুপুষ্পকুণ্ড-হস্ত দেবতার মস্তকে স্থাপন করিয়া মূলমন্ত্র ১০৮ বার জপ করিয়া মূলমন্ত্রে মস্তক হইতে পীঠস্থান পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে। পরে দেব-তালে মাহাকাভাস, ও বথাসম্ভব তত্ত্বাস করিবে।

বিষ্ণুবিষয়ে তত্ত্বাস যথা,—সর্গশরীরে,—১ং নমঃ পরায় জীবতত্বাত্মনে নমঃ। ভং নমঃ পরায় প্রাণতত্বাত্মনে নমঃ। হৃদি,—২ং নমঃ পরায় মতিতত্বাত্মনে নমঃ। কং নমঃ পরায়াহকারতত্বাত্মনে নমঃ। পং নমঃ মনস্তত্বাত্মনে নমঃ। মূর্ধ্বে,—৩ং নমঃ পরায় শব্দতত্বাত্মনে নমঃ। মুখে,—৪ং নমঃ পরায় স্পর্শতত্বাত্মনে নমঃ। হৃদি,—৫ং নমঃ পরায় রূপতত্বাত্মনে নমঃ। গুহ্যে,—৬ং নমঃ পরায় রসতত্বাত্মনে নমঃ। জজ্বাঘ্রে,—৭ং নমঃ পরায় পঙ্ক-তত্বাত্মনে নমঃ। শ্রোত্রে নং নমঃ পরায় শ্রোত্রতত্বাত্মনে নমঃ। ত্বচে,—৮ং নমঃ পরায় স্পৃশ্যতত্বাত্মনে নমঃ। চক্ষুর্দ্বয়ে,—৯ং নমঃ পরায় চক্ষুস্তত্বাত্মনে নমঃ। জিহ্বায়,—১০ং নমঃ পরায় জিহ্বাতত্বাত্মনে নমঃ। নাসিকায়,—১১ং নমঃ পরায় নাসিকা তত্বাত্মনে নমঃ। মুখে,—১২ং নমঃ পরায় বাক্-তত্বাত্মনে নমঃ। হস্তদ্বয়ে,—১৩ং নমঃ পরায় হস্ততত্বাত্মনে নমঃ। পাদদ্বয়ে জং নমঃ পরায় পাদতত্বাত্মনে নমঃ। গুহ্যে,—১৪ং নমঃ পরায় গুহ্যতত্বাত্মনে নমঃ। উপস্থে,—১৫ং নমঃ পরায় উপস্থতত্বাত্মনে নমঃ। মস্তকে,—১৬ং নমঃ পরায়াকাশতত্বাত্মনে নমঃ। মুখে,—১৭ং নমঃ পরায় বায়ুতত্বাত্মনে নমঃ। হৃদয়ে,—১৮ং নমঃ পরায় তেজস্তত্বাত্মনে নমঃ। লিঙ্গে,—১৯ং নমঃ পরায় জলত-ত্বাত্মনে নমঃ। পাদদ্বয়ে,—২০ং নমঃ পরায় পৃথিবীতত্বাত্মনে নমঃ। হৃদয়ে,—২১ং নমঃ পরায় দশকলাবাস্তবহিমগুলতত্বাত্মনে নমঃ। মস্তকে,—২২ং নমঃ পরায় বাস্তুদেবায় পরমেষ্ঠিতত্বাত্মনে নমঃ। মুখে,—২৩ং নমঃ পরায় সর্গকর্ষণায় পুংস্তত্বাত্মনে নমঃ। হৃদয়ে লং নমঃ পরায় প্রহ্মায় বিশ্বতত্বাত্মনে নমঃ। শিঙ্গে, রং নমঃ পরায়ান-নিকরায় নিরুত্তিতত্বাত্মনে নমঃ। পাদদ্বয়ে,—২৪ং নমঃ পরায় নারায়ণায় সর্গ-তত্বাত্মনে নমঃ। সর্গগাত্রে,—২৫ং নমঃ পরায় নৃসিংহায় কোপতত্বাত্মনে নমঃ।

অনন্তর প্রণবাদি দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রবর্ণ ত্রাস করিবে। যথা,—মন্তকে,—  
ঔ নমঃ। কপালে,—নং নমঃ। চক্ষুর্দ্বয়ে,—মং নমঃ। মুখে,—ভং নমঃ।  
গলে,—গং নমঃ। হস্তদ্বয়ে বং নমঃ। হৃদয়ে,—ভেং নমঃ। কুক্ষিদ্বয়ে,—  
বাং নমঃ। নাভিতে,—সুং নমঃ। লিঙ্গে,—দেং নমঃ। জাহ্নুদ্বয়ে,—বাং নমঃ।  
পাদদ্বয়ে,—য়ং নমঃ।

দশাক্ষর বর্ণত্রাস যথা,—মধ্য অঙ্গুলীর দ্বারা মন্তকে,—গোং নমঃ। তর্জ্বনী  
মধ্যমা দ্বারা চক্ষুর্দ্বয়ে পীং নমঃ। অঙ্গুষ্ঠরহিত অঙ্গুলী সমূহ দ্বারা কর্ণদ্বয়ে,  
জং নমঃ। অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা যোগে নাসিকায়,—নং নমঃ। পঞ্চাঙ্গুলীযোগে  
মুখে,—বং নমঃ। অঙ্গুষ্ঠতর্জ্বনীযোগে হৃদয়ে,—লং নমঃ। অঙ্গুষ্ঠমধ্যমা দ্বারা  
নাভিতে ভাং নমঃ। অঙ্গুষ্ঠহীন সর্গ অঙ্গুলী দ্বারা লিঙ্গে,—য়ং নমঃ। জাহ্নুদ্বয়ে,  
হাং নমঃ। পঞ্চাঙ্গুলীযোগে,—পাদদ্বয়ে,—হাং নমঃ। ইহা গোপালমন্ত্রে ও  
যথাবৎ জানিবে।

শিব বিষয়ে,—মন্তকে,—ঔ নমঃ। কপালে,—নং নমঃ। উদয়ে,—মং  
নমঃ। দক্ষিণাংশে,—শিং নমঃ। বামাংশে,—বাং নমঃ। হৃদয়ে,—য়ং নমঃ।  
এইরূপ সর্গত্র জানিবে।

শিব বা দুর্গামন্ত্রে যেখানে বর্ণত্রাস নাই, সেই স্থলে মূলমন্ত্রে দেবমন্তকে  
ত্রাস করিবে।

অতঃপর প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্রে (১৭ পৃ দেখ) প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া যথাশক্তি  
ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। তাহার ক্রম এইরূপ।—বক্রপদ্মাসনে উপবিষ্ট  
হইয়া “ওঁ অস্মদংশুমজং শুক্লং ত্বামহং পরমেশ্বর। অরণ্যাদিকভূতাংশ-  
মূর্ত্তাবান্ভাহয়াম্যহং।” সম্বোধনান্তে দেবতার নামোক্তিতে আবাহন করিবে।  
বাসুদেবপ্রতিষ্ঠাপক্ষে,—“বাসুদেব ইহাগচ্ছ। ওঁ তবৈয়ং মহিমা মূর্ত্তিত্ত্বাং ত্বাং  
সর্বগাং বিভো। ভক্তিস্নেহসমাকৃষ্টং দীপবৎ স্থাপয়াম্যহং। বাসুদেব ইহ তিষ্ঠ।  
ওঁ সর্বাঙ্ঘ্র্যামিনে দেব সর্ববীজময়ং তত্তং। আশ্রয়স্থায় পরং শুদ্ধমাস্তং  
কল্পয়াম্যহং।

ওঁ অগ্নিন্ বরাসনে দেব সূখসীনোহক্ষরাস্তন। প্রতিষ্ঠিতো ভবেতি ত্বং  
প্রদীপ পরমেশ্বর। অমুক দেব (সম্বোধনান্তে দেবতার নাম উচ্চারণ  
করিয়া) ইহ সূপ্রতিষ্ঠিতো ভব। ওঁ অনন্থা ভব দেবেশ মূর্ত্তিঃ শক্তিরিয়ং  
প্রভো। সান্নিধ্যং কুরু অস্যাং ত্বং ভক্তাঙ্গুগ্রহতৎপর ॥ ইহ সন্নিধেহি। ওঁ  
আশ্রয়ঃ তব দেবেশ রূপান্তোদে গুণাশ্রয়ে। আশ্রাননৈকদৃষ্টং ত্বাং

নিকগন্ধি জগদগুরো ॥ ইহ সন্নিকধ্যঃ । ওঁ অজ্ঞানাক্ষয়রাহিত্যৈকল্যাৎ সাধ-  
নস্ত চ । যদা পূর্ণং ভবেৎ কৃত্যং তদাপ্যভিসুখো ভব ॥” এই বলিয়া অভিসুখী  
করিয়া “দশা সীমুযর্ধিণ্যা পুরয়ন যজ্ঞবিস্তরং । মূর্ত্তাব্যজ্ঞসম্পূর্ণেঃ স্থিরোভব  
মহেশ্বর ।” ইহা বলিয়া পূর্ব্বং “স্থিরোভব” এইরূপ প্রার্থনা করিবে ।

অনন্তর দেবতাস্তে ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবে । বাহুদেব বিষয়ে যথা,—“ওঁ  
আং ওঁ হৃদয়ায় নমঃ । ওঁ ঙং ওঁ শিরসে স্বাহা । ওঁ উং ওঁ শিখায়ৈ বযট্ । ওঁ  
ঐং ওঁ কবচায় হং । ওঁ ওঁং ওঁ নেত্রাত্যাং বৌট্ । ওঁ অঃ ওঁ অঙ্গায় ফট্ ।”

দশাক্ষর গোপাল মন্ত্র বিষয়ে,—“ওঁ অষ্টবক্রায় স্বাহা । ওঁ হৃদয়ায় নমঃ । ওঁ  
বিচক্রায় স্বাহা ওঁ শিরসে স্বাহা । ওঁ সূচক্রায় স্বাহা ওঁ শিখায়ৈ বযট্ । ওঁ  
ত্রৈলোক্যাক্ষরচক্রায় স্বাহা ওঁ কবচায় হং । ওঁ অশ্রুসাস্তকচক্রায় স্বাহা ওঁ  
অঙ্গায় ফট্ । ( নেত্র বর্জিত পঞ্চাঙ্গ ) ।

শিব বিষয়ে প্রণবাদি ষড়্ বর্ণ ( শিবের ষড়ক্ষর মন্ত্র ) দ্বারা ষড়ঙ্গ ন্যাস  
করিবে । অতীত দেবতা সম্বন্ধে তত্ত্বং মন্ত্র অহুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবে ।

“ওঁ অভক্তবাঙ মনশক্ষুঃ শ্রোত্রদয়মিতদ্যুতে । স্বতেজঃপঞ্জরেনাশু বেষ্টিতো  
ভব সর্ব্বতঃ ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উভয়তর্জ্জনী অঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা অবগুঠন  
করিয়া দিগ্দিগ্ধিমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে । অতঃপর ষোড়শোপচারে দেবতার  
পূজা করিবে । যথা,—“ওঁ সর্ব্বাস্তর্ঘ্যামিনে দেব” ইত্যাদি “কল্পয়াম্যহং”  
পর্য্যন্ত ( ১৪০ পৃ দেখ ) প্রার্থনা মন্ত্রটি পাঠ করিয়া “ইদমাসনং ( মূলমন্ত্র  
উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রণবাদি নমোহস্ত মন্ত্রে ) অমুকদেবতায়ৈ” বলিয়া আসন প্রদান  
করিবে ॥ ১ ॥ “ওঁ যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে । তস্মৈ তে  
পরমেশায় স্বাগতং স্বাগতঞ্চ মে । ওঁ কৃতার্থোহমুগ্ধহীতোহস্মি কলং  
জীবিতং মম । আগচ্ছ দেবদেবেশ সুস্বাগতমিদং বপুঃ ।” ইহা বলিয়া স্বাগত  
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে ॥ ২ ॥ ওঁ যদন্তিলেশসম্পর্কং পরমানন্দসম্ভবঃ । তস্মৈ  
তে চরণাজায় পাণ্ডং শুক্লায় করায়ৈ । এতং পাণ্ডং ( মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া )  
অমুকদেবতায়ৈ নমঃ । ( শ্রামাক, দূর্ধা, অপরাজিতা ও পদ্মযুক্ত জল পাণ্ডার্থে  
গ্রহণীয় ) ॥ ৩ ॥ ওঁ তাপত্রয়হরং দিব্যং পরমানন্দলক্ষণং । তাপত্রয়বিনি-  
শ্চুক্তং তবার্ধ্যং কল্পয়াম্যহং । ইদমর্ধ্যং ॥ ৪ ॥ ওঁ দেবানামপি দেবায় দেবানাং  
দেবতায়নৈ । আচাম্য কল্পয়ামীশ শুদ্ধানাং শুদ্ধিহেতবে । ইদমাচমনীয়ং ।  
( জাতী লবঙ্গ ককোলমিশ্রিতজল আচমনীয়ার্থ গ্রাহ্য ) ॥ ৫ ॥ ওঁ সর্ব্বকল্পস্বহীনায়  
পরিপূর্ণস্থায়নৈ । মধুপর্কমিদং দেব কল্পয়ামি প্রসাদ মে । এষ মধুপর্কঃ ॥ ৬ ॥

ও উচ্ছিষ্টোপ্যুচির্কাপি বস্য অরণমাত্রতঃ । শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুন-  
রাচমনীয়কং । ইদং পুনরাচমনীয়ং ॥ ৭ ॥ ও মেহং গৃহাণ মেহেন  
লোকনাথ মহাশয় । সর্বলোকেষু শুদ্ধাস্মৈ দদামি মেহমুত্তমম্ । ইদং  
গর্ভতেলং ॥ ৮ ॥ ও পরমানন্দ-বোধাক্তি-নিমগ্ননিজমূর্ত্তয়ে । সাজ্জোপাঙ্গ-  
মিদং জ্ঞানং কল্পয়াম্যহমীশ তে । ইদং জ্ঞানীয়ং ॥ জ্ঞান দ্রব্য-অষ্টোত্তর  
শতপলপরিমিত জল অর্থাৎ লৌকিক ষট্যধিক শতত্রয়তোলকপরিমিত জল )  
॥ ৮ ॥ পুনর্কার পূর্ব মন্ত্রে পুনরাচমনীয় দিবে । ও মধ্য চিত্রপটচ্ছিন্ন-  
জগুহোক্তেজসে । নিরাবরণবিজ্ঞায় বাসন্তে কল্পয়াম্যহং । ইদং বস্ত্রং ॥  
ও যমাপ্রিত্য মহামায়া জগৎসম্মোহিনী সদা । তস্মৈ তে পরমেশায়  
কল্পয়াম্যুত্তরীয়কম্ । ইদং উত্তরীয়বস্ত্রং ॥ ৯ ॥ পুনরায় পূর্বমন্ত্রে পুনরাচমনীয়  
দিবে । ও যশ্চ শক্তিত্রয়েণেদং সম্প্রীতমখিলং জগৎ । যজ্ঞসুত্রায় তস্মৈ  
তে যজ্ঞসুত্রং প্রকরয়ে । ইদং যজ্ঞোপবীতং ॥ ও স্বভাবসুন্দরাদ্বায়  
নানাশক্ত্যাশ্রয়ায় তে । ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়াম্যমরার্চিত । এতানি  
ভূষণানি ॥ ১০ ॥ ও পরমানন্দসৌরভ্য-পারিপূর্ণনিগন্তরং । গৃহাণ পরমং  
গন্ধং কুণ্ডলা পরমেশ্বর । এষ গন্ধঃ ॥ ১১ ॥ ও তুরীয়বনস্তুতং নানাগুণ-  
মনোহরং । আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমং । ইদং পুষ্পদেবম্ ॥ ১২ ॥  
ও বনস্পুতিরসোদিব্যো গন্ধাত্যঃ সুমনোহরঃ । আশ্রয়েঃ সর্বদেবানাং  
ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ । এষ ধূপঃ \* ॥ ১৩ ॥ ও সুপ্রকাশো  
মহাদীপঃ সর্বভক্তিমিরাপহঃ । সবাহ্যভ্যন্তরং জ্যোতির্দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাং ।  
এষ দীপঃ ॥ ১৪ ॥ ও সৎপাত্রসিদ্ধং সুহবির্বিবিধানেকভক্ষণং । নিবেদয়ামি  
দেবেষু\* সানুগায় গৃহাণ তৎ । ইদং নৈবেদ্যং ॥ ১৫ ॥ ও সমস্তদেবদেবেশ  
সর্বভক্তিকরং পরং । অখণ্ডানন্দসংপূর্ণং গৃহাণ জলমুত্তমম্ । ইদং পানার্থ জলং ॥  
পুনর্কার পূর্ববৎ পুনরাচমনীয় দিবে । অনন্তর তত্তদেবতার প্রণাম মন্ত্র পাঠ  
করিয়া বন্দনা করিবে ॥ ১৬ ॥ ষোড়শ উপচার দানের অভাব হইলে কেবল  
পাঞ্জাদি দ্বারা পূজা করিবে । রুদ্রাদি দেবতারিশেষে সমস্তই পূর্ববৎ করিতে  
হইবে । কেবল দেবতার নামমাত্র পৃথক জানিবে ।

\* গুগুণ্ডকপীঠশর্করামধুচন্দনৈঃ । ধূপেরদাজ্যদগ্নিপ্রৈনীর্দৈর্ঘ্য দশিকঃ ॥—গুগু-  
ণ্ডক, অশুক, উশীর, শর্করা, মধু ও চন্দন, ইহাদের একত্র সংমিশ্রণ করত ত্রুতযুক্ত করিয়া  
প্রদান করিতে হয় ।

অতঃপর দেবতার সম্মুখে উত্তরভাগে স্বগৃহোক্ত বিধানে ‘বিশ্বরূপ’ নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া আবাহন করত গায়ত্রী বা মূলমন্ত্র দ্বারা জাতকর্মান্বাদি সংস্কারার্থ প্রত্যেক কার্যে চারিটি আজ্যাহুতি দিবে। বথা,—“অমুকদেবস্যা জাতকর্ম সম্পাদয়ামি স্বাহা” ইহা মনে মনে ভাবনা করিয়া চারিবার আহুতি দিবে। এইরূপ সর্বত্র। নামকরণে সহস্র আহুতি দিয়া “অমুকনামাদি” বলিয়া (দেবতার নাম) বলিবে।

অনন্তর যতদ্বারা স্বাহাস্ত মূলমন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তর শত (১০৮) বার হোম করিয়া হস্তশেষ প্রতিমার শিরে প্রদান করিয়া “ও কশ্যপস্য ত্রায়ুষং” পর্য্যন্ত হোম শেষ করিয়া দেবহৃদয়ে হস্ত প্রদান করত প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্র (১৭ পৃ দেখ) পাঠ করিবে।

অতঃপর আচার্য্যকে সুবর্ণ দক্ষিণা দান করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য প্রশমনার্থ “ও তদ্বিকোঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণু স্মরণ করিয়া দশবার বিষ্ণুর নাম কীৰ্ত্তন করিবে। পরে পিষ্টপ্রদীপ দ্বারা নির্যত্ন করিবে। অন্যান দশজন ব্রাহ্মণ ভোজর করাইবে। অত্যন্ত অশক্ত হইলে ব্রহ্মিপ্রাক্ত ও হোম করিবে না। ইহা ক বিষ্ণু ধর্মোত্তরে বলিয়াছেন, —“পূজা কার্য্য হরেক্ষেদ্যাং ব্রহ্ময়া তুগুনমন। ন ত্রলক্ষিণৈর্ঘটৈজ্জর্জতে হ কদাচন ॥ ইত্যাদি।

### প্রতিষ্ঠিতদেবতার পুনঃসংস্কার।

দেবপ্রতিমা কোন প্রকারে ভগ্ন হইলে, কাটিয়া গেলে, পুনরায় অঙ্গরাগাদি করা হইলে, অস্পৃশ্য স্পর্শ বা পূজার অভাব হইলে, সেই প্রতিমূর্ত্তিতে দেবত্ব থাকে না। এইরূপ স্থলে পুনঃ সংস্কারের প্রয়োজন হয়।

তাম্রাদিধাতু মূর্ত্তি, প্রস্তর কিম্বা কাষ্ঠনির্ম্মিত মূর্ত্তি হইলে তত্তৎ দ্রব্যগুণের বিধানক্রমে শুদ্ধ করিয়া লইয়া শোধিত পকগব্য দ্বারা বিগ্রহকে স্নান করা-ইবে। তৎপরে বিগ্রহমূর্ত্তিকে কুশোদক দ্বারা সংশোধন ও অর্ঘ্যোদক দ্বারা একশত আটবার প্রোক্ষণ করিবে। তৎপরে একটি কলসীতে সারে চান্নি সেয় জল লইয়া সমর্থ হইলে একশত আট, চুয়ার অথবা বিংশতি কলসী জল লইয়া, “ও দেবস্ত ত্বাসবিতুঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে বিগ্রহকে স্নান করাইবে।

তৎপর দুর্ল্লাক্ত, আতপ তণ্ডুল ও কুশ, সমস্ত অঙ্গুলিযোগে লইয়া দেব-মন্তকে ধারণ কর, একশত আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবতার মন্তক হইতে পীঠ পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গ স্পর্শ



করিবে। পরে তত্ত্বজ্ঞাস, লিপিজ্ঞাস ও মন্ত্রজ্ঞাস করত “ওঁ আং হ্রীং ক্রোং, ইত্যাদি মন্ত্র প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া যথাশঙ্কুপচারে পূজা ও অশাখোক্ত বিধিতে বহি স্থাপন করিয়া পূর্ববৎ হোম করিবে।

প্রতিষ্ঠিত দেবতার দৈবাৎ যদি একদিন পূজা না হয়, তবে দুইবার পূজা করিবে, তিন দিন পূজার অভাব হইলে, পঞ্চগব্যাদি দ্বারা বিগ্রহকে স্নান করাইয়া ঘোড়শোপচারে পূজা করিবে। তিনদিনের অধিক পূজার অভাব হইলে উক্ত বিধানে পুনর্যার প্রতিষ্ঠা করিবে।

### ব্রতপ্রতিষ্ঠাবিধি।

( সামবেদীর )

পূর্বদিনে সন্ধ্যাকালে প্রতিমাতে অধিবাস করিয়া পরদিনে প্রাতঃকৃত্য ও নিত্যক্রিয়া সমাপন করত শুকচিহ্নে আচমন করিয়া প্রতিবর্ষীয় করণীয় ব্রত সম্পন্ন করত ব্রাহ্মণকে ভোজ্য দান করিবে। পরে পুনরায় আচমন করিয়া ব্রাহ্মণ-ত্রয়কে গন্ধাদি দ্বারা অর্চনা করিয়া বিষ্ণুস্মরণপূর্বক পুণ্যাহ, স্তুতি ও ঋষি বাচন করাইয়া স্বস্তি বাচন করত “ওঁ হর্যঃ সোমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রটি পাঠ করিবে। পরে বিষ্ণুস্মরণ করিয়া সঙ্কল করিবে। যথা,—

“অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশ্রী ( শ্রী লোক হইলে, অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকদেবী, শূদ্রা হইলে অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দাসী, শূদ্র হইলে অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদাসঃ ) এতদ্বর্ষনিষ্পাদিত-অমুক-ব্রতসাকল্যকামঃ ( শ্রীলোক হইলে কামা ) অমুকব্রতপ্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে” ( উদ্‌যাপন হইলে প্রতিষ্ঠাং স্থলে উদ্‌যাপনং এইরূপ বলিবে )।

এইরূপ সংকল করিয়া তজ্জল ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিয়া সংকল সূক্ত পাঠ করিবে। অতঃপর ব্রতাক্ত দান ( ঘোড়শ দান ) উৎসর্গ করিবে ( ঘোড়শ দান প্রয়োগ দেখ )। অশস্ত্র পক্ষে দ্বাদশ ভোজ্য ও জলপূর্ণ ঘট দান করিবে। যদি পুরুষের ব্রতপ্রতিষ্ঠা হয়, তবে মাতৃকাপূজা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধও করিবে।

অতঃপর বেদীতে সর্বতোভদ্র মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি ঘট আরোপণ করত বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া তদুপরি তাম্রপাত্রে রজতময়ী বিষ্ণুপ্রতিমা এবং স্বর্ণময়ী লক্ষ্মী প্রতিমা স্থাপন করিবে। পরে, যজমান পূর্বমুখ হইয়া আচমন করত উত্তরমুখ হইয়া ব্রহ্মবরুণাদি করিয়া আচার্য্যরূপ গুরুকে নমস্কার করিবে। যথা,—

“ও বাহুদেবস্বরূপস্বঃ সংসারাৎ ত্রাহি মাং প্রভো । হৃৎপ্রসাদাৎ  
গুরো বজ্রং প্রাপ্নোমি যন্ময়োগতং । ত্রাহি নাথ প্রপন্নং মাং ভীতং  
সংসার-সাগরাৎ । দেবতাস্থাপনেনাদ্য মম শাস্তিঃ কুরু প্রভো ॥  
হৃৎপ্রসাদাৎ দ্বিজশ্রেষ্ঠ লোকানুগ্রহকারক । চিরং মে শাস্ত্বতী  
কীর্তিতৈল্ললোকোহপি ভবিষ্যতি । তস্মাৎ কুরু প্রতিষ্ঠাং মে গুরো  
শাস্ত্রপ্রচোদিতাং । যথাহং মুক্তিমািপাদ্য হৃৎপ্রসাদাৎ সুপুঙ্কলাৎ ।”

অতঃপর গুরুরূপী আচার্য্য বলিবেন, “উত্তিষ্ঠ বৎস ভদ্রস্তে মৎপ্রসাদাৎ  
হ্রয়ানব । প্রাপ্তব্যং ধর্মসকলং হুস্তাপং যৎ সুরাহুরৈঃ ॥”

অতঃপর আচার্য্য পঞ্চগব্য শোধন করিয়া তদ্বারা গায়ত্রী পাঠপূর্বক  
মণ্ডল ও বজ্রভূমি প্রোক্ষণ করিয়া মণ্ডল মধ্যে পঞ্চঘট স্থাপন করিবেন ।  
( ৪ পৃঃ দেখ ) । পরে ভূতশুদ্ধি, মাতৃকাত্রাস, প্রাণায়াম ও অঙ্গভ্যাসাদি  
করিয়া ঘটে বা শালগ্রামে গণেশাদি দেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ ও দিক্‌পাল-  
গণের পূজা করিয়া বিষ্ণু, রুদ্র ও দুর্গার পূজা করিবে ।

অতঃপর প্রতিমাদ্বয়ের শিল্পদোষনিবারণার্থ গোময় ভস্মদ্বারা ঘর্ষণ  
করিয়া “ও ভেজোহসি” ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃত ত্রক্ষণ করিয়া চন্দনাদি দ্বারা  
“ও উবর্ভয়ামি দেব ত্বাং যথেষ্টং চন্দনাদিভিঃ । উবর্ভনপ্রসাদেন প্রাপ্নুয়া-  
মুক্তিমুক্তমাং ।” এই মন্ত্র পড়িয়া উবর্ভন করিবে । অতঃপর স্নান করাইবে ।  
যথা,—বল্লীক মুক্তিকাদ্বারা—“ও ভূভূবঃ স্বঃ” বলিয়া স্নান করাইবে । পরে  
গায়ত্রী পাঠ করিয়া গোমূত্রদ্বারা, “গন্ধদ্বারাং” ইত্যাদি মন্ত্রে গোময়,  
“দধিক্রাবো” ইত্যাদি মন্ত্রে দধি, “স্বতবতী ভুবনানাং ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃত,  
“আপ্যারস্ব” ইত্যাদি মন্ত্রে দুগ্ধ, “দেবস্ত” ইত্যাদি মন্ত্রে কুশোদক, “ইদং  
বিষ্ণোঃ” মন্ত্রে গঙ্গোদক, “বাঃ ফলিনা” মন্ত্রে ফলোদক, “মধুবাভা” ইত্যাদি মন্ত্রে  
পঞ্চামৃত বা সর্কোবধি জলদ্বারা স্নান করাইয়া “সহস্রশীর্ষা” মন্ত্রে স্নান করাইবে ।

পরে বস্ত্রদ্বারা প্রতিমাস্থ জল অগ্নয়ন করিয়া আধারে স্থাপন করতঃ  
বাসুদেব ও লক্ষ্মীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে ( ১৭ পৃঃ দেখ ) । পরে অর্ঘ্যস্থাপন  
করিয়া বিষ্ণুর ধ্যান করিবে । —“ও বিস্তুঙ্কফটিকাভাসং হিমকুন্দেশুসন্নিভং ।  
কিরণৈঃ শীতলৈঃ সৌম্যৈঃ প্রীণয়ন্তং চরাচরং । লাংগ্যামৃততোয়েন সিকন্ত-  
মিব সর্কতঃ । স্নানাতঃ বারিজং পদ্মং ধারয়ন্তং গদাং শুভাং । ভূষিতং  
মালয়া তবৎ দীপিতং সুনীলাঙ্কনৈঃ । শ্রীপুষ্টিগুরুভ্যৈশ্চ সমস্তান্তু পরিপূর্তং ॥”

লক্ষ্মীর ধ্যান ।—“ওঁ তত্ত্বকামনবর্ণিতাঃ পদ্মবীণা-ধরাঃ শুভাঃ । পদ্মস্থিতাঃ  
শ্বেতমুখীঃ সৰ্বভরণভূষিতাঃ ॥”

শিবের ধ্যান ।—“ওঁ ঈশং স্রুধাকরনিভং রুবভাসনম্ সৌম্যং ত্রিলোক্যভূত-  
মিন্দুকলাঙ্কিমোলিং । ব্যাজ্রাজিনাশ্বরকটিং বিভূজং যুবানং শ্বেতাননাভর-  
করং বরদং ভজ্যমঃ ।”

হুগাঁর ধ্যান ।—“ওঁ উত্তাপনকরহ্যতিমিন্দুকিরীটাং তুঙ্গকূচাং নগ্ননত্রয়যুতাং  
শ্বেতমুখীং বরদামঙ্গুশাশাভীতিকরং প্রভঞ্জে ভুবনেশীং ।”

প্রণাম মন্ত্র ।—“ময়া কৃতান্তনেকানি পাপানি হর পার্শ্বতি । ত্বংপ্রসাদাদ-  
বিদ্যেন মমাস্ত সফলং ব্রতং । সৰ্বদেবমদ্রীং দেবীং সৰ্ববিঘ্নভয়াপহাং । ব্রহ্মেশ-  
বিষ্ণুনমিতাং প্রণমামি সদাশিবাং । হুগাঁং শিবাং শান্তিকরীং মঙ্গলাং মঙ্গলা-  
স্মিকাং । সৰ্বলোক প্রসূতিক প্রণমামি সতীং উমাং ॥ সৰ্বমঙ্গলমঙ্গা ইত্যাদি” ।

অতঃপর যথাশক্তি উপচারে <sup>হরনীর</sup> বিষ্ণুর পূজা করিবে ( <sup>হরনীর</sup> বোড়শোপচার-  
পূজা মন্ত্র দেবপ্রতিষ্ঠায় দেখ ) । পরে পঞ্চপুষ্পাজল <sup>করিয়া</sup> <sup>করিয়া</sup> বাসু-  
দেবাদির পূজা করিবে । পরে লক্ষ্মীর বোড়শোপচারে পূজা করিয়া সরস্বতী,  
শিব ও হুগাঁর পূজা করত মন্ত্রসমূহে অগ্ন্যাদিকোণে ষড়্ভুজের পূজা করিবে ।  
পরে তদ্বাহো,—“ওঁ বাসুদেবায় নমঃ । এই ক্রমে শান্ত্যে, পুষ্ট্যে, সঙ্কর্ষণায়,  
লষ্ট্যে, প্রত্যাগায়, বসুমঠ্যে, অনিরুদ্ধায়, রত্ন্যে,” ইহাদিগের আদিতে প্রণব  
ও অন্তে নমঃ যোগ করিয়া পূজা করিবে ।

অতঃপর দ্বাদশকেশরের পূজা করিবে । যথা,—“মোদকদ্বারা “ওঁ কেশ-  
বায় নমঃ ।” ধাত্রীকলদ্বারা “নারায়ণায় ।” ব্রতদ্বারা “মাববায়” । দধি ও  
শর্করা দ্বারা “গোবিন্দায়” । তাম্বুলদ্বারা “বিষ্ণবে” । মধুদ্বারা “মধুহৃদনায়” । চম্পক  
পুষ্প দ্বারা—“ত্রিবিক্রমায়” । বিবফল দ্বারা—“বামনায়” । পীতবর্ণ বস্ত্রদ্বারা  
“ত্রীধরায়” । পদ্মপুষ্প দ্বারা “জ্যৈষ্ঠেশায়” । নবনীত দ্বারা—“পদ্মনাভায় ।” রজ্জু  
দ্বারা “দামোদরায়” বলিয়া প্রণবাদি নমোহস্ত মন্ত্রে পূজা করিবে ।

পরে “ওঁ চক্রায় নমঃ ।” এইক্রমে,—“শঙ্খায়, গদায়ে, পদ্মায়, কোন্তভায়,  
বনমালায়, কুণ্ডলায়, কিরীটায়, গরুড়ায়” বলিয়া পূজা করিবে ।

অতঃপর স্বশাখোক্ত ক্রমে ব্রহ্মহাপনান্ত কুশণ্ডিকা সমাপন করিয়া চক্র  
পাক করিবে ॥ ( মঠ প্রতিষ্ঠা দেখ ) ।

পরে ভূমি জপাদি ও বিরূপাক্ষজপাদি কুশণ্ডিকা সমাপন করিয়া “অগ্নে ত্বা-  
লাহস্মামাসি” বলিয়া অগ্নির নাম করণাদি করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ একটী হুতাং

সমিধ্, অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া যেক্ষণ দ্বারা চক্ৰ গ্রহণ করিয়া “ও তদ্বিকোঃ পরমং” ইত্যাদি স্বাহান্ত মন্ত্রে আহুতি দিবে। পরে মহাব্যাহতি হোম, “ও ভূমিপ্রাসো” ইত্যাদি মন্ত্রে হোম, দিকৃপাল হোম, নবগ্রহ হোম ও পারদ বলি প্রদান করিবে। (মঠপ্রতিষ্ঠা দেখ)।

অতঃপর নিম্নলিখিত রূপে সংকল্প করিয়া অষ্টোত্তর শত বা অষ্টাবিংশতি সংখ্যক পলাশ কিসা যজ্ঞদ্রব্যের সমিধ্ দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে এক একটি করিয়া হোম করিবে। সংকল্প বাক্য যথা,—

অন্তেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (হোতার গোত্র ও নাম উল্লেখ করিবে) অমুক-গোত্রস্ত শ্রীঅমুকদেবশর্মাণঃ শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকাম ইয়দ্বর্ধনিন্দানিত-অমুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্মণি “ও তদ্বিকোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি হুরয়ঃ। দিবীষ চকুরাততম্ স্বাহা”—ইতি মন্ত্রে। ইয়ৎসংখ্যাকসাজ্যোড়সরসমিত্তিহোমমহং করিষ্যামি।

অতঃপর “ও তদ্বিকোঃ পরমং পদং”—ইত্যাদি মন্ত্রে দ্ব্যতীকৃত সমিধ্ দ্বারা হোম করিয়া চক্ৰ-হোমোক্ত “ও তদ্বিকোঃ পরমং পদং” ইত্যাদি মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া নবগ্রহ হোম পর্যন্ত যে সমুদয় মন্ত্রে চক্ৰ-হোম করা হইয়াছে, সেই সমুদয় মন্ত্রে পুনরায় দ্ব্যতীকৃত হোম করিবে। তৎপরে নিম্নলিখিত তিনটা মন্ত্রে দ্ব্যতীকৃত দ্বারা হোম করিয়া পরে পুরুষহন্ত মন্ত্রে হোম করিবে।

মন্ত্র যথা,—“ও ইদং বিষ্ণু বিচক্রেমে ত্রেবা নিদধে পুদং। সমুচমন্ত পাংস্তলে স্বাহা ॥ ১ ॥ ও প্লকন্ত বিকো অরুণতাহু মহঃ প্রণো বোচো বিতথা জাতবেদসে বৈশ্বানরায় মতির্নব্যবসে শুচিঃ সোম ইব পবতে চাকরগ্নয়ে স্বাহা ॥ ২ ॥ ও প্রকাব্যমুশনো ক্রবাণো দেবো দেবাণাং জনিমা বিবক্তিমহিত্রতঃ শুচিবন্ধুঃ পাবকঃ পদাবরেহোহভ্যোতি রেভন্ স্বাহা ॥ ৩ ॥”

অতঃপর তিলযুক্ত দ্ব্যতীকৃত দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে হোম করিবে। পরে পুরুষহন্তমন্ত্রে হোম করিয়া তৎপরে নিম্ন মন্ত্রে হোম করিবে। যথা,—

ও ইরাবতী ধেনুমতী হি ভূতং সুরবসিনী মনবে দশস্যাঃ। ব্যাক্ত্বা রোদসীদম বিষ্ণুরেতো বাধতু পৃথিবীমভিতো মমুঐঃ স্বাহা। ও ত্রক্ষানুযায়িত্যঃ স্বাহা। ও বিষ্ণুযায়িত্যঃ স্বাহা। ও ঈশানানুযায়িত্যঃ স্বাহা।”

অনন্তর পূর্বোক্ত নবগ্রহ-হোম মন্ত্রে ও দিকৃপাল-হোম মন্ত্রে তিলমিশ্রিত দ্রব্য

দ্বারা একবার হোম করিবে। তৎপরে—ওঁ পৰ্বতেভ্যঃ স্বাহা । ও নদীভ্যঃ স্বাহা । 'ওঁ সমুদ্রেভ্যঃ স্বাহা' এই বলিয়া তিলমিশ্রিত দ্বত দ্বারা হোম করিয়া সামান্য কুণ্ডিকোক্ত উদীয় কন্দাদি সমাপ্ত করিবে এবং "ওঁ তদ্বিক্রোঃ পরমং" ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ণ হোম প্রদান করিয়া ব্রহ্মদক্ষিণা ও তিলকাস্ত কৰ্ম করিবে।

পরে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা করিয়া "অদ্যোতাদি—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশৰ্মা মংসকল্পিত-ইয়দ্বর্ধ-নিষ্টিাদিত-অমুকপুরাণোক্তামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকৰ্মদি শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকাম ইদং সোপকরণডল্লকমর্চিতং শ্রীবিষ্ণবে তুভ্যমহং সম্প্রদেহে ॥" এই বাক্যে ডালা উৎসর্গ করিয়া লক্ষ্মীসম্প্রদানক বাক্যে ডালা উৎসর্গ করিবে। সধবাস্ত্রীর ব্রত হইলে উক্ত প্রকারে ডালা উৎসর্গ করিয়া পরে স্বামীর হস্তে ডালা প্রদান করিয়া প্রার্থনা করিবে। যথা,— "নাধিকারোহস্তি মে নাথ উপবাসব্রতাদিষু। ভবদাজাবিহীনায়াস্তস্মাদাজাপয় প্রভো। অকালে যদ্বৃতং চীর্ণং যত্ত্বু মন্ত্রবিবর্জিতং। ধূপগন্ধাদিভির্হীনং তৎসর্বং পূর্ণতাং নয়।"

পরে অঞ্জনাধার ও সিন্দূরাদিসংযুক্ত পেটিকা লক্ষ্মীকে প্রদান করিয়া, বিষ্ণু ও লক্ষ্মীকে প্রণাম করিবে। বিষ্ণু প্রণাম মন্ত্র যথা,— "নমস্তে জলদাতায় নমস্তে জলশায়িনে। নমস্তে কেশবানন্ত বাহুদেব নমোহস্ত তে ॥ নমো নমস্তে সুররাজরাজ নমোহস্ত তে দেব জগন্নিবাস। কুরুষ সংপূর্ণফলং মমাজ নমো-হস্ত তুভ্যং পুরুষোত্তমায় ॥ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়—ইত্যাদি।" এবং "ওঁ লক্ষ্মীস্বং সর্বভূতানাং যথা বসসি নিত্যশঃ। স্থিরা ভব মহাদেবি মম জন্মনি জন্মনি।" এই বলিয়া লক্ষ্মীকে প্রণাম করিবে।

অনন্তর দেবডালার উপরি প্রতিমাস্থয় স্থাপন করিয়া মন্ত্ৰকে ধারণ করত "ওঁ নারায়ণং চতুর্ভাং শঙ্খচক্রগদাধরং। পীতাম্বরধরং নিত্যং বনমালা-বিভূষিতং ॥ শ্রীবৎসাকং জগন্নাথং শ্রীপতিং শ্রীধরং হরিং। নামান্তেতানি সংকীৰ্ত্ত্য গতার্থং প্রার্থয়েদ্ধরে। জাহি মাং সর্বলোকেশ হরে সংসারবন্ধনাং। জাহি মাং সর্বদুঃখং দুঃখশোকাগ্নিবাং প্রভো ॥ সর্বঘঞ্জেধ জাহি পতিতঃ মাং ভবার্ণবে। দুর্গভেজ্জাহি মাং বিষ্ণো জ্ঞানস্রামি পুনঃ পুনঃ। সোহহং দেবাতীতদুঃখজাহি মাং পুরুষোত্তম ॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রদক্ষিণ করত নিয়মমুদ্বারা পুনরায় প্রণাম করিবে। যথা—"ওঁ যন্ত স্মৃতা চ নামোক্ত ভগ্নেয়মুজ্জ্বলানিষু। সুনঃ সম্পূর্ণতাং নাস্তি সন্তো বন্দে তমচ্যুতম্।"

অতঃপর দক্ষিণা করিবে । যথা—“অথোত্যাদি—কর্ত্তেতদিয়দ্বর্ষনিপাদিত-  
অমুকপূরণোক্তব্রত প্রতিষ্ঠাকর্ম্মণঃ সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চন-মূল্যং যথাসম্ভব-  
গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে ।” এই বলিয়া দক্ষিণা করিয়া অচ্ছিন্নাবধারণ ও  
বিষ্ণুস্মরণ করিবে । পরে “ক্ষমস্ব” মন্ত্রে প্রতিমা বিসর্জন করত আচার্য্যকে  
প্রদান করিবে । তৎপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া পাঠ  
করিবে,—“ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হুরিঃ । তস্মিন্‌স্তুষ্টে জগত্তুষ্টং  
প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ ॥”

পরে ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইয়া ব্রতাপ উপবাস, হবিষ্য বা যথাসম্ভব  
ভোজনাদি করিবে ।

উদ্‌ঘাপন কার্য্যে স্বস্তিবাচনাদি করিয়া গুরুর পূজান্ত কর্ম্ম করিয়া প্রতিষ্ঠা  
তত্ত্বোক্ত চরু হোম না করিয়া স্বগৃহোক্ত বিধিতে অগ্নিস্থাপন করিয়া  
তিনাজ্যদ্বারা “ওঁ তদ্বিক্ষোঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করিতে হয় এবং লক্ষ্মীদেবীর  
হোম করিয়া উদীচ্য কর্ম্ম ও প্রায়শ্চিত্ত হোমাদি বামদেব্য গানান্ত কর্ম্ম  
সমাপন করিয়া উদ্‌ঘাপন উৎসর্গ করাইবে । উদ্‌ঘাপনে ইহাই বিশেষ ।

দ্বিতীয় কাণ্ড সমাপ্ত ।

সঙ্গীক

# পুরোহিত-সৰ্বস্ব ।

## তৃতীয় কাণ্ড ।

### দেবদেবীর পূজাপ্রকরণ ।

অথ রাসোৎসবপ্রয়োগ । \*

পূৰ্বদিন সায়াংকালে যথা বিহিত অধিবাস কার্য্য করিবে । তৎপন্ন দিবস নিশাকালে নিত্যক্রিয়া সমাপনপূৰ্ব্বক উত্তরমুখ হইয়া কুশাসনে উপবেশন পূৰ্ব্বক আচমন করিবে । পরে সচন্দন পুষ্প, অভাবে গন্ধাক্ত লইয়া 'এতে গন্ধপুষ্পে ও গণেশায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ও নারায়ণায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ও আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ, এই বলিয়া প্রত্যেককে একটা করিয়া পুষ্প ঘটে বা শালগ্রাম শিলায় অর্পণ করিবে । তৎপরে পুণ্যাহ, স্তুতি ও ঋদ্ধি বাচন (ক) ( ২য় কাণ্ড-৪৪ পৃ দেখ ) করিবে ।

কিন্তু স্তুতিবাচনের পরে "ওঁ হৃদ্যাঃ সোমো যমঃ কালঃ" ইত্যাদি পাঠ করিয়া কুশীতে তিল, ত্রিপত্র, জল এবং হরিতকী লইয়া সঙ্কলন করিবে । যথা,—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্য কার্ত্তিকে মাসি শুক্রে পক্ষে পৌর্ণমাস্তা-  
স্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত

---

\* যত্র প্রদোষব্যাপিনী পূর্ণিমা তদ্রব যাত্রা কর্ত্তব্য । প্রদোষব্যাপিনী পূর্ণিমাই যাত্রাকার্য্যে বিহিত জানিবে ।

( ক ) ঋক্ ও যজুর্বেদীয়গণ, প্রথমে স্তুতি পরে ঋদ্ধি ও পুণ্যাহ বাচন করিবে ।

মহাস্থানগণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বকং সলক্ষ্মীকবিধুপূজারাসোৎ-  
সবযাত্রামহং করিষ্যে ।” \*

এইরূপ বাক্য করিয়া ঈশাণকোণে জল নিক্ষেপ করিয়া কুশীখানি স্বহামে  
উপোড় করিয়া রাখিবে । পরে হাত যোড় করিয়া স্বয়ং বেদোক্ত সংকল্পমন্ত্র  
পাঠ করিবে ( ৩ পৃ দেখ ) ।

অতঃপর নিম্ন প্রকারে ও মন্ত্রে মহাস্থান করাইবে । যথা,—

মহাস্থান মন্ত্র ।

প্রথমত পঞ্চগব্য তত্ত্বং মন্ত্রে সংশোধন করিয়া সেই সেই মন্ত্রে স্থান করাইবে ।  
পরে পঞ্চামৃতে স্থান করাইবে । যথা,—দ্রব্ধ দ্বারা “ও আপ্যায়স্ব” ইত্যাদি ।  
শর্করা—“ও অন্নং পরিশ্রুতোরসং ব্রহ্মণা ব্যাপি যং ক্ষেত্রং পয়ঃ সোমং প্রজাপতিঃ  
ঋতেন সত্যমিন্দ্রিয়ং বিপান ও শুক্ল মন্থসঃ । ইন্দ্রোশ্চিদ্ভিন্ন মিদং পায়োহমৃতং  
মধু ।” স্নত,—“ও তেজোহসি” ইত্যাদি । দধি,—“দবিক্রাবো” ইত্যাদি । মধু,—  
“ও মধু বাতা ঋতায়তে” ইত্যাদি । পরে সমস্ত একত্র করিয়া গায়ত্রী পাঠ করিয়া  
স্থান করাইবে । গায়ত্রী,—“ও কামদেবায় বিয়হে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নো-  
হনন্ধঃ প্রচোদয়াৎ ।” অনন্তর “ও কোহসি কতমোহসি” ইত্যাদি এবং “ও  
আয়ুর্বাৎ পুষ্টিদং তৈলং” ইত্যাদি এই মন্ত্রদ্বয় দ্বারা বিষ্ণুর সর্কাঙ্গ অহুলিপ্ত করিয়া  
বক্ষ্যমাণ দশটী মৃত্তিকা মিশ্রিত জল দ্বারা স্থান করাইবে । যথা,—হস্তিদন্তো-  
দ্ধৃত মৃত্তিকা দ্বারা—“ও ইরাবতী ধেনুমতীহ ভূয়ঃ সুরবসিনি মনং বেদশাস্যঃ ।  
যস্যভ্রা ব্রোদসৌ বিষ্ণুরেতে দাধর্থ পৃথিবীমভিভো ময়ুধৈঃ” ॥ ১ ॥ বরাহদন্ত-  
মৃত্তিকা; “ও নীলগ্রীবাঃ শীতিকণ্ঠা দিব ও সহস্রযোজনে অবধনানি তন্মসি” ॥ ২ ॥  
গোশৃঙ্গ মৃত্তিকা,—“ও আপো দেবী প্রতিগ্রতি তন্তৈ তন্ত্রেন কণুধং” ॥ ৩ ॥  
গোষ্ঠ মৃত্তিকা,—“ও চত্বারি শৃঙ্গাস্ত্রয়োহন্তু পাদা হে শীর্ষে সপ্ত হস্তাঃ সোহন্ত  
ত্রিধা বন্ধো ব্রহ্মভো রোরবীতি মহোদেবো মর্ত্যং আবিশেষ” ॥ ৪ ॥ চতুষ্পথ মৃত্তিকা,  
“ও ইমা ব্রহ্মায় তপসে কপর্দিনে ক্ষয়ধীরায় প্রভরামহেমতীঃ । যথা শমসন্দি-  
পদেধক পুষ্পদেবিকং পুষ্টং গ্রামেহশ্বিন্ননাতুরম্” ॥ ৫ ॥ গঙ্গা মৃত্তিকা,—“ও  
মুর্দ্ধানন্দিবোহরতিং পৃথিব্যাং বৈশ্বানর যুত অজাত ময়িং কবিং সম্রাজমতিথিঞ্জনা-

\* অতিনিধিপক্ষে সংকল্প যথা,—“অদ্যোতাদি অমুকগোত্রস্ত্রী অমুকদেবশর্কণঃ  
ত্রিবিধুপ্রীতিকামনয়া ত্রীকৃষ্ণ মহাস্থানগণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বকসলক্ষ্মীকবিধুপূজারাসোৎ-  
সবযাত্রামহং করিষ্যামি ।” সর্কণ প্রতিনিধি বাস্তি কার্য করিলে এইরূপ সংকল্প করিবে ।



নাহাসন্নপাত্ৰং জনয়ন্ত দেবাঃ স্বাহা” ॥ ৬ ॥ বস্মীক মৃত্তিকা—“ওঁ যাওঁ কুৰ্ঘ্যাং  
দিনীবাণী যা রাকা যা সরস্বতী । ইত্যাগি বাহু উতয়ে বক্ৰাণি স্বস্তয়ে”  
॥ ৭ ॥ নদীর উভয়কূল মৃত্তিকা ।—“ওঁ পঞ্চনদ্যঃ সরস্বতীমপি যন্তি সস্ত্রো-  
তমঃ । সরস্বতী তু পঞ্চধামোপদেশে ভবৎসরিং” ॥ ৮ ॥ রাজদ্বার মৃত্তিকা,—  
“ওঁ ত্রীশ্চ তে লক্ষীশ্চ” ইত্যাদি ॥ ৯ ॥ খড়্গলগ্ন মৃত্তিকা ।—“ওঁ নমস্তে  
কুদ্রমগ্ৰব উতোভ ইষবে নমঃ । বাহিত্যামুতোভে নমঃ” ॥ ১০ ॥ কুশমূলযুক্ত  
মাটি ।—“ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুব” ইত্যাদি ॥ পদ্মমূলযুক্ত মাটি,—“ওঁ কুবিন্দ্রয়  
মবস্তোয় বাক্শিন্যাদাস্ত্যঙ্গুপূৰ্ণং বিষুয় ইহেহুবাং কুর্গুহি ভোজনানি যে  
বর্হিষো নম উজ্জির্ন জগ্মুঃ ॥” সর্কৌষধিমহৌষধি,—“ওঁ যা ওষধীঃ  
পূর্নাজাতা” ইত্যাদি ॥ ১৩ ॥ কপূরোদক,—“ওঁ নমো নারায়ণায় ॥” যব  
গোধূম, চনক, তিল, মৃগা, মহুর, কলায়, প্রিয়ঙ্গু, নীবার ধান্য, শ্রামাক ও  
মাষক এই দ্বাদশ ত্রীহি জলে,—“ওঁ বৃহস্পচ মে যবাস্চ মে মুদগাস্চ মে খল্লাশ্চ  
মে প্রিয়ঙ্কাস্চ মে শ্রামাকাস্চ মে যে নীবারাস্চ মে গোধূমাস্চ মে মহুরাস্চ মে  
যজ্ঞেন কল্পয়ন্তাং ॥” রত্নোদক,—“ওঁ স্বর্ণঘন্থ স্বাহা” ইত্যাদি ( যজুর্বেদীয় প্রশস্তি  
বন্ধন দেখ ) । স্বর্ণজল —“ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতশ্চ জাতঃ পতিরেক  
আনীৎ । সদাধারঃ পৃথিবীং ভ্রামুতে মাং কন্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥”  
ঈষৎ উষ্ণজল,—“ওঁ শন্ন আপঃ ইত্যাদি ॥” ভৃঙ্গার জল,—“ওঁ আত্রেয়ী  
ভারতী গন্ধা যমুনা চ সরস্বতী । সরযুর্গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতাঙ্গা চ কোশিকী ।  
ভোগবতী চ পাতার্লে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা । সর্কঃ সুমনসো ভূতা ভৃষ্ণারৈঃ  
স্নাপয়ন্ত তাম্ ॥” শুদ্ধজল,—“ওঁ কামদেবায়” ইত্যাদি গায়ত্রী পাঠ করিয়া  
স্নান করাইবে ।

অতঃপর ত্রীমূল্য পাবমানী মৃত্তক, ও অষ্টঘট দ্বারা স্নান ( দুর্গোৎসব  
দেখ ) করাইয়া শুদ্ধপতিমৃত্তক দ্বারা স্নান করাইবে । অনন্তর,—“ওঁ পুণ্যন্তঃ  
শঅপুণ্যানাং” ইত্যাদি । পরে “ওঁ সুরাস্তা মভিষিকন্ত” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ  
করিয়া স্নান করাইয়া “ওঁ অগ্নি মীড়ে” ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র চতুর্দ্বয় পাঠ  
করিয়া পুনরায় অষ্টঘট দ্বারা স্নান করাইয়া “ওঁ অকাল মৃত্যুহরণং” ইত্যাদি মন্ত্রে  
স্নানোদক পান করিবে ।

অতঃপর পূজক আসনে উপবেশন করিয়া স্বীয় দক্ষিণ পার্শ্বে আসনের নিম্নে  
মৃত্তিকাতে একটি ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া ওছপরি ‘এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং  
আধারশক্তিকমলাসনাং নমঃ’ । এই মন্ত্রে একটি সচন্দন পুষ্প প্রদান করত

আসন ধারণ করিয়া “আসনমন্ত্রস্ত্রয়ৈকপুষ্ঠং ঋষিঃ” ইত্যাদি (২য় কাণ্ড ৪ পৃঃ দেখ) ঋষিহৃদয়যুক্ত মন্ত্রটী পাঠ করিয়া ভূতাপসারণ ও ঘটস্থাপন করত সামান্যার্থ্য, মাষভক্ত বলি ও গুপ্ত পংক্তি নমস্কার করত গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিকপাল, মংগ্লাদি দশাবতায়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গঙ্গা, যমুনা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পূজা করিয়া ভূতশুদ্ধি, মাতৃকাস্ত্রাস ও প্রাণায়াম করিয়া ঋষ্যাদিত্যাস করিবে । যথা—

“অস্ত্র ত্রীকুম্ভমন্ত্রস্ত্রয়ৈকপুষ্ঠং ঋষিঃ ত্রীকুম্ভে দেবতা ক্রীং বীজং স্বাহা শক্তিঃ, হুর্গাদেবী কীলকং, পুরুষার্থসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ । শিরসি নারদ ঋষয়ে নমঃ, মুখে বিরাট্‌হৃদয়ে নমঃ, হৃদি রাধাকৃপাভ্যাং নমঃ, গুহে ক্রীং বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ, সর্বাজে মন্ত্রাধিষ্ঠাত্র্যে হুর্গায়ৈ নমঃ ।” অনন্তর ব্যাপক ন্যাস করিয়া নিম্ন লিখিত রূপে অঙ্গস্ত্যাস করিবে । যথা—

ওঁ ক্রাং হৃদয়াং নমঃ, ওঁ ক্রীং শিরসে স্বাহা, ওঁ ক্লুং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ ক্রৈং কবচায় হং, ওঁ ক্রৌং নেত্রাভ্যাং বৌষট্, ওঁ ক্লুং অস্ত্রায় ফট্ ।” পরে করস্ত্যাস করিবে । যথা,—“ওঁ ক্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ক্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ ক্লুং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ ক্রৈং অনামিকাভ্যাং হং, ওঁ ক্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ ক্লুং অঙ্গায় ফট্ ।”

অনন্তর কুর্ম্মমুদ্রাযোগে একটি পুষ্প লইয়া ত্রীকুম্ভের ধ্যান করিবে । যথা—

‘ওঁ স্মরেৎ বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনাবৃতম্ । গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ ॥ আত্মনো বদনান্তোজে প্রমিতাক্ষি-মধু-ত্রতাঃ । পীড়িতাঃ কামবাণেন চিরমাল্লেষণোৎসুকাঃ ॥ মুক্তাহারলসং-পীনতুঙ্গস্তনভরান্নতাঃ । স্রস্তধম্মিল্লবসনা মদস্থলিতভাষণাঃ ॥ দন্তপংক্তি-প্রভোস্ত্যাসি-পুষ্পমালাগলার্পিতাঃ । বিলোভয়ন্তীর্ন্বিবিধৈর্ভাবৈর্ভাবগতী-রিতৈঃ ॥’ এই ধ্যান পাঠ করিয়া হস্তস্থ পুষ্পটি নিজ মস্তকে প্রদান করত মানস পূজা করিবে ।—

“ওঁ আগচ্ছ পরমানন্দ সর্বব্যাপিন্ জগন্ময় ।

সাম্নিধ্যং কুরু রাসার্থং গোপিভিঃ সহ মণ্ডলে ॥

ওঁ ভূভুবঃস্বঃ স্ত্রীভগবন্ কৃষ্ণদেব ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ অত্রা ধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ ।”

উক্ত মন্ত্রে আবাহন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও মানসপূজা করিয়া বিশেষার্থ্য স্থাপন করিবে । ( ২য় কাণ্ড ১৮ পৃঃ দেখ ) । পরে সেই অর্ঘ্যপাত্রের দক্ষিণে

অৰ্ঘ্যস্থাপনবৎ প্রোক্ষণীপাত্ত স্থাপন করিয়া, অৰ্ঘ্য-জল দ্বারা পূজোপকরণ দ্রব্য এবং আত্মাকে অভ্যক্ষণ করিয়া পীঠদেবতার পূজা করিবে । যথা,—

“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ প্রকৃভ্যে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনন্তায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পৃথিব্যে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মণিবেদিকায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ত্রৈলোক্যায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অদম্যায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অধৈর্য্যায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনৈর্ধর্ম্মায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনন্তায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পং পদ্মায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনন্তায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সোমমণ্ডলায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সং সত্যায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রং রজসে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ তং তমসে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আং আত্মনে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে বিমলায়ৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উংকর্ষিণ্যে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জ্ঞানায়ৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্রিয়ায়ৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ যোগায়ৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ প্রজ্ঞায়ৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঈশানায়ৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনুগ্রহায়ৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ তগবতে বিকবে সর্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্বাত্মনে সংযোগযোগপীঠাত্মনে নমঃ ।”

পুনরায় পূর্ববৎ ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে । ( ২য় কাণ্ড দেবপ্রতিষ্ঠা দেখ ) । পরে প্রাণায়াম করিয়া যথাশক্তি জপ করত প্রণাম করিবে । মন্ত্র যথা—

অথ মে সফলং জন্ম জীবিতক সুজীবিতং ।

যত্ত্বাভিষ্কমলজে মূর্ধ্না মে ভ্রমরায়তে ।”

অতঃপর “রাং” এই মন্ত্রে প্রাণায়াম এবং অঙ্গভাস করতাস করিয়া রাধিকার পূজা করিবে । ধ্যান যথা—

“ওঁ শ্বেরাং গোরোচনাভাং ক্ষুরদরুণপটপ্রাস্ত-কণ্ঠাবগুষ্ঠাং

রমাং বেশেন বেনীকৃতচিকুরূড়ালম্বিপদ্মাং কিশোরীম্ । তর্জন্য-  
জুষ্ঠযুক্তাং হরি-মুখ-কমলে যুগ্মতীং নাগবল্লীং পূর্ণাং কর্ণায়তাকীং ত্রি-  
জগতি মধুরাং রাধিকাং ভাবয়ামি ॥’

ধানানন্তর মানসোপচারে পূজা ও বিশেষার্থ্য স্থাপনাদি কার্য্য করিয়া  
ষোড়শোপচারে রাধিকার পূজা করিবে । পূজান্তে স্তব পাঠ করিতে হয় ।

তৎপর চন্দ্রাবলী, রতিমঞ্জরী, শ্যামলা, শশিকলা, চিত্রা, সুর্য্যবী, ললিতা,  
বিশাখা, মদনসুন্দরী, অঙ্গদেবী, সুদেবী, চম্পকলতা, তুর্গবিন্যা, শশিরেখা,  
হরিপ্রিয়া, পদ্মা, সবায়া, তদ্রা, ইহাদিগের যথাশক্তি উপচার দ্বারা পূজা  
করিয়া “কোট্যোগিনিভ্যো নমঃ” বলিয়া পূজা করিবে । অতঃপর আরজিক  
করিতে হয় ।

উক্ত প্রকারে পূজা সমাপ্ত করিয়া (পৌরাণিক বিধানে) হোম করিবে ।  
হোমের সঙ্কল যথা,—

“তৎসদদ্যা অমুকে যাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথে অমুকগোত্রঃ  
শ্রীঅমুকদেবশর্মা শ্রীভগবদ্রাধাকৃষ্ণস্য রাসোৎসবকর্ম্মণি শ্রীমদ্রাধাকৃষ্ণ-  
প্রীতিকামঃ ও ক্লীং স্বাহেতি মন্ত্রকরণকর্ম্মেককশঃ অষ্টাবিংশতিসংখ্যক-  
সাজ্যকরবীরগমিস্তিহোমগহং করিষ্যে ।”

যদি যজ্ঞার্থ রক্তকরবীর পুষ্পের অভাবে যজ্ঞভূম্বরের সমিধ্ হয়, তবে “সাজ্য-  
করবীর” এই স্থলে “সাজ্য-ভেড়ুনর” এইরূপ বলিবে। অতঃপর রাসমণ্ডপ  
উৎসর্গ করিবে । মন্ত্র যথা,—প্রথমত সচন্দন পুষ্প দ্বারা “এতৈশ্চ সবল্ল-  
কল্লিত-নানাপুষ্পাদিরচিত-কল্লিতকল্পবক্ষ্য নমঃ”—এইরূপে অর্চনা করিয়া—  
“ও এতৎসম্প্রদানাত্যাং রাধাকৃষ্ণাত্যাং নমঃ”, বলিয়া অর্চনা করত “বিষ্ণু-  
রোম্ তৎসদোমদ্যা অমুকে যাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথে শ্রীঅমুকগোত্রঃ শ্রীঅমু-  
কদেবশর্মা শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রীতিকাম ইমং সবল্লকল্লিত-নানাপুষ্পাদিরচিত-কল্লিত-  
কল্পবক্ষমচ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদেবতং শ্রীরাধাকৃষ্ণাত্যাং যুবাভ্যামহং দদানি ।” এই  
বাক্যে উৎসর্গ করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধান করিয়া দক্ষিণাঙ্ক  
করিবে । অতঃপর গীতবাতাদি উৎসবের সহিত দেবমূর্ত্তিকে চারিবার  
মণ্ডপ প্রদক্ষিণ করাইয়া মণ্ডপमध्ये ভক্তপীঠে বসাইবে ।

রাসোৎসববিধি সমাপ্ত ।

## দোলযাত্রা প্রয়োগ ।

দোলায়মানং গোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুসূদনং ।

রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যাতে ॥” ভগবদ্বাক্যং ।

দোলায়মান গোবিন্দ, মঞ্চস্থ মধুসূদন ও রথস্থ বামনকে দর্শন করিলে আর জন্ম মরণাদিরূপ পার্থিব দেহ ধারণ করিতে হয় না ।

প্রস্তর, ইষ্টক বা মৃত্তিকা নির্মিত\* ত্রিহৃত উর্দ্ধোদ্ধ্রুতমে তিনটী স্তর করিয়া ভিত্তি প্রস্তুত করত উত্তরদিকে দ্বার করিবে এবং স্তম্ভদ্বয় তাত্র বা কাষ্ঠ নির্মিত করিবে । ইহাকেই দোলমঞ্চ বলে ।\*

দোলযাত্রা কার্যে চতুর্দশীঘটিত নিশামুখে অধিবাস করিতে হয় । যথা,—  
পূর্বদিনে প্রদোষ সময়ে সারংসঙ্ক্যাদি সমাপনান্তে বিতানাচ্ছাদিত ধ্বজচামরাদি-  
মুশোভিত দোলমণ্ডপের পূর্বদিকে মেঘগৃহের মধ্যে শালগ্রামাদি সংস্থাপন-  
পূর্বক শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমনপূর্বক স্তম্ভবাচনাদি করিয়া সঙ্কর  
করিবে । যথা,—

“বিস্কুরোম্ তৎসদদ্য ফাল্গুনে মাসি শুক্রে পক্ষে চতুর্দশ্যাং  
তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শ্বঃপ্রভৃতিকর্তব্যশ্রীভগবদো-  
বিন্দ-দোলযাত্রাদ্ভূতগণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বকং শ্রীভগবদগো-  
বিন্দপূজাশুভাধিবাসনকুশাগুবিধিহোমবহু্যং সব কন্মাহং করিমো ।  
( পরার্থে করিম্যামি ) ।”

অতঃপর স্ব স্ব সঙ্করহুজ পাঠ করিয়া ঘটস্থাপন, সামাচার্য্য, আসনশুদ্ধি,  
ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম ও অঙ্গন্যাসাদি করিয়া “ও থরং সুলতনুং” ইত্যাদি গণেশের  
ধ্যান করিয়া দশোপচারে পূজা-করত বিষ্ণু, লক্ষী, রুদ্র, দুর্গা, ব্রহ্মা  
ও সাবিত্রীর পূজা করিয়া গোবিন্দের পূজা করিবে । গোবিন্দ-ধ্যান ।—

“ও শুদ্ধশ্রুটিকসঙ্কশং হিমকুন্দেন্দুসম্মিতং কিরণৈঃ শীতলৈঃ  
সৌম্যৈঃ প্রাণয়ন্তং চরাচরং । লাবণ্যামৃতধারাভিঃ সিক্তমিব সর্বতঃ ।  
সুনাভং বারিজং পদ্মং ধারয়ন্তং গদাং শুভাং । ভূষিতং মালয়া তদ্বৎ  
দীপনং নয়নাঞ্জলৈঃ শ্রীপুষ্টিগুরুড়াত্মৈশ্চ সমস্তান্তু পরিপ্লুতং ।”

\* ভিত্তিঃ কুর্ঘ্যাং ত্রিহৃতস্ত দ্ব্যস্তিরিষ্টকেন বা । তথা মৃত্তিকয়া বাপি দ্বারমুত্তরতস্তথা ।

\* স্তম্ভদ্বয়ং প্রকুর্য্যাত তাত্রীয়কাপি দাক্ষ্যং ।

এইরূপ ধ্যান করিয়া “ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ত্রীবিধবে গোবিন্দায় সর্গাঙ্গনে নমঃ” এই মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবে এবং মূর্তি-কাদি দ্বারা যথাবিধানে দেবতার অধিবাস করিয়া অগ্নিহোত্রে বিধান মতে কুশণ্ডিকা করত বহ্নিস্থাপনাদি করিয়া কুশাণ্ড বিধি হোম করিবে। যথা—

“ওঁ যদ্দেবা দেবহে লনং দেবাসশ্চক্রিমা বয়ং । বিষ্ণুর্মা তস্মাদে-  
নসো বিশ্বান্ মুঞ্চত্বং হসঃ স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ যদি দিবা যদি নক্তমে-  
নাংসি চক্রিমা বয়ং । অগ্নির্মা তস্মাদেনসো বিশ্বান্ মুঞ্চত্বং হসঃ  
স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ যদি জাগ্রৎ যদি স্বপ্ন এনাংসি চক্রিমা বয়ং । বায়ুর্মা তস্মা  
দেনসো বিশ্বান্ মুঞ্চত্বং হসঃ স্বাহা ॥ ৩ ॥ ওঁ কুশাণ্ডাহতিরাতয়েরেভা  
মাং সমুদ্বায় । অগ্নির্মা তস্মাদেনসো বিশ্বান্ মুঞ্চত্বং হসঃ স্বাহা ॥ ৪ ॥

অতঃপর পরিবারগণকে স্বতন্ত্র এক একটা আহুতি দিয়া প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবে।

অনন্তর হোমসমাপনান্তে হোমীয় অগ্নি হইতে অগ্নি আনয়ন করত নারায়ণ সহকারে গৃহ প্রদক্ষিণ করিয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠপূর্বক মেঘগৃহে (স্থান বিধেবে ইহাকে বুড়ীর ঘর বলে এবং উহার মধ্যে গিষ্টক নির্মিত একটা মনুষ্যাকৃতি বৃদ্ধা স্ত্রীর প্রতিমূর্তি স্থাপন করিয়া থাকে) অগ্নি ধরাইয়া দিবে। মন্ত্র যথা,—

“ওঁ বিষ্ণুরূদ্রসমুদ্ভূত মহাশন হতাশন । মেঘ-মন্দিরদাহেহত্র সমু-  
দ্ভূতশিখো ভব ॥ প্রদক্ষিণেন ধাবন্তঃ কৌতুকাৎ সহ বিষ্ণুনা । প্রদ-  
ক্ষিণং দক্ষিণায়ে কুরু কৃষ্ণ বিশেষতঃ ॥”

তৎপর পুষ্প-মালাদি দ্বারা শয্যা রচনা করত, তত্পরি নারায়ণকে শয়ন করাইয়া গীতবাদ্য দ্বারা সে নিশা যাপন করিবে।

তৎপর দিবস প্রাতঃস্থানাদি ক্রিয়া সমাপন পূর্বক “ওঁ হৃদ্যঃ সোমঃ” ইত্যাদি পাঠ করত পাপাপনোদনার্থ ফলপুষ্প জল পূর্ণ তাম্রপাত্র গ্রহণ করিয়া অমুক-গোত্রঃ ত্রীঅমুকদেবশর্মা (পূজকের নাম ও গোত্র) কর্তব্যত্ৰীমকোবিন্দস্ত দোলযাত্রাকর্মাধিকারপ্রতিবন্ধকপাপাপনোদনকামঃ ওঁ দেবী ত্রিমিত্যাदि মন্ত্রদ্বয়জপমহং করিষ্যে।” এইরূপ বাক্য করিয়া “ওঁ দেবি ত্বং প্রাকৃতং চিত্তং পাপাক্রান্ত মভূন্ নম । তন্নিঃসারং চিত্তং মে পাপং কট্ট তে নমঃ । ওঁ হৃদ্যঃ সোমো যমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চ ঠৈষ । এতে শুভাশুভস্যেহ কৰ্ম্মণো নম সাক্ষিণঃ” ॥ ২ ॥ এই মন্ত্র দুইটা পাঠ করিবে। পরে সন্ধ্যা করিবে যথা—

“বিষ্ণুরোম্ অন্তেত্যাदि—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশৰ্মা শ্রীবিষ্ণু-  
প্রীতিকামঃ ভগবদেগোবিন্দস্ত মহান্নানগণপত্যাদিনানাদেবভা পূজা-  
পূৰ্বকভগবদ্গোবিন্দপূজামহোৎসবেন গোবিন্দস্ত দোলযাত্রামহং  
করিষ্যে ॥”

পরে সংকল্প সূক্ত মন্ত্র পাঠানন্তর মহান্নান ( ১৫১ পৃ দেখ ) সম্পন্ন করিয়া  
সামান্যার্থাদি যথাবিধানে করিয়া গণেশাদি দেবতাগণকে যথাশক্তি পূজা করিয়া  
গোবিন্দের পূজা করিবে। যথা,—

“ওঁ চরাচরমিদং সৰ্বং যত্র পূৰ্ণং প্রতিষ্ঠিতম্ । তদন্তহস্তম্বেশ আসনং কল্প-  
য়ামি তে ॥ ১ ॥ “ইদং রজতাননং “ওঁ গোবিন্দায় নমঃ ।” এইরূপ বিধানে সমস্ত  
উপচার দ্রব্য প্রদান করিতে হইবে। পরে ‘গোবিন্দ ইহ স্বাগতং সুস্বাগতম্’  
বলিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করত স্বাগত প্রদ্ব জিজ্ঞাসা করিবে।

“ওঁ যত্র দর্শনমিচ্ছন্তি দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ঃ । তন্মৈ তে পরমেশ্বর স্বাগতং  
স্বাগতক মে ॥—ইদং স্বাগতম্ । ওঁ কৃতার্থোহুগৃহীতোহস্মি সফলং জীবিতং  
মম । আগতো দেবদেবেশ সুস্বাগত মিদং বপুঃ ॥—ইদং সুস্বাগতম্ ।” অতঃপর  
“ওঁ যস্য পাদাম্বুজে দিব্যে নির্মলে ব্রহ্মরূপিণি । পুন্যতি তত্ত্ববা গঙ্গা জগৎ  
পাদ্যং দদাম্যহম্ ॥—এতৎ পাদ্যম্ । ওঁ ব্রহ্মাদয়ঃ পাদপদ্মং চিত্তয়ন্তি দিনে  
দিনে । অনর্থায় জগদ্ধাত্রে অর্ধ্যমেতৎ দদাম্যহম্ ॥—ইদমর্ধ্যম্ । ওঁ আচান্ত-  
স্তীর্থরাজো বৈ যেনাগন্ত্যস্বরূপিণা । দেবায়াসুরনাশায় দদে আচমনীয়কম্ ॥  
ইদমাচমনীয়ম্ । ওঁ সৰ্বকণ্ঠবহীনায় পরিপূর্ণসুখাস্থনে । মধুপর্কমিদং দেব  
কল্পয়ামি প্রসীদ মে ॥—এষ মধুপর্কঃ । ওঁ উচ্ছিষ্টোহপ্যন্তুচির্কাপি যস্য স্মরণ-  
মাত্রতঃ । শুদ্ধিমাগ্নোতি তর্ক্য তে পুনরাচমনীয়কম্ । ওঁ যঃ কোলরূপমাস্থায়  
প্রলয়ার্ণববিপ্লুতাম্ । উজ্জহার ধরামেতাং স্নাপয়ামি তমন্তসা ॥—ইদং স্নানীয়-  
জলম্ । ওঁ ব্রহ্মাণ্ডকেটিয়ো যস্য বিশ্বরূপস্য সংবৃতিঃ । আচ্ছাদনায় সর্কেযাং  
প্রদদে বাসসী শুভে ॥—ইদং বস্ত্রম্ । ওঁ স্বভাবসুন্দরাজায় নানাশক্ত্যাগ্রায়  
ভে । ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়াম্যমরাচ্চিত ॥—ইদমভরণম্ । ওঁ যদঙ্গস্পর্শ-  
মকৃত-সঙ্গায়লয়জঙ্ঘমাঃ । সুগন্ধিরসসম্পন্নাস্থ্যৈ গন্ধানুলেপনম্ ॥—এষ গন্ধঃ ।  
ওঁ তুরীয়বনস্তুতং নানাগুণমনোহরম্ । আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহতামি-  
দমন্তম ॥—ইদং পুষ্পম্ । “ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাস্থনে বাহা”  
মন্ত্রে তুলসী প্রদান করিবে। অনন্তর ধূপ । মন্ত্র যথা,—ওঁ বনস্পতিরসো দিবে বা!

গন্ধাত্যঃ সুমনোহরঃ । আশ্রেয়ঃ সৰ্বদেবানাং ধূপোহয়ং প্রতিনৃহতাম্ ॥—  
এষ ধূপঃ । ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সৰ্বতত্তিমিরাপহঃ । সবাহ্যভ্যস্তরং  
জ্যোতির্দীপোহয়ং প্রতিনৃহতাম্ ॥—এষ দীপঃ । ওঁ সংপাত্তসিদ্ধং সুহবিক্ৰিবি-  
ধানেকভক্ষণম্ । নিবেদয়ামি দেবেশ সৰ্বভূক্তিকরং পরম্ ॥—এতন্নৈবেদ্যম্ ।  
পানার্থ জল ও আচমনীয় জল প্রদান করিয়া তাম্বুল নিবেদন করিবে,—  
ওঁ তাপত্রয়হরং দিব্যং কপূরাদিসুवासিতম্ । ময়া নিবেদিতং দেব  
তাম্বুলমিদমুত্তমম্ ॥—ইদং তাম্বুলম্ ॥” এই বিধানে পূজা করিয়া অঙ্গহাস,  
করহাস এবং প্রাণায়ামপূর্বক যথাশক্তি জপ করিয়া “ওহাতি” মন্ত্রে  
জপ সমর্পণ করিয়া “নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবে ।

তৎপরে ষোড়শোপচারে রাধিকার পূজা করিবে । (রাধিকার ধ্যান  
১৫৪ পৃঃ দেখ) । পরে আবরণ দেবতাগণের পূজা করিবে । যথা,—“এতে  
গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ, এইরূপে গোবিন্দায় গোপীজনবলভায়,  
ভগবতে বাসুদেবায়, চক্রায়, পদ্মায়, ত্রীবৎসায়, কালিন্দ্যে, নাগজিত্যে, মিত্র-  
বন্দ্যায়, চাক্ৰহাসিন্যে, রোহিণ্যে, জাম্ববত্যা, কল্মিষ্যে, সভ্যভামায়ে, রাধি-  
কায়ৈ, অষ্টরমণীভ্যঃ, বাসুদেবায়, সঙ্কর্ষণায়, অনিরুদ্ধায়, শাট্ঠ্যে, শ্রীয়ে, সর-  
স্বত্যা, কেশবাদিদ্বাদশমূর্ত্তয়ে, সায়ুধসবাহনসপরিবারায় নমঃ, সৰ্ব্বেভ্যো  
দেবেভ্যো নমঃ, সৰ্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ ।” অতঃপর আরত্ৰিক বিধানে  
আরত্ৰিক করিয়া দেবতাকে দোলায় আরোহণ করাইয়া সুগন্ধি তৈলদান  
করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবে । যথা,—“ওঁ নেহং গৃহাণ নেহেন লোক-  
নাথ মহাশয় । সৰ্বলোকমহাঅনাং দদামি নেহমুত্তমং ॥ পরে শট্টৈঃ  
শট্টৈঃ দেবতাকে ফল (ফাল্গ বা আবীর) প্রদান করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র  
পাঠ করিবে । যথা,—

“ওঁ ফল্লং গৃহাণ দেবেশ লোকনাথ মহাশয় । ফল্লনা দেবদেবেশ  
স্বপ্নীতো ভব কেশব ॥ ওঁ জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় গর্ব্বাঘনাশন । জয়  
চানূরকেশন জয় কংসনিসূদন ॥ জয় নীলাম্বুদন্ত্যাম জয় সর্ব্বভূতপ্রদ ।  
জয় দেব জগৎপূজ্য জয়শম্বাসুজোজ্জ্বল ॥ ওঁ জয় সর্ব্বগতো নাথ জয়  
সংসারকারণ । জয় লোকপতে নাথ জয় বাহ্যফলপ্রদ ॥ সংসার-  
সাগরে ঘোরে নিঃসারে তুংখফেনিলে । ক্রোধগ্রহাকুলে রৌদ্রে বিম্বয়ো-  
দকসংস্রবে ॥ ওঁ নমঃ কমলপত্রাক্ষ নমস্তে বিশ্বভাবন । গোবিন্দং



দোলয়ামি হাং স্প্রাভো ভব কেশব ॥ ওঁ দোলায়মানং গোবিন্দং  
মঞ্চস্থং মধুসূদনং । রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিচ্যতে ॥ ওঁ  
গুরুত্ববজ্জ জগন্নাথ ভক্তোহহং যদি মন্যসে । ত্রায়স্ব পরমানন্দ অজ্ঞা-  
নাং যৎ কৃতং ময়া ॥ জগন্নাথচ্যুতানন্ত জগদানন্দবন্ধক । কল্প-  
ক্রীড়াভিরেতাভিস্ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ ॥ জয় গোপীমুখাস্তোত্র-মধু-  
পানমধুস্রত । কল্কক্রীড়াভিরেতাভিস্ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ । জয়  
দেব দিনেশান রজনীশ বিলোচন । নিরাকার নিরাভাস নিগুণং ত্রাহি  
মাং প্রভো ॥”

অতঃপর তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া, আস্তে আস্তে সপ্তবার দোলন করিবে ।

### অভিষেক পদ্ধতি ।

অগ্রে পঞ্চোপচারে দেবতার পূজা করিয়া অভিষেক করত বিশেষ পূজা  
করিতে হয় । প্রথমে “ওঁ সহস্রশীর্ষা” ইত্যাদি মন্ত্রে, স্নান করাইয়া নিম্ন মন্ত্রে  
স্বত দ্বারা স্নান করাইবে । যথা—

“ওঁ তেজোহসি শুক্রমশ্রুতমসি ধাগনাগাসি প্রিয়ং দেবানামনা-  
ধুম্বতং দেবযজ্ঞনমসি ।”

তৎপরে,—“ওঁ অতো দেবা অবস্থ নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রে মে পৃথিব্যাঃ  
সপ্তধামভিঃ ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তক চূর্ণ লেপন পূর্বক, “ওঁ ক্রপদাদিব”  
ইত্যাদি মন্ত্রে উষ্ণোদক সহিত চন্দন দেবতাকে উপলেপন করত পুনরায়  
চন্দন, অশুক, তিল ও আমলকী প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য একত্র পিষ্ট করিয়া উহা দেব-  
তার অঙ্গে লেপন করিবে । যন্ত্র বথা—

“ওঁ উবর্তয়ামি দেব হাং যথেষ্টং চন্দনাদিভিঃ উদ্বর্তনপ্রসাদেন  
প্রাপুয়াং ভক্তিমুক্ত্যাম ॥”

অনন্তর “অগ্নিমীলে” ইত্যাদি মন্ত্র চতুষ্টিয় পাঠ করিয়া শুক জল দ্বারা স্নান  
করাইবে । পরে পাবমানীহর পাঠ করিয়া স্নান করাইবে । ( ১০৭ পৃ দেখ ) ।

### কোজাগর লক্ষ্মীপূজা পদ্ধতি ।

আখিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে প্রদোষকালে সায়াং সন্ধ্যা সম্পন্ন করত  
ঋত্বিচানাদি করিয়া সঙ্কল করিবে । যথা,—

ওঁ তৎসদদ্য অগ্নিনে মাসি শুক্রে পক্ষে পৌর্ণমাগ্যাস্তিথৌ  
অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্যা পরমবিভূতিলভিকামঃ লক্ষ্মীপ্রীতিকামো  
বা গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বকং দ্বারোক্তদেবতাগণসহশ্রীলক্ষ্মী-  
দেবীপূজনকর্ম্মাহং করিষ্যে ।

অনন্তর স্ব স্ব বেদোক্ত হুক্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া ঘটস্থাপন ও অগ্নিসম্বোধন  
ও সামান্ত্রার্থ্য করত শালগ্রামে বা ঘটে দ্বারোক্তদেবতাগণের পূজা করিবে ।  
যথা,—“ওঁ দ্বারোক্তভিত্তিত্যো নমঃ” বলিয়া পাঠাদি দ্বারা পূজা করিবে ।  
এই ক্রমে, “ওঁ হব্যবাহনায় নমঃ, ওঁ পূর্ণেন্দবে নমঃ, ওঁ সূভার্য্যকদ্রায় নমঃ  
ওঁ ক্ষন্দায় নমঃ, ওঁ নন্দীশ্বরায় নমঃ, ওঁ মুনয়ে নমঃ” বলিয়া প্রত্যেকের পূজা  
করিয়া গোপনবান্ ব্যক্তি “ওঁ সুরভয়ে নমঃ” বলিয়া, ছাগবান্ ব্যক্তি “ওঁ  
হতাশনায় নমঃ” বলিয়া, মেঘবান্ ব্যক্তি “ওঁ বরুণায় নমঃ” বলিয়া, হস্তি-  
মান্ ব্যক্তি “ওঁ বিনায়কায়” নমঃ বলিয়া, অশ্ববান্ ব্যক্তি “ওঁ রেবন্তায় নমঃ”  
“ওঁ নিকুন্তায় নমঃ” বলিয়া প্রত্যেককে পূজা করিবে । ইহাদিগকে মাধকলায়  
ও তিল তণ্ডুলের এবং হব্যবাহনকে যব, কুল, ও দ্ব্যতযুক্ত তণ্ডুলের নৈবেদ্য  
ও পূর্ণেন্দুকে দুগ্ধ ও পায়স দান করিতে হয় ।

অতঃপর গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দিক-  
পাল, মংস্তাদিশিবতার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গঙ্গা, ছাগা, যমুনা, লক্ষ্মী  
ও সরস্বতীর পাঠাদি দ্বারা পূজা করত ভূতভক্তি, “শ্রীং” এই বীজমন্ত্রে  
প্রাণায়াম, ব্যাপকভাস, গুরুপংক্তি নমস্কার এবং “শ্রীং অঙ্গুষ্ঠাতাং নমঃ”  
ইত্যাদিক্রমে করভাস ও অঙ্গুষ্ঠাস করিয়া কুর্ম্মমুদ্রাযোগে পুষ্পগ্রহণ করতঃ  
লক্ষ্মীর ধ্যান করিবে । যথা,—

“ওঁ পাশাঙ্কমালিকান্তোজশৃণিভির্ব্যাম্যসৌম্যায়াঃ । পদ্মাসনস্থান্ধাং  
ধ্যয়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরং ॥ গৌরবর্ণাং স্কুরপাঞ্চ সর্কালঙ্কার-  
ভূষিতাং । রৌত্ৰপদ্ম-ব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু ॥”

এই ধ্যান করিয়া হস্তস্থ পুষ্প স্বীয় মন্তকে স্থাপন করিয়া মানসোপ-  
চারে পূজাপূর্বক বিশেষার্থ্য স্থাপন করত পুনর্বার আবাহন করিবে  
(সামান্ত্র বিধি দেখ) । অতঃপর “ওঁ শ্রী লক্ষ্ম্য নমঃ” এই মন্ত্রে ষোড়শ  
উপচারে পূজা (পূজা প্রণালী ২৫ পৃ দেখ) করিয়া লক্ষ্মীদেবীকে নারিকেল  
জল ও পৃণক (চিপটিক) দান করিয়া —

ওঁ নমস্তে সৰ্বদেবানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে ।

যা গতিত্বংপ্রাপনানাং সা মে ভূয়াৎ বদৰ্চনাৎ ॥

এইমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিয়া —

ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পত্নে পদ্মালয়ে শুভে ।

সৰ্বভঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোহস্ত তে ॥

এই মন্ত্রে প্রণাম করিবে। অতঃপর ইন্দ্রের ধ্যান (৩১ পৃঃ দেখ) করিয়া “ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ” এই ক্রমে পাণ্ডাদি দ্বারা ইন্দ্রের পূজা করিয়া—“ওঁ বিচিত্রৈ-  
রাবতস্থায় ভাষংকুলিশপাণয়ে । পৌলব্যালিঙ্গিতাজায় সহজ্রাক্ষায় তে নমঃ ॥”  
“এষ সচন্দনপুষ্পবিষ-পত্রাজলিঃ ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ” বলিয়া পুষ্পঞ্জলিত্রয় প্রদান  
করিয়া “ওঁ ইন্দ্রস্ত মহমা দীপ্তঃ সৰ্বদেবাধিপো মহান্ । বজ্রহস্তো মহাবাহ-  
ন্তমৈ নিত্যং নমো নমঃ ।” বলিয়া প্রণাম করিবে এবং “ওঁ কুবেরায় নমঃ”  
এই ক্রমে পাণ্ডাদি দ্বারা কুবেরের পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। যথা,—

“ওঁ ধনদায় নমস্তভ্যং নিধিপত্নাধিপায় চ । ভবন্তু ত্বংপ্রসাদান্মৈ ধন-  
ধাতাদিসম্পদঃ ॥” অতঃপর করাজ্ঞাস, প্রাণায়াম ও গুরুপংক্তি নমস্কার  
করিয়া যথাশক্তি ত্রীং মূলমন্ত্র জপ করিয়া জপ সমৰ্পণ করিবে এবং “ওঁ লক্ষ্মী  
স্বঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে নমস্কার করিয়া দক্ষিণা, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বিষ্ণু স্মরণ  
করিবে।

এই দিন বাসক, বৃদ্ধ ও স্নাতুর ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহ ভোজন করিবেন  
না, আমিষ ভোজন করা সকলেরই অর্কভব্য। নারিকেল এবং চিপীটক  
দ্বারা ব্রাহ্মণ ও বন্ধুবান্ধবকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং নারিকেল ও চিপীটক  
ভোজন করিবে। এই দিবস অক্ষত্রীড়া দ্বারা রাত্রি জাগরণ করা অবশ্য কর্তব্য। \*

চন্দনযাত্রা প্রয়োগ ।

যাত্রার পূর্বেদিনে সায়ংকালে নিত্যক্রিয়াদি সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণত্রয়কে  
গন্ধাদি দ্বারা অর্চনা করিয়া পুণ্যাহ বাচন (৪৪ পৃঃ দেখ) করাইয়া স্বস্তি-  
বাচন করত “ওঁ স্বর্য্যঃ সোমো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সঙ্কলন করিবে। যথা,—

“অন্তোত্যাদি শৃংকর্তব্য শ্রীকৃষ্ণস্য চন্দনযাত্রাকর্ম্মাঙ্গভূতগণপত্যা-  
নানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকং শ্রীকৃষ্ণস্য শুভাধিবাসনকর্ম্মাহং করিষ্যে ।”

\* নারিকেলোদকং গীত্বা অক্ষয়গণপৎ নিশি ।

তন্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছাসি কো জাগতি মহীতলে ॥

এইরূপ সংকল্প করিয়া স্বশাখোক্ত হস্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া লামাস্ত্যাদি স্থাপন করত শালগ্রামে বা ঘটে গণেশ, শিব, সূর্য্য, অগ্নি, কেশব, কৌশিকী, আদিভাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিকপাল, মংস্যাди দশাবতার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, হুগী, গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, যমুনা, নন্দ, যশোদা, বসুদেব, দেবকী, বলরাম, দাম, সূদাম, উদ্ধব, ইহাদের প্রত্যেককে (প্রণবাদি নমোহিত্য বাক্যে) পূজা করিয়া “ওঁ স্বাস্থ্যদেবতাগণেভ্যঃ, মর্ত্যাস্থ্যদেবতাগণেভ্যঃ, সর্কেভ্যো দেবেভ্যঃ, সর্কাভ্যো দেবীভ্যঃ, বিষহর্ষ্যো, বাস্তুপুক্ষ্যায় এবং পূজিতদেবতাগণেভ্যঃ” বলিয়া অর্চনা করিবে ।

অতঃপর “গাং হ্রদয়ায় নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গস্থাস, কর্ভাস করিয়া, “ওঁ শুক্লফটিকমঙ্গাং” ইত্যাদি ধ্যান করত “ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ত্রিবিম্বকে গোবিন্দায় সর্ব্বাত্মনে নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করিবে ।

অনন্তর নিম্নলিখিত পাঁচটি মন্ত্রে পাঁচবার মাষভক্ত বলি প্রদান করিবে । যথা,—“ওঁ ক্ষেত্রপাল নমস্তভ্যং সর্কশাস্তিকুলপ্রদ । বিষমজ্ববিনাশায় গৃহা-  
নমং বলিং মম । এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ ॥ ১ ॥ ওঁ ভূত-  
যক্ষপিশাচাভ্যা গন্ধর্বা রাক্ষসাশ্চ যে । শান্তিঃ কুর্ক্বত তে সর্কে প্রতিগৃহস্থির্মং  
বলিং । এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ যক্ষভূতপিশাচগন্ধর্ব্বরাক্ষসেভ্যোনমঃ ॥ ২ ॥ ওঁ  
আত্মাঃ স্বকর্ম্মজাশ্চৈব যে ভূতা দিগ্বিবিদিগ্স্থিতাঃ । পরিতুষ্টা ময়া দত্তং  
প্রতিগৃহস্থির্মং বলিং । এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ আত্মস্বকর্ম্মজদিগ্বিবিদিক্স্থিত-  
ভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৩ ॥ ওঁ বৃক্ষেষু পর্ব্বতাগ্রেষু যে স্মিদ্ভিচ্চ সংস্থিতাঃ । ভূমৌ  
ব্যোমি স্থিতা যে চ প্রতিগৃহস্থির্মং বলিং । এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ বৃক্ষাদিস্থিত-  
ভূতেভ্যো নমঃ ॥ ৪ ॥ ওঁ বিনায়কাঃ ক্ষেত্রপালাঃ পিশাচাঃ কটপূতনাঃ ।  
বলিং যে মম কাজ্জন্তে প্রতিগৃহস্থির্মং বলিং । এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ বিনা-  
য়কাদিক্ষেত্রপালপিশাচকটপূতনাভ্যো নমঃ” ॥ ৫

অতঃপর নানাবিধ বাত্সহকারে ত্রীকৃষ্ণের অধিবাস করিবে । (১ম কাণ্ড অধিবাস দেখ) ।

পরদিবস অরুণোদয় সময়ে নিত্যক্রিয়াদি সমাপনপূর্ব্বক মহোৎসব-  
পুংসর ভদ্রপীঠে ত্রীকৃষ্ণকে স্থাপন করিয়া স্বস্তিবাচন করত সঙ্কল্প  
করিবে । যথা,—

“ওঁ অন্তেত্যাদি অমুকগোত্রঃ ত্রীগমুকদেবশর্মা ত্রিবিম্বপ্রীতিকামঃ  
গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকঃ ত্রীকৃষ্ণ চন্দনম্ভাত্রামহঃ করিষ্যে ।”

এই প্রকার সংকল্প করিয়া স্বশাখোক্ত স্তব্ধ পাঠ করিয়া মহান্নান করা-  
ইবে (দোলযাত্রা দেখ) ।

অতঃপর নৃতন বস্ত্রদ্বারা দেবতাজের জল অপনয়ন করিয়া বস্ত্রালঙ্কার-  
মাণ্যাদি দ্বারা দেবতাকে বিভূষিত করিয়া পুনরায় আচমন করত শ্রেত  
সর্বপগ্রহণ করিয়া মাধভক্ত বলি প্রদান করিয়া সামান্যার্থ্য স্থাপনপূর্বক গণেশের  
পূজা করিয়া শিবাди পঞ্চদেবতাগণের পূর্ববৎ পূজা করত “ওঁ অপসর্গন্তু”  
ইত্যাদি মন্ত্রে ভূতাপনারণ করিয়া গুরুপংক্তি নমস্কার, ভূতশুদ্ধি, “ক্লীং”  
বীজ দ্বারা প্রাণায়াম ও অঙ্গভ্রাস, করভ্রাস করিয়া ঋষাদি ভ্রাস করিবে ।  
যথা,—শিরসি প্রজাপত্যে ঋষয়ে নমঃ । মুখে দেবীগায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ । হৃদি  
লক্ষ্মীনারায়ণ-দেবতায়ৈ নমঃ ।” অতঃপর ধ্যান করিবে । যথা,—

“ওঁ উত্তং প্রজোতনশতরুচিং তপ্তহেমাবদাতং পার্শ্ববন্দে জলধিসুতয়া  
বিশ্বধাত্র্যা চ জুহুং । নানারত্নোল্লসিতবিবিধাকল্পমাপীতবস্ত্রং বিষ্ণুং বন্দে  
দরকমলগদাশাচক্রাঙ্কপাণিগ্ ।”

এই ধ্যান করিয়া কেশবকীর্ত্ত্যাদি ভ্রাস করিবে । যথা,—

ললাটে,—অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ । মুখে,—আং নারায়ণায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ ।  
দক্ষিণেন্ত্রে,—ইং মাধবায় তুষ্ঠ্যৈ নমঃ । বামেন্ত্রে ঙং গোবিন্দায়, পুষ্ঠ্যৈ নমঃ ।  
দক্ষিণকর্ণে উং বিষ্ণবে ধুষ্ঠ্যৈ নমঃ । বামকর্ণে,—উং মধুসূদনায় শীষ্ঠ্যৈ নমঃ ।  
দক্ষিণ নাসিকায়,—ঋং ত্রিবিক্রমায় ক্রিয়ায়ৈ নমঃ । বামনাসিকায় ঋং বামনায়  
দয়ায়ৈ নমঃ । দক্ষিণগণ্ডে,—ঌং ত্রীধরায় মেধায়ৈ নমঃ । বামগণ্ডে,—ঐং  
হৃদ্যৈকেশায় হৃদ্যায়ৈ নমঃ । ওষ্ঠে,—এং পদ্মনাভায় শ্রদ্ধায়ৈ নমঃ । অবরে,  
ঐং দামোদরায় লজ্জায়ৈ নমঃ । উর্দ্ধদন্তে,—ঐং বাসুদেবায় লষ্ট্যৈ নমঃ । অধো  
দন্তে,—ওং শঙ্করায় সরস্বত্যায়া নমঃ । মস্তকে,—অং প্রহ্লাদায় প্রীত্যৈ নমঃ ।  
মুখে,—অং অনিরুদ্ধায় রত্নায়ৈ নমঃ । দক্ষিণ বাহুমূলে,—কং চক্রিণে জয়্যায়ৈ নমঃ ।  
দক্ষিণকূর্ণরে,—খং গদিনে দুর্গায়ৈ নমঃ । দক্ষিণ মণিবন্ধে,—গং শার্ঙ্গিনে  
প্রভায়ৈ নমঃ । দক্ষিণাঙ্গুলীমূলে,—ঘং খড়্গিনে সত্যায়ৈ নমঃ । দক্ষিণ অঙ্গুলি  
অগ্রে,—ঙং শঙ্খিনে চণ্ডায়ৈ নমঃ । বামবাহুমূলে,—চং হলিনে বাণ্যৈ  
নমঃ । বামকূর্ণরে,—ছং মুঘলিনে বিলাসিত্যৈ নমঃ । বামমণিবন্ধে,—জং  
শূলিনে বিজয়্যায়ৈ নমঃ । বামাঙ্গুলীমূলে,—ঝং পাশিনে বিরজায়ৈ নমঃ । বামা-  
ঙ্গুলী অগ্রে,—ঞং অঙ্কুশিনে বিশ্বায়ৈ নমঃ । দক্ষিণপাদমূলসঙ্ক্যগ্রহানে,—  
টং স্কুন্দায় বিনদায়ৈ নমঃ । ঠং নন্দজায় সুনন্দায়ৈ নমঃ । ডং নন্দিনে স্মৃত্যৈ

নমঃ । চং নরায় ঋত্বৈ নমঃ । ৭ং নরকজিতে সমুত্বৈ নমঃ । বামপাদমূলসঙ্ঘা-  
স্থানে,—ভং হরয়ে শুত্বৈ নমঃ । ৮ং কৃষ্ণায় বুত্বৈ নমঃ । দং সত্যায় মূত্বৈ  
নমঃ । ৯ং সাত্ত্বতায় সত্বৈ নমঃ । নং শৌরায় ক্ষম্যৈ নমঃ । দক্ষিণ পার্শ্বে,—  
পং শূরায় রম্যৈ নমঃ । বামপার্শ্বে,—ফং জনার্দনায় উমায়ৈ নমঃ । পৃষ্ঠে,—  
বং ভূধরায় ক্রেদিত্বৈ নমঃ । নাভিতে,—ভং বিশ্বমূর্ত্তয়ে ত্রিমায়ৈ নমঃ ।  
উদরে,—মং বৈকুণ্ঠায় বসুদায়ৈ নমঃ । হৃদয়ে,—যং ভগাঙ্ঘনে পুঙ্ক-  
বোত্তমায় বসুধায়ৈ নমঃ । দক্ষিণস্কন্ধে,—রং অস্থগাঙ্ঘনে বলিনে পরায়ৈ নমঃ ।  
ককুৎস্থানে,—লং মাংসাঙ্ঘনে বলাহুজায় পরায়ণায়ৈ নমঃ । বামাংশে,—  
বং মেদাঙ্ঘনে বলায় স্থম্ভায়ৈ নমঃ । হৃদয়াদি দক্ষিণ করে,—শং অস্থ্যাঙ্ঘনে  
ব্রহ্মায়ৈ নমঃ । হৃদয়াদি বামহস্তে,—যং মজ্জাঙ্ঘনে ব্রহ্মায়ৈ নমঃ ।  
হৃদয়াদি দক্ষপদে,—সং শুক্রাঙ্ঘনে হংসায় প্রভায়ৈ নমঃ । হৃদয়াদি  
বামপদে,—হং প্রাণাঙ্ঘনে বরাহায় নিশায়ৈ নমঃ । হৃদয়াদি উদরে,—লং জীবাঙ্ঘনে  
বিমলায় অমোঘায়ৈ নমঃ । হৃদয়াদি মুখে,—ক্ষং ক্রোথাঙ্ঘনে নৃসিংহায়  
বিদ্রুতায়ৈ নমঃ ।”

অতঃপর “ওঁ কিরীটকেয়ূর হার মকর কুণ্ডলধর শঙ্খচক্র গদাভোজহস্তপীতা-  
ম্বরধর ত্রিবংসাক্ষবক্ষঃস্থল শ্রীভূমি সহিতস্বায়েজ্যোতির্ময়দীপ্তকরায় সহস্রাদিত্য-  
তেজসে নমঃ ।” এই মন্ত্রে ব্যাপক ত্রাস করিয়া কুর্শ্মমুদ্রাযোগে পুষ্পগ্রহণ  
করিয়া ধ্যান করিবে । যথা,—

“ওঁ স্মরেদ্বন্দ্বাবনে রম্যে মোহরস্তুমনার্হতং । গোবিন্দং পুণ্ডরী-  
কাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ । আত্মনো বদনান্তোজপ্রেরিতাক্ষ্যো  
মধুব্রতাঃ । পীড়িতাঃ কামবাণেন চির ম্লেষগোৎসুকাঃ । মুক্তা-  
হারলসংপীনতুঙ্গন্তনভরান্নতাঃ অস্তধন্মিল্লবননা মদম্বলিতভাষণাঃ ।  
দন্তপংক্তিপ্রভোক্তাসাঃ স্পন্দমানাংরাগিতাঃ । বিলোকয়ন্ত্যোবিবিধৈ-  
র্বিভ্রমৈর্ভাবগবিরিতৈঃ । ফুলেন্দীবরকান্তিং ইত্যাদি ।”

এইরূপ ধ্যান করিয়া নিম্ন মন্তকে পুষ্পপ্রদান করত মানসোপচারে পূজা  
করিয়া বিশেষার্থ্য স্থাপন করিবে । অতঃপর ঘোড়শোপচারে ( রাস দেখ )  
পূজা করিবে । পরে নিম্নলিখিত মূলমন্ত্রে দেবতাকে পঞ্চপুষ্পাঙ্কলি প্রদান  
করিয়া নিম্নলিখিত আবরণ দেবতাগণের পূজা করিবে । যথা,—

“ওঁ বিষ্ণুর্বে নমঃ এবং বেণুবে, বনমালায়ৈ, ত্রিবংসায়, হৃদমায়, বাসুদেবায়,

কিৰিণ্যে, কলিণ্যে, সত্যভামায়ৈ, নারায়ণায়ৈ, মিত্রবিন্দায়ৈ, সুনন্দায়ৈ, সুন-  
ক্ষণায়ৈ, জাম্ববতায়ৈ, শীলায়ৈ, দেবতায়ৈ, বশোদায়ৈ, রোহিণ্যে, সুভদ্রায়ৈ বলভদ্রায়,  
গোপেভ্যঃ মন্দারায়, সস্তানায়, কল্পকায়, পারিজাতায়, হরিচন্দনায়, কুম্ভায়,  
বাসুদেবায়, দেবতায়, নন্দায়, নারায়ণায়, যজুগ্ৰেষ্ঠায়, জিহবে, অমুরাস্তভার-  
হারিণে, শঙ্খায়, চক্রায়, গদায়ৈ, পদ্মায়, লঙ্কা মহালঙ্কা, সরস্বতৌ, ব্রহ্মণে,  
বনমালায়ৈ, অনন্তায়ৈ, রাধায়ৈ, বিনতায়ৈ, ব্যাসায়, পরাশরায়, বশিষ্ঠায়,  
যমুনায়ৈ, হৃদমতে, গরুড়ায়, পদ্মাসনায়, ইহাদের আদিতে প্রণব ( ঔ ), ও অন্তে  
“নমঃ” শব্দ উচ্চারণ করিয়া অর্চনা করিবে ।

অতঃপর বন্দনা করিবে । বন্দনা যন্ত্র যথা,—

“ওঁ অননং বামনং শৌরিং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমং । বাসুদেবং হৃদী-  
কেশং নৃসিংহং দৈতাসুদনং । দামোদরং পদ্মনাভং কেশবং গরুড়ধ্বজং ।  
গোবিন্দ মূঢ়্যতং বিশ্বমনস্ত মপরাজিতং । অধোক্ষজং জগদ্বীজং স্বর্গ-  
স্থিতাস্তকারিণং । অনাদিনিধনং দেবং ত্রিলোকেশং ত্রিবিক্রমং । নারা-  
য়ণং চতুর্ভূজং শঙ্খচক্রগদাধরং । পীতাম্বরধরং নীতং বনমালাবিভূষিতং ।  
শ্রীবৎসাকং জগন্নেত্রং শ্রীধরং শ্রীপতিং হরিং । প্রপত্তেহং মহাদেব সর্ব-  
কামবিশুদ্ধয়ে । ইতি সংস্মৃত্য তং দেবং তুষ্ঠ্য চ শ্রদ্ধয়াষিতঃ । শ্রীতো-  
হভবত্তদা তস্মৈ দেবো নারায়ণো বিভূঃ । ওঁ দেব দেব জগন্নাথ সহজা-  
নন্দ নির্মল । সংসারঙ্গাগরে মগ্নং ত্রাহি মাং পরমেশ্বর । নানা-  
সস্তাপসন্তপ্তং শুভদৃষ্ট্যামুতেন মাং । সন্তপ্য তুণং শুকং যথা মেঘো  
নমোহস্ত তে ॥”

অনন্তর মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবে ।

অতঃপর স্বশাখোক্ত বিধিতে কুণ্ডিকা স্থাপন, ইত্যাদি করিয়া ঘৃতাক্ত  
দুর্বাধারা হোম করিবে । পরে নানাবিধ বাজ্য সহকারে অধিবাসের চন্দন  
আনয়ন করিয়া “ওঁ গন্ধদ্বারাং হ্রাদধ্বাং” ইত্যাদি মন্ত্রে আন্তে আন্তে দেবতার  
গাত্রে উহা তিনবার লেপন করিবে । পরে চামরাদি দ্বারা বাজন করিয়া  
পুনর্বার যথাশক্তি পূজা করিয়া দক্ষিণাদান করত অচ্ছিন্নাবধারণ ও বৈগুণ্য  
প্রশমন করিয়া শান্তি আশীর্বাদ করিবে ।

### চন্দন-পুষ্পদোলযাত্রা প্রয়োগ ।

প্রথমতঃ কঠা মঞ্চোপরি গোবিন্দকে স্থাপন করিয়া উত্তরমুখ হইয়া কুশা-  
সনে উপবেশন পূর্বক স্থিত্বাচন করত “স্বর্গ্যঃ গোমো” ইত্যাদি পাঠ করিয়া  
কুশ, তিল, তুলসী, ফল এবং জলসহ তাম্রপাত্র গ্রহণ করিয়া সঙ্কল করিবে ।  
যথা,—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদৃশ বৈশাখে মানি মেঘরাশিস্থে ভাস্করে শুক্রে  
পক্ষে পৌর্ণমাস্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি-  
কামো গণপত্যাদিনানাদেবতা-পূজাপূর্বকঃ শ্রীভগবৎগোবিন্দ-পূজাচন্দ-  
নসহিতপুষ্পদোলযাত্রামহং করিষ্যে ॥”

এইরূপ বাক্য করিয়া হস্তস্থিত জল ঈশানকোণে ত্যাগ করিয়া সঙ্কল পাত্র  
খানি ভূমিতে অধোমুখে স্থাপন করিয়া, তদুপরি কিঞ্চিৎ আতপ তণ্ডুল ছড়াইয়া  
দিয়া কৃত্যঞ্জলিপূর্বক স্বশাখোক্তনকলহস্ত পাঠ করিবে । অতঃপর শোধিত  
পঞ্চগব্য দ্বারা মঞ্চশোধন করিয়া পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা গোবিন্দকে স্নান  
করাইবে । পরে সামান্যার্থ্যস্থাপন, আসনভক্তি, ভূতভক্তি ইত্যাদি করিয়া  
ঋষ্যাদি স্ত্রাস করিবে । যথা,—

“অগ্নী শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রস্য নারদঋষিবির্ভাট্ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণাদেবতা রামকীলকং  
চতুর্ভুগ্নসাপনে বিনিয়োগঃ । শিরসি ওঁ নারদঋষয়ে নমঃ । মুখে ওঁ বিরাট্-  
ছন্দসে নমঃ । হৃদি ওঁ শ্রীকৃষ্ণদেবায় নমঃ । সর্বাস্থে কামবীজায় নমঃ ॥”

এইরূপ ঋষ্যাদি স্ত্রাস করিয়া “ক্লীং” মন্ত্রে সপ্তবার ব্যাপক স্ত্রাস করিবে ।  
পরে অন্নস্ত্রাস ও করস্ত্রাস করিয়া কৃষ্ণমুদ্রা যোগে পুষ্পগ্রহণ করিয়া “কুল্লেন্দী”  
ইত্যাদি ধ্যান করত মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্থ্য স্থাপন করত  
পীঠপূজা করিবে । ( চন্দনযাত্রাপ্রকরণ দেখ ) । অতঃপরে পুনরপি পূর্ববৎ ধ্যান  
করিয়া “ওঁ শ্রীগোবিন্দায় নমঃ ।” এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে ।

অতঃপর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া চন্দন ও নানাবিধ সুগন্ধিযুক্ত পুষ্প ভগ-  
বান্ গোবিন্দগোত্রে অর্পণ করিবে । তৎপর তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া  
নিম্নলিখিত আবরণ দেবতাগণের পূজা করিবে । যথা,—এতে গন্ধপুষ্পে ক্লীং  
হৃদয়ায় নমঃ । এই ক্রমে ক্লীং শিরসে স্বাহা । ক্লীং শিখায়ৈ ববট্ । ক্লীং  
কবচায় হুং । ক্লীং নেত্রাভ্যায় বৌবট্ । ক্লীং অন্ত্রায় যট্ । ওঁ বেণবে নমঃ । ওঁ  
কোমলভায় নমঃ । ওঁ বনমালায়ৈ নমঃ । ওঁ মকরকুণ্ডলায় নমঃ । ওঁ মংস্যা-  
বতায় নমঃ । ওঁ কৃষ্ণাবতায় নমঃ । ওঁ বরাহাবতায় নমঃ । ওঁ নৃসিংহা-



বতারায় নমঃ । ওঁ পরশুরামাবতারায় নমঃ । ওঁ রামচন্দ্রাবতারায় নমঃ ।  
ওঁ বলরামাবতারায় নমঃ । ওঁ বুদ্ধাবতারায় নমঃ । ওঁ কল্যাবতারায় নমঃ ।”

অতঃপর পুনরায় অঙ্গষ্ঠাদি করিয়া যথাসম্ভব মূলমন্ত্র জপ করিবে । পরে  
স্তবাদি পাঠ করত নমস্কার করিয়া হোম করিবে । স্ব স্ব বেদোক্ত সাধারণীয়  
কুশণ্ডিকা বিধানে হুণ্ডিলাদি করিয়া অগ্নিহোম করত হোম করিবে ।  
(রাস দেখ) । হোমে নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্গ করিতে হয় । হোমের  
সঙ্গ যথা,—

“বিষ্ণুরোম তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-  
গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকদেবতাপ্রাতিকামঃ ক্লীং বাহেতি মন্ত্রেণ  
সতিলাজ্যেন অষ্টোত্তরশতসংখ্যকং ( কর্তার ইচ্ছামত হোমের সংখ্যা  
উল্লেখ করিবে ) করবীরসমিধা একৈকশো হোমমহং করিষ্যে ।”

যদি যজ্ঞভূমির সমিধ হয়, তবে “ওঁ ভূম্বরসমিধা” বলিতে হইবে । অতঃ-  
পর হোম সমাপ্ত করিয়া “ক্লীং” মন্ত্র দ্বারা পূর্ণাহুতি দিবে । পরে স্ববেদোক্ত  
শাস্তি মন্ত্র পাঠ করিয়া শাস্তি এবং তিলকাদি প্রদান করিয়া দক্ষিণ ও অঙ্কি-  
দ্রাবধারণ করিবে ।

রথযাত্রাপ্রয়োগ ।

রথযাত্রার পূর্বদিবসে সায়ংকালে আসনোপবিষ্ট হইয়া স্থতিবাচনাদি করিয়া  
নিম্নলিখিত মতে সঙ্গ করিবে ।

“অদ্যেত্যাদি স্বঃপ্রভৃতিকর্তব্যহরিপ্রত্যক্ষারাসোৎসবকর্ম্মাঙ্গভূতগণপত্যাदि-  
নানাদেবতাপূজাপূর্বকং শুভাধিবাসনকর্ম্মাহং করিষ্যে ।”

এইরূপে সঙ্গ করিয়া পূর্বোক্ত বিধানে (রাস দেখ) অধিবাস করিয়া  
রথের ও অধিবাস করিবে ।

পরদিনে প্রাতঃস্নানাদি করিয়া স্থতিবাচন করত “সূর্য্যঃ সোমো” ইত্যাদি  
মন্ত্র পাঠ করিয়া সঙ্গ করিবে । যথা,—

“বিষ্ণুরোম অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বিষ্ণুলোক-  
গমনকামোগণপত্যাदिনানাদেবতাপূজাপূর্বকং শ্রীকৃষ্ণ রাসোৎসবযাত্রা-  
কর্ম্মাহং করিষ্যে ।”

এইরূপে সঙ্গ করিয়া যথাযথ সঙ্গস্থত পাঠ করিয়া মহান্নান করা-  
ইবে । (রাস দেখ) । তৎপর আসনশুদ্ধি করিয়া কৃতাজলিপূর্বক ওষঃ

পংক্তি নমস্কার করিয়া সামান্যার্ঘ্যাদি স্থাপন করত, গণেশ, শিবাদিপক-  
দেবতা, আদিভ্যাদিনবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিকৃপাল, মংস্তাদি দশাবতার প্রভৃতি  
দেবতাগণের পূজা করিয়া “বাং জদয়ায় নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গস্তাস ও কর-  
স্তাস করিবে ।

অতঃপর জগন্নাথদেবের ধ্যান করিবে । “পীনাকং দ্বিভুজং কৃষ্ণং  
পদ্মপত্রায়তৈক্ষণম্ । মহারসং মহাবাহুং পাতবস্ত্রশুভাননম্ । শঙ্খ-চক্র-  
গদা-পাণিং মুকুটাজ্জদভূষণম্ । সর্বলক্ষণসংযুক্তং বনমালাবিভূষিতম্ ।  
দেবদানবগন্ধর্বয়ক্ষবিভাধরোরগৈঃ । সেব্যমানং সদা দারুং কোটিসূর্যা-  
সমপ্রভং । ধ্যয়েন্নারায়ণং দেবং চতুর্বর্গফলপ্রদম্ ॥”

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া, পুষ্পাটী মস্তকে স্থাপন করত মানসোপচারে পূজা  
করিয়া বিশেষ-অর্ঘ্যস্থাপন করিবে । তৎপরে পাঠ-পূজা করিবে । পুনর্বার  
ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে জগন্নাথদেবের পূজা করিয়া স্তুতি পাঠ করিবে ।  
পরে বলভদ্রের পূজা করিবে ।

বলভদ্রের ধ্যান ।—“বলক শুব্রবর্ণাভং শরদিন্দুমমপ্রভম্ । কৈলাস-শিখরা-  
কারং ফণাবিকটবিস্তরম্ ॥ নীলাম্বরধরকোণ্ডাং বলং বলমদোক্ততম্ । কুণ্ডলৈকধরং  
দিব্যং মহামূলধারিণম্ । মহাবলং হলধরং রৌহিণেয়ং বলং প্রভুম্ ॥”

এই ধ্যান করিয়া বলভদ্রের পূজা করত স্তুতি পাঠ করিয়া স্তব্ধার  
পূজা করিবে ।

স্তব্ধার ধ্যান ।—“ও স্তব্ধাং স্বর্ণপদ্মাভাং পদ্মপত্রায়তৈক্ষণাম্ । চিত্র-বস্ত্র-  
সমাহুমাং হারকেয়ুরশোভিতাম্ ॥ বিচিত্রাভরণোপেতাং মুক্তাহারবিলম্বিতাম্ ।  
পীনোন্নতকুচাং রম্যাং সাধ্যাং প্রকৃতিরূপিকাম্ । ভক্তিযুক্তিপ্রদাত্রীক ধ্যয়ে-  
তামধিকং পরাম্ ॥”

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া স্তব্ধার পূজা করিয়া স্তুতি পাঠ করিবে ।  
বলভদ্র, স্তব্ধারও ষোড়শোপচার দ্বারা পূজা করিবে । পরে সারথীর পূজা  
করিবে । তৎপর হোম করিয়া ( রাস দেখ ) নিম্নলিখিত স্তুতি পাঠ করিবে ।—

“ও দেব দেব জগন্নাথ সংসারার্ণবতারক । ভক্তানুগ্রাহক সদা রক্ষ  
মাং পাপতো নরম্ ॥ ১ ॥ জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় সর্ববায়নাশন । জয়া-  
শেষজগদ্বন্দ্যপাদাস্তোজ নমোহস্ত তে ॥ ২ ॥ জয় ব্রহ্মাণ্ডকোটিশ-নিঃশেষ-  
বেদপারক । অশেষজগদধার পরমেশ নমোহস্ত তে ॥ ৩ ॥ জয় ব্রহ্মেন্দুর-

জাদিদেবৌবশ্রণতোহর্তিনুৎ । জয়াখিলজগদ্বন্দ্যো । অস্তর্যামিন্নমোহন্ত  
তে ॥ ৪ ॥ জয় নির্ব্যাজকরণ অশেষদীনবৎসল । দীননাথৈকশরণ  
বিশ্বসাক্ষিন্নমোহন্ত তে ॥ ৫ ॥”

বলভদ্রস্ততি ।—ওঁ জয়াখিলজগদ্ধারধারণশ্রমবর্জিত । তাপ-  
ত্রয়বিকর্ষায় মহাহলবতে সদা । প্রসন্ন করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎ-  
পতে । চরাচরময়ী যেন দ্বতা নিত্যং বহুক্ষরা । মামুন্ধরস্য দুস্পারা-  
দন্তোধরেনসো বিভো । পরাপরাণং পরম পরমেশ নমোহন্ত তে ॥

সুভদ্রাস্ততি । “ওঁ জয় দেবি মহাদেবি প্রসীদ ভবভামিনি ।  
কার্য্যাকার্য্যস্বরূপাণাং কৰ্ম্মণাঞ্চ বিধায়িনি । ধারণাং ধার্য্যমাণানাং  
হ্রামস্বাং প্রণমাম্যহম্ । সুভদ্রাং রুদ্ররূপাঞ্চ গুণভূতাং নমাম্যহম্ ॥”

অতঃপর রণোৎসর্গ করিবে । যথা,—রথ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া “এতৈ  
গন্ধপুষ্পে সাক্ষাদনোপকরণরথায় নমঃ” বলিয়া তিনবার অর্চনা করত “ওঁ  
বিষ্ণবে নমঃ” বলিয়া পূজা করিয়া “এতৎ সম্পাদনায় শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ” বলিয়া  
তিনবার অর্চনা করত অর্ঘ্যজল দ্বারা প্রোক্ষণ করত নিম্ন লিখিত বাক্যে  
উৎসর্গ করিবে । বাক্য যথা,—“অছেতাদি চতুর্দশকল্পান্তকালাবচ্ছিন্নবিষ্ণুলোক-  
নিবাসকামো বিষ্ণুপ্রীতিকামো বা ইমং সাক্ষাদনোপকরণং রথং বিষ্ণুদেবতং  
শ্রীকৃষ্ণায় অহং সম্প্রদদে ।” এই বলিয়া দেবতার পদে বা বামহস্তে রথ উৎসর্গ  
করিবে । অতঃপর দক্ষিণা করিবে । পরে দেবতাকে রথে স্থাপনপূর্ব্বক সপ্ত-  
বার প্রদক্ষিণ করিয়া জয় ধ্বনি ও নাম সংকীর্ত্তনপূর্ব্বক সাতবার বা তিনবার  
রথচালনা করিবে ।

অতঃপর সায়াংসময়ে দেবমন্দিরে দেবতাকে আনিয়া অভিষেক করত পূর্ব্ববৎ  
ষোড়শোপচারে পূজা করিবে ।

দশমীতে প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া রথ  
চালনা করত পুনরপি পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে । ইহাকেই পুনর্ধাজ্ঞা বলে ।

মনসাপূজা পদ্ধতি ।

গৃহাজনে বেদিকোপরি প্রতিমা স্থাপন করিয়া নিত্যক্রিয়া সমাপনাগ্রে স্বস্তি-  
বাচন পূর্ব্বক “স্বর্ঘ্যঃ সোমো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সঙ্কল করিবে । যথা—  
“বিষ্ণু বোম্ তৎসম্বদা অমূকে গাসি অমূকে পক্ষে অমুকতির্থো অমুক

গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা উরগাদিত্রয়োপশমনপূর্বকশ্রীমনসাপ্রীতি  
কামো গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বক অনন্তাদ্যষ্টনাগসহিতশ্রীমনসা-  
দেবীপূজনমহং করিষ্যে ।”

এইরূপ সংকল্প করিয়া স্বশাখোক্তমন্ত্র পাঠ করত “ওঁ ইদং নেত্রত্রয়ং  
দিব্যং চন্দ্রসূর্য্যানলপ্রভং । তারাকারময়ং দেবি পশু ত্বং ভুবনত্রয়ং ইহা পাঠ  
করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত অঙ্গন দ্বারা দেবীর চক্ষুর্দান করিবে । তৎপর  
ঘটস্থাপন করিয়া আসন শোধনও সামান্যার্থ্য করিয়া গণেশাদি দেবতাদিগকে  
পূজাপূর্বক মাতৃকান্যাস ও ভূতশুদ্ধ্যাদি করিয়া অঙ্গন্যাস করন্যাস করত গুরু-  
পংক্তি নমস্কার করিয়া মনসাদেবীর ধ্যান করিবে । যথা,—

“ওঁ দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং চারুকাশ্টিং বদন্যাং হংসারুচামুদা-  
রামরুণিতবসনাং সর্কদাং সর্বদৈব । স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাজীং কনকমণি-  
গণৈর্নগরভৈরবৈরনৈকৈর্বিন্দেহং সাক্ষিনাগামুরুকুচযুগলাং ভোগিনীং কাম-  
রূপাম্ ॥”

এই প্রকার ধ্যান করিয়া নিজ মস্তকে পুষ্প প্রদান করত, মানসো-  
পচারে পূজা করিয়া অর্ঘ্যস্থাপনান্তর পীঠন্যাস ক্রমে পীঠপূজা করিবে । তদ-  
নন্তর পুনরায় করন্যাসাঙ্গন্যাস করত ধ্যান করিয়া রুতাঞ্জলি পূর্বক আবাহন  
করিবে । যথা,—

“আন্তিকস্য মুনেশ্বাতা জগদানন্দকারিণি । এত্বেহি মনসাদেবি নাগমাত-  
নমোহস্ত তে ॥ আগচ্ছ বরদে দেবি সর্বকল্যাণকারিণি । সুহীশাখাং সমা-  
কুহ তিষ্ঠ পূজাং করোম্যহম্ ॥ ভগবতি মনসাদেবি ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, ইহ  
তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিহিতা ভব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ ।”

এইরূপে আবাহন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করত “ওঁ মনসাদেব্যৈ নমঃ”—  
এই মন্ত্রে যথা সম্ভব উপচারে পূজা করিয়া “ওঁ ত্রৈলোক্যপূজিতাং দেবীং  
নাগাভরণভূষিতাম্ । আপ্যামি মহাভাগাং পূজাযুধনবুদ্ধয়ে ॥” এই মন্ত্র পাঠ  
করিয়া মনসা দেবীকে দ্বন্দ্ব দ্বারা স্নান করাইয়া পুনর্বার চন্দনমিশ্রিত জলদ্বারা  
স্নান করাইবে । যথা,—“ওঁ গন্ধচন্দনমিশ্রণে ত্যোয়েন নাগমাতরম্ । আপ্যামি  
মহাভাগাং সর্বসম্পত্তিহেতবে ॥”

অতঃপর অষ্টনাগরণকে পাণ্ডাদি দ্বারা পূজা করিবে । যথা,—“ও অনন্ত  
নাগ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া “ওঁ অনন্তায় নাগায় নমঃ” এই

বলিয়া পূজা করিবে। এই ক্রমে,—বাসুকয়ে নাগায়, পদ্মায় নাগায়, মহাপদ্মায় নাগায়, তক্ষকায় নাগায়, কুলীরায়ে নাগায়, কক্কোটিকায় নাগায়, শঙ্খায় নাগায়, বলিয়া প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন পূজা করিয়া মনসাদেবীকে পুষ্পাজলি প্রদান করিয়া নমস্কার করিবে। নমস্কার মন্ত্র যথা,—

“ওঁ অথোনি-সন্তবে মাতর্ন্বহেধ্বর-সুতে শুভে । পদ্মালয়ে নমস্তভ্যং রক্ষ মাং  
বুজিনার্ণবাং । আস্তিকস্ত মুনেন্দ্রীতা ভগিনী বাসুকী তথা । জরংকারমুনেঃ  
পত্নী মনসাদেবি নমোহস্ত তে ॥” অতঃপর মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া জপ  
সমর্পণ করত যথাশক্তি বলিদান ও হোম করিয়া সংহারযুজ্ঞা দ্বারা “মনসাদেবি  
ক্ষমস্ব” এই বলিয়া বিমর্জ্জন করত দক্ষিণাদি করিয়া শান্তি আশীর্বাদ  
করিবে।

### সরস্বতীপূজা পদ্ধতি ।

প্রথমতঃ নিত্যক্রিয়াদি সমাপনপূর্বক শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বস্তিবাচন-  
পূর্বক “স্ব্যঃ সোমো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত সংকল্প করিবে। যথা,—

“বিকুরোম্ তৎসদন্ত মাঘে মাসি শুক্রে পক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ অনুকগোত্রঃ  
শ্রীঅমুকদেবশর্মা সরস্বতী-প্রীতিকামো গণপত্যাদিনানাদেবতা-পূজা-পূর্বকং  
মন্তাধার-লেখনীসহিত শ্রীসরস্বতী-পূজন-কর্ম্মাহং করিষ্যে ॥”

পরে কৃতাজলি হইয়া,—স্বস্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। অতঃপর মূলমন্ত্রে চক্ষু-  
দান করিয়া ঘটস্থাপন করত সামান্তার্থ্য ও আসনশুদ্ধি করিয়া গণেশ, শিবাদি-  
পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালপ্রভৃতি দেবতাগণকে পাছাদি  
দ্বারা পূজা করিবে। অতঃপর গুরুপংক্তি নমস্কার করত মাতৃকাত্তান, ঋষ্যাদি-  
ত্মাস, ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম করিয়া অঙ্গত্মাসাদি করত ধ্যান (২৮ পৃঃ দেখ)   
করত মানসোপচার পূজা করিয়া বিশেষার্থ্যস্থাপন পূর্বক আবাহন ও প্রাণ-  
প্রতিষ্ঠা করত অঙ্গত্মাস করিয়া “ঐং সরস্বতৈ নমঃ” এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে  
দেবীর পূজা করিবে।

অনন্তর লক্ষ্মী, নারায়ণ, লেখনী ও মন্তাধার প্রভৃতির পূজা করিয়া দেবীকে  
পুষ্পাজলিত্রয় প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা,—

“ওঁ সরস্বতৈ নমো নিত্যং ভদ্রকালৈ নমো নমঃ । বেদবেদাঙ্গ-  
বেদান্তবিভাস্থানেভ্য এব চ । এষ সচন্দনপুষ্পবিষপত্রাজলিঃ সর-  
স্বতৈ নমঃ ॥”

অতঃপর করযোড়ে নিম্নলিখিত প্রার্থনামন্ত্র পাঠ করিবে । যথা,—

“ওঁ যথা ন দেবো ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । যাং পরিত্যক্ত্য  
সংতিষ্ঠেৎ তথা ভব বরপ্রদা । ওঁ বেদাঃ শাস্ত্রাণি সর্বাণি নৃত্যগীতাদি-  
কঞ্চ যৎ । ন বিহীনং ত্বয়া দেবি তথা মে সন্ত সিদ্ধয়ঃ । ওঁ লক্ষ্মী  
শ্রদ্ধা ধরা তুষ্টির্গৌরী পৃষ্টিঃ প্রভা ধৃতিঃ । এতাভিঃ পাহি তনুভিরষ্টা-  
ভির্ন্যাং সরস্বতি ।”

অনন্তর দেবীকে প্রণাম ( ৩১ পৃঃ দেখ ) করিয়া দক্ষিণাদান করত বিসর্জন  
করিয়া অচ্ছিন্নাবধারণ করিবেন ।

### অন্নপূর্ণাপূজা প্রয়োগ ।

নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে দেবীসম্মুখে শুদ্ধাসনে উপবেশন করিয়া আচমন-  
পূর্বক পুণ্যাহ বাচনাদি করাইয়া স্বস্তিবাচনপূর্বক “স্বর্ঘ্য সোমো” ইত্যাদি  
মন্ত্র পাঠ করিয়া উত্তরাস্ত হইয়া, কুশ, তিল-তুলসী, ত্রিপত্রযুক্ত জলপূর্ণ তাম্রপাত্র  
হস্তে লইয়া সংকল্প করিবে । যথা,—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে  
পক্ষে অমুকতিথে অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শ্রীমদন্নপূর্ণাপ্রীতিকামঃ  
গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বকং শ্রীমদন্নপূর্ণাপূজনকর্ম্মাহং করিষ্যে ।”

এইরূপ সংকল্প করিয়া জলাদি ঈশানকোণে ত্যাগ করিয়া স্বশাখোক্ত সংকল্প  
মন্ত্র পাঠ করিবে । ( কঠা স্বয়ং পূজা করিতে অসমর্থ হইলে অত্র ব্রাহ্ম-  
ণকে বরণ করিতে পারেন ( ৪৪ পৃঃ দেখ ) । আবশ্যক হইলে তত্ত্বধারকে ও  
বরণ করিতে পারেন ) ।

অনন্তর পূজক আসনে উপবেশন করিয়া, “ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিজ্ঞা-  
তত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা” এই মন্ত্রত্রয় দ্বারা তিনবার জলপানপূর্বক  
আচমন করিয়া স্তূর্ঘ্যার্ঘ্য দান ও তন্ত্রোক্ত বিধানে ঘটস্থাপন করিবে ।  
( কালীপূজা দেখ ) । পরে সামান্তার্ঘ্য করিয়া দ্বারদেবতাগণের পঞ্চোপচারে  
পূজা করিবে । যথা—

পূর্বদিকে এতে গজপুষ্পে ওঁ গাং গণেশায় নমঃ । দক্ষিণে,—ওঁ ক্রাং  
ক্ষেত্রপালায় নমঃ । পশ্চিমে ওঁ বাং বটুকায় নমঃ । উত্তরে,—ওঁ বাং যোগি-  
নীভ্যো নমঃ । অগ্ন্যাদি কোণে,—ওঁ গজায়ৈ নমঃ, ওঁ যমুনায়ৈ নমঃ, ওঁ শ্রীং

লক্ষ্মী নমঃ, ও ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ । নৈৰ্ঘাত কোণে,—ও ব্রহ্মণে নমঃ, বাস্তপুরুষায় নমঃ ।

অতঃপর বিদ্যাপসারণ, মাষভক্তবলি, আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, গুরুপংক্তি নমস্কার ও ভূতশুদ্ধি করিবে । ( ৪ পৃঃ দেখ ) ।

অনন্তর মাতৃকাত্ৰাস, অস্তমাতৃকাত্ৰাস ও বাহু মাতৃকাত্ৰাসাদি ও প্রাণায়াম করিয়া পীঠত্ৰাস করিয়া ( ১৫ পৃঃ দেখ ) ঋষ্যাদি ত্ৰাস করিবে । যথা,—

“অশ্রু অন্নপূর্ণামন্ত্রস্ত ব্রহ্মঋষিঃ পংক্তিচ্ছন্দোহন্নপূর্ণা দেবতা হকারো বীজং ঈকারঃ শক্তিঃ রেফঃ কীলকং চতুর্ভুগ্গিসিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ । শিরসি ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ । মুখে ওঁ পংক্তিচ্ছন্দসে নমঃ । হৃদি ওঁ অন্নপূর্ণায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ ।” অতঃপর অঙ্গত্ৰাস ও করত্ৰাস করিবে । যথা,—

“হ্রাং অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা । দ্রুং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ত্রৈং অনামিকাভ্যাং হং । হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ । এবং হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ । হ্রীং শিরসে স্বাহা । হ্রুং শিখায়ৈ বষট্ । ত্রৈং কবচায় হং । হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্ ।”

অনন্তর “হ্রীং” মন্ত্রে ব্যাপক ত্ৰাস করিয়া ধ্যান করিবে । যথা,—

“ওঁ রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়ামগ্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনদ্রাম্ । নৃত্যাস্তমিন্দুশকলাভরণং বিলোক্য হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখ-হত্নীম্ ॥”

এইরূপ ধ্যান করিয়া হস্তস্থিত পুষ্প নিজ মন্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্থ স্থাপন করিবে ( ১৮ পৃঃ দেখ ) । অতঃপর “ওঁ জয়্যৈ নমঃ এই ক্রমে বিজয়ায়ৈ, অজিতায়ৈ, অপরাজিতায়ৈ, নিত্যায়ৈ, বিলাসিত্যৈ, দোষ্ট্যৈ, অঘোরায়াৈ, মঙ্গলায়াৈ, হ্রীং সর্বশক্তিকমলাসনায় ।” বলিয়া পীঠ শক্তির পূজা করিয়া পুনর্বার করাজন্যাসাদি করিয়া দেবীর ধ্যান করত জ্বলমন্ত্রে দেবীকে পাঁচবার পুষ্পাজল প্রদান করিয়া নিম্ন লিখিত মন্ত্রে অশ্বরূপ দেবতার পূজা করিবে । যথা,—

কেশরে অগ্নিকোণে,—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ । এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা । এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দ্রুং শিখায়ৈ বষট্ । এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ত্রৈং কবচায় হং । এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্ ।” চতুর্দিকে, —“হ্রীং অস্ত্রায় ফট্ ।

অষ্টমলে, পূর্বাদি ক্রমে, ব্রাহ্মো, মাহেশ্বর্যো, কোমার্যো, বৈকুণ্ঠ্যো, বাস্কো, ইন্দ্রাণ্যো, চামুণ্ডায়ৈ, মহালক্ষ্ম্যৈ ।” অনন্তর পীঠপূজা করিবে । যথা,—

‘এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ’ এই প্রকারে—প্রকৃতয়ে, কুর্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, শ্বেতদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, মণিবেদিকাট্যৈ, রত্নসিংহাসনায়, ধর্ম্মায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়, অধর্ম্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়, অনন্তায়, পদ্মায়, অং সূর্য্যামণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, পং পরমাত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে ।’

এইরূপে পীঠপূজা করিয়া আবাহনাদি পঞ্চমূর্ত্তা প্রদর্শন করত আবাহন করিবে । যথা,—“ওঁ দেবেশি ভক্তিশূলভে পরিবারসমব্রিতে । বাবস্থ্যং পূজয়িষ্যামি তাবস্থ্যং সুস্থিরা ভব ॥ ওঁ হ্রীং ভগবতি অন্নপূর্ণে দেবি পরিবারাদিভিঃ সহ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিহিতা ভব ইহ সন্নিবধ্যস্ব অত্রাদিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ ।”

অনন্তর মূলমন্ত্রে চক্ষুর্দান করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে ( ১৭ পৃ দেখ ) । পরে দেবীর গায়ত্রী জপ করিয়া মূলমন্ত্র আটবার জপপূর্ব্বক দেবীর হৃদয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ করিবে ।

অতঃপর “ওঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বর্য্যি অন্নপূর্ণে স্বাহা” এই মূল মন্ত্রে ষোড়শোপ-চারে দেবীর পূজা করিয়া “ওঁ হ্রীং অন্নপূর্ণাং দেবীং তর্পয়ামি স্বাহা ।” বলিয়া তর্পণ করত মূলমন্ত্রে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক কৃতাজলি হইয়া বলিবে,—“শ্রীমদ-ন্নপূর্ণে দেবি তবাবরণন্তে পূজয়ামি ।” এই বলিয়া অন্নজাগ্রহণ করত আবরণ দেবতার পূজা করিবে । যথা,—

“হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ । হ্রীং শিরসে স্বাহা । জ্জ্ শিখায়ৈ বসট্ । জ্জৈ কবচায় হং । হ্রোং নেত্রত্রয়ায় বোষট্ । জ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অঙ্গায় ফট্ ।” অতঃপর তৈরবরণের পূজা করিবে । যথা,—“ওঁ অসিতাক্ষতৈরবায় নমঃ । ও রুক্ষ-তৈরবায় নমঃ । ওঁ চণ্ডতৈরবায় নমঃ । ও ক্রোধতৈরবায় নমঃ । ওঁ উগ্রতৈরবায় নমঃ । ওঁ কপালিনে তৈরবায় নমঃ । ও ভীষণতৈরবায় নমঃ । ওঁ সংহারতৈরবায় নমঃ ।

অতঃপর অষ্টশক্তির পূজা করিবে । যথা,—ওঁ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ এবং নারায়ণ্যৈ,



ଚାୟୁଡ଼ାୟ, କୋମାର୍ତ୍ତାୟ, ଇନ୍ଦ୍ରାଣ୍ୟୋ ମାହେଶ୍ବରାୟ, ବାରାହାୟ, ନାରାୟଣାୟ, ଅମରାଜିତାୟ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ।” ଅନନ୍ତର ନିହ୍ନପାଳଗଣେ ପୂଜା କରିବେ । ଯଥା,—

ଓଁ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ସାୟୁଧାୟ ସବାହନାୟ ସପରିବାରାୟ ନମଃ । ଓଁ ଅଗ୍ନେ ତେଜୋହସିପତୟେ ସାୟୁଧାୟ ସବାହନାୟ ସପରିବାରାୟ ନମଃ । ଓଁ ସ୍ୟାୟ ପ୍ରେତାଧିପତୟେ ସାୟୁଧାୟ ସବାହନାୟ ସପରିବାରାୟ ନମଃ । ଓଁ ନିର୍ବାତୟେ ରକ୍ଷୋହସିପତୟେ ସାୟୁଧାୟ ସବାହନାୟ ସପରିବାରାୟ ନମଃ । ଓଁ ବରୁଣାୟ ଜଳାଧିପତୟେ ସାୟୁଧାୟ ସବାହନାୟ ସପରିବାରାୟ ନମଃ । ଓଁ ବାୟବେ ପ୍ରାଣାଧିପତୟେ ସାୟୁଧାୟ ସବାହନାୟ ସପରିବାରାୟ ନମଃ । ଓଁ ସୋମାୟ ତାରାଧିପତୟେ ସାୟୁଧାୟ ସବାହନାୟ ସପରିବାରାୟ ନମଃ । ଓଁ କ୍ଷିପାନାୟ ଗଣାଧିପତୟେ ସାୟୁଧାୟ ସବାହନାୟ ସପରିବାରାୟ ନମଃ । ଓଁ ବ୍ରହ୍ମଣେ ପ୍ରଜାଧିପତୟେ ସାୟୁଧାୟ ସବାହନାୟ ସପରିବାରାୟ ନମଃ । ଓଁ ଅନନ୍ତାୟ ନାଗାଧିପତୟେ ସାୟୁଧାୟ ସବାହନାୟ ସପରିବାରାୟ ନମଃ । ଚତୁର୍ଦ୍ଦ୍ବାରେ,—ଓଁ ବଟୁକାୟ, କ୍ଷେତ୍ରପାଳାୟ, ଷୋଗିତ୍ତେ, ଗଣେଶାୟ, ଶିବାଦିପକ୍ଷଦେବତାଭ୍ୟଃ, ଆଦିତାଦିନବଗ୍ରହେଭ୍ୟଃ ।” ଇହାଦିଗେର ଯଥା-ଶକ୍ତି ଉପଚାରେ ପୂଜା କରିବେ । ଅନନ୍ତର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯନ୍ତ୍ରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ।

ବଜ୍ରାୟ, ଶକ୍ତୟେ, ଦଣ୍ଡାୟ, ଧୃଞ୍ଜାୟ, ପାଶାୟ, ଅଛୁଶାୟ, ଗଦାୟ, ତ୍ରିଶୂଳାୟ, ପଦ୍ମାୟ, ଚକ୍ରାୟ, ଶ୍ରୀରାବତାୟ, ଅଜାୟ, ମହିଷାୟ, ନରକାୟ, ଯକରାୟ, ଯୃଗାୟ, ଅନ୍ଧାୟ, ବ୍ରହ୍ମତାୟ, ହଂସାୟ, ଋଷାୟ, ବୈକାୟ, କ୍ଷେତ୍ରପାଳାୟ, ଷୋଗିତ୍ତେ, ଗଗନାୟକାୟ,—ଗନ୍ଧପୁଷ୍ପ ଦ୍ବାରା ଇହାଦିଗେର ପୂଜା କରତ ନିମ୍ନଯନ୍ତ୍ରେ ସାୟୁଧ ସବାହନ ସପରିବାର ଦେବୀର ନିଶେପଚାରେ ପୂଜା କରିବେ । ଯଥା,—ଓଁ ସାୟୁଧାୟେ ସବାହନାୟେ ସପରିବାରାୟେ ଓଁ ହ୍ରୀଂ ଅମ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣାୟେ ଦେବତାୟେ ନମଃ ।” ଅତଃପର ତର୍ପଣ କରିବେ । ଓଁ ସାୟୁଧାୟ ସବାହନସପରିବାରାୟ ଓଁ ହ୍ରୀଂ ଅମ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣାୟ ଦେବୀଂ ତର୍ପୟାମି ସ୍ବାହା ।”

ଅନନ୍ତର ପ୍ରାଣାୟାମପୂର୍ବକ ଯଥାଶକ୍ତି ଯୁଗ୍ମଯନ୍ତ୍ର ଉପ କରିয়া “ଞ୍ଜହାତିଞ୍ଜହ” ଇତ୍ୟାଦି ଯନ୍ତ୍ରେ ଉପ ସମର୍ପଣାନ୍ତର ପୁନଃ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିয়া ପ୍ରଣାମ କରିବେ । ଯନ୍ତ୍ର ଯଥା,—

ଓଁ ଅମ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣେ ନମଃସ୍ତୁଭ୍ୟାଂ ନମଃସ୍ତେ ଜଗଦନ୍ଧିକେ । ହଞ୍ଚାଚ୍ଚାଚ୍ଚରଣେ ଭକ୍ତିଂ ଦେହି ଦୀନଦୟାମୟି ॥ ସର୍ବମଞ୍ଜଳମଞ୍ଜଲ୍ୟୋ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥନାଥିକେ । ଧରଣ୍ୟେ ତ୍ରାସ୍ୟକେ ଗୌରି ନାରାୟାମି ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ॥

ଅତଃପର ଯଥାଶକ୍ତି ବଳିଦାନ ଓ ହୋମାଦି କରିয়া ନକ୍ଷିତ୍ର ଓ ଅଛିଦ୍ରାବଧାରଣ କରିବେ ।

অনন্তর "ও বজ্রোদকে হুং ফট্ স্বাহা" বলিয়া জল বামদিকে আনয়ন করত মূলমন্ত্রে বস্ত্রাকলে গ্রহি বন্ধন করিবে । অতঃপর "ও পুষ্পে পুষ্পে ইত্যাদি মন্ত্রে (১০৮ পৃ দেখ) পুষ্পপুঞ্জি করিবে । পরে মূলমন্ত্রে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করিয়া "ফট্" এই মন্ত্রে জলধারা দিয়া অন্তরীক্ষগত বিম্ব ও বামপদাঘাতত্রয় দ্বারা ভূমিহ বিষ দূরীকৃত করিয়া "ফট্" মন্ত্র সাতবার জপ করিয়া নারায়ণমূর্ত্যযোগে দূরীকৃত গ্রহণ করিয়া "ও অপসর্গঙ্ক" ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ উৎসারণ করত "ও হ্রীং ফট্" মন্ত্রে গন্ধ পুষ্প দ্বারা করশোধন করত লং মন্ত্রে আঘাণ, ও ফট্ মন্ত্রে দৈশানকোণে পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া অন্তায় ফট্ বলিয়া উল্লেখ্যক্রমে তালত্রয় দিয়া ছোটিকা দ্বারা দশদিগন্ধন করত গুরুপংক্তি নমস্কার করিয়া ভূতঙ্কি করিবে । তৎপরে ব্রহ্মদেয়ে হস্ত দিয়া "আং হ্রীং ক্রোং ইত্যাদি শ্রীমদক্ষিণকালিকায়াঃ প্রাণাঃ" ইত্যাদি প্রাণ প্রতিষ্ঠামন্ত্র পাঠ করিয়া প্রাণায়াম করত মাতৃকান্যাস করিবে । (২ কাণ্ড ১১ পৃ দেখ) ।

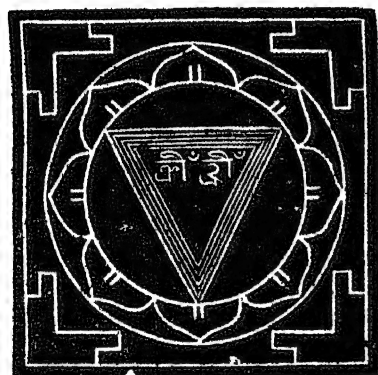
পরে পাঠন্যাস করিয়া ঋষ্যাদিস্তাস করিবে । যথা—অস্ত্র মন্ত্রস্য ভৈরবঋষিঃ ঋষিকৃচ্ছন্দঃ শ্রীমদক্ষিণকালিকা দেবতা ক্রীং বীজং হুং শক্তিঃ ক্রীং কীলকং পুরু-বার্হচতুষ্টয়সিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ । শিরসি ও ভৈরবঋষয়ে নমঃ । মুখে ও উষ্ণিকৃচ্ছন্দসে নমঃ । হৃদয়ে শ্রীমদক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ । গুহে ক্রীং বীজায় নমঃ । পাদয়োঃ হুং শক্তয়ে নমঃ । সর্বাঙ্গে ক্রীং কীলকায় নমঃ ।

অতঃপর তত্ত্বাস্তাস করিবে । যথা,—“ও ক্রাং আন্তত্বায় স্বাহা” বলিয়া পাদাদি নাভি পর্য্যন্ত “ও ক্রীং বিত্তাত্বায় স্বাহা” বলিয়া নাভি হৃদয়ে হৃদয়াস্ত “ও ক্রুং শিবত্বায় স্বাহা” বলিয়া হৃদয়াদি মস্তক পর্য্যন্ত স্থানে ত্বাস করিবে । অনন্তর বীজন্যাস করিবে । যথা,—“ও ক্রীং নমঃ” বলিয়া ব্রহ্মরজ্জু, ক্রমব্য ও ললাট, “ও হুং নমঃ” বলিয়া নাভি এবং গুহ, “ও হ্রীং নমঃ” বলিয়া মুখ ও সর্বাঙ্গে ন্যাস করিয়া সাত বার ব্যাপক ন্যাস করত “ও ক্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ” ইত্যাদি এবং “ও ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে করাস্তাস করত কূর্ম্মমূর্ত্য-যোগে পুষ্প গ্রহণ করিয়া দেবীর ধ্যান করিবে । যথা,—

ধ্যান—ও করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভূজাং । কালিকাং দক্ষিণাং দিবাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্ । সদ্যচ্ছিন্নশিরঃখড়গবামাধোদ্ধকরা-শুভ্রাং । অভয়ং বরদকৈব দক্ষিণোদ্ধাধপাণিকাম্ । মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীং । কণ্ঠাবনক্তমুণ্ডালীগলদ্রবিরচর্চিতাং । কর্ণাবতং-

সতানীতশবযুগ্ধভয়ানকাং । ঘোরদষ্ট্রাঃ করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাং ।  
শবানাং করসজ্জাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসম্মুখীং । স্বকষয়গলদ্রক্তধারাবিন্ধু-  
রিতাননাং । ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং । বালার্কমণ্ড-  
লাকারলোচনত্রিতয়াশ্রিতাং । দম্ভরাং দক্ষিণব্যাপিমুক্তালম্বিকচোচ্চয়াং ।  
শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরি সংস্থিতাং । শিবাভিঘোররাবাভিচ্চতুর্দিক্ক্ষু সম-  
স্থিতাং । মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাং । স্তম্ভপ্রসন্নবদনাং  
শ্মেরাননসরোরুহাং । এবং সংচিস্তয়েৎ কালীং শ্মশানালয়বাসিনীম্ ॥

এইরূপ ধ্যান করিয়া হস্তস্থিত পুষ্প স্বীয় মস্তকে প্রদান করিয়া মানসোপ-  
চারে পূজা করত পীঠ ন্যাস ক্রমে গন্ধপুষ্প দ্বারা পীঠ পূজা করিয়া যন্ত্র অঙ্কিত  
শ্রামা যন্ত্রম্ ।



করত \* মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক “শ্রীমদ-  
ক্ষিণকালিকামূর্ত্তিঃ পরিকল্পয়ামি” বলিয়া  
মূর্ত্তি করনা করত পুনরায় করান্বস্তাস  
করিয়া পুনরপি দেবীর ধ্যান করিয়া  
মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক স্বকীয় হৃদয়স্থ  
তেজোময় দেবতাকে নাসারন্ধ্র দিয়া  
হস্তস্থিত ধ্যানের পুষ্পে আনয়ন করিয়া  
প্রতিমার স্থাপন পূর্বক আবাহন  
করিবে । যথা,—

“ওঁ দেবেশি ভক্তিশুলভে পরিবারসমম্বিতে । যাবদ্ব্যং পূজয়িষ্যামি তাবদ্বং  
স্থিরা ভব ॥ মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শ্রীমহাকালসহিতশ্রীমদক্ষিণকালিকে  
দেবি ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইত্যাদি ।” এই রূপে আবাহন করিয়া “হং” মন্ত্রে  
অবগুণ্ঠন ও “হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ” এইক্রমে দেবতাঙ্গে সাক্ষীকরণ, ধেনু-  
মুদ্রাদ্বারা অমৃতীকরণ ও পরমীকরণ মুদ্রায় পরমীকরণ করিয়া ভূতিনী, যোনি  
ও আকর্ষণী মুদ্রা দেখাইয়া মূলমন্ত্রে চক্ষুর্দান ও “ওঁ আং হ্রীং ক্রোং উত্যাदि  
মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক শ্রীমদক্ষিণকালিকাদেবীং

\* যন্ত্রশাক্তিবার প্রণালী এইরূপ,—প্রথমতঃ বিন্দু, তৎপরে নিজবীজ ( ক্লী ) পরে ভুবনে-  
খরী বীজ ( হ্রীং ) লিখিয়া তদ্বাহে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে । তদ্বহির্দেশে ত্রিকোণচতুষ্টয়  
অঙ্কিত করিয়া বৃত্ত, জষ্টদল পদ্ম ও পুনরায় বৃত্ত অঙ্কিত করিবে ইহাবে । তদ্বাহে চতুর্দার  
অঙ্কিত করিয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিবে ।

তর্পয়ামি ঐশ্বা” বলিয়া তত্ত্বমুদ্রাসহযোগে তিনবার তর্পণ করিয়া যথাশক্তি দেবীর বোড়শোশচারে পূজা করিবে ( ২৫ পৃঃ দেখ ) ।

অতঃপর তিনবার দেবীর তর্পণ করিয়া মূলমন্ত্রে পাঁচবার পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া “ওঁ ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ” এই ক্রমে বড়ঙ্গ পূজা করত আবরণ দেবতার পূজা করিবে । যথা,—“শ্রীমদ্বক্ৰিণে কালিকে দেবি আবরণং তে পূজয়ামি” বলিয়া অমুজা গ্রহণ করত কেশর ও অগ্নি আদি কোণে নিয়মিত্ত দেবতাগণের পূজা করিবে । ধ্যান যথা,—

ওঁ সর্গাঃ শ্রামা অসিকরা মুণ্ডমালাবিভূষিতাঃ । তর্জনীং বামহস্তেন ধারয়ন্ত্যঃ শুচিস্মিতাঃ । দিগম্বরা হসম্মখ্যঃ স্বস্ববাহনভূষিতাঃ ।” এই রূপ ধ্যান করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে । যথা,—

“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কাণ্যৈ নমঃ । এবং কপালিষ্ঠে, কুম্ভাঠে, কুরুকুম্ভাঠে, বিরোহিষ্ঠে, বিপ্রচিভাঠে, উগ্রাঠে, উগ্রপ্রভাঠে, দীপ্তাঠে, নীলাঠে ঘনাঠে, বলাকাঠে, মাত্রাঠে, মুদ্রাঠে, মিতাঠে, প্রবাদি নমোহস্ত করিয়া ইহাদিগকে পূজা করিবে । অনন্তর ব্রাহ্মী আদি অষ্টশক্তির পূজা করিবে ।

ব্রাহ্মীর ধ্যান,—ওঁ ব্রাহ্মীং হংসমাক্রুতাং স্বর্বাং চতুর্ভুজাং । চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রাঞ্চ ব্রহ্মকৃচ্চঞ্চ পঙ্কজং । দণ্ডং পদাঞ্চ সূত্রঞ্চ দধতীং চাক্রহাসিনীং । জটাজুটবরাং দেবীং ভাবয়েৎ সাধকোক্তমঃ” ॥ এই রূপে ধ্যান করিয়া “ওঁ আং ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করিবে । অনন্তর “ওঁ নারায়ণীং মহাদীপ্তাং শ্রামাং পঙ্কজবাহিনীং । নানালঙ্কারসংযুক্তাং চাক্রকেশীং চতুর্ভুজাং । শব্দাং শব্দং কপালঞ্চ চক্রং সংদধতীং পরাং । মধুমতাং মদোল্লাসদৃষ্টিং সর্কাজ্জম্বলরীম্” ।—এই ধ্যান করিয়া ঙং নারায়ণ্যৈ নমঃ ।” বলিয়া নারায়ণীর পূজা করিয়া মাহেশ্বরীর পূজা করিবে ।

মাহেশ্বরীর ধ্যান,—ওঁ মাহেশ্বরীং স্বধাক্রুতাং শুক্রাং ত্রিনয়নাস্মিতাং । কপালং ডমরুকেষু বরদাভয়মূলকং । টঙ্কঞ্চ দধতীং দেবীং নানালঙ্কারভূষিতাম্ ।” এই ধ্যান করিয়া “উং মাহেশ্বর্যৈ নমঃ ।” বলিয়া অর্চনা করিবে । তৎপন্ন চামুণ্ডা দেবীর ধ্যান করিবে, “ওঁ চামুণ্ডামউহাগাং প্রকটিতদশনাং ভীমবক্ত্রাং ত্রিনেত্রাং, নীলান্তোজপ্রভাভাং প্রমুদিতবপুধীং নারমুণ্ডাণীমালাং । খড়্গাং শূলং কপালং নরশিরষচিটং খেটকং ধারয়ন্তীং প্রেতারুতাং প্রমত্তাং মধুমদমুদিতাং ভাবয়েচ্চতুঃপদাং ॥”—এই ধ্যান করিয়া “ওঁ ঋং চামুণ্ড্যৈ নমঃ ।” এই মন্ত্রে



হ্রীং ক্রীং কট্‌স্বাহা।”—এই মন্ত্রে যথাশক্তি মহাকালের পূজা করত “হং ক্রোঃ  
বাং রাং লাং বাং আং ক্রোং মহাকালঠৈরবং তপস্যামি স্বাহা।”—এই মন্ত্রে  
মহাকালের তিনবার তর্পণ করিয়া মূল মন্ত্রে দেবীকে পাঁচবার পুষ্পাঞ্জলি  
প্রদান করত মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবে। পরে জব  
কবচাদি পাঠ করিয়া বলিদান দিবে। তান্ত্রিক বলিদান-পদ্ধতি অনুসারে  
ছাগপশু আদি বলিদান দিবে (অন্নপূর্ণা পূজা ১৭৩ পৃঃ দেখ) অতঃপর হোম  
করিবে (তান্ত্রিক হোম ৪৯ পৃঃ দেখ)।

অনন্তর শান্তি, তিলক ও দক্ষিণাঙ্ক করিয়া বৈগুণ্যসমাধান করত আত্ম-  
সমর্পণ করিবে, (২২ পৃঃ দেখ)। পরে আবরণদেবতাসকলের দৈবীর অঙ্কে বিলয়  
চিত্তা করিয়া যথাবিধি বিসর্জন (২২ পৃঃ দেখ) করিবে।

### জন্মতিথি পূজাপ্রয়োগ।

জন্মতিথিদিনে প্রথমত তিলমিশ্রিত জলে স্নান করিয়া শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান  
করত নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্বক গুণ্ডুল, নিষ, শ্বেতসর্ষপ, দুর্কা ও গোয়োচনাযুক্ত  
হরিদ্রাক্ত ডোরক নিম্নলিখিত মন্ত্রে হস্তে বন্ধন করিবে। যথা,—“ও ত্রৈলোক্যে  
যানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।\* ব্রহ্মবিষ্ণুশিবৈঃ সার্কং রক্ষাং কুর্কন্তু  
তানি মে॥”

অতঃপর স্বশাখোক্ত স্ততিবাচন করিয়া “ও হৃদ্যঃ সৌম্যো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ  
করত তিলকুণ্ডলাবৃত্ত জল পাত্র গ্রহণ করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা,—

“অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শুভবর্ষবৃদ্ধৌ দীর্ঘায়ুর্ভূতকামঃ  
গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বকং জন্মদিবসনিমিত্তকং যজীমার্কণ্ডেয়পুজনমহং  
করিষ্যে।” এইরূপ বাক্য করিয়া স্ববেদোক্ত সূক্ত পাঠ করিয়া, ঘটস্থাপন,  
আসনশোধন ও সামান্যার্থ্য স্থাপন করিয়া, গণেশ, শিবাদিপঞ্চদেবতা, আদি-  
ত্যাদিনবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পাল প্রভৃতির অর্চনা করিবে। তৎপরে “ও  
গুরুভ্যোনমঃ” বলিয়া গুরুদেবের অর্চনা করত “ও দেবেভ্যো নমঃ” ও  
অগ্নিভ্যো নমঃ” ও বিপ্রভ্যো নমঃ” বলিয়া অর্চনা করিয়া নিজের জন্ম-  
নক্ষত্রের অর্চনা করিবে। জন্মনক্ষত্র জানা না থাকিলে “ও স্বনক্ষত্রায়  
নমঃ” বলিয়া অর্চনা করিবে। পরে, ও পিতৃভ্যো নমঃ” এই ক্রমে  
“প্রজাপত্যে, সূর্য্যায়, বিষ্ণেয়ায় এবং মার্কণ্ডেয়ায়” বলিয়া প্রত্যেকের অর্চনা  
করিয়া প্রার্থনা করিবে। মন্ত্রাঃ—“ও মার্কণ্ডেয় মহাভাগ সঙ্কল্পকল্পাস্তজীবন।

আয়ুরিষ্টার্থসিদ্ধার্থ মম্বাকং বরদো ভব ॥ ওঁ চিরজীবী যথা ত্বং ভো ভবিষ্যামি  
তথা মনে । রূপবান্ বিত্তবাংষ্ট্রব শ্রিয়া যুক্তশ্চ সর্বদা ।”

অতঃপর অশ্বখামা, বলি, ব্যাস, হনুমান্, বিভীষণ, রূপ ও পরশুরাম,  
প্রহ্লাদ ও পরাশর ইহাদের অর্চনা করিয়া “ওঁ ষষ্ঠীং গৌরবর্ণাং” ইত্যাদি ধ্যান  
( ২৮ পৃঃ দেখ ) করিয়া ষোড়শোপচারে অর্চনা করিবে ।

অতঃপর “ওঁ জয় দেবি” ইত্যাদি মন্ত্রে দেবীকে নমস্কার করিয়া “ওঁ রূপং  
দেহি যশোদেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে । পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্কান্  
কামাংশ্চ দেহি মে ॥” এই বলিয়া প্রার্থনা করিবে ।

অতঃপর অগ্ন্যেয়োজ্ঞবিধানে কুশণ্ডিকা করিয়া তিলযুক্ত ঘৃতদ্বারা যথার্থকি  
হোম করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে মংস্ত্র মোচন করিবে । যথা,—“ওঁ অভয়ং ভবতা-  
মস্ত্র মংস্য গচ্ছ যথাসুখং । জলে তু নিবস স্বচ্ছ মংপ্রসাদাং সুখী ভব । জীব  
মংস্ত্র জলকৈতং প্রবিশ্ব মম হস্ততঃ । জলমোক্ষপ্রদানেন মম জীবয় জীবনং ॥”  
পরে নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া তিল ও গুড়যুক্ত দুগ্ধপান করিবে । যথা,—

সতিলং গুড়সংমিশ্রমঞ্জল্যর্কমিতং পয়ঃ । মার্কণ্ডেয়বরং লব্ধ্বা  
পিবাম্যামুস্যাহেতবে ॥

কৃতান্তকুজযোর্কারে বস্ত্র জন্মদিনং ভবেৎ । অনুক্ষযোগসংপ্রাপ্তৌ বিব্রন্তস্ত  
পদে পদে ॥ তস্ত সর্কৌষধিমানং গ্রহবিপ্রসুরাচ্চনং । সৌরারয়োর্দিনে মুক্তা  
দেয়ানুক্ষে চ কাঞ্চনম্ ॥

যদি শনি মঙ্গলবারে কাঁহারও জন্মতিথি হয় এবং তাহাতে জন্মনক্ষত্রের যোগ  
না হয়, তাহা হইলে সর্কৌষধি জলে স্নান, গ্রহ-বিপ্র ও দেবতার অর্চনা করিয়া  
মুক্তা দান করিবে । যদি উক্তদিনে জন্মনক্ষত্রের সংযোগ না হয় তবে স্বর্ণদান  
করিবে । দান বাক্য যথা,—অদ্যেত্যাदि—শনিবারাদিকরণকজন্মতিথিহুচিহ্ন-  
শনিবারদোষোপশমনকাম ইদং কাঞ্চনমর্জিতং যথাসম্ভবগোব্রনামে ব্রাহ্মণায়াহং  
দদে ॥”

মঙ্গলবার হইলে “মঙ্গলবারাদিকরণক” এবং মুক্তা হইলে “মুক্তামর্জিতাং”  
এইরূপ বলিবে । অতঃপর দক্ষিণাঙ্গ করিবে ।

বিশ্বকর্ম্মপূজা প্রয়োগ ।

নিতাক্রিয়া সমাপন করিয়া শুদ্ধাসনে উপবেশন করত স্বস্তিবাচন পূর্বক  
“সূর্য্যঃ সোমো” ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া সঙ্কল করিবে । যথা,

বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ  
শ্রীঅমুকদেবশর্মা শিল্লনৈপুণ্যাদিবৃদ্ধার্থং শ্রীবিশ্বকর্ষপ্রীতিকামো গণপত্যাदि-  
নানাদেবতাপূজাপূর্বকং বিশ্বকর্ষপূজনমহং করিষো ।”

এইরূপে সংকল্প করিয়া সংকল্প-হুতাদি পাঠ করত ঘটস্থাপন, সাম-  
ও আসনশুদ্ধি করিয়া গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাदि নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি  
দিকৃপাল, মংস্ত্রাদি দশাবতারগণের পূজা করিয়া “বাং হৃদয়ায় নমঃ”—এই ক্রমে  
অঙ্গভাস ও করভাস করিয়া বিশ্বকর্ষায় ধ্যান করিবে । যথা,—

“ও দংশপাল মহাবীর সুচিত্র কর্মকারক । বিশ্বকৃৎ বিশ্বধৃকৃ চ ত্বং বাসনা-  
মানদগুধুকৃ ॥” এই ধ্যান পাঠানন্তর মানসোপচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্থ্য  
স্থাপনপূর্বক পুনরায় অঙ্গভাস ও করভাস করিয়া পুনরায় ধ্যান করত ও বিশ্ব-  
কর্ষলিহাগচ্ছাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গ্রহাণ ॥ ও  
বিশ্বকর্ষলিহাগচ্ছ তুলাবন্ধমলংকুরু ॥” এই বলিয়া আবাহন করত “ও শিল্লা-  
চার্যায় দেবায় নমস্তে বিশ্বকর্ষণে স্বাহা । ও বিশ্বকর্ষণে নমঃ”—এই মন্ত্রে  
যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ  
করত প্রণাম করিবে । যথা,—ও দেবশিল্পিন্ মহাভাগ দেবানাং কার্যসাধক ।  
বিশ্বকর্ষমস্তভ্যং সর্বাভীষ্টকলপ্রদ ॥”

তৎপরে দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া শান্তি আশীর্বাদ করিবে ।

### বাস্তুপূজা বিধান ।

কৃতনিত্যক্রিয় যজ্ঞমান শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রথমতঃ আচমন করিয়া  
স্বস্তিবাচনপূর্বক সংকল্প করিবে । যথা,—

“অন্তোত্যাदि—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা ভূম্যাদিলাভার্থং শ্রীবাস্তু-  
পুরুষপ্রীতিকামো গণপত্যাदि নানাদেবতাপূজাপূর্বককৌকিলাকসহিতবাস্তুপুরুষ-  
পূজনমহং করিষো ।”

এই প্রকার সংকল্প করিয়া সংকল্প-হুতাদিপাঠানন্তর ঘটস্থাপন, সামান্যার্থ্য-  
স্থাপন, অঙ্গভাস, করভাসাদি করিয়া গণেশ, শিবাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাदि  
নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিকৃপাল ও মংস্ত্রাদি দশাবতারগণের পূজা করিয়া “বাং  
হৃদয়ায় নমঃ” এই ক্রমে অঙ্গন্যাসাদি করিয়া বাস্তুদেবের ধ্যান করিবে ।  
যথা,—“ও শশধরসমবর্ণং ব্রতহারোজ্জ্বলাকং, কনকযুটুচূড়ং স্বর্ণযজ্ঞোপবীতং  
অভয়বরদহস্তং সর্বলোকে কনাথং, তমিহ ভুবনকপং বাস্তুরাজং ভজামি ॥”



এই ধ্যান করিয়া হস্তস্থিত পুষ্প নিজ মস্তকে দিয়া মানদোপচারে পূজা করত বিশেষার্থ্য স্থাপনপূর্বক পুনরায় অঙ্গভাগ ও করভাগ করিয়া পুনর্বার ধ্যান করত—“ও বাস্তরাজ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ অত্রাধিত্রাজ কুরু মম এহ্লাদং গৃহাণ ।” এইরূপে আবাহন করত “ও বাস্তরাজায় নমঃ” এই মন্ত্রে বাস্তরাজের পূজা করিবে । পরে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ পূর্বক প্রার্থনা করিবে—“ও বাস্তরাজ মহাভাগ লোকান্নগ্রহকারক । পুষ্পাং গৃহাণ দেবেশ আচন্দ্রার্কসুখী তব ॥”

অনন্তর “ও কাং হৃদয়ায় নমঃ” ইত্যাদি রূপে অঙ্গন্যাসাদি করিয়া “ও কোকিলাক্ষং মহাভাগং ব্যাঘ্রস্তোপরি সংস্থিতং । পক্ষভীতিহরং দেবং কোকিলাক্ষমহং ভজে ।” এই ধ্যান করত “ও কোকিলাক্ষায় নমঃ” বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করত শঙ্খপাল, বঙ্কপাল, ক্ষেত্রপাল ও নাগপালের পূজা করিবে ।

অতঃপর বাস্তদেবকে পায়সাদি নিবেদন করত মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া জপসমাপনপূর্বক প্রণাম করিবে । যথা,—

“ও বাস্তরাজ নমস্তভ্যং পরমস্থানদায়ক ! সর্বভূতজিতস্বক বাস্তরাজ নমোহস্ত তে ॥”

তৎপরে “ও গ্রাম্যদেবতায়ৈ নমঃ” এই ক্রমে পক্ষোপচারে গ্রাম্যদেবতার পূজা করিয়া প্রণাম করিবে । যথা,—

“গ্রাম্যদেবং গ্রামপালং গ্রাম্যোপজবনাশকং । গ্রামরক্ষাকরং দেবং গ্রাম্যদেবং নমাম্যহং ॥”

অতঃপর স্ততিপাঠ করিবে । যথা,—ও ক্ষেত্রে আখণ্ডিতে ধাত্তে পূর্বযাত্রা পুরা তব । রাজ্যবুদ্ধির্যশোবুদ্ধিঃ প্রবুদ্ধিঃ পুত্রদায়কোঃ । রাজসম্মানবুদ্ধিঃ গবাং বুদ্ধিস্তৃণেষ চ । মন্ত্রদাধনবুদ্ধিঃ ধনবুদ্ধিরহমিশং । অশ্বাকমস্ত সততং বাবৎ পূর্ণং ন বৎসরম্ ॥

অনন্তর দক্ষিণাদান ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিয়া বৈগুণ্য সমাধানার্থ বিষ্ণু স্মরণ করিবে ।

বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণোক্ত-

## ভূগা-পূজাবিধি ।

বোধন ।

আত্মানন্দব্রহ্ম নবমীদিনে অথবা কেবল নবমীতিথিতে সায়াংসময়ে বান্ধবাদি সহিত পূজা সম্ভার গ্রহণ করিয়া সায়াংকৃত্য সমাপনান্তে বিষুবক্ষসমীপে গমন করত যজমান বা অন্য কোন ব্রাহ্মণ উত্তরাস্য হইয়া উপবেশনপূর্বক আচমনাদি করিয়া স্বস্তিবাচন করত “স্ব্যঃ সোমো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া “অগ্নেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা ( পূজকর নাম ও গোত্র ) কর্তব্যবার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্গূর্বোবোধনকর্ম্মাধিকার প্রতিবন্ধক পাপা-পনোদনকামঃ ও দেবিত্বমিত্যাदि মন্ত্রদ্বয়জপমহং করিষ্যে” এই প্রকার সঙ্কল্প করিয়া ওঁ দেবি ত্বং প্রাকৃতং চিত্তং পাপাক্রান্তমভ্যম । তন্নিঃসারয় চিত্তং মে পাপং হুঁ ফট্ চ তে নমঃ ॥ ওঁ স্ব্যঃ সোমো যমঃ কালো মহাত্মানি পঞ্চ বৈ । এতে শুভাশুভভেদে কর্ম্মণো নব সাক্ষিণঃ ॥ এই মন্ত্রদ্বয় পাঠরূপ পাপা-পনোদন করিয়া সংকল্প করিবে । যথা,—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যা আশ্বিনে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে নবম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা সর্বাণচ্ছান্তিপূর্বকদীর্ঘায়ুঃ-পরমৈশ্বর্য্যাতুগধনধাতুপুত্রপৌত্রাণ্ডনবচ্ছিন্নসন্ততিমিত্তবর্দ্ধনশক্রক্ষয়োত্তররাজসম্মা-নাগ্ৰভীষ্টসিদ্ধার্থঃ পরত্র দেবীলোকপ্রাপ্তয়ে চ যথোপকল্পিতোপহারৈ বৃহ-ন্নন্দিকেশ্বরপুরাণোক্তবিধিনা কর্তব্যবার্ষিক-শরৎকালীন-শ্রীভগবদ্গূর্মাপূজা-ভূতগণপত্যা-দিনানাং দেবতা-পূজাপূর্বকং বিষুবক্ষাধিকরণক শ্রীভগবদ্গূর্মো বোধন-কর্ম্মাহং করিষ্যে ।

এই রূপ সংকল্প করিয়া স্বশাখোক্ত সূক্ত মন্ত্র পাঠ করত ঘটস্থাপন ( ৪ পৃঃ দেখ ) ও আসনশুদ্ধি করত ‘ফট্’ এই মন্ত্রে বামপাদাঘাতত্রয় দ্বারা ভৌম-বিষ এবং দিব্যদৃষ্টি দ্বারা অন্তরীক্ষগ বিষ বিদূরিত করিয়া স্তেতসর্ষপ গ্রহণ করত “ও বেতালাশ্চ দিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সন্নীহৃণাঃ । অপসর্পন্ত তে সর্ষে বৈফবাস্ত্রেণ তাড়িতাঃ ॥ ওঁ অপসর্পন্ত তে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংহিতাঃ । যে ভূতা বিষকর্তারন্তে নশন্ত শিবাজরা ॥” এই মন্ত্র পাঠ করত হস্তস্থিত সর্ষপ বিকীর্ণ করিয়া আশ্বয়জ্ঞা করিবে ।

অনন্তর নিজের দক্ষিণে গোময়কৃত মণ্ডলে “ওঁ ভূতা ইংগচ্ছতাশ্চ ইহ

তিষ্ঠত তিষ্ঠত অত্রাধিষ্ঠানং কুরুত মম পূজাং গৃহীত” এই বলিয়া ভূতগণের আবাহন করত “ও ভূতেভ্যো নমঃ” এই মন্ত্রে পাত্ৰাদি দ্বারা পূজা করিয়া মাষভক্তবলি গ্রহণ করত “ও অঘোরৈভ্যো ঘোরতরেভ্যোঘোরাঘোরতরেভ্যশ্চ সর্কৈভ্যো রুদ্ররূপেভ্যো নমঃ ॥ ও বৃক্ষেষু পর্কতাগ্রেষু পাতালেষু চ যে স্থিতাঃ । নর্কবিঘ্নবিনাশায় তেভ্য এষ বলিনর্মমঃ । এষ মাষভক্তবলিঃ ও ঐং আঃ ভূতেভ্যো নমঃ ।” বলিয়া বলি প্রদান করত কৃত্যঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে,—  
ও ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে । তে গৃহস্থ ময়া দন্তো বলি-  
য়েষ প্রদাধিতাঃ । পূজিতা গন্ধপুষ্পাদৈবলিভিত্তিপিতাস্থথা । দেশাদম্মাদিনিঃ-  
স্থতা পূজাং পশ্যন্ত মংকৃতাম্ ॥

অনন্তর “ও কট্” এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদ্বারা করদ্বয় শোধন করিয়া উর্দ্ধ উর্দ্ধ, ক্রমে তালত্রয় প্রদান করত ছোটিকাদ্বারা দশদিক্বন্ধন করিয়া ভূতশুদ্ধি, মাহুকাভাস ও পাঠ্যাসাদি করিয়া “হ্রীং” মন্ত্রে প্রাণায়াম করিবে (১১—১৪ পৃঃ দেখ) ।

পরে স্থাপিত ঘটে গণেশ, শিবাদিপর্কদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি-  
দশদিকৃপাল, মংতাди দশাবতাব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, বাস্তুপুরুষ, ব্রহ্মপুত্র,  
মহালক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা, মঙ্গলচণ্ডিকা ও প্রতিমাগঠিত দেবতাগণের  
পূজা করিবে । পরে “ও লবণাদিসমুদ্রসমুদ্রেভ্যো নমঃ । এই ক্রমে,—ঋষাঋষি-  
বসুভ্যঃ, সুরমেরাদিপর্কতেভ্যঃ, মেবাদিরাশিভ্যঃ, অশ্বিনাদিনক্ষত্রেভ্যঃ,  
রব্বাদিবারেভ্যঃ, প্রতিপদাদিতিথিভ্যঃ, ববাদিকরণেভ্যঃ, বিকৃত্তাদি-  
যোগেভ্যঃ, গোৰ্ঘাদিষোড়শমাহুকাগণেভ্যঃ, স্বর্গস্থদেবতাগণেভ্যঃ, মর্ত্যস্থদেবতা-  
গণেভ্যঃ, পাতালস্থদেবতাগণেভ্যঃ, সর্কৈভ্যো দেবেভ্যঃ, সর্কাত্যো দৈবীভ্যঃ,  
পূজিতদেবতাগণেভ্যঃ ।” ইহাদের প্রত্যেকের অর্চনা করিবে ।

অনন্তর বিবরূক্ষকে “ও বিবরূক্ষায় নমঃ” বলিয়া পাত্ৰাদি দ্বারা পূজা করিয়া  
“ও ঐং রাবণস্ত বধার্থীয় রামস্যানুগ্রহায় চ । অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যা-  
স্মরি কৃতঃ পুত্রা ॥ অহমপ্যাধিনে তদ্বদ্বোধয়ামি সুরেশ্বরীং । পূজাং গৃহাণ  
সুমুখি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে । শক্রেণ সংবোধ্য স্বরাজ্যমাণ্ডং তস্মাদহং স্বাং প্রতি-  
বোধয়ামি । যথৈব স্মামেণ হতো দশাস্যস্তথৈব শত্রূন গ্নিনিপাতয়ামি ॥ ও  
দুর্গে দেবি সমাগচ্ছ সারিধ্যামিহ কল্পয় । যজ্ঞভাগান্ গৃহাণ তুমষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ  
সহ । ও মেরুয়ন্দরকৈলাসহিমবচ্ছিতরে গিরৌ । জাতঃ শ্রীকলবৃক্ষ তুমিষি-  
কায়াঃ সদা প্রিয়ঃ ।” এই বলিয়া করযোড়ে প্রার্থনা করিবে । যদি যজ্ঞীতিথিতে

বোধন করিতে হয়, তবে “অহমপ্যাধিনে তব্বোধয়ামি” স্থলে “অহমপ্যাধিনে ষষ্ঠ্যাং সাহাজে বোধয়াম্যতঃ” এইরূপ পাঠ করিবে ।

অতঃপর পূর্ববৎ অর্ঘ্যপাত্রস্থাপন করিয়া তদুপরি ‘ওঁ হুর্গে হুর্গে রক্ষণি স্বাহা’ এইমন্ত্র আটবার জপ করিয়া যথাবিধি মুদ্রাদিদর্শন করাইয়া তজ্জলে আত্মশরীর ও অর্চনার দ্রব্যাদি প্রোক্ষণ করত মূলমন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে । যথা,— “শিরসি নারদ ঋষয়ে নমঃ । মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ । হৃদি—ওঁ ক্রীং হুর্গায়ৈ নমঃ । পরে “ক্রাং অসৃষ্ঠাত্যাং নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে করন্যাস ও অঙ্গভাস করিয়া গুরুগংক্তি নমস্কার করত ‘যোনিমুদ্রাযোগে ( ৪২ পৃ দেখ ) পুষ্প গ্রহণ করিয়া দেবীর ধ্যান করিবে । যথা—

ওঁ জটাজুটমায়ুক্তামরেন্দ্রকৃতশেখরাং । লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দ্রসদৃশা-  
ননাং ॥ অতঙ্গীপুষ্পার্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং । নবযৌবনসম্পন্নাং সর্গভ-  
রণভূষিতাং ॥ সুরাকাদশনাং তব্ধং পীনোন্নতপয়োবরাং । ত্রিতন্ত্রস্থানসংস্থানাং  
মহিষাসুরমর্দ্দিনীং ॥ মৃণালারতসংস্পর্শদশবাহনমবিতাং । ত্রিশূলং দক্ষিণে ধ্যেয়ং  
খড়্গাং চক্রং ক্রমাদবঃ ॥ তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণেব বিচিত্রয়েৎ । খেটকং পূর্ণ-  
চাপঞ্চ পাশমঙ্গুশমেব চ ॥ ঘটাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ । অধস্তা-  
মহিষং তদ্বিংশিরস্বং প্রদর্শয়েৎ । শিরঃস্থবোদ্ধবং বৌক্ষেদানবং খড়্গাপাশিনং ।  
হৃদি শূলে নীভিন্নঃ নির্যদন্ত্রবিভূষিতং । রক্তারক্তীকৃততুঙ্গঞ্চ রক্তবিস্মুরিতেক্ষণং ।  
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভূকুটীভীষণাননাং । সপাশবামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ হুর্গয়া ।  
বমজধিরবক্তৃঞ্চ দেব্যঃ ॥ সিংহং প্রদর্শয়েৎ ॥ দেব্যাস্ত দক্ষিণং পাদং সমং  
সিংহোপরি স্থিতং । কিঞ্চিদুদ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি । স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপ-  
মমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ ॥ উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রী চণ্ডনারিকা । চণ্ডা চণ্ডবতী  
চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা । অগ্নিভিঃ শক্তিভিত্ত্যভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাং ।  
চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং বর্ষ্যকামার্থমোক্ষদাং ।

এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে অর্চনা করিয়া হস্তস্থ পুষ্প নিজমন্ত্ৰকে  
প্রদান করত বিশেষার্থ্য স্থাপন করিয়া পুনরায় করাসক্তাসাদি করিয়া ঘটে  
পুষ্পদান করত দেবীর ধ্যান করিয়া ওঁ ভূভুবঃ স্বর্ভগবদুর্গে দেবি ইহাগচ্ছাগচ্ছ  
ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করত “ওঁ দক্ষয়জ্জবিনাশিষ্টে মহাবোয়াঠৈ যোগিনী-  
কোটপরিবৃত্যৈ ভদ্রকাট্যৈ ক্রীং হুর্গায়ৈ নমঃ ।” অথবা - “ওঁ হুর্গে হুর্গে রক্ষণি  
স্বাহা ক্রীং হুর্গায়ৈ নমঃ” এই মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া “ওঁ সর্বমঙ্গল-  
মহল্যে” ইত্যাদি মন্ত্রে নমস্কার করিয়া ঘটের চতুর্কোণে চারিটি তীর আক্ৰোশ

পূৰ্বক নিয় লিখিত মন্ত্ৰ পাঠ করিবে। যথা—“ওঁ কাণ্ডাং কাণ্ডাং প্রবোহন্তী” ইত্যাদি ( ৭ পৃ দেখ )। পরে লালসূত্র দ্বারা পাঁচ বা সাতবার বেষ্ঠন করিবে। মন্ত্ৰ, যথা,—“ওঁ সূক্তাংমাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং স্তুশ্রীংগমদিতিং স্তু শ্রীণীতিং দেবীং নাবং স্তুমিত্রা মনাগমমাশ্রবন্তী যাকহেমা স্বস্তয়ে ॥”

### অধিবাস বিধি।

যষ্ঠীর দিন সায়ং সময়ে অধিবাস করিতে হয়। যদি নবমীতে বোধন না হইয়া থাকে, তবে যষ্ঠীর দিন সায়ংকালে অগ্রে বোধন করিয়া পরেই অধিবাস করিবে। নিত্যক্রিয়াদি সমাপন করত প্রথমে বোধিত বিষ্ণুবৃক্ষসমীপে গমন করিয়া কুণহস্তে আচমন করত স্তবিত্বাচন করিয়া স্বপাথোক্ত সূক্ত মন্ত্ৰ পাঠ করিয়া তিল কুণ ফলাবিত জলপূর্ণ তাম্রাদি পাত্র গ্রহণ করিয়া সংকল্প করিবে। যথা—

তৎসদদ্যাবিনে মাসি কল্যারশিস্থে ভাস্করে শুক্রে পক্ষে যষ্ঠ্যান্তিথৌ অমুক-গোত্রঃ ত্রীঅমুকদেবশস্ত্রী সৰ্ব্বাপচ্ছান্তিপূৰ্ব্বকদীর্ঘায়ুঃ পরমৈশ্বর্যাতুলধনধাত্ত-পুত্রপৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্ননৃত্তিমিত্রবর্দ্ধন শত্রুকয়োস্তুরোত্তররাজসম্মানাদ্যভীষ্টসিদ্ধার্থং পরত্র দেবীলোকপ্রাপ্তয়ে চ যথোপকল্পিতোপহারৈরুহমন্নিবেশ্বরপূরণানুগৃহী-তভবিষ্যপূরণোক্তবিধিনা গণপত্যাদিনানাংদেবতাপূজাপূৰ্ব্বকঃ প্রত্নতিদগুপ্ত্যা-দিদিনত্রয়কর্তব্যঃ বার্ষিক-শরৎকালীনশ্রীভগবদুর্গা-পূজাসমুদ্ভূতাদিবাসনকৰ্ম্মাং কৰ্ম্মিষো”

অতঃপর সংকল্প সূক্ত পাঠ করিয়া ঘটস্থাপন, আসনশোধন, বিষ্ণু উৎ-সারণ ও ভূতাপনারণ করিয়া ( বোধন দেখ ) নিজের দক্ষিণ ভাগে গোময়কৃত মণ্ডলে ক্ষেত্রপালাদিভূতগণের বলি দান করিবে। যথা,—“ওঁ আত্মশচ কৰ্ম্মজ্ঞশ্চৈব যে ভূতা দিগ্বিদিকৃহিতাঃ। প্রসমাঃ পরিতুষ্ঠান্তে প্রতিগৃহস্থিঃ বলিং ॥ এতে মাষতত্ত্ববলয়ঃ ওঁ ঐং ক্রীং ক্ষেত্রোঃ ক্ষেত্রপালাদিভূতেভ্যো নমঃ” বলিয়া বলিপ্রদান করত কৃতাজলি হইয়া “ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ” ইত্যাদি মন্ত্ৰ ( ১৯৪ পৃ দেখ ) পাঠ করিবে।

অনন্তর অর্ঘ্যস্থাপন, ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম করিয়া গণেশাদি দেবতাগণের ( পৃ ১৯ দেখ ) পূজা করিবে।

অতঃপর পাণ্ডাদি দ্বারা বিষ্ণুবৃক্ষের পূজা করিয়া ঈশানকোণস্থ ফলযুগল-শালিনী শাখাকে সিন্দূর দ্বারা আমন্ত্রণ করিয়া কৃতাজলি পুরঃসর নিম্নলিখিত মন্ত্ৰ পাঠ করিয়া বিষ্ণুবৃক্ষের নিকট প্রার্থনা করিবে। যথা,—

ও মেরুমন্দরকৈলাস-হিমবচ্ছিত্রে গিরৌ । জাতঃ ত্রীকলবৃক্ষ স্বমন্দি-  
কায়াঃ সদা প্রিয়ঃ ॥ ত্রীশৈলশিখরে জাতঃ ত্রীকলঃ ত্রীনিকেতনঃ । নেতব্যোহসি  
ময়া গচ্ছ পূজ্যো হৃগীষরূপতঃ । ত্রীকলোহসি মহাভাগ সদা ত্বং শঙ্করপ্রিয়ঃ ।  
চণ্ডিকারোপণার্থায় স্বামহং বরয়ে প্রভো ॥

তৎপর পূর্ববৎ হৃগীর্চনা করিয়া ( ১৯৫ পৃ দেখ ) “ও কোসি কতমোহসি  
কশৈশ্বা কাশ্বতা সুশ্লোকঃ সুমঙ্গলং সত্যরাজন” এই মন্ত্রে তৈলহরিদ্রা দান করিয়া  
“ও আয়ুষ্যং পুষ্টিদং তৈলং সর্কদেবনিবেশিতং । লিপ্যানি সর্কগাত্রানি সর্কপাপহরা  
ত্বিলাঃ ।” এই মন্ত্রে তিলতৈল দান করিয়া প্রশস্তি বন্ধনোক্ত দ্রব্যাদ্বারা তত্ত্বমন্ত্রে  
অধিবাস করিয়া শূর্পস্থ নির্মজ্জন দ্রব্যাদ্বারা নির্মজ্জন করিয়া “ও কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ”  
ইত্যাদি মন্ত্রে ঘটের চতুর্দিকে কাণ্ড আরোপণ করিয়া “ও স্ত্রীমাকলং” ইত্যাদি  
মন্ত্রে স্ত্রীবেষ্টন করত তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া “ও সর্কমঙ্গল মঙ্গল্যো”  
ইত্যাদি মন্ত্রে নমস্কার করত মৃগয়ী প্রতিমাস্থানে গমন করিয়া “ও অদ্য  
প্রাপ্তাসি দেবি ত্বং নমস্কে পরমেশ্বরি । হর্গে দেবি সমুত্তিষ্ঠ স্বাগিহমধিবাসয়ে ॥”  
ও নানারূপধরে দেবি দিব্যবস্ত্রাবগুষ্ঠিতে । তবালেপনমাত্রেন চিত্রদোষোবিন-  
শ্যতু ॥” ইহা পাঠ করিয়া তৈল হরিদ্রা দান করিয়া গন্ধাদি দ্বারা দেবীর,  
প্রতিমাস্থ দেবতাগণের, নবপত্রিকা, খড়্গ ও দর্পণের অধিবাস করিবে ।

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া নিদ্রাকলস স্থাপন করিবে । যথা—  
“ও নিদ্রাং প্রপদ্যে ভবতী নিদ্রাক যশসে শ্রিয়ৈ । নিদ্রাং সমধিগম্য ত্বং তিষ্ঠ  
দেবি যথাসুখং ॥” পরে কলসের চতুর্দিকে কাণ্ড চতুর্দ্বয় আরোপণ ও স্ত্রী দ্বারা  
বেষ্টন করিবে ।

### সপ্তমীপূজা ।

প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়াদি গমাধানান্তে সূহৃদগণের সহিত বিশ্বরূক্ষসমীপে  
গমন করত আচমন, স্বস্তিবাচন ও “স্বাঃ সোমো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া ষেত-  
সর্ষপ গ্রহণ করত “ও বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া  
ভূতাপসারণ এবং স্বদক্ষিণে গোময়কৃত মণ্ডলে ভূতগণের আবাহন ও পূজা  
করিয়া “ও আদ্যাশ্চ কর্মজাটশ্চব” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত ক্ষেত্র পালাদি  
ভূতগণের বলিপ্রদান করিয়া “ও ভূতাঃ প্রেতাঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে ।

পরে বিশ্বরূক্ষের অর্চনা করিয়া “ও বিশ্বরূক্ষ মহাভাগ সদা ত্বং শঙ্করপ্রিয়ঃ ।  
গহীষা তব শাখাক দেবীপূজাং করোম্যহং ॥ পূজাশ্রুদনবুদ্ধার্থং নেবে্যে স্বাং চণ্ডিকা

লয়ং । নিজশাখাং নমস্কৃত্য লক্ষ্মীং রাজ্যং প্রযচ্ছ মে ॥ ওঁ শাখাচ্ছেদোত্তমং হুঃখং  
ন চ কার্যং ভয়া প্রভো । গৃহীত্বা তব শাখাং পূজ্যা হুর্গেতি চ স্মৃতিঃ ॥ ওঁ  
উত্তিষ্ঠ পত্রিকে দেবি সর্বকল্যাণহেতবে । পূজ্যং গৃহাণ সকলমস্মাকং বরদা  
ভব ॥ ওঁ ত্রীশৈলশিখরে জাতঃ ত্রীফলঃ ত্রীর্নিকেতনঃ । নেতব্যোহসি ময়া  
গচ্ছ পূজ্যো হুর্গাঙ্ঘরপতঃ ।” করবোড়ে এই মন্ত্র পাঠ করত খজা গ্রহণ  
করিয়া “ওঁ ছিন্দি ছিন্দি ফট্ আং হুং কট্ স্বাহা” বলিয়া পূর্ব আমন্ত্রিত বিষ্ণু-  
শাখা ছেদন করিয়া পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান করত নিম্ন মন্ত্রে প্রণাম করিবে ।

“ওঁ শাখাচ্ছেদোত্তমং হুঃখং যংকৃতং হি ময়া প্রভো । ক্ষম্যতাং বিলবৃক্ষেণ  
নমস্তত্যং শিবপ্রিয় । মেরুমন্দরকৈলাসহিমবচ্ছিতরে গিরৌ । জাতঃ ত্রীফলবৃক্ষ  
তুমরিকায়াঃ সদা প্রিয়ঃ ॥ ওঁ পূজ্যায়ুর্ধনবৃদ্ধার্থং নেষ্যামি চণ্ডিকালয়ং । বিল-  
বৃক্ষে সমাপ্রিত্য লক্ষ্মীং রাজ্যং প্রযচ্ছ মে ॥ ওঁ আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সর্বকল্যাণ-  
হেতবে । পূজ্যং গৃহাণ স্মৃতি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে ॥ ওঁ দেবি চণ্ডাঙ্ঘিকে চণ্ডি  
চণ্ডবিগ্রহকারিনি । বিষ্ণুশাখাং সমাপ্রিত্য তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ ॥”

তৎপরে বাগ্ধননি সহকারে ঐ বিষ্ণুশাখা লইয়া পূজালয়ে প্রবেশ করিবে ।  
( স্থান বিশেষে নজাদি হইতে এই সময় নবপত্রিকার স্থান করাইয়া আনার  
ব্যবহার আছে ) । অতঃপর শ্বেত অপরাজিতালতা ও হরিদ্রাক্ষ ডোরকদ্বারা  
বেষ্টন করিয়া ভদ্র পীঠাসনে রস্তাদি নবপত্রিকাকে স্থাপন করিবে ।

অতঃপর দেবীসম্মুখে উপবেশন পূর্বক আচমন করিয়া \* অর্চনা প্রতিবন্ধক  
পাপাপনোদন ( ১৯৩ পৃঃ দেখ ) করিয়া স্ততিবাচনাদি করত সংকল্প করিবে ।

“বিষ্ণুরোম তৎসদদ্যাবিনে মাসি কত্যাগাশিহে ভাস্করে শুক্রে পক্ষে সপ্তম্যা-  
তিথ্যাবরত্যা নবমীং যাবৎ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশাস্ত্রা সর্বাপছান্তিপূর্বকদীর্ঘা-  
য়ুষ্টিপারমৈশ্বর্যাতুলধনধাত্তপুত্র্যপৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্নসন্ততিমিত্রবর্ধনশত্রুক্ষয়োত্তরোত্তর-  
রাজসম্মানাদ্যভীষ্টসিদ্ধার্থং পরত্র দেবীলোকপ্রাপ্তয়ে চ যথোপকল্পিতোপহারৈ-  
র্কুহরিন্দিকেশ্বরপুরাণগৃহীতভবিষ্যপুরাণোক্তবিধিনা সপ্তমীবিহিতরস্তাদিনব-  
পত্রিকাস্থাপনপ্রবেশমুদ্রাশ্রীভগবদ্গূমহাশ্রানগণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বক-  
বার্ষিকশরৎকালীনশ্রীভগবদ্গূমহাশ্রানগণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বক-  
বার্ষিকশরৎকালীনশ্রীভগবদ্গূমহাশ্রান-গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বক-বার্ষিকশরৎকালীনশ্রীভ-  
গবদ্গূমহাশ্রান-গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বক-বার্ষিকশরৎকালীনশ্রীভগবদ্গূমহাশ্রান-গণপত্যাদিনানা-

\* যদি প্রতিনিধিকে বরণ করিতে হয়, তবে এই সময়ে ত্র্যম্বকে পূজাহ বালন ববাইয়া  
বরণ করিবে ( ৪৪ পৃঃ দেখ ) ।

দেবতাপূজাপূর্বকবার্ষিকশরৎকালীনশ্রীভগবদ্গুণপূজা ছাগপশুবলিদানমহানবমী  
বিহিতম্‌ময়শ্রীভগবদ্গুণমহান্নানগণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাছাগপশুবলিদানপূর্বক-  
বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীভগবদ্গুণপূজনকস্মাহং করিষ্যে ।”

এইপ্রকার সঙ্কল্প করিয়া গৃহীত জল ত্রৈশন্যকোণে নিক্ষেপ করত অশাখোক্ত  
সূক্ত যন্ত্র পাঠ করিয়া নবপত্রিকা \* স্নান করাইবে । যথা—

প্রথমতঃ পঞ্চগব্য শোধান (৫।৫২পৃঃ দেখ) করিয়া “ওঁ জ্রাং হ্রদয়ায় নমঃ” বলিয়া  
গোমুত্র দ্বারা স্নান করাইবে । এইরূপে “ওঁ জ্রীং শিরসে স্বাহা” বলিয়া গোময়  
“ওঁ ক্রুং শিখায় বষট্” বলিয়া দুগ্ধ, “ওঁ ক্রৈং কবচায় হুং” বলিয়া দধি  
“ওঁ ক্রৌ নেত্রত্রয়ায় বোবট্” বলিয়া ঘৃত এবং “ওঁ ক্রৈঃ অন্ত্রায় ফট্” বলিয়া  
কুশোদক দ্বারা স্নান করাইবে । পরে স্নগন্ধিজল দ্বারা স্নান করাইবে । যথা,—

“ওঁ কদলীতরুসংস্থাসি বিষ্ণোর্বক্ষঃস্থলাপ্রয়ে । নমস্তে নবপত্রি ত্বং নমস্তে  
চণ্ডনায়িকে ॥ ১ ॥ ও কচ্চি ত্বং স্থাবরস্থাসি সদা সিদ্ধিপ্রদায়িনী । হৃগীরূপেণ  
সর্বত্র স্নানেন বিজয়ং কুরু ॥ ২ ॥ ওঁ হরিত্রে হররূপাসি শঙ্করস্য সদা প্রিয়া ।  
ব্রহ্মরূপাসি দেবি ত্বং সর্বসিদ্ধিং প্রযচ্ছ মে ॥ ৩ ॥ ওঁ জয়ন্তি জয়রূপাসি জগতাং  
জয়হেতবে । নমামি ত্বাং মহাদেবি জয়ং দেহি গৃহে মম ॥ ৪ ॥ ওঁ ত্রীকল  
ত্রীনিকৈভোহসি সদা বিজয়বর্ধনঃ । দেহি মে হিতকামাংশ্চ প্রসন্নো ভব  
সর্বদা ॥ ৫ ॥ ওঁ দাড়িম্যববিনাশায় কুম্ভাশায় চ বেধসা । নিশ্চিন্তা ফলকামায়  
প্রসীদ ত্বং হরপ্রিয়ে ॥ ৬ ॥ ওঁ স্থিরা ভব সদা হৃগে অশোকৈ শোকহারিণি ।  
ময়া ত্বং পূজিতা হৃগে স্থিরা ভব হরপ্রিয়ে ॥ ৭ ॥ ওঁ মান মাত্রেষু বৃক্ষেষু মাননীয়ঃ  
সুরাসুরৈঃ । স্থাপয়ামি মহাদেবীং মানং দেহি নমোহস্ত তে ॥ ৮ ॥ ওঁ লক্ষ্মীং  
ধাত্তরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী । স্থিরাত্যন্তং হি নো ভূত্বা গৃহে কামপ্রদা  
ভব ॥ ৯ ॥”

অনন্তর অষ্টঘটের জল দ্বারা স্নান করাইবে । যথা,—“ওঁ দেবাস্তামভিষিক্ত  
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ । ব্যোমগঙ্গাসুপূর্নে আঞ্জেন কলসেন তু ॥ ১ ॥ ওঁ মরুত-  
শ্চাভিষিক্ত ভক্তিমন্তঃ সুরেশ্বরীং । মেঘতোয়াদিপূর্নে দ্বিতীয়কলসেন তু ॥ ২ ॥  
ওঁ সান্নস্বাদিতোয়েন সংপূর্নে সুরোত্তমাং । বিভাধরাশ্চাভিষিক্ত তৃতীয়-  
কলসেন তু ॥ ৩ ॥ ওঁ বক্ষাংস্তুমভিষিক্ত লোকপালাঃ সমাগতাঃ । সাংরোদ-  
কপূর্নে চতুর্থকলসেন তু ॥ ৪ ॥ ওঁ বারিণা পরিপূর্নে পদ্মরেণুস্নগন্ধিনা ।



## পুরোহিত-সর্বস্ব ।

পূৰ্ণমেনাভিধিকন্তু নাগাস্ত কলসেন তু ॥ ৫ ॥ ওঁ হিমবন্ধেমকুটাত্মা অতিধিকন্তু  
পৰ্ৱতাঃ । নিম্নরোদকপূৰ্ণেন বৰ্ঠেন কলসেন তু ॥ ৬ ॥ ওঁ সৰ্বভীৰ্য্যপূৰ্ণেন  
সপ্তমেন সুরেশ্বরীং । শক্রাৱয়োহতিধিকন্তু ঋষয়ঃ সন্ত এব চ ॥ ৭ ॥ ওঁ বসবশ্চাতি-  
ধিকন্তু কলসেনাষ্টমেন তু । অষ্টমঙ্গলসংযুক্তে দুৰ্গে দেবি নমোহস্ত তে ॥ ৮ ॥

এই সকল মন্ত্ৰে নবপত্রিকা স্থান করাইয়া বস্ত্র পরিধান করাইবে । যথা,—  
“ওঁ পরিধাস্যে যশোধাস্যে দীৰ্ঘায়ুর্দ্বায় জরদষ্টিরস্মি ॥ শতঞ্চ জীবামি শরদঃ  
সুবৰ্চা রায়শ্চোষমভি সংব্যয়মিষো ॥”

বস্ত্র পরিধান করাইয়া মঙ্গলবাদ্য করিয়া দেবীর দক্ষিণে ভক্তাসনোপরি  
স্থাপন করাইবে ।

অতঃপর দেবীর সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া প্রারম্ভিত করিবে :—“ওঁ অশ্বেত্যাদি-  
অশ্ৰা মুমুপ্রতিমায়াঃ সায়ুধায়াঃ সৰ্ব্বালঙ্কারভূষিতায়া নানাবর্ণচিত্রকৰ্ম্মণি লিপি-  
দোষণেণ যৎকিঞ্চিৎ স্থানমানাদিবৈগুণ্যং জাতং তদ্বোধপ্রশমনায় বেতলামিমহাভূ-  
তেভ্যঃ এতে মাষভক্তবলগণো নমঃ ।” এই বলিয়া নৈঋত কোণে বলিত্রয় প্রদান  
করিয়া চক্ষুর্দান করিবে । যথা,—“ওঁ ইদং নেত্রত্রয়ং দিব্যং চন্দ্রসুৰ্য্যানলপ্রভং ।  
তারাকারময়ং দেবি পশু স্বং ভুবনত্রয়ং ॥”

অনন্তর করবোড়ে নিম্ন লিখিত মন্ত্ৰ পাঠ করিবে,—“ওঁ শ্রীশৈলশিখরে  
জাতঃ শ্রীকলঃ শ্রীনিকেতনঃ । নেতব্যোহসি ময়া গচ্ছ পূজ্যো দুর্গাস্বরূপতঃ ।  
ওঁ প্রবিষ্টা তিষ্ঠ যজ্ঞেহস্মিন্ । যাবৎ পূজাং করোম্যহং । আয়ুরারোগ্য-  
বিজয়ং দেহি দেবি নমোহস্ত তে ॥” তৎপরে দেবীর চরণ ধারণ করিয়া পাঠ  
করিবে । —“ওঁ চামুণ্ডে চল চল চালয় চালয় শীঘ্রং পূজালয়ং প্রবিশ । ওঁ  
আগচ্ছ মদগৃহে দেবি সৰ্ব্বাভিঃ শক্তিভিঃ সহ । প্রবিষ্টা তিষ্ঠ যজ্ঞেহস্মিন্,  
যাবৎ পূজাং করোম্যহং ॥ ওঁ আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সৰ্ব্বকল্যাণহেতবে ।  
পূজাং গৃহাণ বিধিবৎ সৰ্ব্বকল্যাণকারিণি । ওঁ এহেহি ভগবত্যশ্ব শত্রু-  
ক্ষয়জয়প্রদে । ভক্তিতঃ পূজয়ামি ত্বাং নবদুৰ্গে সুরার্চিতৈঃ ॥ ওঁ পল্লবৈশ্চ  
ফলোপেতৈঃ শাখাভিঃ সুরনায়িকৈঃ । পল্লবে সংস্থিতৈঃ দেবি পূজাং গৃহ  
প্রসীদ মে ॥”

অনন্তর—“ওঁ জ্রাং জ্রীং স্থাং স্থীং স্থিরীভব ।” এই মন্ত্ৰে গীতবাদ্য সহ-  
কারে দেবীকে স্থাপন করিয়া গণপতি ষট, নবপত্রিকা ষট ও দুর্গাষট (কুলপ্রথা-  
নুসারে ষট বেশীও স্থাপন করা হইয়া থাকে) অশাখোক্ত মন্ত্ৰে স্থাপন করিয়া  
দুর্গাষটে হস্ত দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্ৰপাঠ করিবে । যথা,—

“ও সৰ্ব্বতীর্থোদ্ভবং বাসি সৰ্ব্বদেবনমস্কৃতং । ইমং ঘটং সমাক্ষু তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ ॥”

তৎপরে দেবীর চরণে হস্তদান করিয়া “ও আবাহয়ামি দেবি স্বাং যুময়ে ত্রী-  
ফলেহপি চ । স্থিরাভ্যন্তং হি নো ভুত্বা গৃহে কামপ্রদা ভব ॥” ও তৎ হুর্গে হুর্গরূ-  
পাসি স্রবতেজোমহাবলে । মেনানন্দকরে দেবি সৰ্ব্বসিদ্ধিকং দেহি মে ।  
ও এছেহি ভগবত্যস্ত ইত্যাদি । ও হুর্গে দেবি সমাক্ষু” ইত্যাদি । ও যেক্ষমন্দর-  
ইত্যাদি । ও দেবী ত্বং জগতাং মাতঃ হৃষ্টসংহারকারিণি । পত্রিকাসু সমস্তাসু  
সান্নিধ্যমিহ কল্পয় । ও যে দেবা যাস্চ দেব্যশ্চ চলিতাশ্চ চলন্তি যে । আবাহয়ামি  
তান্ সৰ্বান্ চণ্ডিকে পরমেশ্বরী ॥” এই মন্ত্র পাঠ করিবে ।

অতঃপর দেবীর সম্মুখ ভাগ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দেবীর হৃদয়ে হস্ত  
প্রদান করিয়া “অম্র প্রাণপ্রতিষ্ঠামম্রস্য ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরী ঋষয়ঃ ঋগ্ যজুঃ-  
সামানি ছন্দাংসি ক্রিয়াময়বপুঃ প্রাণাখ্যা দেবতা আং বীজং জীং প্রাণপ্রতিষ্ঠায়াং  
বিনিয়োগঃ । ও অস্মৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্ত অস্মৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্ত চ । অস্মৈ দেবত্ব-  
সংখ্যাটয় স্বাহা ॥ ও আং জীং ক্রোং ইত্যাদি । ও মনোজ্যোতির্জুঁষতাং  
ইত্যাদি ॥ ( ১৭ পৃ দেখ ) ও বায়ুং নঃ শর্ম মর্মভূতিং প্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠ ॥”  
পরে প্রতিমাগঠিত দেবতাগণের প্রত্যেকের “ও মনোজ্যোতির্জুঁষতাং” ইত্যাদি  
মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে ।

অতঃপর দেবীর সম্মুখে দর্পণ স্থাপন করিয়া দর্পণে প্রতিবিম্ব অবলোকন  
করত “ও অবাধ্যায় ব্যৃহৎ সোমোরাজায় মাগমং । স মে মুখং প্রমার্জ্যতে  
যশসা চ ভগেন চ ॥” এই মন্ত্রে দস্তকাঠ দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করাইয়া  
মহান্নান করাইবে ।

মহান্নান যথা,—প্রথমে শীতলতণ্ডুল চূর্ণ দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া  
দর্পণে দেবীর সৰ্ব্বশরীর উদ্বর্তন করিবে । যথা,—ও উদ্বর্তয়ামি দেবি স্বাং  
ইত্যাদি ।

পরে শীতল জলদ্বারা “ও জীং ত্রী চণ্ডিকায়ৈ নমঃ ।” বলিয়া ন্নান করাইয়া  
শোণিত পঞ্চগব্যদ্বারা পূর্বোক্ত প্রকারে ( নবপত্রিকা ন্নানবৎ ) ন্নান করা-  
ইয়া পঞ্চামৃতদ্বারা \* ন্নান করাইবে । যথা,—চিনি দ্বারা,—“ও জীং হুর্গায়ৈ  
নমঃ । মধু,—“ও জীং গোষ্ঠ্যৈ নমঃ ।” নারিকেল জল,—“ও জীং ভগবতৈ

নমঃ ।” স্বতঃ,—“ও জীং ত্রিদশৈর্নামৈঃ নমঃ ।” হৃৎ,—“ও জীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ ।” সমস্ত একত্র করিয়া,—“ও গণেশিকায়ৈ বিদ্যে মহাদেব্যা ধীমহি তন্নো গোবী প্রচোদয়াৎ ॥” এই দেবী গায়ত্রী পাঠ করিয়া জ্ঞান করাইবে । অনন্তর যুক্তিকাজ্ঞান করাইবে । যথা,—

নদীর উভয় কূলস্থ মৃত্তিকামিশ্রিত জলদ্বারা,—“ও জীং চণ্ডায়ৈ নমঃ । অস্ত্রোদ্ধৃত মৃত্তিকোদক,—“ও জীং ভগবত্যা নমঃ ।” শূকরদন্তোদ্ধৃত মৃত্তিকোদক,—“ও জীং প্রচণ্ডায়ৈ নমঃ ।” উষ্ণোদক,—“ও জীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ ।” হস্তি-দন্তোদ্ধৃত মৃত্তিকাজল “ও জীং চণ্ডায়ৈ নমঃ ।” বেণ্ডাদ্বারস্থ মৃত্তিকাজল,—“ও জীং গোবী নমঃ ।” ধাত্ত, পটপত্র ও গুড়োদক,—“ও জীং কাত্যায়নৈ নমঃ ।” রাজদ্বার মৃত্তিকোদক,—“ও জীং অতিচণ্ডায়ৈ নমঃ ।” গঙ্গোদক,—“ও রাং রীং রক্তদন্তিকায়ৈ ।” কুশোদক,—“ও রাং রীং মহাদন্তিকায়ৈ ।” হরিদ্রোদক,—“ও নমঃ পরমেশ্বরায় ধর্মায় যজ্ঞায় যজ্ঞরূপিণে । তপসে পাপনাশায় পুণ্যায় সুখধর্মিণে ॥” রুবশ্চোদ্ধৃত মৃত্তিকোদক,—“ও জীং জীং বোং নমঃ ।” সমুদ্রোদক,—“ও জীং দুর্গায়ৈ ।” অগুরুদক,—“ভবাত্তৈ ।” সর্কোষমিজল,—“ভজ-কাল্যৈ ।” চতুশ্চর্মমৃত্তিকোদক,—“নারায়ণ্যৈ ।” কুঙ্কমোদক,—“দুর্গায়ৈ ।” জাতীকলোদক,—“চণ্ডিকায়ৈ ।” কপূরোদক,—“পার্কত্যাৈ ।” গঙ্গামৃত্তিকোদক রক্তচণ্ডায়ৈ, যবাদি ত্রীহিজল,—“সুবনামিকায়ৈ ।” ইক্ষুরস,—“উগ্রচণ্ডায়ৈ ।” পঞ্চকষায় (১) জল,—“অপরাজিতায়ৈ ।” কাকনোদক,—“শিবদূত্যাৈ ।” রজতোদক,—“গোবী নমঃ ।” এই প্রত্যেক নামের পূর্বে “ও জীং” যোগ করিয়া জ্ঞান করাইবে । পরে নারিকেলোদক,—“বাং বৈকট্যাৈ ।” দধি, হৃৎ, স্বত ও মধু দ্বারা প্রত্যেকে,—“ও দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা ।” গোরোচনোদক,—“ও জীং অপর্ণায়ৈ ।” মালত্যাঙ্গিপুষ্পোদক,—“ও শ্রীশ তে লক্ষ্মীশ পত্ন্যা ইত্যাদি । পঞ্চরসোদক,—“ও জীং মহাগৈত্র্যাৈ ।” শিখিরোদক,—“ও জীং শান্ত্যৈ ।” শঙ্খোদক,—“ও পুণ্যস্তং শত্ৰু পুণ্যানাং ইত্যাদি ॥”

অনন্তর অষ্ট ঘট জল দ্বারা জ্ঞান করাইবে । যথা,—“ও সুরাস্তা মতিমি-কন্ত ইত্যাদি (২৪ পৃ দেখ) ।” অতঃপর ভূদ্বারস্থ (গাভূস্থ) সুগন্ধি জল,—“ও সূর্য্যঃ সোমঃ কুবেরশ্চ বক্রণো যাদসাং পতিঃ ॥ এতে স্তমসো ভূত্বা ভূদ্বারৈঃ প্রাপয়ন্ত

(১) লব্ধ, শাকজী বাটানী বকুলো বদরস্তথা । এতে পঞ্চকষাঃ প্রোক্তাঃ নানার্থং কথয়ামি তে । জাম, শিমু, কেউলি, বকুল ও কুলহলের একত্র সংমিশ্রিত জলকেই পঞ্চকষায় বলায় ।

তে ॥ ১ ॥ ওঁ অদিতিঃ দিতীশ্চৈব তথৈবাক্ষতী সতী । এতাঃ স্মনসো  
ভূষা ভূষারৈঃ আপয়ন্ত তে ॥ ২ ॥ ওঁ গঙ্গা চ যমুনা চৈব চন্দ্রভাগা সরস্বতী ।  
এতাঃ স্মনসো ভূষা আপয়ন্ত মহেশ্বরীম্ ॥ ৩ ॥ ওঁ ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকঃ  
কুমুদশ্চ দিশাং গজাঃ । এতে স্মনসো ভূষা ভূষারৈঃ আপয়ন্ত তে ॥ ৪ ॥ ওঁ  
বৃহস্পতিঃ সুরাচার্যো দৈত্যানামর্চিতো ভৃগুঃ । এতৌ স্মনসো ভূষা আপ-  
য়েতাং মহেশ্বরীং ॥ ৫ ॥ ওঁ দেবকন্তা নাগকন্তা স্তথৈবাপ্সরসাং গণাঃ ।  
গন্ধোদকসমুদ্ভেন আপয়ন্ত মহেশ্বরীং ॥ ৬ ॥ ওঁ বিত্ভাধরঃ পুষ্পদন্তো হাহা  
হুহুশ্চ বীৰ্য্যবান্ । গীতবাত্তাদিনাট্যেন আপয়ন্ত মহেশ্বরীম্ ॥ ৭ ॥ ওঁ  
বাসুশ্চ নারদশ্চৈব বশিষ্ঠশ্চ পরাশরঃ । মন্ত্রপুতেন ত্রোয়েন আপয়ন্ত মহেশ্বরীং  
॥ ৮ ॥ ওঁ দৈত্যশ্চ দানবশ্চৈব যাতুধানাঃ সহস্রশঃ । সর্পৈঃ স্মনসো ভূষা  
আপয়ন্ত সুশোভনাং ॥ ৯ ॥ ওঁ দুর্গা চণ্ডেশ্বরী চণ্ডী বারাহী কার্তিকী তথা ।  
হরসিদ্ধা তথা গৌরী কামাখ্যা সর্বদেবতাঃ । এতা সর্বাশ্চ যোগিস্তে  
ভূষারৈঃ আপয়ন্ত তে ॥ ১০ ॥ ওঁ লবণেশ্বরাস্পিদধিভূজলাভকাঃ । সমুদ্রাঃ  
সমুদ্র চৈবাগ্রে ভূষারৈঃ আপয়ন্ত তে ॥ ১১ ॥

অতঃপর সহস্রধারাবৃক্ত ঘণ্টের দ্বারা স্নান করাইবে । যথা,—

ওঁ সিক্তভৈরবশোনাভা যক্ষরাক্ষসপন্নয়াঃ । সর্পৈঃ স্মনসো ভূষা আপয়ন্ত  
মহেশ্বরীং ।” ওঁ সুরাস্বামিভিষিক্ত” ইত্যাদি ( ৩৪ পৃ দেখ ) । অনন্তর ওঁ  
অগ্নিমৌলে ইত্যাদি বৈদ্যচর্য্যের মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করাইবে ।

অনন্তর নূতন ধোত বস্ত্র দ্বারা দর্পন মার্জ্জনা করিয়া তাহার মধ্যস্থলে সিন্দূর-  
বিন্দু অঙ্কিত করত তন্মধ্যে বিষ্ণুপত্নের বাঁটা দ্বারা “হ্রীং” এই  
বীজ লিখিয়া তাহার বহির্ভাগে গোলাকার ও ত্রিকোণ রত অঁকিয়া  
দেবীর সিংহাসনোপরি স্থাপন করিবে । পরে দেবীর চরণামৃত গ্রহণ  
করিবে ।

অনন্তর পূজক স্বীয় আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া গন্ধ পুষ্প দ্বারা করমুগল  
সংশোধন করতঃ উর্দ্ধোর্দ্ধু ক্রমে তালজয় দান করিয়া ছোটিকাধারা দশদিক্  
বন্ধন করত গুরুপংক্তি নমস্কার করিয়া বামপাদপাক্ষিভাতদ্বয় দ্বারা বিষ্ণু  
দ্বীকরণ করিয়া আসন শোধন করত “ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ” ইত্যাদি  
মন্ত্র পাঠ করিয়া শ্বেতসর্ষপ দ্বারা আশ্রয়কা করিয়া স্বদক্ষিণে গোময়কৃত  
মণ্ডলে ভূতগণের আবাহন করন্ত পূজা করিয়া মাষভক্তবলি প্রদান করিবে  
( ৮ পৃ দেখ ) । অতঃপর ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম করিয়া গণেশের ধ্যান ও

আবাহন করত পাণ্ডাদি দ্বারা অৰ্চনা করিয়া শিবাди পঞ্চদেবতাগণের পূজা (১০৪ পৃ দেখ) করিবে।

তৎপর সামান্তার্থ্য স্থাপন করিয়া মাতৃকাত্মাদি করিয়া ঋষাদি তাম করিবে। যথা,—শিরসি ও নারদঋষয়ে নমঃ। মুখে ও গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি ও জীং দুর্গায়ৈ নমঃ।” অতঃপর ব্যাপকতাস ও প্রাণায়াম করিয়া করাজতাস করত গুরুপঙ্ক্তি নমস্কার করিয়া যোনিমুদ্রা সহযোগে পুষ্প গ্রহণ কৰিয়া “ওঁ জটাজুটসমায়ুক্তা” ইত্যাদি ধ্যান করিয়া (১০৫ পৃ দেখ) স্বীয় মন্তকে পুষ্প প্রদান করিয়া মানগোপচারে পূজা করত বিশেষার্থ্য স্থাপন পূৰ্ব্বক পুনৰ্বার করাজতাসাদি করিয়া দেবীর ধ্যান করিবে এবং হস্তস্থ পুষ্প ঘটোপরি প্রদান করিয়া দেবীর আবাহন করিবে। যথা,—ওঁ ভগবতি দুর্গে দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি।

এইরূপে আবাহন করত অথও বিবপুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া,—“ওঁ অমৃতো-  
ত্ত্বং জীবন্তং মহাদেবপ্রিয়ং সদা। পবিত্রস্তে প্রযচ্ছামি বিবপত্রং মহেশ্বরী ॥” ইহা পাঠ করিয়া “এষ বিবপত্রাঞ্জলিঃ ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা জীং দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ” বলিয়া দেবীর চরণে প্রদান করত কৃতাজলি পুরঃসর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

“ওঁ আগচ্ছ বরদে দেবি সৰ্বাভিঃ শক্তিভিঃ সহ। শারদীয়ায়িমাং পূজাং  
রচয়ামি শুচিস্মিতে। ওঁ দুর্গে দেবি সমাগচ্ছ ইত্যাদি ॥” অতঃপর ষোড়শো-  
পচারে অৰ্চনা করিবে। যথা,—

প্রথমত যজমান অৰ্ঘ্যোদক দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া “ইদং রজতাসনায় নমঃ”  
এই বলিয়া আসন অভিযুক্ত করত “ইদং রজতাসনং ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি  
স্বাহা জীং দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ” অথবা—“ওঁ দক্ষঃস্তুবিনাশিতৌ মহাঘোরাভ্যে  
যোগিনীকোটপরিবৃত্তাভ্যে ভদ্রকাল্যে জীং দুর্গায়ৈ দেব্যৈ নমঃ” বলিয়া  
আসন উৎসর্গ করত কৃতাজলি হইয়া “ওঁ আসনং গৃহ চার্কস্মি চণ্ডিকে  
সৰ্বমঙ্গলে। তদ্রূপ জগতাং মাতঃ স্থানং মে দেহি চণ্ডিকে ॥ ১ ॥ এইরূপ  
সৰ্বত্র জানিবে ॥ “ওঁ কৃতার্থোহহুগৃহীতোহস্মি সকলং জীবিতং মম। আগ-  
তাসি যন্তো দুর্গে মাহেশ্বরী মদাশ্রমং ॥ ওঁ ভগবত্যাঃ স্বাগতং ॥ ইহা বলিয়া  
দেবীকে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া “ওঁ সুসাগতং” বলিবে ॥ ২ ॥ পাণ্ডা,—“ওঁ সু-  
পাণ্ডং পানরোক্ষি পানাত্যাং সিংহবাহিনি। ময়া নিবেদিতং ভক্ষ্যা গৃহাণ  
পরমেশ্বরী ॥ ৩ ॥ অর্থাৎ, -ওঁ ত্রিলোকোদ্ধারহেতুঃসমবতীর্ণা মহীতলে। ময়া

নিবেদিতো ভক্ত্যা অৰ্থোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৪ ॥ আচমনীয়,—“ওঁ মন্দাকিত্যস্ত  
যদ্ব্যসি সৰ্ব্বপাগহরং স্তভং । গৃহাণাচমনীয়ং ত্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতং ॥ ৫ ॥  
মধুপৰ্ক,—“ওঁ সৰ্ব্বকল্যবহীনাটৈঃ সদানন্দধৰুপায়ে । মধুপৰ্ক মিমং দেবি কল্পয়ামি  
প্রসীদ মে ॥ ৬ ॥ পূৰ্ব্বং আচমনীয় ॥ ৭ ॥ ঝানীয়,—“ওঁ জয় দেবি মহামায়ে  
চিদানন্দধৰুপিণি । ঝানীয়ক ময়া দত্তং গৃহাণ পরমেশ্বরী ॥ ৮ ॥ বস্ত,—“ওঁ  
নানাবর্ণবিচিত্রবস্ত্রে বস্ত্রমেতদ্বহেশ্বরী । ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পিধানকোস্ত-  
রীয়কম্ ॥ ৯ ॥ আভরণ,—“ওঁ নানাবর্ণপোত্তদীপিনঃ পরমেশ্বরী । অলঙ্কারাঃ  
শরীরে তে শোভন্তাঃ সুরবন্দিতৈঃ ॥ ১০ ॥ বিন্দুর, পটুগ্ৰীবালি, কঙ্কতিকা,  
চামর ও ব্যজন উৎসর্গ করিয়া শঙ্খভূষণ,—“ওঁ দেবি শঙ্খা ইমে রম্যা-  
স্তব বাহুবিভূষকাঃ । বিচিত্রাঃ প্রতিগৃহ্যন্তাঃ ময়া যদ্রোপপাদিতাঃ ॥” গন্ধ,—  
শরীরস্তে ন জানামি চেষ্টাকৈব বরাননে । ময়া নিবেদিতান্ গন্ধান্ প্রতিগৃহ্য  
বিলিপ্যতাং ॥ ১১ ॥ মালা,—“ওঁ নানামোদমুখং প্রায়ো নানাপুষ্পবিনির্মিতং । ময়া  
নিবেদিতং ভক্ত্যা পুষ্পমালাং মহেশ্বরী ॥ ১২ ॥ বিবপত্র মালা,—“ওঁ অমৃতোদন্তং  
শ্রীধ্বজং মহাদেবপ্রিয়ং সদা । পবিত্রং তে প্রযচ্ছামি শ্রীকলীয়ং সুরেশ্বরী ॥”  
ধনুপুং,—“ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুরমোহরঃ । আভ্রেশঃ সৰ্ব্বদেবানাং  
ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাং ॥ ১৩ ॥ দীপ,—“ওঁ সূর্য্যচন্দ্রমসোদীপ্তিকীৰ্ত্ত্যাদয়িস্তথৈব  
চ । ত্রয়েব জ্যোতিষাং দেবি দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাং ॥ ১৪ ॥ অঞ্জন,—“ওঁ  
নমস্তে সৰ্ব্বদেবেশি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে । চক্ষুযামঞ্জনং হৃদ্যং দেবি দত্তং  
প্রগৃহ্যতাং ॥” নৈবেদ্য,—“ওঁ নৈবেদ্যং পরমং লোকে সুরাহ সুরমোহরং ।  
ফলতণ্ডুলসংযুক্তং গৃহাণ পরমেশ্বরী ॥ ১৫ ॥ দোপকয়ণাম,—“ওঁ অম্রং চতুর্বিধং  
দেবি রসৈঃ ষড়্ভিঃ সম্বিতং । উত্তমং প্রাণদকৈব গৃহাণ মম ভাবতঃ ॥”  
পরমার,—“ওঁ গব্যসর্পিঃপয়োধুক্তং নানামধুরসংযুতং । ময়া নিবেদিতং  
ভক্ত্যা পরমারং প্রগৃহ্যতাং ॥” পিষ্টক,—“ওঁ অমৃতৈ রচিতং দিব্যং  
নানারূপবিনির্মিতং । পিষ্টকং বিবিধং দেবি গৃহাণ মম ভাবতঃ ॥” মোদক,—  
“ওঁ মোদকং স্বাহ সংযুক্তং শর্করাদিবিমিশ্রিতং । সুরম্যং মধুরং ভোজ্যং  
দেবি দত্তং প্রগৃহ্যতাং ॥” নারিকেল ফল, ওঁ ফলমূলানি সৰ্ব্বাণি প্রম্যারণ্যানি  
যানি চ । নানাবিধপুগন্ধানি । গৃহ্য দেবি মমাচিরং ॥” রচনা,—“ওঁ  
নানাকলসমায়ুক্তাং নানাবস্ত্রবিনির্মিতাং । রচনাস্তে প্রযচ্ছামি গৃহাণ পরমে-  
শ্বরী ॥ পানার্থ তৈজসাধারজল,—“ওঁ জলং স্রোভনং দেবি স্বচ্ছমত্যন্তশীতলং ।  
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা আচাণং কুরু চণ্ডিকে ॥ পুনরাচমনীয় পূৰ্ব্বং ।

তাম্বুণং,—ওঁ তাম্বুণং বরং রম্যং কর্পূরাদিসুবাসিতং। ময়া নিবেদিতং  
ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরী ॥ প্রণাম,—ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গলো ইত্যাদি ॥ ১৬ ॥

অনন্তর নবপত্রিকার অর্চনা করিবে। যথা,—

নবপত্রিকা পূজা—রম্ভাধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণীকে “ওঁ রম্ভারূপে ব্রহ্মাণি ইংগচ্ছা-  
গচ্ছ” এইরূপে আবাহন করত “ওঁ হ্রীং রম্ভারূপায়ৈ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ” এইক্রমে  
পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া প্রণাম করিবে,—ওঁ দুর্গে দেবি সমাগচ্ছ মাযিধা-  
মিহ কল্পয়। রম্ভারূপেণ সর্বত্র শান্তিং কুরু নমোহস্ত তে ॥ ১ ॥ ওঁ কচ্চীরূপে  
কালিকে ইংগচ্ছাগচ্ছ ইত্যাদি ক্রমে কচ্চীতে কালিকার আবাহন করিয়া “ওঁ  
হ্রীং কালিকায়ৈ নমঃ” এইরূপে পাণ্ডাদি দ্বারা পূজা করিয়া প্রণাম করিবে,—ওঁ  
মহিষাসুরবধে কচ্চীভূতাসি সূত্রতে। মম চাহুগ্রহার্থায় আগতাসি হর-  
প্রিয়ে ॥ ২ ॥ হরিজায়,—ওঁ হরিজারূপে দুর্গে ইংগচ্ছাগচ্ছ ইত্যাদি ক্রমে দুর্গার  
আবাহন করিয়া “ওঁ জীং হরিজারূপায়ৈ দুর্গায়ৈ নমঃ” এইরূপে পাণ্ডাদি দ্বারা  
পূজা করিয়া প্রণাম করিবে,—ওঁ হরিদ্রে হররূপাসি উমারূপাসি সূত্রতে। মম  
বিল্ববিনাশায় পূজাং গুরু প্রদাদ মে ॥ ৩ ॥ জয়ন্তীতে,—“ওঁ জয়ন্তীরূপে কার্তিকি  
ইংগচ্ছাগচ্ছ ইত্যাদিরূপে কার্তিকীর আবাহন করিয়া “ওঁ জীং জয়ন্তীরূপায়ৈ  
কার্তিক্যৈ নমঃ” বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া প্রণাম করিবে,—ওঁ  
নিমন্তন্তমন্তমন্তে সৈন্তৈর্দেবগণৈঃ সহ। জয়ন্তি পূজিতাসি তুমস্বাকং বরদা  
ভব ॥৪॥ বিবে,—বিস্বরূপে শিবে ইত্যাদি ক্রমে শিবকে আবাহন করিয়া “ওঁ হ্রীং  
বিস্বরূপায়ৈ শিবায়ৈ নমঃ” এইরূপে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে,—ওঁ মহাদেব-  
প্রিয়করো বাসুদেবপ্রিয়ঃ সদা। উমাপ্রীতিকরো বৃক্ষো বিস্বরূপো নমোহস্ত তে  
॥ ৫ ॥ দাড়িম্বে,—“ওঁ দাড়িম্বরূপে রক্তদন্তিকে” ইত্যাদি রূপে রক্তদন্তিকার  
আবাহন করিয়া “ওঁ দাড়িম্বরূপায়ৈ রক্তদন্তিকায়ৈ নমঃ” এই ক্রমে পূজা করিয়া  
প্রণাম করিবে,—ওঁ দাড়িমি ত্বং পুরা যুদ্ধে রক্তবীজন্ত সম্মুখে উমাকার্য্যং  
কৃতং বস্মান্তস্মাৎ রক্ষ মাং সদা ॥৬॥ অশোক,—“ওঁ অশোকরূপে শোকহরিরিণি”  
ইত্যাদি রূপে শোকহরিতার আবাহন করিয়া “ওঁ জীং অশোকরূপায়ৈ শোক-  
হরিতায়ৈ নমঃ” এইরূপে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে,—ওঁ হরপ্রীতিকরো  
বৃক্ষো হৃশোকঃ শোকনাশনঃ। দুর্গাপ্রীতিকরো যস্যাম্যামশোকং সদা কুরু ॥ ৭ ॥  
মানে,—“ওঁ মানরূপে চামুণ্ডে” ইত্যাদি রূপে চামুণ্ডার আবাহন করিয়া “ওঁ হ্রীং  
মানরূপায়ৈ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ” এই প্রকারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে,—ওঁ যস্য  
পতে বসেদেবী মানরূকঃ শচীপ্রিয়ঃ। মম চাহুগ্রহার্থায় পূজাং গুরু প্রদাদ মে

। ৮ ॥ ধ্যান্যে, —“ওঁ ধাত্তরূপে লক্ষ্মি” ইত্যাদিরূপে লক্ষ্মীর আবাহন করিয়া “ওঁ ধাত্তরূপাট্যৈ লৈক্ষ্য নমঃ” এই ক্রমে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে,—ওঁ জগতঃ প্রাণরক্ষার্থং ব্রহ্মণা নির্মিতং পুরা । উমাগ্রীতিকরং ধাত্তং তস্মাৎ রক্ষ মাং সদা ॥৯॥ নবপত্রিকায় “ওঁ জীং নবপত্রিকাক্রপিণি দুর্গে” ইত্যাদি প্রকারে দুর্গার আবাহন করিয়া ওঁ জীং নবপত্রিকাবাসিত্তে দুর্গাট্যৈ নমঃ” এই ক্রমে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে—ওঁ পত্রিকে নবদুর্গে ত্বং মহাদেবমনোরমে । পূজাং গৃহাণ সুমুখি রক্ষ মামবনীশ্বরী ॥ ও ধন্তোহহং কৃতকৃত্যোহং সফলং জীবিতং মম । আগতাসি যতো দুর্গে মাংহেশ্বরী মদাশ্রমম্ ॥”

তৎপরে “ওঁ বিষ্ণবে নমঃ” এই ক্রমে,—কেশবায়, নারায়ণায়, গোবিন্দায়, মধুসূদনায়, হৃষীকেশায়, পদ্মনাভায়, দামোদরায়, কৃষ্ণায়, বাসুদেবায়, নীলকণ্ঠায়, দশাবতারেভ্যঃ, একাদশরুদ্রেভ্যঃ, দ্বাদশাদিত্যেভ্যঃ, পার্বত্যে, অর্ধবসুভ্যঃ, ব্যাসায়, গঙ্গাট্যৈ, যমুনাট্যৈ, হরুমতে, সংসত্তায়, বং রজসে, তং তমসে, অং সূর্য্য-মণ্ডলায়, উং সোমমণ্ডলায়, মং বহুমণ্ডলায়, ধর্ম্মায়, জ্ঞানায়, অধর্ম্মায়, অজ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, অবৈরাগ্যায়, সর্বেভ্যো দেবেভ্যঃ সর্কাভ্যো দেবীভ্যঃ ঐশ্বর্য্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়, চণ্ডিকার্যৈ, শিবায়, পুঞ্জিতদেবতাগণেভ্যঃ, এই সকল দেবতাগণের পাণ্ডাদিদ্বারা পূজা করিবে। পরে প্রতিমাং দেবতাগণের যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবে।

অনন্তর পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিয়া অগ্ন্যাসাদি করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া জপ সমর্পণ করত “ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে” ইত্যাদি মন্ত্রে নমস্কার করিবে। অতঃপর বলিদান করিবে। যথা—

### পৌরাণিক বলিদান ।

ব্রহ্মত স্তূলকণ পশুকে আনয়িত্ত করত, দেবী সম্মুখে স্থাপন করাইয়া “ওঁ অস্ত্রায় ফট্” বলিয়া পশুর সর্কাক দর্শন করিয়া “ওঁ পশুপাশবিনাশায় হেম-কূটস্থিত্রায় চ । পরাপরায় পরমেষ্ঠিনে হংকারায় চ মূর্ত্তয়ে ॥ এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে পশু বাম হস্তে ধারণ করিয়া তাত্ত্রাদি পাণ্ডে তীর্থ আবাহন করিয়া মানার্থ জল দিবে। মন্ত্র যথা—ওঁ বারাহী যমুনা গঙ্গা কয়তোয়া সরস্বতী । কাবেরী চন্দ্রভাগা চ সিন্ধুভৈরবসাগরঃ । সরযুগুণ্ডকী পুণ্যা খেতগঙ্গা চ কৌশিকী । ভোগবতী চ পাতালে যুগে মন্দাকিনী তথা ॥ অজ্ঞানানে মহেশানি



স্মারিণ্যমিহ কল্পয় । লোকানামুপকারার্থং পশুশ্চেষ্ঠো যযাধুনা । প্রোক্ষিতো  
ভগবৎপ্রীত্যে মানান্নানঞ্চ ভারয় ॥

কুশোদকে পশুপ্রোক্ষণ করিবে । মন্ত্র যথা—ওঁ অগ্নিঃ পশুরাসীন্তেনাযজন্ত  
স এতং লোকমজয়ৎ তস্মিন্নগ্নিঃ স তে লোকো ভবিষ্যতি ত্বং জেয্যসি পিঠৈতাপঃ  
॥ ১ ॥ ওঁ বায়ুঃ পশুরাসীন্তেনাযজন্ত স এতং লোকমজয়ন্তস্মিন্ সূর্য্যঃ স তে  
লোকো ভবিষ্যতি ত্বং জেয্যসি পিঠৈতাপঃ ॥ ২ ॥ ওঁ সূর্য্যঃ পশুরাসী ইত্যাদি ।  
ওঁ চন্দ্রঃ পশুরাসী ইত্যাদি ॥ ৩ ॥ ওঁ বাহুঃ তে শুক্লামি । ওঁ প্রাণাংস্তে শুক্লামি ।  
ওঁ চকুস্তে শুক্লামি । ওঁ শ্রোত্রস্তে শুক্লামি । ওঁ নাভিস্তে শুক্লামি । ওঁ যেতুস্তে  
শুক্লামি । ওঁ পায়ুস্তে শুক্লামি । ওঁ পার্শ্বস্তে শুক্লামি । ওঁ চরিত্রং তে শুক্লামি ।  
ওঁ বাক্ চ আপ্যায়তাং । ওঁ মনশ্চাপ্যায়তাং । ওঁ প্রাণাংস্ত আপ্যায়ন্তাং ।  
ওঁ চকুস্তে আপ্যায়তাং । ওঁ শ্রোত্রস্ত আপ্যায়তাং । বাক্ চ মনশ্চাত্মা চ সৰ্ব্বেন্দ্ৰি-  
রাণি মুখঞ্চাপ্যায়তাং । মোক্ষং কুরু কুরু হ্রীং স্বাহা । অনন্তর মেধাকার স্তম্ভমধ্যে  
পশুবন্ধন করিবে । যথা,—ওঁ মেধাকারস্তম্ভমধ্যে পশুং বন্ধয় বন্ধয়, ব্রহ্মাশ্বংও-  
মধ্যে পশুং বন্ধয় বন্ধয় সশৃঙ্গনৰ্ব্বাস্কাবয়বপশুং বন্ধয় বন্ধয় আং হুং কট্ স্বাহা ॥  
তৎপর “এতং পাদ্যং ওঁ ছাগপশবে নমঃ”—এই বলিয়া পাছাদি দ্বারা পশু পূজা  
করিয়া, শৃঙ্গ ও ললাটে সিন্দূর প্রদান করিবে । পরে পশুর অঙ্গে পূজা করিবে ।  
মন্তকে ওঁ ঋষিরবদনায়ৈ নমঃ, কপালে, চণ্ডিকাটয়, কর্ণদ্বয়ে—বৃহস্পত্যয়ে, চক্ষু-  
দ্বয়ে—চন্দ্রাদিত্যাভ্যাং, নাসিকায়—বারবে, যুগ্মে,—সরস্বত্যে, গ্রীবায় রক্ত-  
দন্তায়ৈ, পাদচতুষ্টয়ে মহাভয়ৈ, পৃষ্ঠে—মহাদন্তিকাটয়ৈ । জহ্বাচতুষ্টয়ে বর্ষায় ।  
উদরে—পদ্মনাভায় । পুচ্ছে—পৃথিব্যৈ । সৰ্ব্বাঙ্গে,—ঋষিরবদনায়ৈ । ছাগপশ্ববি-  
ষ্ঠাত্তদেবতাভ্যো নমঃ । পরে হাতবোড় করিয়া পাঠ করিবে,—ওঁ পশুরূপা-  
দিতো দেবৈর্ষজ্ঞার্থে চ বিধানিতঃ । ইদানীঞ্চ মহোৎসাহে ছেস্তব্যোহসি ময়া পুনঃ ॥  
যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টা যজ্ঞার্থে পশুঘাতনং । অতস্বাং ঘাতয়িষ্যামি তস্মাদ্যজ্ঞে  
বধোহবধঃ । দেবতাগ্রীতিহেতুস্বং সমাংসৈঃ ঋষিভৈঃ সদা । দাতুরাপ-  
বিনাশয় ছাগলায় নমোনমঃ ।

অতঃপর “ওঁ ঐং ঐং হ্রীং জীং চন্দ্রমণ্ডলাধিষ্ঠিতবিগ্রহাটয়ৈ পশুরূপচণ্ডি-  
কাটয়ৈ ইমং পশুং মোচয়ামি স্বাহা ॥” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মোচন করত পুন-  
রায় প্রোক্ষণ করিবে । যথা,—“ওঁ যে হতাঃ পশবো যজ্ঞে বিধিবৎ প্রোক্ষণা-  
দিভিঃ । তে ত্যক্তা পশুভাবন্ত প্রয়াস্তি পরমাং গতিং” ॥ ওঁ ঐং ঐং জীং শ্রীং বা  
বরুণমণ্ডলাধিষ্ঠিতবিগ্রহাটয়ৈ পশুরূপচণ্ডিকাটয়ৈ ইমং পশুং প্রোক্ষয়ামি স্বাহা ॥” এই

বলিয়া পণ্ডকে প্রোক্ষণ করত তিল কুণ জল গ্রহণ করিয়া। “তৎসদন্ত—অমুক-  
গোত্রঃ শ্রীমুকনেশ্বর্যা বর্ষদণকাবচ্ছিন্নশ্রীভগবদুর্গাপ্রীতিকামনয়া হুর্গে-হুর্গে  
রক্ষণি স্বাহা জীং হুর্গাটৈ ইমং ছাগপশুং বহ্নিদৈবতং তুভ্যমহং সম্প্রদদে ।” এই  
বলিয়া পশু উৎসর্গ করত কৃতাজলি হইয়া প্রার্থনা করিবে। যথা,—ওঁ বলি-  
রেব ময়া দত্তঃ পশূনাঞ্চ পশুভ্যমঃ । গৃহ গৃহ মহাদেবি রক্ষ মাং ছুরিতার্থবাৎ ।  
ওঁ ময়োৎসৃষ্টঃ পশুরয় মপশুভ্যঞ্চ দীয়তাং । উপযোগ স্বয়া কার্যো যথাকালং  
সদৈব হি ॥ পশুর দক্ষিণ কর্ণে মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—ওঁ কর্ণে হিলি  
হিলি বহুরূপধরায়ৈ হেং হেং ইমং পশুং প্রদর্শয় মুক্তিং নিয়োজয়, মুক্তিং প্রয়ো-  
জয় স্বাহা । অনন্তর ‘ওঁ হ্রাং জীং জ্রুং জ্রোং জ্রোং জ্রঃ শ্রাং শ্রীং শ্রুং শ্রৈং শ্রোং  
শ্রঃ নিধিলব্রজাণ্ডখণ্ডরূপং ইমং পশুং গুরু গৃহ স্বাহা’ এই বলিয়া সমর্পণ করিবে ।  
অনন্তর খড়্গের পূজা করিবে। খড়্গের মধ্যে সিন্দূর দ্বাৰা বৃত্ত অঙ্কিত  
করিয়া তাহাতে খড়্গাপূজা করিবে। খড়্গের দ্ব্যান,—ওঁ কৃষ্ণং  
পিণাকপাণিক কালরাত্রিস্বরূপিণং । উগ্রং রক্তাশ্বনয়নং রক্তমালাহুলেপনং ।  
রক্তাশ্বরথরথৈব পাশহন্তং কুটুধিনং । পিবমানঞ্চ কুধিরং, ভুঞ্জনং ক্রব্যাসংহতিম্ ।  
ওঁ কালি কালি বজ্রেশ্বরী লোহদণ্ডায় খড়্গায় নমঃ । এই বলিয়া পাদ্যাদি দ্বাৰা  
পূজা করিবে। পরে এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ খং বীজায় নমঃ, তীক্ষ্ণাগ্রায়,  
মহাভৈরবচণ্ডকপিনে, ব্যানব্যালিনে, ভাস্বরাকারদৈত্যলবীজায়নে নমঃ ।  
এই মন্ত্রে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে—ওঁ অসির্কিংশনঃ খড়্গাস্তীক্সধারো  
হুয়াসদঃ । শ্রীমর্ত্যোবিজয়শ্চৈব ধর্ম্যপালো নমোহস্ত-তে । ইত্যষ্টৌ তব  
নামানি পুরা প্রোক্তানি বেদমা । নক্ষত্রং কৃতিকা তুভ্যাং গুরুদেবো মহেশ্বরঃ ॥  
হিরণ্যঞ্চ শরীরন্তে ধাতা দেবো জনার্দনঃ ॥ পরে “ওঁ পশুকংপাদিতোদৈবৈবজ্র-  
সিদ্ধৈর্কিংশেযতঃ । তস্মাদ্ভমত্র যজ্ঞার্থে হস্তব্যোহসি ময়া পশো ॥ ওঁ পশুভ্যং পশু-  
ক্রপোহসি ব্রহ্মণা নিষ্চিতঃ পুরা । প্রোক্ষিতো ভগবৎপ্রীত্যে মামাত্মানঞ্চ তারয় ॥  
ওঁ খড়্গবাতোত্ত্ববং ভ্রুংখং যন্তে গনসি বর্ততে । তং ক্ষমস্ব পশোচ্ছাগ গন্ধর্কং লোক  
মাপ্নু হি ॥ এই বলিয়া পশুর স্তুতি করিয়া ওঁ মহিষ্যি মহামায়ে রক্তমাংসবলি-  
প্রিয়ে । ছাগলেন বলিং দদ্বি প্রগৃহণ দিগম্বরী ॥ এই বলিয়া দেবীর নিকট বলি  
গ্রহণ প্রার্থনা করিয়া, রক্ষার্থে বন্ধনহোহসি মুক্তয়ে মোচিতো ময়া । দেব্যঃ  
প্রীতিং সমুৎপাশ্ব স্বর্গং গচ্ছ পশুভ্যমঃ । এই মন্ত্রে পশুকে মোচন করিবে ।

অনন্তর “ওঁ ঐং জীং জ্রুং ইমং পশুং মহামোক্ষং কুৎ কুৎ গৃহ গৃহ ছিন্দি  
ছিন্দি আং হং ফট্ স্বাহা” বলিয়া পশুর গ্রীবাং খড়্গ স্পর্শ করাইবে ।

অতঃপর, বলিচ্ছেদন করিয়া, ছাগপশুর সমাংসকধির ও শীৰ্ষ আনয়ন করিবে এবং—ঐ ক্রীং কোশিকি কধিরেণা প্যায়তাং বলিয়া উৎসর্গ করিবে এবং “ও সমাংসছাগকধিরবলয়ে নমঃ” বলিয়া তিনবার অর্চনা করিয়া—অদ্যেত্যাদি-দণবর্থাবচ্ছিন্ন শ্রীভগবদ্গুণপ্রীতিকামঃ হুর্গে হুর্গে রক্ষণি স্বাহা হ্রীং হুর্গায়ৈ এষ ছাগকধিরবলিনর্মঃ । পরে কধির চতুর্ভাগ করিয়া, অগ্ন্যাदि চারি কোণে—এষ সমাংসছাগকধিরবলিঃ ও বিদারিকায়ৈ নমঃ । এই ক্রমে—পাপরাক্ষসৈঃ, কালিকায়ৈ—ও চণ্ডিকায়ৈ ।”

অনন্তর ছাগশীর্ষের উপরে দ্বিতীয় বর্জিকা জালিয়া দিয়া—ও সপ্রদীপ-ছাগশীর্ষবলয়ে নমঃ,—এই ক্রমে তিনবার অর্চনা করিয়া “অদ্যেত্যাদি—শ্রীভগবদ্গুণপ্রীতিকামঃ হুর্গে হুর্গে রক্ষণি স্বাহা হ্রীং হুর্গায়ৈ এষ ছাগ-শীর্ষবলিনর্মঃ এই বলিয়া নিবেদন করিবে ।

পরে হাতঘোড় করিয়া,—ও ঘোরবংশে করালাস্যে মৎস্যমাংসবলি-প্রিয়ে । বলিং গৃহ মহাদেবি পশুরক্তং সমাংসকং । আহবে কধিরাকাজিক বলিং গৃহ প্রসীদ মে ॥ মম শক্রবিনাশিনি নবহুর্গে ইমাং পূজাং পিশিত-রক্তং সর্বোপচারসহিতং বলিং গৃহ গৃহ স্বাহা । ত্রিনেজে বিকরালাস্যে মুণ্ডামালাবিভূষিতে । সর্বাস্থররক্তান্তে ত্বং যজ্ঞাখট্টাদধারিণি । ইমাং ছাগবলিং দেবি গৃহীত্বা কালরাত্রিকে । প্রীতা তব মহাকালি রক্ষ মাং দেবি চণ্ডিকে ।”

অতঃপর আরত্ৰিক, জপ ও প্রণাম করিবে । তৎপর প্রার্থনা ও স্তোত্র পাঠ করিবে ।

### প্রার্থনা মন্ত্ৰ ।

ও উগ্রচণ্ডা তু বরদা মধ্যস্থান্নিসমপ্রভা । সা মে ভবতু বরদা তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥ ও দেবি চণ্ডা ত্রিকৈ চণ্ডি চণ্ডারি বিজয়প্রদে । ধর্মার্থ-কামদে মোক্ষে নিত্যং মে বরদা ভব ॥ ও রাজ্যং দেহি নৃপান্ জিত্বা ছিত্বা বহুলসংশয়ম্ । ত্রিযং নিধিমতাং দেহি যশোদেহি যশস্বিনাং ॥ ও শিরো মে চণ্ডিকা পাতু পাতু কণ্ঠং মহেশ্বরি । হৃদয়ং পাতু চামুণ্ডা সর্বতঃ পাতু কালিকা ॥ ও আয়ুর্দ্ধনাতু মে কালি পুত্রান্ দেহি সদাশিবে । ধনং দেহি মহামায়ে নার-সিংহী যশোমম ॥ ও সংগ্রামে বিজয়ং দেহি ধনং দেহি সদা গৃহে । পুত্রান্ দেহি মহাদেবি দারান্ দারিদ্রহারিণি ॥ ও আক্যং কুষ্ঠক দারিদ্র্যং রোগং

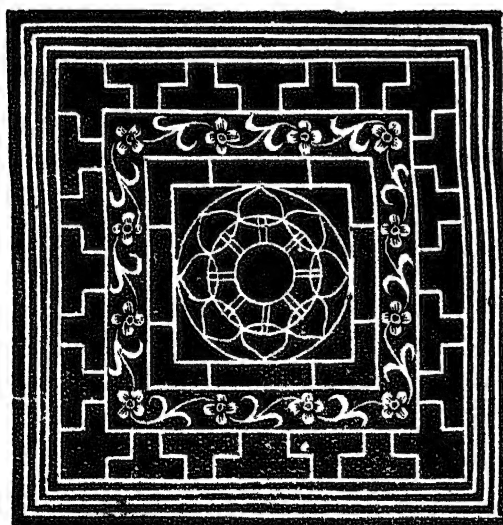
শোকক দাক্ষণ্য । বহুব্রজনবৈরাগ্যং দুর্গে ত্বং হর্য দুর্গতিং ॥ ওঁ হর্য পাপং  
হর্য ক্রোধং হর্য শোকং হর্য শুভং । হর্য দুঃখং হর্য ক্ষোভং হর্য দেবি হর্য-  
প্রিয়ে ॥ ওঁ দেবদ্বারে নদীতীরে রাজদ্বারে চ সঙ্কটে । সর্বভারোহণে দুর্গে  
দুর্গে রক্ষ নমোহস্ততে । ওঁ কায়েন মনসা বাচা কর্মণা যৎকৃতং ময়া ।  
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং পাপং হর্য দেবি হর্যপ্রিয়ে । ওঁ পথি দেবাগ্নয়ে দুর্গে অরণ্যে  
প্রান্তরে জলে । সর্বত্র রক্ষ মাং দুর্গে দুর্গে রক্ষ নমোহস্ততে ॥ ওঁ মন্ত্রহীনং  
ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং মহেশ্বরি । যদর্চিতং ময়া দেবি পরিপূর্ণং তদন্ত মে ।

সঙ্গমী পূজা সমাপ্তা ॥

মহাষ্টমী পূজা ।

প্রথমতঃ পঞ্চবার্ণাঙিকী \* দ্বারা সর্বতোভদ্র মঙ্গল অঙ্কিত করিবে ।  
তাহার প্রণালী এইরূপ —

সর্বতোভদ্র মণ্ডল ।



“একটি চতুরস্র অঙ্কিত  
করিয়া কর্ণস্থত্রপাত  
করত তাহাকে চারি  
‘কোঠে বিভক্ত করিবে ।  
‘পুনর্বার ঐ চতুঃকোঠের  
মধ্যে কর্ণস্থত্র পাত  
করিয়া যাহাতে ঐ সকল  
কোঠমধ্যে সকল কর্ণ-  
রেখা অঙ্কিত হইতে  
পারে, এই প্রকার  
করিবে । পরে পূর্ব-  
পশ্চিমে ও উত্তরদক্ষিণে  
দুইটি করিয়া রেখাপাত

\* “পীতং হরিদ্রাচূর্ণং স্রাং সিতং . তণ্ডুলসম্ভবং । কুম্ভচূর্ণমক্ষণং  
রুমং দগ্ধপুলাকজং । বিজাদিগজজং শ্রাম মিত্যক্ষং বর্ণপঞ্চকম্ ॥”

করিবে। যাবৎ পর্যন্ত ২৫৬ ছই শত ছাপান কোঠ হয়, তাবৎকাল ঐ নিয়মে সূত্রপাত ও কোণস্থত্র পাত করিয়া রেখা অঙ্কিত করিবে। অতঃপর মধ্য ষষ্ঠ-ত্রিংশ কোঠে মূলকণ পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তদ্বাহে একপংক্তিতে পীঠ ও পংক্তি দ্বয়ে বীথি, তদ্বাহে পংক্তিদ্বয়ে দ্বার, শোভা ও উপশোভা অঙ্কিত করিবে। তৎপরে সাধক শাস্ত্রোক্ত বিধানে পদ্ম আঁকিবে। পদ্মক্ষেত্রের দ্বাদশাংশ পরিমাপ করিয়া অবশিষ্ট ক্ষেত্রে সমান তিন অংশে বিভক্ত করিবে। ইহার আত্মভাগ কর্ণিকাস্থান, দ্বিতীয়ভাগ কেশরস্থান, ও তৃতীয় ভাগ পত্রস্থান কল্পিত করিয়া আত্মভাগে কর্ণিকা, দ্বিতীয়ভাগে কেশর এবং তৃতীয়ভাগে পত্রপত্র লিখিবে। বাহুবৃত্তের অন্তরাল পরিমাণে চতুর্দিকে দলাগ্র সকল আঁকিবে। প্রত্যেকপত্রের মূলে দুই দুইটা করিয়া কেশর কল্পনা করিতে হইবে। পদ্মবেত্তা পণ্ডিতগণ ইহাকে সাধারণ পদ্ম বলিয়াছেন। এইরূপে পদ্ম নির্মাণ করিয়া পীঠক্ষেত্রের চারিকোণে তিন তিনটি কোঠে চারিটা পীঠকোণ মার্জনা করিবে। পীঠক্ষেত্রের অবশিষ্ট পীঠগাত্র কল্পনা করিয়া তদ্বাহে পংক্তিদ্বয়ে বীথিস্থান মার্জনা করিবে। অনন্তর চতুর্দিকে সর্ববাহু পংক্তিদ্বয়ের মধ্যস্থলে বাহুপংক্তির চারিকোঠ এবং তত্‌পরি পংক্তির দুই কোঠ এই ছয় কোঠে দ্বার, ঐ রূপ এক কোঠ ও তিন কোঠ এই চারি কোঠে শোভা, এবং শোভাদ্বয়ের পার্শ্বে এক কোঠ ও তিন কোঠ এই চারি কোঠে উপশোভা অঙ্কিত করিবে। অবশিষ্ট ছয় ছয় কোঠে চারিটা কোণ মার্জনা করিবে। এইরূপে চারিদিকে চারিদ্বার, দ্বারের উত্তর পার্শ্বে দুইটা করিয়া শোভা এবং শোভাদ্বয়ের পার্শ্বে দুইটা করিয়া উপশোভা মার্জনা করিবে। ইহাতে চারি দ্বার, আটটি শোভা ও উপশোভা হইবে। পরে এই মনোহর, মণ্ডল পঞ্চবর্ণ গুণ্ডিকা (গুণ্ডি) দ্বারা চিত্রিত করিবে।

এক অঙ্গুলি উৎসেধ অর্থাৎ বেধ পরিমাণে গুরুবর্ণদ্বারা সীমারেখা সকল চিত্রিত করিয়া পীতবর্ণ দ্বারা কর্ণিকা, রক্তবর্ণ দ্বারা কেশর ও গুরুবর্ণ দ্বারা পত্র সকল রঞ্জিত করিয়া শ্রামল বর্ণে সমস্ত সঙ্কিস্থান চিত্রিত করিবে। প্রকায়ান্তর,—কর্ণিকা পীতবর্ণ, কেশর সকল পীতবর্ণ বা রক্তবর্ণ, পত্রসকল

... হরিদ্রাচূর্ণ,—পীতবর্ণ, তুলুচূর্ণ,—শ্বেতবর্ণ, কুমুদচূর্ণ,—রক্তবর্ণ, সস্ত্রহীন ধাতু দ্বারা কেশর তাহার চূর্ণ, —রক্তবর্ণ, বিলপত্রচূর্ণ,—শ্রামবর্ণ। ইহাকেই পঞ্চবর্ণ বলে।

রক্তবর্ণ, সঙ্কীহান কৃষ্ণবর্ণ, পীঠগর্ভ শুভ্র বা কৃষ্ণবর্ণ, পীঠপাদ রক্তবর্ণ, পীঠগাত্র শুক্লবর্ণ করিয়া বীধি চতুষ্ঠয়ের পত্র ও পুষ্প সহিত কল্ললতিকা চিত্রিত করিবে । এই কল্ললতিকা সঙ্কলবর্ণ দ্বারা রঞ্জিত করিবে । এই কল্ললতিকা দর্শন মনোহর করিবে । দ্বার খেতবর্ণ, শোভা রক্তবর্ণ, উপশোভা পীতবর্ণ ও কোণচতুষ্ঠয় কৃষ্ণবর্ণ করিবে । মণ্ডলের বহির্দেশে খেত, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ তিনটি রেখা চিত্রিত করিবে । \*

\* চতুরস্ত্রে চতুঃকোষ্ঠে কর্ণস্থত্রসমন্বিতে । চতুর্ধাপি চ কোষ্ঠেষু কোণ-  
স্থত্রচতুষ্ঠয়ং ॥ মধ্যে মধ্যে যথা মংস্তা ভবেয়ুঃ পাতয়েন্তথা । পূর্বাংপাতয়ে  
দে দে মন্ত্রী যাম্যোত্তরায়তে ॥ পাতয়েন্তেষু মংস্তেষু সমং স্থত্রচতুষ্ঠয়ং ।  
পূর্ববৎ কোণকোষ্ঠেষু কর্ণস্থত্রানি পাতয়েৎ ॥ তত্তদভূতেষু মংস্তেষু দদ্যাৎ স্থত্র-  
চতুষ্ঠয়ং । পূর্ববৎ কোণকোষ্ঠেষু কর্ণস্থত্রানি পাতয়েৎ ॥ তত্তদভূতেষু মং-  
স্তেষু দদ্যাৎ স্থত্রচতুষ্ঠয়ং । ততঃ কোষ্ঠেষু মংস্তাঃ স্যুস্তেষু স্থত্রানি পাতয়েৎ ।  
যাবৎ শতদ্বয়ং মন্ত্রী ষট্পঞ্চাশৎপদান্যপি । তাবন্তেনৈব বিধিনা তত্র স্থত্রানি  
পাতয়েৎ ॥ ষট্‌ত্রিংশতা পঠৈ মধ্যে লিখেৎ পদ্মং সুলক্ষণং । বহিঃপংক্ত্যা  
ভবেৎ পীঠং পংক্তিস্থগ্নেষু বীথিকা ॥ দ্বারশোভাপশোভাত্যাং শিষ্টাভ্যাং  
পরিকল্পয়েৎ । শাস্ত্রোক্তবিধিনা মন্ত্রী ততঃ পদ্মং সমালিখেৎ । পদ্মক্ষেত্রস্থ  
সংত্যজ্য দ্বাদশাংশং বহিঃ সুধীঃ ॥ তন্মধ্যে বিভজেদ্বৈতত্রিভিঃ সমবিভাগতঃ ।  
আত্মং স্ত্রাং কর্ণিকাস্থানং কেশরাণাং দ্বিতীয়কং । তৃতীয়ং পদ্মপত্রাণাং মুক্তাং-  
শেন দলাগ্রকং । বাহুব্রতাস্তরালস্থ মানেন বিধিনা সুধীঃ ॥ আলিখেদ্বাহু-  
হস্তেন দলাগ্রানি সমস্ততঃ । দলমূলেষু যুগলঃ কেশরানি প্রকল্পয়েৎ । এতৎ  
সাধারণং প্রোক্তং পঞ্চজং তন্ত্রবেদিভিঃ ॥ পাদানি জীণি পাদার্থং পীঠকোণেষু  
মার্জ্জয়েৎ । অবশিষ্টেঃ পঠৈর্কিঁদ্বান্ পীঠগাত্রানি কল্পয়েৎ ॥ পাদানি বীধিসং-  
স্থানি মার্জ্জয়েৎ পংক্ত্যভেদতঃ । দিক্ণু দ্বারানি রচয়েদ্বিচতুঃকোষ্ঠ-  
কৈস্ততঃ ॥ পঠৈস্ত্রিভিরথৈকেন শোভাঃ স্যু দ্বারপার্শ্বয়োঃ । উপশোভাঃ স্যুরে-  
কেন ত্রিভিঃ কোষ্ঠৈরনন্তরং ॥ অবশিষ্টেঃ পঠৈঃ ষড়্‌ভিঃ কোণানাং স্ত্রা-  
চতুষ্ঠয়ং । রঞ্জয়েৎ পঞ্চভির্কর্ণৈর্ঘণ্ডলং তন্মনোহরং ॥ অঙ্গুলোৎসেধবিত্তারাঃ  
নীমারেখাঃ সিতাঃ শুভাঃ । কর্ণিকাং পীতবর্ণেন কেশরাণ্যরুণেন চ ॥ শুক্ল-  
বর্ণানি পত্রানি তৎসঙ্কীন্ শ্রামলেন চ । রঞ্জয়া রঞ্জয়েন্ মন্ত্রী যথা পীতৈব  
কর্ণিকা ॥ কেশরাঃ পীতব্রতাঃ স্যুররুণানি দলানি চ । সঙ্কয়ঃ কৃষ্ণবর্ণাঃ স্যুঃ

অনন্তর নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে আসনোপবিষ্ট হইয়া আচমন করত আসন শোধন করিয়া স্থতিষাচন করত “স্বধ্যঃ সোমো” ইত্যাদি পাঠ করিয়া পূর্ববৎ দেবীর মুখপ্রক্ষালন, মহানান, বিদ্যোৎসারণ, মাষভুক্তবলি ও ভূতাপনারণ করত অৰ্ঘ্যস্থাপন, ভূতভক্তি, প্রাণায়াম করিয়া পূর্ববৎ গণেশাদি দেবতাগণের পূজা করিবে । (১২৪ পৃঃ দেখ) ।

অতঃপর পূর্ববৎ প্রাণায়াম, মাতৃকাত্ৰাস ও করাজন্যাস করিয়া, পূর্ববৎ দেবীর ধ্যান করত নিজের মস্তকে পুষ্প প্রদান করত মানসোপচারে দেবীর পূজা করিয়া বিশেষাৰ্ঘ্য স্থাপন করত দেবীর সম্মুখে পদ্মোপরি পূজা করিবে । যথা,—

প্রথমতঃ পূর্বদলে,—“ওঁ জাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ” এইক্রমে করাজন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে।—“ওঁ রুদ্রচণ্ডাং গৌরবর্ণাং অষ্টাদশভূজাং । নানালঙ্কার-ভূষিতাং নবযৌবনসম্পন্নাং । কপালং খেটকং ঘণ্টাং দর্পণং তর্জ্জনীং ধরুঃ । ধ্বজং ডমরুকং পাশং বামহস্তেভু বিদ্রুতীং । শক্তিঞ্চ মুঘলং শূলং বজ্রং খড়্গাং তথাকুশং । শরং চক্রং শলাকক দক্ষিণেশু চ বিদ্রুতীং । সিংহস্তোপরি স্থিতাং ছিন্নশিরো-মহিষিনির্গতখজ্রপাণিদানবকঠাগ্রজুটমুষ্টিধরাং ॥” এই ধ্যান করিয়া “ওঁ জ্রীং রুদ্রচণ্ডে ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া “ওঁ রুদ্রচণ্ডায়ৈ নমঃ” বলিয়া পূজা করিয়া প্রণাম করিবে । যথা,—ওঁ রুদ্রচণ্ডে নমস্তভ্যং চণ্ডবৈরিবিনাশিনী । সর্বপাপহরে দেবি বরদা ভব সর্বদা ॥ ১ ॥ আগ্নেয় দলে,—“ওঁ জ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ” বলিয়া করাজন্যাসাদি করিয়া ধ্যান করিবে । যথা,—ওঁ প্রচণ্ডাং অরুণ-বর্ণাং অষ্টাদশভূজাং নানালঙ্কারভূষিতাং । নবযৌবনসম্পন্নাং । কপালং ইত্যাদি ।

এইরূপ ধ্যান করিয়া ওঁ প্রচণ্ডে ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করত ওঁ প্রচণ্ডায়ৈ নমঃ বলিয়া পূজা করত প্রণাম করিবে । যথা,—ওঁ প্রচণ্ডে পুত্রদে নিত্যং সুপ্রীতে সুরনায়কে । সর্বানন্দকরে দেবি তুভ্যং নিত্যং নমো নমঃ ॥ ২ ॥ দক্ষিণ দলে,—চণ্ডোগ্রায় ধ্যান করিবে । যথা,—ওঁ

সিভেনাপ্যসিভেন বা ॥ রঞ্জয়েৎ পীঠগর্ভাণি পাদাঃ স্মারকণপ্রভাঃ । গাজাণি তস্ত ওক্লানি বীধিষু চ চতস্যু ॥ আলিখেৎ কল্পলতিকা দলপুষ্পসমষ্টিতাঃ ॥ ষ্ঠৈর্নৈর্নানাবিধৈশ্চিহ্নৈঃ সমদৃষ্টীর্নোহরাঃ ॥ ষ্ঠাণি শ্বেতবর্ণানি শোভা রক্তাঃ সমীরিতাঃ । উপশোভাঃ পীতবর্ণাঃ কোণান্তসিতভানি চ ॥ ত্রিভ্রো রেখা বহিঃ কার্ঘ্য সিতরক্তাসিতাঃ ত্রয়াৎ । মণ্ডলং সর্বতোভদ্রমেতৎ সাধারণং মতং ॥”

চণ্ডোগ্রাং রক্তবর্ণাং ষোড়শভুজাং । নানালঙ্কারভূষিতাং নবযৌবনসম্পন্নাং কপালং  
 ইত্যাদি । এইরূপ ধ্যান করিয়া ও চণ্ডোগ্রে ইহাগচ্ছ ইত্যাদিরূপে আবাহন করত  
 ও চণ্ডোগ্রায়ে নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিয়া, ও চণ্ডোগ্রে চত্বিকে জং হি সর্ব-  
 ভূতভয়াবহে । দেবি স্বঃ সর্বকার্যেষু চণ্ডোগ্রাং স্বাঃ নমাম্যহং । নৈঋতদলে  
 ও চণ্ডনায়িকাং নীলবর্ণাং ষোড়শভুজাং নানালঙ্কারভূষিতাং নবযৌবনসম্পন্নাং  
 কপালমিত্যাदि । এই ধ্যান করিয়া ও চণ্ডনায়িকে ইহাগচ্ছ ইত্যাদি  
 ক্রমে আবাহন করিয়া ও চণ্ডনায়িকায়ৈ নমঃ বলিয়া পূজা করত  
 প্রণাম করিবে । যথা,—ও যা সিদ্ধিরিতি নাম্না চ গুণরয়বিভাবিনী । কলি-  
 কল্পঘনাশায় নমামি চণ্ডনায়িকাং ॥ ৪ ॥ পশ্চিমদলে,—ও চণ্ডাং শুক্লবর্ণাং  
 ষোড়শভুজাং নানালঙ্কারভূষিতাং ! নবযৌবনসম্পন্নাং কপালমিত্যাदि । এইরূপ  
 ধ্যান করিয়া ও চণ্ডে ইহাগচ্ছ ইত্যাদি রূপে আবাহন করত ও চণ্ডায়ে নমঃ  
 এই মন্ত্রে পূজা করিয়া ও দেবি চণ্ডায়িকে চণ্ডি ইত্যাদি মন্ত্রে নমস্কার করিবে ॥  
 ৫ ॥ বায়ুদলে,—ও চণ্ডবতীং ধূস্রবর্ণাং ষোড়শভুজাং নানালঙ্কারভূষিতাং ।  
 নবযৌবনসম্পন্নাং কপালমিত্যাदि । এই ধ্যান করিয়া ও চণ্ডবতি  
 ইহাগচ্ছ ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া ও চণ্ডবতৈ নমঃ এই মন্ত্রে পূজা  
 করিয়া ও যা সৃষ্টিরিতি নাম্না চ গুণরয়বিভাবিনী । যাঃ পরাঃ শক্তয়ন্তৈশ্চ  
 চণ্ডবতৈ নমোনমঃ ॥ ইহা বলিয়া নমস্কার করিবে ॥ ৬ ॥ উত্তর দলে,—ও চণ্ড-  
 রূপাং পীতবর্ণাং ষোড়শভুজাং নানালঙ্কারভূষিতাং । নবযৌবনসম্পন্নাং  
 কপাল মিত্যাदि । এই ধ্যান করিয়া ও চণ্ডরূপে ইহাগচ্ছ ইত্যাদি ক্রমে  
 আবাহন করিয়া ও চণ্ডরূপায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিয়া ও চণ্ডরূপা-  
 য়িকা চণ্ডা চণ্ডিকা চণ্ডনায়িকা । নরসিদ্ধিপ্রদে দেবি তস্যৈ নিত্যং নমো  
 নমঃ ॥ ৭ ॥ ঈশানদলে,—ও অতিচণ্ডাং পাণ্ডুরবর্ণাং ষোড়শভুজাং নানালঙ্কার-  
 ভূষিতাং । নবযৌবনসম্পন্নাং কপালমিত্যাদি । এই প্রকারে ধ্যান করিয়া ও  
 অতিচণ্ডে ইহাগচ্ছ ইত্যাদিক্রমে আবাহন করিয়া ও অতিচণ্ডায়ৈ নমঃ ॥ এই  
 মন্ত্রে পূজা করিয়া ও বালার্কনয়না চণ্ডা সর্ষদা ভক্তবৎসলা । চণ্ডানুরদা মথিনী  
 বরদা স্বতিচণ্ডিকা ॥ ৮ ॥ পদ্মমধ্যে উগ্রচণ্ডার ধ্যান করিবে । যথা,—ও উগ্রচণ্ডাং  
 রক্তবর্ণাং ষোড়শভুজাং নানালঙ্কারভূষিতাং । নবযৌবনসম্পন্নাং কপালমিত্যাদি ।  
 এই প্রকারে ধ্যান করিয়া ও উগ্রচণ্ডায়ৈ নমঃ বলিয়া পূজা করত ও উগ্রচণ্ডা ভূ  
 বরদা মধ্যস্থাপিসমপ্রভা । সা মে ভবতু বরদা তন্তৈ নিত্যং নমোনমঃ ॥ এই মন্ত্রে  
 নমস্কার করিবে ॥ ৯ ॥ প্রত্যেক আবাহনে ও জীং বীজ যোগ করিবে ।



অতঃপর পীঠভাসক্রমে পীঠপূজা (১৫ পৃ দেখ) করিয়া পুনর্কাল করান্যান্য করত দেবীর ধ্যান করিয়া ঘটে পুষ্প প্রদান করত পূর্ববৎরূপে (২০৪ পৃ দেখ) বোড়শোপ-চারে দেবীর পূজা করিবে। অনন্তর নবপত্রিকা পূজা করিবে (২০৬ পৃ দেখ)।

অতঃপর দ্বারপূজা করিবে। পূর্বদ্বারে—ওঁ জীং দুর্গায়ৈ। এই প্রকারে দ্বারপালেভ্যঃ, দ্বারগ্রন্থৈঃ। দক্ষিণদ্বারে, চামুণ্ডায়ৈ বটুকায়ৈ। পশ্চিমদ্বারে বামনায়। উত্তরদ্বারে দীর্ঘজজ্বায়, উন্নতায়. যোগিনীভ্যঃ। অগ্নিকোণে, ধর্ম্মায়, অধর্ম্মায়, পুতনায়ৈ। নৈঋত কোণে মহাবলায়ৈ, উগ্রচণ্ডায়ৈ। বায়ুকোণে, প্রচণ্ডায়ৈ, চণ্ডিকায়ৈ। ঈশানকোণে, চণ্ডবতৈ, চণ্ডরূপায়ৈ। ইহাদেব প্রত্যেকের আদিত্যে “ওঁ জীং” বীজ ও অস্ত্রে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া অর্চনা করিবে।

অনন্তর চতুঃষষ্টি যোগিনীর পূজা করিবে। যথা ওঁ জীং ব্রহ্মাট্যৈ। এবং বৈষ্ণবৈ, মাহেশ্বর্যৈ, কালরাত্র্যৈ, তাম্রৈ, জয়ন্ত্যৈ, মঙ্গলায়ৈ, কাল্যৈ, ভদ্রকাল্যৈ, কপালিন্যৈ, দুর্গায়ৈ, দুর্গপারায়ৈ, খ্যাট্যৈ, পুতনায়ৈ, সর্বকারিণ্যৈ, সারায়ৈ, কৃষ্ণায়ৈ, সোম্যায়ৈ, অতিসোম্যায়ৈ, শিবায়ৈ, ক্ষমায়ৈ, ধাত্র্যৈ, স্বাহার্যৈ, স্বপায়ৈ, জিতায়ৈ, অপরাজিতায়ৈ, ক্ষেমকর্ষ্যৈ, বারাহ্যৈ, নন্দিত্যৈ, শাকন্তর্ষ্যৈ, অসিতাক্ষায়ৈ, ধূম্রায়ৈ, রৌদ্রায়ৈ, জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ, চৈতন্যায়ৈ, বুদ্ধ্যৈ, ছায়ায়ৈ, খাট্যৈ, পুষ্ট্যৈ, ধৃত্যৈ, দয়্যৈ, শিবায়ৈ, অশ্রুনাশিন্যৈ, অপর্ণায়ৈ, পার্শ্বায়ৈ, চণ্ডিকায়ৈ, চমুণ্ডায়ৈ, গৌর্যৈ, বহুরূপায়ৈ, ভূতায়ৈ, বিভূতায়ৈ, বাহুবো, ক্রোধায়ৈ, দেবভূতায়ৈ, শিবভূতায়ৈ, তাম্রতায়ৈ, মেধায়ৈ, রামেশ্বর্যৈ, বজ্রেশ্বর্যৈ, ত্রিপুরায়ৈ, মহামায়ায়ৈ, কোটর্যৈ, কোটিল্যৈ, মলরবাসিত্যৈ। সর্বত্র প্রণবাদি নমোহস্ত করিয়া পূজা করিবে। পরে ওঁ কোটি-যোগিনীভ্যো নমঃ। বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে।

অনন্তর দেবী ঘটে নবচণ্ডিকার প্রত্যেকের আবাহন করিয়া অর্চনা করিবে। যথা,—ওঁ দ্বীং ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিয়া নমস্কার করিবে, ওঁ চতুর্দ্বীং জগদ্ধাত্রীং হংসাক্ষ্যৈ বরপ্রদাং। স্মৃতিরূপাং মহাতাগাং ব্রহ্মাণীং তাং নমাম্যহম্ ॥ ১ ॥ এবং ওঁ জীং চাং মাহেশ্বর্যৈ নমঃ। প্রণাম ওঁ স্বাক্ষ্যৈ শুভাং শুভাং ত্রিনেত্রীং বরদাং শিবাং। মাহেশ্বরীং নমাম্যন্ত স্মৃতিসংহারকারিণীম্ ॥ ২ ॥ ওঁ চাং জীং কৌমার্যৈ নমঃ। প্রণাম ওঁ কৌমারীং পীতবসনাং ময়ূরবরাহনাং। শক্তিহস্তাং সিতাক্ষীং তাং নমামি বরদাং শুভাম্ ॥ ৩ ॥ ওঁ চাং জীং ত্রৈ জীং বৈষ্ণব্যৈ নমঃ। প্রণাম ওঁ শঙ্খচক্রগদাপদধারিণীং কৃষ্ণরূপিণীং। স্থিতিকৃপাং ধগেশ্বর্যৈ

বৈষ্ণবীং তাং নমাম্যহম্ ॥ ৪ ॥ ওঁ আং বাং জ্রীং বারাহৈ নমঃ । প্রণাম ওঁ বরাহরূপিনীং দেবীং দংষ্ট্রাকৃতবসুন্ধরাং । শুভদাং পীতবসনাং বারাহীং তাং নমাম্যহম্ ॥ ৫ ॥ ওঁ ঐং ত্রীং সৌং জ্রীং নারসিংহৈ নমঃ । প্রণাম ওঁ নৃসিংহ-রূপিনীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাং । শুভাং শুভপ্রদাং শুভাং নারসিংহীং নমাম্যহম্ ॥ ৬ ॥ ওঁ উং ত্রীং জ্রীং জ্রীং ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ । ওঁ ইন্দ্রাণীং গজকুণ্ডহাং সহস্রনয়নো-জ্জ্বলাং । নমামি বরদাং দেবীং সর্বদেবনমস্কৃতাং ॥ ৭ ॥ ওঁ জ্রীং ঐং ত্রীং চামু-ণ্ডায়ৈ নমঃ । প্রণাম,—ওঁ চামুণ্ডাং মুণ্ডমথিনীং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্ । অটোটি-হাসমুদিতাং নমাম্যাম্রবিভূতয়ে ॥ ৮ ॥ ওঁ জ্যেং ত্রীং জ্রীং চাং হং কাত্যায়ন্যৈ নমঃ । প্রণাম ওঁ কাত্যায়নীং দশভুজাং মহিবাসুন্মর্দ্দিনীং । প্রসন্নবদনাং দেবীং বরদাং তাং নমাম্যহম্ ॥ ৯ ॥ অতঃপর ওঁ হ্রীং ত্রীং নবদুর্গায়ৈ নমঃ বলিয়া পূজা করত প্রণাম করিবে—ওঁ চণ্ডিকে নবহর্গে ত্বং মহাদেবমনোরমে । পূজাং সমস্তাং সংগৃহ্য রক্ষ মাং ত্রিদশেশ্বরি ॥

অনন্তর মণ্ডলমধ্যে দশদিকে ধ্বজপতাকা \* আরোপণ করিয়া দশদিক-পালের পূজা করিবে। যথা,—পূর্বদ্বারে পীতধ্বজ পতাকা,—ওঁ আয়্যাহি ইন্দ্র মহারাজাধিরাজ স বলবাহনাবৃত ইহাগচ্ছ ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া “ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ” ওঁ শট্যৈ নমঃ” বলিয়া পাণ্ডাদি দ্বারা পূজা করিবে ॥ ১ ॥ অগ্নি কোণে রক্তধ্বজপতাকা,—ওঁ আয়্যাহি চিত্রভানো মহারাজাধিরাজ স বলবাহনা-বৃত ইহাগচ্ছ ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করত “ওঁ অগ্নয়ে নমঃ, ওঁ স্বাহাট্যৈ নমঃ । এই মন্ত্রে উভয়ের অর্চনা করিবে ॥ ২ ॥ দক্ষিণদ্বারে কৃষ্ণধ্বজ পতাকা,— “ওঁ আয়্যাহি যম মহারাজাধিরাজ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া “ওঁ যমায় নমঃ, ওঁ চিত্রগুপ্তায় নমঃ” বলিয়া পূজা করিবে ॥ ৩ ॥ নৈঋতকোণে নীলধ্বজ পতাকা,—ওঁ আয়্যাহি নিঋতে মহারাজাধিরাজ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া “ওঁ নিঋতয়ে নমঃ” এইক্রমে পূজা করিবে ॥ ৪ ॥ পশ্চিমদিকে শুক্লধ্বজপতাকা,—“ওঁ আয়্যাহি বরুণ মহারাজ ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া “ওঁ বরুণায় নমঃ, ওঁ সোমায় নমঃ, ওঁ ঋষিভ্যোঽ

\* কপিল পঞ্চরাত্রে পতাকাপ্রমাণং ।—পতাকাং পীতবর্ণাভামৈজ্যং দিশি বিনিক্ষিপেৎ । আগ্নেয়ং রক্তবর্ণাভাং কৃষ্ণাভাং বায়োগোচরে । নৈঋতং নীলবর্ণাভাং বারুণ্যং বৈ সিতান্তথা । বায়বাং ধূম্রবর্ণাভাং কোমলং পীতবর্ণিকাং । পতাকাং সর্ষপবর্ণাভাং মৈশাং দিশি বিন্যসেৎ । আনন্ত্যং ( ইন্দ্রেশানরোর্মধ্যে ) শ্বেতবর্ণাভাং স্রাক্যং ( নৈঋতবর্ণায়োর্মধ্যে ) বস্মিকং বিস্তসেৎ ॥

নমঃ” বলিয়া পূজা করিবে ॥ ৫ ॥ বায়ুকোণে ধূম্রাকার ধ্বজপতাকা,—ওঁ আয়াহি পবন মহারাজ ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া ওঁ বায়বে নমঃ, ওঁ কামদেবায় নমঃ ইহা বলিয়া পূজা করিবে ॥ ৬ ॥ উত্তরদিকে পীতধ্বজ পতাকা,—ওঁ আয়াহি কুবেৰ মহারাজ ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া “ওঁ কুবেৰায় নমঃ” এই বলিয়া পূজা করিবে ॥ ৭ ॥ দৈশানকোণে সৰ্ববর্ণমিশ্রিত ধ্বজ-পতাকা,—ওঁ আয়াহি দৈশানমহারাজ ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া “ওঁ দৈশানায় নমঃ ওঁ শিবায়ে নমঃ” বলিয়া পূজা করিবে ॥ ৮ ॥ পূৰ্বদিক ও দৈশান কোণ মধ্যে স্বেতবর্ণধ্বজপতাকা,—ওঁ আয়াহি অনন্ত মহারাজ ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া “ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ হলধৰায় নমঃ” বলিয়া পূজা করিবে ॥ ৯ ॥ নৈঋত ও পশ্চিমদিকের মধ্যে রক্তধ্বজপতাকা,—ওঁ আয়াহি চতুৰ্ম্মুখ মহারাজ ইত্যাদি আবাহন করিয়া “ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ বেদেভ্যো নমঃ” বলিয়া পূজা করিবে ॥ ১০ ॥

তৎপর প্রক্ৰিয়াগঠিত দেবতাগণের যথাশক্তি পূজা করিয়া নিম্নলিখিত ক্রমে দেবীর অঙ্গসমূহের অৰ্চনা ও প্রণাম করিবে । “ওঁ ত্রিশূলায় নমঃ” বলিয়া পূজা করত প্রণাম করিবে,—ওঁ সৰ্বায়ুধানাং প্রথমে নিৰ্ম্মিতস্তং পিনাকিনা । শূলাং সারং সমাকৃষ্য মুষ্টিগ্রাহং কৃতং শুভম্ ॥১॥ “ওঁ খড়্গায় নমঃ” বলিয়া পূজা করত ওঁ অসির্দিশসনঃ খড়্গাস্তীক্ষ্ণপারো ছরানদঃ । ত্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধৰ্ম্মপাল নমোহস্ত তে ॥ ২ ॥ বলিয়া নমস্কার করিবে । “ওঁ চক্রায় নমঃ” বলিয়া পূজা ও ওঁ চক্রস্তং বিষ্ণুরূপোহসি যিষ্ণুপাণৌ সদা স্থিতঃ । দেবীহস্তস্থিতো নিত্যং স্নানদর্শন নমোহস্ত তে ॥৩॥ বলিয়া প্রণাম করিবে । “ওঁ তীক্ষ্ণবাণায় নমঃ” বলিয়া পূজা ও ওঁ সৰ্বায়ুধানাং শ্রেষ্ঠোহসি দৈত্যসেনানিহননঃ । ভয়েভ্যঃ সৰ্বতো বক্ষ তীক্ষ্ণবাণ নমোহস্ত তে ॥৪॥ বলিয়া প্রণাম । “ওঁ শক্তয়ে নমঃ” বলিয়া অৰ্চনা ও ওঁ শক্তিস্তং সৰ্বদেবানাং গুহ্য চ বিশেষতঃ । শক্তিরূপেণ সৰ্বত্র বক্ষাং কুৰ নমোহস্ত তে ॥৫॥ বলিয়া প্রণাম । “ওঁ পূৰ্ণচাপায় নমঃ” মন্ত্রে পূজা ও ওঁ সৰ্বায়ু মহামাজ সৰ্বদেবারিহন । চাপমাং সৰ্বতো বক্ষ সাকং শায়কসন্তমৈঃ ॥৬॥ বলিয়া নমস্কার । “ওঁ পাশায় নমঃ” মন্ত্রে অৰ্চনা, ওঁ পাশ স্তং নাগরূপোহসি বিষপূৰ্ণো বিষোদরঃ । শত্রুগ্ৰাং হৃৎসহো নিত্যং নাগপাশ নমোহস্ত তে ॥৭॥ বলিয়া প্রণাম । “ওঁ অঙ্কুশায় নমঃ” বলিয়া অৰ্চনা—ওঁ অঙ্কুশোহসি নমস্তভ্যং গজানাং নিয়মঃ সদা । লোকানাং সৰ্ববক্ষার্থং বিধৃতঃ পার্শ্বতীকরে ॥ ৮ ॥ বলিয়া প্রণাম । “ওঁ ধ্বজায় নমঃ” বলিয়া পূজা ও ওঁ হিনতি দৈত্যভেদায় শ্বেননাগৃণ্য বা জগৎ

স। বর্ষা। পাতু নো দেবি পাপেভ্যোনঃ স্মৃতানিব ॥ ৯ ॥ বলিয়া প্রণাম। “ও পরশবে নমঃ” বলিয়া অর্চনা ও পরশো স্বং মহাতীক্ষ্ণঃ সর্বদেবারিহৃদনঃ । দেবীহন্তে স্থিতো নিত্যং শত্রুক্ষয় নমোহস্ত তে ॥ ১০ ॥ বলিয়া প্রণাম করিবে ।

নিম্নলিখিত দেবতাগণের আবাহন করিয়া পূজা করিবে। যথা,—ও জীং সিদ্ধপুত্রবট্টকায় নমঃ । এবং জ্ঞানপুত্রবট্টকায়, সহজপুত্রবট্টকায়, শেষপুত্রবট্টকায়, সময়পুত্রবট্টকায়।” পরে “ও হেতুকায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ” এই ক্রমে—ত্রিপুররায়, অগ্নিজিহ্বায়, অগ্নিবেতলায়, কলায়, করলায়, একপাদায়, ভীমনাথায়। মণ্ডলের চতুর্দিকে—অসিতাক্ষতৈরবায় নমঃ এই ক্রমে—রুববে, চণ্ডায়, ক্রোণায়, উন্নতায়, ভয়ঙ্করায়, কপালিনে, ভীষণায়, সংহারায়।” তদনন্তর সর্বাধারস্বরূপিনী দেবীকে বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিয়া ছাগাদি বলিদান করিয়া আরত্ৰিক বিধি অনুসারে আরত্ৰিক, (২৩ পৃ দেখ) প্রাণায়াম, জপ, জপসমর্পণ ও পুনরায় প্রাণায়াম করিয়া স্তব কবচ পাঠ, নমস্কার ও কুমারী পূজাদি করিবে ।

### সন্ধিপূজা ।

যথাসময়ে স্থতিবাচনাদি করিয়া সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করত ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম করত গণেশাদি দেবতাগণের ( ১৯৪ পৃঃ দেখ ) পূজা করিয়া পূর্ববৎ মাহুকাভাগাদি করিয়া দেবীর ষোড়শোপচারে পূর্ববৎ পূজা করিয়া, চামুণ্ডার ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। যথা,—ও নীলোৎপলদলশ্যামা চতুর্কান্ধসমবিতা । ষট্টাঙ্গচক্রহাসক বিব্রতী দক্ষিণে করে। বামে চর্ম্ম চ পাশে উর্দ্ধাধোভাগতঃ পুনঃ । দধতী মুণ্ডমালায়ু ব্যাজ্জচর্ম্মধরাস্বরী । কুশোদরী দীর্ঘদংষ্ট্রা অতিদীর্ঘাতিভীষণা । লোলজিহ্বা নিম্নরক্তনয়না রাবতীষণা । কবন্ধবাহনাসীন্য বিস্তারশ্রবণাননা । এষা কালী সমাখ্যাতা চামুণ্ডা ইতি কথ্যতে ॥ এই প্রকার ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। তৎপরে, তৈজসাদি দ্রব্য সস্তার উৎসর্গ করিয়া দিয়া নবপত্রিকা ও চতুষষ্টি যোগিনীর পূজা করিবে। অনন্তর দীপমালা উৎসর্গ করিবে। যথা,—“অদ্যেত্যাদি মহাষ্টমীমহানবমীসন্ধৌ এষা দীপমালা তুর্গে তুর্গে রক্ষণি স্বাহা ও জীং হুগাঁয়ে নমঃ” এই বাক্যে দীপমালা উৎসর্গ করত পূর্ববৎ বলিদান করিবে। ( ২০৭ পৃঃ দেখ ) ।

### সন্ধিপূজা সমাপ্তা ॥

## নবমী পূজা ।

নিত্যক্রিয়াদি সমাপন করিয়া শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করত স্বস্তি-  
বাচন ও সূর্য্যঃ সোমো ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে মণ্ডমীবিহিত ক্রমে মূখ  
প্রক্ষালন, দস্তকাঠ নিবেদন, মহাম্রান, বিদ্যাপসারণ ও মাঘভক্ত বলিদান করিয়া  
ভূতাপসারণ করিবে। পরে সামান্যার্থ স্থাপন করিয়া ভূতশুদ্ধি ( ৯ পৃ দেখ ) ও  
প্রাণায়াম করিয়া ( ১৪ পৃঃ দেখ ) পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া প্রাণায়াম ও মাতৃকান্যাস  
করত ( ১১ পৃঃ দেখ ) স্বীকৃত মন্তকে পুষ্পপ্রদান করত স্নানমোপচারে পূজা করিয়া  
বিশেষার্থস্থাপন করিবে। পুনরায় করান্ধতাস ও ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে  
দেবীর পূজা করিবে ( ২০৪ পৃঃ দেখ )। পরে নমস্কার করিবে।

অতঃপর নবপত্রিকা পূজা করিয়া ( ২০৬ পৃঃ দেখ ) দ্বার পূজা ( ২১৬ পৃঃ দেখ )  
করিবে। পরে চতুষ্টয় যোগিনীগণের পূজা ( ২১৬ পৃঃ দেখ ) করিয়া নবচণ্ডিকার  
পূজা করিবে ( ২১৪ পৃঃ দেখ )।

পরে পদ্মোপরি নানা দেবতার পূজা করিবে। যথা,—ঐ স্রুমজ্ঞাতৈ নমঃ।  
এবং স্রুমজ্ঞাতৈ, স্রুমজ্ঞিকপাতৈ, বহুরূপাতৈ, বিরূপাতৈ, শান্তিরূপাতৈ, চানুগাতৈ।  
অগ্রে ‘প্রণব’ ও পরে ‘নমঃ’ শব্দ যোগ করিয়া পূজা করিবে। পরে অষ্টযোগি-  
নীর পূজা করিবে।—“ঐ অপর্ণাতৈ নমঃ এবং পিঙ্গলাতৈ, কিরাটৈ, রাক্ষসৈ,  
দৈত্যাজনাতৈ, সংহারিতৈ, বিরূপাতৈ, কুলেশ্বরৈ, নাগাজনাতৈ, ঐশ্বর্য্যাদি  
নমোহস্ত করিয়া পূজা করিবে। অতঃপর চতুষ্টয় মাতৃকা পূজা করিয়া অগ্ন্যাত  
দেবতাগণের পূজা করিবে। যথা,—ঐ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ। এবং মাহেশ্বর্যৈ,  
বৈষ্ণব্যৈ, ক্ষেমকর্যৈ, কালরাত্র্যৈ, তাম্র্যৈ, জয়ন্ত্যৈ, মঙ্গল্যৈ, কাট্যৈ, ভদ্রকাল্যৈ,  
জ্যৈষ্ঠ্যৈ, ক্ষম্যৈ, ধাত্যৈ, পাত্যৈ, স্বর্ঘ্যৈ, অজিত্যৈ, অপরাজিত্যৈ, অসিত্যৈ,  
অপ্রতিহতজ্যৈ, বারাহ্যৈ, সন্ধিত্যৈ, শাকন্ত্যৈ, অসিত্য্যৈ, ধূম্যৈ, সৌম্য্যৈ,  
অতিমোম্য্যৈ, সার্য্যৈ, সর্ষক্যৈ, খ্যাত্যৈ, দৌম্য্যৈ, জগৎপ্রতিষ্ঠ্যৈ, দেব্যৈ,  
কৃত্যৈ, চেতন্য্যৈ, বুদ্ধ্যৈ, ছায়্যৈ, শান্ত্যৈ, ধৃত্যৈ, দয়্যৈ, সূর্য্যৈ, ভূত্যৈ, লজ্জ্যৈ,  
ক্ষুণ্ণ্যৈ, ভৃগ্যৈ, লঙ্ঘ্যৈ, ভ্রাত্যৈ, অসুরনাশিত্যৈ, অর্পণ্য্যৈ, পাক্যৈ, চণ্ডি-  
ক্যৈ, চচ্চিক্যৈ, চানুগ্যৈ, গৌর্য্যৈ, ধাত্যৈ, বহুরূপ্যৈ, ভূত্যৈ, বিভূত্যৈ,  
ক্রোধ্যৈ, দেবদূত্যৈ, শিবদূত্যৈ, পদ্ম্যৈ, শান্ত্যৈ, মেঘ্যৈ, সাবিত্যৈ, জয়্যৈ,  
বিজয়্যৈ, পুতন্য্যৈ, সূর্য্যৈ, মোক্ষ্যৈ, মোক্ষদায়িত্যৈ, বারুণ্যৈ,  
সংঘাত্যৈ, ত্রিনেত্র্যৈ, বিরূপ্যৈ, সুরূপ্যৈ, স্তব্য্যৈ, অনুরূপ্যৈ, বিশালাক্ষ্যৈ

বেতালিষ্ঠে, প্রত্যঙ্গিরামে, গণাঠে, গণেশঠে, কুলেশঠে, কুলপুত্রবটুকায়, মদনপুত্রবটুকায়, ঋষিপুত্রবটুকায়, গুরুপুত্রবটুকায়, ধর্মপুত্রবটুকায়, দেবপুত্রবটুকায়, কামপুত্রবটুকায়, চণ্ডভৈরবায়, ক্রোধভৈরবায়, উগ্রভৈরবায়, কালভৈরবায়, কামেশ্বরভৈরবায়, সংহারভৈরবায়, পূর্বদ্বারপালায়, কৃষ্ণভৈরবায়, দক্ষিণদ্বারপালায়, প্রচণ্ডভৈরবায়, পশ্চিমদ্বারপালায়, শ্বেতভৈরবায়, উত্তরদ্বারপালায়, কালভৈরবায়, রব্যাদিবারেভ্যঃ, প্রতিপদাদিতিথিভ্যঃ, অশ্বিন্যাদিনক্ষত্রেভ্যঃ, বিষ্ণুভাদিযোগেভ্যঃ, সর্বত্র প্রণবাদি নমোহস্ত করিয়া পূজা করিবে।

অতঃপর নারায়ণের ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। পরে অঙ্গগণের অর্চনা করিবে (২১৮ পৃ দেখ)।

অতঃপর “ওঁ মহিষাসুরায় নমঃ” বলিয়া মহিষাসুরের পাণ্ডাদি দ্বারা পূজা করিয়া মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া ছাগাদি পশু বলিদান করত শত্রু বলি প্রদান করিবে। যথা,—

পিষ্টকময় শত্রু নির্মাণ করিয়া মানপত্রোপরি উত্তরশিরা করিয়া স্থাপন করত মানপত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ত্রুপরি প্রদীপ চতুষ্টয় স্থাপনপূর্বক বামহস্তে জলপুষ্প গ্রহণ করিয়া,—“ওঁ বিলয়ং যান্ত তে সর্বে যে মাং হিংসন্তি জন্তবঃ। মহামারীভয়ক্ৰোধঃ পতন্ত শত্রুমন্তকে।” ইহা পাঠ করত শত্রু মন্তকে নিক্ষেপ করিবে। পরে বামহস্তে খড়্গগ্রহণ করিয়া “ওঁ কালি কালি করালি ঘোর ধারেণ মম শত্রূন্ মারয় মারয় ওঁ হং ক্ষুর ক্ষুর পচ পচ হন হন ধম ধম মারয় মারয় দহ দহ বিদারয় বিদারয় কলয় কলয় পূরয় পূরয় ওঁ হং হং তান্ মম শত্রূন্ মর্দয় মর্দয় মথ মথ চূর্ণয় চূর্ণয় অবধ্বংসয় অবধ্বংসয় ওঁ হং হং নমঃ।” ইহা পাঠ করিয়া “ওঁ মম শত্রূন্ নিহমি” বলিয়া বিমূখ হইয়া তিনবার আঘাত করিবে। অনন্তর হোম করিবে। (দেবী পুরাণোক্ত পূজার শেব দেখ) পরে পূজার দক্ষিণা করিবে। যথা,—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদ্যাস্বিনে মাসি কত্রাশিস্থে ভাস্করে শুক্রে পক্ষে নবম্যাং তিথৌ দীর্ঘায়ুষ্ট্রপরমৈশ্বর্যাতুলধনধাতুপুত্রপৌত্রাণ্ডনবচ্ছিন্নসন্ততিমিত্রবর্দ্ধনশত্রু-ক্ষয়োত্তরোত্তররাজসম্মান্যাত্তীর্ষসিদ্ধার্থং পরত্র দেবীলোকপ্রাপ্তয়ে চ যথোপকঞ্জিতোপহারৈর্কৃৎস্নানীকেশ্বরপুরাণাঙ্গুহীতভবিষ্যপুরাণোক্তবিধিনা। সপ্তমীবিহিত-রস্তাদি-নবপত্রিকাস্থাপনপ্রবেশ-মুমুক্ষুশ্রীভগবদ্ধূর্গামহান্নাগগণপত্যা-দীনানাদেবতা-পূজাপূর্বকবার্ষিকশরৎকালীনশ্রীভগবদ্ধূর্গাপূজা ছাপপশুবলিদান মহাষ্টমীবিহিত-

ସ୍ବୟଂ-ଶ୍ରୀଭଗବଦ୍‌ଗୁରାମହାନାନଗଣପତ୍ୟାଦିନାନାଦେବତାପୂଜାପୂର୍ବକବାର୍ଷିକକ୍ଷରଂ-କାଳୀନ-  
 ଶ୍ରୀଭଗବଦ୍‌ଗୁରାପୂଜାଛାଗପଶୁବଳିଦାନ-ମହାଈଶ୍ବରୀମହାନବମୀସକ୍ତି-କାଳବିହିତଗଣପତ୍ୟାଦି-  
 ନାନାଦେବତାପୂଜାପୂର୍ବକବାର୍ଷିକକ୍ଷରଂକାଳୀନଶ୍ରୀଭଗବଦ୍‌ଗୁରାପୂଜା ଛାଗପଶୁବଳିଦାନମହା-  
 ନବମୀବିହିତସ୍ବୟଂଶ୍ରୀଭଗବଦ୍‌ଗୁରାମହାନାନଗଣପତ୍ୟାଦିନାନାଦେବତାପୂଜାଛାଗପଶୁବଳିଦାନ-  
 ପୂର୍ବକବାର୍ଷିକକ୍ଷରଂକାଳୀନ ଶ୍ରୀଭଗବଦ୍‌ଗୁରାପୂଜନକର୍ମଂ: ସାଞ୍ଜତାର୍ଥଂ ଦକ୍ଷିଣାମିଦଂକାଳ-  
 ନମୁତ୍ୟଂ ବିଷ୍ଣୁଦେବତଂ ଯଥାସମ୍ଭବଗୋଜ୍ଞନାୟେ ବ୍ରାହ୍ମଣାୟାହଂ ଦଦାମି ।”

ଏହିରୂପେ ଦକ୍ଷିଣା କରିয়া ଅଛିନ୍ଦ୍ର ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଅରଣ କରିବେ ।

ନବମୀ ପୂଜା ସମାପ୍ତା ॥

ବିଜୟା ଦଶମୀକୃତ୍ୟ ।

ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟାଦି ସମାପନ କରତ ଶୁଦ୍ଧାସନେ ଉପବିଷ୍ଠ ହইয়া ଆଚମନ କରତ ସ୍ବସ୍ତି-  
 ଶାଚନ ପୂର୍ବକ “ହୃଦ୍ୟାଃ ସୋମୋ” ଇତ୍ୟାଦି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରତ ଗନ୍ଧପୁଷ୍ପ ଦ୍ବାରା ହସ୍ତଦ୍ବୟ  
 ସଂଶୋଧନ କରିয়া ଅର୍ଘ୍ୟାହାମନଓ ଭୃତଶୁଦ୍ଧ୍ୟାଦି କରିୟା “ଓଁ ଜଟାଞ୍ଜୁଟସମାୟୁକ୍ତା” ଇତ୍ୟାଦି  
 ଧ୍ୟାନ କରିୟା ପାଦ୍ୟାଦି ଦ୍ବାରା ଦେବୀର ପୂଜା କରିବେ । ପରେ ଓଁ ସ୍ବେଂ ଅଞ୍ଜୁଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ  
 ନମଃ” ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରେମେ କରାଞ୍ଜୁଷ୍ଠାସ କରିୟା ନିର୍ଘାଲ୍ୟାବାସିନୀର ଧ୍ୟାନ କରିବେ ।  
 ଯଥା,—ଓଁ ନିର୍ଘାଲ୍ୟାବାସିନୀଂ କନକପ୍ରଭାଂ ତ୍ରିନେତ୍ରାଂ ଚତୁର୍ଭୁଜାଂ । ତ୍ରିଶୂଳଂ  
 ଧୈତ୍ୟକୈବ ଗଦାଂ ଯୁଗ୍ମକୃତ୍ଥା । ଭୂଞ୍ଜେତ ସତତଂ ଦେବୀଂ ଯଥାସଂଧ୍ୟାଂ ବିଭ୍ରତୀଂ ॥”

ଏହି ଧ୍ୟାନ କରିୟା “ନିର୍ଘାଲ୍ୟାବାସିନୀୟ ନମଃ” ଏହି ମନ୍ତ୍ରେ ଯଥାଶକ୍ତି ପୂଜା କରିୟା  
 ଅଦକ୍ଷିଣେ ମଣ୍ଡଳ ଅଙ୍କିତ କରତ ସଂହାରମୁଦ୍ରା ସହଯୋଗେ ଦେବୀର ଆସନ ବା ଘଟ ହଇତେ  
 ପୁଷ୍ପ ଆନୟନ କରତ ତାହାତେ ହାମନ କରିୟା ଗନ୍ଧପୁଷ୍ପଦ୍ବାରା ଓଁ ଓଞ୍ଜିଷ୍ଠାଞ୍ଜାଲିଷ୍ଠେ  
 ନମଃ ବଲିୟା ପୂଜା କରତ ଓଁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳମଙ୍ଗଳୋ ଇତ୍ୟାଦି ମନ୍ତ୍ରେ ନମଞ୍ଜାର କରିୟା କର-  
 ଯୋଡ଼େ ନିମ୍ନଲିଖିତରୂପେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ । ଯଥା,—

“ଓଁ ସିଂହବାହିନୀ ଚାମୁଣ୍ଡେ ପିନାକଧରବଜ୍ରତେ । ଉପହାରଂ ଗୃହୀତ୍ବେମଂ ଚଞ୍ଚିକେ  
 ଦେବି ଗନ୍ୟତାଂ ॥ ଓଁ ସ୍ବୟଂପଞ୍ଚତଂ କିଂକିଦନ୍ତଗନ୍ଧାଭୁଲେପନଂ । ତଂସର୍ବମୁପଭୋଜ୍ୟ  
 ତ୍ବଂ ଗଚ୍ଛ ଦେବି ଯଥାଭୁଧଂ ॥ ଓଁ ଗଚ୍ଛ ଗଚ୍ଛ ପରଂ ହ୍ବାନଂ ସ୍ବହ୍ବାନଂ ଗଚ୍ଛ ପୂଜିତେ ।  
 ମମ ଚାତ୍ତ୍ରଗ୍ରହାର୍ଥାୟ ପୁନରାଗମନାୟ ଚ ॥ ଓଁ ଗଚ୍ଛ ଗଚ୍ଛ ପରଂ ହ୍ବାନଂ ଗଚ୍ଛ ଦେବି ନିର-  
 ଞ୍ଜନେ । ଗଚ୍ଛନ୍ତୁ ଧୂସୟଃ ସର୍ବେ ସର୍ବାଲଙ୍କାରହେତବେ ॥”

ଅତଃପର ସିଂହାସନ ଧାରଣ କରିୟା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେ । ଯଥା,

“ওঁ কমল বরদে দেবি মঙ্গলে পরমেশ্বরী । সর্বদে পরমে শুভে ।  
কলপ্রদে ॥ ওঁ গচ্ছ দেবি মহামায়ে সর্বশক্তিসমন্নিতে । সর্বলোকহিতার্থায় পুন-  
রাগমনায় চ ॥ ওঁ দুর্গে স্বং জগতাং মাতঃ স্বস্থানং গচ্ছ পূজিতে । সংবৎসর-  
ব্যতীতে তু পুনরাগমনং তব ॥ ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং যত্র দেবো নিরঞ্জনঃ । মম  
চাহুগ্রহার্থায় পুনরাগমনায় চ ॥ গৃহীত্ব শারদীং পূজাং সমস্তাং শঙ্করপ্রিয়ে ।  
গচ্ছ দেবি মহাভাগে অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ ॥ ওঁ যথাশক্তি কৃতা পূজা ভক্ত্যা  
কমললোচনে । সাক্ষং ভবতু তৎসর্বং স্বং প্রসাদায় হেশ্বরী ॥ ওঁ কৈলাসশিখরে  
রম্যে সংস্থিতা ভবদগ্নির্থে । পূজিতাসি ময়া ভক্ত্যা গচ্ছ দেবি যথা  
সুখং ।”

ইহা পাঠ করিয়া আসন চালিত করিবে । পরে নূতনমুক্তিকা পাত্রে করিয়া  
জল আনয়ন করত দেবী সমীপে স্থাপন করিবে এবং জল সমীপে গমন করিয়া  
দর্পণে দেবীর প্রতিবিম্ব অবলোকন করত বক্ষ্যমাণ জুতি পাঠ করিবে । যথা,—  
ওঁ উত্তিষ্ঠ দেবি চামুণ্ডে শুভাং পূজাং প্রগৃহ চ । বজ্র স্রোভোজলে বৃক্ষো স্থি-  
তাক জলে বিহ ॥ ওঁ কৃতা পূজা ময়া ভক্ত্যা তব দুর্গে সুরার্জিতে । ভুক্ত্বা  
ভোগান্ বরান্ দত্ত্বা কুরু ক্রীড়াং যথাসুখং ॥ ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং দত্ত্বা মে  
বিজয়ং শ্রিয়ং । আয়ুরারোগ্যবিজয়ং দেহি দেবি নমোহস্ত তে ॥ ওঁ নিমজ্জা-  
ন্তসি দেবি স্বং শুভাং পূজাং প্রগৃহ চ । পুত্রাযুর্দ্ধনবৃদ্ধার্থং স্থাপিতাসি জলে  
ময়া ॥

ইহা পাঠ করিয়া জল মণ্ডে দর্পণ বিসর্জন করিবে । অনন্তর শান্তি আশী-  
র্বাদ করিবে ।

\* এই দিবস সাংসক্ক্যাভীতে প্রশস্তি বন্দন করিতে হয় । স্থান ভেদে নবমী  
পূজার দিবস ও সঙ্ক্যার পরে প্রশস্তিবন্দন হইয়া থাকে । ( দেবী পুরাণোক্ত  
পূজার পর দেখ ) ।

বহুব্রহ্মিকেশ্বরপুরাণোক্ত দুর্গাপূজা সমাপ্তা ॥



## কালিকা পুরাণোক্ত-

## দুর্গা-পূজাবিধি ।

—:~:—

বোধন ।

সায়ংসঙ্ক্ৰা সময়ে বিল্ববৃক্ষ সমীপে গমন করিয়া দেবীর বোধন করিবে ।

রুতনিত্যক্রিয় যজমান শুদ্ধাসনে উপবেশন পূর্বক আচমন করত স্বস্তিবাচন ( ২ পৃ দেখ ) করিয়া ওঁ সৃধ্যঃ সোমো ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পাপাপনোদন করিবে । যথা,—অদ্যোত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা ( পূজকের নাম ও গোত্র ) কর্তব্যবার্ষিকশরৎকালীন শ্রীভগবদুর্গাবোধন কৰ্ম্মাধিকার প্রতিবন্ধক-পাপাপনোদনকামঃ ওঁ দেবি ত্বমিত্যাदि মন্ত্রদ্বয়জপমহং করিষ্যে ।

এইরূপ বাক্য করিয়া কৃতান্তলি পুরঃসর নিম্ন লিখিত মন্ত্র দ্বয় পাঠ করিবে । যথা,—ওঁ দেবি ত্বং প্রাকৃতং চিত্তং পাপাক্রান্ত মভূবম । তন্নিঃসারয় চিত্তং মে পাপং হৃৎ কট্ চ তে নমঃ ॥ ওঁ সৃধ্যঃ সোমো যমঃ কালো মহাত্মানি পঞ্চ বৈ । এতে শুভাশুভস্যেহ কৰ্ম্মণো নব সাংক্ষিপঃ ॥

এই মন্ত্র দ্বয় পাঠ করত উৰ্দ্ধে, অধ ও পার্শ্বদ্বয়ভাগ ক্রোধদৃষ্টিতে দর্শন করিয়া স্থিরচিত্ত হইবে । পরে তিলকুশাদিসহ তাত্র পাত্রগ্রহণ করিয়া সংকল্প করিবে ।

সংকল্প যথা,—বিষ্ণুরোমং তৎসদদ্যাব্বিনে মাসি শুক্রে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা কর্তব্যবার্ষিকশরৎকালীন শ্রীভগবদুর্গাপূজাকৰ্ম্মণি বিষ্ণ-ব্রহ্মে শ্রীভগবদুর্গাবোধনকৰ্ম্মাহং করিষ্যে ।

এইরূপ সংকল্প করিয়া স্বশাখোক্ত সূক্ত পাঠ করিবে । অনন্তর স্বশাখোক্ত বিধানে ষট্ স্থাপন করিয়া সামাখ্যার্থ্য স্থাপন, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, পীঠন্যাস ও হ্রীং মন্ত্রে প্রাণায়াম ( ৯—১৫ পৃ দেখ ) করত ওঁ ধর্ম্মং স্থূলতলুং ইত্যাদি ধ্যান ( ২৭ পৃ দেখ ) করত “ওঁ গাং গণেশায় নমঃ” বলিয়া গণেশের পূজা করত শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাণি দশদিক্‌পাল, মংগ্লাদি দশাবতার, গঙ্গা, যমুনা, মনসা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পাণ্ডাদি দ্বারা পূজা করিবে । পরে “শিরসি নারদ ঋষয়ে নমঃ । মুখে গায়ত্রীজ-ন্দনে নমঃ, হৃদি ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ” বলিয়া ঋষ্যাদিহাস করিয়া “হ্রাং অমৃতাভ্যাং নমঃ” ইত্যাদি বলিয়া কুরঙ্গস্থাস করত “ওঁ জটাঙ্কট” ইত্যাদি

( ১১৫ পৃঃ দেখ ) করিয়া স্বীয় মস্তকে পুষ্প প্রদান করত মানসোপচারে পূজা করিবে । পরে বিশেষার্থ্যস্থাপন ( ১৮ পৃঃ দেখ ) করত “ওঁ জ্যৈঃ ভগবতি দুর্গে দেবি ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ ।” ইহা বলিয়া আবাহন করত “ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা জ্যৈঃ দুর্গায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে দেবীর পূজা করিবে । পরে “ওঁ বিবরুক্ষায় নমঃ বলিয়া পাত্ৰাদি দ্বারা বিবরুক্ষের পূজা করিয়া পূর্বদিগ্‌বর্তিনী শাখা ধারণপূর্বক করযোড়ে পাড়িবে । যথা, ওঁ রাবণস্ত বধার্থায় রামস্তানুগ্রহায় চ । অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্তস্মি কৃতঃ পুরা” “অহমপ্যাস্মিনে তদ্বদ্বোধয়ামি সুরেশ্বরীং । শক্রেণাপি চ সংবোধ্য প্রাপ্তং রাজ্যং সুরালয়ে ॥ তস্মাদহং ত্বাং প্রতিবোধয়ামি বিভূতিরাজ্য-প্রতিপত্তিহেতোঃ । যথৈব রামেণ হতো দশাস্য স্তথৈব শত্রুং বিনিপাতয়ামি ।” যদি ষষ্ঠীতে বোধন হয়, তবে “তদ্বদ্বোধয়ামি সুরেশ্বরীং” স্থলে “বর্ষাং সায়াঙ্কে বোধয়ামি বৈ” এইরূপ পাঠ করিবে । তৎপর “ওঁ কাণ্ডাং কাণ্ডাং” মন্ত্রে কাণ্ড চতুষ্টয় আরোপণ করিয়া “ওঁ হৃত্রামাণং পৃথিবীং” ইত্যাদি মন্ত্রে ( ১১৬ পৃঃ দেখ ) সাতবার হৃত্র আবেষ্টন করিবে ।

### অধিবাস ।

কৃতনিতাক্রিয় যজ্ঞমান শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন পূর্বক স্বস্তিবাচন করত “সূর্য্যঃ সোমো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পাপাপনোদন করত ফলপুষ্প তিলজলারিত তাম্রপাত্র গ্রহণ করিয়া সঙ্কর করিবে । যথা,—

বিষ্ণুরোম তৎসদদ্যাস্মিনে মাসি শুক্রে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা শ্রীভগবদ্‌গুণীপ্রীতিকামঃ কর্তব্য-বার্ষিকশয়ৎকালীন-শ্রীভগবদ্‌গুণী-মহাপূজাঙ্গভূতং শ্রীভগবদ্‌গুণীয়াঃ শুভাধিবাসনকর্ম্মাহং করিম্যে ।”

এইপ্রকার সঙ্কর করিয়া স্বশাখোক্ত হৃত্র ( ৩ পৃঃ দেখ ) পাঠ করত ঘটহা-গন ( ৫ পৃঃ দেখ ) করিয়া আসনশোধন, বিঘ্নোৎসারণ, ভূতাপসারণ, ভূতশুদ্ধি আদি করিয়া সামান্তার্থ্য স্থাপন করিবে এবং পীঠপূজা করত গণেশাদি দেবতার ( বোধন দেখ ) পূজা করিয়া পূর্ববৎ করাজ্ঞাস করত “ওঁ জটাজুট” ইত্যাদি ধ্যান করিয়া স্বীয় মস্তকে পুষ্প প্রদান করত মানসোপচারে দেবীর পূজা করিবে এবং বিশেষার্থ্যস্থাপনপূর্বক পুনর্বার করাজ্ঞাসাদি করিয়া পূর্ববৎ দেবীর ধ্যান ও আবাহনাদি করিয়া অর্চনা করিবে । পূজান্তে দেবীর মন্ত্র জপ করিয়া জপ সমাপ্ত করত “ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলো” ইত্যাদি মন্ত্রে দেবীকে নমস্কার করিবে ।

অতঃপর পুণ্ড্রি দ্বারা বিশ্ববৃক্ষের অর্চনা করিবে । “ওঁ যেরুমন্দরকৈলাস-  
হিমবচ্ছিবরে গিরৌ । জাতঃ শ্রীফলযুক্ত অম্বিকায়ঃ সদা প্রিয়ঃ ॥ ওঁ শ্রীশৈলশি-  
খরে জাতঃ শ্রীফলঃ শ্রীনিকেতনঃ । নেতব্যোহসি ময়া গচ্ছ পূজ্যো দুর্গাশ্বকপতঃ” ॥  
এই মন্ত্রে বিশ্ববৃক্ষের বায়ু ও নৈঋত কোণস্থ ফলযুগলশালিনী শাখাকে সিন্দূরাক্ত  
করিয়া আশ্রয় করিবে ।

পরে প্রশস্তি বন্দনোক্ত দ্রব্য দ্বারা বিশ্ববৃক্ষ ও ঘটে দেবীকে প্রথমতঃ পুষ্প  
দ্বারা “ওঁ শ্রীরসি ময়ি রমস্ব” বলিয়া অধিবাস করত “ওঁ শ্রয়মস্ত ইব সূর্য্যঃ  
বিধেদ্রিয়স্ত ভক্ষ তব স্নানিকাতো জনিগাতো জসা প্রতিভাগং তন্নিধিমঃ । এই  
মন্ত্রে তৈল করি দান করিয়া পরে মণ্ডপে আসিয়া প্রশস্তিবন্দনোক্ত দ্রব্য দ্বারা  
দেবীর, নব পত্রিকার ও খজ্ঞাদর্পণের অধিবাস করিবে । ( অধিবাস দেখ )  
পরে মণ্ডপে মুময়ী প্রতিমার সমীপবর্তী হইয়া প্রতিমার অধিবাস করিবে ।  
অনন্তর দক্ষিণাঙ্গি করিবে । পরে প্রতিমার আসনের চতুর্দিকে পূর্ব্ববৎ কাণ্ড-  
চতুষ্টয় আদ্যোপগ ও স্তম্ভ বেঠন করিবে ।

### সপ্তমীপূজা বিধি ।

সপ্তমীদিবসে নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে যজমান শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া  
( যদি প্রতিনিধি দ্বারা অর্চনা করাইতে হয়, তবে এই সময় ব্রাহ্মণকে পুষ্যাহ  
বাচনাঙ্গি করিয়া বরণ করিবে । (৪৪ পৃঃ দেখ) পরে স্বশাখোক্ত স্বস্তিবাচন করিয়া  
সূর্য্যঃ সোমো!” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত প্রতিবন্ধক পাপাপনেরদন (১৯৩ পৃঃ দেখ)  
করিয়া বিশ্বস্বরণপূর্ব্বক সংবল্ল করিবে । যথা,—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যাধিনে মাগি কন্যারশিস্থে ভাস্করে শুক্রে পক্ষে  
সপ্তম্যাস্তিথাবারভ্য নবমীং যাবৎ জমুকগোত্রঃ শ্রীজমুকদেবশর্ম্মা  
সর্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বক পরমনির্ভূতি-অতুলবিভূতি চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তিকামো-  
দুর্গাপ্রীতিকামো বা যথোপকলিতোপহারৈঃ কালিকাপুরাণোক্তবিধিনা  
সপ্তমীবিহিত রম্ভাদিনবপত্রিকা স্নান প্রবেশ মুময়ী শ্রীভগবদুর্গা মহা-  
স্নান গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীভগবদুর্গা-  
পূজাছাগপশুবলিদানবার্ষিকশরৎকালীন-শ্রীভগবদুর্গাপূজামহাক্টমী-বিহিত  
মুময়ী শ্রীভগবদুর্গা মহাস্নান গণপত্যাঙ্গি নানাদেবতা পূজাপূর্ব্বক-  
বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদুর্গাপূজা মহাষ্টমী মহানবমী সন্ধিকাল

বিহিত গণপত্যাदि नानादेवतापूजापूर्वक वार्षिक शरत्कालीन श्रौतग-  
वद्गूर्गापूजाछागपञ्चबलिदान महानवमी विहित मन्त्राय श्रौतगवद्गूर्गा महा-  
ज्ञान गणपत्यादिमानादेवतापूजापूर्वक वार्षिकशरत्कालीन श्रौतगवद्गूर्गा-  
पूजाछागपञ्चबलिदानकर्माहं करिष्ये ।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তজ্জল ঈশানকোণে ত্যাগ করিয়া স্বশাখোক্ত মন্ত্র  
মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে পূর্ববোধিত বিশ্বরূক্ষ সমীপে গমন করিয়া পূর্ববৎ  
পাণ্ডাদি দ্বারা বিশ্বরূক্ষের অর্চনা করিয়া কৃতাজ্জলিপূরণের পাঠ করিবে। বথা,—

“ও বিশ্বরূক্ষ মহাতাগ সদা ত্বং শঙ্করপ্রিয়ঃ । গৃহীত্বা তব শাখাং দুর্গাপূজাং  
করোম্যহং ॥ শাখাচ্ছেদোদভবং হুঃখং ন চ কাৰ্য্যং ত্বয়া প্রভো । দেবৈর্গৃহীত্বা  
তে শাখাং পূজ্যা হুগেতি বিপ্রতিঃ ॥”

অনন্তর খড়্গ গ্রহণ করিয়া “ও ছিন্দি ছিন্দি ফট্, ফট্, বাহা” এই মন্ত্রে  
পূর্বাভিমুখিত সিদ্ধুরাক্ত শাখা ছেদন করিয়া করঘোড়ে পড়িবে। — “ও পুরায়ুদ্ধ-  
নবৃদ্ধার্থং নেয়ামি চণ্ডিকালয়ং । বিশ্বশাখাং সমাপ্তিত্য লক্ষ্মীরাজ্যং প্রেষচ্ছ মে ॥  
আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সর্বকল্যাণহেতবে । পূজাং গৃহাণ স্মৃধি নমস্তে  
শঙ্করপ্রিয়ে ॥”

এই মন্ত্র পড়িয়া বাদ্যধ্বনি সহকারে বিশ্বশাখা দেবীগৃহে আনয়ন করত  
চিত্রপীঠোপরি স্থাপন করিবে। পরে রক্তাদি নির্মিত নবপত্রিকাতে দেবীর আক্কা-  
হনপূর্বক গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিয়া বিশ্বপত্রাজ্জলিত্রয় দান করত স্নান করাইবে।  
বথা, প্রথমত শোধিত পঞ্চগব্যদ্বারা অঙ্গ মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করাইবে। পরে  
সুগন্ধি জল দ্বারা “ও কদলিতরুণংস্থাসি” ইত্যাদি মন্ত্রে স্নান করাইয়া “ও  
দেবাস্থামভিষিক্তস্ত” ইত্যাদি মন্ত্রে অষ্টঘট জল দ্বারা স্নান করাইবে। অনন্তর নূতন  
সুগন্ধ বস্ত্র দ্বারা স্নানজল অপনোদন ও নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া ভদ্রপীঠে  
স্থাপন করিবে। ( ১৯৯ পৃ ২০০ হইতে পৃ পর্য্যন্ত স্নান ও স্থাপন পর্য্যন্ত দেখ ) ।

অভঃপর দর্পণে দেবীর প্রতিবিম্ব অবলোকন করিয়া “ও অম্বাদায় ব্যাহবৎ  
সোমোরাজ্যায় মাগমং । স মে মুখং প্রমাক্ষাতে যশসা চ ভগেন চ ॥” এই মন্ত্রে  
দন্তকাষ্ঠ নিবেদন করিয়া মহাস্নান করাইবে। প্রথমতঃ তণ্ডুল চূর্ণ দ্বারা দর্পণে  
দেবীর সর্বশরীর উত্তর্জন করিবে। মন্ত্র বথা,— “ও উত্তর্জয়ামি দেবি ত্বাং মৃদুদ্বৈ  
শ্রীফলেহপি চ । হিরাত্যন্তং হি নো ভূত্বা গৃহে কামপ্রদা ভব ॥ পরে শোধিত  
পঞ্চগব্যদ্বারা স্নান করাইবে। পরে নদীজল দ্বারা ভূঙ্গারে করিয়া স্নান করাইবে ॥

যথা,—ওঁ আশ্বিনী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী । সরস্বতী পুণ্য  
 য়েতগঙ্গা চ কৌশিকী । ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা । সর্ষাঃ  
 স্রমনসো ভূত্বা ভূদারৈঃ স্বাপয়ন্ত তাঃ ॥ পরে ওঁ সুরাস্বা মতিষিক্ত ইত্যাদি  
 মন্ত্রে (২৪ পৃ দেখ) স্নান করাইয়া ওঁ সিন্ধুভৈরবশোনায়া যে ব্রহ্মা ভূমি সংস্থিতাঃ ।  
 সর্ষে স্রমনসো ভূত্বা ভূদারৈঃ স্বাপয়ন্ত তে ॥ অনন্তর শঙ্খ জল দ্বারা, সর্ষে-  
 যামধিপো দেব দৈশানো নাম নামতঃ । শূলপাণির্মহাদেবো ভূদারৈঃ স্বাপয়-  
 ন্তিমাং ॥ গঙ্গাজলদ্বারা ওঁ মন্দাকিনীয়াস্ত যদ্বারি সর্বপাপহরং শুভং । স্বর্গ-  
 শ্রোতশ্চ বৈষ্ণব্যং স্নানং ভবতু তেন তে ॥ উক্তজল দ্বারা, ওঁ পবিত্রং পরম-  
 কোকং বহ্নিজ্যোতিঃসমন্বিতং । জীবনং সর্বপাপহরং ভূদারৈঃ স্বাপয়ন্তিমাং ॥ অন-  
 তর ওঁ আপোহি ঠা ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র চতুর্ভুজ দ্বারা স্নান করাইবে । পরে ওঁ  
 গঙ্গদ্বারা ইত্যাদি মন্ত্রে গোময় দ্বারা, ওঁ দণ্ডিকাবোহকার্ণং ইত্যাদি মন্ত্রে দণ্ডি  
 দ্বারা, ওঁ আপ্যায়স্ব ইত্যাদি মন্ত্রে দুগ্ধ দ্বারা, ওঁ তেজোহসি ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃত  
 দ্বারা, ওঁ মধুবাতা ইত্যাদি মন্ত্রে মধুদ্বারা স্নান করাইবে । অতঃপর পুষ্পোদক  
 দ্বারা,—ওঁ অশ্বিনো ভৈবজ্যেন তেজসা ব্রহ্মবচ্চসা যতিষিকামি । সরস্বতী  
 ভৈবজ্যেন বীৰ্য্যশোনায়াতিষিকামি ইন্দ্রস্যেক্ষিয়েণ বলয়ে শ্রিয়েণ যশসেহভি-  
 ষিকামি । কুশোদক,—ওঁ দেবস্ত ত্বা সবিশুঃ ইত্যাদি । ফলোদক,—ওঁ  
 অগ্ন আরাহি বীতয়ে গৃহাণো হব্যদাতয়ে নিহোতা সংসি বর্হিষি । ইন্দ্রদ  
 ও সাগরোদক,—ওঁ নারায়ণ্যে বিদ্বাহে ভগবতৌ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচো-  
 দয়াৎ । পঞ্চরস, অণ্ডক, স্বর্ণ, কর্পূর ও গঙ্গামৃতিকা মিশ্রিত জলদ্বারা,—ওঁ  
 নারায়ণ্যে বিদ্বাহে ভগবতৌ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ । ওঁ জীং দুর্গায়ৈ  
 নমঃ” বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য মিশ্রিত জলদ্বারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে স্নান করাইবে ।  
 তিণ্ডল দ্বারা হ্রাং অধিকার্যৈ নমঃ । বিকুটল, ওঁ জীং চামুণ্ডায়ৈ । নিখ-  
 রোদক,—ওঁ হ্রঃ চণ্ডবতৌ নমঃ । নারিকেলোদক, পঞ্চকষায়, শিশির ও  
 সাগরোদক দ্বারা প্রত্যেকে দেবীর গায়ত্রী পাঠ করিয়া স্নান করাইবে ।  
 সর্কৌষধি মহৌষধিজল দ্বারা,—ওঁ যা ওষধীঃ সোমোরাজীর্কস্বীঃ শত বিচক্ষণাঃ ।  
 তাসামসিত্ব মুস্তমাকং কামায় সংহদে । সহস্রধারা জলদ্বারা, ওঁ সাগরাঃ সন্তিতঃ  
 সর্ষাঃ সর্গশ্রোতনদী তথা । সর্কৌষধিভিঃ পাপরাঃ সহস্রৈঃ স্বাপয়ন্ত তে ।  
 ৷ লবণেশ্বরাসর্পির্দধিহুজলাস্তকাঃ । সহস্রধারয়া দেবীং স্বাপয়ন্ত মহেশ্বরীং ॥  
 এবং ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং ইত্যাদি মন্ত্রচতুর্ভুজ দ্বারা স্নান করাইয়া পুন-  
 রায় অষ্টপট জলদ্বারা ওঁ দেবাস্বামতিষিক্ত ইত্যাদি মন্ত্রে ( ২৮ পৃ দেখ ) স্নান

করাইয়া দর্পণহস্তে গুল্ল গুল্লবস্ত্র দ্বারা অপনোদন করাইয়া মধ্যস্থলে সিংহ রজিত করিয়া তদ্ব্যবধৌ “হ্রীং বীজ লিখিয়া উদ্বর্ণীঠে স্থাপন করিবে।

অনন্তর ভূতেভ্যো নমঃ বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া ও ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহস্থ ময়া দন্তো বলিরেষ প্রসাধিতঃ ॥ পূজিতা গন্ধপুষ্পাদৈর্দ্যক্ষলিতিস্তর্পিতাস্থথা। দেশাদম্মাধিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্চাত্ত মংকুতাং ॥ ইহা পাঠ করিয়া “এষ মাষতক্তবলিঃ ও ভূতেভ্যো নমঃ” বলিয়া প্রদান করিবে।

অনন্তর লাজ (তৈ), চন্দন, ষেতসর্বপ, ভষ্ম, দুর্বা, কুশ ও আতপ-তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া “কট” মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করত “ও” অপসর্পত তে ভূতা বেভূতা ভূমিপালকাঃ। ভূতানামবিরোধেন দুর্গাপূজাং করোম্যহং ॥ ও বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পত তে সর্বে চণ্ডিকাস্ত্রেণ তাড়িতাঃ ॥

এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করত হস্তস্থিত লাজাদি ছড়াইয়া দিয়া ভূতগণকে দূরীকৃত করিবে।

অনন্তর পত্রিকাতে ও বিবশাখাবাসিষ্ঠে দুর্গায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে পাছাদি দ্বারা পূজা করিয়া, উহাকে দেবীরূপে চিত্তা করত দেবীর মস্তকে দুর্বাশ্চ প্রদান করিয়া দেবীর আসন ধরিয়া পাঠ করিবে। যথা, ও চণ্ডিকে চল চল চাণয় চাণয় দুর্গে পূজাগৃহং প্রবিশ ॥ গম্যতাং মদগৃহে দেবি অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ। পূজাং গৃহাণ স্মৃতি সর্বকল্যাণহেতবে ॥ আগচ্ছ মদগৃহে দেবি সর্বসম্প-ত্তিদায়িনি। প্রবিশু তিষ্ঠ যজ্ঞেশ্বিন্ যাবৎ পূজাং করোম্যহং ॥ ত্বং পরা পরমা শক্তিস্বমেব শিববল্লভা। ত্রৈলোক্যোদ্ধারহেতুস্ত্ব মবতীর্ণা যুগে যুগে ॥ ও ত্রীং হ্রীং হ্রাং স্বীং স্বম্বিকৈ স্থিরা ভব ॥ ইহা পাঠ করিয়া স্থিরীকরণ করিবে।

অতঃপর দেবীর সম্মুখে একটি ঘট আনয়ন করত তাহা দক্ষ্যক্তযুক্ত করিয়া ঘটমধ্যে পঙ্কর প্রদান করিবে। পরে স্বশাখোক্ত মন্ত্রে ঘটস্থাপন করিয়া ও গঙ্গাগ্রাঃ সরিতঃ সর্বাঃ সাগরাশ্চ সরাসি চ। সর্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাসি চ নদা ইদাঃ। আয়াস্ত বজমানস্ত ছরিতক্ষরকারকাঃ ॥ ও গঙ্গে চ সমুদ্রে চৈব ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্কুশমুদ্রাদ্বারা ঘটস্থ জলে তীর্থাবাহন করিবে।

অনন্তর গণেশাধি দেবতাগণের ( ১৯৪ পৃঃ দেখ ) পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া নামাঙ্কার্য স্থাপন করিবে। পরে হ্রাং হ্রীং হ্রং কট ইহা উচ্চারণ করত নৈবে-

ভাদি দর্শন করিবে। তৎপর পূর্ববৎ লাক্ষ্মণাদি গ্রহণ করিয়া ভূতাপসারণ করিয়া বামপার্শ্ব দ্বাত্তয় দ্বারা ভৌমবিষ দূরীকরণ করিয়া তালত্রয় দ্বারা অন্ত-রীক্ষগত বিষ উৎসারণ করিয়া আসন শোধন করিবে। পরে গুরুপংক্তি নমস্কার করিয়া ঋষাদি ন্যাস করিবে। যথা,—“অত্র হৃগীমন্ত্রস্ত নারদঋষি-গায়ত্রীচ্ছন্দো হৃগীদেবতা মম সর্বাভীষ্টসিদ্ধার্থং হৃগীপূজনে বিনিয়োগঃ ॥ শরসি ও নারদঋষয়ে নমঃ। মুখে ও গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি “ও হ্রীং হৃগীয়ে নমঃ। অতঃপর গুরুপুষ্প দ্বারা করদ্বয় সংশোধন করিয়া উর্দ্ধে, তালত্রয় দিয়া ছোটিকা ( তুরি ) দ্বারা দশদিক বন্ধন করিবে। পরে মাতৃকাস্তাস, জীং, বীজে প্রণাম ও করাস্তাস করিয়া পীঠাস্তাস করিবে। যথা,—হৃদয়ে,—ও আধারশক্তয়ে নমঃ—এইক্রমে কুর্মায়, অনন্তায়, পৃথিবী, ক্ষীরসমুদ্রায়, ব্রহ্মসীপায়, মণিমণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, রত্নবেদিকায়, দক্ষিণাংশে,—ধর্মায়, জ্ঞানায়। বাম উরুতে,—বৈরাগ্যায়। দক্ষিণ উরুতে,—ঐশ্বর্যায়। মুখে,—অধর্মায়। বামপার্শ্বে,—অজ্ঞানায়। নাভিতে অবৈরাগ্যায়, দক্ষিণ-পার্শ্বে,—অনিশ্বর্যায়। পুনরায় হৃদয়ে,—শেখায়, পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলায়, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলায়, মং বহুমণ্ডলায় দশকলা-য়, সং সর্ষায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আয়নে, অং অন্তরায়নে, পং পরমা-য়নে, হ্রীং জ্ঞানায়নে। হৃদয়ে ও অষ্টদিকে,—অং প্রভাত্যে, ইং মায়্যে, উং জয়্যে এবং স্মৃত্যে, ঐং বিশুদ্ধাত্মে, ওং নন্দিত্যে, ওং সুপ্রভাত্যে, অং বিজ-য়্যে, অং সর্গসিদ্ধিত্যে।” প্রণবাদি নমোহস্ত করিয়া প্রত্যেকের পূজা করিতে হইবে। পরে “বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহাসনায় নমঃ।” বলিয়া পূজা করিবে। অনন্তর “ও অটাজুটসমায়ুক্তাং” ইত্যাদি দেবীর ধ্যান (১৯পৃ দেখ) করিবে। এইরূপ ধ্যান করিয়া স্বীয় মস্তকে পুষ্প প্রদান করত মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্থ্য স্থাপন করিবে (১৮ পৃ দেখ)। পরে ঈশান কোণে গণেশ ঘটস্থাপন পূর্বক গাং হৃদয়ায় নমঃ” ইত্যাদি অঙ্গস্তাস ও করস্তাস করিয়া ধর্মং সুলভতুং” ইত্যাদি ধ্যান করত গণেশের আবাহন করিয়া পূজা করত “ও সর্ববিষহরো দেব একদন্তো গঙ্গাননঃ। দেবীগৃহেহক্তিভঃ প্রীত্যা সর্ববিষং বিনাশয় ॥” বলিয়া নমস্কার করিবে। অনন্তর ঐ গণেশঘটে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও নবগ্রহগণের আবাহন করিয়া পূজা করিবে। এবং তুর্গাঘটে “ও আধারশক্তয়ে নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে পূর্ববৎ পীঠদেবতাগণের পূজা করিয়া পুনর্বার দেবীর করাস্তাসাদি করিয়া পুনশ্চ “ও অটাজুট” ইত্যাদি ধ্যান

করিয়া “ভূভূবঃ স্বৰ্ভগবতি ভূর্গে দেবি স্বীয়গণসহিতে ইহাগচ্ছাগচ্ছ” ইত্যাদি  
ক্রমে আবাহন করিয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করা ইণ্ডা মূলমন্ত্রে সকলী-  
করণ ও ষড়ঙ্গভাস করিয়া প্রতিমায় হস্ত প্রদান করিয়া পাঠ করিবে। যথা—  
“ওঁ আগচ্ছ মনুর্গে দেবি অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ । পূজাং গৃহাণ বিধিবৎ  
সর্বকল্যাণকারিণি ॥ ওঁ এহেহি ভগবদ্ভূর্গে শত্রুক্য়জরপ্রদে । ভক্তিতঃ  
পূজ্যামি ত্বাং নবভূর্গে সুরার্জিতে ॥ ওঁ ভূর্গে দেবি সমাগচ্ছ সান্নিধ্যমিহ কল্পয় ।  
যজ্ঞভাগং গৃহাণ ত্বমষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ ॥ ওঁ শারদীয়ামিমাং পূজাং  
করোমি কমলেক্ষণে । অজ্ঞাপয় মহাদেবি দৈত্যদর্পনিন্দনি ॥ ওঁ সংসারার্ণব-  
তুঙ্গারে সর্কাস্বরনিকুন্তনি । ত্রায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে ॥ ওঁ যে  
দেবা যা হি দেব্যশ্চ চলিতা যাশ্চলন্তি হি । আবাহয়ামি তান্ সর্বান চণ্ডিকে  
পরমেশ্বর । প্রাণান্ রক্ষ যশোরক্ষ পুত্রনারধনং সদা । সর্বরক্ষাকরী যস্মান্ত-  
স্বাঙ্গং হি জগৎপ্রিয়ে ॥ ওঁ প্রবিষ্ণু তিষ্ঠ যজ্ঞেহস্মিন্ যাবৎ পূজাং করোম্যহং ।  
শৈলানন্দকরে দেবি সর্বসিদ্ধিঞ্চ দেহি মে ॥ ওঁ আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সর্ব-  
কল্যাণহেতবে । পূজাং গৃহাণ স্তুমুখি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে ॥ ওঁ আবাহয়ামি দেবি  
ত্বাং মুমুয়ে ত্রীকলেহপি চ । কৈলাসশিখরাদেবি বিজ্ঞাত্রেহিষপর্বতাং ॥  
আগত্য বিব্রশাখায়াং চণ্ডিকে কুরু সন্নিধিং । স্থাপিতানি ময়া দেবি পূজয়ে  
ত্বাং প্রসাদয়ে ॥ আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্যং দেহি দেবি নমোহস্তু তে ॥ “ওঁ দেবি  
চণ্ডাক্ষিকে চণ্ডি চণ্ডবিগ্রহকারিণি । বিব্রশাখাং সমাপ্রিত্য তিষ্ঠ দেবগণৈঃ  
সহ ॥ ওঁ দেবি ত্বং জগত্যাং মাতঃ সৃষ্টিসংহারকারিণি । পত্রিকাসু সমস্তাসু  
সান্নিধ্যমিহ কল্পয় ॥ পশুবৈশ্চ ফলোপেতৈঃ শাখাভিঃ সুরনায়িকে । পল্লবে  
সংস্থিতে দেবি পূজাং গৃহু প্রসাদ মে ॥ ওঁ আবাহয়ামি দেবি ত্বাং মৃদুয়ে  
ত্রীকলেহপি চ । স্থিত্যন্তং হি নো ভূত্বা গৃহে কামপ্রদা ভব । ওঁ চণ্ডিকে  
চণ্ডরূপাসি সুরভৈজোমহাবলে । প্রবিষ্ণু তিষ্ঠ যজ্ঞেহস্মিন্ যাবৎ পূজাং  
করোম্যহং ॥”

অনন্তর পঞ্চমন্ত্র জপ করিবে। যথা,—“ওঁ হংসঃ শুচিসদ্বসুরন্তরীক্ষং  
সন্ধোতা বেদিসদতিথির্হরোনসৎ । নৃষদৃতসন্ধোমসদজা গোজা ঋতজা অদ্রিজা  
ঋতং বৃহৎ ॥ ১ ॥

ওঁ প্র তদ্বিকুঃ শুবতে বীর্ঘ্যেণ মৃগোন ভীমঃ কুচরো গরিষ্ঠাঃ । যতোক্ষু ত্রিষু  
বিক্রমণেষধিক্রিয়ন্তি ভুবনানি বিখ্যাঃ ॥ ২ ॥ ওঁ বিষ্ণুর্ঘোনিং কল্পয়তু তুষ্টা রূপাণি  
পিংষতু আসিকতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে ॥ ৩ ॥ গায়ত্রী ॥ ৪ ॥ ওঁ ত্র্যম্বকং



যজামহে সৃগন্ধিং পুষ্টবর্দ্ধনং । উর্ধ্বানু স্মিৎ বন্ধনাম্ভ্যোমুর্ধ্বীকীং মামৃতাং ॥ ৫ ॥ এই প্রকার আবাহন করিয়া “ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা” অথবা “দক্ষযজ্ঞবিনাশিত্তে” ইত্যাদি মন্ত্রে চক্ষুর্দান করিয়া “ওঁ আং জীং ক্রোং যং রং” ইত্যাদি মন্ত্রে ( ১৭ পৃ দেখ ) প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া মূল মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে ।

এই রূপে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া দেবীশরীরে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিবে । পরে প্রতিমাগঠিত দেবভাগনের “ওঁ মনোজ্যোতিঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে ( ১৭ পৃ দেখ ) প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে । অনন্তর ঘোড়শোপচারে দেবীর পূজা করিবে । ক্রম যথা,—

“বং” এই বীজ মন্ত্রে অর্বাঙ্গল দ্বারা দেয় দ্রব্য প্রোক্ষণ করিয়া “অমুকদ্রব্যায় নমঃ” বলিয়া গন্ধপুষ্পদ্বারা দ্রব্য অর্চনা করিয়া “ইদং অমুকদ্রব্যং ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা হ্রীং দুর্গায়ৈ দেবৈ নমঃ ।” এই বলিয়া দেয় দ্রব্যোপরি জলদান করিবে । এইরূপ সমস্ত উপচার সমক্ষে জানিবে ।

প্রথমতঃ আসন অর্চনা ও নিবেদন করিয়া “ওঁ আসনং গৃহ চার্ষঙ্গি চণ্ডিকে সর্বমঙ্গলে । ভজস্ব জগতাং মাতঃ স্থানং য়ে দেহি চণ্ডিকে ॥ ১ ॥ মূল মন্ত্র উচ্চারণ ( ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা ) পূর্বক দুর্গে ইহ স্বাগতং” ইহা বলিয়া স্বাগত প্রশ্ন করিয়া “ওঁ কৃতার্থোহনুগৃহীতোহস্মি সকলং জীবিতং মম । আগতাসি যতো দুর্গে মাহেশ্বরি মদাগ্রমং ॥ ২ ॥ পাত্ৰ,—ওঁ পাত্ৰং গৃহ মহাদেবি সর্বদ্রঃখাপহারকং । জায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে ॥ ৩ ॥ অর্ঘ্য,—ওঁ দুর্ভাক্ষতসমায়ুক্তং বিশ্বপত্রং তথা পরং । শোভনং শম্বপাত্ৰস্থং গৃহাণার্য্যং হরপ্রিয়ে ॥ নানাতীর্থোদ্ভবং বারি কুঙ্কমাदि-স্থনীতলং । গৃহাণার্য্যমিদং দেবি বিশ্বেশ্বরি নমোহস্ত তে ॥ ৪ ॥ আচমনীয়,—ওঁ মন্দাকিন্যাস্ত যদ্বারি সর্বপাপহরং শুভং । গৃহাণাচমনীয়ং ত্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতং ॥ ইদমাপো ময়া ভক্ত্যা তব পাণিতলেহর্পিতাঃ । আচময় মহাদেবি প্রীতা শান্তিং প্রবচ্ছ মে ॥ ৫ ॥ মধুপর্ক,—ওঁ মধুপর্কং মহাদেবি ব্রহ্মাঋতঃ পরিকল্পিতং । ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি ॥ ৬ ॥ আচমনীয়,—পূর্ববং ॥ ৭ ॥ স্নানীয়,—ওঁ জলক শীতলং স্বচ্ছমিদং শুদ্ধং মনোহরং । স্নানার্থং তে ময়া ভক্ত্যা করিতং প্রতিগৃহতাং ॥ ৮ ॥ আচমনীয়,—পূর্ববং । (“স্নানে বস্ত্রে চ নৈবেদ্যে দত্তাদাচমনীয়কং” অর্থাৎ স্নানীয়, বস্ত্র ও নৈবেদ্য দানের পর এক এক বার আচমনীয় দিতে হয় । ) বস্ত্র,—ওঁ বহুতন্তুসমায়ুক্তং পটং প্রা-

দিনিস্থিতং । বাসোদেবি, স্তম্ভরূপ গৃহাণ বরবর্ণিনি । তন্তুসজ্জানসংযুক্তং  
 রঞ্জিতং রাগবস্তনা । হুর্গে দেবি তজ্জ প্রীতিং বাসতে পরিসীৰ্যতাং ॥ ৯ ॥  
 পূৰ্ব্ববৎ আচমনীয় । অলঙ্কার,—ওঁ দিব্যরত্নদামায়ুক্তা বহিষ্ঠাহুসমপ্রভাঃ ।  
 গাত্রাণি শোভয়িষ্যন্তি অলঙ্কারাঃ সুরেশ্বরী ॥ ১০ ॥ গন্ধ,—ওঁ শরীরস্তে ন  
 জানামি চেষ্টাং নৈব চ নৈব চ । ময়া নিবেদিতাং গন্ধান্ প্রতিগৃহ্ণ বিলিপ্যতাং  
 ॥ ১১ ॥ পুষ্প,—ওঁ পুষ্পং মনোহরং দিব্যং স্তগন্ধি দেবনির্মিতং । হৃদমদ্রুত  
 মনোহ্রয়েং দেবি দত্তং প্রগৃহ্ণতাং ॥ ১২ ॥ ধূপ,—ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ  
 সুরভোজনঃ । ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্ণতাং ॥ ১৩ ॥ দীপ—  
 ওঁ অগ্নিজ্যোতী রবিজ্যোতিশ্চন্দ্রজ্যোতিস্তথৈব চ । জ্যোতিষাস্তমো হুর্গে  
 দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্ণতাং ॥ ১৪ ॥ অঞ্জন,—ওঁ নমস্তে সৰ্বদেবেশি নমস্তে  
 শঙ্করপ্রিয়ে । চক্ষুষ্যমঞ্জনং হৃদয়ং দেবি দত্তং প্রগৃহ্ণতাং ॥ নৈবেদ্য,—  
 ওঁ আমায়ং স্নাতসংযুক্তং ফলতামূলসংযুতং । ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা আমায়ং  
 প্রতিগৃহ্ণতাং ॥ ১৫ ॥ ফলাদি,—ওঁ ফলমূলানি সৰ্বানি গ্রাম্যারণ্যানি  
 যানি চ ॥ নানাবিধহুগন্ধীনি গৃহ্ণ দেবি মমার্চরং ॥ মূলমস্ত্রে বিধগজ  
 দান করিবে । পানার্থজল,—ওঁ জলক শীতলং স্বচ্ছং স্তগন্ধি স্তমনো-  
 হরং । ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পানীয়ং প্রতিগৃহ্ণতাং ॥ তাবূল,—ওঁ ফলপত্র-  
 সমায়ুক্তং কর্পূরৈশ্চ সুবাসিতং । ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা তাবূলং প্রতিগৃহ্ণতাং ॥  
 স্তগন্ধযুক্তদূৰ্বা,—ওঁ নমস্তে সৰ্বদেবেশি নমস্তে স্তম্বমোক্ষদে । দূৰ্বাং গৃহাণ  
 দেবি ত্বং মাং নিস্তারয় সৰ্বতঃ ॥ বিধগজমালা,—ওঁ অমৃতোদভবং ত্রীযুক্তং  
 মহাদেবপ্রিয়ং সদা । পবিত্রং তে প্রযচ্ছামি ত্রীকলীয়ং সুরেশ্বরী ॥ পুষ্পমালা—  
 ওঁ স্ত্রেণ গ্রথিতং মালাং নানাপুষ্পসমবিতং । ত্রীযুক্তং লব্ধমানঞ্চ গৃহাণ পত্ন-  
 মেশ্বরী ॥ “ওঁ নারায়ণ্যে বিদ্যহে” ইত্যাদি গায়ত্রী দ্বারা পুষ্পপত্রাজলিত্রয়  
 ও সিন্দূর দান করিবে এবং দৰ্পণ দর্শন করাইবে । মূলমস্ত্রে পাণ্ড, অৰ্ঘ্য ও  
 আচমনীয় দেবীকে প্রদান করত চতুর্কোণ মণ্ডলের উপর সাধারণ স্থাপন  
 করিয়া অন্ন অভ্যক্ষণ করতঃ দেবীকে নিবেদন করিয়া,—ওঁ অন্নং চতুর্বিধং  
 দেবি রসৈঃ স্বদ্ভিঃ সমবিতং । উত্তমং প্রাণদকৈব গৃহাণ মম ভাবতঃ ॥ পর-  
 মায়,—ওঁ গব্যসর্পিঃপশ্নায়ুক্তং নানামধুরসংযুতং । ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা  
 পরমায়ং প্রগৃহ্ণতাং ॥ পিষ্টক,—ওঁ অমৃতৈ রচিতং দিব্যং নানারূপবিনির্মিতং ।  
 পিষ্টকং বিবিধং দেবি গৃহাণ মম ভাবতঃ ॥ মোদক,—ওঁ মোদকং স্বাদু সংযুক্তং  
 সৰ্করাদিবিমিশ্রিতং । সুরম্যং মধুরং ভোজ্যং দেবি দত্তং প্রগৃহ্ণতাং ॥ পুখু-

কাদি ( চিড়া ইত্যাদি ) সুমন্ত্রে দান করিবে। পানীয়জল,—ওঁ জলক শীতলং ইত্যাদি। তাহুগ,—ওঁ কলপত্রসমায়ুক্তং কর্পূরেণ সুবাসিতং। ময়া নিবেদিতং তুভ্যা তাহুলং প্রতিগৃহ্যতাং ॥ নমস্কার,—ওঁ সৰ্বমঙ্গলমঙ্গলো ইত্যাদি ॥ ১৬ ॥

নবপত্রিকাপূজা।—ওঁ রস্তাধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণি ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া “ওঁ রস্তাধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ ।” বলিয়া পূজা করত “ওঁ হুর্গে দেবি সমাগচ্ছ সান্নিধ্য মিহ কল্পয়। রস্তারূপেণ সৰ্বত্র শান্তিং কক্ নমোহস্ত তে ॥ ১ ॥ কচ্চী অধিষ্ঠাত্রী কালিকার আবাহন করিয়া পূজা করত, ওঁ মহিবাংসুরযুদ্ধে কচ্চীভূতাসি স্মরতে। মম চাহুগ্রহার্থ্যয় আগতাসি শমপ্রিয়ে ॥ ২ ॥ হরিজাধিষ্ঠাত্রী দুর্গার আবাহন ও পূজা করিয়া—ওঁ হরিত্রে বরদে দেবি উমারূপাসি স্মরতে। মম বিশ্ববিনাশয় প্রসীদ ত্বং হরপ্রিয়ে ॥ ৩ ॥ জয়ন্তী অধিষ্ঠাত্রী কার্তিকীর আবাহন ও পূজা করিয়া,—ওঁ নিমন্ত্তত্তমথনে সৈন্দ্রেদেবগণৈঃ সহ। জয়ন্তি পূজিতাসি তমস্মাকং বরদা ভব ॥ ৪ ॥ বিবাধিষ্ঠাত্রী শিবার আবাহন ও পূজা করিয়া—ওঁ মহাদেব-প্রিয়করো বাসুদেবপ্রিয়ঃ সদা। উমাপ্রীতিকরো বৃক্ষে বিশ্বরূক্ নমোহস্ত তে ॥ ৫ ॥ দাড়িমাধিষ্ঠাত্রী রক্তদন্তিকার আবাহন ও পূজা করিয়া,—ওঁ দাড়িমি ত্বং পুরা যুদ্ধে রক্তবীজস্য সমুখে। উমাকার্যং কৃতং যস্মাক্ষ্মাক্ষং রক্ষ মাং সদা ॥ ৬ ॥ অশোকাধিষ্ঠাত্রী শোকরহিতার আবাহন ও পূজা করিয়া,—ওঁ হরপ্রীতিকরো বৃক্ষ অশোকঃ শোকনাশনঃ। দুর্গাপ্রীতিকরো যস্মায়ামশোকং সদা কুরু ॥ ৭ ॥ মানাধিষ্ঠাত্রী চামুণ্ডার আবাহন ও অর্চনা করিয়া,—ওঁ যস্য পত্রে বসেদেবি মানরূকঃ শচীপ্রিয়ঃ। মম চাহুগ্রহার্থ্যয় পূজাং গুরু প্রসীদমে ॥ ৮ ॥ ধান্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর আবাহন ও অর্চনা করিয়া,—ওঁ ভগতঃ প্রাণরক্ষার্থং ব্রহ্মণা নিম্নিতং পুরা। উমাপ্রীতিকরং ধান্যং তস্মাক্ষং রক্ষ মাং সদা ॥ ৯ ॥ অতঃপর অগ্ন্যাদি কোণচতুষ্টয়ে,—ওঁ হুর্গে হৃদয়ায় নমঃ ওঁ হুর্গে শিরসে স্বাহা ॥ ওঁ রক্ষণি শিখায়ৈ বধট্। ওঁ স্বাহা কষচায় হং। দেবী সমুখে,—ওঁ হুর্গে হুর্গে রক্ষণি স্বাহা নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। দিক্‌সমূহে, ও হুর্গে অস্ত্রায় ফট্। অথবা “জাং হৃদয়ায় নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে পূজা করিবে। পূর্বাদিকৈ,—ওঁ ইন্দ্রায় স্বৰ্জ্জায় সৰ্বাহনায় সপরিবারায় নমঃ। ওঁ অগ্নয়ে সশক্তয়ে সৰ্বাহনসপরিবারায় নমঃ। ওঁ যমায় সদণ্ডায় সৰ্বাহনসপরিবারায় নমঃ। ওঁ নিখাতয়ে স্বৰ্ঘ্যায় সৰ্বাহনসপরিবারায় নমঃ। ওঁ বরুণায়

সপাশায় সবাহনসপরিবারায় নমঃ । ওঁ বায়বে সাক্ষণায় সবাহনসপরিবারায়  
নমঃ ॥ ওঁ কুবেরায় সগদায় সবাহনসপরিবারায় নমঃ । ওঁ ঈশানায়  
সশূলায় সবাহনসপরিবারায় নমঃ । পূর্ব ও ঈশানকোণ মধ্যে, —ওঁ ব্রহ্মণে  
সপদায় সবাহনসপরিবারায় নমঃ । নৈঋত ও পশ্চিমদিক্ মধ্যে “ওঁ  
অনন্তায় সচক্রায় সবাহনসপরিবারায় নমঃ ।

অন্তর “ওঁ মহাসিংহাসনায় নমঃ” বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা অর্চনা করিয়া  
মহিষাসুরের অর্চনা করিবে । অতঃপর গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর ধ্যান  
করিয়া যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবে । পরে “ওঁ সাক্ষোপাস্কৃত্যৈ সবাহনায়ৈ  
সপরিবারায়ৈ ভূগণ্যৈ নমঃ” বলিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে ।  
সর্প, ময়ূর ও মুষিকের ও এই সময় পূজা করিয়া যথা শক্তি দেবীর মূল মস্ত  
জপ করিবে । অতঃপর বলিদান ( ২০৭ পৃ দেখ ) করিয়া আরজিক ও স্তবপাঠ  
করিয়া প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবে ( প্রার্থনামন্ত্র ২১০ পৃ দেখ ) ।

সপ্তমী পূজা সমাপ্ত ।

অপরাজিতা-স্তোত্রং ।

ওঁ শুদ্ধফটিকসংকাশাং চন্দ্রকোটি-সুশীতলাং । অতয়-বরদহস্তাং  
শুক্লবস্ত্রৈরলঙ্কিতাং । নানাভরণসংযুক্তাং চক্রবাকৈশ্চ বেষ্টিতাং ।  
এবং ধ্যায়েৎ সমাসীনো য এতামপরাজিতাং ॥ অপরাজিতামস্তু নারদ-  
( বেদবাস ) ঋষি-রমুর্ক পুচ্ছন্দঃ শ্রীঅপরাজিতা দেবতা লক্ষ্মী স্বর্গজং  
ভুবনেশ্বরী শক্তির্মম সর্ববীভীষ্টসিদ্ধয়ে জপে বিনিয়োগঃ । মার্কণ্ডেয়  
উবাচ ॥ শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্বৈ সর্বকামার্থসিদ্ধিমাং । অসিদ্ধিসাধিনীং  
দেবীং বৈষ্ণবীমপরাজিতাং । ওঁ নমো ভগবতে বাহুদেবার নমোহনন্তায়  
সহস্রগীর্ধায় ক্ষারোদার্পণশায়িনে । শেষভোগপর্যাক্তায় গুরুভবাহনায়  
অজায় অজিতায় অমিতায় অপারাজিতায় গীর্বাণায় বাহুদেব-সঙ্কর্ষণ-  
প্রভুজ্ঞানিরুদ্ধ-হয়গ্রীব-মহাবরাহ-নরসিংহ-বামন ত্রিবিত্র-ব-ব্রাম-ব্রাহ্ম-মৎস্য-  
কূর্ম-বরপ্রদ নমোহস্ত তে স্বাহা । ওঁ নমোহস্ত তেহস্ত-দৈত্য-দানব-  
নাগ-গন্ধর্ব-যক্ষ-রাক্ষস-ভূত-প্রেত পিশাচ কুম্ভাশু-সিদ্ধ যোগিনী ডাকিনী-

ক্ষন্দ পুরোহিতান্ গ্রহ নক্ষত্রদোষান্ গ্রহাংশ্চান্য়ান্ হন হন দহ দহ পচ  
 পচ মথ মথ বিধ্বংসয় বিধ্বংসয় বিচূর্ণয় বিচূর্ণয় বিজ্রাবয় বিজ্রাবয় শঙ্কেন  
 চক্রেণ বজ্রেণ শূলেন গদয়া মুকলেন হলেন দামোদর ভাস্করীকুরু কুরু  
 স্বাহা । ওঁ সহস্রবাহো সহস্রপ্রহরণায়ুধ জয় জয় বিজয় বিজয় অজিত  
 অজিত অমিত অমিত অপরাজিত অপ্ৰতিহত সহস্রনেত্রোজ্জ্বলোজ্জ্বল  
 প্রজ্বল প্রজ্বল বিরূপ বিশ্বরূপ বহুরূপ মধুসূদন মহাবরাহচ্যুত নৃসিংহ  
 মহাপুরুষ পুরুষোত্তম বৈকুণ্ঠ নারায়ণ পদ্মনাভ গোবিন্দ অনিরুদ্ধ  
 দামোদর হৃষীকেশ কেশব বামন সর্ববাহুরোৎসাদন সর্বভূতভয়ঙ্কর সর্ব-  
 শত্রুপ্রদমন সর্বাত্মপ্রভঞ্জন সর্বরোগপ্রণাশন সর্বনাগপ্রমর্দন সর্কদেব-  
 মহেশ্বর সর্ববন্ধবিমোক্ষণ সর্কাহিতপ্রমর্দন সর্ববিশিষ্টপ্রদমন সর্বজ্বর-  
 প্রণাশন সর্বগ্রহনিবারণ সর্বপাপপ্রমর্দন সর্বদুঃস্বপ্ননাশন জনার্দন  
 নমোহস্ত তে স্বাহা । য ইমামপরাজিতাং পরমবৈষ্ণবীং পঠতি বিদ্যাং  
 স্মরতি সিদ্ধাং মহাবিদ্যাং জপতি পঠতি শৃণোতি স্মারয়তি ধারয়তি  
 কীৰ্ত্তয়তি বাচয়তি বা গৃহাহা হস্তে পথি গচ্ছতি বা ভক্ত্যা লিখিত্বা  
 গৃহে স্থাপয়তি বা তস্ত নাগ্নি-বায়ু-বজ্রোপলাহশনিভয়ং-ন বর্ষভয়ং ন  
 শক্রভয়ং ন চৌরভয়ং-ন গ্রহভয়ং ন সপ্তভয়ং ন স্থাপদভয়ং ন সমুদ্রভয়ং  
 ন রাজভয়ং বা ভবেৎ । কচিৎ ন রাত্রাক্ষকার-স্বীরাজকুলবিষোপবিষ-  
 ( গরল ) গরদ দহন বশীকরণ বিদ্রোষণ উচ্চাটন বধ-বন্ধনভয়ং ভবেৎ ।  
 এতিম'ট্টৈব্রহ্মদাহতৈঃ সিদ্ধৈঃ সংসিদ্ধপূজিতৈঃ । তদ্ যথা । ওঁ  
 নশ্বেহস্ত অভয়ে অনখে অজিতে অমিতে অপরে অপরাজিতে পঠতি  
 সিদ্ধে ( বিদ্যে ) স্মরতি সিদ্ধে মহাবিদ্যে একোনাংশে উমে ধ্রুবে অরু-  
 ক্তি সাবিত্রি গায়ত্রি জাতবেদসি মানস্তোকে, সরস্বতি ধমনি ধামনি  
 রমণি রামণি ধরণি ধারণি সৌদামিনি অদিতি দিতি বিনতে গৌরি  
 গাক্ষারি শবরি কিরাতিনি মাতঙ্গি কৃষ্ণে যশোদে সত্যবাদিনি ব্রহ্মবাদিনি  
 কালি কপালিনি করালিনি করালনেত্রে ভীমনাদিনি বিকরালনেত্রে  
 দ্যোপচয়াপচয়করি মাতঃ সর্কষাচন-বরদে শুভদে অর্থদে সাধিনি  
 অপমৃত্যুঃ নাশয় নাশয় পাপং হর হর জগতং স্থলগতং অন্তরীক্ষগতং

মাং রক্ষ রক্ষ সর্বভূতসর্বোপদ্রবেভ্যাঃ স্বাহা । যন্তাঃ প্রশস্তে  
 পুষ্পং গন্তে বা পততে যদি । ত্রিয়ন্তে বালকা যন্তাঃ কাকবক্ষ্যা চ  
 যা ভবেৎ । ভূর্জপত্রে হিমাং বিদ্যাং লিখত্বা ধারয়েৎ সদা । এতি-  
 দেদৈর্ন লিপ্যত স্তভগা পুত্রিণী ভবেৎ । ভূর্জপত্রে কুকুমেন  
 লিখিত্বা ধারয়েত যঃ । রণে রাজকূলে দূতে সংগ্রামে রিপুসংকূলে ।  
 অগ্নিচৌরভয়ে ঘোরে নিত্যং তস্ত জয়ে ভবেৎ । শত্রুঞ্চ বারয়তোযাং  
 সমরে কাণ্ডধারিণী । গুল্ম-শূলাক্ষিরোগাণাং ক্ষিপ্ৰং নাশয়তে ব্যাথাং ।  
 শিরোরোগ-জ্বরাণাঞ্চ নাশিনী সর্বদেহিনাং । তদ্যথা । ঐকাঙ্ক-  
 দ্ব্যাহিক ত্র্যাহিক চাতুর্থিক মাসিক দ্বৈমাসিক ত্রৈমাসিক চাতুর্মাসিক  
 ষাণ্মাসিক মৌহূর্তিক বাতিক পৈত্তিক শ্লেষ্মিক সান্নিপাতিক আমজ্বর-  
 সত্ততজ্বর বিষমজ্বর গ্রহনক্ষত্রদোষান্ গ্রহাংশ্চান্যান্ । ওঁ হর হর কালি  
 শর শর গোঁরি ধম ধম বিদ্যে আলে মালে তালে গন্ধে ( বন্ধে ) পচ পচ  
 বিদ্যে মথ মথ বিদ্যে নাশয় নাশয় পাপং হর হর দুঃস্বপ্নং বিধ্বংসয় বিদ্ব-  
 বিনাশিনি অরিনাশিনি রজনী সন্ধ্যে দুন্দুভিনাদে মানস্তোকে মানসবেগে  
 শঙ্খিনি চক্রিণি বজ্রিণি গদিনি শূলিনি অপমৃত্যুবিনাশিনি বিধেশ্বরী  
 দ্রবিড়ি দ্রাবিড়ি কেশবদয়িতে পশুপতিসহিতে দুঃখদুরন্তে দুন্দুভিনাদিনি  
 ভীমমর্দ্দিনি দমনি দামনি শবরি কিরাতিনি মাতঙ্গিনি মহেশ্বরী ইন্দ্রাণি  
 ব্রহ্মাণি বারাহি মাহেন্দ্রি কোমারি চণ্ডি চামুণ্ডে নমোহস্ত তে । ওঁ হ্রী  
 হ্রী হ্রী হ্রৈ হ্রৈঃ তুরু তুরু স্বাহা । যে মাং দ্বিষন্তি প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা  
 তান্ সর্বান্ হন হন দম দম পচ পচ মর্দয় মর্দয় তাপয় তাপয় শোষয়  
 শোষয় উৎসাদয় উৎসাদয় ব্রহ্মাণি মাহেশ্বরী বারাহি কোমারি বৈনায়কি  
 ( বৈষ্ণবি ) ঐন্দ্রি আয়েয়ি চণ্ডি চামুণ্ডে বারুণি বায়ব্যে সর্বকামফলপ্রদে  
 রক্ষ রক্ষ প্রচণ্ডবিদ্যে ইন্দ্রোপেন্দ্রভগিনি জয়ে বিজয়ে শাস্তি ( স্বস্তি )  
 পুষ্টি তুষ্টি কীৰ্ত্তি ( ধৃতি ) বিবর্দ্ধিনি কামাক্ষুশে কামদুঘে সর্বকামবর-  
 প্রদে সর্বভূতেষু মাং প্রিয়ং কুরু কুরু স্বাহা । ওঁ হ্রী হ্রী হ্রুং হ্রুং হ্রঃ ।  
 ওঁ আকর্ষিণি আবেশিনি জ্বালামালিনি রমণি রামণি ধমনি ধামনি  
 ভপনি তাপনি গদোদাদিনি সংশোধিণি সন্মোহিনি মহাকালি নীলপঙ্ককে

মহারাত্রি মহাগৌরি মহামায়ে মহাত্রিয়ে মহাচাত্রি মহাশৌরি মহা-  
ময়ূরি আদিত্যরশ্মি জাহ্নবি (জাহ্নলি) যমঘণ্টে । ওঁ আং কিলি কিলি  
চিন্তামণি সুরভি-সুরোৎপল্লব সৰ্বকামদুঘে যথাভিলষিতং কার্যং তন্মে  
সিধাতু স্বাহা । ওঁ অদিতে স্বাহা, ওঁ অপরাজিতে স্বাহা, ওঁ ভূঃ স্বাহা,  
ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ স্বাহা । ওঁ যত এবাগতং  
পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু স্বাহা । ওঁ বলে বলে মহাবলে অসিদ্ধসাধিনি  
স্বাহা ॥ ইতি বিষ্ণুধর্মোত্তরে ত্রৈলোক্যবিজয়াপরাজিতা স্তোত্রং ॥

### অপার-স্তোত্রং

ওঁ নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে, নমস্তে জগদ্ব্যাপিনি বিশ্ব-  
রূপে । নমস্তে জগদ্বন্দ্য-পদারবিন্দে, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে  
॥ ১ ॥ নমস্তে জগচ্চিন্তামানস্বরূপে, নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে ।  
নমস্তে নমস্তে সদানন্দরূপে, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ২ ॥ অনা-  
থস্ত দীনস্য ভূষণতুরস্ত, ভয়ান্তস্ত ভীতস্ত বন্ধস্ত জন্তোঃ । হমেকা গতি-  
দেবি নিস্তারকত্রী, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৩ ॥ অরণ্যে  
রণে দারুণে শক্রমধ্যে-হনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে । হমেকা-  
গতিদেবি নিস্তারহেতুর্নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৪ ॥ অপারে  
মহাদুস্তরেহত্যস্তঘোরে, বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাং । হমেকা-  
গতিদেবি নিস্তারনৌকা, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৫ ॥ নমো  
দেবি দুর্গে শিবে ভীহনাদে সরস্বতাকৃষ্ণতামোঘস্বরূপে । বিভূতিঃ  
শচী কালরাত্রিঃ সতী স্বং নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৬ ॥ নমস্চণ্ডিকে  
চণ্ডদোর্দগলীলা-সমুৎখণ্ডিতাখণ্ডলাশেষভীতে । হমেকা গতির্বিঘ্ন-  
সন্দোহহন্ত্রী, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৭ ॥ হমেকাজিতারামিতা  
সত্যবাদিন্যমেয়াজিতা রামিতা ক্রোধনিষ্ঠা । ইড়া পিঙ্গলা স্বং দ্বুয়ুগা  
চ নাভী নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে ॥ ৮ ॥ শরণমসি সুরাণাং  
সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং মুনিদমুজ-নরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং । নৃপতি-  
গৃহপতানাং দম্ব্যভিহ্নাসিতানাং হমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ ॥ ৯ ॥

ইদং স্তোত্রং ময়া প্রোক্ত-মাপত্ন্যাকারহেতুক । ত্রিসন্ধা মেকসন্ধাং  
বা পঠনাদেব সন্ধর্চাৎ । মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো ভূবি স্বর্গে রমাতলে ।  
সমস্তং শ্লোক মেকং বা যঃ পঠেৎ ভক্তিতঃ সদা । স সর্ব-দুষ্কৃতং তীর্থা  
প্রাপ্নোতি পরমং পদং ॥ পঠনাদস্ত দেবেশি কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ।  
স্তবরাজমিদং দেবি সংক্ষেপাৎ কথিতং হয়ি ॥

ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে আপত্ন্যাকারকল্পে দুর্গাস্তবরাজঃ সমাপ্তঃ ॥

### মহাষ্টমী পূজা ।

প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়াদি সমাপনান্তে সর্ষতোত্তর মণ্ডল অঙ্কিত করত  
( ২১১ পৃ দেখ ) আসনোপবিষ্ট হইয়া “হাং হ্রীং হুং ফট্” ইহা বলিয়া পূজা সম্ভার  
অবলোকন করত পূর্ববৎ সামান্যার্থ্য, আসনভুক্তি, মাতৃকান্যাস, প্রাণায়াম ও  
পীঠস্থাস সম্পাদন করিয়া দেবীকে চিন্তা পূর্বক দর্পণ প্রতিবিম্বে পুষ্পাঞ্জলিত্রয়  
প্রদান করিয়া দর্পণে তৈল হরিদ্রা ব্রক্ষণ করত মহামানোক্ত মন্ত্রে ( সপ্তমীর  
শ্রায় স্থান করাইবে ( ২২৭ পৃ দেখ ) । পরে, দর্পণ পুছিয়া তাহাতে-বীজস্ত্র লিখিয়া  
ভদ্রাসনে স্থাপন করিবে । তৎপরে পূর্ববৎ মাষভক্ত বলি দিয়া গণেশঘটে  
গণেশ, শিবাди পঞ্চদেবতা, আদিত্যাदि নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল ও মৎস্যাদি  
দেবতাগণের যথাশক্তি পূজা করিয়া, পুনর্ব্বার প্রাণায়াম এবং ঋষ্যাদিস্থাস,  
করস্থাস ও অঙ্গস্থাস ( ২৩০ পৃ দেখ ) করিবে । পরে, দেবীর ধ্যান ( ২৯৫ পৃ দেখ )  
করত মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্থ্য স্থাপন করত আধারশক্ত্যাदि  
পীঠদেবতাগণের পূজা ( ২৩০ পৃ দেখ ) করিয়া পুনর্ব্বার দেবীর করস্থাসাদি করত  
দেবীর ধ্যান করিয়া, দেবীকে ষোড়শোপচারে ( ২৩২ পৃ দেখ ) অর্চনা করিবে ।  
অতঃপরে পূর্ব্ববৎ ঘড়ঙ্গের এবং নবপত্রিকার অর্চনা করিবে ( ২৩৪ পৃ দেখ ) ।  
তৎপরে মণ্ডলমধ্যস্থ পদ্মের পূর্ব্বাদি অষ্টদল ক্রমে উগ্রচণ্ডাদি নবশক্তির  
আবাহন করিয়া পূজা করিয়া পদ্মমধ্যে চতুষষ্টি যোগিনীর পূজা করিবে ।

কালিকাপুরাণোক্ত চতুষষ্টি যোগিনী যথা,—ব্রহ্মাণী, চণ্ডিকা, রোদ্রী,  
গৌরী, ইন্দ্রাণী, কোমারী, ভৈরবী, ভূগা, নারসিংহী, চণ্ডিকা, চামুণ্ডা,  
শিবদূতী, বারাহী, কোশিকী, মাহেশ্বরী, শঙ্করী, জয়ন্তী, সর্ব্বমঙ্গলা, কালী,  
করানিনী, মেঘা, শিবা শাক্তরী, ভীমা, শাস্তা, লামরী, কদাপী, অধিকা,



ক্ষমা, ধাজী, স্বাহা, স্বধা, পূর্ণা, মহোলদ্রী, ঘোঁরুগা, মহাকালী, জয়কালী, কপালিনী, ক্ষেমকরী, উগ্রচণ্ডা, চণ্ডোপ্রা, চণ্ডনারিকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডী, মহামোহা, প্রিয়করী, বালবুদ্ধিকরী, বলপ্রমথিনী, মন-উগ্রমথিনী, সর্বভূতদমনী, উমা, তারা, মহানিদ্রা, বিজয়া, জয়া, শৈলপুত্রী, চণ্ডিকা, চণ্ডঘণ্টা, কুয়াণ্ডী, ক্ষন্দমাতা, কাভায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী ।

ইহাদের প্রত্যেকের নামের সহিত চতুর্বিধভক্তি যুক্ত করিয়া আদিত্তে “ওঁ জীং ত্রীং” ও অস্ত্রে “নমঃ” শব্দ যোগ করিয়া পূজা করিবে ।

অতঃপর “ওঁ কোটিযোগিনীগণা ইহাগচ্ছতাগচ্ছত” ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া “ওঁ কোটিযোগিনীগণেভ্যো নমঃ” বলিয়া পদ্মপত্রাঞ্জে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে । অনন্তর অষ্টশক্তির আবাহন করিয়া পূজা করিবে । যথা,—

“ওঁ ব্রহ্মাণি ইহাগচ্ছাগচ্ছ” ইত্যাদি আবাহন করিয়া “ওঁ জীং ত্রীং ব্রহ্মাণ্যো নমঃ” বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া “ওঁ চতুষ্মুখীং জগদ্ধাত্রীং হংসাকৃতাং বরপ্রদাং । সৃষ্টিকৃতাং মহাভাগাং ব্রহ্মাণীং তাং নমাম্যহং । মাহেশ্বরীর আবাহন করিয়া “ওঁ জীং ত্রীং মাহেশ্বর্যো নমঃ” বলিয়া পূজা করত প্রণাম করিবে,—“ওঁ ব্রহ্মাকৃতাং শুভাং শুভ্রাং ত্রিনেত্রাং বরদাং শিবাং । মাহেশ্বরীং নমাম্যদ্য সৃষ্টিসংহারকারিণীং ॥ অগ্নিকোণে কোমারীর আবাহন করিয়া পূজা করত “ওঁ কোমারীং পীতবসনাং ময়ূরবরাহনাং শক্তিহস্তাং সিতাদ্বীং তাং নমামি বরদাং সদা ॥ বলিয়া নমস্কার করিবে । পরে বৈষ্ণবীর আবাহন ও পূজা করিয়া “ওঁ শঙ্খচক্ৰগদাপদ্মধারিণীং কৃষ্ণকৃপিণীং । স্থিতিকৃতাং ধংগেন্দ্রহাং বৈষ্ণবীং তাং নমাম্যহং ॥” বলিয়া প্রণাম করিবে । নৈঋতে বারাহীর আবাহন ও পূজা করিয়া “ওঁ বরাহকৃপিণীং দেবীং দংষ্ট্রোদ্ধূতবহুকৃতাং । সূক্তদাং পীতবসনাং বারাহীং তাং নমাম্যহং । নারসিংহীর আবাহন ও অর্চনা করিয়া “ওঁ নৃসিংহকৃপিণীং দেবীং দৈত্যদানবদর্শহাং । শুভাং সূত্রপ্রদাং শুভ্রাং নারসিংহীং নমাম্যহং ॥ বলিয়া নমস্কার করিবে । বায়ুকোণে ইন্দ্রাণীর আবাহন ও পূজা করিয়া নমস্কার করিবে । যথা—“ইন্দ্রাণীং গজকূন্তহাং সহস্রনয়নোজ্জ্বলাং । নমামি বরদাং দেবীং সর্কদেব নমস্কৃতং ॥” চামুণ্ডার আবাহন ও অর্চনা করিয়া নমস্কার করিবে । যথা,—“ওঁ চামুণ্ডাং মুণ্ডমথিনীং মুণ্ডমালোপশোভিতাং । অট্টট্টহাসমুদিতাং নমাম্যস্ববিভূতয়ে” ॥ মণ্ডলমধ্যে চণ্ডিকার আবাহন ও অর্চনা করিয়া নমস্কার করিবে । যথা,—“ওঁ কাভায়নীং দশভুজাং মহিষাসুরমর্দিনীং । প্রসন্নবদনাং দেবীং বরদাং তাং ॥

নমাম্যহং ॥ পুনরায় চণ্ডিকার পূজা করিয়া “ওঁ চণ্ডিকে নবজর্গে ভুং মহাদেব-  
মনোরমে । পূজাং সমস্তাং সংগৃহ্য রক্ষ মাং ত্রিদশৈশ্বরী” ॥

অতঃপর দেবীর অস্ত্রগণের পূজা করিবে ( ২১৮ পৃ দেখ ) । অনস্তর  
“ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রাঘ্রদার মহাসিংহায় হুঁকট্ নমঃ” বলিয়া সিংহের পূজা  
করিয়া “ওঁ আসনকাসি ভূতানাং নানালঙ্কারভূষিতং । যেকসিংহপ্রতীকাশং  
সিংহাসন নমোহস্ত তে” ॥ বলিয়া প্রণাম করিবে । পরে পাদ্যাদি দ্বারা  
মহিষাসুরের অর্চনা করিয়া বটুকগণের পূজা করিবে । যথা,—

“শ্রীং শিঙ্গপুলবটুকায় নমঃ, এবং জ্ঞানপুলবটুকায়, সহজপুলবটুকায়,  
সময়পুলবটুকায় ।” ইহাদের প্রত্যেকের আদিত্তে “শ্রীং” ও অস্ত্রে “নমঃ” শব্দ  
যোগ করিয়া পূজা করিবে । পরে “ওঁ হেতুকায় ক্ষেত্রপালায় নমঃ, এবং ত্রিপুরস্বর,  
অগ্নিজিহ্ব, অগ্নিবেতাল, কালকরাল, একপাদ ও ভীমনথ” ইহাদের আদিত্তে  
“ওঁ” ও অস্ত্রে “ক্ষেত্রপালায় নমঃ” যোগ করিয়া পূজা করিবে ।

মণ্ডলের চতুর্দিকে দুই দুইটা করিয়া ভৈরবের পূজা করিবে । যথা,—  
“ওঁ অসিতাক্ষায় ভৈরবায় নমঃ” এই ক্রমে—রুদ্র, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, ভয়ঙ্কর,  
কপালী, ভীষণ” এবং মধ্যে “ওঁ সংহারভৈরবায় নমঃ” বলিয়া পূজা করিবে ।  
অতঃপর সাযুধ সবাহন সপরিবার ইন্দ্রাদির পূজা করিবে ( ২৩৪ পৃঃ ২৮  
পঙ্ক্তি দেখ ) ।

অতঃপর যথা বিধানে বলিদান করিবে । পরে প্রাণায়ামাদি করিয়া  
যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করত জপ বিসর্জন করিলে । পরে পুনরায় প্রাণা-  
য়াম করিয়া ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যো ইত্যাদি মন্ত্রে নমস্কার করিয়া প্রদক্ষিণ-  
পূর্বক প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিলে ( ২১০ পৃ দেখ )

অতঃপর স্বগৃহোক্ত বিধানে কুশাণ্ডিকা করত সাজ্য তিলযুক্ত বিষপত্র  
দ্বারা হোম করিবে ।

মহাষ্টমী পূজা সমাপ্ত ।

### সন্ধিপূজা ।

যথা সময়ে শুদ্ধাসনে উপবেশনপূর্বক আচমন করত স্বস্তিবাচন ও  
“স্ব্যঃ সোমো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে । অনস্তর সামান্তার্য্য স্থাপন  
করিয়া ভূতভক্তি, প্রাণায়াম, মাহাকান্তাস ও কন্যাসন্যাস করিয়া “ওঁ জটা-  
জুটসমায়ুক্তা” ইত্যাদি ( ১৯৫ পৃঃ দেখ ) দেবীর দ্যান করিয়া মানসোপচারে

পূজা করত বিশেষাৰ্ঘ্যস্থাপন ( ১৮ পৃ দেখ ) করিয়া পুনরায় করাজ্ঞাস করত ধ্যান করিয়া ঘোড়শোপচারে দেবীর পূজা করিবে ।

অতঃপর চামুণ্ডার পূজা করিবে । ধ্যান যথা,—“ও কালী করালবদনা বিনুদ্ধাসি পাশিনী বিচিত্রখট্টোজধরা নরমালাবিভূষণা ॥ দ্বীপিচৰ্ম্মপরীধানা শুকমাংগতিভৈরবী । অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা । নিমগ্না রক্ত-নয়না নাদাপূরিতদিম্বুখা ॥”

এই প্রকার ধ্যান করিয়া “ ও জীং, চামুণ্ডায়ৈ নমঃ ” বলিয়া যথাশক্তি পূজা করিবে । অনন্তর নবপত্রিকার পূজা ( ২০৬ পৃ দেখ ) করিয়া চতুঃষষ্টি যোগি-নীর পূজা করিবে ( ২০৯ পৃ দেখ ) ।

অতঃপর যথা বিধানে বলিদান করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করত জপ সমর্পণ করিয়া স্তুতি পাঠ করিবে ।

### সঙ্কিপূজা সমাপ্তা

### মহানবমী পূজা ।

ঋতনিত্যক্রিয় যজ্ঞমান শুক্লাসনে উপবেশনপূর্বক আচমনাদি করিয়া স্থতিবান্ করত “স্বর্ধাঃ সোমো” ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিবে ।

পরে অষ্টদ্বীবিধান মতে সুস্পাষলোকন, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, মাতৃ-কাজাস, প্রাণায়াম, পাঠজ্ঞান, মহারান, মাষভক্ত বলিদান, ভূতাপসারণ ও দেবীর করাজ্ঞাসাদি করত “ও জটাজুটসমায়ুজা” ইত্যাদি ধ্যান করিয়া মানস পূজা, বিশেষাৰ্ঘ্যস্থাপন, পাঠদেবতার পূজা ও পুনর্বীর করাজ্ঞাসপূর্বক দেবীর ধ্যান, ঘোড়শোপচারে দেবীর পূজা, নবপত্রিকা পূজা, বড়ঙ্গ পূজা, অষ্টদল পদ্মে উগ্রচণ্ডাদির ও পদ্মধ্যে চতুঃষষ্টি যোগিনীর পূজা, পত্রাগ্রে “ও কোটি যোগিনীভ্যো নমঃ” বলিয়া কোটিযোগিনীর পূজা, অষ্টশক্তির আবাহন পূর্বক পূজা, অষ্টপূজা এবং মহিষাসুর ও বটুকগণের পূজা করিয়া যথাবিধি বলিদান করত মূলমন্ত্র জপ, জপসমর্পণ ও স্তুতিপাঠ করিবে ।

অনন্তর হোম সমাপন করিয়া দক্ষিণা দান করিবে । যথা,—

বিষ্ণুরোম্য তৎসনন্যাস্থিনে মাসি কস্তুরাশিস্থে তাম্বরে শুক্রে পক্ষে সপ্তম্যাগ্নি-  
খাৰ্য্যভা নবমীং যাবৎ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মা সৰ্ব্বাশছাস্তিপূর্বক-  
পুন্নমনির্ভূতি-সুপুণ্ডিত্বেচ চুৰ্ণকবিশ্রাণ্ডিকামো জুর্গাপ্রীতিকামো বা যথো-

পক্কচিত্তোপহারৈঃ কালিকাপুরাণোক্তবিধিনা সঙ্কীর্ণবিহিত রত্নাদিন্যপত্রিকা-  
 ন্নান প্রবেশ মৃন্ময় শ্রীভগবদ্গুণী মহান্নান গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজা পূর্বক-  
 বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীভগবদ্গুণীপূজাছাগপশুবলিদানবার্ষিকশরৎকালীন-শ্রীভগ-  
 বদ্গুণীপূজাছাগপশু-বলিদানবার্ষিক-শরৎকালীন-শ্রীভগবদ্গুণীপূজামহাষ্টমী-বিহিত-  
 মৃন্ময় শ্রীভগবদ্গুণী মহান্নান গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বকবার্ষিক শরৎ-  
 কালীনশ্রীভগবদ্গুণীপূজা মহাষ্টমী মহানবমী সন্ধিকালবিহিত গণপত্যাদি-  
 নানাদেবতাপূজাপূর্বক বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্গুণীপূজাছাগপশুবলিদান-  
 মহানবমী বিহিত মৃন্ময় শ্রীভগবদ্গুণী মহান্নান গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বক-  
 বার্ষিকশরৎকালীন শ্রীভগবদ্গুণীপূজাছাগপশুবলিদানকর্মণঃ নাস্ত্যর্থঃ সন্ধিকা-  
 মিদং সুবর্ণং তম্ভাং রজতম্বা যথাগম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং সংপ্রদে ।”

অতঃপর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বিম্বস্বরণ করিবে ।

মহানবমী পূজা সমাপ্তা ।

### বিজয়া দশমী ।

নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া স্বস্তিবাচন, আসনশোধন, সামান্তার্থা-  
 স্থাপন ও করাজ্ঞাত্যাদি করিয়া ধ্যান করত দশোপচারে দেবীর পূজা  
 করিবে । পরে স্তবপাঠ ও প্রণাম করিবে এবং আচারাহুসারে দধিযুক্ত লাজ  
 (ঐথ) ও গুণ্যযুক্ত অন্নাদি ভোগ দিবে । অতঃপর দেবীর অঙ্কে আবরণ  
 দেবতাগণের লয় চিত্তা করিয়া, “ওঁ জুর্গে দেবি ক্রমস্ব” বলিয়া, ঘটে জল প্রদান  
 করত যোনিমুদ্রা দেখাইয়া “ওঁ নির্মালাবাসিনৌ নমঃ” বলিয়া ঘটোপরি অর্চনা  
 করিয়া সংহার মুদ্রা দ্বারা একটি নির্মালা-আনয়ন করিয়া কেশন কোণে ত্রিকোণ  
 মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তত্ক্ষণে “ওঁ চণ্ডেশ্বর্যৈ নমঃ” মন্ত্রে ঐ নির্মালা পুষ্প রাখিবে ।  
 পরে, প্রতিমা ধরিয়া পড়িবে—“ওঁ উত্তিষ্ঠ দেবি চামুণ্ডে শুভাং পূজাং প্রগৃহ  
 চ । কুরুষ মম কল্যাণমষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ । গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং  
 দেবি চণ্ডিকে । মম চাহুগ্রহার্থায় পুনরাগমনায় চ । ষণ্মুজিতং মহাদেবি  
 পরিপূর্ণং তদন্ত মে । ব্রহ্ম স্তু জ্যোতিসি জলে তিষ্ঠ গেহে চ ভূতয়ে ।” অতঃপর  
 বাদ্য বাদন করিয়া দর্পণ বিসর্জন করিবে ।—প্রথমতঃ প্রতিমাসমীপে মৃন্ময়  
 পাত্রে জল আনয়ন করত তাহাতে ও দর্পণে দেবীর প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া  
 নিম্ন লিখিত মন্ত্রে জলমধ্যে দর্পণ নিমজ্জন করিবে । মন্ত্র ষথা,—

“ও নিমজ্জান্তসি সম্পূজ্য পত্রিকা-বর্জিতা জলে । পুত্রায়ুর্ধনস্বার্থং স্থাপিতানি  
ময়া জলে ॥ ও দুর্গে দেবি জগন্মাতঃ স্বস্থানং গচ্ছ চণ্ডিকে । সংবৎসরব্যতীতে  
তু পুনরাগমনায় চ । ইমাং পূজাং ময়া দেবি যথাশক্তি নিবেদিতং । স্বক্ষণার্থং  
সমাদায় ব্রহ্মস্ব স্থানমুত্তমং ।”

তৎপরে, “ও সুরাস্বামিভিষকন্ত” — ইত্যাদি মন্ত্রে শাস্তি করিয়া আশীর্বাদ  
দান করিবে ।

এই দিবস সায়ংকালে প্রশস্তি বন্দন করিবে । কেহ কেহ বা নবমীদিনে  
সায়ংকালে প্রশস্তি বন্দন করিয়া থাকে ।

কালিকাপুরাণোক্ত দুর্গা-পূজাবিধি সমাপ্ত ।

### দেবী পুরাণোক্ত

## দুর্গা-পূজাবিধি ।

—:\*:—

### বোধন ।

সায়ং সময়ে বিবরূপসমীপে গমন করিয়া বোধন করিবে । কৃতনিত্যক্রিয়  
যজমান শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করত স্তুতিবাচন (২পৃঃ দেখ)  
করিয়া “ও স্বর্ধ্যঃ সোমো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পাপাপনোদন করিবে ।  
যথা,—“অন্তেত্যাদি অমুকগোবঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (পূজকের নাম ও গোত্র)  
কর্তব্য বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গা বোধনকর্ম্মাধিকারপ্রতিবন্ধক-  
পাপাপনোদনকামঃ ও দেবি তুমিত্যাди মন্ত্রদ্বয় জপমহং করিষ্যে ।”

এইরূপ বাক্য করিয়া করযোড়ে নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিবে ।  
যথা,—“ও দেবি ত্বং প্রাকৃতং চিত্তং পাপাক্রান্তমভ্যুদয় । তন্নিসারয় চিত্তং  
যে পাপং হং ধট্ চ তে নমঃ ॥ ও স্বর্ধ্যঃ সোমো যমঃ কালো মহাদুতানি  
পঞ্চ বৈ । এতে ওতাশুভস্তেহ কর্ম্মণো নব সাক্ষিণঃ ॥”

অতঃপর উর্দ্ধ, অধ ও পার্শ্বদ্বয় ক্রোড়দ্বিতে অবলোকন-করিয়া দ্বি

চিত্ত হইবে। পরে কুশভিলকলপুষ্পাভিত্ত জলপূর্ণ তাম্রপাত্র গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে সংকল্প করিবে।

“বিষ্ণুরোম তৎসদন্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ ॥ অমুকদেবশর্যা সর্ববাধাপ্রশমনপূর্বক দীর্ঘায়ুর্জ্যোতুল-  
ধনধান্য-পুত্রপৌত্রাদিসম্পত্তিকামঃ ॥ শ্রীদুর্গাপ্রীতিকামো বা দেবী-  
পুরাণোক্ত বিধিনা বিশ্বরূক্ষে বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজা-  
ছুত নানাদেবতাপূজাপূর্বক শ্রীদুর্গায়া বোধনমহং করিষ্যে।”

এইরূপ সংকল্প করিয়া স্বশাখোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। অন-  
ন্তর স্বশাখোক্ত বিধানে ঘটস্থাপন করিয়া সামাগ্রাৰ্য্য স্থাপন, ভূতভক্তি,  
মাতৃকাত্যাস, পীঠত্যাগ ও “হ্রীং” মন্ত্রে প্রাণায়াম (৫—১৫ পৃঃ দেখ) করিয়া  
“ওঁ থর্কং মূলতনুং” ইত্যাদি ধ্যান (২৭ পৃঃ দেখ) করিয়া “ওঁ গাং গণেশায়  
নমঃ” বলিয়া পাণ্ডাদি দ্বারা গণেশের পূজা করত শিবাди পঞ্চদেবতা,  
আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিকপাল, মৎস্যাদি দশাবতার, গঙ্গা, যমুনা,  
মনসা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে।

পরে ষ্ঠেতসর্ষপ গ্রহণ করিয়া “ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাজসাস্চ সন্নী-  
হুপাঃ। অপসর্ষত তে সর্কে যে চাত্রে বিয়কারকাঃ ॥ বিনায়কা বিয়করা  
মহোগ্রা যজ্ঞদ্বিষো যে পিশিতাশনাশ্চ। সিদ্ধার্থকৈবজ্জসমানকরৈশ্চর্যা নিরস্তা  
বিদিশঃ প্রয়াস্ত ॥”

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গৃহীত সর্ষপ বিকীর্ণ করিয়া বিদ্যাপসারণ করিবে।

অনন্তর “হ্রাং অজুষ্ঠাত্যাং নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে দেবীর করালভাস  
করত “ওঁ জটাজুটসমাযুক্তা” ইত্যাদি ধ্যান (১২৫ পৃঃ দেখ) করিয়া  
ঈদ মন্তকে পুষ্প প্রদান করত মানসোপচারে পূজা করিবে। পরে  
বিশেষার্থ্যস্থাপন (১৮ পৃঃ দেখ) করত “ওঁ জ্যৈঃ ভগবতি দুর্গে দেবি  
ইহাগচ্ছানহু ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।”  
ইহা বলিয়া আবাহন করত “ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা জ্যৈঃ দুর্গায়ৈ নমঃ”  
মন্ত্রে দেবীর পূজা করিবে। পরে “ওঁ বিশ্বরূক্ষায় নমঃ” বলিয়া পাণ্ডাদি দ্বারা বিশ্ব-  
রূক্ষের পূজা করিয়া মাষভক্তবলি প্রদান করিবে। যথা,—প্রথমতঃ কল্পবোড়ে পাঠ  
করিবে। যথা,—“ওঁ ক্ষেত্রপালাদয়ঃ সর্কে সর্বশান্তিকলপ্রদাঃ। পূজাবিশ্ব-  
বিনাশায় মম গৃহুধিমং বলিং ॥” ইহা পাঠ করিয়া “এব মাষভক্তবলিঃ ওঁ ক্ষেত্র-

পানাদিত্যো নমঃ” বলিয়া বলিপ্রদান করিবে। এই ক্রমে “ও ভূতদৈত্য-  
শিশাচাত্তা গন্ধর্বা বক্ষসাঃ গণাঃ । সিদ্ধিং কুর্যন্ত তে সর্বৈ মম গৃহ-  
স্থিৎ বলিং ॥ এষ মাষভক্তবলিঃ ও ভূতাদিত্যো নমঃ ।” এবং “ও ডাকিনী  
যোগিনী চৈব মাতরো দেবঘোনয়ঃ । নানারূপধরা নিত্যং মম গৃহস্থিৎ  
বলিং ॥ এষ মাষভক্তবলিঃ ও ডাকিচ্ছাদিত্যো নমঃ ॥” এবং “ও আদিত্যাদি-  
গ্রহা যে চ কুশাণ্ডা রাক্ষসাশ্চ যে । ইচ্ছাচ্ছাষ্টৈব দিকৃপালা মম গৃহস্থিৎ বলিং ॥  
এষ মাষভক্তবলিঃ ও আদিত্যাদিত্যো নমঃ ॥” বলিয়া বলি প্রদান করিবে।

অনন্তর পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা পূর্বদিক্‌বর্তিনী বিঘ্ণাথাকে তত্ত্বয়স্মৈ  
অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই শাখায় দেবীর বোধনার্থ নিম্ন লিখিত মন্ত্র কর  
যোড়ে পড়িবে। যথা,—“ও রাবণস্ত বধার্থায় রামস্তানুগ্রহায় চ । অকালে ব্রহ্মপা  
বোধো দেব্যাস্ত্রি কৃতঃ পুরা ॥ অহমপ্যাম্বিনে তদবোধয়ামি সুরেশ্বরীং । শক্রেণাপি  
চ সংবোধ্য প্রাপ্তং রাজ্যং সুরালয়ে ॥ তস্মাদহং ত্বাং প্রতিবোধয়ামি বিভূতিরাজ্য-  
প্রতিপত্তিহেতোঃ । যথৈব রামেন হতো দশাস্য স্তবৈব শক্রনু বিনিপাতয়ামি ॥”  
তস্মাস্তিষ্ঠ মহাভাগে যাবৎ পূজাং করোম্যহং । মূলে সমাগতে শুক্র-  
সপ্তম্যামাগমিষ্যামি ॥ দেবি চণ্ডাস্ত্রিকে চণ্ডি চণ্ডবিগ্রহকারিণি । বিঘ্ণাথং  
সমাপ্রিত্য তিষ্ঠ দেবি যথাস্থং ।”

যদি ঘটিতে বোধন হয়, তবে “তদবোধয়ামি সুরেশ্বরীং” স্থলে “বর্ষ্ঠ্যাং সান্নাক্ষে  
বোধয়ামি বৈ” এইরূপ পাঠ করিবে।

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া বিঘ্নতরুকে আমন্ত্রণ করিবে।  
যথা,—“ও মেকমলরত্নকলাসহিমবচ্ছিতরৈ গিরৌ । জাতঃ শ্রীফল বৃক্ষ  
ঋষিকার্য্যঃ সদা প্রিয়ঃ । শ্রীশৈলশিখরে জাতঃ শ্রীফলঃ শ্রীনিকেতনঃ ।  
নেতব্যোহসি ময়া গচ্ছ পূজ্যো দুর্গাপরুপকঃ ॥”

তৎপর “ও কাণ্ডাং কাণ্ডাং” ইত্যাদি মন্ত্রে কাণ্ড চতুষ্টয় আরোপণ করিয়া  
“ও হুত্ৰামাণং পৃথিবীং” ইত্যাদি মন্ত্রে (১৯৬ পৃঃ দেখ) সাতবার স্তত্র  
আবেষ্টন করিবে।

### অধিবাস ।

কৃতনিত্যক্রিয় যজ্ঞমান শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমনপূর্বক স্বস্তিবাচন  
করত “সুৰ্য্যঃ সোমো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ববৎ পাপাণনোদন করত  
ফলপুষ্পস্তিলজলাবিত্ত তাত্রপাত্র গ্রহণ করিয়া সঙ্কলন করিবে । ২৭১,—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্যাস্বিনে মাসি শুক্ল পক্ষে অমুকতিথেী অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-  
দেবশর্মা সর্কবাধাপ্রশমনপূর্ব্বকদীর্ঘায়ুষ্ঠাতুলধনধাতুপুত্রপৌত্রাত্তনবচ্ছিন্ন সন্ততি-  
প্রাপ্তিকামঃ শ্রীভগবদ্গুণপ্রীতিকামো বা কর্তব্য বাধিকশয়ংকালীন-শ্রীভগ-  
বদ্গুণী-মহাপূজাঙ্গতুতশ্রীভগবদ্গুণায়াঃ শুভাধিবাসনকর্মাংং করিষ্যে ।”

এইপ্রকার সঙ্কল্প করিয়া স্থাপ্যথোক্ত হস্ত (৩ পৃঃ দেখ) পাঠ করত ঘটস্থাপন (৫ পৃঃ দেখ) করিয়া পূর্ব্বৎ ষেতসর্বপ দ্বারা “ওঁ বেতালাশ্চ” ইত্যাদি মন্ত্রে ভূতাপসারণ করিয়া “এতৎ পাং ওঁ ভূতগণেভ্যো নমঃ” বলিয়া ভূতগণের পাছাদি দ্বারা পূজা করিয়া মাঘভক্ত বলি গ্রহণ করত “ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে । তে গৃহস্থ ময়া দন্তো বগিরেষ প্রমাধিতঃ । পূজিতা গন্ধপুষ্পাদৈর্যলিভিস্তর্পিতান্তথা । দেশাদম্মাধিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্ত মংকতাং ॥ এষ মাঘভক্তবলিঃ ওঁ ভূতেভ্যো নমঃ ।” বলিয়া বলিপ্রদান করিবে । অতঃপর আসনশোধন, বিঘোৎসারণ, ভূতাপসারণ, ভূতশুদ্ধি আদি করিয়া সামান্তার্য্য স্থাপন করিবে এবং পীঠপূজা করত গণেশাদি দেবতাগণের (বোধন দেখ) পূজা করিয়া পূর্ব্বৎ করাস্ত্রাস করত “ওঁ জটাজুট” ইত্যাদি ধ্যান করিয়া স্বীয় মন্তকে পুষ্প প্রদান করত মানসোপচারে দেবীর পূজা করিবে এবং বিশেষাখ্যস্থাপনপূর্ব্বক পুনর্বার করাস্ত্রাসাদি করিয়া পূর্ব্বৎ দেবীর ধ্যান ও আবাহনাদি করিয়া অর্চনা করিবে । পূজান্তে দেবীর মন্ত্র জপ করিয়া জপ সমর্পণ করত “ওঁ সর্কমঙ্গলমঙ্গলো” ইত্যাদি মন্ত্রে দেবীকে নমস্কার করিবে ।

অতঃপর পাছাদি দ্বারা বিবরূক্ষের অর্চনা করিবে । পরে পুটিতাজলি হইয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে । যথা,—“ওঁ অদ্য প্রাপ্তাসি দেবি ত্বং নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে । তুর্গে দেবি সমুত্তিষ্ঠ অহং ত্বামধিবাসয়ে ॥”

পরে প্রশস্তিবন্দনোক্ত দ্রব্য দ্বারা-স্নিগ্ধবৃক্ষ ও ঘটে দেবীকে অধিবাস করত পরে মণ্ডপে আনিয়া প্রশস্তিবন্দনোক্ত দ্রব্য দ্বারা দেবীর নব পত্রিকার ও খড়্গদর্পণের অধিবাস করিবে । (অধিবাস দেখ) । পরে প্রতিমার আসনের চতুর্দিকে কাণ্ডচতুষ্টয় আরোপণ ও হস্ত বেষ্টন করিবে ।

### সপ্তমী পূজা ।

সপ্তমীদিনে নিত্যক্রিয়াদি সমাপন করত প্রথমত যুগ্ময়ী দেবীর সমীপে গমন করিয়া দেবীর বামহস্তে দেবী-গায়ত্রীপাঠ করিয়া হস্ত বন্ধন করিবে ।

পরে শুক্লাসনে উপবিষ্ট হইবে (যদি প্রতিমিবি দ্বারা অর্চনা করাইতে



হয়, তবে এই সময় ব্রাহ্মণকে পুণ্যাহ বাচনাদি করিয়া বয়ণ করিবে ৪৪ পৃঃ দেখ) । পরে স্বশাখোক্ত স্বস্তিবাচন করিয়া “স্বধ্যঃ সোমো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত প্রতিবন্ধক পাণাপনোদন (১৯৩ পৃঃ দেখ) করিয়া সঙ্কল করিবে । যথা,—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত আশ্বিনে মাসি কন্যারামিশ্বে ভাস্করে শুক্রে পক্ষে সপ্তম্যাং তিথাবারভ্য নবমীং যাবৎ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মা সর্কাপচ্ছান্তিপূর্বক দীর্ঘায়ুক্ত, পরমৈশ্বর্য্যাতুল-ধনধান্য-পুত্রপৌত্রাদানবচ্ছিন্ন সন্ততি, মিত্র বর্দ্ধন শত্রুক্ষয়োত্তরোত্তর রাজ-সম্মানাদ্যভীকসিদ্ধয়ে পরত্র দেবীলোকপ্রাপ্তয়ে চ শ্রীদুর্গাপ্রীতিকামো-বা যথোপকল্পিতোপহারৈ দেবীপুরাণোক্ত-বিধিনা সপ্তমীবিহিত-রস্তাদি নবপত্রিকাস্নান প্রবেশ মূন্যয় শ্রীদুর্গা প্রবেশ মহাস্নান গণপত্যাदि-নানা দেবতা পূজাপূর্বক বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজা ছাগ-পশুবলিদান মহাষ্টমীবিহিত মূন্যয় শ্রীদুর্গা মহাস্নান গণপত্যাदि নানা-দেবতাপূজাপূর্বক শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজা ছাগপশুবলিদান মহাষ্টমী মহানবমী-সঙ্কিকালবিহিত গণপত্যাदि নানা দেবতা পূজাপূর্বক শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজা ছাগ পশুবলিদান মহানবমী বিহিত মূন্যয় শ্রীদুর্গা মহাস্নান গণপত্যাदि-নানাদেবতাপূজা ছাগপশুবলিদান পূর্বক শ্রীভগবদ্দুর্গাপূজন কৰ্ম্মাহং করিম্যে ॥”

এইরূপ সঙ্কল করিয়া তজ্জল ত্রৈলোক্যে ত্যাগ করত স্বশাখোক্ত হুক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে । পরে পূর্ববোধিত বিশ্বরূক্ষ সমীপে গমন করত পূর্ববৎ পাণ্ডাদি দ্বারা বিশ্বরূক্ষের অর্চনা করিয়া কুলজলিপুরঃসর পাঠ করিবে । যথা,—

“ও বিশ্বরূক্ষ মহাভাগ সদা ত্বং শঙ্করপ্রিয়ঃ । গৃহীত্বা তব শাখাং দুর্গাপূজাং কৰোম্যহং ॥ শাখাচ্ছেদোদ্রবং দুঃখং ন চ কাৰ্য্যং ত্বয়া প্রভো । দেবৈর্গৃহীত্বা তে শাখাং পূজ্য্য দুর্গেতি বিষ্ণুতিঃ ।”

অনন্তর খড়্গ গ্রহণ করিয়া “ছিন্দি ছিন্দি ফট্ ফট্ স্বাহা” এই মন্ত্রে পূর্বাভিমুখিত শাখা ছেদন করিয়া কৰযোড়ে পড়িবে।—“ও পুত্রার্থ-নৃত্যার্থং নেয়ামি চণ্ডিকালয়ং । বিশ্বশাখাং সমাশ্রিত্য লক্ষ্মীরাজ্যং প্রেষচ্চ মে ॥ আগচ্চ চণ্ডিকে দেবি সৰ্বকল্যাণহেতবে । পূজাং গৃহাণ সুমুখি নমন্তে শঙ্করপ্রিয়ে ॥”

এই মন্ত্র পড়িয়া বাদ্যধ্বনি সহকারে বিবশাখা দেবীগৃহে আনয়ন করত রক্তাদি নবপত্রিকার পীঠোপরি স্থাপন করিবে। পরে রক্তাদি নির্মিত নবপত্রিকাতে “ওঁ কোহসি কতমোহসি কঠৈঃ স্বা কারহা মুশ্লোকঃ সূমঙ্গলং সত্যরাজনা ৩” নানাক্রমে দেবি দিব্যবস্ত্রাবগুষ্টিতে । তবালেপনমাত্রণে সর্বপাপং বিনশ্চতি ॥” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তৈল হরিদ্রা ত্রক্ষণ করিয়া প্রথমত শোধিত পঞ্চগব্যদ্বারা অঙ্গ মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করাইবে। পরে শুদ্ধ জল দ্বারা “ওঁ কদলিতরুণংস্থাসি” ইত্যাদি মন্ত্রে স্নান করাইয়া “ওঁ দেবাস্থামভিষিক্ত” ইত্যাক্রি মন্ত্রে অষ্টঘট জল দ্বারা স্নান করাইবে। অনন্তর নূতন শুক্ল বস্ত্র দ্বারা স্নানজল অপনোদন ও নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া ভদ্রপীঠে স্থাপন করিবে। ( ১৯৯ পৃ হইতে ২০০ পৃ পর্যন্ত স্নান ও স্থাপন পর্যন্ত দেখ ) ।

অতঃপর দর্পণে দেবীর প্রতিবিম্ব অবলোকন করত মূল মন্ত্রে দস্তকাঠ নিবেদন করিয়া মহাস্নান করাইবে। প্রথমত তণ্ডুল চূর্ণ দ্বারা দর্পণে দেবীর সর্বশরীর উত্তর্জন করিবে। মন্ত্র যথা,—ওঁ উত্তর্জয়ামি দেবি ত্বাং সূময়ে শ্রীকলে-  
হপি চ । স্থিরাভ্যন্তং হি নো ভূত্বা গৃহে কামপ্রদা ভব ॥ পরে শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা পূর্ববৎ স্নান করাইয়া নদীজল দ্বারা ভূঙ্গারে করিয়া স্নান করাইবে। যথা,—ওঁ আত্রেরী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী । সরযুগুণী পুণ্যা য়েতগঙ্গা চ কোশিকী । ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা । সর্বাঃ সূমনসো ভূত্বা ভূঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্ত তাঃ ॥ পরে ওঁ সুরাস্বা মভিষিক্ত ইত্যাদি মন্ত্রে (২৪ পৃ দেখ) স্নান করাইয়া “ওঁ সিন্ধুভৈরবশোনায়া যো হ্রদা ভূবি সংস্থিতাঃ । সর্কে সূমনসো ভূত্বা ভূঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্ত তে ॥” অনন্তর শঙ্খ জল দ্বারা, “সর্কে-  
ষামধিপো দেব ঈশানো নাম নামতঃ । শূলপাণিস্থাহাদেবো ভূঙ্গারৈঃ স্নাপয়-  
ন্তিমাং ॥ গঙ্গাজলদ্বারা “ওঁ মন্দাকিনীয়াস্ত যদ্বারি সর্বপাপহরং শুভং । স্বর্গ-  
শ্রোতশ্চ বৈষ্ণবাং স্নানং তবতু তেন তে ॥” উষ্ণজল দ্বারা, “ওঁ পবিত্রং পরম-  
কৌমুদী বহিজ্যোতিঃসমবিতং । জীবনং সর্বপাপহরং ভূঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তিমাং ॥” অন-  
ন্তর, “ওঁ আপোহি ঠা” ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র চতুষ্টয় দ্বারা স্নান করাইবে। পরে, ওঁ গঙ্গাদ্বারা ইত্যাদি মন্ত্রে গোময় দ্বারা, ওঁ দধিক্রাবোহংকারং ইত্যাদি মন্ত্রে দধি দ্বারা, ওঁ আপ্যায়ন্ত ইত্যাদি মন্ত্রে ছক্ক দ্বারা, ওঁ তেজোহসি ইত্যাদি মন্ত্রে স্নত দ্বারা, ওঁ মধুবাভা ইত্যাদি মন্ত্রে মধুদ্বারা স্নান করাইবে। অতঃপর পুষ্পোদক দ্বারা,—ওঁ অম্বিনো ভৈষজ্যেন তেজসা ব্রহ্মবচ্চসা যাবিষিকামি । সরযুভ্যৈ ভৈষজ্যেন বীৰ্য্যযোনায়াযাবিষিকামি ইন্দ্রস্যেজ্জিয়েণ বলয়ে গ্রিয়েণ বশসেহজি-

বিকামি ।” স্বর্ণোদক,—ওঁ পৃথিব্যাং স্বর্ণরূপেণ দেবান্তিষ্ঠতি বৈ মদা । সৰ্গদোষ-  
নিরাসার্থং ভাপয়ামি মহেশ্বরীং ।” রজতোদক,—“ওঁ অধিকে হং মহাভাগে  
শরদে শক্তনাশিনি । জ্ঞানেনানেন দেবি হং বরদা ভব সুব্রতে ।” সামান্যজল,—  
“ওঁ যা আপঃ সৰ্গভূতানাং প্রাণিনাং সিদ্ধিহেতবে । পাবনী সৰ্গভূতানাং ভাভি-  
হাং ভাপয়াম্যহং ।” কুশোদক,—“ওঁ দেবস্ত হা সবিতুঃ” ইত্যাদি । কলোদক,—“ওঁ  
অগ্ন আরাহি বীতয়ে গুণানো হব্যদাতয়ে নিহোতা সংসি বহিষি ।” ইক্ষুরস  
ও সাগরোদক,—ওঁ নারায়ণ্যৈ বিদ্বহে ভগবত্যৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচো-  
দয়াৎ । অগুরু, কপ্পূর ও গন্ধামৃতিকা মিশ্রিত জলদ্বারা,—“ওঁ নারায়ণ্যৈ বিদ্বহে  
ভগবত্যৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ ।” বলিয়া জ্ঞান করাইয়া প্রত্যেক দ্রব্য  
মিশ্রিত জলদ্বারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে জ্ঞান করাইবে । তিণ্ডল দ্বারা, হ্রীং নমঃ ।  
বিষ্ণুতৈল, ওঁ ক্রীং চামুণ্ডায়ৈ । মূলমস্ত্রে পঞ্চকষায়োদক দ্বারা, নিক-  
রোদক,—ওঁ হঃ চণ্ডবত্যৈ নমঃ । নারিকেলোদক, পঞ্চকষায়, শিলির ও  
সাগরোদক দ্বারা প্রত্যেকে দেবীর গায়ত্রী পাঠ করিয়া জ্ঞান করাইবে ।  
সর্কৌষধি মহৌষধিজল দ্বারা,—ওঁ যা ওষধীঃ সোমোরাজীর্কস্বীঃ শত বিচক্ষণাঃ ।  
তাসামসিদ্ধি মুক্ত্যাকাং কামায় সংহৃদে । সহস্রধারা জলদ্বারা, ওঁ সাগরাঃ সরিতঃ  
সর্কীঃ সর্গশ্রোতনদী তথা । সর্কৌষধিভিঃ পাপয়াঃ সহস্রৈঃ স্থাপয়ন্ত তে ।  
ওঁ লবণেক্ষুরাসর্পির্দধিহুঙ্কজলাস্তকাঃ । সহস্রধারয়া দেবীং ভাপয়ন্ত মহেশ্বরীং ॥  
এবং ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং ইত্যাদি মন্ত্রচতুষ্টয় দ্বারা জ্ঞান করাইয়া পুন-  
রায় অষ্টঘট জলদ্বারা ওঁ সুরাস্বামভিষিক্ত ইত্যাদি মন্ত্রে ( ২৪ পৃঃ দেখ ) জ্ঞান  
করাইয়া দর্পণস্থজল শুদ্ধ গুরুবহু দ্বারা অপনোদন করিয়া মধ্যস্থলে সিন্দূর দ্বারা  
বৃত্ত আঁকিয়া তদ্বধ্যে “ক্রীং বীজ লিখিয়া তদ্ব্যপীঠে স্থাপন করিবে ।

অনন্তর “ভূতেভ্যো নমঃ”-বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া ওঁ ধোর-  
রূপেভ্যঃ, ধোরতরেভ্যঃ, সিক্তেভ্যঃ, সাধ্যাদিভ্যঃ, ভূতেভ্যো নমঃ” বলিয়া ইহাদের  
পূজা করিয়া ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে । তে গৃহস্ত  
ময়া দন্তো বলিরেষ প্রসাধিতঃ ॥ পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্কলিভিস্তর্পিতাস্তথা ।  
দেশাঙ্গম্যাবিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্ত মংকুতাং ॥ ইহা পাঠ করিয়া “এব মাষভক্ত-  
বলিঃ ওঁ ভূতেভ্যো নমঃ” বলিয়া প্রদান করিবে ।

অনন্তর লাজ ( থৈ ), চন্দন, ষ্ঠেতসর্ষপ, ভষ্ম, দুর্কা, কুশ ও আতপ-  
তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া “কট্” মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করত “ওঁ অপসর্গন্ত  
তে ভূতা ০ ভূতা ভূমিপালকাঃ । ভূতানামবিরোধেন জগৎপূজাং করোম্যহং ॥

ও বেতলাশচ পিণাচাশচ স্বাকশাশচ সরীসৃশাঃ । অপসর্গত্ব তে সর্বৈ চণ্ডিকারোণ  
তাড়িতাঃ ॥”

এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করত হস্তস্থিত লাজাদি ছড়াইয়া দিয়া ভূতগণকে দূরীকৃত  
করিবে ।

অনন্তর পত্রিকাতে “ও বিষ্ণুখাবাসিত্তৈ হৃগায়ৈ নমঃ” এই মন্ত্রে পাণ্ডাদি  
দ্বারা পূজা করিয়া, উহাকে দেবীরূপে চিত্তা করত দেবীর মস্তকে দুর্ভাক্ত  
প্রদান করিয়া দেবীর আসন ধরিয়া পাঠ করিবে । যথা, “ও চণ্ডিকে চল চল  
চালয় চালয় হুগে পূজালয়ঃ প্রবিশ ॥ গম্যতাং মন্ত্রগৃহে দেবি অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ  
সহ । পূজাং গৃহাণ সুমুখি সর্বকল্যাণহেতবে ॥

অতঃপর দেবীর সম্মুখে একটী ঘট আনয়ন করত তাহা দধ্যাক্তযুক্ত করিয়া  
বটমধ্যে পঞ্চরত্ন প্রদান করিবে । পরে স্বশাখোক্ত মন্ত্রে ঘটস্থাপন করিয়া “ও  
গন্ধাখ্যাঃ সরিতঃ সর্বাঃ সাগরাশচ সরাংসি চ । সর্বৈ সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি চ  
নদা ইদাঃ । আশ্বাস্ত যজমানস্ত হুরিতক্ষয়কারকাঃ ॥ ও গঙ্গে চ যমুনে চৈব  
ইত্যাদি মন্ত্রে অক্ষুশমুদ্রাদ্বারা ঘটস্থ জলে তীর্থাবাহন করিবে ।

অনন্তর গণেশাদি দেবতাগণের ( ১৯৪ পৃ দেখ ) পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া  
সামান্যার্থ স্থাপন করিবে । পরে “হাং হীং হং ফট্” ইহা উচ্চারণ করত নৈবেজ্যাদি  
দর্শন করিবে । তৎপর পূর্ববৎ লাজচন্দনাদি গ্রহণ করিয়া “ও অপসর্গত্ব তে ভূতা  
যে ভূতা” ইত্যাদি মন্ত্রে ভূতাপসারণ করিয়া বামপার্শ্বে ঘাতত্রয় দ্বারা ভৌতবিজ্ঞ  
দূরীকরণ করিয়া তালত্রয় দ্বারা অন্তরীকগত বিষ উৎসারণ করিয়া আসন শোধন  
করিবে । পরে গুরুপংক্তি নমস্কার করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে । যথা,—“অস্ত্র  
হৃগায়মন্ত্রস্ত নারদ ঋকিগায়ত্রীচ্ছন্দো হৃগী দেবতা মম সর্বাভীষ্টসিদ্ধার্থং হৃগী-  
পূজনে বিনিবোধঃ ॥ শিরসি ও নারদ ঋষয়ে নমঃ ॥ মুখে ও গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ ॥  
হৃদি ও জীং হৃগায়ৈ নমঃ ।” অতঃপর গুরুপুষ্প দ্বারা করদ্বয় সংশোধন করিয়া  
উর্দ্ধোর্দ্ধে, তালত্রয় দিয়া ছোটিকা ( ভূড়ি ) দ্বারা দশদিক বন্ধন করিবে । পরে  
মাতৃকাস্তাস, জীং বীজে প্রাণায়াম ও করাদ্বয় স্তাস করিয়া পীঠস্তাস করিবে ।  
যথা,—হৃদয়ে,—ও আধারশক্তয়ে নমঃ—এইক্রমে কুর্খায়, অনন্তায়, পৃথিবীয়া,  
ক্ষীরসমুদ্রায়, রত্নবীপায়, মণিমণ্ডপায়, কল্পবৃক্ষায়, রত্নবেদিকায়, দক্ষিণাংসে,—  
ধর্ম্মায়, বামাংসে জ্ঞানায় । বাম উরুতে,—বৈরাগ্যায় । দক্ষিণ উরুতে,—ঐশ্বর্য্যায় ।  
মুখে,—অধর্ম্মায় বামপার্শ্বে,—অজ্ঞানায় । নাভিতে অবেদ্যায়, দক্ষিণ-  
পার্শ্বে,—অনৈর্বাণায় । পুনরায় হৃদয়ে,—শেখায়, গদায়, অং-অর্কসঙ্কল্য

দ্বাদশকলাস্বনে, উঃ সোমসমুদায় যোড়শকলাস্বনে, মং বহুমুখায় দশকলা-  
 স্বনে, সং সঙ্ঘায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আয়ানে, অং অন্তরায়নে, পং পরমা-  
 য়নে, হ্রীং জ্ঞানায়নে । হৃদয়ে ও অষ্টদিকে,—অং প্রভাট্যে, ইং মায়াট্যে,  
 উং জয়াট্যে, এং স্মৃতিয়াট্যে, ঐং বিদ্যাট্যে, ওং নন্দিত্যে, ঙং সুপ্রভাট্যে, অং বিজ-  
 য়াট্যে, অঃ সৰ্গস্বয়ম্ ।” প্রণবাদি নমোহস্ত করিয়া প্রত্যেকের পূজা করিতে  
 হইবে । পরে “বজ্রনখদংষ্ট্রায় মহাসিংহাসিনায় হং কট্ নমঃ ।” বলিয়া পূজা  
 করিবে । অনন্তর “ওঁ জটাজুটসমায়ুজা” ইত্যাদি দেবীর ধ্যান ( ১৯পৃ দেখ )  
 করিবে । এইরূপ ধ্যান করিয়া স্বীয় মস্তকে পুষ্প প্রদান করত মানসোপচারে  
 পূজা করিয়া বিশেষার্থ্য স্থাপন করিবে ( ১৮ পৃ দেখ ) । পরে ইশান কোণে  
 গণেশ ষটস্থাপনপূর্বক “গাং হৃদয়ায় নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গভাস ও করভাস  
 করিয়া তর্কং স্থলতত্ত্বং ইত্যাদি ধ্যান করত গণেশের আবাহন করিয়া পূজা করত  
 “ওঁ সৰ্গবিগ্রহয়ো দেব একদন্তো গজাননঃ । দেবীগৃহেহচ্ছিতঃ প্রীত্যা সৰ্গবিগ্রহং  
 বিনাশয় ॥” বলিয়া নমস্কার করিবে । অনন্তর ঐ গণেশঘটে শিব, শঙ্কর, অগ্নি,  
 কেশব, কৌশিকী, ব্রহ্মা, দিকপাল ও নবগ্রহগণের আবাহন করিয়া পূজা করিবে  
 এবং দুর্গাঘটে “ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ” ইত্যাদি পীঠস্থাসোক্ত ক্রমে পীঠদেবতাগণের  
 পূজা করিয়া পুনর্বার দেবীর করাজন্যাসাদি করিয়া পুনশ্চ “ওঁ জটাজুট” ইত্যাদি  
 ধ্যান করিয়া ষড়্ভুজের পূজা করিবে । যথা,—“ওঁ দুর্গে হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ দুর্গে  
 শিরসে স্বাহা, ওঁ দুর্গায় শিখায় বষট্, ওঁ দুর্গে দুর্গে ভূতরক্ষিণি কবচায় হং, ওঁ  
 দুর্গে দুর্গে রক্ষণি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি অন্ত্রায় কট্” । অতঃ  
 পর “ভূভুবঃ স্বর্ভগবতি দুর্গে দেবি স্বীয়গণসহিতে ইহাগচ্ছাগচ্ছ” ইত্যাদি  
 ক্রমে আবাহন করিয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া মূলমন্ত্রে সকলী-  
 করণ ও ষড়্ভুজাস করিয়া প্রতিমায় হস্ত প্রদান করিয়া পাঠ করিবে । যথা—  
 “ওঁ আগচ্ছ মদগৃহে দেবি অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ । পূজাং গৃহাণ বিধিবৎ  
 সৰ্গকল্যাণকারিণি ॥ ওঁ এহেহি ভগবদুর্গে শত্রুক্ষয়জয়প্রদে । ভক্তিতঃ  
 পূজয়ামি ত্বাং নবদুর্গে সুরার্চিতৈঃ ॥ ওঁ দুর্গে দেবি সমাগচ্ছ সান্নিধ্যমিহ কল্পয় ।  
 ষড়্ভুজাং গৃহাণ ত্র্যমষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ ॥ ওঁ শারদীয়ায়ামিমাং পূজাং  
 করোমি কমলক্ষেপে । আজ্যপয় মহাদেবি দৈত্যদর্পনিন্দনি ॥ ওঁ সংসারার্ঘ-  
 হৃৎপাবে সর্গাসুরনিকৃন্তনি । ত্রায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে ॥ ওঁ যে  
 দেবা বা হি দেব্যশ্চ চলিতা ঋচসস্তি হি । আবাহয়ামি তান্ সর্গান্ চণ্ডিকে  
 পরমেশ্বরী ॥ প্রাণান বক্ষ ঋণোবক্ষ পুণ্যদারধনং সদা । সর্গরক্ষাকরী যশস্ত্বে

স্বাস্থ্যং হি জগৎপ্রিয়ে ॥ ওঁ প্রবিশু তিষ্ঠ যজ্ঞেহস্মিন্ যাবৎ পূজাং করোম্যহং ।  
শৈলানন্দকরে দেবি সর্গসিদ্ধিকং দেহি মে ॥ ওঁ আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সর্ব-  
কল্যাণহেতবে । পূজাং গৃহাণ স্মৃতি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে ॥ ওঁ আবাহয়ামি দেবি  
ত্বাং মৃগয়ে ত্রীকলেশপি চ । কৈলাসশিখরাদেবি বিদ্যাদ্রোহিমপকর্ষতাং ॥  
আগত্য বিবশাখায়াং চণ্ডিকে কুরু সন্নিধিং । স্থাপিতানি ময়া দেবি পূজয়ে  
ত্বাং প্রসাদয়ে ॥ আয়ুরারোগমৈশ্বর্যং দেহি দেবি নমোহস্ত তে ॥ ওঁ দেবি  
চণ্ডাঙ্ঘ্রিকে চণ্ডি চণ্ডবিগ্রহকারিণি । বিবশাখাং সমাপ্রিত্য তিষ্ঠ দেবগণৈঃ  
সহ ॥ ওঁ দেবি ত্বং জগতাং মাতঃ সৃষ্টিনংহাঙ্ককারিণি । পত্রিকাসু সমস্তাসু  
সান্নিধ্যমিহ করয় ॥ পৰ্ববেশচ ফলোপেতৈঃ শাখাভিঃ সূর্য্যনামিকে । পরবে  
সংস্থিতে দেবি পূজাং গৃহু প্রসাদ মে ॥ ওঁ আবাহয়ামি দেবি ত্বাং মৃগয়ে ত্রীকল-  
েশপি চ । স্থিরাত্যন্তঃ হি নো ভূষা গৃহে কামপ্রদা ভব । ওঁ চণ্ডিকে চণ্ডরূপাসি  
সুরতেজোমহাবলে । প্রবিশু তিষ্ঠ যজ্ঞেহস্মিন্ যাবৎ পূজাং করোম্যহং ॥”

অনন্তর পঞ্চমন্ত্র জপ করিবে । যথা,—“ওঁ হংসঃ শুচিসবসুরস্তরীক্ষং সকোতা  
বেদিসদতিথির্দুরোনসৎ । নৃবদৃতসকোমসদজা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ  
॥ ১ ॥ ওঁ প্র তদ্বিকুঃ শুবতে বীর্ঘোণ মৃগোন ভীমঃ কুচরো গরিষ্ঠাঃ । যন্তোক্ষু জিহু  
বিক্রমণেধমিক্রিয়ন্তি ভুবনানি বিখাঃ ॥ ২ ॥ ওঁ বিষ্ণুর্ঘোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি  
পিংসতু আসিকতু প্রজাপতির্দাতা গর্ভং দধাতু তে ॥ ৩ ॥ গায়ত্রী ॥ ৪ ॥ ওঁ ত্র্যম্বকং  
যজামহে সুরাক্ষিণ পুষ্টবর্কসং । উর্ষারুহমিব বন্ধনামৃতোশ্মকীর যামুতাং  
॥ ৫ ॥ এই প্রকার আবাহন করিয়া চক্ষুর্দান করিবে । প্রথমতঃ দক্ষিণ  
চক্ষু,—গায়ত্রী পাঠ করত—ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্শিত্ত্বং বরুণস্তা-  
থৈরাপ্রা দ্যাভা পৃথিবীং দ্যায়ুতেমাং কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেমঃ । বামচক্ষু,—  
ওঁ আপ্যায়স্ব ইত্যাদি ।” উর্ক্ণচক্ষু,—গায়ত্রী পাঠ করত “ওঁ কন্ধানশ্চিত্রা আকুৰ  
দুতী সদা বৃধঃ । সখা কয়া নচিষ্টয়া বৃত্তা স্বাহা ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বিষণ্ণ  
বস্ত্রে করিয়া কজ্জল গ্রহণ করত উদ্দারা চক্ষুর্দান করিবে । অনন্তর “ওঁ আং  
জীং ক্রোং যং রং” ইত্যাদি মন্ত্রে ( ১৭ পৃ দেখ ) প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া মূল মন্ত্র  
তিনবার পাঠ করিবে ।

এই রূপে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া দেবীশরীরে পুষ্পাজলিত্রয় প্রদান করিবে ।  
পরে প্রতিমাগঠিত দেবতাগণের “ওঁ মনোজ্যোতিঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে ( ১৭  
পৃ দেখ ) প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে । পরে ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করিবে ।  
ক্রম যথা,—

“বং” এই বীজ মন্ত্রে অৰ্ঘ্যজল দ্বারা দেয় ত্রব্য প্রোক্ষণ করিয়া। “অমুকত্রব্যায় নমঃ” বলিয়া গন্ধপুষ্পদ্বারা ত্রব্য অর্চনা করিয়া। “ইদং অমুকত্রব্যং ওঁ তুর্গে তুর্গে রক্ষণি স্বাহা স্বীং তুর্গায়ৈ দেব্যা নমঃ।” এই বলিয়া দেয় ত্রব্যোপরি জগদান করিবে। এইরূপ সমস্ত উপচার সম্বন্ধে জানিবে।

প্রথমতঃ আগ্নেয় অর্চনা ও নিবেদন করিয়া “ওঁ আসনং গৃহ চার্কি নানারত্নবিনির্মিতং। গৃহাণেৎ জগন্মাতঃ প্রসীদ তগবত্বামে ॥১॥ মূল মন্ত্র উচ্চারণ (ওঁ তুর্গে তুর্গে রক্ষণি স্বাহা) পূর্বক “তুর্গে ইহ স্বাগতং” ইহা বলিয়া স্বাগত প্রশ্ন করিবে। ॥২॥ পরে পাত্ৰ,—ওঁ পাত্ৰং গৃহ মহাদেবি সর্বস্থাপহারকং। ত্রায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে ॥৩॥ অৰ্ঘ্য,—ওঁ দুর্লভতসমায়ুক্তং বিশ্বপত্রে তথা পরং। শোভনং শঙ্খপাত্ৰং গৃহাণাৰ্ঘ্যং হরপ্রিয়ে ॥ নানাতীর্থোদ্ভবং বারি কুঙ্কুমাদিশুশীতলং। গৃহাণাৰ্ঘ্যমিদং দেবি বিশেষ্যরি নমোহস্ত তে ॥৪॥ আচমনীয়,—ওঁ মন্দা-কিন্যাস্ত যদ্বারি সর্বপাপহরং শুভং। গৃহাচমনীয়ং ত্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতং ॥ ইদমাপো ময়া ভক্ত্যা তব পাণিতলেহর্পিভ্যঃ। আচমন্য মহাদেবি প্রীতা শান্তিঃ প্রযচ্ছ সে ॥৫॥ মধুপক,—ওঁ মধুপকং মহাদেবি ব্রহ্মাষ্ট্রঃ পরি-কল্পিতং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরী ॥৬॥ আচমনীয়,—পূর্ববৎ ॥৭॥ স্নানীয়,—ওঁ জলক শীতলং স্বচ্ছমিদং শুভং মনোহরং। স্নানার্থং তে ময়া ভক্ত্যা কল্পিতং প্রতিগৃহ্যতাং ॥৮॥ আচমনীয়,—পূর্ববৎ। (“স্নানে বস্ত্রে চ নৈবেদ্যে দত্তাদাচমনীয়কং” অর্থ্যং স্নানীয়, বস্ত্র ও নৈবেদ্য দানের পর এক এক বান্ন আচমনীয় দিতে হয়।) বস্ত্র,—ওঁ বহুতত্ত্বসমায়ুক্তং পট্টবস্ত্রা-দিনিনির্মিতং। বাসোদেবি সুশুভকং গৃহাণ বরবর্ধিনি। তত্ত্বসম্মানসংযুক্তং রঞ্জিতং রাগবস্ত্রনা। তুর্গে দেবি ভজ প্রীতিঃ বাসন্তে পরিধীয়তাং ॥৯॥ পূর্ববৎ আচমনীয়। অলঙ্কার,—ওঁ দিব্যরত্নসমায়ুক্তা বহিষ্ঠাহুসমপ্রভাঃ। গাত্রাণি শোভয়িষ্যন্তি অলঙ্কারাঃ সুরেশ্বরী ॥ শঙ্খালঙ্কার,—ওঁ শঙ্খক বিবিধং চিত্রং বাহুনাঞ্চ বিভূষণং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা শঙ্খক প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥১০॥ গন্ধ,—ওঁ শরীরন্তে ন জানামি চেষ্টাং নৈব চ নৈব চ। ময়া নিবেদিতান্ গন্ধান্ প্রতিগৃহ্ণ বলিপ্যতাং ॥১১॥ পুষ্প,—ওঁ পুষ্পং মনোহরং দিব্যং সুগন্ধি দেবনির্মিতং। জগৎসমুদ্ভূতম্নাস্ত্রেয়ং দেবি দত্তং প্রগৃহ্যতাং ॥১২॥ ধূপ,—ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুরভোজনঃ। ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাং ॥১৩॥ নীপ,—ওঁ অগ্নিক্রোড়ী রবিক্রোড়ী-

চন্দ্রজ্যোতিস্তথৈব চ । জ্যোতিষামৃতমো দুর্গে দীপোহয়ং প্রতিগৃহতাং ॥ ১৩ ॥  
 সিন্দূর,—ওঁ চন্দ্রেন সমায়ুক্তং সিন্দূরং ভাগভূষণম্ । রূপস্তোভিকরং দেবি  
 চণ্ডিকে গৃহ মন্তকে ॥ ওঁ চণ্ডিকায়ে বিদ্যহে ভগবতৌ ধীমহি তন্নো  
 নোন্নী প্রচোদয়াৎ । ইদং সিন্দূরভিলকং ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা ক্রীৎ  
 দুর্গায়ে দেবো নমঃ ॥ অঞ্জন,—ওঁ নমস্তে সর্কদেবেশি নমস্তে শঙ্করাগ্নয়ে ।  
 চক্ষুসাম্ভনং হৃদয়ং দেবি দত্তং প্রগৃহতাং ॥ নৈবেদ্য,—ওঁ আমান্নং স্নতসংযুক্তং  
 ফলভাস্মূলসংযুতং । ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা আমান্নং প্রতিগৃহতাং ॥ ১৫ ॥  
 ফলাদি,—ওঁ ফলমূলানি সর্কাগি গ্রাম্যারণ্যানি যানি চ । নানাবিধসুগন্ধীনি  
 গৃহ দেবি মমাচিরং ॥ মূলমস্ত্রে বিষপত্র দান করিবে । পানার্থজল—ওঁ  
 জলক শীতলং স্বচ্ছং সুগন্ধি সুমনোহরং । ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পানীয়ং  
 প্রতিগৃহতাং ॥ তাম্বূল,—ওঁ ফলপত্রসমায়ুক্তং কর্পূরেণ সুবাসিতং । ময়া  
 নিবেদিতং ভক্ত্যা তাম্বূলং প্রতিগৃহতাং ॥ সুগন্ধযুক্তদুর্কা,—ওঁ নমস্তে সর্ক-  
 দেবেশি নমস্তে সুখমোক্ষদে । দুর্কাং গৃহাণ দেবি ত্বং মাং নিস্তারয় সর্বতঃ ॥  
 বিশ্বপত্রমালা,—ওঁ অমৃতোদ্ভবং ত্রীযুক্তং মহাদেবপ্রিয়ং সদা । পবিত্রং তে  
 প্রযচ্ছামি ত্রীকলীয়ং সুরেধরি ॥ পুষ্পমালা,—ওঁ হৃদ্রেণ গ্রথিতং মালাং  
 নানাপুষ্পমবহিতং । ত্রীযুক্তং লবমানঞ্চ গৃহাণ পরমেশ্বরী ॥ “ওঁ নারায়ণৈ  
 বিদ্যহে” ইত্যাদি গায়ত্রী দ্বারা পুষ্পাঞ্জলিক্রম দান করিবে এবং দর্পণ দর্শন  
 করাইবে । মূলমস্ত্রে পাণ্ড, অর্ঘ্য ও আচমনীয় দেবীকে প্রদান করত চতু-  
 কোণ মণ্ডলের উপর সাধারণ স্থাপন করিয়া অন্ন অভ্যঞ্জন করত দেবীকে  
 নিবেদন করিয়া,—ওঁ অন্নং চতুর্বিধং-দেবি রসৈঃ ষড়্ভিঃ সমন্বিতং । উত্তমং  
 প্রাপনৈকং গৃহাণ মম ভাবতঃ ॥ পরমান্ন,—ওঁ গব্যসর্পিঃপয়োযুক্তং নানামধুর-  
 সংযুতং । ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পরমান্নং প্রগৃহতাং ॥ পিষ্টক,—ওঁ অমৃতৈ-  
 রচিতং দিব্যং নানারূপবিনির্মিতং । পিষ্টকং বিবিধং দেবি গৃহাণ মম  
 ভাবতঃ । মোদক,—ওঁ মোদকং স্বাদুসংযুক্তং সর্করাদিবিমিশ্রিতং । সুরম্যং  
 মধুরং ভোজ্যং দেবি দত্তং প্রগৃহতাং ॥ পৃথুকাদি ( চিড়া ইত্যাদি ) মূল-  
 মস্ত্রে দান করিবে । পানীয়জল,—ওঁ জলক শীতলং ইত্যাদি । তাম্বূল,—  
 ওঁ ফলপত্রসমায়ুক্তং কর্পূরেণ সুবাসিতং । ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা তাম্বূলং  
 প্রতিগৃহতাং ॥ নমস্কার,—ওঁ সর্কমঙ্গলমঙ্গলো ইত্যাদি ॥ ১৬ ॥

নবপত্রিকাপূজা ।—ওঁ ব্রহ্মাধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণি ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইত্যাদি ক্রমে  
 আবাহন করিয়া “ওঁ ব্রহ্মাধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণ্যে নমঃ ।” বলিয়া পূজা করত



“ওঁ দুর্গে দেবি সনাগচ্ছ শাস্ত্রিয নিহ কল্পয়। যন্তাক্ষপেণ সর্বত্র শাস্তিঃ  
কুৰু নমোহস্ত তে ॥ ১ ॥ কলী অধিষ্ঠাত্রী কালিকার আবাহন করিয়া  
পূজা করত ওঁ মহিষাসুরমর্দকু কলীভূতানি সূত্রেতে। মম চানুগ্রহার্থায়  
আগতাসি হরপ্রিয়ে ॥ ২ ॥ হরিদ্রাধিষ্ঠাত্রী দুর্গার আবাহন ও পূজা করিয়া—  
ওঁ হরিদ্রে বরদে দেবি উমাক্ষপাসি সূত্রেতে। মম বিষবিনাশায় প্রসীদ ত্বং  
হরপ্রিয়ে ॥ ৩ ॥ জয়ন্তী অধিষ্ঠাত্রী কার্তিকীর আবাহন ও পূজা করিয়া—  
ওঁ নিমন্তন্তুমমথনে দেবৈর্দেবগণৈঃ সহ। জয়ন্তি পূজিতানি তুম্যাকং  
বরদা ভব ॥ ৪ ॥ বিরাধিষ্ঠাত্রী শিবীর আবাহন ও পূজা করিয়া,—ওঁ মহা-  
দেব-প্রিয়করো বামুদেবপ্রিয়ঃ সদা। উমাশ্রীতিকরো বৃক্ষে বিবরুক নমো-  
হস্ত তে ॥ ৫ ॥ দাড়িম্বাধিষ্ঠাত্রী রক্তদন্তিকার আবাহন ও পূজা করিয়া,—  
ওঁ দাড়িম্বি ত্বং পুত্রা যুদ্ধে রক্তবীজন্য সম্মুখে। উমাকার্য্যং কৃতং যম্মাত-  
ম্বাহং ব্রক্ষ মাং সদা ॥ ৬ ॥ অশোকাদিষ্ঠাত্রী শোকরহিতার আবাহন ও পূজা  
করিয়া,—ওঁ হরপ্রীতিকরো বৃক্ষ অশোকঃ শোকনাশনঃ। দুর্গাপ্রীতিকরো  
যম্মামাশোকং সদা কুৰু ॥ ৭ ॥ মানাধিষ্ঠাত্রী চানুগুর আবাহন ও অর্চনা  
করিয়া—ওঁ যস্য পত্রে বসেদেবি মানবৃক্ষঃ শচীপ্রিয়ঃ। মম চানুগ্রহার্থায়  
পূজাং গুরু প্রসীদ মে ॥ ৮ ॥ খাত্ৰাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর আবাহন ও অর্চনা করিয়া,—  
ওঁ জগতঃ প্রাপরক্ষার্থং ব্রহ্মণা নিম্নিতং পুত্র। উমাশ্রীতিকরং ধান্যং তম্মাহং  
ব্রক্ষ মাং সদা ॥ ৯ ॥ অতঃপর অগ্ন্যাদি কোণচুড়য়ে—ওঁ দুর্গে হুদয়ায় নমঃ।  
ওঁ দুর্গে শিরসে স্বাহা। ওঁ রক্ষণি শিখায়ৈ বসট্। ওঁ স্বহা কবচায় হুং।  
দেবী সম্মুখে,—ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা। নেত্রত্রয়ায় গোবট্। দিক্‌সমূহে,—  
ওঁ দুর্গে অস্ত্রায় ফট্। অথবা “জ্ঞাং হুদয়ায় নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে পূজা করিবে।  
পরে দিক্‌পালগণের পূজা করিবে। যথা,—পূর্বাাদিদিকে,—ওঁ ইন্দ্রায় সবজ্রায়  
সবাহনায় সপরিবারায় নমঃ। ওঁ অগ্নয়ে সপত্নয়ে সবাহনসপরিবারায় নমঃ।  
ওঁ যমায় সদগায় সবাহনসপরিবারায় নমঃ। ওঁ নিখাতয়ে সখড়্‌গায় সবাহন-  
সপরিবারায় নমঃ। ওঁ বরুণায় সপাশায় সবাহনসপরিবারায় নমঃ। ওঁ বায়বে  
সাকুণায় সবাহনসপরিবারায় নমঃ। ওঁ কুবেরায় সগবায় সবাহনসপরিবারায়  
নমঃ। ওঁ ঈশানায় সগুণায় সবাহনসপরিবারায় নমঃ। পূর্ব ও ঈশানকোণ  
মধ্যে,—ওঁ ব্রহ্মণে সপত্নায় সবাহনসপরিবারায় নমঃ। নৈঋত ও পশ্চিম-  
দিক্‌ মধ্যে—ওঁ অনন্তায় সচক্রায় সবাহনসপরিবারায় নমঃ।

অতঃপর গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর ধ্যান করিয়া যথাশক্তি

উপচারে পূজা করিবে। পরে “ও সাক্ষোপাঙ্গাঠৈ সবাহন্যৈ হুগাঁঠৈ নমঃ” বলিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। সর্প, ময়ূর ও মৃষিকেরও এই সময় পূজা করিয়া “ও বজ্রনথ দংষ্ট্রাশ্বনাং মহাসিংহাং হং ফট্ নমঃ” বলিয়া পাঁচাদি দ্বারা পূজা করত প্রণাম করিবে। যথা,—ও সিংহস্ত সর্কজন্তুনাং অধিপোহসি মহাবল। পার্শ্বতীবাহনঃ শ্রীমান্ বরং দেহি নমো-হস্ত তে। ও আসনকাসি ভূতানাং নানালঙ্কারভূষিতং। যেকশ্চপ্রতী-কাশং সিংহাসন নমোহস্ত তে॥” অতঃপর “ও মহিষাসুরায় নমঃ” বলিয়া পাঁচাদি দ্বারা মহিষাসুরের পূজা করিয়া যথাশক্তি দেবীর মূলমন্ত্র জপ করিবে। অতঃপর বলিদান (২০৭ পৃঃ দেখ) করিয়া আঙ্গিত্রিক ও স্তবপাঠ করত প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবে (প্রার্থনামন্ত্র ২১০ পৃঃ দেখ)।

সপ্তমী পূজা সমাপ্ত।

গহাষ্টমী পূজা।

প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়াদি সমাপনান্তে সর্ষতোভদ্র মণ্ডল আঙ্কিত করত (২১১ পৃঃ দেখ) আসনোপবিষ্ট হইয়া “হাং হীং হং ফট্” ইহা বলিয়া অচ্চ-নীয় দ্রব্য সম্ভার অবলোকন করত পূর্ববৎ সামাভ্যাস, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকাভাস, প্রাণায়াম ও পীঠন্যাস সম্পাদন করিয়া দেবীকে চিত্তা করত দর্পণ প্রতিবিম্বে পুষ্পাঞ্জলিদ্বয় প্রদান করিয়া দর্পণে তৈল হরিদ্রা ঐক্ষণ করত মহান্নানোক্ত মন্ত্রে সপ্তমীর ত্রায় জ্ঞান করাইবে। পরে, দর্পণ পুছিয়া তাহাতে বীজমন্ত্র লিখিয়া ভজাসনঃস্থাপন করিবে। তৎপরে পূর্ববৎ মাষভক্ত বলি দিয়া গণেশষটে গণেশ, শিবাди পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইজাদি দশদিক্‌পাল ও মংস্তাদি দশাষ্টতারগণের যথাশক্তি অর্চনা করিয়া; পুনর্বার প্রাণায়াম, ঋষ্যাদিন্যাস (২৫১ পৃঃ দেখ), করভাস ও অঙ্গভাস করিয়া পরে দেবীর ধ্যান (২০৬ পৃঃ দেখ) করত মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষাৰ্ঘ্য স্থাপন করত আধার শক্ত্যাদি পীঠদেবতাগণের পূজা (২৫১ পৃঃ দেখ) করিয়া পুনরায় দেবীর করভাসাদি করত দেবীর ধ্যান করিয়া দেবীকে ঘোড়ণোপচারে (২৫৪ পৃঃ দেখ) অর্চনা করিবে। অতঃপর পূর্ববৎ বড়সের (২৫২ পৃঃ দেখ) এবং নবপত্রিকার অর্চনা করিবে (২৫৫ পৃঃ দেখ)।

অনন্তর অষ্টদল মধ্যে পূৰ্বাদিক্রমে উগ্রচণ্ডাদির পূজা করিবে। যথা,—  
 পূৰ্বদলে,—“ওঁ জ্রীং জ্রীং উগ্রচণ্ডে ইহাগচ্ছাগচ্ছ” ইত্যাদি ক্রমে আবাহন  
 করিয়া “ওঁ জ্রীং জ্রীং উগ্রচণ্ডায়ৈ নমঃ” বলিয়া পাণ্ডাদি দ্বারা পূজা করত  
 নমস্কার করিবে। যথা,—উগ্রচণ্ডা তু বরদা মধ্যাহ্নার্কসমপ্রভা। সা মে  
 সদাস্ত বরদা তন্ত্ৰে নিত্যং নমো নমঃ ॥ ১ ॥ আগ্নেয়দলে ঐ রূপে প্রচণ্ডার  
 আবাহন ও পূজা করিয়া নমস্কার করিবে,—ওঁ প্রচণ্ডে পুহ্রদে নিত্যং  
 প্রচণ্ডগুণসংস্থিতে। সৰ্বানন্দকরে দেবি তুভ্যং নিত্যং নমো নমঃ ॥ ২ ॥  
 দক্ষিণদলে চণ্ডোগ্রার ঐরূপ আবাহন ও পূজা করিয়া প্রণাম করিবে,—ওঁ  
 লক্ষ্মীজং সৰ্বভূতানাং সৰ্বভূতাত্তয়প্রদা। দেবি ত্বং সৰ্বকার্যেষু বরদা ভব  
 শোভনে ॥ ৩ ॥ নৈঋতদলে চণ্ডনায়িকার আবাহন ও পূজা করিয়া  
 নমস্কার করিবে। যথা,—ওঁ যা স্থষ্টিরতিনাম্রী চ দেবেশবরদায়িনী।  
 কলিকল্পঘনাশায় নমামি চণ্ডনায়িকাং ॥ ৪ ॥ পশ্চিমদলে চণ্ডার আবাহন  
 ও পূজা করিয়া প্রণাম করিবে,—“ওঁ দেবি চণ্ডাস্বিকে চণ্ডি  
 চণ্ডারিবিজয়প্রদে। ধর্ম্মার্থমোক্ষদে ভূর্গে নিত্যং মে বরদা ভব ॥ ৫ ॥  
 বায়ুদলে চণ্ডবতীর আবাহন ও অর্চনা করিয়া নমস্কার করিবে,—ওঁ যা  
 সৃষ্টিস্থিতিসংহারগুণজসমময়িতাঃ। যাঃ পরাঃ শক্তয়স্ত্যে চণ্ডবত্যৈ নমো  
 নমঃ ॥ ৬ ॥ উত্তরদলে চণ্ডরূপার আবাহন ও পূজা করিয়া প্রণাম করিবে,—  
 ওঁ চণ্ডরূপাস্বিকা চণ্ডা চণ্ডিকা চণ্ডনায়িকা। সৰ্বসিদ্ধিপ্রদে দেবি তন্ত্ৰে  
 নিত্যং নমো নমঃ ॥ ৭ ॥ ঈশানদলে অতিচণ্ডিকার আবাহন ও পূজা করিয়া  
 প্রণাম করিবে,—ওঁ বালার্কনয়না চণ্ডা সৰ্বদা ভক্তবৎসলা। চণ্ডাসুরহ  
 মখিনী বরদা স্ততিচণ্ডিকা ॥ ৮ ॥ ইহাদের প্রত্যেক নামের আদিতে “ওঁ  
 জ্রীং জ্রীং” এই বীজত্রয় যুক্ত করিয়া আবাহন ও পূজা করিতে হইবে।  
 পরে পদ্রমধ্যে চতুষ্টয় যোগিনীর পূজা করিবে।

চতুষ্টয়যোগিনী যথা,—ব্রহ্মাণী, চণ্ডিকা, রৌদ্রী, গৌরী, ইন্দ্রাণী,  
 কোমারী, ভৈরবী, হুগা, নারসিংহী, চণ্ডিকা, চামুণ্ডা, শিবদূতী, বারাহী,  
 কোশিকী, মাহেশ্বরী, শঙ্করী, জয়ন্তী, সৰ্বমঙ্গলা, কালী, কয়ালিনী, মেঘা,  
 শিবা, শাকম্বরী, ভীমা, শাস্তা, ভ্রামরী, রুদ্রাণী, অম্বিকা, ক্রমা, ধাত্রী, স্বাহা,  
 স্বধা, পূর্ণা, মহোদরী, ধোয়রূপা, মহাকালী, ভক্তকালী, কপালিনী,  
 ক্ষেমকরী, উগ্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডী,  
 মহামোহা, প্রিঙ্করী, বালবৃদ্ধিকরী, বলপ্রমথিনী, মন-উন্মথিনী, সৰ্বভূতদমনী

উমা, তারা, মহানিদ্ৰা, বিজয়া, জয়া, শৈলপুঞ্জী, চণ্ডিকা, চণ্ডবৃন্দা, কুম্ভাভা, কল্যাণাভা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী ।

ইহাদের প্রত্যেক নামের সহিত চতুর্থীবিভক্তি যুক্ত করিয়া আদিত্তে “ওঁ জীং জ্রীং” ও অন্তে “নমঃ” শব্দ যোগ করিয়া পূজা করিবে ।

অতঃপর “ওঁ কোটিযোগিনীগণা ইহাগচ্ছতাগচ্ছত” ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া “ওঁ কোটিযোগিনীগণেভ্যা নমঃ” বলিয়া পদ্মপত্রাণ্ডে পাণ্ডাদি দ্বারা পূজা করিবে । অনন্তর অষ্টশক্তির আবাহন করিয়া অর্চনা করিবে ( ২৪০ পৃ দেখ ) ।

অতঃপর দেবীঘটে জয়ন্ত্যাদির পূজা করিবে । যথা,—“ওঁ জীং জ্রীং জয়ন্ত্য নমঃ ।” বলিয়া পাণ্ডাদি দ্বারা পূজা করিবে । এই ক্রমে,—জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা ও স্বধার আদিত্তে উক্ত বীজত্রয় ও অন্তে “নমঃ” শব্দ যোগ করিয়া পূজা করিবে । অনন্তর অন্ত্রগণের পূজা করিবে ( ২১৮ পৃ দেখ ) । পরে প্রতিমাগঠিত গণেশাদি দেবতাগণের যথাশক্তি উপচারে পূজাদি করিয়া সিংহের পূজা ও প্রণাম করিবে ( ২৪১ পৃ দেখ ) । অনন্তর “ওঁ মহিষাসুরায় নমঃ” বলিয়া পাণ্ডাদি দ্বারা অর্চনা করিয়া দেশবাসিনীগণের পূজা করিবে । যথা,—ওঁ জীং পুতিবাসিত্তে নমঃ” এই ক্রমে,—বিমলাট্টে, মহাগৌরী, কামরূপিণী, বজ্রেশ্বরী, বাগীশ্বরী, কিরাতরূপিণী, সর্বমঙ্গলাট্টে, কাত্যায়ট্টে, কালরাত্রী, বৈষ্ণবী, বিমলাট্টে, দুর্গাট্টে, মহাকালী, বর্গভীমাট্টে, যোগাত্মাট্টে, উত্তর-বাহিত্তে, ত্রিপুরাট্টে, সর্বমঙ্গলাট্টে ।” অতঃপর বটুকগণের পূজা করিবে ( ২৪১ পৃ দেখ ) । পরে ক্ষেত্রপালগণের পূজা করিয়া অসিতাপাদি ভৈরবগণের অর্চনা করিবে ( পৃ ২৪১ দেখ ) । অতঃপর দিক্‌পালগণের পূজা করিবে ( ২৩৪ পৃ দেখ ) ।

অতঃপর যথাবিধি বলিদান ( ২০৭ পৃ দেখ ) করত জপ করিয়া জপ সমর্পণ করত স্তোত্র ও প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবে । অতঃপর হোম করিবে ।

মহাষ্টমী পূজা সমাপ্ত ।

সন্ধিপূজা ।

যথাসময়ে স্তুতিবাচনাди করিয়া গণেশাদি দেবতাগণের পূজা ( ২৫৭ পৃ দেখ )

করিয়া পূর্বরং মাতৃকাস্ত্রাসাদি করত ষোড়শোপচারে চামুণ্ডার অর্চনা করিবে।  
 ধ্যান যথা,—ওঁ কালী করালবদনা বিনীতাস্ত্রাসিপাশিনী। বিচিত্রখট্টাঙ্গধরা  
 নরমালাবিভূষণা। দীপিতচর্ম্মপরীধানা শুকমাংসাত্তৈররা। অতিবিস্তার-  
 বদনা জিহ্বাললনভীষণা। নিমগ্না রক্তনয়না নাট্যপূরিতদিকুথা ॥  
 এই ধ্যান করিয়া “ওঁ ক্রীং হ্রীং চামুণ্ডারূপারৈ হৃগারৈ নমঃ” বলিয়া  
 অর্চনা করিবে।

অতঃপর অষ্টোত্তরশত সংখ্যক দীপ দান করিবে। যথা,—“অন্তেষ্ট্যাদি  
 অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শ্রীহৃগাপ্রীতিকামঃ এতান্ অষ্টোত্তরশতসংখ্যকান্  
 প্রজ্জলিতান্ দীপান্ শ্রীচামুণ্ডারূপারৈ হৃগারৈ তুভ্যমহং সম্পদদে।” এই  
 রূপ বাক্য করত দীপমালা উৎসর্গ করিয়া যথাবিধি বলিদান করিবে।

সন্ধিপূজা সমাপ্তা।

### মহানবমী পূজা।

যথা সময়ে শুভাসনে উপবেশন করত আচমনাদি করিয়া পূর্বরং  
 মাষভুক্তবলি ও ভূতশুদ্ধাদি করিয়া অষ্টমীর ন্যায় স্নানাদি ষোড়শোপচার  
 ক্রমে পূজা পূর্বক বলিদান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য করিয়া কুমারী পূজা  
 করিবে (১৭৯ পৃঃ দেখ)। পরে যথাবিধি হোম করিয়া দক্ষিণা  
 করিবে। যথা,—

“অন্তেষ্ট্যাদি—শ্রীভবদুর্গাপূজাকর্ম্মণঃ সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিদং কাকন  
 মূলাং বহ্নির্দেবতং শ্রীভগবদুর্গারৈ তুভ্যমহং সম্পদদে।” অনন্তর অচ্ছিন্নাব-  
 ধারণ ও বিষ্ণুম্বরণ করিবে।

মহানবমী পূজা সমাপ্তা।

### বিজয়া দশমী কৃত্য।

কৃত্তনিত্যক্রিয় বজ্রমান আচমন করত স্বস্তিবাচনাদি করিয়া ভূতশুদ্ধি  
 আদি করত পঞ্চোপচারে দেবীর পূজা করিয়া কৃতাজলি হইয়া পাঠ করিবে।  
 যথা,—“ওঁ বিধিহীনং ক্রিয়াহীনং কঙ্কিহীনং যদর্জিতং। পূর্বং ভবতু তৎ সর্বং  
 ক্ষুণ্ণসাদামহেশ্বরি।”

অতঃপর ঘটে হস্ত প্রদান করত “ও ক্রীং হুর্গে’ দেবি ক্রমস্ব” বলিয়া জ্ঞাসন চালিত করিবে। পরে “ও নিখালাবাসিন্যৈ নমঃ” বলিয়া নিখালা-বাসিনীর পূজা করিয়া সংহারমুদ্রাযোগে নিখালা আনয়ন করত ত্রিকোণ মণ্ডলোপরি স্থাপন করিয়া “ও উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিন্যৈ নমঃ” বলিয়া তদুপরি পূজা করিবে। অতঃপর কৃতাজ্জলি হইয়া পাঠ করিবে। যথা,—

ও উত্তিষ্ঠ দেবি চামুণ্ডে শুভাং পূজাং প্রগৃহ চ। কুরুষ মম কল্যাণং  
অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ। গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং দেবি চণ্ডিকে।  
সংপূজিতং ময়া দেবি পরিপূর্ণং তদস্ত যোঃ। ব্রজ স্বং শ্রোতসি জলে তিষ্ঠ  
গেহে চ ভূতয়ে ॥

অতঃপর স্ততি পাঠ করিবে। “ও যময়োপহৃতং তিষ্ণিবস্তুগচ্ছাহলেপনং।  
তৎসৰ্বমুপভূজ্য স্বং গচ্ছ দেবি যথাস্থখং ॥ রাজ্যং শূন্তং গৃহং শূন্তং সৰ্বশূন্যং  
দরিদ্রতা। দ্বামতে ভগবত্যস্ব কিং করোমি বদস্ব তং ॥”

অনন্তর যুম্ময়ী সমীপে মূৎপাত্রে জল আনয়ন করত তাহাতে এবং  
দর্পণে দেবীর প্রতিবিম্ব অরলোকন করিয়া “ও নিমজ্জান্তসি দেবি স্বং”  
ইত্যাদি মন্ত্রে (২৪৪ পৃ দেখ) দর্পণ জলমধ্যে বিসর্জন করিবে। পরে  
জ্ঞাসনে হস্ত প্রদান করিয়া পাঠ করিবে। যথা,—ও হুর্গে’ দেবি জগ-  
ন্মাতঃ স্বস্থানং গচ্ছ পূজিতে। প্রসীদ ভগবত্যস্ব ত্রাহি মাং ভুব-সাগরাং।  
যথা শক্ত্যা কৃত্য পূজা সমস্তা শঙ্করপ্রিয়ে। গচ্ছন্ত দেবতাঃ সৰ্বা দস্তা তু  
বাহ্বিতং ফলং ॥ কৈলাসনিখরে রম্যে সংস্থিতা ভবসন্নিধৌ। পূজিতানি  
ময়া ভক্ত্যা নরহুর্গে সুরাচ্ছিত্তে। তাং প্রগৃহ বরং দস্তা কুরু ক্রীড়াং  
যথাস্থখং ॥” অনন্তর শান্তি ‘আশীর্বাদ করিবে। এই দিন সায়ং কালে  
প্রশস্তিবন্দন করিতে হয়।

বিজয়া দশমী কৃত্য সমাপ্ত ॥

### নবম্যাদি কল্পারম্ভ বিবি

নবমীদিনে প্রাতঃকালে জ্ঞানানন্তর শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন  
করত স্ততিবাচন করিয়া “ও হৃদ্যঃ সোমো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত  
জ্ঞাসন শুদ্ধি করিয়া তিলকুশজলাঘিত তাত্রাদিপাত্র গ্রহণ করিয়া সংকর  
করিবে। যথা,—“বিষ্ণুৰোম তৎসদৃশ আধিনে মাসি কল্পারামিহে

ভাস্করে কৃষ্ণ পক্ষে নবম্যাস্তিথাবারভ্য মহানবমীঃ যাবৎ প্রত্যাহং  
অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা সর্বাধাপ্রশমন পূর্বক দীর্ঘায়ুতুল্যধন-  
বাত্ত পুত্র পৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্ন সন্ততি মিত্রবর্দ্ধন শত্রুক্লেয়াত্তরোত্তররাজসম্মানাদ্য-  
ভীষ্ট সিদ্ধার্থঃ পরত্র দেবীলোকপ্রাপ্তয়ে চ যথোপকল্পিতোপহারৈঃ অমুক পুরাণোক্ত-  
বিধিনা গণপত্যাदि नानादेवता पूजापूर्वक वार्षिक शरৎकालीन श्रीहर्गार्या-  
बोधनं वष्टीविहितं मृत्युव्याः श्रीहर्गार्याः पत्रिकार्याचाधिवासं सप्तमीविहितं वस्तुदि  
नवपत्रिकार्याः श्रीहर्गार्याः चापन अवेशपूजा यथाशक्ति छागादि बलिदानं अष्ट  
मीविहितं मृत्युव्याः हर्गार्याः महान्नान पूजा बलिदानं महाष्टमी महानवमी सक्ति-  
विहितं श्रीहर्गार्याः पूजा छागादि बलिदानं महानवमीविहितं श्रीहर्गार्याः  
महान्नानं पूजा छागादिबलिदानं कर्त्तव्यं ॥ \*

এইরূপ সংকল্প করিয়া স্বশাখোক্ত হুক্তপাঠ করিবে। অনন্তর “গাং  
ছদয়াম নমঃ” এই ক্রমে গণপতির অঙ্গন্যাসাদি করিয়া “ওঁ স্বর্গং তুলতলুং”  
ইত্যাদি ধ্যান করত গণেশের অর্চনা করিয়া “শিবাদিপকদেবতা, আদিত্যাদি-  
নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল ও মন্ত্রাদি দশাবতার, গঙ্গা, যমুনা, মনসা,  
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, হুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, স্বর্গহৃদেবতা, মর্ত্যহৃদেবতা, পাতালহৃ-  
দেবতা, ইন্দ্র, শচী ও সাবিত্রীর যথাশক্তি পূজা করিয়া ধ্যান ও আবাহন-  
পূর্বক যথাশক্তি উপচারে দেবীর পূজা করিবে। (তত্ত্ব পুরাণোক্তপূজা দেখ)।

অতঃপর চণ্ডিকা দেবীর পূজা করিয়া চণ্ডী পাঠ করিবে। প্রতিদিন এই  
রূপে দেবীর ও চণ্ডিকার পূজা করিয়া চণ্ডিপাঠ করিতে হইবে।

### চণ্ডীপূজা।

প্রথমতঃ স্ততিবাচন করত “হর্যাঃ সোমো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে  
তিলকুশজলাবিত্ত তাম্রাদি পাত্র গ্রহণ করিয়া সকল করিবে। যথা,—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদ্য আশ্বিনে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে নবম্যাং তিথাবারভ্য  
মহানবমীং যাবৎ প্রত্যাহং বার্ষিক শরৎকালীন শ্রীভগবদুর্গামহাপূজার্যঃ  
অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা সর্বাধাধিনির্মুক্তত্ব ধনবাত্ত সুতাদিতত্ত্বকামঃ

\* কল্পারম্ভ তিন প্রকার, নবম্যাদি, প্রতিপদাদি ও বষ্টাদি। প্রতিপদাদি ও বষ্টাদি কল্পারম্ভ  
হইলে সংকল্পে তিথি উল্লেখের সময়ই কেবল তত্ত্ব তিথি বলিতে হইবে। তদ্বিন্ন আর সমস্ত  
কার্যই বৃথাপ্রকার।

গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বক ত্রীচণ্ডীপূজা ত্রীকুণ্ঠৈপায়নাদিবান-  
মহর্ষি বেদবাস প্রোক্তজঘাথ্য মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত-সাবর্ণিক-মহমুদ্রীয়-  
ও মার্কণ্ডেয় উবাচ ও সাবর্ণিঃ সর্ঘাতনয় ইত্যাদি সাবর্ণিভবিভা মনুরিভাস্ত-  
দেবীমাহাত্ম্য পাঠমহং স কৃত্ব করিষ্যে । \*

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তজ্জল দৈশানকোণে নিক্ষেপ করিয়া সংকল্প স্তম্ভ  
পাঠ করিবে । অনন্তর “গাং হৃদয়ায় নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গভাস ও করভাস  
করিয়া “ওঁ ধর্মং সুলভতুং” ইত্যাদি ধ্যান করত গণপতির আবাহন করিয়া  
“ওঁ গণেশায় নমঃ” বলিয়া পাণ্ডাদি দ্বারা গণেশের পূজা করিয়া শিবাদি পঞ্চ-  
দেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পাল, মংস্যাদি দশাবতার,  
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, বাস্তুপুরুষ, গন্ধা, যমুনা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পূজা করিবে ।

অনন্তর “হ্রীং” এই মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া মাতৃকাত্মাস ( ১১ পৃ দেখ )  
করিবে । পরে “হ্রীং অক্ষুষ্ঠাত্যং নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে করাক্ষতাস করিয়া  
ঋষাদিত্যাস করিবে । যথা,—“অস্ত সন্তুগতিকন্তবম্বুত নারদ ঋষির্গায়ত্রী-  
চ্ছন্দো দক্ষিণামূর্তিদেবতা হ্রীং বীজং স্বাহা শক্তিস্তম ইষ্টার্থসিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ ।  
শিরসি ওঁ নারদ ঋষয়ে নমঃ । হৃদি ওঁ দক্ষিণামূর্তিদেবতায়ৈ নমঃ । গুহ্যে ওঁ  
ক্রীং বীজায় নমঃ । পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ । সর্বক্ষে ত্রীচণ্ডিকায়ৈ নমঃ ।”

অতঃপর কুর্মমুদ্রা যোগে পুষ্প গ্রহণ করিয়া দেবীর ধ্যান করিবে ( ৩১  
পৃ দেখ ) । পরে হস্তস্থ পুষ্প স্বীয় মস্তকে প্রদান করত মানসোপচারে দেবীর  
পূজা করিয়া বিশেষার্থ্য স্থাপন ( ১৮ পৃ দেখ ) করিবে । পরে গণেশ, শিব,  
সূর্য্য, বিষ্ণু, নবগ্রহ, যম ও ব্রহ্মার পূজা করিয়া পরিবারগণের পূজা করিবে ।  
যথা,—“ওঁ দেবৈ নমঃ এবং মহাদেবো, শ্রিতৈ, প্রকৃত্যৈ, রোদ্রাত্যৈ, ভদ্রাত্যৈ,  
নিত্যাত্যৈ, গোষ্ঠ্যৈ, ধাত্যৈ, জ্যোৎস্নাত্যৈ, ইন্দ্রকামিত্যৈ, স্ত্রীত্যাঁ, কল্যাণ্যৈ,  
বৃষ্ট্যৈ, সিষ্ট্যৈ, নৈঋত্যাঁ, এইক্রমে—লক্ষ্মী, সর্বাঙ্গী, দুর্গা, দুর্গপায়ী, সারা,  
সর্বকারিণী, খ্যাতি, কৃষ্ণা, ধূদ্রা, অতিসৌম্যা, রোদ্রা, জগৎপ্রতিষ্ঠা, দেবী,  
কৃতি, বিষ্ণুমায়া, চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা ও ক্ষুধার পূজা করিবে ।

অনন্তর “হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে বড়স্কের পূজা করিয়া পূর্ববৎ  
করাক্ষতাস ও ধ্যান করিয়া আবাহন করিবে । যথা,—“ওঁ চণ্ডিকে দেবি

\* বস্ত্রায়নাদিতে এইরূপ সঙ্কল্প করিতে হয় । যথা,—“অদ্যোত্যাং অমুকপোস্ত  
ত্রীমুকদেবশর্দ্বণঃ সন্নিপজ্জান্তিপুরুষকামুককামঃ গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বক ত্রীচণ্ডীপূজা  
ত্যাং ইত্যাদি—দেবীমাহাত্ম্য পাঠ মহং স কৃত্ব করিষ্যে ।” পূজাদি সমস্তই একরূপ জানিবে ।



ইহাগচ্ছাগচ্ছ" ইত্যাদি । পরে "ও ঐ জীং স্বাহা ও ত্রীচণ্ডিকায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে দেবীর পূজা করিয়া মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমৰ্পণ করত প্রণাম করিবে ।

চণ্ডীপাঠের আদিতে ও অন্তে "ও ঐ হ্রীং ক্লীং হ্রীং ক্লীং নমঃ" এই নবাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে ।

চণ্ডীপাঠক্রম,—চণ্ডীপুস্তক আধারে স্থাপন করিয়া বিম্পষ্টরূপে পাঠ করিবে । পুস্তক হস্তে রাখিয়া পাঠ করিবে না, করিলে পাঠের অর্ধকল নষ্ট হয় । যে পর্য্যন্ত অধ্যায় সমাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত পাঠ হইতে বিরত হইবে না, যদি প্রমাদ বশত অধ্যায় শেষ না হইতে পাঠের বিরাম ঘটে, তবে পুনরায় সেই অধ্যায়ের প্রথম হইতে আবার পাঠ করিবে । পাঠ কালীন শিরঃকম্পাদি ত্যাগ করিয়া পাঠ করিতে হয় । প্রথমতঃ পূজা করিয়া অর্গল ও কীলক পাঠ করত কবচ পাঠ করিবে । পরে সপ্তশতী চণ্ডী পাঠ করিবে ।

নবম্যাদি কলারস্ত সমাপ্ত ।

### প্রশস্তি বন্দন ।

মহী-গন্ধ-শিলা ধাতু দূর্ধ্বা পুষ্পকলং দধি । স্বতং স্বস্তিক সিন্দূরং পঙ্কজকল-  
রোচনাঃ । সিদ্ধার্থং কাকমং রোপ্যং তাত্রং দীপকং দৰ্পণং । ঋজো বরাহ-  
দশনং সুপ্রতিষ্ঠকং বন্দনং ॥

মৃত্তিকা, শিলা, (ভূড়ী) ধান্য, দূর্ধ্বা, পুষ্প, ফল, দধি, স্বত, স্বর্ণ, রোপ্য, তাত্র, দৰ্পণ, ঋজ ও শূকরদন্ত দ্বারা প্রশস্তিবন্দন করিতে হয় ।

সমস্ত মন্ত্রই অধিবাসে লিখিত হইয়াছে, কেবল যাহা কিছু স্বতন্ত্র মন্ত্র আছে, তাহা এইস্থলে লিখিত হইল ।

বজ্রকর্ষনী,—স্বত,—ওঁ স্বতবতী ভূবনানা মর্তিপ্রিয়োক্সী পৃথ্বী মধুদ্রবে  
সুপেশসা জ্বাৰা পৃথিবী বরুণস্য ধন্বনা বিকৃতিতেজস্রে ভূমিরেতসা ।  
দীপ,—ওঁ তেজোহসি শুক্রমস্যামৃতমসি ধামনামসি প্রিয়দেবানামনা-  
মুটং দেবধজনমসি ॥ ঋজা—ওঁ অসির্দিশসনঃ ঋজান্তিক্ষণারো দূরা-  
সদঃ । ত্রীগতোবিজয়শ্চৈব ধর্মপালো নমোহস্ত তে ॥ বরাহদশন,—ওঁ ঋজো  
বৈবদেবঃ স্বাক্ষকং কর্ণো গর্দভস্তরুক্ষেত্তে ব্রহ্মসামিন্দ্রায় শূকরঃ সিংহো মারুতঃ ।  
ককরা শকুনিষ্ঠে শরব্যায়ৈ বিশ্বেষাং দেবানাং প্রকথা ॥

সামবেদী,—পুষ্প—“ঐরসি ময়ি রমস্ব ॥” অপরাপর সমস্তই যজুর্বেদীয়বৎ ।  
ঋগ্বেদীয় প্রশস্তিবন্দন যজুর্বেদীয়ের জায় জানিবে ।

বিষ্ণুবিষয়ে প্রশস্তিবন্দন কার্য্যে “খড়া” স্থলে হুঙ্ক জানিবে । মন্ত্র,—  
ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম রুষ্ঠাং তবাবাঙ্গস্ত সঙ্গথে ।

### মহিষোৎসর্গ বিধি ।

মহিষ সম্মুখে আনয়ন করত উত্তরাভিমুখ হইয়া করবোড়ে পাঠ করিবে,—  
“ওঁ পশুপাশবিনাশায় হেমকূটস্থিতায় চ । পরাপরায় পরমেষ্ঠিনে হংকায়  
চ মূর্ত্ত্যে ॥” এইমন্ত্র পাঠ করিয়া “ওঁ ক্রঃ অস্ত্রায় ফট্” বলিয়া মহিষের প্রত্যঙ্গ  
অবলোকন করিয়া স্তম্ভে বন্ধন করিবে । মন্ত্র যথা,—“ওঁ মেঘাকারস্তম্ভমধ্যে মহিষং  
বন্ধয় বন্ধয় সশৃঙ্গসর্পাবয়বমহিষং বন্ধয় বন্ধয় হং ফট্ স্বাহা ॥” অনন্তর মহি-  
ষকে স্থান করাইবে । যথা,—“ওঁ বারাহী যমুনা গঙ্গা” ইত্যাদি মন্ত্রের “অজ্ঞানেন  
মহেশানি” স্থলে “মহিষনানেন মহেশানি” বলিবে ( ২০৭ পৃ ২৬ পংক্তি দেখ ) ।

অতঃপর বৈদিক মন্ত্রে স্থান করাইবে । মন্ত্র যথা,—“ওঁ অগ্নিঃ পশুরাসী-  
ভেনা” ইত্যাদি ( ২০৮ পৃ ৩ পংক্তি দেখ ) । পরে “ওঁ মহিষায় নমঃ” বলিয়া  
পাণ্ডাদি দ্বারা মহিষের পূজা করিয়া “ওঁ ঐং ঐং জ্রীং জ্রীং ত্রীং ত্রীং হং হং  
বরুণমণ্ডলাধিষ্ঠিতবিগ্রহায়ৈ মহিষরূপচণ্ডিকায়ৈ ইমং মহিষং প্রোক্ষয়ামি স্বাহা”  
বলিয়া প্রোক্ষণ করিবে । পরে স্ত্রীবলিযুক্ত ঘণ্টা মহিষের গলায় বন্ধন করিয়া  
স্বর্ণশৃঙ্গ, রক্ততক্ষুর ও বীরাপট্ট দান করিয়া “ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আপাং”  
( ৭ পৃ ২১ পংক্তি দেখ ) ইত্যাদি মন্ত্রে যুগল বস্ত্র দ্বারা মহিষকে আচ্ছাদন করত  
রক্তবর্ণ-পুষ্প মালা দান করিয়া পাঠ করিবে । যথা,—“ওঁ মহিষাস্ত্রযুদ্ধে  
দ্রুপাণি কামরূপিণা । চিত্রং তনুত্রয়ং সন্নহ কৃতং যুদ্ধং সুদারুণং ॥ অতদ্বদ-  
বলিদানেন তুষ্টা ভবতু চণ্ডিকা । যাহি স্বর্গং মহাবীর দ্বভা বলিকলং ময়ি ॥  
গন্ধর্ব্বলোকে তিষ্ঠ ত্বং তুষ্টা ভবতু চণ্ডিকা । মহিষ ত্বং মহাতাগ যমবাহন-  
বিশ্রুতঃ ॥ ত্রিযং ধাত্বং ধনং দেহি ধর্ম্মকৈব স্বভাবতঃ । যথা বাহু ভবান্ দ্বেষ্টি  
যথা বহসি চণ্ডিকাং ॥ তথা মম রিপুন্ হংসি শুভং বহ পুলাপক । যমস্ত  
বাহনস্ত্বস্ত বররূপধরোহব্যয়ঃ ॥ আয়ুর্কিঁন্তং যশোদেহি কাশারায় নমো নমঃ ॥  
ইদং রূপং পরিত্যজ্য গন্ধর্ব্বত্বমবাপু হি ॥ ললাটে তে শিবোদেবঃ শৃঙ্গয়োঃ পার্শ্ব-  
ভীপ্রিয়ঃ । জুর্গায়াঃ প্রীতিদন্ত্বং হি শতং বর্ষাণ নিশ্চিতং ॥”

অতঃপর “ওঁ স্তম্ভায় নমঃ” বলিয়া পাণ্ডাদি দ্বারা পূজা করিয়া করযোড়ে পাঠ করিবে । যথা,—ওঁ স্তম্ভায় স্তম্ভরূপোহসি ব্রহ্মণা নির্মিতঃ পুরা । অতস্ত্বাং পূজয়াম্যদ্য পশুবন্ধনহেতবে ॥ ওঁ স্তম্ভমূলে বসেদ্বক্ষা স্তম্ভমধ্যে চ মাধবঃ । স্তম্ভাগ্রে চ স্বয়ং কদম্বস্তম্বাস্বমচলো ভব ॥ ওঁ যথাচলো গিরির্শ্রেষ্ঠর্হিমবাংসঃ যথাচলঃ । যথাচলা নগাস্চান্তে তথা ভ্রমচলো ভব ॥ ওঁ সর্বো দেবোঃ সগন্ধর্বাঃ সর্বকোষগরাক্ষসোঃ । ভব সাম্রিধ্যমাকান্তি তম্বাস্বমচলো ভব ॥

পরে “ওঁ পাশায় নমঃ” বলিয়া পূজা করিয়া “ওঁ পাশ ত্বং বরুণাজ্জাতঃ সদা বন্ধনদৈবতঃ । অতস্ত্বাং পূজয়াম্যদ্য তম্বাজ্জান্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥ ত্বং নাক্ষী ভগবান্ দেবঃ সর্বশত্রুনিবর্হণঃ । পূজ্যোহসি সর্বভূতানাং পাশ সিদ্ধিং কুরুষ মে ॥” কৃতাজলি পুরঃসর ইহা পাঠ করিবে ।

অতঃপর তিলপুষ্পকুশমিশ্রিত জল তাত্রাদি পাত্রে গ্রহণ করিয়া বাক্য করিবে । যথা,—“ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত্রী অমুকদেবশর্ষণঃ সদারাপত্যস্ত বধশতকাবচ্ছিন্ন স্ত্রী অমুকদেবজা-প্রীতিকামনয়া স্ত্রী অমুকদেবতায়ৈ ইমং মহিষং ভূভামহং সম্প্রদদামি ।” ইহা বলিয়া উৎসর্গ করিয়া কৃতাজলি হইয়া পাঠ করিবে । যথা,—

“ওঁ অমুরধোনিঃ প্রস্থতোহসি পূজাহোমানি কঞ্চণি তুষ্ঠা ভবতু সা দেবী সমাংসৈরুধিরৈস্তব ।”

অনন্তর পশুর কর্ণে “ওঁ পশুপাশায় বিদ্বাহে বিশ্বকর্ষণে ধীমহি তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ” এই পশু গাণ্ডী পাঠ করিবে । পরে “ওঁ জীং জীং নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডরূপং গুরু গুরু স্বাস্য” বলিয়া মহিষ সমর্পণ করিবে । অনন্তর খড়্গ পূজা ( ২০৯ পৃ দেখ ) করিয়া “ওঁ ত্রৈং জীং ইমং মহিষং মহামোক্ষং কুরু কুরু গুরু গুরু স্বাস্য” বলিয়া, মহিষগ্রীবাৎ খড়্গস্পর্শ করাইবে ।

অনন্তর কৃতাজলি হইয়া পড়িবে । “ওঁ খড়্গবাতোত্তবং” ইত্যাদি ( ২০৯ পৃ ২৪ পংক্তি দেখ ) তৎপর মহিষ ছেদন করিয়া পুরাণোক্ত বলিদান ক্রমে ( ২১০ পৃ দেখ ) সমাংস রুধিরকপালাদি উৎসর্গ করিয়া দিবে ।

মহিষোৎসর্গ বিধি সমাপ্ত ।

দুর্গোৎসবানন্তর ভোম ।

ব ব বোদোক্ত মন্ত্রে হস্তিলাদি করিয়া সাধারণ কুশণ্ডিকোক্ত বিধান

ধিকপাক জপান্ত কুশণ্ডিকা সমাপন করিয়া প্রকৃত কর্ণার্থ হোম করিবে। সংকল্প যথা,—“অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা সর্গাপচ্ছান্তিপূর্বক-দীর্ঘায়ুর্হে পরমৈশ্বর্যাতুলধনধাতুপুত্রাভ্যনবচ্ছিন্নলাভমিত্র বর্জন শত্রুকণ্ডোস্তরোত্তর-রাজসম্মানাদ্যভীষ্টসিদ্ধার্থং পরত্র দেবীলোকপ্রাপ্তয়ে চ শ্রীহুর্গাপ্রীতিকামো অমুক-পুরাণোক্ত বিধিনা বার্ষিক পরংকালীন শ্রীহুর্গাপূজাভূতং “ওঁ অশ্বে অম্বালিকে” ইত্যাদি মন্ত্রেণ সতিলাজ্যবিষপত্রৈ রিয়ংসংখ্যকহোম মহং করিষ্যে ।” এইরূপ সংকল্প করিয়া সতিলাজ্যবিষপত্র দ্বারা “ওঁ অশ্বে অম্বিকে অম্বালিকে ন মা নয়তি কণ্ঠন । শশস্ত্যম্বকঃ সূতদ্রিকাং কাম্পীল্যবাসিনীং স্বাহা ।” এই মন্ত্রে হোম করিবে ।

পরে ঘৃতদ্বারা আবরণ দেবতাগণের প্রত্যেকের হোম করিয়া “ওঁ মূর্দ্ধান-ন্দিবোহরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানর মৃত অজ্ঞাত ময়িং কবিং সযাজমতিথিগ্নানান-মাসন্নঃ পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ স্বাহা” এই মন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিবে। পরে ব্রহ্মদক্ষিণার্থ পূর্ণপাত্র দান করিয়া হোম দক্ষিণা করিবে। যথা, “অদ্যেত্যাদি শ্রীহুর্গা-পূজাভূতহোমকর্ষণঃ সাজ্তার্থং দক্ষিণামিদং কাকনমূল্যং যথাসম্ভবগোত্রনাশে ব্রাহ্মণ্যাহং সম্প্রদদে ।” অতঃপর তিলকধারণ করিবে ।

কেহ কেহ তান্ত্রিক কুশণ্ডিকা করিয়া “ওঁ অশ্বে অম্বালিকে” ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করিয়া থাকেন। আচারানুসারে স্থণ্ডিলের পূর্বপাশে ঘটস্থাপন করিতে হয়। কাহারও মতে এই হোম মহাষ্টমী পূজার অন্তে অনুষ্ঠিত হইয়া নবমীদিনে পূজান্তে হোম সমাপ্ত করা হয়; কেহ বা নবমীদিনই পূজান্তে হোম করিয়া থাকেন। ফল কথা,—উভয়দিনই ব্যবস্থা, যাঁহাদের যেরূপ ব্যবহার, তাঁহারা সেইরূপ করিবেন ।

### সত্যনারায়ণ পূজা ।

যজমান প্রদোষ সময়ে আসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করিবে। পরে সূর্য্যার্থ দান করিয়া স্তুতিবাচন করত সংকল্প করিবে।—“অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শ্রীসত্যনারায়ণপ্রীতিকামো গণপত্যাদিনান্যদৈশ্বেতাপূজাকথা-প্রবণপূর্বক-শ্রীসত্যনারায়ণ পূজনকর্মাহং করিষ্যে ।” এইরূপ সংকল্প করিয়া সামা-ন্যার্থ্য, আসনওঙ্কি, পুষ্পশোধন ও প্রাণায়াম করিয়া “ওঁ ধর্ম্মং হৃদতমং” ইত্যাদি ধ্যান করিয়া গণেশের পূজা করত শিবা দি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিকপাল ও মংস্যাদি দশাবতারের পাদ্যাদিধাওয়া পূজা করিয়া পরে

“নাং, নীং, নৃং, নৈং, নোং, নঃ” এই মন্ত্রদ্বারা অজ্ঞান ( প্রাণী ১৬ পৃ: দেখ ) করিয়া কুর্কুমুদ্রা দ্বারা একটি পুষ্প লইয়া নিম্নলিখিত ধ্যান করিবে।

নারায়ণ ধ্যান,—“ধ্যেয়ঃ সদা সবিত্তমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণঃ সরসিজাসন-  
সন্নিবিষ্টঃ । কেয়ুরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী হারী হিরণ্যবপুর্ষ তলচ্চক্রঃ” ॥  
এইরূপ ধ্যান করিয়া নিজ মস্তকে পুষ্পটী দিয়া মানসপূজা ( ১৭ পৃ: দেখ )  
করিয়া পরে বিশেষার্থা স্থাপন ( ১৮ পৃ: দেখ ) করিয়া পুনর্বার ধ্যান করতঃ  
পুষ্পটী শালগ্রামশিলায় দিবে। অনন্তর দশ বা যথাসম্ভি উপচারে পূজা  
করিবে। নারায়ণকে সমস্ত দ্রব্যই “ওঁ নমোনারায়ণায় নমঃ” বলিয়া দিবে।  
পুষ্প পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়া পরে নিম্ন লিখিত মন্ত্র পড়িয়া তুলসীতে খেতচন্দন  
মাখিয়া নারায়ণের উপরে দিবে।

তুলসীদানের মন্ত্র,—“এতৎ সচন্দনতুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে  
পরমাত্মনে স্বাহা ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ” এই বলিয়া দিবে। এইরূপে ১০,  
১০৮ বা যত ইচ্ছা তুলসীপত্র দিতে পারে। পরে নৈবেদ্যাদি উপচার নিবেদন  
করিয়া দিয়া গোধূমচূর্ণ বা তণ্ডুল চূর্ণ ( সিম্রি ) নিবেদন করিয়া দিবে।

এইরূপে পূজা করিয়া পরে “ওঁ নমোনারায়ণায়” এই মূল মন্ত্র ১০ বা,  
১০৮ বার জপ করিয়া জপবিসর্জন (২০ পৃ: দেখ) করিয়া নিম্নমন্ত্র পড়িয়া প্রণাম  
করিবে। নারায়ণ প্রণাম মন্ত্র,—ওঁ পাপোহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ ।  
জাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্বপাপহরোভব” ॥ অনন্তর স্তব পাঠ করিয়া দক্ষিণা ও  
অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। প্রত্যহ শালগ্রাম শিলার পূজা এই প্রণালীতে করিবে।  
কেবল সংকল্প, দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে হয় না। স্মৃতরাং পৃথক্  
শালগ্রাম পূজা লিখিত হইল না।

### বিষ্ণুর-নামাষ্টক ।

ওঁ অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দনং । হংসং নারায়ণকৈব এত-  
দ্ব্যষ্টকং শুভং ॥ ত্রিসংখ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং পাপং তস্য ন বিদ্যতে । শত্রুসৈন্ত্যং  
ক্ষয়ং যাতি দুঃস্বপ্নং সুস্বপ্নোভবেৎ ॥ দ্বাদশাং মন্ত্রণকৈব দৃঢ়া তত্ত্বিশ্চ কেশবে ।  
ব্রহ্মবিজ্ঞা-প্রবোধঞ্চ তস্মাচ্চিত্যং পঠেন্নরঃ ॥ ইতি ব্রহ্মপুরাণে শ্রীবিষ্ণোর্নামাষ্টকং  
সমাপ্তং ॥ অতঃপর পাঁচালী পাঠ করিবে।

### সত্যনারায়ণের পাঁচালী ।

ওঁ নমোনারায়ণায় ॥ \* ॥ প্রণম্য হ নারায়ণ সত্য অবতার । আপমো

পুরাণে বেদে মহিমা অপার ॥ প্রথমে বন্দন প্রভু দেব গণপতি । তাঁহার জননী বন্দন পূর্বত-সমুত্তি ॥ সদয় হইয়া দয়া কর অকিঞ্চনে । নিজ পদতলে রাখ গঙ্গানারায়ণে ॥ প্রণমহ ত্রিপুরারি বুধভবাহন । ঐরাবত-আবাহন সহস্র-লোচন ॥ ভক্তিভাবে প্রণমহ পিতা আর মাতা । হংসরথে প্রণমহ স্তম্ভ-বিধাতা ॥ করযোড়ে প্রণমহ দেবী সরস্বতী । ষাঁহার প্রসাদে হয় কবিত্ব শক্তি ॥ বৃন্দাবনে প্রণমহ মুকুন্দ যুরারি । প্রেম-ডোরে বদ্ধ ষাঁকে করে গোপনারী ॥ দেব ঋষি আদি আর যত গুরুজন । সজ্জপে সবার পদে করিহ বন্দন ॥ সত্যনারায়ণ প্রভু মহিমা অপার । তাঁহার চরিত্র কিছু করিব প্রচার ॥ শুনহে পণ্ডিত জন কর অবধান । কলিতে প্রচার যথা সত্যনারায়ণ ॥ গোকুল নগরে এক দ্বিজ কাশীপতি । ভাগ্যহীন সেই দ্বিজ পরম-দুর্গতি ॥ সদয় হইল তারে সত্য ভাবান্ । শিরঃস্থানে বসি প্রভু কহিল স্বপন ॥ শুন শুন দ্বিজবর বচন আমার । কলি-যুগে সত্যসেবা করহ প্রচার ॥ সত্যনারায়ণ সেবা কর সাবধানে । না পাইবে আর দুঃখ বলে নাশয়ণে ॥ ব্রাহ্মণ বলেন মোয় অন্ন নাই ঘরে । কিরূপে করিব পূজা কোন্ উপহারে ॥ নারায়ণ বলে দ্বিজ স্থির কর মতি । অবশ্য হইবে দুই তোমার দুর্গতি ॥ এতেক শুনিয়াঃ দ্বিজ মেলিল নয়ন । সন্মুখে দেখিল প্রভু সত্যনারায়ণ ॥ প্রণাম করিয়া যত স্তবন করিল । তোটক প্রবন্ধে কবি সংক্ষেপে রচিল ॥

নমো নারায়ণ, দীন গতি-হীন, অধমজনের বহু । তুমি যত জীব, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, পার কর ভব-সিদ্ধ ॥ তুমি ঋষিগণ, বরুণ, পবন, তুমি হতাশন আর । তুমি দেববর, পুরুষ সুন্দর, কর মোরে ভব পার ॥ দ্বিজের স্তবন, সত্যনারায়ণ, শুনিয়া হইল দয়া । বিধির লিখন, না যায় খণ্ডন, দিলেন ত্রীপদ-ছায়া ॥

পর্যায় । এবিবিধ প্রকারে দ্বিজ স্তবন করিল । স্তবে তুষ্ট সত্যদেব প্রসন্ন হইল ॥ নারায়ণ বলেন দ্বিজ শুনহে সস্তব । আটা চিনি চুন্ধ কলা আনিবে বিস্তর ॥ ইষ্ট মিত্র বজ্জজন নিমন্ত্রণ করি । গাহিবে মঙ্গল গীত যতেক সুন্দরী ॥ স্থাপন করিবে ঘট বারিপূর্ণ করি । পরম আনন্দে সবে বলিবে হরি হরি ॥ স্নান করিয়া দ্বিজ বসিবে আসনে । দিব্য বস্ত্র পরিধান করি সাবধানে ॥ অপূর্ব আসন আনি করিবে স্থাপনা । চতুর্দিকে উপস্থিত করিবে রচনা ॥ বিচিত্র চাঁদোয়া আনি ধরিবে উপরে । শোভিত করিবে স্থান নানা উপহারে ॥

সোয়া সের সোয়া মন ধেবা পরিমিত । করিবে সত্যের সেবা শাস্ত্রের বিহিত ॥  
 সতামধ্যে উপস্থিত হয়ে দ্বিজগণ । আনন্দে করিবে সবে শ্রীস্বস্তি বাচন ॥  
 শত ঘটী জয় ধনি মহা শুল্লগিত । সঙ্কর করিয়া শ্রুথে বসি পুরোহিত ॥  
 বেদোক্ত মন্ত্রেতে কুন্ত করিবে স্থাপন ॥ প্রথমে করিবে পূজা গৌরীর নন্দন ॥  
 শিব আদি পঞ্চদেব করিবে পূজন । পশ্চাৎ পূজিবে দ্বিজ নবগ্রহগণ ॥  
 ইন্দ্র আদি দিকপাল অর্চনা করিয়া । করিবে সামান্য অর্ঘ্য শ্রীবিষ্ণু ভাবিয়া ॥  
 অঙ্গভাস করভাস করি সাবধানে । পুষ্পহন্ত হইয়ে দ্বিজ বসিবেক ধ্যানে ॥  
 অর্ঘ্য স্থাপন করি ধ্যান পুনর্বার । বিষ্ণুবীজ মন্ত্রে দিবে সর্ব উপচার ॥  
 সমাপ্ত করিয়া সেবা প্রণাম করিবে । ইষ্টগণ গয়ে শেষে প্রসাদ পাইবে ॥  
 এইরূপে কর পূজা গোকুল নগরে । অবশ্য হইবে পার দারিদ্র-সাগরে ॥  
 ইহা বলি নারায়ণ গমন করিল । শয্যা হতে দ্বিজবর উখিত হইল ॥  
 প্রাতঃক্রিয়া করি দ্বিজ এল নিজ ঘরে । কহিল স্বপ্নের কথা ব্রাহ্মণীর তরে ॥  
 স্বপ্নের বৃত্তান্ত বত শুনিল ব্রাহ্মণী । করযোড়ে কহে কথা শুন দ্বিজমনি ॥  
 সত্যনারায়ণ যদি হইল সদয় । অবশ্য করিব পূজা শুন মহাশয় ॥  
 শুনিয়া ব্রাহ্মণী বাক্য সানন্দ হইল । নগরে করিয়া ভিক্ষা পূজা আরম্ভিল ॥  
 যে রূপে কহিল প্রভু সত্য নারায়ণ । সেইরূপ, দ্বিজবর করিল পূজন ॥  
 ভক্তিভাবে ব্রাহ্মণ যে করিল প্রণতি । দারিদ্র্য-সাগর পার হ'ল কাশীপতি ॥  
 হেমময়ী পুরী হ'ল কি কহিব কথা । ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠপুরী শ্রী আইল তথা ॥  
 সরস্বতী অধিষ্ঠান হইল অধরে । সংপ্রতি রহিল দৌহে দ্বিজের উপরে ॥  
 দিনে দিনে হইল সে মহাধনবান্ । পৃথিবীমণ্ডলে দ্বিজ কুণ্ডের সমান ॥  
 দাসদাসীগণ হ'ল অথগু ভাণ্ডার । অপূর্ণ হইল রীত কিবা ব্যবহার ॥  
 বন্ধ বান্ধব যত ছিল তিন্নবেশে । দ্বিজের সম্পত্তি দেখি এল অবশেষে ॥  
 সত্যনারায়ণ সেবা করে নিরন্তর । গোকুল নগরে শ্রুথে র'ল দ্বিজবর ॥  
 ব্রাহ্মণের উপাখ্যান হ'ল সমাপন । কাঠুরিয়ার উপাখ্যান শুন সর্বজন ॥

মাধব বিনোদ আদি কাঠুরিয়া গণ । বিক্রয় করিয়া কাঠ করিছে গমন ॥  
 গগনে অধিক বেলা কুখার কাতর । অকস্মাৎ হরিধ্বনি শুনিল নগর ॥  
 জিজ্ঞাসিল কাঠুরিয়া হয়ে কষ্টমতি । সবে বলে সত্যসেবা করে কাশীপতি ॥  
 এতেক শুনিয়া তবে কাঠুরিয়া বর । উপস্থিত হ'ল আসি গোকুল নগর ॥  
 মনেতে ভাবিয়া সত্য-কমল-চরণ । রচিল পাঁচালী দ্বিজ গজানারায়ণ ॥

দ্বিজের ভবনে গিয়া, হরষিত কাঠুরিয়া, প্রণাম করিল সপ্তবার । শুনিল

মঙ্গল ধ্বনি, পরম আনন্দ গনি, অধিষ্ঠান আসন উপর ॥ ভক্তিভাবে কহে  
বাণী, শুন ওহে দ্বিজমণি, কোন দেবে কর হে পূজন । বুঝিয়া তাহার মতি,  
বলে দ্বিজ কাশীপতি, করি পূজা সত্যনারায়ণ ॥ শুনিয়া দ্বিজের কথা, খুচিল  
মনের ব্যথা, কামনা করিল যে যাহার । ভক্তি ভাবে করি স্তুতি, তুষ্ট হয়ে  
লক্ষীপতি, হুঃখ-সিদ্ধ হ'তে কর পার । সভার ভাজন হইয়া, রহিলেক  
কাঠুরিয়া, পাইয়া যে কুণ্ডের ভাণ্ডার ॥ প্রণমিয়া সত্যদেবে, যে জন তোমারে  
সেবে, তুমি তারে কর পরিত্রাণ । হইয়া যে একচিত্ত, রচয়ে তোমার কৃতা,  
তারে তুমি কর জ্ঞানবান ॥

কাঠুরিয়ার উপাখ্যান রহিল একণ । সদাগরের উপাখ্যাম করি নিবেদন ॥  
উজ্জানী নগরে সাধু নাম ধনপতি । বাণিজ্য করিয়া দেশে চলে শীঘ্রগতি ॥  
নব ডিঙ্গা পরিপূর্ণ অতি মনোহর । যমুনা-পুলিনে দেখে গোকুল নগর ॥  
গোকুল নগর কথা কি কহিব আর । করিল যথার কেলি নন্দের কুমার ॥  
দেখিয়া অপূর্ব ঘাট লাগায় তরলী । অকস্মাৎ দ্বিজ গৃহে শুনি জয়ধ্বনি ॥  
হরি হরি বলে সবে আনন্দিত মন । শুনিয়া বিস্মিত হ'ল সাধুর নন্দন ॥  
জিজ্ঞাসিল সদাগর করিয়া বিনয় । কি কারণে হরিধ্বনি দ্বিজের আলয় ॥  
সবে বলে সদাগর স্থির কর মতি । গোকুলে সত্যের সেবা করে কাশীপতি ॥  
সত্য নারায়ণ প্রভু অশেষ মহিমা । কহিতে না পারে বেদে শাস্ত্রে নাহি সীমা ॥  
অপুত্রের পুত্র হয় নির্ধনের ধন । সেই পূজা করে অদ্য দ্বিজের নন্দন ॥  
শুনিয়া লোকের কথা হৃষ্ট সদাগর । উপস্থিত হ'ল আসি দ্বিজের নগর ॥  
ভক্তিভাবে সদাগর করিল প্রণতি । সত্যনারায়ণ প্রতি আমার মিনতি ॥  
সাধু বলে নিবেদন করি বিদ্যমান । অপুত্রক আছি আমি হউক সন্তান ॥  
করিব সত্যের সেবা বিবিধ বিধানে । এই মনোব্রত করি সভা বিদ্যমানে ॥  
কামনা করিয়া সাধু উঠিল সত্তর । উপস্থিত হ'ল আসি ডিঙ্গার উপর ॥  
দিবারাত্রি বাহে তরি আনন্দিত মন । উপস্থিত সদাগর আপন ভবন ॥  
বিমলা সাধুর নারী পরমা সুন্দরী । আনন্দে তাহার সঙ্গে বকে বিভাবরী ॥  
এইরূপে আছে সাধু আপনার পুরী । জন্মিল সাধুর কন্যা পরমা সুন্দরী ॥  
গঙ্গানারায়ণ দ্বিজ পরম আনন্দে । সংক্ষেপে পাঁচালী রচৈ পয়ার প্রবন্ধে ॥

দেখিয়া কন্যা বড়ই ধন্যা অল্পময় রূপবতী । হেরিয়া বদন করিছে  
রোদন কত কত নিশাপতি ॥ সাধু মনে গণি বিমলাকে আনি কহিলেন  
হৃষ্টমতি । সকলে কহিয়া রাখিল বাছিয়া নাম তার প্রভাবতী ॥ দিনে দিনে



বাড়ে কোকিলার স্বরে কহে মনোহর কথা । হইয়া সন্তুষ্ট করিলেন দৃষ্ট  
অনিরুদ্ধের পিতা ॥ জিনিয়া কুঞ্জরী রূপের সাধুরী উক জিনি রামকলা ।  
সুচাক চামর জিনিয়া চিকুর হইয়াছে সাধুর বালা ॥ জিনিয়া মেদিনী  
চাক নিতম্বিনী ক্রর ভক্তি তার অতি । কুরঙ্গিনী সমা আখির ভজিনা  
ভুবন মোহিনী রতী ॥ নিরখিয়া মধ্য অতি লজ্জা সদ্য, পেয়েছে কেশরী  
বর । হুটী বাহ দেখি, করী মনোহরী, নিম্নিছে নিজ কর ॥ পয়োজ-কোরক  
পয়োধর বর, মণিময় হার শোভা । হেন মকরন্দ, পাইয়া সুগন্ধ মধুকর  
বর লোভা ॥

দেখিয়া কস্তুরী রূপ চিত্তে ধনপতি । কাহারে করিব দান কন্যা প্রভা-  
বতী ॥ ভট্টকে ডাকিয়া আনি বলে সদাগর । আনহ কন্যার বর পরম  
সুন্দর ॥ কবি কাব্যপাঠে ভট্ট মধুর বচন । আনিতে কন্যার বর করিল  
গমন ॥ প্রথমে গমন ভট্ট পশ্চিম সহর । তথায় দেখিল ভট্ট বহু সদাগর ।  
জিজ্ঞাসিল নাম গোত্র তাহার কহিল । বুঝিয়া কার্যের গতি অন্যত্র চলিল ॥  
দক্ষিণ সহরে ভট্ট করে অবস্থিতি । তথায় আছেন সাধু নাম জয়পতি ॥  
গৌবিন্দ তাহার পুত্র পরম সুন্দর । ভাবিয়া বুঝিল ভট্ট এই জন বর ॥ তাহার  
সদনে ভট্ট করিল গমন । কবিকাব্য পাঠে ভট্ট করে নিবেদন ॥ শুন শুন মহাশয়  
সাধু জয়পতি । উজানী নগরে সাধু নাম ধনপতি । প্রভাবতী তার কন্যা কি  
কহিব আর । তাহার বরণ যোগ্য তোমার কুমার ॥ শুনিয়া ভট্টের বাণী  
আনন্দিত মন । পুত্রের বিবাহ দিন করে নিরূপণ ॥ গণক আনিয়া সাধু  
আপনার পুরে । লগ্ন পত্র দিয়া তারে দিন ধার্য্য করে ॥ করিয়া দিবস ধার্য্য  
চলিল সত্তর । উপস্থিত হৈল আসি উজানী নগর ॥ হরি হরি মুখ ভরি  
বল সর্গজম । বলিল পাঁচাশী দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ ॥

পুত্র সঙ্গে করি সাধু মহা হুট মনে । উপস্থিত হৈল আসি সাধুর সদনে ॥  
ভট্ট বলে সদাগর করি নিবেদন । এনেছি কন্যার বর ভুবন মোহন ॥ যে  
রূপ তোমার কন্যা অতি গুণনিধি । সেই রূপ আনি পাত্র মিলাইল বিধি ।  
জমিলাম যত দেশ কি কহিব আর । বিবেচনা করি সাধু কর পুরস্কার ॥  
শুনিয়া ভট্টের কথা সাধু হুটমতি । নানা রত্ন দিয়া তাকে করিল মিনতি ।  
দিলেন বরের বাস অপরূপ সদন । পুরী মধ্যে জয়ধ্বনি করে রামাগণ ॥  
বিবাহ দিবস সাধু করিয়া শ্রবণ । স্থানে স্থানে সদাগর করে নিমন্ত্রণ ॥ হুম্ হুমি  
রাজন বাজে শুনিতে সুন্দর । আনন্দে আসিল সব সাধুর নগর ॥ রজনী

প্রবৃত্ত হ'ল সূর্য্য অন্তর্মিত । উপস্থিত হল আসি কুল পুরোহিত ॥ পুরোহিত বলে সাধু শুন দিয়া মন । মিথুন লগ্নেতে কন্যা কর সমর্পণ ॥ পুরোহিত বাক্য শুনি সাধু হরষিত । স্নান আত্মিক সাধু করিলেন ত্বরিত ॥ দিব্য বস্ত্র পরি সাধু বসিল আসনে ॥ পূজিতে জাহ্নবী দেবী চলে রামাগণে ॥

বিমলার করে ধরি, চলে চন্দ্রকলা নারী, তার পাছে চলে ভানুমতী । স্নময়না স্নশোভনা, বিধুমুখী স্নলোচনা, চিত্তরেখা আর গুণবতী । যত সদাগর-সুভা, রতিবিনি রূপযুতা, অবিরত করে শুভ গান । চরণে নুপুর সাজে, ক্ষুদ্র ঘণ্টা কটিমাঝে, হংসী জিনি গতির বাধান ॥ নয়ন যুগল হেরি, কক্ষনার দেশান্তরি, কুচ-জিত কুস্তী হল মত্ত । পরাভবে এ ছজনে নাহি অপমান মানে, নারায়ণে বলে এই তত্ত্ব ॥ মস্তকে লইয়া ঝারি, চলিল সাধুর নারী, উপস্থিত জাহ্নবীর তটে । সঙ্গে যত সিমন্তিনী, দিল সবে জয়ধ্বনি, অবশেষে উপস্থিত ঘাটে ॥ পূজিল জাহ্নবী শ্যামা, চলিল সকল রামা, উপস্থিত কঙ্কার মন্দিরে । বিমলা সাধুর নারী, সঙ্গে লইয়া স্নন্দরী, জয়ধ্বনি করে বারে বারে ॥

সাধুর রমণী শেষে লয়ে নারীগণ । কন্যাকে মঙ্গল স্নান করায় তখন ॥ দিব্যবস্ত্র পরিধান করে প্রভাবতী । কবরী সোণার পাতি দিলেন যুবতী । পরিণ সকল অঙ্গে চাক্র আভরণ । ভুবন মোহন রূপ হইল তখন ॥ সাধু বলে নিবেদন করি বিদ্যমান । অনুমতি দেহ সবে করি সম্প্রদান ॥ শুনিয়া সাধুর কথা সবে ছটমতি । অনুমতি করে তুষ্ট হ'ল ধনপতি ॥ স্বস্তি বাচন করি সাধুর নন্দন । বেদোক্ত বিধানে কন্যা করে সমর্পণ ॥ জয় জয় শব্দ হইল সাধুর ভবনে । হরি হরি মুখ ভরি বলে সর্ব্বজনে ॥ গোবিন্দ সাধুর পুত্র পরম পণ্ডিত । করিল বিবাহ কৰ্ম্ম শাস্ত্রের বিহিত ॥ বিনয় করিয়া বাক্য বলে ধনপতি । ভোমাকে দিলাম মোর কন্যা প্রভাবতী ॥ ইহার যতক গুণ প্রকাশ করিবে । অপরাধ হলে তাহা মানিয়া লইবে । সাধুর রমণী শেষে লয়ে নারীগণ । জামাতা আনিয়া ধরে কয়েন বরণ ॥ জামাতা কন্যাকে রাখি শয়ন মন্দিরে । পরম আনন্দে সবে গেল নিজঘরে । শ্রুত হইল রাতি রবির উদয় । সামাজিক যত ছিল করিল বিদায় ॥ বিদায় করিয়া সবে চিন্তে ধনপতি । বাণিজ্য করিতে সাধু করিলেন মতি ॥ জয়পতি ডাকাইয়া বলিল বচন । আপনার দেশে তুমি করহ গমন ॥ জামাতা রাখিয়া যাও আমার আশ্রয় । এই অনুমতি তুমি কর

মহাশয় । বিনয় বাক্যেতে তুষ্ট হয়ে সদাগর । আপনার দেশে সুখে চলিল  
সত্ত্বর । বিদায় করিয়া সবে সাধু হুট মন । দাঁড়ি মাঝি সংবাদ দিয়া আনিল  
তখন ॥ সাজাইয়া নব ডিঙ্গা জলে অবস্থিত । বাণিজ্য করিতে যায় সাধু  
ধনপতি ॥ জামাতা ডাকিয়া আনি কহিল বচন । বাণিজ্যে যাইতে হবে  
দক্ষিণ পাটন ॥ সুযাত্রা করিয়া সুখে ছুই সদাগর । ক্রীড়র্গা বলিয়া উঠে  
ডিঙ্গার উপর । সত্য নারায়ণ সেবা মানস যে ছিল । ধনে মত্ত সদাগর  
মনে পাসরিল ॥ নৌকার কাণ্ডারী যত চতুর স্বজন । হরি হরি বলি  
তরি বাহিল তখন ॥ রাধব মাধব সনাতন গোবর্দ্ধন । জগাই মাধাই  
আর মাঝি ত্রিলোচন ॥ গঙ্গায় বাহিয়া সুখে যত কর্ণধার । দক্ষিণে বাহিয়া  
চলে ক্রীড়ার নগর ॥ জাহ্নবী বাহিয়া সুখে কর্ণধারগণ । কালীঘাট আসি  
সাধু দিল দরশন । সিদ্ধপীঠ কালীঘাট অখণ্ড নগরী । কৈলাস ছাড়িয়া  
যথা রহিল শঙ্করী ॥ তথায় করিয়া পূজা দেবী ভগবতী । রন্ধন ভোজন  
করি চলে শীঘ্রগতি ॥ দিবারাতি বাহে তরী কর্ণধারগণ । উপস্থিত সদা-  
গর দক্ষিণ পাটন ॥ তথায় অছেন রাজা জগত বিখ্যাত । তাহার সহয়ে সাধু  
হৈল উপস্থিত ॥ দুমুহ্মি বাজনা বাজে ডিঙ্গার উপর । শুনিয়া চিন্তিত  
বড় হৈল নৃপবর ॥ রাজা বলে পাত্রমিত্র শুন দিয়া মন । দক্ষিণ বাজারে  
শুনি কিসের বাজন ॥ পাত্র মিত্র বলে রাজা স্থির কর মতি । বাণিজ্য  
করিতে এল সাধু নরপতি ॥ সুলভ সকল বস্তু তোমার ভুবনে । সে  
কারণে সদাগর আটল এখানে ॥ শুনিয়া পাত্রের বাক্য স্থির চিত্ত করি ।  
আনন্দে রহিল রাজা আপনার পুরী ॥

সাধুর কথা, শুন হেথা, করি নিবেদন । ডিঙ্গা হতে, অবনিত, উঠাইল ধন ।  
জবরদস্ত, সকল বস্তু, খরিদ করিয়া তথা ॥ রহিল আনন্দে, ত্যজি সম্মে, স্বস্তর  
জামতা । অনুদিন, নারায়ণ, কুপিত অন্তরে ॥ ধরিয়া শেষ, গণক বেশ কহিল  
রাজ্যারে ॥ সভা-মাঝ, মহারাজ, কবি নিবেদন । সদাগর-রূপে চোর, তোমার  
ভুবন ॥ দিবসে আসি, বাজারে বসি, করে বিকি কিনি । করি চুরি, যায় ভারি  
হইলে যামিনী ॥ এতক কথিয়া, ক্ষণেক রহিয়া, চোর রূপ ধরি । নৃপ-জায়ার,  
গলার হার, করিলেন চুরি ॥ কপট করিয়া বেশ ধরিয়া, বলিল সাধুরে ॥  
পেয়ে তুলা, উচিত মূল্য, দিল সদাগরে ॥ লয়ে হার সদাগর, দিল জামাতারে ।  
হার গলে, দিয়া চলে, নগর বাজারে ॥ হারের কারণ, করেছে ভ্রমণ.  
কোত্তরার্জিণী ॥ গল হার, সদাগর, ধরিল তখন ॥ বলে রাজা, কর সা জা.

শুভ্র জামাতা । জানি অজ্ঞ, হ'ল সত্য, গণকের কথা ॥ ধরি স্বন্ধ, কর  
বন্ধ, রাখ সদাগরে । যত বিত্ত, নিছে নিতা, আনহ ভাঙারে ॥ রাজ  
ঘরে, কারাগারে, বন্দি হুইজন । সাধু-আলয়, বতেক প্রলয়, করি নিবে-  
দন ॥ স্বর্ণময় নিজালয়, হ'ল ভয়রাশি । সব ধন, দয়াগণ, নিয়া গেল নিশি ॥  
ছুহিতা সহিতা, সাধুর বনিতা, থাকে ঘরে বসি । হ'য়ে সধবা নিত্য বিধবা,  
করে একাদশী ॥ এক দিবা, সত্যসেবা, করে দ্বিজগণ । উপনীতা হ'ল তথা,  
সাধুর নন্দিনী ॥ সাধু-সুতা, কহে কথা, শুন দ্বিজগণ । কহ সত্য, কিবা অজ্ঞ,  
করহ পূজন ॥ দ্বিজ ত্রেষ্ঠ, হ'য়ে তুষ্ঠ, কহিল তাহারে । নারায়ণ ভগবান্ সত্য  
অবতারে ॥ মহা-সমৃদ্ধি, মানসসিদ্ধি, হুঃখ বিমোচন । অতএব, এইদেব, করিহে  
পূজন ॥ দ্বিজের বাণী, শুনিয়া ধনী, হুষ্ঠ বড় হইল । এক মনে, সেই স্থানে,  
মানস করিল ॥ প্রসাদ নিয়া সাধু-তনয়া আসি নিজ ঘরে । সকল কথা,  
কহিল তথা জননীর তরে ॥ শুন মাতা, সে দেবতা, পূজহ ত্রিংশৎ । আসিবে  
পিতা ল'য়ে জামাতা ধনের সহিত ॥ সেই কথা, শুনি তথা হরষিত মন ।  
পাইয়া দোক্ষা করিয়া ভিক্ষা পূজে নারায়ণ ॥ যথাশক্তি করি ভক্তি পাইল  
প্রসাদ । হসে তুষ্ঠ মনোভীষ্ট পূবাণ্ড জগন্নাথ ॥ রহিল তথা সাধুর সুতা  
ভাবিয়া গোমাই । যার হুরিতে উদ্ধারিতে শুভ্র জামাই ॥ নিজা যায় অত্যা-  
য়ায় নৃপতি নন্দন । শিরঃস্থানে নারায়ণ কহিল স্বপন ॥ শুনরাজ কিবা কাণ  
কর নৃপ-বর । সর্লখায় কর বিদায় সাধুর কুমার ॥ কেনে তুল্য দিয়া মূল্য  
জব্য মহাজন । অবিচারে কারাগারে কর অপমান ॥ দেখিয়া স্বপন চমকিত  
মন উঠে নর-পতি । সাধু-তনয় কর বিদায় বলে শীঘ্রগতি ॥ হইল সদয় দীন  
দয়াময় দেব গদাধর । করি যত দিয়া রত্ন তোষে করবর ॥ সুভাষণ আলিঙ্গন  
নৃপতি নন্দন । করে ধরি বিনয় করি মিত্রসস্তাবণ ॥ ত্যজিয়া সন্ধে পরমা-  
নন্দে বলে সদাগরে । মাল্লা মাঝি ধরি কাছি হরিধ্বনি করে ॥ মনে অজ্ঞ,  
ভাবি সত্য চরণার বিন্দ । নাহিক শঙ্কা বলেন গঙ্গা পাঁচালী প্রবন্ধ ॥ চলে  
ধনপতি হয়ে হুষ্ঠমতি জামাতা লইয়া সঙ্কে । যত মাঝি দাড়ী সবে গাহে  
সারি হাস পরিহাস রঞ্জে ॥ বতেক সুন্দরী যায় জলভরি বসনে ঢাকিয়া মুখ ॥  
দেখিয়া সুশোভা হয়ে মনোলোভা নিন্দে নিজপতি মুখ ॥ দামারি বাদক  
লাগারে নিশান নৃপতি দস্তক ধরে । দেখিছ কি ঘাট মাঝে মাল ছাট বাহ বাহ  
রব করে ॥ হেনই সময় সত্য মাগাময় সাধুকে করিল মায়া । গঙ্গানারায়ণ  
রাখহ চরণে দিয়া তব পদ ছায়া ॥

এইরূপে সদাগর করিল গমন । কপট করিল পথে সত্য নারায়ণ ॥ হইল  
বৈষ্ণব রূপ অতি মনোহর । গলায় দোলন ভালে তিলক সুন্দর ॥ জয় রাধা-  
কৃষ্ণ মুখে বলে সর্বক্ষণ । আসিয়া নদীর তটে দিল দরশন ॥ জিজ্ঞাসিল  
নারায়ণ করিয়া বিনয় । কি ভরা ভরেছ বাছা সাধুর তনয় ॥ ধনে মত্ত সদা-  
গর করে অহঙ্কার । ভরিয়াছি লতাপাতা বলে বারবার ॥ শুনিয়া সাধুর  
কথা কোপে নারায়ণ । লতাপাতা হইয়ে তরি ভাসিল তখন ॥ তরণী দেখিয়া  
সাধু পরম চিন্তিত । অহঙ্কার চূর্ণ হ'ল বড়ই দুঃখিত ॥ তরণী তেজিয়া  
সাধু পড়িয়া চরণে । কাতর হইয়া স্তব করে নারায়ণে ॥

নমো গদাধর পরম সুন্দর কে জানে তব মহিমা । ব্রহ্মা পশুপতি সদা করে  
স্ততি অংগমে নাহিক সীমা ॥ আমি মূঢ়জন না জানি স্তবন ক্ষম মোর অপরাধ ।  
ভেনেছি কারণ তুমি নারায়ণ তুমি সে অখিল নাথ । শুনিয়া স্তবন সত্য নারায়ণ  
সাধুকে করিল দয়া । ভকত-বৎসল ভুবন অতুল দিলেন শ্রীপদ-ছায়া ॥

নারায়ণ বলে সাধু স্থির কর মতি । আপনার দোষে তুমি পাইলে দুর্গতি ॥  
সত্যনারায়ণ সেবা বিস্মৃত হইলে । কত! বিবাহ দিয়া বাণিজ্যে আসিলে ॥  
তাহাতে পাইলে দুঃখ দক্ষিণ পাটনে । এইক্ষণ পেলে দুঃখ বাক্যের কারণে ॥  
শুনিয়া লজ্জিত হ'ল সাধুর নন্দন । সহস্রেক মুদ্রা রাখে সেবার কারণে ॥  
দেখিয়া সাধুর ভক্তি তুষ্ট নারায়ণ । লতাপাতা দূরে গেল হ'ল রত্নধন ॥  
বিদায় হইয়া সাধু করিল গমন । অন্তর্দ্বান হ'ল শেষে প্রভু নারায়ণ ॥  
দিবা রাত্র বাহে তরি কর্ণধারগণ । উপনীত হ'ল সাধু আপন ভবন ॥ বিমলা  
সাধুর নারী আপন ভবনে । সত্য-নারায়ণে পূজে আনন্দিত মনে ॥ সমাপ্ত  
করিয়া পূজা প্রণাম করিল । প্রভাবতী রামা আসি প্রসাদ লইল ॥ হেনকালে  
পায় রামা স্বামীর সংবাদ । 'হরষিত' হ'য়ে ফেলে হস্তের প্রসাদ ॥ প্রসাদ  
ফেলিল যদি নারী প্রভাবতী । ভরা সঙ্গে ঘাটে তল হ'ল তার পতি ॥ জামাতা  
ডুবিল জলে দেখি সদাগর । হাহা শব্দ করি পড়ে ডিঙ্গার উপর ॥ স্বস্তর  
শাস্ত্রী কঁাদে বলিয়া জামাতা । কঁাদে নারী প্রভাবতী ভাবিয়া বিধাতা ॥

কঁাদে নারী প্রভাবতী, হাহা মোর প্রাণপতি, কোন দেশে রে, করিল গমন  
রে । আমি অভাগিনী বালা, তাহে হররিপু-জালা, তনু মোর রে, সদা এ দহন  
রে ॥ যৌবনেতে পতি মরে, কেমনে রহিব ঘরে, তাহে আমি রে, বলিক নন্দিনী  
রে । সহস্র চঞ্চল বালা, তাহে মদনের জ্বালা, ভয় যদি রে, হই কলঙ্কিনী রে ॥  
দিয়া মোরে গুণনিধি, বন্ধন করিল বিধি, নারী বধ রে, দিব রে তোমারে বে ।

ধিক্ মোম রূপগুণে, ধিক্ মোর এ যৌবনে, হেন দশা রে, যদি হ'ল মোর রে  
কোথা র'লে প্রাণহরি, তোমা বিনে আমি মরি, কণেক মোরে রে, দেহ দরশন  
রে । না কহিল আর কথা, এই বড় মন বাথা, তুমি হ'লে রে, আমার শমন  
রে ॥ বিদেশেতে দুঃখ পাইল, বাড়ী আসি মৃত্যু হইল, হেন দুঃখ রে, কহিব  
কাহারে রে । মনের কথা মনে রইল, বকনা করিয়া গেল, হেন দশা রে,  
কেন হ'ল মোর রে ॥

প্রভাবতী দীনা অতি দেখি নারায়ণ । হইয়া সদয় দীন দয়াময় কহিল  
তখন ॥ প্রসাদ ফেলে কিসের বলে নারী প্রভাবতী । সেই ছলে জলের তলে  
ডোবে তার পতি ॥ ত্যজিয়া বিবাদ আনিয়া প্রসাদ খাউক্ প্রভাবতী ।  
ভয়াপূর্ণ হবে তূর্ণ উঠিবে তার পতি ॥ শুনিয়া তথা অপূর্ব কথা সাধুর  
নন্দিনী । ধেয়ে চলে কুতূহলে সতায়নে গনি ॥ ধূলীসাৎ সেই প্রসাদ করিল  
ভক্ষণ । সেই রাটে ভাসি উঠে সাধুর নন্দন ॥ হরি হরি মুখভরি বল সর্দজন ।  
বর্ণিলা পাঁচালী হ'য়ে কুতূহলী, দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ ॥ স্বামী দেখি শশিমুখী  
হরষিতান্তর । ঈশদাসী সেই রূপসী যায় নিজঘর ॥ হৃষ্টচিত্ত হ'য়ে নিত্য শ্বশুর  
জামাতা । অত্যানন্দে ত্যজি সন্দেহহিলেন তথা ॥ সহস্রৈক তুলা এক করিয়া  
ভজিত । যথা শক্তি করি ভক্তি আনি পুরোহিত ॥ নৃত্যগীত মনোনীত  
অতি সুসলিত । বসি দ্বিজ সত্য পূজে শাস্ত্রের বিহিত ॥ হ'য়ে তুষ্ট  
মনোভিষ্ট দিলেন ভগবান্ । জীবমুক্ত ধনযুক্ত কুণ্ডের সমান ॥ জয়পতি  
নামে কৃতী হইল কুমার ॥ মনোমত বিশারদ পরম সুন্দর ॥ ধনপতি মহাকৃতি  
বিবেচিয়া মনে । জামাতার বাটী আর দিল সেই স্থানে ॥ ধন রত্ন  
আনি যত্ন করি সম অর্দ্ধ । ত্যজি রাগ করি ভাগ জামাতার সার্ব ॥  
কন্তা পুত্র দুই মাত্র রাখি নিজ ঘরে । বিমলা সংহতি সাধু ধনপতি  
চলিলেন গঙ্গাতীরে ॥ বিধির লিখন, কিছুই কখন, খণ্ডন না যায় । বিমলা  
সাথে, বিমানেন্তে, বিষ্ণুলোক পায় ॥ সহিত রমণী শমনকে জিনি, সাধু  
গেল তরি । সেইমত পাবে পদ বল হরি হরি ॥ সত্য-নারায়ণ পতিত-পাবন  
মহিমা অপার তাঁর । পড়িলে সঙ্কটে রাখেন নিকটে করিয়া বিপদ উদ্ধার ॥  
সত্য-কমল-পদে বিমল থাকে বার মতি । চিরকাল যা ॥ ভাল বৈকুণ্ঠে বসতি ॥  
তুমি অঙ্ক-দীন-বন্ধু ভবসিদ্ধ-তরি । সাঙ্গ সত্য-পাঁচালী অস্ত বল হরি হরি ॥  
পুটাজ্জলি শিবে তুলি গঙ্গানারায়ণ । বলে শিষ্ট করিবে দৃষ্ট আমার বচন ॥

ইতি দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ-রচিত সত্য-নারায়ণ-পাঁচালী সমাপ্ত ।

## ব্রতমালা বিধি ।

### অশুশয়নব্রত ।

শ্রাবণমাসের কৃষ্ণ দ্বিতীয়া তিথিতে সলক্ষ্মী বিষ্ণুর পূজা করিয়া উপবাস করিবে। এইরূপে চারিবৎসর ব্রত করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে। প্রতিষ্ঠা সময়ে ব্রাহ্মণ-দম্পতিকে যথাবিধি অর্চনা করিয়া শয্যা, পাত্কা, ছত্র, চামর, স্বর্ণনির্মিত প্রতিমা, অন্ন, জল এবং বস্ত্রাদি দান করিবে। অন্নপাত্র ব্রাহ্মণীকে দান করিবে।

প্রথমত যজ্ঞমান শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমনাদি করত স্বস্তিবাচন ( ২ পৃ দেখ ) করিয়া “ওঁ হৃদ্যঃ সোমো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন।

পরে “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ, আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যঃ, ওঁ বিষ্ণবে” এই বলিয়া গন্ধপুষ্প প্রদান করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা,—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদেদমজ্ঞ শ্রাবণে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে দ্বিতীয়ায়াস্তিথৌ অমুক-গোত্রা ত্রীঅমুকীদেবী সর্বাংগচ্ছান্তিপূর্বক-দীর্ঘায়ুর্ভূতনবাত্মপুত্রপৌত্রাশ্বনবচ্ছিন্ন-প্রাপ্তিকামা ত্রীবিষ্ণুপ্রীতিকায় বা অত্মারভ্য বর্ষচতুষ্টয়ং যাবৎ প্রতিবর্ষীয় শ্রাবণ-কৃষ্ণদ্বিতীয়ায়াং গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বক-সলক্ষ্মীক-বিষ্ণুপূজাতৎকথাপ্রবণ-রূপ-অশুশয়নদ্বিতীয়াব্রতমহং করিষ্যে । \*

অতঃপর সঙ্কল্প স্তুতি পাঠ করিয়া ( ৩ পৃ দেখ ) আসনশুদ্ধি ও ভূতাপসারণ করিয়া ঘটস্থাপন ( ৪৫ পৃ দেখ ) করিবে। পরে নামার্থ্য্য স্থাপন করিয়া মাষভক্ত বলিপ্রদান ( ৭৮ পৃ দেখ ) করত ভূতশুদ্ধি, মাতৃকাস্ত্যাস, অন্তর্ঘাতিকা

\* করণীয় ব্রতে পুরোহিত এইরূপ সঙ্কল্প করিবেন। যথা, অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রায়াঃ ত্রীঅমুকীদেব্যাঃ পূর্বসংকল্পিত অমুকব্রতকর্ম্মণি গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বক অমুকদেবতা-পূজনকর্ম্মাহং করিষ্যামি ।

ব্রতারম্ভে ব্রতীর দ্বারা মূলের লিখিতরূপ সংকল্প করাইয়া পুরোহিত পূজার সংকল্প করিবেন। যথা,—অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রায়াঃ ত্রীঅমুকদেব্যা ইয়দ্বর্ধনম্পাদিতামুকব্রতকর্ম্মণি গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বক অমুকদেবতাপূজন কর্ম্মাহং করিষ্যামি ।”

জ্ঞান ও বাহ্যমাতৃকাজ্ঞান, সংহার মাতৃকাজ্ঞান, প্রাণায়াম, পীঠজ্ঞান ও ব্যাপক-জ্ঞান করিবে ( ৯—১৫ পৃ দেখ ) ।

অতঃপর গণেশ পূজা করিবে । যথা—“গাং হৃদয়ায় নমঃ । গাং শিরসে স্বাহা । গাং শিখায়ৈ বষট্ । গৈং কবচায় হং । গোং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । গং করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্ । এবং গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । গাং তর্জনীভ্যাং স্বাহা । গাং মধ্যমাভ্যাং বষট্ । গৈং অনামিকাভ্যাং হং । গোং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । গং করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্ ।” এইরূপে অঙ্গস্তাস ও করস্তাস করিয়া গণেশের ধ্যান করত পূজা করিয়া শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদি-তাদিনবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিকৃপাল, মংগ্লাদি দশাবতার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা, মনসা ও স্বর্গস্থ, মর্ত্যস্থ ও পাতালস্থ দেবতা-গণের পাণ্ডাদি দ্বারা পূজা করিয়া ষোড়শোপচারে বিষ্ণুর পূজা করিবে । যথা, —“ওঁ বাং হৃদয়ায় নমঃ । ওঁ বাং শিরসে স্বাহা । ওঁ বাং শিখায়ৈ বষট্ । ওঁ বাং কবচায় হং । ওঁ বাং নেত্রাভ্যাং বৌষট্ । ওঁ বাং করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্ । এইরূপে করস্তাসও করিয়া কুশ্মুদ্রানহযোগে পুষ্প গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুর ধ্যান করিবে । যথা,—

“ওঁ নারায়ণং চতুর্ভাজং শঙ্খ-চক্রগদাপদ্মধরং হারকেয়ুরমণ্ডিতং শ্রীবৎসাস্কমঞ্জীর-বনমালা-বিভূষিতং লক্ষ্মী-সরস্বতী-সহিতং কিরীটিনম্ ।”

এইরূপ ধ্যান করিয়া হস্তস্থ পুষ্পটি আপন মস্তকে রাখিবে । পরে মানসো-পচারে পূজা করিয়া, বিশেষার্থ্য স্থাপন করিবে ( ১৮ পৃ দেখ ) ।

পরে সেই অর্থের জল কিঞ্চিৎ আপনার মস্তকে ও পূজার ত্রব্যাদিতে ছিটাইয়া দিবে । তৎপরে অঙ্গস্তাসাদি করত ( ২৫ পৃ দেখ ) পুনর্বার ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে । পরে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর যথাসম্ভব উপচারে পূজা করিয়া আবরণ দেবতার পূজা করিবে । যথা,—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শঙ্খায় নমঃ ।” এই ক্রমে চক্রায়, গদায়ৈ, পদ্মায়, শ্রুঙ্গায়, অনিরুদ্ধায়, বলভদ্রায়, দেবক্যৈ, বসুদেবায়, ঋদ্ধিণ্যৈ, সত্যভামায়ৈ, সর্বেভ্যো দেবেভ্যঃ, সর্গাভ্যো দেবীভ্যঃ ।” এই প্রকারে পূজা করিয়া কথা শ্রবণ করিবে ।

ব্রতকথা ।

ব্রহ্মোবাচ । ভগবন ! পুরুষস্যেহ স্ত্রিয়াশ্চ বিরহাদিকম্ । শোকব্যাদি-ভয়ং হুংখং ন ভবেদধেন তদ্বদ ॥ শ্রীভগবানুবাচ ॥ আবাস্য দ্বিতীয়ায়াং



কৃষ্ণায়াং মধুসূদনঃ । ক্ষীরার্গবে সলক্ষ্মীকঃ সদা বসতি কেশবঃ ॥ তত্ৰাং সম্পূজ্য  
গোবিন্দং সৰ্বান্ কামান্ সমগ্রুতে ॥ গোভূহিরণ্যদানানি সপ্তকল্পশতানি চ ।  
অশুশ্রয়না নাম দ্বিতীয়া য়া প্রকীৰ্ত্তিতা । তস্যাং সম্পূজয়েদ্বিষ্ণুমেভিম'দ্বৈর্ধিধা-  
নতঃ ॥ ত্রীবৎসধারিণং কাণ্ডং ত্রীবাসঃ ত্রীশমব্যয়ম্ । অহ'ন্তং মাং সদা রক্ষ  
ধৰ্ম্মকামার্থমৌক্ষদ ॥ অগ্নয়ো মা প্রণশ্চন্ত দেবতাঃ পুরুষোত্তমাঃ । পিতরো মা  
প্রণশ্চন্ত মৰ্ত্ত্যদাম্পত্যভেদতঃ ॥ লক্ষ্ম্যা বিযুজ্যো হে দেব ন কদাচিৎ যথা ভবান্ ।  
তথা কলত্রসম্বন্ধো দেব মা মে বিযুজ্যতে ॥ লক্ষ্ম্যা ন শূত্রং শরণং ভবেয়ম হরে  
সদা । শয্যা মমাপ্যশূত্রা তু তথৈব মধুসূদন ॥ গীতবাদিত্রিনির্ঘোষং দেবশ্রাণে তু  
কারয়েৎ । ঘণ্টা ভবেদশক্ৰস্যা সৰ্ব্ববাদ্যময়ী যতঃ ॥ এবং সম্পূজ্য গোবিন্দ-  
মগ্নীয়াস্তৈলবর্জিতম্ । নক্তমক্ষারলবণং যাবন্তং স্যাকতুষ্ঠয়ম্ ॥ ততঃ প্রভাতে  
সন্নাতে লক্ষ্মীপতিসমবিতাম্ । দীপান্নভোজনেযুক্তাং শয্যাং দদ্যাদ্বিলক্ষণাম্ ॥  
পাহুকোপানহচ্ছত্রাচমরাসনসংযুতাম্ । অভীষ্টোপকরৈযুক্তাং শুক্লপুষ্পাধারিতাম্ ।  
সোপাধানকবিত্রায়াং ফলেনানাবিধৈযুতাম্ । তথা ভূষণযুক্তৈশ্চ যথা শক্ত্যা  
সমবিতাম্ ॥ অব্যঙ্গকায় বিপ্রায় বৈষ্ণবায কুটুম্বিনে । দাতব্যো বেদবিভূষে ন  
বকব্রতিনে কচিৎ । তত্রোপবিশ্চ দাম্পত্যমলঙ্কৃত্য বিধানতঃ । পত্ন্যাস্ত ভোজনং  
দত্তাদভক্ষ্যভোজ্যসবিতম্ ॥ ব্রাহ্মণস্তাপি সৌবর্ণপুষ্পকরসমবিতাং । প্রতিমাং  
দেবদেবন্ত সোদকুন্তং নিবেদয়েৎ ॥ এবং যন্ত পুমান্ কুৰ্যাদশুশ্রয়নাং হরেঃ ।  
বিত্ত-শাঠ্যেন রহিতো নারায়ণপরাযণঃ ॥ ন তন্ত পত্নীবিবহঃ কদাচিদপি  
জায়তে ॥ সাধ্বী চাবিধবা ব্রহ্মন্ যাবচ্ছ্রাদ্ধকৃতারকম্ ॥ নারিতয়ং ন শোকার্তিদ'  
স্পত্যো জায়তে কচিৎ । ন পুত্রপুত্রহানি ক্ষয়ং যাস্তি পিতামহ ॥ সপ্তকল্পসংগ্রাহি  
সপ্তকল্পশতানি চ । কুর্যাণা শূন্যশয়নাং বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ইতি মংস্য-  
পুরাণে ভগবদ্ব্রহ্মসংবাদে 'অশূন্যশয়না-দ্বিতীয়া-ব্রতকথা সমাপ্তা । ওঁ তৎ সৎ ।

অতঃপর সায়াংকাল অতীতে চন্দ্রোদয় হইলে শম্মাদিপাত্রে দধি, আতপ  
তণ্ডুল, দুর্বা ও গন্ধপুষ্প দ্বারা অৰ্ঘ্য প্রস্তুত করিয়া নিম্ন লিখিত মন্ত্রে চন্দ্রকে  
অৰ্ঘ্যদান করিবে । যথা.—

ওঁ গগনাঙ্গনসন্দীপ ক্ষীরোদমথনোদ্ভব ।

আভাসিতদিগাভোগ রমানুজ নমোহস্ত তে ।

অনন্তর দক্ষিণ করিবে । যথা,—“অথৈতাদি অমুকপোত্রা ত্রীমুকৌ  
দেবীসৰ্পাচ্ছাস্তি-পূৰ্ব্বক-ধনধান্যপুত্রপোত্রাদি-লাভকামা অথায়ভ্য বর্ষচতুষ্ঠয়ং  
যাবৎ কৃতৈতৎপ্রতিবর্ষায়শ্রাবণকৃষ্ণায়াং দ্বিতীয়ায়াং অশূন্যদ্বিতীয়া-ব্রতকৰ্ম্মণি

গণপত্যাদিনানাদেবতা পূজাপূর্বকসলস্মীকবিষ্ণুপূজনকর্মণঃ সাজতার্থং দক্ষিণা-  
মিদং কাঞ্চনং তন্মুলাং বা যথাসম্ভবগোত্রিনাম্রে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে ।” অতঃপর  
অঙ্কিরাবধারণ করিয়া শাস্তি আশীর্বাদ করিবে ।

অশূন্যশয়না দ্বিতীয়া ব্রত সমাপ্ত ।

অক্ষয়তৃতীয়াব্রত । \*

ব্রতদিবস যজ্ঞমান নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্থিতিবা-  
চনাদি পূর্বক “হৃদ্যঃ সোমো” ইত্যাদি পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবে । যথা,—বিষ্ণু-  
রোম্ তৎসদোমদ্য বৈশাখ্যে মাদি শুক্রে পক্ষে অক্ষয়াত্মতৃতীয়ায়াস্তিথৌ  
অমুকগোত্রা ত্রীঅমুকী দেবী মনোহীঠীকলপ্রাপ্তিকামা অগ্নারভ্য অষ্টমবর্ষপর্য্যন্তং  
প্রতিবৈশাখীয় শুক্লতৃতীয়ায়াং গণপত্যাদি নানাদেবতাপূজাপূর্বকসলস্মীক-  
বাহুদেব-পূজা-যবযুক্তবস্ত্রাচ্ছাদিত-বারিপূর্বকুপ্তদানভোজ্যোংসংগতৎকথাশ্রবণরূপ-  
ভবিষ্যপুরাণোক্তাশ্রয়তৃতীয়াব্রতমহং করিষ্যে ।”

অনন্তর যুক্তমন্ত্র পাঠপূর্বক কৃতাজলি হইয়া পাঠ করিবে । যথা,—

ওঁ ইদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পুরতস্তব । নির্বিঘ্ন-সিদ্ধিমাশ্রিতু ত্বং-  
প্রসাদাজ্জনাৰ্দ্ধন ॥ ওঁ গৃহীতেহস্মিন্ ব্রতে দেব যদপূর্ণে ত্বহং মৃয়ে । সাজং  
ভবতু তৎ সৰ্বং প্রসাদাভব কেশব ॥

পরে সামাগ্ধ্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি আদি করিয়া, গণেশাদি দেবতাগণের পূজা  
করিবে । পরে,—“বাং হৃদয়ায় নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গভাস ও করভাস  
করিয়া বিষ্ণুপ্যান ( ২৯ পৃষ্ঠা দেখ ) করত নিজ মন্তকে পুষ্পপ্রদানপূর্বক  
মানসোপচারে পূজা করত অর্ঘ্যস্থাপন ( ১৮ পৃ দেখ ) করিয়া পুনর্বার  
অঙ্গন্যাস ও করভাস করিয়া “ওঁ নমো ভগবতে বাহুদেবায় নমঃ” এই মন্ত্রে  
যথাশক্তি উপচারে বিষ্ণুর পূজা করিবে । অতঃপর “এতে গন্ধপুষ্পে বলভদ্রায়  
নমঃ” এই ক্রমে কঞ্জিণ্যে, সত্যভামায়, বাহুদেবায়, দেবকো, প্রহ্মায়,

\* যদি তৃতীয়া পূর্ব ও পরদিবস মধ্যাহ্নকালব্যাপিনী হয়, তবে চতুর্থায়ুক্ত তৃতীয়াতে  
অক্ষয়তৃতীয়া ব্রত করিবে । শুদ্ধকালে বৈশাখী শুক্ল তৃতীয়াতে এই ব্রত আরম্ভ করত প্রতি-  
বধীয় বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়াতে ব্রত করিয়া নবম বর্ষে উদযাপন করিতে হয় । এই তৃতী-  
য়াতে মহাপ্রাণের ঔৎপত্তি, তাঁই ইহাও নাম যুগাদয় ।

অনিরুদ্ধায়, বাস্তপুরুষায়, গন্ধায়ৈ, অনন্তায়, ধৰ্ম্মায়, সৰ্বোভ্যো দেবেভ্যঃ, সৰ্বাভ্যো দেবীভ্যঃ।” এইরূপে আবরণ দেবতাগণের পূজা করিয়া পূৰ্ব্বং স্বৰ্ণ ও ঘট দান করিবে।

ভোজ্যোৎসৰ্গ।—প্রথমত “এতে গন্ধপুষ্পে ও সন্ন্যাসোপকরণ-আমারভোজ্যায় নমঃ” এইরূপে সচন্দন পুষ্প দ্বারা এইরূপে তিনবার ভোজ্যের অর্চনা করিয়া “এতদধিপত্যে ত্রীবিম্ববে নমঃ” বলিয়া অর্চনা করত মৃত্তিকাতে মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি “ও এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া পূজা করত কুণ্ডলিন্-জলাগ্নিত তাম্রাদি পাত্র দক্ষিণহস্ত রাখিয়া বামহস্ত দ্বারা ভোজ্য ধারণ করিয়া বাক্য করিবে। যথা,—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্য অমুকে মাসি, অমুকে পক্ষে, অমুক্তিত্থো অমুক-গোত্রঃ ত্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মা ইদং সন্ন্যাসোপকরণামারভোজ্যং ত্রীবিম্বদৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে।” তৎপরে ভোজ্যোৎসর্গের দক্ষিণাস্ত করিয়া ঘটোৎসর্গ করিবে।

ঘটোৎসর্গ।—“এতে গন্ধপুষ্পে ও সাক্ষাদনোপকরণ-যজ্ঞোপবীতায়িতসম্ভব-বারিপূর্ণকুন্তায়” নমঃ (অন্তান্ত মাল্যাদি দ্রব্য থাকিলে তাহার উল্লেখ করিবে)। “এতদধিপত্যে ও ত্রীবিম্ববে নমঃ। ও এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া অর্চনা করত উৎসর্গ করিবে। যথা,—

“অগ্নেত্যাদি—অমুকগোত্রঃ ত্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মা সাক্ষাদনন্যোপকরণ-যজ্ঞোপ-বীতায়িত-ববযুক্তবারিপূর্ণ কুন্তমচ্ছিতং ত্রীবিম্বদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্ম-ণায়াহং দদে।”

অনন্তর কৃতাজ্জলি হইয়া পাঠ করিবে। যথা,—

ওঁ এম ধৰ্ম্ম বদৌ দত্তৌ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকঃ।

অশ্ব প্রদানাং সফলা মম সন্ত মনোরথাঃ ॥

ঘটে চন্দন প্রদান করিয়া পড়িবে।—

ওঁ ঘট ইং ধৰ্ম্ম রূপোহসি ব্রহ্মণা নিৰ্ম্মিতঃ পুরা।

ইয়ি লিপ্তে সন্ত লিপ্তাশ্চন্দনৈঃ সৰ্বদেবতাঃ ॥

অতঃপর কৃতাজ্জলি পুরঃসর পাঠ করিবে। যথা,—

ওঁ পানীয়ং প্রাণিনাং প্রাণাঃ পানীয়ং পাবনং মহৎ।

পানীয়শ্চ প্রদানেন তৃপ্তিৰ্ভবতু দেহিনাং ॥

পুনঃপাি ব্রহ্মাজ্জলি হইয়া পাঠ করিবে।—

ওঁ যথা হং শীতলো নিত্যং সম্পূর্ণগন্ধবারিণা ।

তথা মামপি সন্তপ্তং শীতলং কুরু ধর্ম্মরাট্ ॥

অনন্তর ঘটনানের দক্ষিণা করিবে । যথা, —

প্রথমতঃ দক্ষিণা দ্রব্যকে পূর্ব্ববৎ অচ্চ'না করিয়া “অগ্নেত্যাদি—  
শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামনয়া কঠৈতৎসাক্ষাদিনোপকরণযজ্ঞোপবীতাদিত্যবযুক্তবারি-  
পূর্ব্বকুস্তদান কৰ্ম্মণঃ সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথা-  
সন্তবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণ্যাহং দদে ।” অনন্তর ঘটনানের অচ্ছিন্নাবধারণ ও  
বৈগুণ্যোপশমনার্থ বিষ্ণুস্মরণ করিয়া কথা শ্রবণ করিবে ।

ব্রতকথা ।

যম উবাচ । জলদানস্ত্র মহাশয়াং যদ্বরা কথিতং পুরা । তদহং শ্রোতু-  
মিচ্ছামি তুভ্যো ব্রহ্মবিদ্যাস্বর ॥ শতানীক উবাচ । আসীদ্ধি জাধমঃ কশ্চিৎ  
ধর্ম্মকর্ম্মবিবর্জিতঃ । আগতস্তদগৃহে রাজন্ ব্রাহ্মণস্তু যয়াবিতঃ । জলং মে দেহি  
বিপ্রেন্দ্র প্রার্থাতে বিনয়াবিতঃ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ । অন্নং নাস্তি জলং নাস্তি মদ-  
গৃহে নাস্তি চাসনম্ । অত্র গচ্ছ হুর্কৃদ্ধে জলং পিব যথেষ্টিতম্ ॥ তস্য পত্নী  
সুশীলা চ সুরতা চ পতিব্রতা । উবাচ স্বামিনং রাজন্ জলং দেহি দ্বিজাতয়ে ॥  
কিমর্থং ধনসম্পত্তিঃ কিমর্থঞ্চ গৃহাদিকম্ । স্বকীর্ত্তিদরপূর্ত্তিচ কুকুরস্তপি  
বিদাতে ॥ এবমুক্তা তত্র পত্নী ব্রাহ্মণায় জলং দদৌ । তিথেরস্যাঃ প্রভাবেন  
তদ্দিনে চাক্ষুয়া ভবেৎ ॥ বৈশাখস্ত্র সিতে পক্ষে তৃতীয়াং ব্রাহ্মণ্য স্মৃত্তা । কদাচি-  
দায়ুষঃ শেষে যমদূতঃ সমাগতঃ । গ্রহা পাশং গলে বদ্ধা নীত্বা যমপুরং গতঃ ॥  
বিপ্র উবাচ । জলং মে দেহি ধর্ম্মজ্ঞ ত্বয়া পরিপীড়িতঃ । জলং দেহীতি শ্রুত্বা বৈ-  
যমদূত উবাচ হ ॥ ন দত্তং বারি বিপ্রেন্দ্র্যঃ কথং বা প্রাপ্যতে জলম্ । ইত্যুক্তা  
যমদূতশ্চ যমাগ্রে চ ত্রবেদয়ং ॥ যম উবাচ । তাইজনং দূত ধর্ম্মজ্ঞ অস্যা পুণ্যকলং  
শৃণু । বৈশাখে শুক্লপক্ষস্য তৃতীয়ায়াং বিধানতঃ ॥ অস্য পত্নী সুধর্ম্মজ্ঞা  
ব্রাহ্মণায় জলং দদৌ । তদানলভ্যপুণ্যেন নরকঞ্চ নিবর্ত্ততে । অক্ষয়াং তিথি-  
মানাদ্য কিং কর্ত্তব্যং বদ প্রভো । যম উবাচ । স্নানং দানং তপো হোমঃ  
স্বাধ্যায়ঃ পিতৃ-তর্পণম্ ॥ বিষ্ণুপূজা চ বিশ্বিবত্তদক্ষয়মদাহতম্ ॥ স্বক্ জঘাত্ত্বয়ং  
প্রাপ্য বিষ্ণুং সম্পূজ্য বহুতঃ । ভুক্ত্বা মনোরথান্ ভোগান্ বিমূলোকমবাপ্যসি ॥  
যা চাক্ষুয়া তিথিঃ প্রোক্তা তত্র বিষ্ণুপুং শ্রুতম্ । তদ্বিধানং মহারাজ বদক্ষ-  
ময়ি সুরত ॥ যম উবাচ ॥ বৈশাখস্ত্র সিতে পক্ষে তৃতীয়ায়াং দ্বিজোত্তম ॥

বিষ্ণুম্ভাৰ্য্য বিধিবৎ বৎসরাত্তৌ সমাচরেৎ ॥ সম্পূৰ্ণে চ ব্রতে তত্র প্রতিষ্ঠামা-  
চরেত্ততঃ । এবমুক্ত্বা ধৰ্ম্মরাজস্তত্ৰৈবান্তরধীয়ত । ততো জন্মান্তরং প্রাপ্য স  
বিপ্রো বৈষ্ণবোহভবৎ । ধৰ্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ বিবেকী দানতৎপরঃ ॥ জাতি-  
শ্রম্য দয়াশীলা তস্য ভাৰ্য্যা চ সাভবৎ । অক্ষয়ায়াং ব্রতং কৃত্বা সপত্নীকো  
দিবং যযৌ ॥ ব্রতস্যাস্য প্রভাবেণ বিষ্ণুবলভতামিষাৎ । এবং কৰোতি য়া  
নারী নরো বাপি সুসংযতঃ । ইন্দ্র-লোকং সমাসাচ্চ বিম্বলোকং স গচ্ছতি ॥  
ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্তা অক্ষয়তৃতীয়া-ব্রতকথা সমাপ্তা ॥

অতঃপর ব্রতের দক্ষিণা করিবে। যথা,—অন্তেষাদি রতৈতদক্ষয়-  
তৃতীয়াব্রতাস্থ ভূতসম্বীকবাসুদেবপূজা কৰ্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামেতদ্রজত  
খণ্ডমচ্চিৎ শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাশ্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে ।

### রস্তাতৃতীয়া ব্রত ।

জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লতৃতীয়াতে রস্তাতৃতীয়া ব্রত করিবে। ভবিষ্য পুরাণে  
কথিত হইয়াছে,—জ্যৈষ্ঠী শুক্লা তৃতীয়াতে এই ব্রত অবশ্য কর্তব্য। ইহার  
প্রয়োগ যথা,—

প্রথমে পূর্ববৎ স্বস্তিবাচনাদি করিয়া সঙ্কল্প করিবে।—বিষ্ণুর্নমোহু  
জ্যৈষ্ঠে মাসি শুক্রে পক্ষে তৃতীয়ায়াস্তিপৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকদেবী সৌভাগ্য-  
সম্ভতিপ্রাপ্তিকামা অত্মারতা বৎসরং যাবৎ প্রতিমাসীম্ শুক্লতৃতীয়ায়াং গণ-  
পত্যাদিনানাদেবতাপূজারূপে রস্তাতৃতীয়াব্রতোপবাসকথাশ্রবণকৰ্ম্মাহং করিষ্যে ।

অতঃপর স্তূত মন্ত্রপাঠপূর্বক সামাভাৰ্য্যা, আসনভক্তি, ভূতভক্তি, মাহাকাশাস  
ও করাগ্রস্থাসাদি করিয়া গণেশাদি দেবতাগণের পূজা করিবে। পরে দুর্গা  
দেবীর পূজা করিবে। ধ্যান যথা,—ওঁ কাভ্যাগনীং দশভুজাং মহিষাসুর-  
মর্দ্দিনীং । সিংহোপরি স্থিতাং দেবীং ত্রিনেত্রাং বরদাং শুভাং ।” এই ধ্যান  
পাঠ করিয়া তন্দ্রদ্রব্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর কথাশ্রবণ করিবে।

### ব্রত কথা ।

ব্রহ্মোবাচ । রস্তাতৃতীয়াং বক্ষ্যে চ সৌভাগ্যশ্রীমুতাদিদাম্ । মার্গশীর্ষে  
সিতে পক্ষে তৃতীয়ায়ামুপোষিতঃ । গোবীং যজেদ্বিশ্বপটৈঃ সৰ্বসৌভাগ্যদায়িনীম্ ॥  
কদম্বাদো গিরিসুতাং পোষে কুরুবকৈর্কজেৎ । কর্পূরাদঃ কুশরাদো মল্লিকা-  
দন্তকাষ্টকং ॥ মাঘে শুভদ্রা কল্মারৈরুর্ভাশো মণ্ডকপ্রদঃ । গীতিময়ং দন্তকাষ্টং  
ফাল্গুনে গোমতাং যজেৎ । কঠিনং কুহা দন্তকাষ্টং জীবনং সঙ্কলীপ্রদঃ ।

বিশালাক্ষীং দমনকৈশ্চত্রে কাশারসশ্রবঃ । দধিপ্রাশো দন্তকাষ্ঠো নাগরং  
শ্রীমুখীং যজ্ঞেং । বৈশাখে কণিকারৈশ্চ অশোকাণো বরপ্রদঃ । ঔড়ু-  
স্বয়ং দন্তকাষ্ঠং তগর্যাঃ শ্রাবণে ত্রিয়ম্ । দন্তকাষ্ঠং স্বর্ণশাকঃ ক্ষীরদো  
হ্যন্তমাং যজ্ঞেং । পঠৈর্যজ্ঞেং ভাঙ্গপদে শৃঙ্গদাশো গুণাদিদঃ । রাজপুত্রী-  
কাস্থয়ুজি জবাপুষ্পৈশ্চ জীবকা । প্রাশয়েদ্বিশি নৈবেদ্যকুশটৈঃ কার্ত্তিকে  
যজ্ঞেং । জাতিপুষ্পৈঃ পদ্মজাক পঞ্চগব্যশনৈর্যজ্ঞেং । য়তৌদনক বর্ষান্তে সপত্নী-  
কান্ দ্বিজান্ যজ্ঞেং ॥ উমামহেশ্বরং পূর্ণং লবণে তু গুড়ে স্থিতম্ । বজ্রচ্ছত্র-  
সুবর্ণাদ্যো রাত্রৌ চ কৃতজাগরঃ । গীতবাদ্যৈর্যজ্ঞেং প্রাতর্গবাদ্যং সর্বমাপ্নুয়াৎ ।  
ইতি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বিধিমুখনির্গতব্রততৃতীয়াব্রতকথা সমাপ্তা ।

অতঃ দক্ষিণান্ত করিয়া অচ্ছিন্নাবধারণ করিবে ।

### হরিতালিকা ব্রত ।

এই ব্রত ভাদ্রমাসের হস্তানক্ষত্রযুক্তা শুক্লা তৃতীয়াতে করিতে হয় । জীগণ  
আজীবনকাল এই ব্রত আচরণ করিবে । যদি ইহার অনুষ্ঠান না  
করিয়া ভাদ্র শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে ভোজন করে, তবে সে সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত বন্ধা  
ও প্রতিজ্ঞা বিধবা হয় । \*

ব্রত পূর্বাধিন, সংযম করিয়া ব্রতদিবসে উপবাস করত তৎপর দিবস  
ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া পরে স্বয়ং পারণ করিবে । ব্রতদিবসে শুক্লাসনে উপ-  
বিষ্ট হইয়া স্বস্তিবাচন করিয়া “সূর্য্যঃ সোমো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত সঙ্কল্প  
করিবে । যথা,—

বিষ্ণুনমোহন্য ভাদ্রে মাসি শুক্রে পক্ষে হস্তানক্ষত্রযুক্ত তৃতীয়ায়াস্তিথৌ  
অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকদেবী ভবানীশঙ্করপ্রীতিকামা গণেশাদিনানাদেবতা-  
পূজাপূর্ব্বকহরিতালিকাব্রতমহং করিষ্যে ।

অনন্তর সূক্ত পাঠ করিয়া সামান্তার্য্য, আসনশুদ্ধি, ভূত শুদ্ধি, বড়হুতাস  
ও মাতৃকান্তাস করিয়া বালুকারণির উপর শিব ও দুর্গা প্রতিমা স্থাপন করত  
যথাবিধানে গণেশাদি দেবতাগণের পূজা করিয়া, ভবানী-শঙ্করের ধ্যান করিবে ।  
যথা, ওঁ দেবং পঞ্চবক্ত্রং চতুর্ভূজং চন্দ্রচূড়ং ব্রহ্মচরং । অস্থিমালাধরং নাগ-  
যজ্ঞোপবীতিনং ব্যাঘ্রচর্ম্মাস্বরধরং । দেবীং ত্রিনেত্র্যাং পদ্মকিরীটাং বস্ত্রবস্ত্র-

\* -নারী ভাদ্রতৃতীয়ায়া মাহারং কুরুতে যদি ।

সপ্তজন্ম ভবেদ্বন্ধা বৈধব্যক পুনঃ পুনঃ ॥ পদ্মপূর্ণিমা ।

পরীধানাং সিংহারুড়াং চতুর্ভুজাং । নানাভরণোজ্জ্বলাং শঙ্খচক্রগদাপদধরাং ॥”  
এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করত বিশেষার্থ স্থাপনানন্তর  
পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন করিবে । যথা,—

“এছেহি ভগবন্ দেব পার্শ্বত্যা সহিত প্রভো । বালুকাবিহিভে স্থিত্য  
পূজাং গৃহ প্রসীদ মে ॥” পরে যথা শঙ্খ উপচারে পূজা করিবে । পূজার  
মন্ত্র যথা,—ওঁ শিবায়ৈ সৰ্বমঙ্গল্যে শিবরূপে নমোহস্ত তে । শিবে সৰ্বপ্রদে  
দেবি শিবরূপে নমোহস্ত তে ॥ শিবরূপে নমস্তভ্যং শিবায়ৈ সততং নমঃ ।  
নমস্তে ব্রহ্মরূপিণ্যে জগদ্ধাত্রো নমো নমঃ ॥ সংসারভীতিবিচ্ছেদৈস্তাহি মাং  
সিংহবাহিনি । যস্মিন্ গেহে ময়া দেবি অর্জিতাসি মহেশ্বরি । রাজ্য-  
সৌভাগ্যাদে দেবি প্রসন্ন্য ভব পার্শ্বতি ॥ ভবানীশঙ্করাভ্যাং নমঃ ॥” এই মন্ত্র  
দ্বারা পূজা করিয়া অষ্টশক্তির পূজা করিবে । \* যথা,—

“ওঁ প্রভায়ৈ নমঃ” এবং মায়ায়ৈ, জয়ায়ৈ, হৃন্মায়ৈ, বিমুক্তায়ৈ, নন্দিত্যৈ,  
সুপ্রভায়ৈ, এবং বিজয়ায়ৈ । পরে পুষ্পাজলিত্র প্রদান করিয়া নমস্কার করিয়া  
কথা শ্রবণ করিবে ।

ব্রতকথা,—কৈলাসশিখরে রম্যে গৌরী পুচ্ছতি শঙ্করম্ । গুহাদগুহতরং  
গুহং কথয়স্ব মহেশ্বর ॥ সৰ্ব্বেষাং সারবর্ষক স্বল্পায়াসং মহৎ ফলম্ । প্রসন্নো যদি  
মে নাথ তদা ক্রহি ময়াগ্রতঃ ॥ কেন বা ত্বং ময়া প্রাপ্তস্তপোদানব্রতেন বা ।  
অনাদিনিধনো দেব কর্তৃত্বেন জগৎপ্রভুঃ ॥ ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি  
তবাগ্রে ব্রতমুত্তমম্ । গুহক্ এম সৰ্বস্বং কথয়ামি তব প্রিয়ে । যথা উড়ু পতিশ্চন্দ্র  
উগ্রাণাং ভাবুকৃতমঃ । বর্ণনাঞ্চ যথা বিপ্রো দেবানাং বিষ্ণুকৃতমঃ ॥ নদীনাঞ্চ  
যথা পক্ষা পুরাণানাঞ্চ ভারতম্ । বেদানাঞ্চ যথা সাম ইন্দিয়াণাং মনো যথা ॥  
পুরাণং বেদসৰ্বস্বমাগমেন যথোদিতম্ । একাগ্রেণ শৃণুষেদং যথা দৃষ্টং ব্রতং  
শুভম্ ॥ যন্ত পূণ্যপ্রভাবেন ত্বং মাং প্রাপ্তবতী প্রিয়ে ॥ তৎসৰ্বং কথয়িষ্যামি  
যথা দৃষ্টং পুরা ব্রতম্ । ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে তৃতীয়া হস্তসংবৃত্তা ॥ তস্তানু-  
ষ্ঠানমাত্রেণ সৰ্বপাপাং প্রমুচ্যতে । শৃণু দেবি ত্বয়া পূৰ্ণং মাং বদ্যস্মাক্ষ কৃতং ব্রতম্ ।  
তৎসৰ্বং কথয়িষ্যামি যথা দৃষ্টং হিমাচলে ॥ পার্শ্বত্যা বাচ । কথং কৃত্যং ময়া  
পূৰ্ণং ব্রতানাং ব্রতমুত্তমম্ । তৎ সৰ্বং কথয়েঃ সত্যং মৎসমীপে মহেশ্বর ॥  
তৎসৰ্বং শ্রোতুমিচ্ছামি বৎসক্কাণাং পুরা ব্রতম্ ॥ ঈশ্বর উবাচ ॥ অস্তি তজ্জ

\* প্রভা মায়া জয়া হৃন্মাঃ বিমুক্তা নন্দিনী তথা ।

সুপ্রভা বিজয়া চৈব শঙ্করোহসৌ প্রকীর্তিতাঃ ”

মহাদেবি হিমবান্ধগ উত্তমঃ । নানান্ধমিসমাকীর্ণোনানাজমলতাকুলঃ ॥ নানান্ধ-  
পক্ষিসমায়ুক্তোনানান্ধগবিচিহ্নিতঃ । তত্র দেবাশ্চ গন্ধৰ্ব্বাঃ সিদ্ধচারগণগুহকাঃ ॥  
হিমবাংশ্চ সুসম্পন্নো গন্ধৰ্ব্বৈর্গীততৎপটৈঃ । ক্ষুটিকৈঃ কাঞ্চনৈঃ শৃঙ্গৈর্মণিবৈদূর্য্য-  
ভূষিতৈঃ । বিব্রাজমানৈঃ শিখরৈরন্তথা বৃকৈঃ সমন্বিতঃ । সুবর্ণবেদীরচিতো দিব্য-  
ধ্বজবিচিহ্নিতঃ । অপ্সরোগীতনৃত্যৈশ্চ শোভিতো যো নগেশ্বরঃ । তত্রোত্রং  
পার্কীতী বালা আচরন্তী মহন্তপঃ । অকদ্বাদশসম্পূর্ণং ধূমগানমথোমুখী । সংবৎসরে  
চতুষ্টিপকপর্ণাশনং ত্বয়া । মাঘে মাসি জলে ময়া বৈশাখে চান্ধিসেবিনী ।  
শ্রাবণে চ বহির্বাসি অন্নপানবিবর্জিতা । দৃষ্টী তং জনকন্তে বৈ চিন্তয়া দুঃখি-  
তোহভবৎ । কষ্টে দেয়া চ মে কন্যা ইতি চিন্তাপরোহভবৎ । যৌবনস্থা-  
তিচার্কক্ষৌ দেবস্তাপি চ ছল্লভা । মধ্যেষপি ময়া দেবব্রহ্মবিষ্ণুভবাদিমু । তস্মৈবৎ  
চিন্তমানস্ত নারদো মুনিরাযযৌ । তত্রার্থ্যং বৈষ্ণবং পাদ্যং নারদায় দদৌ গিরিঃ ।  
নমস্কৃত্বাসনং দত্ত্বা কুশলান্যবদত্তদা ॥ হিমবানুবাচ । কিমর্থমাগতো দেব  
উচ্যতাং মুনিসত্তম । মম ভাগ্যেন সজ্জাতং তব চাগমনং মূনে । নারদ উবাচ ।  
হিমবন্ শৃণু মে কার্য্যং বিষ্ণুনা প্রেযিতো হুহম্ । কন্যার্থং চাগতো হুত্র  
তব পার্শ্বে হিমাচল । বিষ্ণুনা প্রার্থ্যতে কন্যা তব যা বর্ত্ততেহধুনা । বিষ্ণবে  
দীয়তাং কন্যা চান্মাকং রোচতে বরম্ । যোগ্যং যোগ্যায় দাতব্যং কন্যারহমিদং  
ত্বয়া । বাসুদেবসমো নাস্তি ব্রহ্মা শক্ৰো মহেশ্বরঃ । শ্রীয়ে কন্যা প্রদাতব্যো  
দীয়তাং যদি রোচতে । হিমবানুবাচ । বাসুদেব-সমো নাস্তি কন্যাং প্রার্থয়তে  
পুনঃ । তদা ময়া প্রদাতব্যো ত্বয়া চোক্তা বিলম্বতঃ । হিমাশ্বেষচনং  
শ্রদ্ধা বৈকুণ্ঠং নারদো যযৌ । পীতাম্বরধরং দেবং শঙ্খচক্রগদাসুজম্ । কৃতাজ্জলি-  
পুটোভূত্বা মুনীন্দ্রঃ প্রত্যভাষত । শৃণু দেব মহৎ কার্য্যং বৈবাহিক-পরো ভব ।  
হিমবানব্রবীদাক্যং তৎসর্ব্বং শ্রয়তাং মম । -ইয়ং কন্যা ময়া দেয়া দেবায় খলু  
বিষ্ণবে । ইত্যুক্ত্বা বাসুদেবং তং তস্মাচ্চ নারদো বিভূম্ । তত্রৈব পার্কীতী বালা  
আচরন্তী মহন্ততঃ । হিমবৎপূরিতে স্বর্গে জাপিতে চ বিচিহ্নিতে । তদগ্রে পার্কী-  
তী বালা পিতুরঙ্কং সমাপ্রিতা । অথ শ্রদ্ধাপি তদ্বাক্যং পার্কীতী দুঃখিতাভবৎ ।  
হঃখভারতিসম্প্রাপ্তাঃ সখী তাং পর্য্যপৃচ্ছত ॥ সখ্যাবাচ । দেবি হং দুঃখিতা  
কস্মাৎ নত্যং ব্রুহি বরাননে । ভদ্রং পশ্যামি তে ভদ্রে করিষ্যেহং ন সংশয়ঃ ॥  
পার্কীত্যাচাচ । ময়া বচরিতং কার্য্যং তত্তাভেন বৃথা কৃতম্ । তস্মাদেহপরিভ্যাগং  
করিষ্যেহং ন সংশয়ঃ । পার্কীতীবচনং শ্রদ্ধা সখী বচনমব্রবীৎ । পিতা যচ্চ ন  
আনাতি গমিষ্যামি চ ত্বনম্ । ইত্যেবং সম্মতং কৃদ্ধা গতা সখ্যা মহাবনম্ ।



পিতা নিবাস্যামাস হিমবাংস্ত গৃহে গৃহে । কৈৰ্কা নীতা হি সা বালা  
 দেবদানবকিন্নরৈঃ । নারদাগ্রে কৃতং সত্যং কিং দাশ্বে গরুড়ধ্বজে । ইত্যেবং  
 চিন্ত্যামাস মুছ্যা পতিতো ভুবি । হাহা কুত্বা ততো লোকাঃ প্রধাবন্তে  
 গিরিঃ প্রতি । কিমর্থং পতিতস্ত্বং হি কথং মহাগিরে । গিরিঃ সংগ্রাহ হুঃখেন  
 কন্যা কেনাপি মে হতা । দষ্টা বা কালসৰ্পেণ সিংহব্যাঘ্ৰেণ বা হতা । ন জানে  
 ক গতা গোঁরী কেন ছুষ্টেন বা হতা । সৰ্পশোকসন্তপ্তো বাতেনেব যথা তরুঃ ।  
 গিরির্বনাশনং যাতস্তদালোকনকারণাৎ । ত্বং গতাসি বনং ঘোরং নিৰ্জনং  
 ভয়ঙ্করম্ । ব্যাঘ্রসিংহগজক্ৰোডমৃগপক্ষিগাকুলম্ । দৃষ্ট্বা তত্র সমাগমা  
 তস্তাস্তীরেণু মধ্যমে । উপবিষ্টা সদা সার্কমন্নাহারবিবৰ্জিতা । বালুকাভিঃ কৃতা  
 মূৰ্ত্তিঃ পার্শ্বত্যা সহিতশ্চ মে । মাসি ভাস্ত্রপদে চৈব তৃতীয়া হস্তসংযুতা ।  
 অস্তাস্ত পূজনং কুত্বা ফলপুষ্পৈঃ সচন্দনৈঃ । নৈবেদ্যং কল্পয়িত্বা তু নমস্কৃত্য  
 মহেশ্বরম্ । বংশপাত্রত্রয়ং কুত্বা পকামেন প্রপূরিতম্ । বস্ত্রেণ চ সমায়ুক্তং  
 সপ্তধাতুসমৰিতম্ । একং বিপ্রায় দাতব্যং দক্ষিণাভিঃ সমৰিতম্ । তত্র  
 গীতেন বাদ্যেন রাজৌ জাগরণং কৃতং । তেন ব্রতপ্রভাবেণ চিত্তক চলিতং মম ।  
 সংপ্রাপ্য দেবি তর্জৈব যত্র ত্বং সখিভিঃ সহ । প্রসন্নোহস্মি ময়া প্রোক্তং বরং  
 বরয় শ্রুতৌ ॥ পার্শ্বত্যাচ । যদি দেব প্রসন্নোহসি ভর্তা ভবতু মে হরঃ ।  
 তথেষ্টুক্কা ময়া দেবি কৈলাসাং পুনরাগতং । ততঃ প্রভাতে সম্প্রাপ্তে  
 নদ্যাং কুত্বা বিসৰ্জনং । পার্শ্বক কৃতং তত্র সখ্যা সার্কিং কুত্বা শুভে । তর্জৈব বং  
 প্রস্থপ্তাসি সখ্যা সার্কিং বরাননে । হিমবানপি তং দেশমাজগাম স্বনং বনগ্ ।  
 চতুরাশা নিরীকংস্ত বিহ্বলঃ পতিতো ভুবি । দৃষ্ট্বা তত্র নদীতীরে প্রস্থপ্তং কন্ত-  
 কাভ্রয়ম্ । তাঙ্গাং সমীপমাগত্য রোদনং কৃতবান্ গিরিঃ । সিংহব্যাঘ্রাদি-  
 সংযুক্তং কিমর্থং বনবাসিনী । পার্শ্বত্যাচ । শূন্যতাত ময়া জাতং ত্বং দাশু  
 সীম্ভরায় মাং । তদন্যথা কৃতং তাত তেনাহং বনমাগতা । তথেষ্টুক্কা হিমবতা  
 নীতা সা চ গৃহং প্রতি । ততো দত্তা ভূমস্মাকং কুত্বা বৈবাহিকং বিধিৎ ।  
 তেন ব্রতপ্রভাবেণ সৌভাগ্যং সাধিতং ত্বয়া । অত্ৰাপি ব্রতরাজস্ত কস্তাপি  
 ন নিবেদিতম্ । তেন তু ব্রতরাজস্ত বিধিরেব প্রচোদিতঃ । আলিভিহঁরিতা  
 যস্মাক্তমাং সা হরিতালিকা ॥ পার্শ্বত্যাচ । নামেদং কথিতং দেব বিধিঃ  
 ত্ৰিহি মম প্রভো । কিং পুণ্যং কিং ফলং তস্তাঃ কেন বা ক্রিয়তে ব্রতম্ ॥ ঈশ্বর  
 উবাচ । শূন্যদেবি প্রযত্নেন যদি সৌভাগ্যমিচ্ছসি । তোরণাদি প্রকর্তব্যং  
 কদলীতপ্তমণ্ডিতম্ । আচ্ছাদ্য পট্টবৈষ্ণব নানাবর্ণকিচিত্তিতম্ । চন্দনেন

শুগন্ধেন লেপয়েদিহ মণ্ডপম্ । পুষ্পমালা প্রদাতব্য্য নানাপুষ্পৈর্বিবিন্ধিতা ।  
 শঙ্খভেরীমৃদঙ্গাংশ্চ বাদয়েদ্বহ্নিনৈঃ । নানামঙ্গলগীতক কৰ্ত্তব্যং মম সন্ন্যসি ।  
 স্থাপয়েদ্বালুকাপিণ্ডং পার্শ্বত্যা সহিতস্ত মে । পূজয়েদ্বহ্নিঃ পুষ্পৈঃ শুগন্ধৈশ্চ  
 তথোত্তমৈঃ । ধূপদীপাদিকং কুৰ্য্যাদারত্নিকং তথৈব চ । ততস্ত স্নতপকামঃ  
 নৈবেদ্যং তত্র দাপয়েৎ । কলানি বীজজাতানি প্রদাতব্যানি যত্নতঃ । পুগীফলং  
 সত্যমূলং কপূরেণ চ নংযুতম্ । অজিফলং লবঙ্গাদি গন্ধকৈব  
 প্রদাপয়েৎ । সৰ্বং তত্র প্রক্ষিপ্যাথ মন্ত্ৰেণানেন পূজয়েৎ । শিবায়ৈ সৰ্ব-  
 মঙ্গলো শিবরূপে নমো নমঃ । শিবে সৰ্ব্বপ্রদে দেবি শিবরূপে নমোহস্ত তে ।  
 শিবরূপে নমস্তভ্যং শিবায়ৈ সততং নমঃ । নমস্তে ব্রহ্মরূপিণ্যে জগদ্ধাত্ৰ্যে  
 নমো নমঃ । সংসারভীতিবিচ্ছেদাত্ৰাহি মাং সিংহবাহিনি । যস্মিন্ গেহে ময়া  
 দেবি অচ্চিঁতাসি মহেশ্বরি । রাজ্যসৌভাগ্যদে দেবি প্রসন্নো ভব পার্শ্বতি ।  
 মন্ত্ৰেণানেন ভো দেবি পূজয়েদ্বাং ময়া সহ । কথ্যং শ্রদ্ধা বিধানেন স্থাপ্যং সৰ্বং  
 নিবেদয়েৎ । বংশপাত্রত্রয়ং কুত্বা স্নতপকামপূরিতম্ । দক্ষিণাং বস্ত্রসহিতা-  
 মাচার্য্যায় প্রদাপয়েৎ । ব্রাহ্মণায় চ দাতব্যং বস্ত্রধেহুহিরণ্যকম্ । অন্যেভ্যো  
 দাপয়েৎ দানং স্ত্রীণামাত্রয়ং তথা । কথ্যং শ্রদ্ধা পুনর্দেবি সৰ্ব্বপাটৈঃ প্রমু-  
 চাতে । সপ্তজন্ম ভবেদ্রাজ্যমবৈধব্যং পুনঃপুনঃ । স্বকুল্যায় চ দাতব্যং ফল-  
 পুষ্পাদিদৌপকম্ । কুত্বা জাগরণং সমাগদ্বা দানানি ভূরিশঃ ॥ কুত্বা ব্রতেশ্বরং  
 দেবি সৰ্ব্বপাটৈঃ প্রমুচাতে । সৌভাগ্যং লভতে পুণ্যং দারিদ্ৰ্যক বিনশ্যতি ।  
 নারী ভাদ্রতৃতীয়াগামাহারং কুরুতে যদি । সপ্ত জন্ম ভবেদ্রাজ্য বৈধব্যক  
 পুনঃপুনঃ । দারিদ্ৰ্যং পুত্ৰশোকক কৰ্কণা দুঃখভাগিনী । বসতে নরকে যোরে  
 নোপবাসং করোতি যা । কাঞ্চনে রজতে তাত্রে তথা মৃন্ময়ভাজনে । দ্রব্যং  
 দদ্যাৎ পুরোদেব্যাঃ পশ্চাৎ কুৰ্য্যাত্তে পারদম্ । এবং বিধিঃ যা কুরুতে চ নারী  
 ত্রয়া সমানী রমতে চ ভক্ত্যা । ভোগাননেকান্ ভুবি ভুজ্যমানা সাংযজ্যমুক্তিঃ  
 লভতে সুখানি । অশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়শতস্ত চ । কথ্যপ্রবণমাত্রেণ  
 তুল্যং ফলমবাগ্নুয়াৎ । এতত্তে কথিতং দেবি যুবতিব্রতশুভমম্ । কোটিযজ্ঞকৃতং  
 পুণ্যমস্যানুষ্ঠানমাত্রতঃ ॥ ইতি পদ্মপুরাণে হরিতালিকা ব্রতকথা সমাপ্তা ॥

অনন্তর দক্ষিণা দান করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে ।

উমাচতুর্থীব্রত ।

জ্যৈষ্ঠ-শুক্ল-চতুর্থীয়া জাতা পূৰ্ণিমা সতী । তন্নাৎ সা তত্র সংপূৰ্ণা

স্ত্রীভিঃ সৌভাগ্য-দায়িনী ॥ জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা চতুর্থাতে উমার জন্ম হয়। সেই কারণে স্ত্রীগণ সৌভাগ্যবুদ্ধির জন্তু এই দিনে উমার পূজা করিবে। প্রথমে আসনোপবিষ্ট হইয়া আচমন করিয়া স্বস্তিবাচনাদি করিয়া সঙ্গর করিবে। যথা,—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য জ্যৈষ্ঠে মাসি শুক্রে পক্ষে চতুর্থ্যান্তিথৌ অমুকগোত্রা ত্রীঅমুকী দেবী সৌভাগ্যবুদ্ধিকামা গণপত্যাди নানাদেবতাপূজাপূর্বক উমা পূজোপবাসকর্মাং করিষ্যে ।”

পরে স্বশাখোক্ত হুক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া সামান্যার্থ্য, আসনশুদ্ধি ও ভূত-শুদ্ধি ও প্রাণায়ামাদি করত গণেশাদি দেবতাগণের পূজাপূর্বক “ওঁ সুবর্ণ-সদৃশীং গৌরীঃ ভূজদ্বয়সমন্বিতাং। লীলারবিন্দং বামেন পাণিনি বিভ্রতীঃ সদা। সুশুক্লং চামরং ধুয়া তর্জিষ্ঠাদ্ধে চ দক্ষিণে ॥ বিন্যস্য দক্ষিণং হস্তং তিষ্ঠন্তীং পরিচিন্তয়েৎ ।” এই প্রকারে উমাদেবীকে ধ্যান করিয়া যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া পুষ্পাঞ্জলিদ্বয় প্রদানপূর্বক জপ ও প্রণাম করিবে।

### মানচতুর্থীব্রত ।

আশ্বিনমাসের শুক্লা চতুর্থীতে নারীগণ মানচতুর্থীব্রত আরম্ভ করিয়া, চারি বৎসর আচরণপূর্বক প্রতিষ্ঠা করিবেন।

হুইটী অচ্ছিন্ন মানপত্র ( কচুবিশেষ ) লইয়া একপত্রে সুবর্ণময়ী পার্কতীও ও অপরপত্রে রৌপ্যানির্মিত হরমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিবে। পূজাদমা-পনান্তে ব্রতকারিণী হবিষ্যন্ন ভোজন করিবেন। প্রতিষ্ঠার সময় মানপত্রে সুবর্ণ নির্মিত হরপার্কতীর পূজা করিবে।

পূজাক্রম যথা,—পূর্বদিবসে একবার হবিষ্যন্ন ভোজন করিয়া, পরদিন নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্বক সূর্য্যার্থ্যদান করিয়া গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাदि নবগ্রহ, ইন্দ্ৰাদি দশদিক্‌পাল, মংস্যাদি দশাবতার প্রভৃতি দেবতা-গণের গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া, স্বস্তিবাচনপূর্বক “সূর্য্যঃ সোমো ইত্যাদি পাঠ করিবে। যথা,—

“বিষ্ণুরোম্ আশ্বিনে মাসি শুক্রে পক্ষে চতুর্থ্যান্তিথৌ অমুকগোত্রা ত্রীঅমুকী দেবী পুত্রপৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্ন-নতুতিমহৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিপূর্বকমানপ্রাপ্তিকামা অদ্যারভ্য চতুর্বর্ষং গাবৎ প্রতিবর্ষীয়াশ্বিনশুক্লচতুর্থ্যাং গণপত্যাदि নানাদেবতাপূজাপূর্বক-গৌরী-শিব-পুষ্ক কথ্যশ্রবণ ভোজ্যোৎসর্গরূপমানচতুর্থীব্রতমং করিষ্যে”

এইরূপ সংকল্প করিয়া হস্ত পাঠ, আসনশুদ্ধি ও ভূতশুদ্ধাদি করিয়া গৌরীপূজা করিবে । ধ্যান যথা,—

“ও গৌরীং রত্ননিবন্ধনপুররণং পাদাম্বুজামিষ্টদাং কাকীং রত্নকুলহারনিনদাং  
নীলাং ত্রিনেত্রোজ্জ্বলাম্ । শূলাদ্যস্তসহস্রমণ্ডিতভূজামৃদুতত্বস্তনীমাবদ্ধামৃত-  
রশ্মিরত্নমুকুটাং বন্দে মহেশপ্রিয়াম্ ॥”

এইরূপ ধ্যান করত মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্থ্য স্থাপনপূর্বক পুনর্বার ধ্যান করত যথাশক্তি উপচারে গৌরীর পূজা করিয়া শিবের পূজা করিবে । অনন্তর ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব, সত্ত্বোজ্জাত, নিরুত্তি, প্রতীষ্ঠা, বিদ্যা, শান্তি, অনন্ত, স্কন্ধ, একনেত্র, একরুদ্র, বিমূর্খি, ত্রীখণ্ড, শিখণ্ডিন্, উমা, চণ্ডেশ্বর, নন্দিন, মহাকাল, গণেশ, দুয়, ভৃঙ্গরীট, স্কন্দ, ইন্দ্র ও বজ্র প্রভৃতি আবরণদেবতাদিগের পূজা করিয়া পরে কথা শুনিবে ।

ব্রতকথা ।—যুপিষ্টির উবাচ । ব্রতেন কেন ভগবন্মাননীয়া ভবিষ্যতি ।  
পুত্রিণী চ ভবেন্নারী কেন বারোগ্যমাণুয়াং ॥ অীকৃষ্ণ উবাচ । আশিনে শুকপক্ষস্য  
ষা তিথিঃ স্নাত্তুর্থিকা । মানদাত্রী তিথিঃ সা চ পুত্রিণী তদব্রতেন চ ॥ যুপি-  
ষ্টির উবাচ ॥ পুবা কেন ব্রতং চীর্ণং মর্দ্যে কেন প্রকাশিতম্ । পূজনং কস্য  
দেবস্য বিধানং বাপি কীদৃশম্ ॥ তৎসংকং শ্রোতুমিচ্ছামি তন্মে নিগদ সন্তম ॥  
অীকৃষ্ণ উবাচ ॥ অসীং পুরা কৃতযুগে বশিষ্ঠো নাম ঐব দ্বিজঃ । তস্য পত্নী  
সমাখ্যাতা সুশীলা গুণশালিনী ॥ কদাচিদতিহর্ষেণ মরীচেঃ সন্নিবিং গতা ।  
প্রণয়া চ স্মিং প্রাহ মান-প্রাপ্তি-ব্রতাপিনী ॥ স্বাধিঃ সমাগং ব্রতং প্রাহ যৎ  
কর্তব্যং বিধানতঃ ॥ মরীচিকবাচ ॥ ঈশে মাসি সিতে পক্ষে চতুর্থী ষা তিথিঃ  
শুভা । তস্যাত্ প্রপূজয়েদেবীং শঙ্করক তথৈব চ ॥ যথোপপন্নজাতেন দ্রব্যেণ,  
শুদ্ধযাবিতা । মানপত্রদ্বয়ং নীত্ব নারী কুর্গাদব্রতং মুদা ॥ একপক্ষে প্রথমে পূজ-  
য়েদ্ধরপার্বতীম্ । অপরে তু হবিষ্যন্নং ভুঞ্জীত শ্রদ্ধযাবিতা ॥ ব্রতান্তে পূজয়েদেবং  
স্বর্গপত্রে বিশেষতঃ । ইহ লোকে সুখং প্রাপ্য মানিনী বহুপুত্রিণী । সা সৰ্ব্ব  
কুলমুদ্রত্য চান্তে যতি শিবালয়ম্ ॥ ভবিষ্যত্তরে মানচতুর্থী ব্রতকথা সমাপ্তা ॥

অনন্তর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে ।

ষট্ পক্ষমী ব্রত ।

মাসমাসের শুক্লা পক্ষমী তিথিতে নারীগণ এই ব্রত আরম্ভ করিয়া ষড়্ বক্ষ  
পর্যন্ত ব্রতচরণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবেন ।

ব্রতের পূৰ্বদিন হবিষ্যন্ন ভোজন ও তৎপর দিবস ব্রতচরণ করিতে হয়। প্রথম দুই বৎসর অলবণ, তৎপর দুই বৎসর হবিষ্যন্ন ভোজন, তাহার পরে এক বৎসর কলভোজন ও এক বৎসর উপবাস করিয়া উদ্‌ঘাপন করিবে।

প্রথমে নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে আচমন করত স্বস্তিবাচন করিয়া সঙ্কল্প করিবে। যথা,—

“বিষ্ণুরোম তৎসদদ্য মাঘে মাসি শুক্রে পক্ষে পঞ্চম্যান্তির্থা অমুক-গোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী পুত্রপৌত্রাভ্যনবচ্চিন্নবিপুল-ধন-ধান্যাদি-লাভ পূর্বক বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তিকামা অদ্যারভা বর্ষষট্‌কং যাবৎ প্রতিমাসীয়-শুক্লপঞ্চমাং গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বকলক্ষ্মীবিষ্ণুপূজা কথা শ্রবণ-রূপ ষট্‌পঞ্চমীব্রতমহং করিষ্যে।”

অনন্তর সঙ্কল্প সূক্ত পাঠ, আসনশুদ্ধি, মাতৃকাত্যাস ও ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি করিয়া গণেশ, শিবাাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিকৃপাল-প্রভৃতি দেবতাগণকে পূজা করিবে। অনন্তর “ওঁ বিষ্ণুঃ শারদচন্দ্রকোটিসদৃশঃ” ইত্যাদি বিষ্ণুর ধ্যান (২৯ পৃ দেখ) করত পূজা করিয়া করাস্ত্রাসপূর্বক লক্ষ্মীর ধ্যান করিবে। যথা,—

“ওঁ লক্ষ্মীং গৌরবর্ণাং দ্বিজাং নবযৌবনসম্পন্নাং পদ্মহস্তাম্ পদ্মনেত্রাং নানালঙ্কারভূষিতমভয়বরদাং হরিপ্রিয়াম্ ॥”

এইরূপ ধ্যান করিয়া হস্তস্থিত পুষ্প স্বীয় মস্তকে দিয়া মানসোপচাবে পূজা করিয়া পুনর্বার করাস্ত্রাস ও ধ্যান করিয়া শালগ্রামে বা ষটে যথাশক্তি উপচারে পূজা করত তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া প্রণাম করিবে। যথা।—“লক্ষ্মীং সর্বদেবানাং যথা বসসি নিত্যশঃ। হিরা ভব তথা দেবি মম জন্মনি জন্মনি ॥ সর্বভূতহিতার্থায় যথা নারায়ণে স্থিতা। তথা ত্বং পাহি মাং দেবি সর্বলক্ষণসম্ভবে ॥ লক্ষ্মীং সর্বভূতানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে। যা গতিস্বৎ-প্রপন্নানাং সা মে ভূয়ান্তদর্চনাং ॥ অনন্তর “ওঁ গোবিন্দায় নমঃ” এই ক্রমে কুবেরায়, কার্ত্তিকৈয়ায়, গুরুবে, কেশবায়, অনন্তায়, মাধবায়, গঙ্গাটৈ, ইন্দ্রায়, ব্রহ্মণে, প্রহ্লাদায়, অনিরুদ্ধায়, তুর্গাটৈ, শ্রীটৈ, সার্বভৌ, ধমুনাটৈ, হরয়ে, হরায়, বাসুদেবায়, অষ্টবসুভ্যাং, সর্কেভ্যো দেবেভ্যাং, সর্কাভ্যো দেবীভ্যাং, এই সকল দেবতাগণের পূজা করিবে। অনন্তর ভোজ্যোৎসর্গ করিবে। (২৮২ পৃ দেখ)

অথ কথা।—লোমসস্ত মুনিশ্রেষ্ঠঃ বেদবেদান্তপারগম্। ত্রিষ্ঠুতঃ সহ

শিষ্যৈশ্চ তপস্বী মণিপৰ্কসিতে ॥ পৌলস্ত্যস্তত্র গতা চ পশ্চচ্ছ মুনিসত্তমম্ । কেন  
বা হেতুনা নারী নরাণাং ছলভা ভবেৎ ॥ সৌভাগ্যং জায়তে কেন তন্মে কথয়  
বিস্তরাৎ ॥ গোমদ উবাচ । ভদ্রং প্রযতরুদ্ধেদং পৌরাণিকমনুত্তমম্ । শৃণুতাং  
পর্যতাং নৃণাং সদ্যো হরিতনাশনম্ ॥ ক্রয়তাং মুনিশাৰ্দ্ধল কথ্য পরমপারনী ॥  
পুরা মধুবনে রম্যে নানারক্ষসমাকুলে । নানাপক্ষিসমাকীর্ণে পিকভ্রমরনাদিতে ।  
তত্রাসীদেবদেবেশো মুরারিঃ প্রিয়য়া সহ । অথ তত্র শুভেহরণো নারদো  
ব্রহ্মণঃ স্তুতঃ । তীর্থযাত্রাপরিশ্রান্তো বেদবেদাঙ্গপারগঃ । পর্যটন্ বিবিধান্ লোকান্  
মর্ত্যালোকং সমাগতঃ ॥ তত্রস্থঞ্চ মহারক্ষসম্বং বহুশাধিনঃ । নারদঃ সমুপাগম্য  
বিশ্রামং কৃতবাস্তুতঃ ॥ তস্যাধোহতিশুভে স্থানে শীতলানিলাসেবিতৈ । শয়ানং  
কমলাকোড়ে রুদ্ধং দদর্শ নারদঃ ॥ প্রদক্ষিণং ততঃ কুশা প্রণম্য চ বথাবিধি ।  
উবাচ বচনং রুদ্ধং নারদো বিনয়ান্বিতঃ ॥ নারদ উবাচ । ব্রতেন কেন দেবেশ ন  
নারী ছঃখভাগিনী । স্থিরাং লক্ষ্মীঞ্চ সৌভাগ্যং প্রাপ্নোতি কথয়স্ব মে ॥ ততঃ  
গদ্যাং সমালোক্য কেশবো বাক্যমব্রবীৎ । অহং নিদ্রাষিতো দেবি মুনয়ে  
কথ্যতাং স্বয়া ॥ লক্ষ্মীকুবাচ । ব্রতমস্তি মহাপুণ্যং স্বর্গীয়ং ভূবি ছলভম্ ॥  
দেবপত্নী-কৃতং পূৰ্ব্বং স্বর্গাদৌ ব্রহ্ম-নির্মিতম্ । ত্রীপঞ্চমীব্রতং নাম সৰ্ব্বপাপহরং  
পরম্ । তস্তাভ্যুত্থানমাত্রেন স্থিরাং লক্ষ্মীমবাশ্রুয়াৎ ॥ নারদ উবাচ । বিধিনা কেন  
বা দেবি কিংবা তত্র প্রপূজয়েৎ । কিয়ৎকালঞ্চ কৰ্তব্যং তন্মে ব্রাহ্মি হরিপ্রিয়ে ॥  
লক্ষ্মীকুবাচ । মাঘে মাসি সিতে পক্ষে পঞ্চমীয়া শুভা ভবেৎ । তস্তামান্নভ্য  
কৰ্তব্যং যাবৎ ষড়্ বৎসরো ভবেৎ । সপনং শীতলৈস্তোমৈর্দিব্য-গন্ধ-সমম্বিতৈঃ ।  
পূজনং বিবিধৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈর্নানাবিধৈরপি ॥ পূজয়েৎ বিবিধৈর্ভোগৈঃ পায়সৈঃ  
পিষ্টকৈস্তথা । সংবৎসরব্যতীতে তু অগ্নিবাহুতিভিচ্চ মাম্ ॥ আদ্যদ্বয়মলবণেন  
হবিষ্যেণ দ্বয়স্তথা । ফলেনৈকেন কৰ্তব্যমুণাবটৈঃ প্রতিষ্ঠয়েৎ ॥ অনেন বিধিনা  
যা তু কৰোতি পঞ্চমীব্রতম্ । সপ্তদ্বীপ-পতেঃ পরীসা ভবেৎ নাত্র সংশয়ঃ ॥  
মাঘে মাসি সিতে পক্ষে পঞ্চমীয়া প্রকীৰ্ত্তিতা । তন্মাং পূজ্যা সদালক্ষ্মীঃ কমলা  
কমলোদ্ভবা । অষ্টবধব্যঞ্চ সৌভাগ্যং ধন সম্পত্তি-বৰ্দ্ধনম্ । পুত্রপৌত্রং তথারোগ্যং  
লভতে নাত্র সংশয়ঃ । ত্রীপঞ্চমীব্রতং নাম যা করিষ্যতি নিত্যশঃ । তস্যা  
গেহে স্থিরা লক্ষ্মীৰ্বধা নারায়ণে স্থিরা ॥ মার্কণ্ডেয়ারাঘয়েন্নারী পঞ্চমাং শ্রদ্ধয়া  
সদা । গন্ধপুষ্পাদিনা চৈব স্থিরাং লক্ষ্মীমবাশ্রুয়াৎ ॥ শচীব পুরুষুতস্য রতীৰ  
মদনস্য চ । রোহিণীব শশাঙ্কস্ত যথা গৌরী হরস্ত চ ॥ অরুণতী বশিষ্ঠস্য দ্রোণদী  
পাণ্ডবস্ত চ । যথাহং বাসুদেবস্য নিশ্চিতং সা তথা ভবেৎ ॥ এবং যা কুরুতে

নারী পঞ্চমীব্রতমুত্তমম্ । সা সঙ্কুলমুচ্ছ্য বিষ্ণুলোকে মনীয়তে ॥ ইতি ভবিষ্য  
পুরাণোক্তা শ্রীপঞ্চমীব্রত-কথা ॥ অতঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিত্রাবধারণাদি করিবে ।

ঋষিপঞ্চমীব্রত ।

ভাদ্র শুক্লা পঞ্চমীতিথিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া প্রতিবর্ষীয় ভাদ্র  
শুক্লা পঞ্চমীতে ব্রতচরণ করিয়া সপ্তমবর্ষে ব্রত উদ্‌ঘাপন করিবে ।  
চতুর্থী দিন হবিষ্যন্ন ভোজন করিয়া পর দিবস ব্রতান্তে শাকাহার করিবে ।

নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে শুদ্ধাসনোপবিষ্ট হইয়া ঋতি বচনাদি করত  
সঙ্কল করিবে । যথা,—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্য ভাদ্রে মানি শুক্ল পক্ষে পঞ্চমাস্ত্রিখৌ অমুকগোত্রা  
শ্রীঅমুকী দেবী রজস্বলাবস্থাকৃতভাগুস্পর্শজন্যদোষোপশমনকামা শ্রীবিষ্ণু-  
ঐতিকামা বা অত্মারভ্য সপ্তবর্ষপর্য্যন্তং প্রতিবর্ষীয় ভাদ্রশুক্লপঞ্চম্যাং গণে-  
শাদি নানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকসপ্তঋষি পূজাভবিষ্যপুরাণোক্তকথাপ্রবণরূপ ঋষিপঞ্চ-  
মীব্রতমহং করিষ্যে ।

এইরূপ সঙ্কল করিয়া হস্ত পাঠ করত সামান্যার্থ্য স্থাপন, আসন-  
শুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়ামাদি করিয়া গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদি-  
ত্যাদিনবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পাল ও মংস্যাদি দশাবতার প্রতীতি দেবতাগণের  
পূজা করিয়া সপ্ত ঋষিগণের পূজা করিবে । যথা,—“ওঁ কশ্যপায় নমঃ”  
এই ক্রমে—অত্রয়ে, ভরদ্বাজায়, বিশ্বামিত্রায়, গৌতমায়, জমদগ্নয়ে, বশিষ্ঠায়,  
ইহাদের প্রত্যেকের যথাসক্তি উপচারে পূজা করিয়া পূর্ব্ববৎ বিষ্ণু ও লক্ষ্মী  
দেবীর (২৯২ পৃ দেখ) পূজা করিবে । তৎপর পূর্ব্ববৎ ভোজ্য উৎসর্গ করিয়া  
কথা শ্রবণ করিবে ।

ব্রতকথা—শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ॥ শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি পঞ্চমী ঋষিসংজ্ঞিকা ।  
কথয়িষ্যামি যৎ কুত্বা নারী পাপাং প্রমুচ্যতে ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ ।  
কীদৃশী পঞ্চমী কৃষ্ণ কথং বৈ ঋষিসংজ্ঞিকা । পাতকান্মুচ্যতে কস্মিন্নারী  
যচ্ছুলোত্তব ॥ পাপানি চ বহুত্র বিদ্যন্তে কিল কেশব । রূপয়া ঋষি-  
পঞ্চম্যাং কস্মাৎ পাপাং প্রমুচ্যতে ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ । অজ্ঞানাজ্-জানতো  
বাপি যা স্ত্রী জাবজ্জহলা । উপস্পৃশতি ভাগ্যানি গৃহকর্মাণি সংস্থিতা ।  
প্রাপ্নোতি সা মহৎপাপং মৃত্যু চ নরকং ব্রজেৎ । শৃণু তৎ কারণং  
যজ্ঞাৎ বর্জ্যা নারী রজস্বলা ॥ প্রোৎসার্য্য দূরতঃ সর্পিণ চাতুর্ধর্য্যোন ভারত ।

ব্রহ্মহত্যাং পুরা শক্ৰো ব্রহ্ম হত্বা মহাসুরং । তথা বৈ রাজশার্দূল ব্রীড়িতো  
ব্রহ্মহত্যায়া ॥ ব্রহ্মণঃ সমুপাগচ্ছেদান্নয়নঃ শুদ্ধিকারণাং । শুদ্ধিক প্রার্থয়ামাস  
তদা শক্ৰঃ পিতামহাং ॥ ততো দেবৈঃ সহ ব্রহ্মা কণং ধাত্বা চকার বৈ ।  
শুদ্ধিং শক্ৰস্ত রাজেন্দ্র প্রহ্ষষ্টেনাস্তুরায়না ॥ বিভজ্য ব্রহ্মহত্যাঞ্চ চতুর্দ্ধা চ  
চতুর্দ্ব্যং । প্রক্ষিপ্য চ মহারজ চতুঃস্থানেষু বৈ তদা ॥ বহ্নৌ তু প্রথমা জ্বালা  
নদীষু পর্বতেষু চ । তথা রাজন্ শিলামৃৎসু উষরে চৈব পার্থিব । ততো রজস্বলা  
নারী প্রোৎসার্য চ প্রযত্নতঃ । ব্রহ্মণঃ শাসনাং পার্থ চাতুর্কর্গোচ্চ ভারত ॥  
প্রথমেহহনি চাণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মবাতিনী । তৃতীয়ে রজকৌ প্রোক্তা চতুর্থেহহনি  
শুধ্যতি ॥ অজ্ঞানাজ্জ্ঞানতো বাপি জাতং সংসর্গপাতকম্ । তস্ত পাপস্ত  
নাশার্থং কার্যেয়ং ঋষিশঙ্কমী ॥ সর্বপাপপ্রশমনী সর্বোপদ্রবনাশিনী । ব্রহ্ম-  
ক্ষত্রিবিট্ত্রীভিত্তিং কার্যং প্রযত্নতঃ ॥ ত্রীক্ষণ উবাচ । তথাত্তদপি রাজেন্দ্র  
প্রবক্ষ্যামি কথাস্তরম্ । পুরাকৃতযুগে রাজা বিদর্ভায়াং বভূব হ ॥ সেনজিন্নাম  
রাজর্ষিচাতুর্বর্ণস্য পালকঃ । তস্ত দেশে বসন্তিপ্রো বেদবেদাঙ্গপারগঃ । স্মিত্রো  
নাম রাজেন্দ্র সর্বভূতহিতে রতঃ । ঋষিভিঃ সদা স্বীযং কুটুমং পালয়ত্যসৌ ॥  
তস্ত ভার্য্যা চ সাক্ষী চ পতিবাক্যপরায়ণা । জয়শ্রীর্নামতঃ খ্যাতা বহুভূতা-  
সুহৃজ্জনা । সুচরিত্রা খলা ভূতাসর্ববর্ণনপোষয়ং । জয়শ্রীরপি রাজেন্দ্র প্রায়ট্ কালে  
সুমধ্যমা ॥ ক্ষেত্রাদিনিরতাভীব ব্যাকুলীকৃতমানসা । একদা চান্নয়নঃ প্রাপ্তং  
মৃত্যুকালং ব্যলোকয়ং ॥ রজস্বলাপি সা রাজন্ গৃহকর্ম চকার হ । তাণ্ডাদীন্  
শ্মশতে পার্থ ঋতুপ্রাপ্তে তু ভামিনী ॥ কালেন বহনং পার্থ পকৃতং সমুপাগতা ।  
তদ্বর্ভা চৈব বিপ্রোহসৌ কালধর্ম্মমুপেগিবান্ ॥ এবং তৌ দম্পতৌ রাজন্ স্বকর্ম-  
বশগৌ তথা । ভার্য্যা তু তস্ত বিপ্রস্ত ঋতুসম্পর্কদোষতঃ ॥ শুনীযোনিমহুপ্রাপ্তৌ  
স্মিত্রোহপি নরেশ্বর । তস্তাঃ সম্পর্কদোষেণ বলিবদৌ বভূব হ ॥ স্মিত্রস্ত  
সুতোহপ্যাসীদ গুরুশুক্রবণে রতঃ । স্মতিনাম ধর্ম্মাত্মা দেবতাতিথিপূষকঃ ॥ তস্ত  
তৌ পিতরৌ পার্থ ঋতুসম্পর্কদোষতঃ । তির্ঘ্যগ্ধ্যোনিমহুপ্রাপ্তৌ কিঞ্চিৎ পুণ্য-  
প্রভাবতঃ । উভৌ জাতিষরৌ রাজন্ বভূবতুররিন্দম ॥ সূতসৈব গৃহে  
মাতা জয়শ্রীঃ শুনকা তদা । আসিদ্ভাজংস্তদা নিত্যং স্বরশী পূর্বপাতকম্ ॥  
স স্মিত্রোহপি তাতস্ত স্মতেস্ত নরেশ্বর । নিত্যং লাল্ললকর্ষী চ বলীবদৌ  
বভূব চ ॥ ক্ষয়েহহনি চ সংপ্রাপ্তে স্মতিঃ সুরতঃ পিতুঃ । ভার্য্যাং চন্দ্রবতী  
সাক্ষীমুবাচ শ্রদ্ধয়াবিতঃ ॥ অদ্য শ্রাদ্ধদিনং পিত্রোঃ কর্তব্যং চারুহাসিনি ।  
ভোক্তব্যং প্রাক্গৈর্ভোক্ত পাকশুদ্ধিবিধীয়তাং । তথা চ পাকশুদ্ধিবৈ কৃত্য



স্বভৰ্জ্ঞানানাং । যুক্তং পায়সভাণ্ডে চ সৰ্পেণ গরলং বিভো ॥ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মবধাভীতা  
 শুনীভাণ্ডং সমস্পৃশৎ । দ্বিজভাৰ্য্যা চ তদৃষ্ট্বা উষ্মু কেন জঘান চ । পাক-  
 শুদ্ধিঞ্চ রাজেন্দ্র ব্রাহ্মণী চ পুনঃ কৃত৷ । ততো ভুক্তেষু বিশেষু আয়াতেষু  
 নরাধিপ । উচ্ছিষ্টং হি প্রদত্তং ন শুনীস্পর্শস্য দোষতঃ ॥ চন্দ্রবত্যা নিপুণয়া  
 নিক্ষিপ্তং ধরণীতলে । দ্বারস্থিতা যা চ শুনী উপবাসস্তদাকরোং ॥ ততো  
 নিশি প্রবৃত্তায়াং সা শুনী ক্ষুত্ৰায়িতা, বলীবর্দ্ধমুপাগত্য ভর্তারমিদমব্রবীৎ ॥  
 বুভুক্ষিতায়া নাথাহং ন দত্তং ভোজনং মম । উচ্ছিষ্টং পূরিতং দ্বারি ক্ষুণ্ণা  
 মাং পীডাতে ধ্রুবম্ । ততঃ প্রাহ স চান ভানু ভদ্রে পাপং ত্বয়া কৃতং । কিং  
 কৰোমি ন শকোমি ভারবাহিত্বমাগতঃ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ॥ তয়োঃ সংবদ-  
 তোরবেৎ মাতাপিত্রোন্নরাধিপ । শুশ্রাব স্মৃতিবার্ক্যং শুন্যাশ্চ নিশি ভাষিতম্ ।  
 ততো ব্রজন্যাং তৎকালে তেন দত্তং স্নাতোজনম্ । স্বমাতরং বিদিত্বা তু দত্তবান্  
 স্মৃতিতদা ॥ ততোহসৌ হৃৎখিতঃ পুত্রো জাহ্নবস্থং তদা তয়োঃ । মাতা  
 পিত্রোক্ত রাজেন্দ্র ততোহসৌ প্রস্থিতো বনম্ ॥ জাতুমিহান্ পূৰ্ব্বকৃতং মাতা-  
 পিত্রোশ্চ ভারত । তত্র গম্য জ্ঞানব্রহ্মানুধীন পরমবাগ্মিকান্ ॥ প্রণিপত্যা ব্রবীৎ  
 স্বাক্যং হিতকৈব তদা তয়োঃ ॥ স্মৃতিরুবাচ । কেন কৰ্ম্মবিপাকেণ পিতরৌ  
 মে তপোবনাঃ । ইমামবস্থং সংপ্রাপ্তৌ যোগ্যেতে চ ততঃ কথং ॥ ঋষয়  
 উচুঃ । তব মাতা পুত্রা বিপ্র স্বগৃহে বালভাবতঃ । ঋতুপ্রাপ্তং বিদিত্বা  
 তু সম্পর্কমকরোত্তদা । তেন কৰ্ম্মবিপাকেণ শুনীবোনিমুপাগতা । পিতা  
 সম্পর্কদোষণ বলীবর্দ্ধো বভূব চ । ত্বং তয়োঃ স্মৃতিকামার্থং কুরুষ ঋষি-  
 পক্ষমীম্ । ভাৰ্য্যা সহ বিশেষ্য ঋষীন্ সংপূজ্য যত্নতঃ । এবং ব্রতে কৃতে  
 বিপ্র ঋষিপক্ষমীসংজ্ঞিতে । যোগ্যেতে পিতরৌ পাপাং পূৰ্ব্বজন্মসমুদ্ভবাং ॥  
 স্মৃতিরুবাচ । কেনোপায়েন কৰ্ত্তব্যং কিং দানং কস্য পূজনম্ ॥ ঋষয় উচুঃ ।  
 নস্তাদৌ চ স্নসংস্নাভ্যা ঋষীন্ সংপূজয়েদধ্রুবম্ ॥ তাত্রপাত্রেষু সংস্থাপ্য  
 শুভ্রবস্ত্রসমবৃতম্ । বোড়শৈরুপচারৈশ্চ ঋষীন্ সংপূজ্য যত্নতঃ । শাকা-  
 হারশ্চ কৰ্ত্তব্যো নীবারৈঃ শ্রামকৈস্তথা ॥ প্রাপ্তে ভাদ্রপদে মাসি শুক্ল-  
 পক্ষে তু পক্ষমীম্ । ঋতুসম্পর্কদোষাতু মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।  
 এতচ্ছ্রুত্বা চ স্মৃতিঃ পুনরপ্যাহ তানুধীন । কেন চাদৌ পুত্রা চীর্ণং ব্রতমেত-  
 নুনীশ্বরঃ ॥ প্রাপ্তক কালমেতস্ত ব্রতশাস্য সুভক্তিতঃ । বিশানং কীদৃশকাস্য  
 তৎ সৰ্ব্বং ক্রহি সত্তম ॥ ঋষয় উচুঃ । শৃণু বিপ্র যথার্থং ত্বং পুত্রাবৃত্তং কথা  
 শুশ্রুম ॥ খেতঃখস্য চ সংবাদং ব্রহ্মণা সহ স্মৃত্ত ॥ খেতঃখ উবাচ । প্রতানি

দেবদেবেশ ব্রতানি বিবিধানি চ । সাম্প্রতং মে সমাচক্ষু সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ॥  
 ব্রহ্মোবাচ । শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি ব্রতানাং ব্রতমুত্তমম্ । ঋষিপঞ্চমীতি  
 বিখ্যাতা সৰ্বপাপপ্রণাশিনী । যেন চীর্ণেন রাজেন্দ্র নরকং নৈব পশুতি ।  
 অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ॥ বৈদেহোভূদ্ভিজ্জশ্রেষ্ঠ উত্কো নাম  
 নামতঃ । তস্ত ভাৰ্য্যা সুশীলা চ পাতিব্রতাপরায়া ॥ তস্যাঃ স্বাপত্য-  
 যুক্তায়াঃ পুত্রোহপি ক্রতভূষণঃ । অধীতবান্ সাক্ষবেদং ধৰ্ম্মশাস্ত্রানি সৰ্বশঃ ॥  
 সমানে চ কুলে তেন সূতা চাপি বিবাহিতা । বিবাহিতৈব সা দেবী বৈধব্যং  
 প্রাপ্য সত্বরম্ ॥ সতীকং পালয়ন্তী সা হাস্তে নিজপিভুর্গৃহে । তস্মিন্ দুঃখে চ  
 সংপ্রাপ্তে পুত্রং সংস্থাপ্য বৈশ্বানি ॥ গঙ্গাতীরে বনং প্রাপ্য তত্র তস্থে তয়া সহ ।  
 স তরাধাপয়ামাস শিয়ান্ বেদান্ দ্বিজোত্তম ॥ সূতা চ কুরুতে তত্র পিতৃভূক্ত্যষণং  
 পরং । পিতৃভূক্ত্যষণং কৃত্বা পরিব্রাজ্য কদাচন । নিশীথে কিল সংস্রজ্য  
 কুমিরশিরজায়ত ॥ তথাবিধাস্ত তং দৃষ্ট্বা বিবস্ত্রাং প্রেতরে স্থিতাম্ । শিষ্যা  
 নিবেদয়ামাসুস্তম্ভাজে কঙ্কণাবিতাঃ । ন জানীমো বয়ং কিঞ্চিদেবী সাধ্বী  
 তথাবিধা । কুমিরশিময়ী জাতা মাতা চ প্রতিদৃশতে ॥ তদ্বজ্রপাতসদৃশং শ্রবণা  
 শিষ্যৈরুদীরিতম্ । সংভ্রান্তা মনসা শীঘ্রং তৎসমীপমুপাগতা । সতীং তথাবিধাং  
 দৃষ্ট্বা বিললাপ স্নুদুঃখিতা । মুচ্ছিতা তাপমাসাদ্য সূতাং প্রাপ্য চ মায়য়া ॥ কণেন  
 প্রাপ্তচৈতন্ত্যা তামুখাপ্য স্নুযজ্য চ । তামালিক্য চ বাহভ্যাং নিষ্ণে তং পিতুরন্তি-  
 কম্ ॥ স্বামিনমবদং সাধ্বী কেন দুষ্টেন কৰ্ম্মণা । নিশীথে সংপ্রস্রপ্তেয়ং জায়তে  
 কুমিসংকুলা । এতচ্ছ্রুত্বা ততো বাক্যং মুনির্ধ্যানপরায়ণঃ । জাহ্না নিবেদয়ামাস  
 তস্তাঃ প্রাগ্জন্মচেষ্টিতম্ ॥ ঋষিরুবাচ ॥ প্রাগিযং সপ্তমেহীতে জয়নি ব্রাহ্মণী  
 হভূং । নোৎসসার চ ভাণ্ডেভ্যাং সংজাতাপি রজস্বলা । তস্তাস্তৎপাপভাবেন  
 জায়তে কুমিবদ্বপুঃ ॥ রজস্বলাপি পাপেন যুক্তা ভবতি চানবে । তথানয়া  
 সখীসঙ্গাদব্রতং দৃষ্ট্বা সমাপিতুম্ । দৃষ্ট্বা ব্রতপ্রভাবেন জাতা দ্বিজকুলে মম ।  
 অবমান্য তস্তাশ্চ কুমিরশিভুমাগতা ॥ এতত্তে কথিতং সৰ্বং কারণং কল্লকা-  
 কৃতম্ ॥ সুশীলোবাচ । দর্শনেনাপি যস্যাস্য বিপ্রাণাং ধার্ম্মিকে কুলে । জন্ম  
 যুগদ্বিধানাক জায়তে ব্রহ্মবৰ্চসম্ ॥ অবজ্রয়া প্রজায়ন্তে বিগ্রহে কুমিরশয়ঃ ॥  
 মহাশৰ্য্যাকরং নাম তদ্ব্রতং কথয়ন্ত মে ॥ ঋষিরুবাচ ॥ সুশীলে শৃণু তৎসম্যগ্  
 ব্রতানাং ব্রতমুত্তমম্ । যেন চীর্ণেন সহসা তস্যাং পাপাং প্রমুচ্যতে ॥  
 দুঃখত্রয়বিষাতশ্চ জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ কুলানি চ বিবৰ্দ্ধন্তে সম্পদশ্চ  
 নিরাপদঃ ॥ নভস্যে গুরুপক্ষে তু যদা ভবতি পঞ্চমী । নদ্যাতিবু তদা

জ্ঞানং কৃতা নিয়তমানসা ॥ বিধায় নিত্যকৰ্ম্মাণি স্বধীন স্মৃত্বা প্রপূজয়েৎ ॥  
 জ্ঞাপয়েৎ বিধিবদ্ভক্ত্যা পঞ্চমৃতরসৈঃ শুভৈঃ । সমাধায় শুভৈর্বৈভুঃ সোপবী-  
 তৈৰ্বথাবিধি । চন্দনাগুরুকর্পূরৈর্বিলিপ্য চ স্তুগচ্ছিত্তিঃ ॥ পূজয়েৎবিবিধৈঃ পুষ্পৈ-  
 র্গন্ধমূলাদিদীপকৈঃ । ততো নিবেদয়েদন্নমর্ঘ্যং দত্ত্বা শুভৈঃ কলৈঃ ॥ কণ্ঠপোহজি-  
 ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রোহথ গৌতমঃ । জমদগ্নির্বাশিষ্ঠশ্চ সঠেপ্তভে স্বয়ঃ স্মৃতোঃ ॥ মন্বা  
 সম্পাদিতং ভক্ত্যা গৃহস্থর্যাস্ত সপ্ত বৈ । ব্রাহ্মণান্ পূজয়েৎ সম্যগ্ বস্ত্রালঙ্করণা-  
 দিভিঃ । দত্ত্বাৎ সংপূজ্যা গাং তেভ্যঃ পর্যঙ্কং গুরবে বৃধঃ । পরিধাপ্য সপত্নীক-  
 মাচাৰ্য্যং তং স্বশক্তিতঃ ॥ কৃতা পূৰ্ণস্বধীন সপ্ত সৌবর্ণান্ রাজতাংস্তথা । পলমা-  
 ত্রান্ বাষ্মাত্রপ্রমাণাংস্তান্ স্বশক্তিতঃ ॥ তৰ্ভূতং প্রাপ্য চানুজামত্ৰথা দৌষতাগ্-  
 ভবেৎ । বিধবা তু প্রকুর্বীত দৌষনাশায় চান্বনঃ । শ্রোতব্যমিদমাখ্যানং  
 শাকাহারং প্রকল্পয়েৎ ॥ স্থতিব্যাং ব্রহ্মচর্য্যেণ হৃদি ধ্যানপরায়ণঃ । অনেন  
 বিধিনা সম্যক্ সপ্ত বর্ষাণি চাচরেৎ । ব্রতাদৌ ব্রতমধ্যে বা ব্রতান্তেষু চ  
 ভামিনি ॥ উদ্বাপনঞ্চ কৰ্ত্তব্যং ক্রয়তাং কথয়ামি তে । উদ্বাপনং বিনা  
 শীলে নৈব পূৰ্ণং ভবেৎ ফলম্ । তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন কুর্যাদ্ উদ্বাপনং শুভম্ ।  
 মাসি ভাদ্রপদে শুক্লচতুর্থ্যামেকভক্ষণম্ । উপোষণঞ্চ পঞ্চম্যাং বিধিবৎ কৰ্ত্তু-  
 মর্হসি ॥ গৃহীত্বা নিমগ্নং সৰ্বং দম্ভধাবনপূৰ্ব্বকম্ । স্বয়শ্চ প্রকৰ্ত্তব্যঃ সৌবর্ণা  
 রাজতাংস্তথা ॥ মণ্ডলং সৰ্বভোভদ্রং দেবতাপূজনং তথা ॥ অত্রণং স্থাপয়েৎ কুন্তং  
 নূতনং সূমনোহরম্ । বস্ত্রযুগ্মেন সংছন্নং গন্ধাতৈস্তং প্রপূজয়েৎ ॥ কঙ্কশূমা-  
 কমাধাশ্চ ত্রীহিগোধূমমুদাকাঃ । যশাশ্চৈব প্রদাতব্যা ব্রতকৰ্ম্মণি শোভনাঃ ।  
 সৰ্বধাতুং তিলৈঃ সার্কং ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদাপয়েৎ ॥ পায়সাজ্যতিলৈর্যুক্তং শতপত্রৈঃ  
 সমৰ্চিতম্ ॥ সহস্রোমেতি বস্ত্রেণ হোমং কুর্য্যাৎ ঐযত্নতঃ । অষ্টোত্তরশতং হস্তা  
 গাং দত্ত্বাচ দ্বিজাতয়ে । আচাৰ্য্যব্রহ্মঋষিগ্ভ্যো বস্ত্রালঙ্কারদক্ষিণাঃ ॥ অঙ্গুরীযক  
 রাজেন্দ্র বিত্তশাঠ্যং ন কারয়েৎ । অত্র বজ্জারতে পুণ্যং তৎ শৃণু স্ব সমাহিতঃ ॥  
 সৰ্ব্বভীৰ্ণেষু যৎপুণ্যং সৰ্ব্বভীৰ্ণেষু যৎফলম্ । সৰ্ব্বদানেষু যৌ বস্মন্তদস্য ব্রতকারণাৎ ॥  
 কুরুতে বা ব্রতং নারী সা সম্যক্ স্তব্ধমাশ্রুয়াৎ ॥ রূপলাবণ্যসংযুক্তা পুত্রপৌত্রাদি-  
 সংযুতা । ব্রতস্যাস্য প্রভাবেন জাতিং স্মরতি পূৰ্ব্বিকাম্ ॥ ইতি শ্রদ্ধা ব্রতং  
 চক্রে কল্পকায়ৈ ফলং দদৌ । তৎফলস্য চ সামর্থ্যাৎ তৎক্ষণাৎ স্বৰ্গমাপ সা ॥  
 এবং কৃতে ব্রতে বিপ্র স্বধিপক্ষমীসংজ্ঞিতে । মোক্ষোতে পিতরৌ পাণাৎ  
 পূৰ্ব্বজন্মসমর্জিতাং ॥ ব্রতস্য স্বধিপক্ষম্যাঃ পুণ্যেন দ্বিজসন্তম । স্বতু-  
 সম্পর্কঃ পাপং ক্ষয়ং যাতি ন সংশয়ঃ ॥ ইতি শ্রদ্ধা তু সূমতিস্তৎসৰ্বং

আধিত্যম্ । গৃহে গৃহা ব্রতক্রে সতর্বাঃ শ্রদ্ধয়াচিত্তঃ । কৃত্বা সর্বং  
বখোক্তক্ মাতিপিত্তোঃ কলং দদৌ । ব্রতপুণ্যপ্রভাবেন পিতরৌ তৌ কুবোনিতঃ ।  
মুক্তৌ ভূপতিশাঙ্গীকৃৎ বিমানবরমাহিতৌ । দিব্যান্বরধরৌ ভূত্বা গচ্ছন্তৌ ব্রহ্মণঃ  
পদম্ ॥ স্ত্রীমত্নৈঃ সুরগণৈব্রতস্যাস্য প্রভাবতঃ । এতত্তে কবিতঃ রাজন্  
ব্রতনাং ব্রতমুক্তম্ ॥ স্বমপ্যোতত্বং কৃত্বা সানুজঃ সঙ্গরে রিপুন্ । জিত্বা  
হৃষ্যোদনাঙ্গীকৃত্ব রাজ্যং প্রাপ্যসি নিশ্চিতম্ । দ্রৌপদ্যা সহ ধর্ম্মান্বন স্ত্রী  
ভব মহামতে । যে পঠিত্বৈদমাখ্যানং শৃণুস্তি শ্রদ্ধয়াচিত্তাঃ । কীর্ত্তয়ন্তি চ যে নিত্যং  
তে মুক্তা নাত্র সংশয়ঃ ॥

ইতি ভবিষ্যন্তরে ত্রীকৃষ্ণযুধিষ্ঠিরসংবাদে ঋষিপঞ্চমী ব্রত কথা ॥

অতঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে ।

### অরণ্যযজ্ঞীভূত ।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লযজ্ঞী অরণ্যযজ্ঞী নামে কথিত । এই যজ্ঞীতে নারীগণ  
ভালবস্ত্র হস্তে লইয়া বনগমন করিয়া বিদ্যাবাসিনী যজ্ঞীদেবীর আরাধনা করত  
ফলমূলাদি সেবন করিলে, সন্ততি লাভ হইয়া থাকে ।

প্রয়োগ যথা,—পুরোহিত প্রথমত আসনোপবিষ্ট হইয়া আচমন পূর্বক স্তম্ভি  
বাচন করত ‘সূর্য্যঃ নোমো’ ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া সঙ্কল করিবেন । যথা,—

“বিষ্ণুরোম্ তংসদত্ব জ্যৈষ্ঠে মাসি শুক্রে পক্ষে যজ্ঞীস্তির্থো অমুকগোত্রায়াঃ  
শ্রীমত্যা অমুকদেব্যাঃ শুভসন্ততিপ্রাপ্তিকামনয়া গণপত্যাদিনানাদেবতা পূজা-  
পূর্বকবিদ্যাবাসিনীস্কন্দযজ্ঞীপূজন কর্ম্মাহং করিষ্যামি ।”

এই প্রকার সংকল করিয়া হস্তপাঠ করত সামান্যার্থ্য স্থাপন, আসনশুদ্ধি ও  
ভূতভূতাদি করিয়া, গণেশ, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল, শিবাদি  
পঞ্চদেবতা ও মৎস্যাদি দেবতাগণের পূজা করত করতাস ও অঙ্গত্ৰাস করিয়া  
স্কন্দযজ্ঞীর ধ্যান করিবে । যথা—

“ওঁ দ্বিভূজাং যুবতীং যজ্ঞীং বরাভয়দুতাং শ্রবৎ । গৌরবর্ণাং মহাদেবীং  
নানালঙ্কারভূষিতাম্ । দিব্য-বস্ত্রপরীধানাং বামকোড়ে সপুত্রিকাম্ । প্রসন্ন-  
বদনাং নিত্যং জগদ্ধাত্রীং সুখপ্রদাম্ ॥ সর্বলক্ষণসম্পন্নাং পীনোন্নতপয়ো-  
ধরাম্ । এবং ধ্যয়েৎ স্কন্দযজ্ঞীং সর্বদা বিদ্যাবাসিনীম্ ॥”

এইরূপ ধ্যান পাঠ করিয়া বিশেষার্থ্য স্থাপনানন্তর পুনর্বার ধ্যান করিয়া

“ও বিজ্ঞবাসিন্যে স্বন্দযঠ্যে নমঃ” এই মন্ত্রে যথা শক্তি উপাচারে পূজা সমাপন করিয়া প্রণাম করিবে । প্রণাম মন্ত্র যথা,—

“ও জয় দেবি জগন্মাতর্জগদানন্দকারিণি । প্রসীদ মম কল্যাণি নমস্তে যষ্টি-  
দেবি তে ॥” অতঃপর কথা শ্রবণ করিবে ।

ব্রতকথা ।—সাধোঃ সমুদ্রসেনস্য সর্বাঘরশোভনা । হৃথিতা স্রুমনা নান্দ্রী  
যুবতী সা বভূব হ ॥ সাধোহিরণ্যরাজস্য সূতায়ৈনং দদৌ পিতা । বিহুযে স্বর্ণ-  
রাজায় স্বধর্মনিরতায় চ ॥ ততো নাবং সমাক্রুহ বার্ণজার্থং গতৌ হি সঃ ॥ শুভঃ  
স্বপ্নবশুরযোরন্তোং সাপি চাপ্রিয়া ॥ বন্ধুভিনিন্দ্যমানা চ রুরোদাতীয  
হুঃখিতা । সম্মার যষ্টিকাং দেবীং সর্কদা স্রুমনা তথা ॥ প্রসীদ বরদে দেবি  
নমস্তে মাতরদিকে ॥ ততোহতিকৃপয়াবিষ্টা দেবী ভগবতী তদা । বৃদ্ধাং  
তনুং সমাশ্রিত্য পুরতঃ সংস্থিতাবীং ॥ দেব্যাবাচ । কুরু পুত্রি ব্রতং যষ্ঠ্যাং  
সর্কদা কামদায়কম্ । জ্যেষ্ঠে মাসি সিতৈ-পক্ষে যষ্ঠ্যাং বনসমীপতঃ ॥ সুবর্ণ-  
প্রতিমাং যষ্ঠীং কৃহা বা চন্দনায়িকাম্ । পূজয়েৎকপুষ্পাদ্যৈশ্চতুষ্কোণে  
চ মণ্ডলে ॥ ধূপদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্নানাকলসমধিতৈঃ ॥ চন্দনাগুরুতাম্বুলৈরং-  
গুতৈশ্চ প্রপূজয়েৎ ॥ স্বন্দস্য জননীং দেবীং মন্ত্ৰেণানেন সুরতে । ও যাজী  
ঙ্ং কার্ত্তিকেয়স্য যষ্ঠী যষ্ঠীতি বিধিতা ॥ তৎপ্রসাদাদহং দেবি আপুয়াং  
বুদ্ধিমন্তমাম্ । রূপং দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে । পুত্রান্  
দেহি ধনং দেহি সর্কান্ কামাংশ্চ দেহি মে ॥ তদা ভগবতী দেবী সর্কাতীষ্টপ্রদা  
ভবেৎ । ইত্যঙ্কুঃ সা মহাদেবী তত্রৈবাস্তহিতাভবৎ ॥ উপদেশবশাতস্যশ্চক্রে  
সা ব্রতমুক্তমম্ । তৎপ্রসাদাক্রনৈর্বার্যন্তৈঃ স্বর্গরত্নাদিভিস্থতা ॥ পুত্রৈঃ পরিবৃত্তা  
সাদ্বী ভাতি ত্রিবিধ রূপিণী ॥ তস্যা জ্যেষ্ঠস্বতস্যাথ ধর্মরাজস্য চান্দ্রনা । যঠ্য  
যং সমুপশ্রুতং রত্নপুষ্পকলাদিকম্ ॥ তদগ্রভাগং ভূজানা ন্যবসং পাপচারিণী ।  
ততঃ কোপপরা যষ্ঠী শশাটিনাং সুরুঃখিতা । ভূহা ভূহা বিনশ্যন্ত পুত্রান্তে  
মম কোপতঃ ॥ ততো বিদ্যাধরঃ পূর্বং কার্ত্তিকেয়েন ধীমতা । শস্ত্রো বৈ  
সম্ভকুন্তস্ত নিবাসায় চ মাহুযে ॥ প্রত্যাদেশাত্তু যষ্ঠ্যাশ্চ তস্যাং জাতোহভবৎ  
স্বয়ম্ । বড়্গর্ভজাতমাত্রোহসৌ প্রাণান্ত্যক্তা তু গচ্ছতি ॥ সা চাপমানিতা  
সর্কৈর্বার্যকৈবশ্চ নিরাকৃত্য । গুর্জিণী চাতি হুঃখার্থা বিবেশ গহনং বনম্ ॥  
তস্যাঃ যজ্ঞঃ সদা যজ্ঞীং ফলপুষ্পাদিদীপকৈঃ । নপুংসাং জীবনার্থায় পূজয়েৎ  
প্রযত্নায়িকাম্ ॥ অস্ত্রে রূপতাকায়ান্ত দাবানলসমীপতঃ । স্রুবে সা চ উষঙ্গী  
পুত্ৰবৈ কামকপিণম্ । ততঃ স রূপয়াবিষ্টো মাতুঃ সুরতি হুঃখিতঃ । কথ-

মেনামনাধাঞ্চ সদা প্রসবদুঃখিতাম্ ॥ নিজ্রাপহৃতজ্ঞানং ত্যক্ত্বা গচ্ছামি  
 মাতরম্ । বনস্থং দশমাংশচ প্রিয়মাণোহনয়া ক্রবম্ ॥ এতন্নিমন্তরে কালে  
 বিজ্ঞার্থ্যঃ সমাগম্যঃ ॥ ভাবিত্বো বামনয়না উচুর্কিচ্ছাধরং প্রতি ॥ উত্তিষ্ঠ  
 নাথ গচ্ছামঃ স্বস্থানং কমলালয়ম্ । কথমস্মান্ পরিত্যজ্য তিষ্ঠসি হ মিয়ৎ-  
 ক্ষণম্ ॥ বিদ্যাধর উবাচ । ইয়ং মে জনয়িত্রী হি নদাঃ প্রসবদুঃখিতা । বিশেষতো  
 বনস্থা চ বহুভিষ্ঠ বিবর্জিতা ॥ ত্যক্ত্বৈনাং সুখসম্পত্তির্নৈহামূত্র চ বিদ্যাভে ।  
 প্রতানি মে পুরাণানি চেতিহাসানি বৈ স্থিরঃ ॥ অনাথাং মাতরং পুত্রস্ত্যজেন-  
 পরাধতঃ । স যাতি নরকং পাপী নিশ্চিতং ধর্মশাসনাং ॥ গর্ভধারণপোষাত্মাং  
 জননী হৃদিকা গুরুঃ । দোবযুক্তো গুরুস্ত্যাজ্যঃ পিতা ভ্রাতা চ বান্ধবঃ ॥  
 মাতরং ভগিনীক্షাপি সদোষামপি ন ত্যজেৎ । মাতরং কপিলাকপি যশ্চ  
 কুর্ঘ্যাং প্রদক্ষিণম্ ॥ প্রদক্ষিণীকৃত্য তেন সপ্তরূপা বসুন্ধরা । গচ্ছধ্বং হি  
 মহাভাগা আশ্রমং দেবনির্মিতম্ । শীঘ্রং সমাগমিষ্যামি ছলমাপ্রিত্য কক্ষন ।  
 নৃত্যগীতৈশ্চ নৈনৈশ্চ পিতা মাং ন নয়েদযদি । সমাগমং তদা বিদ্ধি নিশ্চিতং  
 সুরযোষিতঃ । নার্য উচুঃ ॥ যদ্যেতদপি কুরীত কর্তব্যং কিং ত্বয়া প্রভো ॥  
 বিদ্যাধর উবাচ । গন্ধপুস্পকলৈঃ বর্জ্যং পিতা ন পূজয়েদযদি । তদা সমাগমি-  
 ষ্যামি বর্জীজাগরবাসরে ॥ ব্রাহ্মণানাঞ্চ নির্দোষৈর্দেবদধনিপুংসবৈঃ ॥ ন পূজ-  
 য়েদযদা বর্জীং তদা যাস্যাম্যহং পুনঃ ॥ নার্য উচুঃ । যদ্যেতদপি কুরীত  
 কর্তব্যং কিং ত্বয়া প্রভো । তস্মাদ্ভং বদ চাস্মাকং গমনস্যাপ্যুপায়কম্ । বিজ্ঞাধর  
 উবাচ ॥ নামান্নপ্রাশনে চৈব বীণাবাদিত্রিনিস্বনৈঃ । নটনর্তকশকৈশ্চ নানন্দং  
 কুরুতে যদি । গোবিন্দেতি সমাহ্বানং পিতা ন কুরুতে মম । তদা সমাগমিষ্যামি  
 নিশ্চিতং সুরযোষিতঃ । নার্য উচুঃ ॥ যদ্যেতদপি কুরীত কর্তব্যং কিং ত্বয়া  
 প্রভো ॥ বিজ্ঞাধর উবাচ ॥ রাজনাপিতকেশাংশ্চ চূড়য়াঃ করণে মম । সুরেণ চ  
 লবিষ্যামি স মে পাদে পতেদযদি । পট্টচট্টৌ সমাদায় ছত্রধারশ্চ ভক্তিমান্ ।  
 তথাহি প্রতিবাসিন্যাঃ কুত্মাণ্ডবিটপঞ্চ যৎ ॥ সহস্রফলসংযুক্তং লবিষ্যামি ন  
 সংশয়ঃ । সাপি বস্ত্রযুগং দত্ত্বা মংপাদেবু চ হর্ষিতা ॥ যদা হমাবসীযুক্তো ভবে-  
 দ্বারঃ কুক্ষস্য চ । বস্ত্রব্যং তত্র মে তৈলমপকুষ্ঠং প্রদীয়তাম্ । সদধমীনং কৃত্যন্নং  
 ভোজনার্থঞ্চ দেহি মে । বারতিথ্যাশ্চ সংযোগে দোষো বৈ জায়তে মহান্ ।  
 ইত্যাকল্য জননী যদ্যভীষ্টং প্রদাস্যতি । তদা কিল বিবাহস্য সময়ে মুখ-  
 চন্দ্রিকে ॥ প্রার্থনীয়ং পানপাত্রং পর্কটীজলপূর্ণকম্ । মক্ষিকাংকরচিতং  
 স্বাঘ্রনং সোদনং দধি ॥ দ্বাদশাকস্য পানীয়ং প্রাপ্নোতি যদি তৎক্ষণাৎ । জৈষ্ঠে

মাসি সিতে পক্ষে বষ্ঠ্যাং বষ্ঠীং ন পূজয়েৎ । মধ্যাহ্নে চ দিনে স্থিৎ৷ সমাহ্বানং  
 করিষ্যৎ । সুশ্রদ্ধাক্যবশাদেব গমিষ্যামি ন সংশয়ঃ । ইত্যুক্ত্বা প্রেষয়ামাস স্ব-  
 হ্বানং সুরথোষিতঃ । কোপিনীনাং তদা তাসাং কৈলাসং প্রেতি সত্বরম্ ॥  
 গরুড়ীনাং কস্যামিৎ পতিতং হস্তকঙ্কণম্ । সা তত্র প্রসবিজী চ মুখ্যায়  
 নিদ্রয়া নৃতা ॥ অপশ্যচ্চক্ষুঃশীল্য পুরতো হস্তকঙ্কণম্ । সমাদায় তদাজ্জাক্ষী-  
 দেবেত্যো ব্রজকায়রান্ ॥ তান্বাচ তদা সা তু শৃণুতৈধোবিদায়কাঃ । অহং  
 হিরণ্যরাজস্য জ্যেষ্ঠপুত্রস্য চাক্ষনা । বনে মহতি গন্তীরে জীবৎপুত্রা বসাম্যহম্ ।  
 জ্ঞাপিতব্যো ভবন্তিৎ সংস্বামী লোকবোষ্টিতঃ । যথা নয়তি মাং ক্ষিপ্ৰং নৃত্য-  
 গীতাদিবাদনৈঃ । ততস্তৈজ্ঞাপিতঃ স্বামী সমায়াতো বলৈবৃতঃ । আদায়  
 পত্নীং পুত্রঞ্চ জগাম স্বগৃহং পুনঃ । ততঃ প্রভৃতি তৎ শ্রদ্ধা বিস্মৃতৌ  
 মাতৃপুত্রকৌ ॥ হারয়ামাস তদ্রব্যং বষ্ঠীং পূজয়িতুং ততঃ । অথ বষ্ঠেহক্ষি  
 সাম্যাহ্নে গন্ধপুষ্পফলাদিভিঃ ॥ মণিমাণিক্যরত্নাদৈধূপদীপৈশ্চ বষ্ঠি কাং । পূজিতা  
 চাহ বণিজং বয়ং বরয় সুরত ॥ সাধুকবাচ ॥ জীববৎসা চ ভাষ্যা মে ভবতীতি  
 ময়া ব্রতম্ ॥ এবমস্থিতি সা দেবী উজ্জ্বা চান্তর্হিতাভবৎ ॥ নামান্নপ্রাশনে  
 চৈব কৃতস্তত্র মহোৎসবঃ । গোবিন্দেতি চ নামাস্য কৃতং পিত্রা মহাশ্রনা ॥  
 ততো নাপিতসেবাকং ব্রতভঙ্গলবস্ত্রকৈঃ । কৃত্বা পক্ষপলং স্বর্ণং দত্ত্বা তৎপাদ-  
 সন্নিধৌ ॥ উবাচ পতিতঃ সাধুনাপিতং শৃণু মে বচঃ । যদি মহৎ দদাসি ত্বং  
 পুত্রং পুত্রী ভবাম্যহম্ । স মে বিদ্যাধরঃ পুত্রশ্ছসনর্থ মিহাগতঃ । চূড়ান্তে ভবতঃ  
 কেশার্ণববিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ পট্টিচট্টৌ সমাদায় ভবান্ পাদে পতেদ-  
 যদি । তদা তিষ্ঠতি মে পুত্রঃ পুত্রভিক্ষাং দদম্য মে । নাপিতস্যাহুমত্যা চ কৃত-  
 চূড়া যথাবিধি । ততঃ স্বর্ণপলং দত্ত্বা প্রার্থিতা প্রতিবাসিনী ॥ কুশাণ্ডবিটপে  
 ছিন্নে পাদয়োঃ পতিষ্যামি । কিয়ৎকালং তথা ছিন্নে গৃহীত্বা বাসসী কিল ।  
 পতিতে পাদয়োস্তান্তে বিস্মৃতোহসৌ মহাবলঃ ॥ কুজবারেহপ্যাম্রাঞ্চ যদ-  
 ভীষ্টং দদৌ পিতা । বিবাহে চ তথা পাত্রং পর্কটীজলপূরিতম্ । মক্ষিকা-  
 পক্ষ্মরচিতং ব্যজনং সোদনং দধি । দ্বাদশাকস্য পানীয়ং প্রার্থিতং প্রাপ্য তৎ-  
 গুণাং ॥ জ্যেষ্ঠে মাসি ততঃ বষ্ঠীং ন চৈবাচ্চরতে যদি । বষ্ঠ্যাকৈব ময়াবশ্যং গন্তব্যং  
 নাজ সংশয়ঃ ॥ ইতি সন্ধিস্ত্য মনসা স্থিতোহসৌ গমনোৎসুকঃ । ততঃ বষ্ঠ্যাক  
 শুক্লয়াং ধূপদীপফলাদিভিঃ ॥ মাতা বষ্ঠীঞ্চ সম্পূজ্য প্রার্থয়েৎ সূতমঙ্গলম্ ।  
 যত্র যাতি কুশায়োহসৌ তত্র সাপ্যাহুগুরুতি ॥ অথ মধ্যাহ্নকালে চ বিদ্যাধর্যঃ  
 সমাগতাঃ । গোবিন্দেতি সমাহ্বানং চক্ররাকাসংস্থিতাঃ ॥ তাসাং বাক্য-

বশাদেব গচ্ছন্তঃ সুরযোষিতম্ । ততো মাতা সমাদায় পুত্রকেদমুবাচ হ ।  
অনাথাং মাতরং ত্যক্তা বালাঈক্য তথা বধূম্ । গচ্ছতো নৈব ধর্ম্মোহসৌ বিনা  
চ পিতুরাজ্ঞয়া ॥ ধর্ম্মং বিলজ্য গন্তুং হি যদি তে নিশ্চিতং মনঃ । কঙ্কণক  
গৃহাণেমং মম প্রাণাংশ্চ তং পরম্ ॥ ইতি মাতৃবচঃ শ্রুত্বা তাসাং সম্বোধনং কৃতম্ ।  
যথাকালং গমিষ্যামি কিয়ং কালমপেক্ষতাম্ । মাতুরাজ্ঞাং সমানীয় গৃহং  
প্রতি নিবর্তিতঃ । য ইদং শৃণুযাদ্ভক্ত্যা বঠ্যাখ্যানং পুরাতনম্ । শীঘ্রং স হি  
সুতং প্রাপ্য প্রয়াতি পরমাং গতিম্ ॥ ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্তারণ্যবতীভ্রতকথা ॥  
অতঃপর দক্ষিণা, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যপ্রশমনার্থ বিষ্ণুস্মরণ করিবে ॥

ব্রত ।

ভাদ্রমাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে শিবদুর্গার পূজা করিলে তাহার আর পর  
জন্মে পৃথিবীতে কিছুই দুঃপ্রাপ্য থাকে না । এই তিথিরই নাম নলিতাসপ্তমী ।  
এই ব্রত যাবজ্জীবন করিতে হয় এবং ডোর ধারণ করিতে হয় ।

পূজা প্রণালী যথা,—প্রথমত আচমন করিয়া শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া  
হস্তিবাচনাদিপূর্বক সঙ্কল্প করিবে । যথা,—

বিষ্ণুর্নমোদ্য ভাক্রে মাসি শুক্লপক্ষে সপ্তম্যাস্তিথা বারভ্য যাবজ্জীবনপর্য্যন্তং  
অমুকগোত্রা শ্রীমতী অমুকী দেবী অনবচ্ছিন্নসন্ততিধনধাত্তমহৈখধ্যাপ্রাপ্তি-  
পূর্বকশিবলোকপ্রাপ্তিকামা গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বক শিব-দুর্গাপূজাতৎ-  
কথাশ্রবণরূপকুকূটীরতমহং করিষ্যে ।

এইরূপ সংকল্প করিয়া শূঙ্ক মন্ত্র পাঠ করত সামাশ্রাধাস্থাপন এবং আসন-  
ভুক্তি প্রভৃতি সম্পন্ন করিয়া গণেশাদি-দেবতাগণকে বথাবিধানে পূজা করন্ত  
পঞ্চবর্ণের শুঁড়িধারা সর্করতোভদ্রমণ্ডল ( ২১১ পৃ দেখ ) রচনা করিয়া তদুপরি  
শিবদুর্গাপ্রতিমা সংস্থাপন করত “ওঁ অঘোরায় নমঃ” এই ক্রমে,—“নৃসিংহায়,  
পরশুরামায়, বুদ্ধায়, কল্কিনে, দশাবতারায়, পৃথিবী, অনন্তায়, বাস্তুপুরুষায়,  
মহাদেবায়, বাসুদেবায়, ব্রহ্মণে, গৌরীয়া, লঙ্কায়, সরস্বতী, সাবিত্রী, গন্ধারৈ,  
বসুনাট্যে, ইন্দ্রায়, শট্টায় ।” ইহাদের প্রত্যেকের পক্ষোপচারে পূজা করিয়া “ওঁ  
ধ্যায়েন্নিত্যং” ইত্যাদি মহাদেবের ধ্যান করিয়া মহাদেবের পূজা করত দুর্গার পূজা  
করিবে । ধ্যান যথা,—“ওঁ সুবর্ণসদৃশীং গৌরীং ভূজঙ্ঘরমম্বিতাং । লীলারবিজ্ঞং  
বামেন পাণিনা বিভ্রতীং সদা । সূক্তরূং চামরং ধৃত্বা ভর্গস্যাক্ষে চ দক্ষিণে ।  
বিন্ধ্যস্য দক্ষিণং হস্তং তিষ্ঠন্তীং পরিচিস্তয়েৎ ।” এইরূপ ধ্যান করিয়া “ওঁ দ্রীং



হুৰ্গায় নমঃ” এই মন্ত্ৰে যথাশক্তি উপচাৰে উমার পূজা কৰিবে। পৰে অষ্টগ্ৰন্থি-  
যুক্ত নূতন ডোর ধারণ কৰিয়া “ওঁ অষ্টতন্ত্ৰসমায়ুক্ত মষ্টগ্ৰন্থিসমধিতং। উমা-  
শঙ্করপ্ৰীত্যৰ্থং স্বকরে ধারণাম্যহং॥” ইহা পাঠ কৰিয়ে এবং “ওঁ নমস্তে  
পার্কীতীদেব্যা চণ্ডিকায়ে নমোহস্ত তে। হুৰ্গায়ৈ হুৰ্গৰূপায়ৈ স্তুতদ্রাণৈ নমো  
নমঃ॥” বলিয়া উমার নমস্কাৰ কৰিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্ৰে শিবকে প্ৰণাম  
কৰিবে। যথা,—

“ওঁ নমস্তে পার্কীতীনাথ নমস্তে শশিশেখৰ। দক্ষযজ্ঞবিনাশাৰ নমস্তে  
কামনাশন॥” অনন্তর কথা শ্রবণ কৰিবে।

### ব্ৰতকথা।

ত্ৰীক্ষণ উবাচ। মহৰ্ষি লোমশো নামমৰ্থ রামাগতঃ পুৰা। সোহৰ্কিতো বহুদে-  
বেন দেবক্যা চ যুধিষ্ঠিৰ॥ উপবিষ্টঃ কথাঃ পুণ্যঃ কথয়ামাস বৈ তদা।  
ততঃ কথয়িতুং ভূয়ঃ কথামেতাং প্ৰচক্ৰমে॥ কংসেন নিহতাঃ পুত্ৰা জাতা জাতাঃ  
পুনঃপুনঃ। মৃতবৎসা দেবকি ত্বং পুত্ৰহুংখেন হুংখিতা॥ যথা চন্দ্ৰমুখী দীনা  
বভূব নহষপ্ৰিয়া। তথা ত্বং দেবকি ভদ্রে মৃতবৎসাতিহুংখিতা॥ পশ্চাচ্চীৰ্ণং ব্ৰতং  
স। তু বভূবাক্ষয়বৎসিকা। ত্বমেব দেবকি তথা ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ॥ দেবক্যুবাচ॥  
কা সা চন্দ্ৰমুখী দীনা বভূব নহষপ্ৰিয়া। কথং চীৰ্ণং ব্ৰতং সম্যক্ তথা সম্ভুতিবৰ্দ্ধ-  
নম্। নহষঃ কস্য দেশস্য রাজা বা কস্য চান্ধয়ঃ। কথং মৃতসুতা সাক্ষরী তথৈ  
নিগদ বিন্ধুরাং॥ এতৎ সৰ্বং সমাচক্ষু বাহলোন মহামুনে॥ লোমশ উবাচ॥ শৃণু  
দেবি প্ৰবক্ষ্যামি যথা দৃষ্টং ময়া পুৰা। সংবাদং রাজপত্ন্যাশ্চ মালিকায়াশ্চ স্মৃততে।  
অযোধ্যায়াং পুৰা রাজা নহষো নাম বিশ্ৰুতঃ। তন্ত্ৰ রাজ্ঞী মহাদেবী নামা  
চন্দ্ৰমুখী প্ৰিয়া॥ পুরোহিতস্যা তন্ত্ৰৈষ পত্নী নামা চ মালিকা॥ দৃঢ়া প্ৰীতি-  
স্তয়োৱাসীৎ স্পৃহণীয়া পরম্পরম্॥ অথ তে চাপি মিত্ৰাণ্যো মানার্থং  
সরযুতটে। রম্যে টেব সরিত্তোৱে নানাপক্ষিসমাকূলে। নানামুনিসমাকীৰ্ণে  
নানাপুষ্পবিরাজিতে। হংসকারণ্ডবাকীৰ্ণে দ্বিরেকমঞ্জুবোষিতে। এতস্মিন্নেব  
কালে তু কামিভ্যঃ সুরলোকতঃ। আগত্য মানমাচৰ্ণ্য মণ্ডলং চক্ৰু কৃত্তমম্।  
লেখয়িত্বা শিবং শান্তং পার্কীত্যা সহ শঙ্করম্॥ ব্ৰহ্মপতিং পুরোধায় ব্ৰতং কুৰ্ব্বন্তি  
যত্নতঃ। উৰ্ব্বশী-মেনকা-রস্তা-চিত্ৰলেখা-তিলোত্তমাঃ॥ রক্তবাসঃ-পরীধানা-  
নানালঙ্কারভূষিতাঃ। নানোপায়নপানীয়া নানাপুষ্পসমধিতাঃ। একান্তভক্ত্যা  
বিধিবৎ পুষ্পযন্ত্ৰো মুদাধিতাঃ। পাৰ্শ্বসৈঃ পিষ্টকৈশ্চৈব ধূপদীপৈৰ্মনোহরৈঃ।

শঙ্খধ্বজা জয়ধ্বজা জীণামূলুউল্ধবনৈঃ । করে বৈ ভোরকং বন্ধা শৃঙ্খতি  
 তাং কথাং শুভাম্ । এতস্মিনেব কালে তু মালিকানুপবস্নতে । সৰ্বং দদৃশু-  
 দূরান্ দৃষ্ট্বা গন্তং মনো দধে । তত্র গহ্না সবিনয়মপুচ্ছং প্লব্ধয়া গিরা ॥ মিত্রা-  
 গানুচতুঃ । ব্রতং যুগ্মাভিরেকত্র কিমেতং ক্রিয়তে মুদ্রা । কথয়ধ্বং মহাত্মাগাঃ  
 কিমেতং কস্য চাচ্চর্নম্ । কিং ফলং বাস্য করণে কো দেবঃ পূজাতেহহ্র  
 বৈ । এতং সৰ্বং বিস্তরেণ বিধানং চাস্য কীদৃশম্ । তৎসৰ্বং শ্রোতুমিচ্ছাবো  
 বদধ্বং রূপয়াস্বিতাঃ । স্মিয় উচুঃ । শৃণেতং কথয়ামোহহ্র যং পুচ্ছথঃ শুচি-  
 স্মিতে । পূজিতোহযাভিরেতস্মিন্ পার্কীত্যা সহ শঙ্করঃ । ভাদ্রে মাসি সিতে  
 পক্ষে সপ্তম্যাং ললিতালয়ে । ফলৈঃ পুষ্পোপহারৈশ্চ ধূপদীপৈর্মনোহরৈঃ ।  
 ফলানি চাষ্টৌ দেয়ানি করে বন্ধা স্তডোরকম্ । অষ্টগ্রন্থিসমায়ুক্তং তথা চাষ্ট-  
 গুণায়িতম্ । ধারণীয়মিদং তাবদযাবৎ প্রাণস্য ধারণম্ । বন্ধা স্তত্রমিদং শুভ্রং  
 শিবস্যান্মা বিশেষতঃ । পুত্রদং দনদকৈত সৌভাগ্যারোগ্যবর্দ্ধনম্ । বর্ষে বর্ষে  
 প্রকর্তব্যং যত্নেন কুকুটীব্রতম্ । অষ্টবর্ষে তু সম্প্রাপ্তে প্রতিষ্ঠামাচরে তদা ॥  
 শঙ্করং উময়্য সার্বং সৌবর্ণং রাজতন্তুখা । তাত্রপাত্রে প্রতিষ্ঠাপ্য ব্রাহ্মণায়  
 প্রদাপয়েৎ । ভোজ্যানি চাষ্টৌ দেয়ানি উল্লকক চতুষ্টয়ং । পায়সং পিষ্টককৈব  
 ভক্ষ্যান্ ভোজ্যান্ মনোরমান্ । সকুল্যান্ ভোজয়িত্বা তু স্বয়ং ভুক্ত্বীত  
 তৎপরা । এবমেব বিধানেন যা কৰোতি ব্রতোত্তমম্ । তস্যাঃ সন্ততিবিচ্ছেদো  
 ন কদাচিদভবিষ্যতি । তাসাং তরচনং ক্ষত্র্য মিত্রাণ্যো তে চ ভারত ॥  
 চক্রতুশ্চ ব্রতং তত্র বন্ধা দৌৰ্ভ্যাং স্তডোরকম্ । মিত্রাণ্যো তে তু  
 স্বগৃহং জগ্মহুস্তরয়াসিতে । কালেন মহতা দৈবাৎ বিস্মৃতং তদব্রতং  
 নুপ । প্রমত্তয়া চন্দ্রমুখ্যা বিস্মৃতে চ স্তডোরকে ॥ তদ্ব্রতং বহুযত্নেন কৃতং  
 মালিকয়া মুদা । সুপ্রজা স্তস্মিরা বৃহা ব্রতন্যাস্য প্রসাদতঃ ॥ ততঃ কতিপয়ে  
 কালে মৃত্যু চন্দ্রমুখী যদা । তস্যাঃ স্নেহাদহোরাত্রে মৃত্যু মালা দ্বিজপ্রিয়া ।  
 অরণ্যে নির্জনে দেশে সা বভূব প্লবঙ্গমী । মালিকা কুকুটী জাতা সা সমাগ-  
 ব্রতপালনাং ॥ ব্রতস্যাস্য প্রভাবেন কুকুটী বহুপ্লজিণী । জাতিস্মরা চ তত্রৈব  
 স্পৃহণীয়া পরম্পরম্ । তদোরাঙ্গীদ্ভা প্রীতিরবক্ষে নির্জনেহপি চ । পুনশ্চ  
 তদ্বিনং প্রাপ্য অহোরাত্রৈশ্চ তে মৃতে ॥ তথৈব তে চ মিত্রাণ্যো যাতে  
 জাতিস্মরে তথা । সংভূয় ভূয়ঃ সময়ে শ্রাগ্ ব্রতমকরোৎ পুনঃ । তদ্বিনে  
 তদ্বিনে প্রাপ্তে পুনঃ কালে চ তে মৃতে । তে দেবমাতকে দেশে জাতে গোকুল-  
 সংজকে । রাষ্ট্রো জায়া বভূব পৃথ্বীনাথস্য সা পুনঃ । ঈশ্বরী নাম বিখ্যাতা

সা তু রাজোহতিবল্লভা ॥ অগ্নিমীড়দ্বিজসাসীং ভাৰ্য্যা ভূষণনামিকা । পুরো-  
হিতস্য কালেন কুকুটী বহুপুত্রিকা । জাতিশ্ৰয়া চাষ্টপুত্রা তথৈবায়তপুত্রিকা ।  
পুনর্নিরন্তরা প্রীতির্কৃত্বাথ দ্বয়োঃ শুভে । তজ্জেশ্বরী পুত্রমেকমমৃত চিরয়ো-  
গিনম্ । নববর্ষে তু পঞ্চমগমৎ স যুধিষ্ঠির ॥ অথ তাং ভূষণা দৃষ্টু মগমৎ পুত্র-  
দুঃখিতাম্ । সখী তাং বদতি মেহাং সর্বপুত্রসমধিতা । অযুক্তাভরণা নিত্যং  
স্বভাবেনৈব ভূষিতা ॥ তাং দৃষ্ট্বা পুত্রিণীঃ ভবাঃ প্রজজ্ঞালেশ্বরী কমা । ততো  
গৃহং প্রেষয়িত্বা সখীং তাং তীর্থমংসরা ॥ চিন্তয়ামাস সা রাজ্ঞী তস্যঃ পুত্রবধং  
প্রতি । বিবলদ্রু কয়া রাজ্ঞী তস্যঃ পুত্রং বানাশয়ৎ । সখ্যা সহ সূদা যুক্তা  
নিত্যে কালং কথঞ্চন । তৎকালং ভূষণা স্থিত্বা স্বগৃহং গন্তুমুচ্যতা । হতাহতাশ তে  
পুলাঃ পুনর্জীবন্ত্যনাময়াঃ ॥ তন্মাম গ্রহণং কৃতা পুলানাংহুয় সর্বশঃ । জীবয়িত্বা  
সুতং সর্বং স্বগৃহং সা গতা তদা । দৃষ্ট্বা তু বিস্মিতা রাজ্ঞী সখীমাহুয় চৈকদা ।  
ততঃ সা পৃচ্ছতী রাজ্ঞী ভূষণামগ্রতঃ স্থিতা । ঐশ্বর্যবাচ । কিং ত্বং জানানি  
চাৰ্শ্বঙ্গি কিং ব্রতং বা ত্বগামঘে । কেন বা হৃদিকা দেষি কৰ্ম্মণা শোভসে  
ভুবি । কেন মন্ত্রপ্রদানেন পুত্রান্ জীবয়সে হতান্ । ময়াপরাধং সংক্ষম্য সাধু  
মাং বদ সূত্রতে । যেন তে নিহতাঃ পুত্রাঃ পুনর্জীবন্ত্যনাময়াঃ । বহুপুত্রা  
জীবৎসা অযুক্তাভরণা কথং । শোভনে হৃদিকং ভদ্রে বিজ্ঞাত্সৌদামিনী যথা ॥  
ভূষণোবাচ ॥ ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে সপ্তম্যাং ললিতালয়ে । স্নাত্বা শিবং  
লেখয়িত্বা মণ্ডলে চ সহাসিকম্ ॥ তন্ত্র্যা বিধিবৎ সম্পূজ্য করে বন্ধা সুডো-  
রকং । যাবজ্জীবং ময়া ধার্য্যং শিবল্যাস্ত্রনিবেদিতম্ । তৈত্যেবং সময়ং কৃতা  
ততঃ প্রভৃতি ডোরকম্ । স্বারোপ্যময়ং বাপি করেণাপি সুধারয়েৎ । পৃষ্ঠা  
তু ভূষণা সাক্ষী প্রাগ্ভূতান্তং যথাতথম ॥ কথয়ানান কুপয়া প্রাগ্জয়নি কৃতঞ্চ  
যৎ । জন্মত্রয়ং ত্বয়া সাক্ষিঃ কৃতং বৈ কুকুটীব্রতম্ ॥ তেনাহং সুস্থিরা  
নিত্যং জীবৎসা সদা সখি । শিবভূগা প্রসাদেন নাসুখং বিজ্ঞতে মম ॥  
এতদ্ব্রতং ময়া পূৰ্ণং ত্বয়া সহ কৃতঞ্চ যৎ ॥ তেনাহং সর্বদোষেণ রহিতা সুস্থিরা  
সদা । স্বর্ণালঙ্কারগর্ভেণ বিস্মৃতং ন কৃতং ত্বয়া ॥ প্রমত্তয়া দর্পশরীরয়া ত্বয়া  
দৌম্যং শিবং সর্বসুখপ্রদঞ্চ । ন চাচ্চনং তদব্রতধারণঞ্চ ততঃ প্রিয়ে শৌক-  
বিবাদসাগরে । নিমগ্নচিত্তা সততং ছনোষি ॥ শঙ্করং ভূগয়া সাক্ষিঃ দৌর্বর্গ্য  
রাজতং তথা । তাত্রপাত্রে প্রতিষ্ঠাপ্য ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ । পায়সং  
পিষ্টককৈব ভক্ষ্যং ভোজ্যং প্রব্রতঃ । সকুল্যান্ ভোজয়িত্বা তু স্বয়ং ভুক্তীত  
তৎপরং । মণ্ডলং দোমসবিতুঃ শিবশক্তিসমধিতং । সম্পূজ্য সখি হস্তাপ্য

ত্রৈলোক্যোৎপি ন বিদ্যতে । তদৈব তদ্ব্রতং পূৰ্ণং ত্বয়া সহ ময়া কৃতম্ ॥  
 তম্ব্যচরিতং ভক্ত্যা তেনাহং সুস্থিরা সখি । ত্বয়া নাচরিতং সম্যগ্‌দৰ্পো-  
 ন্ততশরীরয়া ॥ তেন তে সন্ততিস্থিরা রাজ্যোৎপি চাতি হুংখিতা । ইতি শ্রুত্বা  
 ততো রাজ্ঞী নিঃশ্চল চ পুনঃপুনঃ । পতিয়া পাদয়োস্তথাঃ কিং করোমীতি  
 বাদিনী । তাং দৃষ্ট্বা হুংখিতাঃ দেবী ভূষণা পুনরব্রবীৎ । ভূষণোবাচ ।  
 এষ প্রভাবঃ কথিতো ব্রতস্যাশ্চ ময়া তব ॥ অৰ্দ্ধং তুভ্যং প্রদাস্যামি তত্ত্ব ধৰ্ম্মশ্চ  
 সুব্রতে ॥ ইত্যুক্ত্বা ভূষণা দেবী দয়াং কৃষ্ণাপি তাং প্রতি । অৰ্দ্ধং কলং ব্রতস্যাশ্চ  
 দত্ত্বা হুংখঃ নিবারিতং । সখীভাবং প্রতীচ্ছ ত্বং নাত্র কার্য্যা বিচারণা । অথ সা  
 প্রতিজ্ঞগ্রাহ ব্রতদানকলং ততঃ । সম্পূজ্য শঙ্করং ভক্ত্যা করে বদ্ধ্বা  
 সুডোরকম্ । ইত্যেব সময়ং কৃত্বা ব্রতার্থক সুডোরকম্ । স্বর্গরোপ্যময়ং কৃত্বা  
 করশাখাশ্চারণং । শঙ্করং দুর্গয়া সাক্ষিং সৌবর্ণং রাজতন্তুযা । তাম্রপাত্রে প্রতি-  
 ঠাপ্য ব্রাহ্মণায় প্রদাপয়েৎ ॥ পায়সং পিঠককৈব ভক্ষ্যাতোজ্যসমম্বিতম্ ॥ প্রাপ্তা  
 ব্রতফলস্বাদং পুনঃ কৃত্বা চ তদ্ব্রতং । সুস্থিরা সুপ্রজ্ঞা ভূয়া জীববৎসা তদাভবৎ ।  
 বভূব সপ্রজা সাক্ষী ঈশ্বরী ভুবনেশ্বরী । ব্রতশাস্ত্র প্রভাবেন সুপুত্রা ত্বয়া  
 দেবকি । ভবিষ্যসি ত্রিলোকেশং পুত্রক জনয়িষ্যসি । ইতেবং কথয়িত্বা  
 তু বিররাম মুনিস্তদা । জগাম স মুনিঃ পার্থ ময়াপ্যেবং তবোদিতম্ ॥ ইতি শ্রুত্বা  
 মুনেৰ্বাক্যং মম মাতা চ দেবকী । কৃত্বা ব্রতমিদং ভক্ত্যা মোচিতা শোকগাগ-  
 রাৎ । তেন ব্রতফলেনৈব সৰ্ব্বসৌভাগ্যসংযুত । কুরুষেতি ব্রতং ভক্ত্যা নাশুযা  
 কর্ত্তুমর্হসি । তদ্যে চরন্তি মনুজা ব্রতমেতৎ যুগিষ্ঠির । কুকুটাত্মং প্রবজাখ্যং  
 দেবক্যাচরিতং শুভম্ ॥ তেষাং সন্ততিবিচ্ছেদো ন কদাচিত্তবিষ্যতি । দ্বিধ  
 এবাচরিশ্যন্তি ব্রতমেতৎ শুভপ্রদম্ । মৰ্ত্তালোকে সুখং স্থিরা যাস্যন্তি শিবমন্দি-  
 রম্ ॥ যাকুকুটীব্রতমিদং প্রবগাহমেতদেবং চরাচরগুরুং হৃদয়ে নিধায় । ভক্ত্যা  
 কৰোতি কলুষৌষবিধাতদক্ষং সাক্ষী সদা ভবতি শোভনজীববৎসা ॥ ইতি  
 ভবিষ্যপুরাণোক্তকুকুটীব্রতকথা ॥

অনন্তর ভোজ্য উৎসর্গ করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিলে ।

### মাকরা সপ্তমী ।

মাঘমাসের শুক্ল পক্ষীয় সপ্তমীকে মাকরী সপ্তমী বলে । ঐ দিন অরুণোদয়  
 সময়ে গঙ্গাস্নান করিলে বহুশত স্বর্গ্য গ্রহণ কাপীন প্রাপ্তমান জন্ত ফললাভ হয় ।

ধাকে। অগ্ন্যন্ত নদীতে বা পুষ্করিণীতে ঐ সময়ে নান করা কর্তব্য, তাহাতে ও সূর্য্যগ্রহণ তুল্য মহাকল লাভ হয়। (স্বাম ৮৬ পৃ দেখ)।

অনন্তর সূর্য্যোদয় হইলে বক্ষ্যমাণ প্রকারে সংকল্প করিয়া, সূর্য্য উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। সংকল্প যথা,—

“বিষ্ণুর্নমোহদ্য মাঘে মাসি শুক্রে পক্ষে মাকরী সপ্তম্যাস্তিথৌ অমুক-গোত্রা ত্রীমুকদেবী আয়ুরারোগ্যসম্পৎকামা ত্রীসূর্য্যার্য্যদানমহং করিষ্যে।”

তাত্রপাত্রে রক্তবর্ণপুষ্প, রক্তচন্দন, দুর্ধ্বা ও আতপতগুল দ্বারা অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া তাহা প্রদান করিবে (সূর্য্যার্য্য দান মন্ত্র ৬২ পৃ দেখ)। পরে প্রণাম করিবে।

অতঃপর সাতটা কুলের পাতা ও সাতটা আকন্দের পাতা এবং দুর্ধ্বা, আত-পতগুল তাত্রপাত্রে লইয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা,—

ও জননী সর্বভূতানাং সপ্তমী সপ্তসপ্তিকে। সপ্তব্যাক্তিকে দেবি নমস্তে  
রবিমণ্ডলে।

অতঃপর প্রণাম করিবে। যথা,—ও সপ্তসপ্তিবহু প্রীত সপ্তলোকপ্রদীপন।  
সপ্তম্যাং হি নমস্তভ্যং নমোহনন্তায় বেধসে ॥

আরোগ্যসপ্তমী ব্রত।

ষষ্ঠী দিবস সংখ্যম করিয়া পরদিন লতাচরণ করিবে। এই ব্রত এক বৎসর পর্য্যন্ত করিতে হয়। প্রথমতঃ শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বস্তিবাচন করিয়া “সূর্য্যঃ সোমো” ইত্যাদি পাঠ করত মন্ত্র বল করিবে।

“বিষ্ণুর্নমোহদ্য মাঘে মাসি শুক্রে পক্ষে সপ্তম্যাস্তিথাবারভ্য অমুকগোত্রা ত্রীমুকী দেবী ত্রিহিকারোগ্যধনধাতুপারলৌকিকশুভস্থানপ্রাপ্তিকামা গণপত্য-দিনানাং দেবতাপূজা-পূর্ব্বকসংবৎসরং যাবদারোগ্যসপ্তমীব্রতমহং করিষ্যে।”

এইরূপ সংকল্প করিয়া হস্ত মন্ত্র পাঠ করত সামান্যার্ঘ্যাদি করিয়া গণেশাদি দেবতাদিগকে পূজা করত “শ্রীং হৃদযায় নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গভাস ও করভাস করিয়া সূর্য্যের ধ্যান করিবে। যথা,—

“ও রক্তাঙ্কুজাসনমশেষগুণৈকসিদ্ধং তাতুং সমস্তজগতামধিপং তজামি। পদ্ম-  
দ্বয়াভগবরান্ দধতং করাজৈর্মণিক্যমৌলিমরুণাজকটিং জিনেত্রম্।”

এই ধ্যান করিয়া হস্তহ পুষ্প স্বীয় মস্তকে প্রদান করত মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্য হাপন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া “ও ত্রীসূর্য্য।”

নমঃ” এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে সূর্য্যের পূজা করিবে । পরে ছায়া ও সংজ্ঞার পূজা করিয়া কথা শুনিবে ।

### ব্রতকথা ।

অথাপরং মহারাজ ব্রতমারোগ্যসংজ্ঞকম্ । কথ্যামি পরং পুণ্যং সৰ্ব্বপাপ-  
প্রণাশনম্ । শ্রীসূর্য্য উবাচ । মাঘমাসে তু সপ্তম্যাং শুক্লায়াং পরিপোষিতঃ ।  
যঃ পূজয়তি মাং ভক্ত্যা তস্যাং পুত্রতাং ভজে । তন্ত্ৰৈব মাঘমাসস্য সপ্তম্যাং  
সমুপোষিতঃ । পূজয়েদ্ভাস্করং দেবং বিষ্ণুরূপং সনাতনম্ । আদিত্য ভাস্কর  
রবে ভানো সূর্য্য দিবাকর । প্রভাকরেতি সংপূজ্য দেবং সৰ্ব্বৈশ্বরো হরিঃ ।  
যষ্ঠাষ্টকৈব কৃতাহারঃ সপ্তম্যামুপবাসকৃৎ । অষ্টম্যষ্টকৈব ভুঞ্জীত এষ এব বিধিঃ  
স্মৃতঃ । অনেন বৎসরং পূর্ণং বিধিনা যোহর্চয়েদ্ধরিম্ । তস্যারোগ্যং ধনং  
ধাত্রিমিহ জন্মনি জায়তে ॥ পরত্র চ শুভং স্থানং যদগচ্ছা ন নিবর্ততে । অদৃষ্টা  
মাং ন ভুঞ্জীত বিষ্ণুত্রং নৈব দর্শয়েৎ ॥ মদর্জাকৃতনির্ঘালাং শরীরে নৈব  
বেষ্টয়েৎ ॥ ইতি আরোগ্যসপ্তমীব্রতকথা সমাপ্তা ॥

### বিধানসপ্তমী ব্রত ।

প্রথমে শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমনপূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করত “ও  
সূর্য্যঃ সোমো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সংকল্প করিবে । যথা,—

“বিষ্ণুনমোদ্য মাঘে মাসি শুক্রে পক্ষে সপ্তম্যাপ্তিধাবারভ্য পৌষশুক্লসপ্তমীং  
যাবৎ প্রতিমাসীয়শুক্লসপ্তম্যাং অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকদেবী আরোগ্যসম্পৎ-  
কামা অভীষ্টতত্ত্বংকলপ্রাপ্তিকামা বা বিধান সপ্তমীব্রতমহং করিষ্যে ।”

পরে যুক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া সামাগ্ধ্যাদি কার্য্য সমাপনান্তে গণেশাদি-  
দেবতার অর্চনা করত পূর্ব্ববৎ ব্যানাদি করিয়া সূর্য্যকে ষোড়শোপচার দ্বারা  
পূজা করিয়া স্তবাদি পাঠ করিবে । এইরূপে ব্রতানুষ্ঠান করিয়া পরবর্ত্তী  
ষাদশ মাসের প্রতি সপ্তমীতিথিতে সূর্য্যের পূজা করিয়া বক্ষ্যমাণ রূপে  
নিয়ম পালন করিবে । যথা,—মাঘ মাসের সপ্তমীতে আকন্দপাতার অঙ্কুর  
মাত্র আহার করিবে ( ১ ) । ফাল্গুনমাসের সপ্তমীতে কপিলাগাভীর গোময়  
ভূপতিত না হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া যবপরিমিত গোময় ভোজন করিবে  
( ২ ) । চৈত্র মাসের সপ্তমীতে একটী মরীচ ( ৩ ) । বৈশাখ মাসের ঐ  
তিথিতে কিকিজ্জল ( ৪ ) । জ্যৈষ্ঠ মাসের ঐ তিথিতে পকরস্তাকলের মধ্যবর্ত্তী

কণা মাত্র (৫) । আষাঢ় মাসের উক্ত তিথিতে যব পরিমিত কুশমূল (৬) । শ্রাবণমাসের ঐ তিথিতে অপরাক্ত সময়ে অন্ন পরিমিত হবিষ্যন্ন ভক্ষণ (৭) । ভাদ্রমাসে উক্ত তিথিতে উপবাস (৮) । আশ্বিনমাসের ঐ দিনে আড়াই প্রহরের সময় একবার মাত্র ময়ূরাণুপরিমিত হবিষ্যন্ন ভোজন (৯) । কার্তিকমাসের উক্ত তিথিতে অর্দ্ধ প্রস্থতি মাত্র কপিলা দ্রুত পান (১০) । অগ্রহায়ণ মাসীয় সপ্তমীতিথিতে পূর্কাস্য হইয়া বায়ুভক্ষণ (১১) । পৌষ মাসের উক্ত তিথিতে অতি অন্ন পরিমিত গব্যদুগ্ধ ভক্ষণ করিবে । তৎপরে অন্যান্য দ্বাদশসংখ্যক ব্রাহ্মণকে উত্তমরূপে ভোজন করাইবে ।

পরে দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে ।

### শীতলাসপ্তমী ব্রত ।

শ্রাবণমাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত আচরণ করিবে । উভয় দিন-ব্যাপিনী সপ্তমী হইলে বেদিন মধ্যাহ্নকাল ব্যাপিনী সপ্তমী হইবে, সেই দিন ব্রতস্থগ্ধান করিবে । এই ব্রত স্ত্রীলোকের কর্তব্য ।

ব্রত দিবসে পুরোহিত আননে উপবেশন করত স্থিতিবাচনাদি করিয়া ব্রতকারিণীকে সংকল্প করাইবেন । যথা,—

“অন্তেষ্ট্যাদি অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকদেবী অবৈধব্যপূজাপোত্রধনবাচ্যাদি-প্রাণ্ডিকামা শীতলাব্রতমহং করিষ্যে ।”

এই রূপে সঙ্কল্প করাইয়া পুরোহিত সূক্ত পাঠ করিয়া অষ্টদলপদ্মাক্রিত বেদীর উপরে ভগ্নাদি দোষ বর্জিত নূতন ঘট স্থাপন করিয়া তদুপরি সূবর্ণময়ী শীতলাপ্রতিমা স্থাপন করত গণেশাদিদেবতাগণের পূজাপূর্বক সূবর্ণময়ী শীতলাপ্রতিমার পূজা করিবে । প্রতিমার অভাবে কেবল ঘটের উপরে পূজা করিবে ।

অতঃপর “শাং অমুষ্ঠাত্যাং নমঃ” এইরূপে করাস্ত্রাস করিয়া “ওঁ সূর্পালঙ্কৃত মন্ত্ৰকাং” ইত্যাদি ধ্যান (২৮ পৃ দেখ) করিয়া মানসোপচারে দেবীর অর্চনা করত বিশেষার্থ্য স্থাপন করত পুনঃ ধ্যান করিয়া “শীতলে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করত “ওঁ শীতলায়ৈ নমঃ” এই মন্ত্রে বোড়শোপচারে পূজা করিবে । শীতলার পূজার অর্থ্যদানে বিশেষ মন্ত্র যথা—“ওঁ শীতলে শীতলাকারে অবৈধব্যসুতপ্রদে । শ্রাবণভাসিতে পক্ষে অর্থাৎ গৃহ নমোহস্ত তে ॥” নৈবেদ্যদানে বিশেষ মন্ত্র যথা,—“ওঁ শীতলে পঞ্চপাক্ষনবোধাদনযুতং শুভম্ ।

নৈবেদ্যং গৃহতাং দেবি স্তুতমিচ্ছকং সুন্দরি ।” এইরূপে বোড়শোপচারে শীতলার পূজা করিয়া প্রার্থনা করিবে । যথা,—“ওঁ শীতলে দহ মে পাপং পুত্রপৌত্রসুখ-  
প্রদে । ধনধান্যপ্রদে দেবি পূজাং গৃহ নমোহস্ত তে ।” অতঃপর ব্রতফল প্রাপ্তি  
কামনার ব্রাহ্মণকে সদক্ষিণভোজ্য দান করিবে (২২৮ পৃ দেখ) । পরে কৃতাজলি  
হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে । যথা,—“দধ্যমঃ দক্ষিণায়ুক্তং বাণকং  
ফল সংসৃতম্ । শীতলাপ্রীত্যে তুভ্যং ব্রাহ্মণায় দদামাহম্ ।” অতঃপর কথা  
লবণ করিবে ।

### ব্রতকথা ।

ক্রীষ্ণ উবাচ । প্রসিক্তং শ্রুতং রম্যং নগরং হস্তিনাপুরম্ । ইন্দ্রদ্বায়শ্চ  
রাজাভ্যুপতির্লোকপালকঃ । ধর্ম্মশীলাভিধা চাসীতস্য ভাৰ্য্যা যশস্বিনী ।  
ক্রিষ্টাকণ্ডে রতা সাধ্বী দানশীলা প্রিয়ংবদা । বভূব প্রথমঃ পুত্রো মহাধর্ম্মেতি  
নামতঃ । নন্দতে পিতৃবাৎসল্যাৎ কালেহস্তম্বিঃস্তুতো ভবেৎ । দ্বিতীয়া চ  
তথা পুত্রী তস্য জাতা শুণোত্তমা । পুত্রী লক্ষণসম্পন্না শুভকারীতি নামতঃ ।  
বরুণে সা পিতৃর্গেহে সর্বাঙ্গশ্চন্দ্রসুন্দরী । নান্না রূপেণ সা বালা সর্বাঙ্গাৎ গুণা-  
বিকা । সামুদ্রিকশুণোপেতা পদ্মহস্তা প্রিয়ংবদা । কোণ্ডিলানগরে রাজা  
সুমিত্রো নাম নামতঃ । তৎপুত্রো গুণবান্নাম শুভকার্য্যো নতিবর্ভো । বরো  
হি দেহমানেন লক্ষ্মীবান্ রূপবান্ শুণৈঃ । গুণবান্ শুভকারিণ্যাঃ পাণিঃ জগ্রাহ  
ধর্ম্মবিৎ । গৃহীত্বা পারিবর্হানি গতোহসৌ নগরং প্রতি । পুনঃ সমাযবৌ  
রাজা গুণবান্ হস্তিনাপুরম্ । বৃতঃ পরিজটনৈঃ সর্কৈস্তৎপুত্র্যা নয়নোৎসুকঃ ।  
তং দৃষ্ট্বা শুভকারী সা সহর্বা জাতমন্ত্রমা । প্রণম্য চ পিতুঃ পাদৌ তমুচে চারুহা-  
সিনী । ময়া তাত পরিজ্ঞাতং যদুক্তং পদ্মযোনিনা । পাতিব্রতাসমো ধর্ম্মো  
নাস্তীহ ভুবনত্রয়ে । তস্মাদাজ্ঞাং দেহি রাজন্ প্রহৃষ্টেনাস্তবায়না । বরমাকুহ  
যাশ্চামি স্বামিনা স্বপুংসু প্রতি । তজ্জাস্তদ্বচনং শ্রদ্ধা পিতোবাচ সূতাং প্রতি ।  
স্থিত্বৈকং বাসরং পুত্রি শীতলাব্রতমুত্তমম্ । দৌভাগ্যারোগ্যজনকমবৈধব্যকরং  
পরম্ । কৃত্বা যাহি মতং হেতুত্বাতুমর্ম চৈব হি । ইতুক্ত্বা ব্রতসামগ্রীং  
পূজোপকরণং তথা । সম্পাদ্য রাজা তাং সতঃ শীতলামর্জিতুং নৃপঃ । প্রেষয়া-  
নাস সরসি ব্রাহ্মণং বেদপারগম্ । সপত্নীকন্তয়া সার্কং গত্যা সা তদ্বনাস্তরে । ভ্রমস্তী  
ভং সরস্তত্র নাপশুবিধিসাধনম্ । শ্রান্তা ভ্রমস্তী বিজনে স্মরন্তী শীতলাং মুখঃ ।  
দর্শনং স্য ততো নারীং বুদ্ধাং রূপগুণাবিতাম্ । বিপ্রস্ত স ভ্রমন্ শ্রান্তঃ স্তম্ভো



নিজাবশং গতঃ । দষ্টোহহিনা মৃতস্তস্য ভাৰ্য্যা তন্মিকটে স্থিতা । শুভকাস্তীং ততো  
 বৃদ্ধা সোবাচ করুণাশ্রধীঃ । ভবিষ্যতি চিরজীবী ভৰ্ত্তা তে রাজকন্ডকে । আগচ্ছ  
 পূজনার্থায় দৰ্শয়ামি সরোবরম্ । তয়া সহ গতা সাক্ষী তড়াগং বিধিপূৰ্ণকম্ ।  
 পূজয়ামাস হৰ্ষেণ তোযয়ামাস শীতলাম্ । তত্ৰা বরং প্রাপ্য মুদা স্বমার্গং  
 গন্তুমুদ্যত । ততঃ সা দদৃশেহরণ্যে ব্রাহ্মণং সৰ্পদষ্টকম্ । ভাৰ্য্যাস্তু তত্ৰ নিকটে  
 রুদতীং ব্রাহ্মণীং মুহঃ । রাজপুত্ৰী লবুবয়া শীতলায়াঃ পতিব্রতা । তস্মৈ  
 স্তরুণদম্পত্যোঃ যোগ্যসৌভাগ্যদৰ্শনাৎ । রুদতী করুণং সাপি শুশোচ চ মুহ-  
 র্মুহঃ । আশ্বস্ত ব্রাহ্মণী সা তু রাজপুত্ৰীমুবাচ হ । তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ষণং সূত্র  
 প্রবিশামি হতাশনম্ । অনেন সহ গচ্ছামি স্বৰ্গলোকং সুখাবহম্ । তত্ৰাস্তদ্বচ-  
 আকৰ্ণ্য রাজপুত্ৰী দয়াবিতা । সম্মার শীতলাং দেবীং মহাবৈধব্যভঞ্জনীম্ ।  
 আগচ্ছহীতলা তত্র বরং দাতুং শুচিস্থিতা ॥ শীতলোবাচ । বরং বরয় বৎসে  
 হং কিং হংখং চাকুহাসিনি । শীতলাব্রতজং পুণ্যং দেহি হং ব্রাহ্মণীং শুভাম্ ।  
 তেন পুণ্যপ্রভাবেন ভৰ্ত্তাশ্চা নিৰ্দ্ধিষো ভবেৎ । ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা অদদদ্  
 ব্রাহ্মণীং ততঃ । বুঝোবাশু ততো বিপ্রশ্চিরং সুস্থো যথা পুনঃ । শীতলায়া  
 ব্রতে বুদ্ধিব্রাহ্মণ্যাশ্চাতবত্তদা । অকরোৎ সাপি তংপূজাং ভক্তিভাবপুরঃসরা ।  
 তত্ৰাস্তরে রাজপুত্ৰাঃ পতিরগাদনান্তিকম্ । সোহপি দষ্টোহথ সৰ্পেণ গচ্ছ-  
 ত্যাগ্রে দদর্শ তম্ । বিলপ্য ততঃ সাক্ষী সখ্যা সহ বনান্তরে । শীতলোবাচ ।  
 বৎসে ময়া পূৰ্ণমুক্তং স্বর তদ্বরবর্ণিনি । শীতলাব্রতচারিণ্যা বৈধবাং নৈব  
 জায়তে । স্বয়মুখায় কল্যাণি পতিং সুস্তং গৃহে যথা । বোধয়াশু তথা ভীক ব্রতং  
 বৈধব্যানাশনম্ । ইতুক্ত্বা বোধয়ামাস ভৰ্ত্তারং সা পতিব্রতা । ভৰ্ত্তাপি মুদিতো  
 দৃষ্ট্বা স্বাং প্রিয়াং প্রীতিমানভূৎ । দৃষ্ট্বা তু মহদাশ্চর্য্যং তন্কামহাযিনো জনাঃ ।  
 সৰ্ব্বে তে বিস্ময়ং জগ্মুঃ ব্রাহ্মণীপতিরক্ষণাৎ । ব্রাহ্মণী হৰ্ষিতা বৃদ্ধাং প্রণিপত্য  
 পতিব্রতা । দেহি মাতৰ্নমস্তেহস্ত অবৈধব্যোপলক্ষ্যে । অত্ৰাপি শীতলায়াস্ত ব্রতং  
 নারী করিষ্যতি । অবৈধব্যমদারিদ্র্যমবিরোগং স্বভৰ্ত্তৃতঃ । তথেষ্যস্তদধে  
 দেবী শীতলা কামরূপিণী । শীতলায়া বরং লব্ধ্বা জগামাত্মীয়বৈশ্বানি । পদ্মা-  
 করাবানিসুবিধবন্দ্যা সমহৰ্ণানাদিতবিধ্বমঙ্গলা । প্রসাদমাসাশু চ শীতলায়া  
 রাজঃ সূতা পার্শ্বতীবদভূব ॥

শীতলা সপ্তমী ব্রতকথা সমাপ্তা ।

### জন্মাষ্টমী-ব্রতকাল-ব্যবস্থা ।

অষ্টমী রোহিণীযুক্তা নিশার্দ্ধে দৃশ্যতে যদি । মুখ্যকালঃ স বিজ্ঞেয়স্তত্র  
নাতঃ স্বয়ং হরিঃ ॥ তস্যামভ্যর্চনং সৌরেহীন্তি পাপং ত্রিজগজ্জম ॥—ভবিষ্যে ।

অর্দ্ধরাত্রিতে রোহিণীযুক্ত অষ্টমী এই ব্রতের মুখ্যকাল, এই সময় শ্রীকৃষ্ণ  
সমগ্রহণ করিয়াছিলেন । এই রোহিণীযুক্ত কৃষ্ণা অষ্টমীতে বাহুদেবের পূজা  
করিলে, ত্রিজগৎর কৃত পাপ বিনষ্ট হয় । ১০ রাত্রির পূর্বাঙ্ক বা পরাঙ্ক যদি জয়ন্তীযুক্ত  
(রোহিণীযুক্ত) হয়, তখনই ব্রতের প্রশস্ত কাল । যদি অর্দ্ধরাত্রিতে রোহিণীযুক্তা  
অষ্টমী না হয় এবং সূর্যোদয়কালে যদি কিঞ্চিৎ রোহিণীযুক্তা অষ্টমী লাভ হয়,  
এবং পরে সম্পূর্ণ নবমী হয়, আর সেই দিবস সোমবার কি বুধবার হয়, তবে  
সেই দিবসই ব্রতের প্রশস্ত কাল জানিবে ।

সপ্তমীর সহিত অষ্টমী যদি রোহিণী যুক্ত হয় এবং পরদিনেও যদি  
রোহিণীযুক্তা অষ্টমী থাকে, তবে পরদিনই উপবাস ও ব্রতানুষ্ঠান করিবে ।

যদি উভয় দিনের কোন দিনই রোহিণীযোগ না হয় এবং পূর্বদিন নিশীথ  
কাল ব্যাপিনী লাভ ঘটে, পরদিন তাহার অভাব হয়, এমত স্থলে পূর্বদিন  
উপবাস হইবে । উভয়দিনে অর্দ্ধরাত্রিতে রোহিণীর সহিত অষ্টমী যুক্ত হইলে  
পরদিন ব্রতোপবাস হইবে ।

যদি উভয় দিনই নিশীথ সম্বন্ধ না ঘটে, তবে পর দিনেই হইবে । আর  
যদি পূর্বদিনে ষাটকণ্ড কাল ব্যাপিনী অষ্টমী থাকে, 'কিছু রোহিণী যোগ না হয়  
এবং পরদিন যদি রোহিণীযুক্ত স্যামাশ্ব অষ্টমীও থাকে, তবে পর দিনেই  
ব্রত হইবে ।

অষ্টম্যামথ রোহিণ্যাং ন কুর্ঘ্যাৎ পারণং কচিৎ । হস্তাৎ প্রাকৃতং কস্ম  
উপবাসার্জিতং ফলম্ ॥—ভবিষ্যে ।

রোহিণীযুক্তা অষ্টমী থাকিতে তৎকালমধ্যে কখনও পারণ করিবে না ।  
করিলে পূর্বকৃত কন্দের ফল এবং উপবাসার্জিত ফল নষ্ট হইয়া থাকে ।

যে তিথি ও নক্ষত্রের যোগে ব্রত ও উপবাস করিবে, তাহার একের ক্ষয়  
না হইলে পারণ করা কর্তব্য নহে ।

যদি জয়ন্তী যোগ হেতু পূর্বদিন উপবাস হয় ও পরদিন রাত্রি অর্দ্ধগ্রহ-  
রাশ্ত্রে তিথি, নক্ষত্র উভয়ের কি একের বিমুক্তি হয়, তবে ঐ দিন প্রাতঃ  
কালে পারণ করিবে ।

উপবাস-পরদিনে, তিথি ও নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিবে। আর যখন মহানিশায় পূর্বে একের ক্ষয় হয়, অত্রের মহানিশাতে স্থিতি থাকে, তখন একের ক্ষয়ান্তে পারণ করিবে। যদ্যপি মহানিশাতে উভয়েরই স্থিতি থাকে, তবে সেই দিবস প্রাতঃকালে পারণ করিবে।

পূজাবিধি ।

ত্রতের পূর্বদিন সংঘম করিয়া, তৎপর দিবস, প্রত্যুষে স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্ততিবাচন করত “ওঁ স্বর্ধ্যাঃ সোমো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সংকল্প করিবে। যথা,—

“বিষ্ণুরোম তৎসদন্য ভাদ্রে মাসি কৃষ্ণে পক্ষ অষ্টম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকামা শ্রীকৃষ্ণজগাষ্টমীব্রতমহং করিষ্যে।”

অতঃপর সংকল্প হুক্ত পাঠ করিয়া কৃতাজলিপূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা,—

“ওঁ স্বর্ধ্যায় ধর্মেশ্বরায় ধর্মপতয়ে ধন্যসন্তুভায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥  
ওঁ বাসুদেবং সমুদ্दिश्या सर्वपापप्रशान्तये । উপवासং করिष्यामি কৃষ্ণাষ্টম্যাঃ  
নভস্যহম্ ॥ অদ্য কৃষ্ণাষ্টমীং দেবীং নতশ্চন্দ্রসংসাহিণীম্ । অচ্যুতিষোপবাসেন  
ভোক্তব্যেহহমপরেহনি ॥ এনসো মোক্ষকামোহস্মি যদগোবিন্দ ত্রিঘোনিজম্ ।  
তন্মে মুকতু মাং ত্রাহি “পতিত” শোকসাগরে ॥ আজন্ম মরণং যাবৎ যময়া  
দুহৃতং কৃতম্ । তৎ প্রণশয় গোবিন্দ প্রসাদ পরমেশ্বর ॥”

অতঃপর অর্দ্ধরাত্র সময়ে আচমন করিয়া সামান্যার্থ্য স্থাপন, আসনগুচ্ছ, ভূতগুচ্ছ ও ত্রাসাদি করিয়া গণেশ, শিবাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদিনবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পাল ও মংস্তাদি দশাবতারের পূজাপূর্বক অঙ্গভাস ও করভাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিবে। যথা,—

“ওঁ মাঞ্চাপি বালকং সুপ্তং পর্যাঙ্কে স্তনপায়িনম্ । শ্রীবৎসবক্ষঃপূর্ণাঙ্গং  
নীলোৎপলদলচ্ছবিম্ ॥”

এইরূপে ধ্যান করিয়া পুষ্পটী স্বীয় মস্তকে প্রদান করত মানসো-  
পচারে পূজা করিয়া বিশেষার্থ্যস্থাপনপূর্বক আধারশক্তাদি পীঠপূজা করিবে,  
(১৫ পৃঃ দেখ)। অনস্তর পুনরায় অঙ্গভাস ও করভাস পূর্বক ধ্যান করতঃ  
আবাহন করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। পূজার অন্ত্যান্ত সমস্ত দ্রব্যই  
“ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ” বলিয়া দিতে হয়, কেবল নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ মন্ত্র  
দ্বারা তৎকৎ দ্রব্য প্রদান করিতে হইবে। যথা,—

অৰ্ধ্যমন্ত্র ।—“ও যজ্ঞায় যজ্ঞেশ্বরায় যজ্ঞপতয়ে যজ্ঞসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ, ইদমৰ্ধ্যং ও শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ।”

স্বানীয় মন্ত্র ।—“ও যোগায় যোগেশ্বরায় যোগপতয়ে যোগসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ । ইদং স্বানীয়ং”

নৈবেদ্য মন্ত্র ।—“ও বিশ্বায় বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বপতয়ে বিশ্বসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ । ইদং নৈবেদ্যং”

অতঃপর “ও নমো দেবৈশ্চ শ্রিতৈ নমঃ” এই মন্ত্রে যথাসম্ভব উপচারে শ্রীর পূজা করিবে। অনন্তর যথাশক্তি জপ করত জপ সমর্পণ করিয়া, বসুধারা প্রদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাড়ীচ্ছেদ চিন্তা করিয়া “ও ষষ্ঠ্যৈ নমঃ” বলিয়া ষষ্ঠী দেবীর পূজা করিবে। পরে শ্রীকৃষ্ণের জাতকর্ম্ম, নিক্কাষণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন এবং বিবাহ কার্যাদি মনে মনে চিন্তা করিবে। পরে,—“ও দেবত্বৈ নমঃ এইক্রমে—বাসুদেবায়, বশোদাতৈ, বো হিঠৈ, নন্দায়, চণ্ডিকাটৈ, দক্ষায়, গঙ্গায়, চতুর্থ্যুখায়, এই সমস্ত দেবতাদিগকে পূজা করিবে।

অনন্তর স্বগাথোক্ত বিধানে বহিঃস্থাপন করিয়া, প্রকৃত কর্ম্মারম্ভে ঘৃতযুক্ত রক্তকরবীর পুষ্প বা সমিধ্‌দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে যথাশক্তি হোম করিবে। যথা,—ও ধর্ম্মায় ধর্ম্মেশ্বরায় ধর্ম্মসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ বাহা ।

অনন্তর পুষ্প, চন্দন, জল, দুর্ধ্বা ও আতপতগুল দ্বারা শব্দে অর্ধ্যস্থাপন পর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া চন্দ্রদেবকে অর্ধ্যপ্রদান করিবে। অর্ধ্যমন্ত্র যথা,—

ও ক্ষীরোদার্ব্ববসন্তুত অত্রিনেত্রসমুদ্ভব । গৃহাণাধ্যং শশাঙ্কেদং রোহিণীকান্ত স্নানোমম ॥ ও সোমায় সোমেশ্বরায় সোমপতয়ে । সোম-সম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ।

অতঃপর চন্দ্রকে নমস্কার করিবে। যথা,—

ও জ্যোৎস্নায়াঃ পতয়ে তুভ্যং জ্যোতিবাং পতয়ে নমঃ । নমস্তে রোহিণীকান্ত স্নানোমম । ও নভোমণ্ডলদীপায় শিরো-রত্নায় ধূর্জটেঃ । কলাভির্বিদ্রুমানায় নমশ্চন্দ্রায় চারবে ।

নিম্নলিখিত রূপে শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্র পাঠ করিয়া প্রণাম করিবে। যথা—ও অনং বাননং শৌরিং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমম্ । বাসুদেবং কুবীকেশং মাধবং মধুসূদনম্ । বরাহং গুণ্ডরীকাকং নৃসিংহং দৈত্যাস্তনম্ । দামোদরং

পদ্মনাভঃ কেশবঃ গজভবঃ ॥ গোবিন্দমূর্ত্যং কৃষ্ণগনন্তমপরাঞ্জিতম্ । অথো-  
 কজং জগন্নাথং সর্গস্থিত্যন্তকারিণম্ । অনাদিনিধনং বিষ্ণুং ত্রিলোকেশং  
 ত্রিবিক্রমম্ । নারায়ণং চতুর্ভূজং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ পীতাস্বরপং নিভাং  
 বনমালাবিভূষিতম্ । শ্রীবৎসাকং জগৎসেতুং শ্রীকৃষ্ণং শ্রীধরং হরিম্ । প্রপদ্যেহং  
 সদা দেবং সর্বকামার্থসিদ্ধয়ে । প্রণমামি নদা দেবং বাসুদেবং জগৎপতিম্ ॥  
 ত্রাহি মাং সর্বদেবেশ হরে সংসারনাগরাং । ত্রাহি মাং সর্বপাপহৃৎখণ্ডোকা-  
 র্ণবাং প্রভো । সর্বলোকেশ্বর ত্রাহি পতিতঃ মাং ভবার্ণবে । দৈবকীনন্দন  
 শ্রীশ হরে সংসারনাগরং ॥ ত্রাহি মাং সর্বভুখং বোণশোকার্ণবাকরে ।  
 দুর্গতাং ত্রায়সে বিষ্ণো যে অরন্তি সত্বং সত্বং ॥ সোহহং দেবাতিতর্কত্বত্রাহি মাং  
 শোকসাগবাং । পুষ্পরাজ নিমগ্নোহহং মায়াবিজ্ঞানসাগরে ॥ ত্রাহি মাং দেব-  
 দেবেশ ত্বস্তো নাগোহস্তি রক্ষিতঃ ॥ যদালো যচ্চ কোমারে বাক্ষ্যে যচ্চ  
 গোবনে । তৎ পুণ্যং বুদ্ধিমাপ্রোতি পাপং হর হনায়ক ॥”

অনন্তর গীতবাদ্যাদি উৎসব দ্বারা রাাত্রি বাপন করিবে ।

পরদিন প্রাতঃকালে নিত্যকর্ম সমাপনান্তে আসনোপবিষ্ট হইয়া শঙ্খ  
 মনাদি পূর্বক যথাবিধানে শ্রীকৃষ্ণে পূজা কাবেরা হুগার পূজা করিবে  
 ( ৩০৩ পৃঃ দেখ ) । পরে কথাস্রবণ করাষ্টবে এবং ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করাষ্টবে ।  
 পবে “ওঁ সুবর্ণাদি চ যৎ কিঞ্চিদ্ বক্ষো মে প্রীয়তাং হরে” বলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে  
 সুবর্ণাদি দক্ষিণা দিয়া “ওঁ যঃ দেবঃ দেবকী দেবী বসুদেবাদক্ষীজনঃ । ভোমস্য  
 ব্রহ্মণো গুণৈস্ত্য তমৈ বক্ষাশ্বনে নমঃ । সুব্রহ্মবসুদেবায় গোলাক্ষগহিতায় চ ।  
 শাস্তিবন্ত শিবকাস্ত উক্তা বিপ্রান্ বিসন্ত য়েং ॥” এই বলিয়া ব্রাহ্মণসকলকে  
 বিদায় করিবে । সমর্পণমন্ত্র যথা, - “ওঁ তুভ্য ভতেশ্বরায় ভূতপত্যে গোবিন্দায়  
 নমো নমঃ ।”

ব্রতকথা ।—দিলীপ উবাচ । তাদ্রে মানসিতে পক্ষে যস্যং জাতো জনার্দনঃ ।  
 তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহামুনে । কথং বা ভগবান্ জাতঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ।  
 দেবকীজঠরে জন্ম কিং কর্ত্তং কেন হেতুনা । বশিষ্ঠ উবাচ । শৃণু রাজন্  
 প্রবক্ষ্যামি যস্যাজাতো জনার্দনঃ । পৃথিব্যাং ত্রিদিবং তাক্সা ভবতে কথ-  
 যান্যহম্ । পুরা বসুন্ধরা স্থানীং কংসারাবনভংগরা । স্বাধিকারপ্রমত্তেন  
 কংসদুতেন তাড়িতা । ক্রন্দন্তী লাজ্জিতা সাপি যথো ঘূর্ণিতলোচনা । যত  
 তিষ্ঠতি দেবেশ উমাকান্তো ব্রহ্মর্ষজঃ । কংসেন তাড়িতা দেবা ইতি তমৈ  
 ক্রবেদয়েং । বারি বর্গতি নেত্রাভ্যাং বিবর্ণা সাগমানিতা । ক্রন্দন্তীং তা

সমালোক্য কোপেন ক্ষুরিতাধরঃ । উময়া সহিতঃ সর্পৈর্দেবদৈন্দ্রহুতঃ ।  
 আজগাম মহাদেবো বিধাতুর্ভবনং কবা । গদ্যা চোবাচ ব্রহ্মাণং কংসধ্বংস-  
 নিমিত্তকম্ । উপাংঃ সৃজ্যতাং ব্রহ্মন্ ভবতা বিষ্ণুনা সহ । ঐশ্বর্যং তদ্বচঃ  
 শ্রদ্ধা গন্তং প্রাক্রমতাংমুহূঃ । ক্ষীরোদে বত্র বৈকুণ্ঠঃ সুপ্তঃ স ভুজগোপরি ।  
 হংসপৃষ্ঠে সমাক্রুহ হরেরন্তিকমাবযৌ । তত্র গদ্যা হরিং ধ্যাত্বা দেবদৈন্দ্রহীরা-  
 দিভিঃ । তুষ্ঠাব ভগবান্ বাগ্ভিরর্থ্যাভির্বাগ্ বিদাং বরঃ । নমঃ কমলনেত্রায়  
 হরয়ে পরমায়ুনে । জগৎপালনকর্ত্রে চ লক্ষ্মাকান্ত নমোহস্ত তে । ইতি তেবাং  
 স্তুতিং শ্রদ্ধা প্রত্যাচ জনাৰ্দ্দিনঃ । সর্পান্ ক্লিষ্টমুখান্ দৃষ্ট্বা ভবতামাগমঃ  
 কথম্ ॥ ব্রহ্মোবাচ । শূনু দেব জগন্নাথ যশ্চাদস্মাভিরাগতম্ । কথয়ামি  
 সুরশ্রেষ্ঠ তদং লোকতারণ । শূলপাণিবরোমভঃ কংসরাজো হুরাসদঃ ।  
 বহুনা তাদিতা তেন পদাষাতেন মুষ্টিনা । বরং দত্ত্বা পূবাপুত্রোমায়য়া  
 স প্রবক্ষিতঃ । ভাগিনেয়ং বিনা রাজন্ শাস্তা ন ভবিতা ভব । তস্মাদগচ্ছ  
 সুরশ্রেষ্ঠ কংসং হস্তং হুরাসদম্ । দেবকীজঠরে জন্ম লব্ধ্বা গদ্যা চ গোকুলম্ ।  
 ব্রহ্মণা প্রেরিতো দেবঃ প্রত্যাচ পশোঃ পতিম্ । পার্শ্বতী দেহি দেবেশ অকং  
 স্থিহাগমিষ্যতি । উময়া রম্যা সাকং শঙ্খচক্রগদাদরঃ । উদ্ভিষ্টা মথুরাকক্ষে  
 প্রদানং কংসনাশনম্ । দেবকীজঠরে জন্ম লেভে তত্র গদাধরঃ । যশোদা-  
 কুক্ষিমধ্যাস্তে শর্করাণী যুগলোচনা । নব মাসাংশ্চ বিশ্রাম্য কুক্ষৌ নবদিনা-  
 বিকান্ । ভাদ্রে মাস্তসিতে পক্ষে অষ্টমীসংজ্ঞিত-তিথৌ । রোহিণীতারক-  
 যুক্তা রজনী ঘনবোরিতা । বৃষদ্যোনৌ ভড়িব্যুক্তে বারি বর্ষতি শোভনে ।  
 বৈষ্ণবীনাগয়া নিদ্রাং গত্যা সর্কে চ রক্ষকাঃ । তত্রাস্তরে নিশর্কে তু  
 রোহিণীসংযুতা তিথৌ । তত্রাং জাতো জগন্নাথঃ কংসারিবাসুদেবজঃ । বৈরাটে  
 নন্দপত্নী চ যশোদাজাজনং সুতাম্ । পুত্রঃ চতুর্ভুজঃ শ্যামঃ শঙ্খাচ্ছাধসংযুতম্ ।  
 পল্লজাতং পদ্মনাভিং প্রান্নকমলেক্ষণম্ । তদা ক্রান্তিমুরেতে দৃষ্ট্বা চানক-  
 হৃদভিঃ । কংসরাজভয়াং ত্রাহি উবাচ দেবকী তদা । অভূদাকাশবাণী চ  
 তত্রৈব সময়েহপি চ । বৈরাটং গচ্ছ বিপ্রেক্ষ যথা নন্দনিকেতনম্ । সুতং  
 দত্ত্বা যশোদায়ৈ সূতাং তন্তাঃ সমানয় । তাং দৃষ্ট্বা কংসরাজোহপি সভায়্যং  
 ন হনিষ্যতি । তন্ত বাক্যং সমাকণ্য দ্বিঃশ্রেষ্ঠোহতিভূষিতঃ । অক্কে কুমার-  
 নাদায় বৈরাটামিযুখং যযৌ ॥ যমুনা জলসংপূর্ণা তৎপথে মধ্যবর্তিনী । অতি-  
 শ্রোতা মহাবীৰ্যা স্ত্রীক্সা ভয়কারিণী । তাং দৃষ্ট্বা ততটে স্থিত্বা কুমারমবলো-  
 কয়ন্ । বসুদেবেহতিহঃপার্ষ্টৌ বিলোপচেতনোত্তমং । কিং কবোমি ক গচ্ছামি

বিধিনাত্ৰাপি বঞ্চিতঃ । কথমদ্য গমিষ্যামি বৈরাটে নন্দমন্দিরম্ । হরিণা তত্র  
 সানন্দং মায়া বঞ্চিতঃ পিতা । কণমাত্রং তটে স্থিত্বা যমুনামবলোকয়ন্ ।  
 তেন দৃষ্টা ততঃ সাপি কীণা জাহ্নবহাভবৎ ॥ শিবাক্ষপেণ গচ্ছতী দেবী তু  
 যমুনাজলে । তাং দৃষ্ট্বা হৃষ্টচিত্তঃ সন্নবলস্য সন্নিজ্জলে । মায়াং কৃৎস্না জগন্নাথঃ  
 পিতুরকাজ্জলেহপতৎ । তং স্মৃতং পতितং দৃষ্ট্বা । সূর্য্যাজীবনে দ্বিজঃ । তদা  
 ক্রন্দিতুমারেতে ভালে স ব্যাহনং করম্ । বিধিনা বৈরিণা হত্বা চুর্ণিতোহহং  
 প্রবঞ্চিতঃ । ত্রাহি মাং জগতাং নাথ পুত্রঃ দেহি সুরোত্তম । জনকং ক্রন্দিতুং  
 দৃষ্ট্বা কংসারিঃ রূপগাৰিতঃ । জলক্ৰীড়াং সমাচর্য্য পিতুরক্কেহবসং পুনঃ । তথা  
 তেন দ্বিজপ্রেষ্ঠো গতবান্ নন্দমন্দিরম্ । স্মৃতং দহ্মা যশেদায়ে স্মৃতং তস্তাঃ  
 সমানয়ৎ । স্মৃতামকে কথমপি গৃহীত্বানকচ্ছদ্মভিঃ । নিজাগারং স্বয়ং প্রাপ্য  
 পুনঃ প্রত্যর্পিতা স্মৃতা । দেবকী চ প্রসূত্রেতি বাভা প্রাপ্তা সুরারিণা ।  
 আনেতুং প্রেষিতো দূতঃ স্মৃতং হৃদি তরং তু বা : আগত্য কংসদূতোহসৌ  
 স্মৃতাং নেতুং প্রচক্রমে । বগাদক্ষাং সমাকৃষ্য দেবকীবহুদেবয়োঃ । কংসদূতো  
 গৃহীত্বা তাং কংসারাদর্শয়ৎ পুনঃ । তাং দৃষ্ট্বা কংসরাজোহপি সভয়েহভূদুরাসদঃ ।  
 তপ্তকাক্কনবর্ণাভাং পূর্ণেন্দুদৃশননাং । দৃষ্ট্বা কংসং বিহস্যন্তীং বিদ্ব্যৎক্ষুরিত-  
 লোচনাং । আদিশোশুরপ্রেষ্ঠো বৎ নীত্বা শিলোপরি । আজ্ঞাং লব্ধ্বা সুরাস্তস্য  
 নিশ্লেষ্টুং তাং প্রবর্তিতাঃ । বিদ্ব্যদ্রূপপর্য্য গৌরী জগাম শঙ্করাগ্নিকম্ ।  
 অন্তরীক্ষে কণং স্থিত্বা সুরারিঃ প্রাহ পাক্ষতী । হস্তং ত্বাং গোকুলে জাতঃ  
 কেশবঃ সুরপালকঃ । তত্রাতিষ্ঠজগন্নাথঃ কংসারিঃ সুরকৃত্যকং । ক্রীড়িত্বা  
 বালভাবেন কংসং সংসমনা হি সঃ । প্রাপ্তমাত্রেন তং কংসং জবান্ জগদীধরঃ ।  
 এতন্তে কথিতং রাজন্ বিফোর্জন্মদিনব্রতং । য ইদং কুকতে ভক্ত্যা বা চ  
 নারী হরেন ব্রতং । প্রাপ্নোতৈতৎ স্বর্ঘ্যমভূতমিহ লোকে যথোচিতং । অন্তকালে  
 হরেঃ স্থানং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ইতি ভবিষ্যপুরাণে বশিষ্ঠদিলীপসংবাদে  
 শ্রীকৃষ্ণজন্মষ্টমীব্রতকথা সমাপ্তা ॥

অতঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া পারণ করিবে।

পারণ মন্ত্র।—“ওঁ সর্গায় সর্গেশ্বরায় সর্গপতয়ে সর্গমন্ত্রায় গোবিন্দায়  
 নমোনমঃ ॥”

দূর্দ্বার্টমী ব্রত ।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—হে যুধিষ্ঠির ! যে পতিব্রতঃ নারী ভাদ্রমাসী

শুক্রাষ্টমী তিথিতে দুর্কাষ্টমী ব্রত আচরণ করে, তাহার বংশ পংস্পরা সন্ত-  
পুরুষ পর্যন্ত ক্রয় পায় না, এবং দুর্কার ত্রায় নিতাই তাহার কুল প্রসৃত ও  
বিবর্জিত হয় ।

ভাদ্রমাসের শুক্রাষ্টমীতে এই ব্রত আরম্ভ করত প্রতিবর্ষীয় ভাদ্রশুক্রাষ্টমীতে  
এতাৎস্তান করিয়া নবমবর্ষে উদ্দাপন করিতে হয় । এই ব্রতে ডোর ধারণ  
করিতে হয় এবং অষ্ট প্রকার কল দিতে হয় ।

পূজা বিধি ।—প্রথমত শুক্লাসনে বসিয়া আচমন করতঃ স্বস্তিবাচনাদি  
করিয়া “সূর্য্যঃ সোমো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত সঙ্কল্প করিবে । যথা,—

“বিষ্ণুর্নমোহন্ত ভাদ্রে মানি শুক্রে পক্ষে অষ্টম্যাস্তিথাবারতা অমুকগোজা  
শ্রীক্ষমকী দেবী পুত্রপৌত্রাণনবচ্ছিন্ন দন্ততি প্রাপ্তিকামা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা বা  
গণপত্যাди নানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক দুর্কাসহিত-বিষ্ণু পূজা ভোজ্যোৎসর্গ-  
ভংকথাশ্রবণরূপ-ভবিষ্যপুরাণোক্ত দুর্কাষ্টমী ব্রতমহং করিষ্যে ॥”

এইরূপ সংকল্প করিয়া হস্ত পাঠ করিবেন । ( ব্রতারম্ভ বর্ষ হইলে ) যাহার  
ব্রত তিনি কৃতাজলি হইল—“ইদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পূরত স্তব ।  
নির্নিয়তং সিদ্ধিপ্রাপ্তোক্তু ভূতপ্রসাদাৎ জনার্দন ॥ ওঁ গৃহীতেহগ্নিন্ ব্রতে  
দেব যত্তপূর্ব্বং ত্বং ত্রিয়ে । তন্মে সম্পূর্ণতাং যাতু প্রসাদান্তব কেশব ॥” এই  
মন্ত্র পাঠ করিবেন ।

অতঃপর ভূতপ্রতিনিধি সামান্যার্থ্য ও আদানশুদ্ধি করিয়া গণেশ, শিবাদিপক-  
দেবতা, আদিত্যাদিনবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পাল ও মংস্তাদি দেবতাগণের অর্চনা  
করিয়া অঙ্গস্তাস ও করস্তাস করত - বিষ্ণুর পূজা করিবে । বিষ্ণুখ্যান ( ২৯ পৃঃ  
দেখ ) অনন্তর আদরগ দেবতাগণের পূজা ( ২৯২ পৃঃ দেখ ) পূর্ব্বক লক্ষ্মীর  
পূজা করিয়া দুর্কাপূজা করিবে ।

দুর্কার খ্যান ।—ওঁ দুর্বাং শ্যামবর্ণাং বিষ্ণুতনুস্তবাং সর্ব্বকামফলপ্রদাং ।  
সৌভাগ্যসম্ভতিকরীং ধনধান্যবিবন্ধিনীম্ ॥”

অনন্তর “ত্বং দুর্বেহমুতনামাসি বন্দিতাসি সুরাসুরৈঃ ।  
সৌভাগ্যসম্ভতিং দত্ত্বা সর্ব্বকার্য্যকরী ভব । যথা শাখাপ্রশাখাভির্বিজ্জ-  
তাসি মহীতলে । তথা মমাপি সম্ভানং দেহি হুমজরামরম্ ॥”

কৃতাজলি পুরঃসর এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তৎপর “ওঁ দুর্কায়ে নমঃ” এই  
মন্ত্রে দ্বন্দ্বদ্বারা দুর্কাকে স্তান করাইয়া উক্ত মন্ত্রে যজ্ঞশক্তি উপাচারে দুর্কার পূজা



କରିয়া ହସିହାସୁ ଡୋରକ ବାସହସ୍ତେ ବକ୍ତବ୍ୟପୂର୍ବକ ଭୋଜ୍ୟୋଽର୍ଗ କରିয়া କଥା  
ଶ୍ରବଣ କରିବେ ।

ବ୍ରତକଥା ।—ଏକଦା ତୁ ସମାସୀନଃ କୃଷଂ କମଳଲୋଚନଃ । ପଞ୍ଚାଞ୍ଚ ପରସ୍ୟ  
ଭକ୍ତ୍ୟା ଧର୍ମପୁତ୍ରୋ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଃ ॥ କେନୋପାରେନ ଭଗବନ୍ ସନ୍ତାନୋ ବଦ୍ଧତେ ଜ୍ଞିୟାଃ ।  
କଥଂ ବା ଲଭତେ ମୋକ୍ଷଂ ତସ୍ୟେ କହି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ॥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ । ପଞ୍ଚେ  
ଭାଦ୍ରପଦମ୍ୟାମିନି ଶୁକ୍ରାଷ୍ଟମ୍ୟାଃ ଯୁଧିଷ୍ଠିର । ଦୂର୍ବୀଷ୍ଠିରୀବ୍ରତଂ ପୁଣ୍ୟଂ ସା କରୋତି  
ପତିବ୍ରତା ॥ ନ ତସ୍ୟାଃ କ୍ଷୟମାଗ୍ରୋତି ସନ୍ତାନଃ ସାମ୍ପ୍ରପୌକ୍ଷୟଃ । ନନ୍ଦତେ  
ବଦ୍ଧତେ ମିତ୍ୟାଂ ଯଥା ଦୂର୍ବୀ ତଥା କୁଶଂ ॥ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ । କୁତ ଏଷା ସମୁତ୍ପନ୍ନା  
କନ୍ୟାଦୂର୍ବୀ ଚିରାୟୁଷୀ ॥ କହ୍ୟାବନ୍ୟା ପବିତ୍ରା ଚ ଲୋକେ ଧର୍ମା ମହୀତଲେ । କେନ ବା  
ତଦ୍ବ୍ରତଂ ଦେବ ଚରିତଂ କେନ ହେତୁନା ॥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ । କ୍ଷୀରୋଦସାଗରେ ପୂର୍ବଂ  
ମଥ୍ୟମାନେହନୃତାର୍ଥିନା । ବିଷ୍ଣୁନା ବାହୁଜଞ୍ଜାଭ୍ୟାଂ ବିସ୍ତୃତୋ ମନ୍ଦରୋ ଗିରିଃ ।  
ବ୍ରଜତା ତେନ ସେପେନ ଲୋମାନି ସସିତାନି ବୈ । ତାତ୍ତେତାନି ଜ୍ଞାତ୍ସମ୍ପ୍ରତିହଂ  
ଫିଞ୍ଜାନି ତତ୍ତେହର୍ବିଧାଂ ॥ ଅଜ୍ଞାୟତ ଶୁଭା ଦୂର୍ବୀ ସମ୍ୟା ହରିତଶାବଳୀ ॥ ଏବମେଷା  
ସମୁତ୍ପନ୍ନା ଦୂର୍ବୀ ବିଷ୍ଣୁତନୁକନ୍ଧା । ତତ୍ତ୍ରାଞ୍ଚୋପରି ବିହଂସଂ ସସିତାମୃତମୁତ୍ତମମ୍ ॥ ଦେବ-  
ଦାନବ-ଗନ୍ଧର୍ବ-ନିକ୍ତ-ବିଦ୍ୟାଧରୋରଣୟଃ । ତତ୍ତୋବେହନ୍ତକୃନ୍ତୟା ନିମ୍ନେତୁର୍ବୀରିବିନ୍ଦୟଃ ।  
ତୈଃ ସଂସ୍ପୃହା ତନା ଦୂର୍ବୀ ଜାତା ଚୈବାଜ୍ଞସାମରା ॥ ବନ୍ଦ୍ୟା ପବିତ୍ରା ଦେବେଷୁ ବନ୍ଦିତା-  
ଭୀର୍ତ୍ତିତା ତଥା ॥ ଅଷ୍ଟମାଂ କଳଶୁଷ୍ପେଷୁ ଧର୍ଜୁର୍ଜୈର୍ନୀରିକେଳକୈଃ । ଦ୍ରାଘାୟା-  
କପିଥୈଷ୍ଠ କର୍ପୁରୈବକୁଳୈଶ୍ଚତା ॥ ନାଗରୈଷ୍ଠ ଜୟରୈବାଞ୍ଜପୁରୈଷ୍ଠ ଦୀର୍ଘିମୈଃ ॥ ଦଧ୍ୟ-  
କ୍ଷତୈଃ ପୟୋଭିଷ୍ଠ ଧୂପନୈବେଦ୍ୟାମୈକୈଃ ॥ ମହେଶ୍ଵରାୟେନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଶୁଭୁଷ କଥିତଂ ସୟା ।  
ଞ୍ଜ ଦୂର୍ବେହନୃତନାମାସି ବନ୍ଦିତାସି ସୁରାସୁରୈଃ ॥ ସୌଭାଗ୍ୟଂ ସନ୍ତତୀ ନୃତ୍ତା ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ-  
କରୀ ଭବ । ଯଥା ଶାଖାଫଳାଫଳାସି ବିସ୍ତୃତାସି ମହୀତଲେ ॥ ତଥା ମମାପି ସନ୍ତାନଃ  
ଦେହି ହୃଦୟଜରାମରମ ॥ ଏବମେଷା ପୁରା ପାର୍ଥ ପୂଜିତା ହିଦଶୋଭୁତମୈଃ । ତେଷାଂ  
ପରୈର୍ବହ୍ନିଷ୍ଠ ଉଗିନୀଭିତ୍ତୈବ ଚ ॥ ପୂଜିତା ଚ ତଥା ଶୟା ଗୌରୀ ରତ୍ୟା ପ୍ରିୟା  
ତଥା । ସରସ୍ବତୀ ଗନ୍ଧରା ଚ ଦିତ୍ୟାଦିତ୍ୟା ଚ ସେନୟା ॥ ବିନ୍ଦୁବତ୍ୟା ବେଶବତ୍ୟା  
ସନ୍ଦୋଦୟା ସୁଭଦ୍ରା । ଶାଂଭୁତ୍ୟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣା ଚୈବ ସାୟବା ଦୀକ୍ଷୟା ତଥା । ସର୍ବତ୍ରାଲୋକେ  
ବେଦବତ୍ୟା ଦୟାସନ୍ତ୍ୟା ସୁଶୀଳୟା । ସୁକେଶୟା ସ୍ଵତାତ୍ୟା ଚ ରଞ୍ଜୟା ଶିଖିକେଶୟା । ମଞ୍ଜୁନୟା  
ସେନକୟା ତଥୈବ ସୁନିଜାଦିତ୍ୟା ॥ ଶ୍ରୀଭିରଭୀର୍ତ୍ତିତା ଦୂର୍ବୀ ସୌଭାଗ୍ୟାୟାଦାୟିନୀ ।  
ସାତାର୍ତ୍ତାଃ ଶୁଚିବସ୍ତ୍ରାଭିରକ୍ତିତା ବହୁଭିର୍ଜନୈଃ ॥ ଦଦ୍ଧା ପିଣ୍ଡାନି ବିପ୍ରେଭ୍ୟଃ କଳଂ ହି  
ବିବିଧଂ ତଥା । ଅଷ୍ଟଗ୍ରନ୍ଥସମାୟୁକ୍ତଂ କରେ ବଦ୍ଧା ସୁଡୋରକମ୍ ॥ ତିଳପିଣ୍ଡାନି  
ଗୋଧୂମଧାନ୍ୟାପିଣ୍ଡାନି ପାଞ୍ଚବଂ ଭୋଜୟିତ୍ବା ସୁହସ୍ମିତ୍ରଂ ସମସ୍ତାଞ୍ଜୟନ୍ତୁତା ॥ ୩୭୦

ভূক্লীত তংহুং স্বং শ্রদ্ধাসমষ্টিত্বা । এবং কুর্ষন্তি যা নার্যা অষ্টমীব্রত-  
মুত্তমম্ ॥ তাঃ সর্বাঃ সুখ-সৌভাগ্যপুত্রপৌত্রাদিত্ত্বত্বা । মর্ত্যালোকে চিরং  
স্থিত্বা ততঃ স্বর্গমবাপুয়ুঃ ॥ বসন্তি রময়া সাক্ষিঃ যাবদাহুতসংপ্লবং । মেঘা-  
বতেহম্বরতলে বিশদে চ পক্ষে শাশ্বতমীব্রতমদো নভসৌহ কুৰ্যুঃ । দূর্বাং তদক্ষ-  
ততিলৈঃ প্রতাপুজয়েযুস্তাঃ প্রাপুয়ুঃ সকলসম্ভতিবুদ্ধিমৃদ্ধিম্ ॥ ইতি ভবিষ্য-  
পুরাণে দূর্বাষ্টমীব্রতকথা সমাপ্তা ॥

অনন্তর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে ।

### রাধাষ্টমীব্রত ।

ভাদ্রমাসের শুক্লা অষ্টমীর ( রাধাষ্টমীর ) দিন পুরোহিত শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট  
হইয়া আচমন পূর্বক স্ততিবাচন করিয়া “সূর্য্যঃ নোমো” ইত্যাদি পাঠ করিয়া  
সঙ্কল্প করিবেন । যথা, -

বিষ্ণুর্যম তৎসদদ্যা ভাদ্রে মাসি শুক্রে পক্ষে অষ্টম্যাস্তিথৌ, অমুকগোত্রায়াঃ  
শ্রীঅমুকদেব্যো শ্রীরাধা প্রীতিকামনয়া রাধা-কৃষ্ণ-পূজা তৎকথা-শ্রবণতপরাধাষ্টমী-  
ব্রতমহং করিষ্যামি ।

অনন্তর সঙ্কল্প-সূক্ত পাঠ করিয়া সামান্তার্থ্য ও আসনশুদ্ধাদি করত গণেশ,  
শিবাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদিনবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিকৃপাল ও মংস্তাদি দশাব-  
তারের পূজাপূর্বক পূর্ববৎ শ্রীকৃষ্ণের পূজা কার্যেরা বোড়শোপচারে রাধিকার  
পূজা করিবে । প্রথমতঃ করাজন্যাসাদি করত ধ্যান করিবে । ধ্যান যথা,—

“ওঁ অমল-কমল-কান্তিঃ নীলবস্ত্রাং সুকেশীং, শশবরসমবস্ত্রাং বঞ্জনাক্ষীং  
মনোজ্ঞাং ॥ স্তনযুগগত-মুক্তাদামদীপ্তাং কিশোরীং, ব্রজপতি-সুতকান্তাং  
রাধিকামাশ্রয়েহহম্ ।” এইরূপে ধ্যান করিয়া মানমোপচারে পূজা করত  
পুনর্বার ধ্যান করিয়া “ওঁ রাধিকায়ৈ নমঃ” এইমন্ত্রে পূজা করত যথাশক্তি  
মন্ত্র জপ করিয়া জপ সমর্পণপূর্বক রাধিকার প্রণাম করিবে । প্রণামমন্ত্র যথা,—

“রাধাং রাসেশ্বরীং রম্যাং সর্ব কুণ্ডলমণ্ডিতাং ।

বৃষভানুসূতাং দেবীং তাং নমামি হরিপ্রিয়াম্ ॥

অতঃপর চন্দ্রাবলী, রত্নমঞ্জরী, শ্যামলা, শশিকলা, চিত্রা, সুমুখী,  
গলিতা, বিশাখা, মদনমুন্দরী, অধিদেবী, সুদেবী, চম্পকলতা, তুষ্ণবিদ্যা, শশি-  
বেধা, হরিপ্রিয়া, পদ্মা, সৰ্ব্বা, ভদ্রা, কীর্ত্তিদা, যশোদা ও বৃষভানু এবং নন্দ,

বাসুদেব, নারায়ণ এবং বাসুদেব ইহাদের যথাশক্তি উপচারে পূজাপূর্বক জ্যোতিঃসর্গ করিয়া কথা শ্রবণ করিবে।

ব্রতকথা,—মুন্ন উচুঃ। আরাধনানাং সর্বেষাং কৃষ্ণাধনমুত্তমং। ততোহ-  
 প্যধিকমপ্যভাধনং চেষদস্ব নঃ ॥ শ্রীহৃত উবাচ। শৃণুধ্বং মুন্নঃ সর্বৈ ব্রতমেতৎ  
 শৃগোপিতং। কৃষ্ণনারদসংবাদং যৎ শ্রদ্ধা ভজিমান্ ভবেৎ ॥ নারদ উবাচ।  
 ঋতাঃ সর্বাধিতারান্তে কৃষ্ণ কৃষ্ণ সনাতন। রাধিকায় মহাদেবাঃ প্রাহুর্ভাবং বদস্ব  
 মে ॥ ন চাস্যা বরণীভারলাষবো হেতুরিষ্যতে। ব্যবভানুরমো পূর্বং কিং  
 তেপে পরমং তপঃ। কো বায়ং কথ্য তনয়ঃ কেন জাতো মহাবনে। বদগৃহে  
 রাধিকা নিত্য। পরমপ্রেমসী তব ॥ সর্বলক্ষ্মীময়ী দেবী শ্রী চিহ্নিক্রপিনী।  
 প্রাহুর্ভূতা জগন্নাথ তমে কথয় শ্রুত ॥ ব্রহ্মসদাসদাসোহং খ্যাতো জগতি  
 নারদ। এতচ্ছ ভা মুনেকাক্যং প্রদমঃ প্রাহ কেশবঃ ॥ শ্লিষ্টগন্তীরয়া বাচা  
 প্রহসন্ মুনিপুঙ্গব ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ॥ শৃণুস্বাবহিতো ব্রহ্মন্ কথ্যমেতৎ পুত্রাতনৌ ॥  
 জীবনুকোহসি ভকোহসি তেন জ্ঞাং কথয়ামহং ॥ নাভক্তায়াস্তভক্তায়  
 কথ্যমেতৎ প্রকাশয়। প্রকাশ্যং ক্ষয়মাপ্নোতি সত্যং সত্যং বদামাহম্ ॥ একদা  
 ভাস্করো দেবো যদৃচ্ছাক্রমতো ভ্রমন্। কাশ্যপীং শ্রিয়মালোক্য চক্রে তপসি মান-  
 সম্ ॥ মন্দরাদ্রিং সমাসাগ্র সর্কভোগবিবর্জিতঃ। দিব্যবর্ষসহস্রাণি তপস্তপে  
 স্নুহু করম্ ॥ সম্যগ্ নিকরূপবন উক্তপাদো হবঃশিরাঃ। অথেন্দ্রো ভয়সম্ভাস্তঃ  
 সর্কদেবসমমিতঃ ॥ মমাস্তিকং সমাগম্য তত্তদ্রূপং ন্যবেদয়ৎ। অত্ৰ তৎকারণং  
 জ্ঞাত্বা দেবাংস্তানহমব্রবম্ ॥ গচ্ছধ্বমমরঃ সর্বৈ ভয়ং বো মান্ ভানুতঃ। অহমস্য  
 মনোবুদ্ধিঃ জানাম্যতিস্নুহু করম্ ॥ ময়ৈবৈতৎ প্রতিবিধিঃ কর্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ।  
 ইতি ঋত্বা ততো দেবাঃ স্বং স্বমাবাসমাগতাঃ ॥ নিশ্চিন্তাঃ স্বস্বকর্ম্মাণি চকুঃ  
 কোতুহলাধিতাঃ। অহন্ত গরুড়াকূট পীতবাসাঃ সমাগতাঃ ॥ যত্র ভানুর্মহা-  
 যোগী তপস্তপতি হুহুরম্। যত্র ভানুর্মহাযোগী তপস্যতি হুহুরম্। অথ  
 ভানুঃ পরং রূপং মমৈবাস্য মনোগতম্ ॥ বহিদৃষ্ট্বা পরানন্দো নিমগ্নোমামথা-  
 ব্রবীৎ ॥ ব্রহ্মোহং পরিপূর্ণার্থো জীবনং সফলং মম। অত্ৰ মে সফলং জন্ম অত্ৰ  
 মে সফলং তপঃ ॥ অত্ৰ মে সফলং জ্ঞানং প্রভোস্তুব প্রদর্শনাৎ। বিরিকিবিষ্কু-  
 কভ্রাণাং ধেরস্ত্বং হি গদাধরঃ ॥ সৃষ্টিস্থিতিলয়ানাং হি হেতুত্বমসি বিশ্বধক্ ॥  
 অকিঞ্চনপ্রমলভ্যো ভক্তানামভয়করঃ। ইত্যুক্তবন্তং তং ভানুমাহ দামোদরো  
 হসন্। বরং বরয় ভদ্রং তে তপঃসিকোহসি ভাস্কর ॥ তদ্বক্তব্যং তপসা চাপি  
 বরদোহং মিহাগতঃ। ভাস্করঃ প্রাজ্ঞলিভূত্বা নমস্কৃত্য গদাধরম্। শ্রীভাস্কর উবাচ।

যদ্যহং তবহুগ্রীহো বরদো যদি বা ভবান্ । অপত্যং গুণসংকীর্ণং দত্ত্বা তব্বশগো  
 ভব ॥ শ্রীহৃত উবাচ । ইতাস্মৈ ভাস্করেণাসৌ হরি-ধ্যানপরায়ণঃ । স্নিগ্ধগভীরয়া  
 বাচা শ্রীণয়ন্ প্রাহ ভাস্করম্ ॥ শীৰ্ষক উবাচ । এবমেব তবাপত্যং ভবিষ্যতি  
 ন সংশয়ঃ । ব্রতস্তপঃপ্রভাবেন ভবতা হুঙ্করো বরঃ । স নাস্তি ত্রিষ্ লোকেষু যস্য  
 তিষ্ঠামাহং বশে ॥ বিনা রাধাং প্রিয়তমাং প্রাণেভ্যোহপি গরীষসীম্ । অহং  
 নিত্যং তব্বশগঃ সা চ মে বশবর্তিনী ॥ আবয়োরন্তরং নাস্তি সতামেতদ্বীমি তে ।  
 কিন্তু ভূভারহারাং পশ্চন্নংস্থাপনায় চ ॥ প্রকটেক্ষবিহারায় ভক্তানাং সুখহেতবে ।  
 কৃয়া প্রকটব্রতার্থং শ্রীকৃন্দানব্রতমম্ ॥ ব্রন্দানব্রতং যৎপ্রকটং দৃশ্যং ভূষিতচক্ষুঃ ।  
 তত্রাবির্ভাবমাসাং পরিবারসমযিতঃ ॥ হরিষ্যামি পরাভারং ভূত্বা নন্দন্ত নন্দনঃ ।  
 সার্কসংসারবতারেণ গোপপালৈকপালকঃ ॥ আভীরবংশপ্রভবো ভক্তিভির্নিরতি-  
 প্রদঃ । তত্র হমপি জায়েথাস্তংকুলে মানগোপমঃ ॥ বুধভানুরিতি খ্যাতো  
 মহদৈশ্বর্য্যমাশ্রিতঃ । তবৈষা রাপিকা দেবী পুত্রী ভূত্বা ভবিষ্যতি ॥ যৎপাদ-  
 সেবয়া ভক্তান্তরিষ্যন্তি ভবান্ববম্ । অনায়াসেন যাস্যন্তি মনীষাবশবর্তিনঃ ॥  
 যস্য নয়নশোণৈকদেশদেশবশে স্থিতঃ । হাসপ্রসাদমিচ্ছামি পানীয়মিব চাতকঃ ।  
 ইতাস্মৈ তৎ সমাখ্যাস্যাত্ৰৈবান্তরবীয়ত ॥ শ্রীহৃত উবাচ । অথ মাথুবভূথণ্ডে প্রাহু-  
 ভূতে জগৎপুত্রৌ । নন্দে পিতরি তত্রৈব ভাস্করো ভক্তিতৎপরঃ ॥ বুধভানুরিতি  
 খ্যাতো জজ্ঞে বৈশ্বকুলোদ্ভবঃ । সর্বলক্ষণসম্পন্নঃ সর্বধর্মপরায়ণঃ ॥ উবাচ  
 কির্তিদা-নাম্নীং গোপকন্যামনিন্দিতাং । সর্বলক্ষণসম্পন্নাং প্রতপ্তকনকপ্রভাম্ ।  
 বুধভানোমহাভক্তা কির্তিদায়ান্তপোবলাৎ । ভাস্ক্রে মাসি সিতে পক্ষে অষ্টমী যা  
 তিথির্ভবেৎ । অস্যাং দিনান্বেহভিজিতে নক্ষত্রে চাহুরাধিকে ॥ রাজলক্ষণসম্পূর্ণাং  
 কির্তিদাসূত কন্যকাম্ ॥ অতাব স্কুমারাজাং সিতরশ্মিসমপ্রভাম্ ॥ বৈলোক্যা-  
 হুতসৌন্দর্য্যং দোষনিম্মুক্তবিগ্রহাং । প্রভা জননিতা গোপা দক্ষিণীরাদি-  
 পাণয়ঃ । কন্যাং দৃষ্টাপূর্বরূপাং হৃষিতা বিশ্বয়াষিতাঃ । দাগ্রো দান্যচ  
 ধাবন্তঃ কথয়ন্তঃ সর্বতঃ ॥ হরিদ্রাচূড়-দর্বিভঃ সিকন্তুচ পরম্পরঃ ।  
 গোপাঃ পরমসংল্লপ্তচক্রুস্তে পরমাশিষাঃ ॥ ধন্য সেয়ং কীর্তিদেতি  
 প্রশংসন্তঃ পরম্পরম্ । বুধভানুর্মহাজ্ঞো দদৌ দানানি ভূষণঃ ।  
 মহামহোৎসবং চক্রুগোপা হৃষ্টা গৃহে গৃহে ॥ নন্দাত্মজোহমতবৎ  
 ময়া তৎ পূর্বমীরিতম্ । ইতঃ শ্রীরাধিকাদেবী প্রাহৃত্বা ধরাতলে ॥ মম্ময়া-  
 মোহিতমতির্নান্নানং বেক্তি কহিচিৎ । মামেব পতিমিচ্ছতী ভাহুপূজাং দিনে  
 দিনে । করোতি সখীভিঃ সার্কং পুণ্য গোবর্কনে গিবৌ । মম্ময়াভক্তিঃ

তচ্চ ন বেত্তীয়মপি ক্ষুটং । অন্যে কুতো বা জানন্তি মম মায়াবিজ্-  
জ্ঞিতম্ ॥ তদৈষা পরকীয়াহমিতি মদ্বা মনস্থিনী ॥ ভীতা গুরুভ্যো রহসি  
ময়া ক্রীড়তি নিকুটৈঃ ॥ পরভাবেন যঃ সঙ্গচ্চাতীৰ চ স্তম্ভঃ মিথঃ । মথৈব  
কল্পিতং তচ্চ যোগমায়াবলম্বিনা ॥ দাহশক্তির্যথা বহুস্তথৈবা মম বলভা ।  
অনয়া সহ বিচ্ছেদং কণমাত্রং ন বিজ্ঞতে ॥ তথাচ রসপোষায় প্রকটন্যানুসা-  
রতঃ । করোমি লীলামতুলাং যোগাযোগবিবৰ্দ্ধিতাম্ ॥ ইতি কক্ষমুখা  
ব্রতমন্তুতং রোমহৰ্ষণং । শ্রদ্ধা ভাবসমাবিষ্টঃ কেশবঃ পুনরুচিবান্ ॥ শ্রীনারদ  
উবাচ । কক্ষ কক্ষ মহাবাহো প্রপন্নজনবৎসল । ত্বৎপ্রসাদ-প্রসাদৈঃ সা কেন  
রাগা প্রসীদতি ॥ এতদ্ব্রহ্মি মহাভাগ সেবকোহহমভূবতঃ ॥ এতৎ শ্রদ্ধা কৃপা-  
বিষ্টো নারদঃ সুবিশারদঃ । প্রোবাচ ভাবসংক্রান্তমানসং বামতোহহুজম্ । শ্রীকৃষ্ণ  
উবাচ । অস্যাং জমতিথৌ রাগাং পূজয়িত্বা ময়া সহ । নানোপহারৈর্নৈবৈদ্যৈব স্না-  
লঙ্কারচন্দনৈঃ । মহামহোৎসবং কুৰ্য্যাৎ ক্রীড়াকৌতুক-মঙ্গলৈঃ । ধূপদীপৈশ্চ  
তাম্বলৈঃ কুঙ্কমাক্তিতদামভিঃ । ততস্তথৈবোপহারৈঃ পূজয়েদ্দ্বাদশিকাং সতীং ।  
গোগোপগোপিকাশ্চাপি পূজয়েদ্বজ্রিতং পরং ॥ কীর্ত্তিদং রসভানুক নন্দাদিকাং  
পূজয়েৎ । রাধিকায়ৈ বিপ্রকুণ্ডং নিকুণ্ডং যাম্বী-তলম্ ॥ ধ্যানং ধ্যানং পূজয়িত্ব  
মূলমন্ত্রং জপেদবুধঃ । শ্রুত্বাৎ পরয়া ভক্ত্যা কথামেতাং মনোরমাম্ । ভক্ত-  
বুন্দাহুসকানৈস্তাং তিথিং সমুপোষয়েৎ পরেহহি পারণং কুৰ্বাদ বৈষ্ণবৈঃ সহ  
বৈষ্ণবঃ । ইথাং তে কথিতং বিপ্র পুণ্যং রাধাষ্টমী-বতং । রাধিকা প্রীতিজননং  
মৎপ্রসাদস্ত কারণম্ । সৰ্বানীষ্টপ্রদং পুণ্যং সৰ্বমঙ্গলকারণম্ । বর্ষে বর্ষে  
ব্রতকৈব নারী বা পুরুষোহপি বা । যঃ কুৰ্য্যাৎ গুরুমার্য্য তস্য রাধা প্রসীদতি ।  
রাধিকায়াম্ প্রসন্নায়াম্ ভূতায়াম্ মৎপ্রসন্নতাং । যো রাধিকামনারাধ্য নৈবং  
কৃৎস্না ব্রতোত্তমম্ ॥ চেৎ পূজয়িত্বা মাং ভক্ত্যা বহুবর্ষশতানি চ । নাশ্তোৎস-  
তয়া সম্বন্ধে মৎপ্রসাদঃ কথঞ্চন । নাক দামোদরং বাহ্য মৎপত্নীং রাধিকাম্  
তথা । যঃ পূজয়তি ভাবেন সদাহং তস্য চেতসি । নিবসামি মহাভাগ সত্যং  
মে ব্যাজ্যতং শূ । সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেব পুনঃপুনঃ । দিনা রাধাপ্রসা-  
দেন মৎপ্রসাদো ন জায়তে । প্রেমদীপঃ যথা রাধা তত্তত্তো মে তথা প্রিয়ঃ ।  
প্রেমভক্তিং যদি প্রদ্যাম্ মৎপ্রসাদং যদীচ্ছসি । তথা নারদ ভাবেন রাধিকা-  
রাধকো ভব । তথাৎ প্রসাদলাভায় হেতুস্তরমনর্থকং । অপি জন্মসহস্রৈণ  
যেনাহং পূজিতঃ পুরা । তস্য রাগা-পদদ্বন্দ্ব ভক্তির্ভবতি নৈষ্টিকী । দামোদরেতি  
যে ছে চ কথ্যেতি দ্ব্যক্ষরং তথা । রাধাপুংসরং কৃৎস্না সৰ্বমঙ্গলং কৃতেৎ ধনং ।

কৃষ্ণেতি স্বাক্ষরং নাম রাখা নহ যো বদেৎ । আহুতসংপ্লবং যাবৎ বসামি তত্র  
নারদ । স্নানামলক্ষজাপেন যৎফলং লভতে নরঃ । তৎ ফলং স সমাপ্নোতি  
রাধাকৃষ্ণেতি কীর্তনাৎ । ন তপোভিন- পূজাভিন- দানেন জপৈশ্চথা ।  
রাধোচ্চারণমাত্রেন প্রীতিমে জায়তে তথা । বহুনাহু কিমুতেন রাধামচ্ছিস্ত-  
সংপুটী । ইতি তে কথিতং বিপ্র গুহাদগুহতরং ব্রতং । সর্বদ্বৈতপ্রশমনং  
মৌভাগ্য-বিজয়প্রদং ॥ নৈতৎ খলোয়োপাদিশেৎ নাস্তিকায় কদাচন । শঠায়  
পরশিষ্যায় পাষণ্ড-পথবর্তিনে । মৎপরায়াবিনীতায় দত্তা বিপদমাপ্যসি । ঐকা-  
স্তিকায় তন্তায় প্রেমিকায় প্রকাশয়েৎ ॥ শ্রীত উবাচ ॥ ঋত্বা তৎ পূর্ববচনং  
নারদো মুনিসত্তমঃ । চকরৈরুদ্ভূতং তন্ত্য বৈষ্ণবানপাশিক্ষয়ৎ । অথ দামো-  
দরং স্তব্ধা রাধয়া সহিতং মুদা । প্রণম্য দণ্ডবদভূমৌ বযৌ স নারদো মুনিঃ ॥  
ইতি ভবিষ্যপুরাণে রাধাষ্টমীব্রতকথা সমাপ্তা ।

অনন্তর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি কর্ষ্য সমাপন করিবে ।

### দুর্গাব্রত ।

আশ্বিনমাসের শুক্লাষ্টমীতে অর্থাৎ মহাষ্টমী দিনে এই ব্রত আচরণ করিয়া  
প্রতিবর্ষীয় আশ্বিনের শুক্লাষ্টমীতে ব্রতানুষ্ঠান করত নবমবর্ষে উদ্‌ঘাপন করিবে  
এবং অষ্টগ্রন্থিসমায়ুক্ত, কুঙ্কুমাক্ত বা হরিদ্রাক্ত ডোর ধারণ করিবে । এই ব্রত স্ত্রী  
পুংস্ব সকলেই করিতে পারে ।

পূজাপ্রণালী ।—প্রথমত ব্রতকারিণী রমণী বৃত্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচনাদি  
করাইয়া সংকল্প করিবে । যথা,—

বিষ্ণুর্নমোহুত্মিনে মাসি স্তক্রে পক্ষে অষ্টম্যাস্তিথাবারভ্য অমুকগোত্রা  
শ্রীমমুকী দেবী পুত্রপৌত্রাদ্যনবজ্জন্মস্তুতিপ্রাপ্তিকামা দুর্গাপ্রীতিকামা বা অষ্ট-  
বর্ষং যাবৎ প্রতিবর্ষীয়াশ্বিন-শুক্লাষ্টম্যাং গণপত্যাদিনানাদেবতা পূজাপূর্বক যথো-  
ক্তবিধিনা দুর্গাপূজা ডোরকবন্ধন ব্রতকথা শ্রবণরূপ দুর্গাব্রতমহং করিষ্যে ।

অতঃপর সংকল্পহুক্ত পাঠপূর্বক, ঘটস্থাপন করিয়া সামান্যার্থ্যস্থাপন,  
আসনগুড়ি ও ভূতগুড়ি করিয়া অঙ্গস্ত্রাস, করস্ত্রাস করত “ওঁ থর্কং স্কুলতনুং”  
ইত্যাদি ধ্যান করিয়া পূজা করত শিবাди পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদিনবগ্রহ,  
ইজাদি দশদিকপাল ও মৎস্তাদি দশাবতারের পূজা করিবে । অনন্তর পঞ্চ-  
বর্ণের গুড়ি দ্বারা সর্বতোভ্রমণগুল অথবা অষ্টদলপদ্ম নির্মাণ করিয়া, ওহুপরি  
সুবর্ময়ী দুর্গাপ্রতিমা স্থাপন করিয়া তদভাবে শালগ্রাম শিলা বা ঘটে দেবীর  
পূজা করিবে ।

প্রথমতঃ “জ্ঞান অক্ষুণ্ণাভ্যাং নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে করাস্ত্যাস করিয়া “ওঁ জটাজুট” ইত্যাদি ধ্যান ( ১৯৫ পৃ দেখ ) করত মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্থ্য স্থাপন পূর্বক পুনর্বার ধ্যান করিয়া “ওঁ দক্ষযজ্ঞবিনাশিন্যে মহাঘো-  
রায়ে যোগিনীকোটপরিবৃততামৈ ভদ্রকাল্যে হ্রীং হুর্গায়ৈ নমঃ ।” এই মন্ত্রে ( হুর্গাপূজা ক্রমে ) ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করত জপ সমর্পণপূর্বক অষ্টশক্তির পূজা করবে ।

অষ্টশক্তি যথা,—“উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা, অতিচণ্ডিকা ।”

অতঃপর অষ্টগ্রন্থিযুক্ত ভোরধারণ করবে । ধারণমন্ত্র যথা,—“ওঁ হুর্গে দেবি জগদ্ধাত্রি ব্রত-সুত্রমিদং তব । বয়ামি বাহনলেহং বয়ং দেহি যথোপিতম্ ॥”

অনন্তর ভোজ্য উৎসর্গ করিয়া কথা শুনিবে ।

### ব্রতকথা ।

কদাচিদেবতারুশ্চবেষ্টিতো ভগবান্ধিঃ । নারদঃ কৌতুকাবিষ্টঃ কথয়ন  
বিবিধাং কথাম্ ॥ উপবিষ্টঃ সুসম্বৃতঃ তমুচ্ছ্বদেবতাগণাং ॥ দেবা উচুঃ ॥ মূনে  
শুভো নিমন্তশ্চ যে চান্যে হৃষ্টদানবাঃ । তন্ সন্ধান্ সমরে হত্বা দেবী হুর্গা  
মহাবলা ॥ অস্বাকমভয়ং কৃজ্য গতা দেবা যথাসুখং । তদ্যাস্চরিতমাহাশ্র্যাং  
শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ং । স্বমেব হি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ সর্কজঃ সর্কগো যতঃ ॥ অমরাণাং  
বচঃ শ্রুত্বা স মুনির্দানমাশ্রিতঃ । স্তায়া-দেব্যাঃ কথাং দিব্যাং কথয়ামাস হর্ষিতঃ ॥  
নারদ উবাচ ॥ শৃণুঃ দেবতাস্তস্যাস্চরিতং সর্ককামদং । সর্কাভীষ্টপ্রদকৈব  
পরলোকভ্রাপহম্ । আসীং পুরা কৃতযুগে রাজা হি সোমমণ্ডলে ॥ চতুরঙ্গ-  
বলোপেতঃ সর্কশাস্ত্রার্থপারগঃ ॥ অনন্তমিকিরাখ্যাতস্তগ্নদ্রী ত্রিকুটেশ্বরঃ ।  
কদাচিৎ শ্রুতবান্ রাজা মস্ত্রিদক্সবিনিগতাং ॥ কথাং পাপাশ্বনাং নৃণাং  
পরলোকভ্রাপহাং । পরিপপ্রচ্ছ মস্ত্রিণং ন পশ্যামি কথং ধমম্ ॥ অকৃতা স্মৃকৃতং  
কর্ম ভোগান্ ভুঙ্ত্বা যথাসুখং । যজ্ঞদানতপোভিচ্ছ ব্রতেনৈকেন কর্মণাং ॥  
মস্ত্রী উবাচ । ঈশ্বরঃ সেব্যতাং রাজন্ স তে শ্রেয়ো বিদ্যাস্ততি ॥ ইতুঙ্ক  
মস্ত্রিণং রাজা সমারাধ্য মহেশ্বরং । জজাপ পরমং মন্ত্রং শৈবং সর্কার্থসাধনম্ ॥  
প্রাহুর্ভূতো মহাদেবঃ সহদেব্যা বরপ্রদঃ । ঈশ্বর উবাচ ॥ প্রসন্নোহহং মহারাজ বদ  
কিং করযাপি তে । রাজোবাচ । প্রসন্নো যদি মে দেব দেব্যা সহ জগৎপতে ।  
ধর্ম্যঃ কো বদ দেবেশ যেনাহং যমসামধন্যং । মুক্তঃ সুখী ভবিষ্যামি শ্রুত্বা কর্ম

যদুচ্ছর। ঈশ্বর উবাচ ॥ ধর্মৈকং তে প্রবক্ষ্যামি শুভাদ্গুহ্যতরং নৃপ । হৃগীত্রতং  
মহারাজ ব্রতানাং ব্রতমুত্তমম্ ॥ যস্য বরণমাজ্ঞেয়ং যমঃ সন্তোষমাশ্রুয়াৎ ॥  
রাজোবাচ ॥ কেন পূর্বং সমাচীর্ত্তং কুত্বা কিং ফলমাপ্যতে । কৰ্ত্তব্যং কেন বিধিনা  
জহি মে পরমেশ্বর ॥ ঈশ্বর উবাচ ॥ শৃণু তং নৃপশ্রেষ্ঠ ইতিশাসনমুত্তমম্ ।  
আদীং কৃতযুগে পূর্বং দ্বিজঃ শিখরসংজ্ঞকঃ ॥ অপুত্রো নির্দীনঃ পাপী দ্বিজাচার-  
বিবর্জিতঃ । পরহিংসারতর্শ্কারঃ ক্রুরঃ পাপিজনপ্রিয়ঃ ॥ কদাচিদ্বিহ্বাৎ  
গোষ্ঠ্যাৎ ক্রভ্রা ধর্ম্মমশেষতঃ । মনসা চিন্তয়ামাস ন কিঞ্চিং সুব্রতং কৃতম্ ॥ কিমি-  
দানীং করিষ্যামি কথং মে নিকৃতির্ভবেৎ । ইতি চিন্তাকুলোবিপ্রোভার্য্যাং প্রাহ  
স হুঃখিতঃ ॥ ময়া কাস্তে কৃতং পাপং পরলোকভয়াবহং । ন পশ্যামি কথং  
ঘোরং যমং পাপিজনপ্রিয়ম্ ॥ ইত্যুক্ত্বা ভার্য্যা সাক্ষিং তীর্থযাত্রাকৃতদ্বরঃ । উদীচীং  
দিশমাস্থায় জগাম গহনং বনম্ ॥ ঘোরসন্তসমাকীর্ণং সর্বতোভয়দর্শনং । গম্বা  
বহুতরং দূরমুপবাসেন কবিতঃ । অস্থিচর্ম্ম বশিষ্টোহসৌ নিষয়ৌ বৃক্ষমূলকে ।  
ভার্য্যা সহিতৌ বিপ্রঃ সংপশ্চতি দিশোদশ । অশ্বিনেব বনোদ্দেশে ঋষিসঙ্ঘং  
দদর্শ সঃ । পূজয়ন্তং স্তবস্তপ্তং কথয়ন্তং শুভাং কথাম্ ॥ উপগম্য ততস্তাংস্ত মুনীন  
প্রাহ সভার্য্যকঃ । বন্ধাঙ্গুলিপুটে ভূত্বা নমস্কৃত্য পুনঃপুনঃ । কিং কৰ্ম্ম ক্রিয়তে  
বিপ্রাঃ কুত্বা কিং ফলমাপ্যতে । বিধানং কীদৃশং চাস্য দেবতা কা চ পূজ্যতে ॥  
ঋষয় উচুঃ ॥ হৃগীত্রতমিদং বিপ্র সর্বপাপপ্রণাশনং । নরসিদ্ধিপ্রদং নৃণাং  
মোচনং যমজাত্যনাং ॥ বিধানং চাস্ত বক্ষ্যামি শৃণু বিপ্র সমাহিতঃ । আশ্বিনস্য  
তু মাসস্য শুভে কালে সিতষ্টমী । কুর্যাদব্রতঃসমস্ত ভক্তো যথোক্তবিধিনা দ্বিজ ॥  
দস্তধাবনপূর্বং হি স্নানং কুত্বা বিতৰ্জনঃ । নিব্রণং কুম্ভাদায় স্থাপয়েন্দেবী-  
মন্দিরে ॥ স্থাপয়েন্তু দীপকং যতপূর্ণং সমুজ্জ্বলং ॥ রাত্রিকালে তু সংপ্রাপ্তে মণ্ডলং  
কারয়েদব্রতী ॥ হুগীং তষ্ট্রেব সংস্থাপ্য মহিষাসুরমর্দিনীম্ । অর্ঘ্যাজ্ঞৈঃ পূজ-  
য়েন্দেবীং মূলমস্ত্রেণ তৎপরঃ ॥ নৈবেদ্যং বিবিধং দত্ত্বাং পুষ্পাঙ্গুলিসমম্বিতম্ ।  
অষ্টৌ পুষ্পাণি দেয়ানি ফলাচ্ছষ্টৌ তথৈব চ । অষ্টগ্রহিনমায়ুক্তং কুঙ্কমাজং সুডো-  
রকং । মস্ত্বেণানেন ভো বিপ্র বিত্বসেন্নাহমূলকে ॥ হুর্গে দেবি জগদ্ধাত্রি  
ব্রতস্বজ্ঞমিদং তব । বধ্যামি বাহুম্লেহহং বরং দেহি যথেষ্টতম্ ॥ এবং নির্কল্ভ্য  
পূজ্যাকং দত্ত্বাদ্বিপ্রায় দক্ষিণাং । দিবসে বাপি তৎকার্য্যং ব্রতং শক্ত্যানুরোধতঃ ॥  
অপূর্ণং ভক্ষয়েদ্বাপি ভক্তিরেবাত্র কারণং । অনেন বিধিনা কুত্বা দেব্যাঃ শ্রদ্ধা কথ্য-  
মিমাং ॥ ফলমুলাশনো ভূত্বা তাং নিশাং কপয়েদব্রতী । বিপ্রাচ্ছাষ্টেব য়ে বর্ণাঙ্কিয়-  
শ্চৈব দ্বিজোত্তম । করিষ্যন্তি ব্রতং য়ে চ তে সর্কে ফলভাগিনঃ । সম্পূর্ণে চাষ্টয়ে



বর্ষে ব্রতমোক্ষোপায়নং চরৎ । ততো বিপ্রো বিবিং ক্রত্বা নমস্কৃত্য পুনঃপুনঃ ।  
 গৃহং প্রাপ্য চ ক্রত্বা চকার ব্রতমুত্তমম্ ॥ ঈশ্বর উবাচ ॥ তৎ প্রমাদামহীপাল  
 ভুক্ত্বা ভোগান্ মনোহরান্ । উৎপাত্ত পুত্রান্ পৌত্রাংশ্চ ইষ্টা যজ্ঞং সদক্ষিণম্ ॥  
 আয়ুর্ধোহস্তা ততো বিপ্রঃ স্বধ-মৃত্যুমবাপ্য সঃ । তং জাত্বা ধর্ম্মঘাট্ ক্রুদ্ধঃ  
 প্রাহ তান্নির্জকিরান্ ॥ মৃত্যুংসৌ পাপকর্যা বৈ দ্বিজঃ শিখরসংজ্ঞকঃ ॥  
 তমানয়ত শীঘ্রং হি নিগৃহ্ণ চ যৎক্ৰুয়াৎ ॥ ধর্ম্মরাজবচঃ শ্রুত্বা দূতা মুদগারপাণয়ঃ ॥  
 গত্বা ক্রত্বাঃ সমানেতুং তং দ্বিজং পাপকারিণং । তং দৃষ্ট্বা বিস্মিতা দূত  
 বিমানস্থং দ্বিজোত্তমং । হৃর্গামগৈঃ পরিবৃতঃ শূলশক্ত্যুষ্টিপাণিভিঃ ।  
 উচুর্কাক্যং ততো দূতা গগান্ হৃর্গসমাশ্রয়ান্ ॥ অসৌ, পাপী হুরাচারো  
 ভবন্তিনীঘতে কথং । তাতৈক্কেনং পাপিনং বিপ্রং পলায়ধ্বং যথাস্বথং ॥  
 স্বায়ুপাশেন বন্ধনং নেযামো যমমন্দিরম্ । ইত্যাকর্য গগাং সর্কে  
 যমদূতান্ তরঙ্করান্ ॥ শূলমুদ্যমা সঙ্গমঃ নিজস্ববলদর্পিতাঃ । নিদঙ্কাস্তেজসা  
 তেবাং যমদূতাঃ পলায়িতাঃ । সো'পি বিপ্রো বিমানস্থো দেবীগণ-  
 সমাবৃতঃ । দেবলোকং তদা গত্বা হৃর্গাধাঃ পুত্রভাস্কৃতঃ । ঈশ্বর উবাচ  
 কথিতং তে ময়া রাজন্ গচ্ছ তং নিজমন্দিরম্ । ইদং ব্রতবরং কৃত্বা  
 ভুক্ত্বা রাজ্যগকটকং । অদৃষ্ট্বা ধর্ম্মরাজানমন্তে যাস্যসি নংপুরম্ ।  
 সংসার-সাগরতরঙ্গকুলং বিচ্ছিতা বাঞ্ছন্তি যে মম পুরে সততং নিবাসং ।  
 সম্পূজ্য তাং ত্রিভুগ্নেশকিরীটপাদাং কুর্ষিষ্টি মঙ্গলকরং ব্রতমুত্তমস্তে ।  
 ইত্যুক্ত্বা তং মহাদেবত্বৈক্যবাবীযক ॥ নারদ উবাচ ॥ বরং প্রাপ্য  
 মহীপালঃ প্রণম্য পরমেধরম্ ॥ আজ্ঞায়াম নিজং রাজ্যং প্রকৃষ্টেনান্তরা  
 স্তনা । তদায়াস্তং সমালোচ্য সর্কে পৌরজনাস্তদা । পুরশোভাং ততঃ ৮৫  
 পূর্ণকুস্তপুংসরম্ ॥ সংপ্রবিষ্ট পুংসং রাজা সমাহুয়াথ মন্ত্রিণং । তং সর্ক  
 কথয়ামাস যথাদিষ্টং কপর্দিনা ॥ যথাকালে তু সংপ্রাপ্তে আধ্বিনস্ত সিংহাসনৌ  
 তদব্রতং কৃত্বান্ রাজা সর্কঃ পৌরজনৈঃ সহ । যজ্ঞং স্থাপুনা পূর্ক  
 তেনৈব বিধিনা তদা । ইষ্ট্বা যজ্ঞশতং পুণ্যং ভুক্ত্বা ভোগান্ যথোপিতান্  
 পালয়িত্বা চিরং পৃথ্বীং পুত্রপৌত্রসমবিতঃ ॥ ধর্ম্মরাজং বিনির্জিহত্য শিব-  
 লোকং জগাম সঃ ॥ স বৈ ক্রীড়তি যজ্ঞেণ উমদা সহ শঙ্করঃ । তস্য  
 তেহুচরা লোকাঃ কৃত্বা তু ব্রতমুত্তমম্ ॥ হৃর্গাদেব্যাঃ প্রমাদেন গতাত্তে  
 গতিমুত্তমাম্ ॥ নারদ উবাচ ॥ আশ্চর্য্যং যৎ তদ্ব্যাহায্যং কথিতং ভবদগ্রতঃ ।  
 প্রণামং চক্ৰিষে ভক্ত পরবর্কং সমং যশুঃ ॥ নারদ উবাচ ॥ ব্রতবরমথ কৃত্ব

ধর্মরাজং বিজিত্য, শবপুরমথ লেভে মন্ত্রসিদ্ধিক ভূপঃ । বুজিনর্মণি চ কৃতা যঃ  
করোত্যাদয়েণ, নিবসতি শিবলোকং তত্ত বস্তো মহেশঃ ॥

ইতি ত্রিদেবীপুরাণে ত্রীছর্গাব্রতকথা ।

অতঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিজাবধারণ করিবে ।

বীরাষ্টমী-ব্রত ।

আশ্বিনমাসের শুক্লাষ্টমীতে এই ব্রতাহুষ্ঠান করিয়া প্রতিবর্ষীয় মহাষ্টমীতে  
ব্রতারণপূর্বক নবমবর্ষে ব্রতের উদ্বাপন করিতে হয় । ইহাতেও অষ্টগ্রহি-  
ণমায়ুক্ত কুরুমাক্ত বা হরিদ্রাক্ত ডোর ধারণ করিতে হয় ।

পূজাদি সমস্ত ছর্গাব্রতের ত্রায় করিবে, কেবল নিম্নলিখিত মতে সংকল্প  
করিতে হইবে । যথা—

“বিষ্ণুর্মোহন্ত আশ্বিনে মাসি শুক্ল পক্ষে মহাষ্টম্যাতিথৌ অমুকগোত্রা  
ত্রীমতী অমুকী দেবী সৌভাগ্যসৌন্দর্য্যপ্রাপ্তিপূর্বকং চিরজীবিপুত্রকামা অষ্টবর্ষং  
যাবৎ প্রতিবর্ষীয় আশ্বিনশুক্লাষ্টম্যাং গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বক ত্রীতগ-  
দুর্গাপূজা ডোর বন্ধন ভোজ্যাস্থিতজলপূর্ণঘটদানতৎকথা-শ্রবণরূপ-বীরাষ্টমী-  
ব্রতমহং করিষ্যে ।”

যথাবিধি পূজা করিয়া পূর্ববৎ ডোর ধারণ করত সভোজ্য ঘটোৎসর্গ  
করিয়া কথা শ্রবণ করিবে ।

ব্রতকথা ।—ভগবন্ দেবদেবেণ লক্ষীকান্ত জনার্দন । কেনোপায়েন  
দেবেশ স্ত্রীণাং শুভগতির্ভবেৎ ॥ ত্রীকৃষ্ণ উবাচ ॥ শৃণু নারদ বক্ষ্যামি শুভং  
বীরাষ্টমীব্রতম্ । যৎ কৃতা বনিতাঃ সর্কীঃ পুরুষদ্বপুর্নৈবসন্ ॥ নারদ উবাচ ॥  
কেন বাচরিতং পূর্কং ক্রুহি মে পরমেশ্বর । বিধানং চাস্য কিং দেব কৃতা  
কিং ফলমাপ্যতে ॥ ত্রীকৃষ্ণ উবাচ । পুত্রৈকা ব্রাহ্মণী রম্যা স্নানরী তত্-  
বনজা । অপুত্রা সর্করহাচ-ধর্ম্মদেবস্য ভামিনী । স চ তাং ব্রাহ্মণীং দৃষ্ট্বা  
প্রত্যাচ স্নুহুঃখিতঃ । ন ভবেত্তব পুত্রোহপি ন মে বংশো ভবিষ্যতি । বিবাহং  
প্রকরোমীতি পুত্রার্থং যদি মত্তসে । ন ভবেত্তব দোষত্বং কথং তস্মাদ্-  
ভবিষ্যতি ॥ ব্রাহ্মণ্যুবাচ । দেবতাঃ পার্কীতী দেবী দেবানামভয়প্রদা । সা  
তুষ্টী সর্বতুষ্টার্থং পুত্রপৌত্রং দদাতি বঃ । বলিহোমপরো ভূত্বা সহ পত্ন্যা ব্রতং  
চরেন । ফলমুলাশনো ভূত্বা নিরাহরো দৃঢ়ব্রতঃ । জগাম শরণং ভক্ত্যা  
জজাপ মন্ত্রমভুভম্ । পরিতুষ্টা তদা দেবী বরৌ ভাভ্যাং দদৌ পুনঃ ॥ পার্কীত্যাচ ।

শুণু বীরাষ্টমীনাম ব্রতং সৰ্বকলপ্রদম্ । আখিন্য সিঙে পক্ষে মহাষ্টম্যাং পতি-  
ব্রতা । প্রাতঃকালোৎকৃষ্টমন্ত্ৰিঃ প্রক্ষাল্যাজি কৰৌ মুখম্ । শুক্লাব্রতধরা নারী  
স্থাপয়েৎ কুন্তসম্মুখে । সৰ্বান্ দেবাংশ্চ সম্পূজ্য মহিষাসুরমর্দিনীম্ । অষ্ট-  
পুষ্পানি দেৱানি ফলাস্তুষ্ঠৌ তথৈব চ । অষ্টগ্রন্থিসমায়ুক্তং কুক্ষমাক্তং স্তুভোর-  
কম্ । মন্ত্ৰেণানেন ভো বিপ্র বিজ্ঞসেবাহমূলকে । হৃর্গে দেবি জগদ্ধাত্রি  
ব্রতসুজ্ঞমিদং তব । বরামি বাহমূলেহং বরং দেহি যথেষ্টিতম্ । কলসং  
গন্ধপুষ্পাভ্যামর্চিতং জলপূরিতম্ । দক্ষিণাসহিতং ভোজ্যং দদ্যাৎপ্রায়  
উজ্জিতং । সম্পূর্ণে চাষ্টমে বর্ষে কুন্তানন্তৌ প্রদাপয়েৎ । বস্ত্রডলকসংযুক্তান্  
কুন্তস্যোপরিসংস্থিতান্ । অনেনৈব বিধানেন কুৰ্ব্যাৎ পুত্রফলপ্রদম্ । ইত্যুক্তা  
পার্বতী দেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত । কৃত্বা তু মাধবী নারী ব্রাহ্মণী সুপ্রজাতবৎ । যা  
চেদং কুরুতে নারী ব্রতমিষ্টমমৃতমম্ । জন্মান্তরে সুপ্রজাঃ স্তাৎ স্বামিচিন্তাহু-  
রঞ্জিনী ॥ ইতি নারদীয়পুরাণে বীরাষ্টমীব্রতকথা সমাপ্তা ।

### বুধাষ্টমী ।

বুধাষ্টমীব্রতং চৈত্রপৌষহরিশয়নকালাদিতরকালে কর্তব্যং । পতঙ্গে মকরে  
যাতে দেবে আগ্রতি মাধবে । বুধাষ্টমীঃ প্রকুর্কীত বর্জয়িত্বা তু চৈত্রকং ॥  
রাজমার্গণ্ডে ।

চৈত্রমাস, পৌষমাস ও হরিশয়নকালের অষ্টকালে এই ব্রত করিবে ।  
সূর্য্য মকররাশিতে গত হইলে এবং মাধবের জাগ্রদবস্থায় বুধাষ্টমীব্রত করিবে,  
কিন্তু চৈত্রমাসে করিবে না ।

হরিশয়নে, সন্ধ্যাকালে ও চৈত্র মাসে বুধাষ্টমী ব্রত করিতে নাই, করিলে  
পূর্ব্বকৃত পুণ্য বিনষ্ট হয় । ইহা ধারা জানা যায় যে, চৈত্রমাসে এই ব্রত আরম্ভ  
করিবে না ।

এই ব্রত আটবার করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে হয় ।

### পূজাপদ্ধতি ।

কৃত নিত্যক্রিয় পুরোহিত স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক ব্রতচারিণীকে সংকর  
করাইবেন । যথা,—

বিঘ্নর্মোহজ্ঞানমুকে মাসি শুক্রে পক্ষে বুধবারাধিকরণক-অষ্টম্যাত্রিথাবারতা  
অষ্টবর্ষং যাবৎ অমুকগোত্রা ত্রীঅমুকী দেবী, ব্রহ্মস্বহরণাদিপাপকর সকলবাহিত-

ফলপ্রাপ্তিপূৰ্ণকং স্বৰ্গলোকগমনকামা শ্রীবিষ্ণুপ্ৰীতিকামা বা গণপজ্ঞানদিনানা-  
দেবতাপূজা হুৰ্গাশিবপূজাপূৰ্ণক ব্রতকথা শ্রবণরূপ বুধাষ্টমীব্রতমহং করিষ্যে ।”

অনন্তর পুরোহিত সত্তর স্তম্ভ পাঠ করিয়া অষ্টদশপদ্য নির্মাণ করত সাক্ষা-  
ভার্য্য স্থাপন, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, গণেশ, শিবাদিপদদেবতা, আদিত্যাদি-  
নবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিকৃপাল ও মংস্তাদি দশাবতার প্রভৃতির পূজা করিষ্যে ।  
তদনন্তর ষোড়শোপচারে বা দশোপচারে শিবহুর্গার পূজা করিয়া ( ২৯১ পৃ  
৩ পং দেখ ) আবরণ দেবতার পূজা করিবে । যথা—

“ও ত্র্যম্বো নমঃ । এইক্রমে—‘গৌর্য্যে, বৈষ্ণব্যে, মাহেশ্বর্য্যে, শিবদূত্যে,  
বারাহ্যে, নারসিংহ্যে, কোমার্য্যে, ইন্দ্রাণ্যে, চামুণ্ড্যে, মহালক্ষ্ম্যে, ভদ্রকাল্যে,  
আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যঃ, ইন্দ্রাদিদশদিকৃপালেভ্যঃ, বিজয়্যৈ ।”

পরে হুর্গামন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করত প্রণাম করিবে ।  
অনন্তর ষোড়শোপচারে বুধের ধ্যান করিয়া পূজা করিবে । বুধের ধ্যান যথা—

“ও ততো দেবঃ বুধঃ সৌম্যঃ সর্ষাপ্তরগভূষিতঃ । প্রিয়ঙ্কলিকান্তামং  
পীতাম্বধরং শুভম্ ॥ বরদাভয়হস্তকং ব্রহ্মমৌলিবিরাজিতং । দিব্যসিংহাসনাসীনং  
চাক্রহাসং সুখপ্রদম্ ॥”

অতঃপর আবরণ দেবতার পূজা করিবে । যথা,—

“এতে গন্ধপুষ্পে ও ধর্ম্ম্যৈ নমঃ ।” এইরূপে—“জ্ঞান্য, বৈরাগ্য্য, ঐশ্বর্য্যায়,  
অধর্ম্ম্য, অজ্ঞান্য, অবৈরাগ্য্য, অনৈশ্বর্য্যায়, আধারশক্তয়ে, কুর্ম্ম্য, পৃথিব্যে,  
অনন্তায়, পদ্মায়, মংস্তাদিদশাবতারেভ্যঃ, দ্বাদশাদিত্যেভ্যঃ গৌর্য্যাদিষোড়শ-  
মাতৃকাভ্যঃ, লক্ষ্ম্য, নারায়ণ্য, সরস্বত্যে, গঙ্গ্যে, যমুন্যে, সর্ষাপ্ত্য  
দেবীভ্যঃ, সর্ষেভ্যোদেবেভ্যঃ, পূজিতদেবতাগণেভ্যঃ ।” পরে মতোজ্য-জলপূর্ব্বক  
এবং অষ্টসুষ্টিভোজ্য উৎসর্গ করিয়া কথা শ্রবণ করিবে ।

ব্রতকথা ।—ক্ষেত্রজায় নমস্তত্যং বুধায় বরদায় চ । যন্ত পাদপ্রসাদেন  
প্রাপ্যতে বাক্তিতং ফলং । যজ ত্রৈলোক্যসৌন্দর্য্যপুকে পাটলিপুত্রকে ।  
বভূব্যাশেষধর্ম্মজ্ঞো বীরো নাম হিজোত্তমঃ ॥ তন্ত ভার্য্যা ভবেদ্রস্তা নান্না  
পুত্রোহন্তি কোণিকঃ ॥ হুহিতা বিজয়া তন্ত পুরুষা চাতিহুর্লভা ॥  
অশেষগুণসম্পন্ন্য বিখ্যাতা যৌবনাবিতা । বীরস্যাতিদরিদ্রস্ত মতিজ্জাত্য  
মহাশ্বনঃ ॥ শিবমারাদিধ্যামি তদা প্রাপ্নোমি সম্পদং । শিবোহুহি  
ভক্তিভাবেন তস্মৈ প্রদাদুযোত্তমং । বুধস্য তস্য রক্ষার্থং ভগবান্ কৌণিকে  
মদা । অগ্ন্যাে বুধপালন্ত ক্রীড়িতো জাহ্নবীতটে । পাণেন ভুধরেণাপি হুহো

গোদনপালকঃ । ন দৃষ্টুং স্বযতঃ তত্র কৌশিকশ্চিহ্নিতোহুভবৎ । সৰ্বত্র  
 ভ্রমতে তত্র স্বয়ং কুত্র ন পশ্যতি ॥ এতন্নিম্নেব কালে তু ভগিনী ভাসা বীমতঃ ।  
 বটমাদায় বিজয়া পানীয়ং নেতুমাগতা ॥ বিজয়া ভাতবৎ দৃষ্টুং স্বযবান্ভমপ-  
 ক্ষত । কৌশিকেণ সমাধাতং স্ববভ্ৰোচোরিতো মম । এতন্নিম্নেব বিজনে  
 ব্রবো ন প্রাপ্যতে কুতঃ ॥ বিজয়া কৌশিকশ্চৈব ভ্রমতঃ সকলে বনে ॥ কুখার্ভৌ  
 ভৌ পুনঃ সৰ্বং ভ্রমিত্বা চিত্তিতৌ তদা । বুভুক্ষিতৌ পিপাসার্ভৌ জগ্মদুত্তৌ  
 সন্নোবরে ॥ বুধাষ্টমীত্ৰতং নাম সৰ্ব্বপাপহরং শুভং । স্বর্গাৎ সমাগতান্  
 সৰ্বানম্পরোদেবতাগবান্ । উভৌ চাতিথিক্রপেণ ভোজনার্থং মুপাগতৌ । ভোজনং  
 দীয়তাং দেব্যঃ স্তুধাবাকুলচেতসৌ ॥ অপরা উবাচ । বুধাষ্টমীত্ৰতং কৰ্ত্ত্বং  
 সৰ্বৈরাগত্য হীয়তে । বুভুক্ষিতায় দাতব্যমিহ কিমিহ বিদ্যতে ॥ ফলপুষ্পাদিকং  
 কিকিঞ্চিদ্যতেহত্র সমুখিতং । কৰ্ত্তব্যে যদি বাহা স্যাদব্রতমেতদ্বিদীয়তে ॥  
 বিজয়াকৌশিকাবৃক্ষবতৌ বিস্তার্যা তদ্বতঃ ॥ বিজয়াকৌশিকৌ উচতুঃ ॥  
 কেনোপায়েন ভো দেবাঃ ক্রীয়তে ব্রতমুত্তমং ॥ দেবা উচুঃ ॥ নানাকলৈশ্চ  
 নৈবেদ্যৈশ্চ তথুপপ্রদীপকৈঃ । নারিকেলৈঃ কদলকৈঃ পূঠগলজ্জলসংযুতৈঃ ।  
 নানাগন্ধৈর্জলৈর্দেবীং সম্পূজ্যা ক্রিয়তে ব্রতং ॥ দধা, পোস্তনবস্ত্রকং জাপমিত্য-  
 বথাবিধি । অষ্টযুটকতপুলাং চাশনীয়াং সমাহিতাঃ । একগ্রন্থিতিস্থিড়িষ্ট  
 অষ্টগৈশ্চ সংযুতং ॥ অষ্টায়পটকে রাজান্ ভুঞ্জানো ব্রতমাচরয়েৎ ॥ পূৰ্ব্বঃ  
 নিরামিষং কুৰ্ঘ্যাবশ্যং ভূতিবুদ্ধয়ে । অষ্টসংখ্যাকপৰ্য্যন্তং ব্রতং কুৰ্ঘ্যাক্রিতেল্লিখঃ ॥  
 প্রথমং গোধূমচূর্ণং সপ্ততঃ শুভসংযুতং । দ্বিতীয়ে তিলপিষ্টকং পায়সেন সমাযুতং ।  
 তৃতীয়ে হৃদ্যসংযুক্তং সৰ্করকং চতুর্থকে । যবচূর্ণময়ং প্রস্থং দধিযুক্তং মধুপ্লুতং ॥  
 পঞ্চায়ুতং পঞ্চমে চ ষষ্ঠে মৃদগেজ্জলসাদ্রকং ॥ সপ্তমে চণকং পঞ্চপ্রস্থং দেয়ং  
 ফলৈঃ সহ ॥ অষ্টমে স্তুতসংযুক্তং মধুজলসলজ্জলকং ॥ ভোজ্যকং ভোজনং  
 দদ্যাৎ সপবিব্রং ফলাযিতং ॥ ইতি তে সৰ্বমাধ্যাতং কিমন্যাং শ্রোতুমহঁসি ॥  
 দেবানাং বচনং শ্রদ্ধা উবাচ বিজয়া তদা । যুগ্মাভির্দীয়তাং কিকিৎ পুষ্প-  
 নৈবেদ্যযুক্তমং ॥ যুগ্মাককং প্রসাদেন আবাত্যাং ক্রিয়তে ব্রতং ॥ দয়াং কৃতা  
 ত তে সৰ্বৈ দত্তং কিকিৎ ফলাদিকং ॥ গন্ধপুষ্পাদিকং নীত্বা ততস্তৌ চেরত  
 ব্রজং ॥ গণেশাদিগ্রহাংশ্চৈব তুর্গাং দেবীং প্রপূজ্য চ । কথ্যং শ্রদ্ধা চ রাজেন্দ্র  
 প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ । ব্রতব্রাহ্মে তদা ভাভ্যাং বয়ং দাতুং সমাগতা ।  
 দুর্গা দেবী ততঃ প্রাহ শ্রোতৃভ্যাং বাঞ্ছিতং ফলং ॥ কৌশিক উবাচ ।  
 অহং রাজা ভবিষ্যামি স্বংপ্রসাদান্নহেখরি । জতং ব্রবকং প্রাপ্ন্যামি

ঋতিতি সুরপুজিতে ॥ বিজয়োবাচ ॥ দেবপত্নী ভবিষ্যামি স্বংপ্রসাদাৎ  
 পার্শ্বতি । এবমস্মিতি দেবুজ্জ্বা । তত্রৈবাস্তরগীয়ত । ব্রতং কৃত্বা তদা সর্পে  
 আগচ্ছন্নিক্রমন্দিরং । সংপ্রাপ্তৌ ব্রতং জ্যেষ্ঠৌ তদানন্দ্যমাকুলৌ । আগত্যৌ  
 স্বগৃহংভৌ চ ব্রতং কৃত্বা বুধাষ্টমীং । ব্রতং বীক্ষ্য ততো বীরঃ অপৃচ্ছৎ স পুনঃ-  
 পুনঃ ॥ ব্রতং প্রাপ্তং কুতঃ পুত্র তৎ সর্কং কথ্যতাং ময়ি ॥ পিত্রে চ সর্ক-  
 মাখ্যাতং কোশিকেন যথাক্রমং ॥ বিজয়াযোবনং দৃষ্ট্বা বীরস্যাপি প্রচিন্ধনং ।  
 কশ্মৈ দেয়া ইয়ং কথ্য ইতি চিন্তাপরোহতবৎ ॥ ব্রতং বিক্রীয় বিপ্রায়  
 কন্ত্বেয়ং দীয়তে ময়া । যোগাৎ বরং ন চাপ্নোমি চিন্তয়মিতি সোহশৃণোৎ ।  
 বময় দীয়তাং কথ্য চাকাশাৎ পতিতং বচঃ ॥ এতন্নিষেব কালে তু তদে-  
 শস্থো নৃপো যুতঃ ॥ সমালোচ্য ততঃ সর্পে মিলিত্বা মস্ত্রিমণ্ডলৈঃ । রাজলুপ্তমিমং  
 দেশং পালয়িষ্যতি কো নৃপঃ । কোশিকো বীরপুত্রশ্চ রাজযোগ্যো ন সংশয়ঃ ॥  
 রাজলক্ষণসংযুক্তঃ সোহপি রাজা ভবিষ্যতি । বুধাষ্টমীপ্রসাদেন কোশিকো  
 রাজ্যমাপ্তবান্ । বীরো হি বিজয়াং দৃষ্ট্বা সংমদ্য বজ্রভিঃ সহ । কত্যাং  
 দাতুং সমুদ্বৃক্তো ব্রাহ্মণং সমপশুত ॥ সভামধ্যেহব্রবীদ্বিপ্রঃ কত্বা মহৎ  
 প্রদীয়তাং ॥ বীর উবাচ ॥ কিং কুলং কস্য পুত্রস্বং কস্যাবমহ-  
 গচ্ছসি । এতৎ কথয় মে শীঘ্রং তদা কথ্য প্রদীয়তে । ব্রাহ্মণ উবাচ ।  
 যমোহহং পূর্বারাজশ্চ কত্যাং নেতুং সমাগতঃ ॥ বীর উবাচ । যমো যদি  
 স্বরূপেণ নিজরূপং প্রদর্শয় । যমোহপি তদ্রূপং ক্রত্বা নিজরূপং প্রদর্শিতম্ ।  
 যোরং ভয়ানকং তচ্চ রূপং ত্রৈলোক্যহারকং । এতদ্রূপং যমং দৃষ্ট্বা  
 প্রাহ ভীতিযুতো বিজঃ । ত্যজ্যতাং ভয়দং রূপং সৌম্যরূপং প্রকাশয় ॥  
 ততঃ স ধর্ম্মরাজোহপি সৌমাং রূপমগান্তবান্ । কথ্য মে দীয়তাং বীর  
 নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ততঃ স্তম্ভলং কৃত্বা তৎক্ষণাৎ বিজসত্তমঃ ।  
 বিজয়াং দন্তবাংস্তন্মৈ বিধিবদধর্ম্মমাস্থিতঃ ॥ গৃহীত্বা বিজয়াং কালঃ কৃত-  
 কতোহভবত্তদা । ততঃ কালক্রমেণাথ বীরো যমবশং গতঃ । পত্ন্যা সহ  
 মহাভাগ কৰ্ম্মপাশেন যদ্বিত্তঃ । ততঃ নঃ বিজয়া রাজ্ঞী ধর্ম্মরাজস্ত বনভা ।  
 ত্রীণাং মধ্যে তু স্তম্ভগা শঙ্করস্ত যথেশ্বরী । যথা ত্রীঃ কেশবতাপি শচী সুর-  
 পতেরিব । তদা সহ যমো রাজা মুগ্ধা ক্রীড়াং কৰোতি চ । নিষিক্তা বিজয়া তেন  
 দক্ষিণং মা গমিষ্যসি । ততশ্চকলচিত্তা সা বাল্যভাবাং পুনঃপুনঃ ॥ নিষি-  
 দ্যতে চ যৎ কর্ত্তুং তৎ কৰোতি প্রবহতঃ । দিবসে চাপরে তত্র বিজয়া দক্ষিণং  
 গতা । তত্রৈব নরকে ধোরে পতিতাশ্চ সহস্রশঃ ॥ দৃষ্ট্বা তান্ বিজয়া রাজ্ঞী

ছুঃখিতোবাচ সা তস্য ॥ স্ম্যাকং পিতরৌ কুত্র তিষ্ঠতাং নরকেবিহ ॥ তন্মাতা  
 বিজয়াং প্রাহ পচস্তী নরকে স্থিতা ॥ অহং তে ছুঃখিনী মাতা পচামি নরকে-  
 বিহ । রুদতী বিজয়োবাচ কিং কৃতং কৃতং ত্বয়া ॥ মাতোবাচ ॥ কুখ্য-  
 ব্রাহ্মণায়ৈব ন দত্তং ভোজনং ময়া । ব্রহ্মস্বহরণং কিং কৃতং জ্ঞানম-  
 ধানি চ । পচেহং তেন পাপেন নাত্তং পাপং কৃতং ময়া । ভীষ উবাচ ।  
 প্রবোধ্য কিঙ্করান্ সর্সানাগতা নিজমন্দিরং । সুর্য্যাপ হৃদয়ে তত্র  
 মাতৃশোকাতুরা হি সা । স্বামিনং ছুঃখমায়াং দৃষ্ট্বা চ রুদতী প্রিয়া । যস্যাহং  
 দুহিতা সা চ নরকে তিষ্ঠতি প্রভো ॥ তেন শোকেন শোকাক্তা চরণে  
 পতিতাস্থি তে । দুহিতা কিং কৃতং দেব পুত্রেন কিং কৃতং তয়োঃ ॥  
 পিতরৌ নরকান্বয়োরাং ত্রায়েতাং মে সুরেশ্বর ॥ যম উবাচ ॥ ময়া ত্বং  
 বান্ধিতা দেবী দক্ষিণং মা গমিষ্যসি । কথং ত্বং মামনাদৃত্য তত্র গচ্ছসি সূন্দরি ।  
 নাতিশোক জ্বয়া কার্য্যঃ শূনু ভদ্রে বচো মম । পুরাকৃতৈশ্চ দোষৈশ্চ পচ্যতে  
 নরকে নরঃ ॥ তব মাতা মমাপ্যেষা তব তাতঃ পিতা মম । ন শক্যে  
 নরকাত্মাং নরান্ ধর্ম্মবিবর্জিতান্ । উপায়ং শূনু ভদ্রে ত্বং যেন সা বৈ ন  
 গচ্যতে ॥ বুধাষ্টমীতে নৈব সর্কেষাং সঙ্গতির্ভবেৎ ॥ ভ্রাতরং প্রার্থয়িত্বা  
 চ তৎকৃতাক্ বুধাষ্টমীং । যদি দাস্যতি তে মাত্রে তৎক্ষণাৎ সা বিমুক্ত্যতে ॥  
 তচ্ছ্রুত্বা বিজয়া তত্র যত্র তিষ্ঠতি কৌশিকঃ ॥ আগতাং ছুঃখিতাং দৃষ্ট্বা কৌশিকঃ  
 প্রাহ বিস্মিতঃ । স্বাক্ষাৎ ত্বাং ধর্ম্মরাজোহমৌ নীত্বাগচ্ছ স্বমন্দিরং । আগতাসি  
 কথং ভদ্রে পুত্র তৎ কথয়স্ব মে ॥ বিজয়োবাচ । ভ্রাতঃ কিং বহু বক্তব্যং জীবিতক  
 যদ্য ময়া । শূনু কুরু তৎসর্বং যৈকক্ষুঃ ত্বাং সমাগতা ॥ মাতা মে নরকে ধোয়ে  
 পচ্যতে কুমিভোজনে । পরিভ্রাষস্ব ভ্রাতর্মে জীবিতং যদি কাক্ষসি । পুরা কৃতং  
 ত্বয়া ভ্রাতৃবিদ্রোহে চ বুধাষ্টমী ॥ তস্য। একং কলং দত্ত্বা ত্রায়েতাং নরকার্ণবাং ॥  
 কৌশিক উবাচ ॥ শক্রমর্ম ত্বং ভগিনি কথমেবংবিধং বচঃ ॥ রাজ্যং যস্যঃ  
 প্রসাদেন সা কথং দীয়েতেহধুনা । বুধাষ্টমী চ মে মাতা পিতা চৈব বুধাষ্টমী ॥  
 সা কথং দীয়েতেহস্মাভির্ভগিনি ত্বং বিমষি চ । গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং  
 স্বস্থানং বিজয়েহধুনা ॥ ততঃ সা পুনরাবৃত্তা যমাযাকথয়ং স্বয়ং ॥ ন দত্তা  
 সা মম ভ্রাতা মাত্রেহং বিমুক্ত্য চ । বদস্ব কারণং দেব যেন সা বৈ  
 প্রমুচ্যতে ॥ যম উবাচ ॥ যোহপরশ্যাপ্যপ্যায়োহস্তি তৎকথাং শূনু তৎপর। ।  
 ভদ্রে প্রত্যাকরো নাম দ্বিজোহস্তি মথুরাপুরে ॥ ব্রাহ্মণী গৌতমী তত্ত গর্ত্তকষ্টে  
 প্রপীড়্যতে ॥ ন প্রহতে হি সা তত্র ছুঃখং প্রাপ্নোতি সর্গদা ॥ গচ্ছ ভদ্রে

প্রথমে নীরতাঞ্চ বুধাষ্টমীং । কৃতা গোপালিকাবেশঃ গচ্ছ স্বং বিজয়েছুনা ॥  
 বদন্ত কারণং তাস্ত প্রসবং কারয়াম্যহং । যদি মে দীয়তে ভক্তে বুধাষ্টমীব্রতং  
 কৃতং ॥ বুধাষ্টমীব্রতং সা বৈ যদা তে দাস্যতি স্বয়ং । তদাস্যাঃ প্রসবার্থং বৈ  
 প্রদাস্যামি জলৌষধং ॥ যেন সা মন্ত্রপুতেন গর্ভকষ্টং বিমুক্তি । তস্মাৎ শীঘ্রং  
 সমাগচ্ছ গোপালিবেশমাবহ ॥ এতচ্ছুভা চ বিজয়া শীঘ্রং তত্রাগমং স্বয়ং ।  
 তস্যা দ্বারঞ্চ সংপ্রাপ্য ব্রাহ্মণীং চাত্রবীদ্যচঃ ॥ মন্ত্রোষধিমহং জানে প্রসবে  
 কুশলা স্বয়ং । সা চ তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণী প্রাহ দুঃখিতা । এহি গোপালিকে  
 শীঘ্রং প্রসবং কারয়স্ব মাম্ ॥ বিজয়োবাচ ॥ বুধাষ্টমীব্রতং মেহদ্য যদি দাস্যসি  
 শোভনে । তদা দাস্যাম্যহং সর্বং মুনিমন্ত্রমহৌষধং । ব্রাহ্মণ্যুবাচ । গচ্ছ  
 গোপালিকে শীঘ্রং উন্নত্বেব প্রজ্ঞসি । নৈব ধর্মং প্রদাস্যামি প্রাণান্তে চ  
 বুধাষ্টমীং ॥ গোপালিকোবাচ । জীবিতে লভতে ধর্মং জীবিতে চ ধনং লভেৎ ।  
 জীবিতে চ গৃহারম্ভং তস্মাৎ জীবনমুত্তমং ॥ একং দত্ত্বা লভৈস্বতজ্জীবনং  
 শৃণু শোভনে ॥ ঐক্ষিতগোপিকাবাক্যং মনসা পরিভাব্য চ । জীবিতে সর্ব-  
 মাপ্নোতি ব্রতেনৈকেন কিং মম ॥ ইতি সংভাব্য মনসা ব্রাহ্মণী জীবিতাশয়া ।  
 তস্যৈ প্রাদাৎ ব্রতফলং বুধাষ্টমীসমুদ্ভবং ॥ ততো গোপালিকা প্রাদাৎ সংপ্রাপ্য  
 বিপুলং স্মৃৎ ॥ ব্রাহ্মণী প্রসবার্থং বৈ মন্ত্রোষধিজলং নৃপ । ব্রাহ্মণী সা চ  
 স্নগুবে তৎক্ষণাৎ পূজমুত্তমম ॥ ততঃ সা বিজয়া রাজী নিজমন্দিরমাগতা ।  
 দর্দো পিতৃভ্যামানীতং বুধাষ্টমীফলং ততঃ ॥ দেবদেহঞ্চ তৌ ধৃত্বা অকিঞ্চ  
 চ বিমানকং ॥ বুধাষ্টমীপ্রভাবেণ গর্তৌ স্বর্গমনাময়ং ॥ ইত্যেতৎ কথিতং  
 রাজন্ বুধাষ্টমীব্রতং শুভং ॥ ইহৈব বাঞ্ছিতং প্রাপ্য মৃতঃ স্বর্গং সমাপ্নুয়াৎ ।  
 নারী বা পুরুষো বাপি কুরুতে অক্লয়ায়িতঃ । তস্য সর্বং প্রাপ্তেত্তু পাপং জন্ম-  
 শতার্জিতং ॥ শতকং কপিলাদানং কল্যাদানশতং তথা । কৃতা যৎফলমাপ্নোতি  
 তৎসর্বকং বুধাষ্টমীং ॥ বাপীকৃপসহস্রস্য সমাগদ্ভস্য যৎফলং । তৎফলং লভতে  
 মর্ত্যো ভক্ত্যা কৃতা বুধাষ্টমীং ॥ ব্রহ্মস্বরণং পাপং মহাপাতকজং স্মৃতং । তৎসর্বং  
 নাশয়েদুপ বুধাষ্টমীব্রতাদব্রতী ॥ ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বুধাষ্টমীব্রতকথা  
 সমাপ্তা ॥

অন্তঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিব্রাবধারণাদি করিবে ।



### তালনবমী ব্রত ।

এই ব্রত ভাদ্রমাসের শুক্লা নবমীতে আরম্ভ করিয়া নয় মর্ষ পর্যন্ত অনুষ্ঠান করিয়া উদ্‌যাপন করিতে হয় ।

পূজাপ্রণালী ।—নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া পুরো-  
হিত স্বস্তিবাচনাদি করিয়া ব্রতচারিণীকে সঙ্গ করাইবেন । যথা,—

বিষ্ণুর্নমোহ্য তাদ্রে মাসি শুক্রে গঞ্জে নবম্যাস্তিথৌ অদ্যারম্ভ্য নববর্ষং  
যাবৎ অমুকগোত্রা ত্রীঅমুকী দেবী ধনধান্যসুখ-সৌভাগ্যারোগ্যপ্রাপ্তিকামা  
সলক্ষ্মীকবিশুশ্রীতিকামা বা লক্ষ্মী-নারায়ণ-পূজা-তৎকথ্যশ্রবণরূপ তালনবমী ব্রত-  
মহং করিষ্যে ।”

অনন্তর স্বশাখোক্ত সঙ্কলনভুক্ত পাঠপূর্বক “ও ইদং ব্রতং ময়া দেব” ইত্যাদি  
মন্ত্রদ্বয় পাঠ ( ২৮১ পৃ ১৪ পং দেখ ) করিয়া সামান্যার্থস্থাপন, আসনশুদ্ধি ও  
ভূতগুহাদি করিয়া গণেশাদিদেবতার অর্চনা করিবে । অন্তঃপর যথাসক্তি  
উপচার দ্বারা বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা ( ২৯২ পৃ দেখ ) করিয়া পরিবারগণের  
পূজা করিবে । যথা,—

“ও বাসুদেবায় নমঃ । এইরূপে—“কৃষ্ণায়, হরীকেশায়, গোবিন্দায়, দামো-  
দরায়, ত্রিবিক্রমায়, গদাধরায়, পরশুরামায়, গণপত্যে, অনন্তায়, ব্রহ্মণে,  
গন্ধার্যে, যমুনায়, সরস্বত্যে, হর্গায়, সর্বেভ্যো দেবেভ্যঃ, সর্বাভ্যো দেবীভ্যঃ,  
পুঞ্জিতদেবভাগেভ্যঃ ।”

তৎপরে ভোজ্যোৎসর্গাদি করিয়া কথা শ্রবণ করিবে ।

### ব্রতকথা ।

মেকপৃষ্ঠে মুখাসীনঃ কেশবঃ কমলালয়া । উবাচ নমুং বাক্যং বাসুদেবং  
জগৎপতিং ॥ শূ মে বচনং দেব জীবাং সৌভাগ্যাকরণং । কিমেতদুন্নতং  
জীবাং কিমেতৎ শুভং ভবেৎ ॥ কিং কুতেন বিমুচ্যেত কিং কুতেন ফলং  
লভেৎ । তস্মৈ ত্রিহি সুরশ্রেষ্ঠ নারীণাং কারণং প্রবং ॥ কেশব উবাচ ।  
পূর্বং হি মে বিস্তার্যাসীৎ সত্যভামা চ কল্পিণী । কল্পিণী সুভগা সাক্ষী সত্য-  
ভামা চ দুর্ভগা ॥ ত্রীকবাচ । কেন কণ্ঠপ্রভাবেন দৌর্ভাগ্যধ্বংসং ভবেৎ । এতৎ  
সমস্তং বিস্তাধ্য তত্ত্বং মে ত্রিহি কেশব ॥ ত্রীকব উবাচ । কেনচিৎকায়দোষণ  
সত্যভামা চ দুর্ভগা । হঃখার্তা শোকসন্তপ্তা রুদতী বহুশোহপি বা । কিয়ৎকাল-

বিলম্বে তু ব্রজস্বী সা তপোবনং । অরণ্যে বিজনে রম্যে গহ্বা মুনিবরাশ্রমে ।  
 আপস্তম্বং মুনিশ্রেষ্ঠং তদগেহে প্রত্যাগতা । কদিতা সা তু মনয়ে সৰ্ব্বং হুঃখং  
 ভবেদয়ং ॥ এতচ্ছূয়া মুনিশ্রেষ্ঠঃ প্রোবাচ কদতীঃ শুভাং ॥ মুনিরুবাচ ।  
 মারোদীঃ শৃণু চার্কসি সৌভাগ্যং তে ভবিষ্যতি ॥ সত্যভামোবাচ । কথং মে  
 বহশস্তাত শরীরে দুর্ভগাফলং । হানিঃ সৌভাগ্যমেতন্মিনু ক্রয়তাং ভবতা  
 পিতঃ ॥ মুনিরুবাচ । শৃণু সত্যং প্রবক্ষ্যামি ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং ॥ যৎ কৃষ্ণা-  
 তুলসৌভাগ্যং পুত্রপৌত্রাদিকং ভবেৎ । ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে নবমী নাম  
 কীৰ্ত্তিতা । তস্যং নারায়ণং লক্ষ্মীং পূজয়েচ্চ বিধানতঃ । সত্যভামোবাচ ।  
 বিধানং কৌদৃশক্যস্য কিং দানং কিঞ্চ ভোজনং । কিঞ্চাস্য\* পূজনকৈব ভবতা  
 চ তদুচ্যতাং । মুনিরুবাচ । স্বপ্তিলে মণ্ডলং কৃহা ঘটং তত্র নিবেশয়েৎ । তত্র  
 নারায়ণং লক্ষ্মীং গন্ধপুষ্পাদিনাচ্চেৎ ॥ নৈবেদ্যেন সদা ভক্ত্যা পূজয়েত্তজ-  
 বৎসলো ॥ দেবাং পিষ্টকং দত্ত্বা ব্রাহ্মণায় ততঃ পরং ॥ আদৌ সংপূজ্য দেবেশং  
 পতিং সংপূজয়েত্ততঃ ॥ গঠৈঃ পুষ্পৈশ্চ মাল্যৈশ্চ ধূপদীপৈঃ সব্রতৈঃ । পিষ্ট-  
 কক ততো দদ্যৎ স্বামিনে ব্রাহ্মণায় চ । স্বামিনং ভোজয়িত্বা তু স্বয়ং ভূজীত  
 পিষ্টকং । এবশ্পকারৈঃ কর্ণব্যং নবমী নববার্ষিকী । পুত্রপৌত্রসমায়ুক্তং সৌভাগ্য-  
 মতুলং ভবেৎ । ধনবাগ্ৰসমৃদ্ধিঞ্চ অবৈধব্যঞ্চ নিত্যশঃ । অতীষ্টফলমাপ্নোতি  
 নবমীব্রতকাংরণ্যং ॥ সংপূর্ণং তু ব্রতে ভূতে বিধানেন প্রতিষ্ঠয়েৎ । ব্রতক্রে চ  
 সা সাধবী মুনৈপচনগৌরবাৎ । ব্রতসংপূর্ণকালে তু কেশবঃ সমুপাগতঃ । তামু-  
 বাচ হসন্মবো বচনং মধুরং তথা । অদৌভাগ্যেন হুঃখং তে দুর্ভগৎ বিনশ্যতি ।  
 সৌভাগ্যমতুলং প্রাপ্য যথা গৌরী হরস্ চ । শচীব পুরুহুতস্ত রতীব মদনস্ত  
 চ । যথা নারায়ণে লক্ষ্মীস্তথা ভব বরাননে । এবং দত্ত্বা বরং তস্তৈ গৃহীত্বা  
 তাং পুরং যযৌ ॥ এতৎ কৰোতি বা নারী, সা নারী সুভগা ভবেৎ । ব্রতেনৈকেন  
 দেবেশি চকলা নিশ্চলা ভবেৎ । জন্মজন্মান্তরকৈব অবৈধব্যঞ্চ নিত্যশঃ ।  
 পত্নী চ সুভগা সৌম্যা পুত্রপৌত্রপ্রতিষ্ঠিতা । অস্তে যাতি পরং স্থানং  
 যংস্থানং শাস্বতং হরেঃ ॥ ইতি কুৰ্ম্মপুরাণোক্তা তালনবমীব্রতকথা সমাপ্তা ।

অনন্তর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে ।

শ্রীরামনবমী ব্রত ।

চৈত্রমাসের পূনর্কক্ষনক্ষত্রযুক্ত শুক্লা নবমীতামিকে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামচন্দ্র

অগ্রগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নবমীতিথিতে শ্রীরাম-নবমীব্রত করিলে সৰ্ব্ব কামনা লাভ হয়। এই ব্রত স্ত্রী পুরুষ উভয়েই কর্তব্য।

পূজাপ্রণালী।—প্রথমতঃ আচমন পূর্বক স্বস্তিবাচনাদি করিয়া সংকল্প করিবে। যথা,—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্য চৈত্রে মাসি শুক্রে পক্ষে নবম্যাতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশ্রী শ্রীরামশ্রীতিকাঃ শ্রীরামনবমীব্রতমহং করিষো।”

অনন্তর সঙ্কল্পস্বক্ট পাঠ করিয়া “ওঁ উপোষ্য নবমীস্বত্ব যাগেবষ্টম্ রাঘব। তেন প্রীতো ভব স্বং ভোঃ সংসারায় জাহি মাং হরে।” ইহাপাঠ করিবে। পরে লামাত্তার্থ্য, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি ও ত্রাসাদি করিয়া, গণেশাদি দেবতাগণের পূজাপূর্বক শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান করিবে। যথা, -

ওঁ কোমলাঙ্গং বিশালাক্ষমিন্দ্রনীলসমপ্রভম্। দক্ষিণাংশে দশরথং পূজ্যবেষ্ণন্তংপরম্। পৃষ্ঠতো লক্ষণং দেবং সঙ্কয়ং কনকপ্রভম্। পার্শ্বে ভরত-শক্রদৌ ভালবৃত্তকরাবুভৌ। অগ্রে ব্যগ্রং হনুমান্তং রামানুগ্রহকাক্ষিকগম্ ॥

এইরূপে ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। যথা—

“ওঁ রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধদে। রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥”

অতঃপর সীতার ধ্যান করিবে। যথা,—

“ওঁ নীলাস্তোজদলভিরামনয়নাং নীলাম্বরালঙ্কতাং। গৌরাক্ষীং শরদিকু স্মন্দরমুখীং বিস্মেরবিম্বাধরাম্ ॥ কারুণ্যামৃতবর্ষিণীং হরিহরব্রহ্মাদিভির্কলিতাং। ধ্যায়েৎ সর্বজনেপিতার্থকলদাং রামপ্রিয়াং জানকীম্ ॥”

এই প্রকার ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে সীতার পূজা করিবে।

পরে “ওঁ দশরথায় নমঃ” বলিয়া দশরথের পূজা করিয়া “ওঁ কৌশল্যায়ে নমঃ” বলিয়া রাম জননীর পূজা করত তিনবার তাঁহাকে পুষ্পাজলি দিয়া প্রণাম করিবে।—“ওঁ রামস্ত জননী চানি রামময়মিদং জগৎ। অতস্ব্যং পূজ-দ্বিয়ামি লোকমাতনমোহস্ত তে।”

“ভগবন্ রামচন্দ্র আবরণং তে পূজয়ামি।” ইহা বলিয়া অমুক্তাগ্রহণ করত আবরণ দেবতার পূজা করিবে। যথা,—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রাং জদয়ায় নমঃ।” এইক্রমে রীং শিরসে স্বাহা, ক্রং শিখায়ৈ ববট্ ; রৈং কবচায় হং, রৌং নেত্রাভ্যাং বোমট্ ; রং অন্তায় কট্ ॥”

অতঃপর ষাণ্ণাঙ্ক উপচারদ্বারা, ভরত, লক্ষণ, শক্রয়, হনুমান্, সুগ্ৰীব, বিভীষণ, অঙ্গদ, আশ্ববান্, ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান,

অনন্ত, ব্রহ্মা এবং ধৃত্ব, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্জন, অশোক, ধর্ম্মপাল ও সূর্য্য ইহাদিগের পূজা করিয়া ধ্বজ, শক্তি, খড়্গ, পাশ, অক্ষুণ্ণ গদা, শূল, চক্র ও পদ্ম ইহাদের পূজা করিবে।

তৎপরে পুনর্নবমী নক্ষত্রযুক্ত নবমী তিথিতে কর্কটলগ্নে মধ্যাহ্নকালে শ্রীকৃষ্ণ বংশ ধ্বংস নিমিত্ত শ্রীকাম চন্দ্রের জন্ম ভাবনা করিয়া অশোকপুষ্প, তুলসী ও চন্দনাদি সংযুক্ত শঙ্খপাত্রস্থ অর্ঘ্য রামচন্দ্রকে নিবেদন করিয়া দিবে। যথা, -

“ওঁ দশাননবধার্য্য ধর্ম্মসংস্থাপনয়ি চ। দানবানাং বিনাশায় দৈত্যানাং নিধনয়ি চ। পরিত্রাণায় সাধুনাং রামো জাতঃ স্বয়ং হরিঃ। গৃহাণার্থ্যং ময়া দত্তং ভাতিভিঃ সহিতো মম।”

পরে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। (এইরূপে অষ্টপ্রহরে) আটবার পূজাকরত পরে জপ করিয়া জপবিসর্জ্জন করিবে। পরদিবস কথাশ্রবণ, দক্ষিণা ও অজ্জিহ্বাবধারণাদি করিয়া পারণ করিবে।

ব্রতকথা। -পূরৈকল্য সুখাসীনঃ ব্রহ্মাণং জগতাং পতিম্। সহস্র-  
গত্য তজ্জৈব সনকো বাক্যমব্রবীৎ ॥ সনক উবাচ। রাজা দশরথো  
নাম কৌশল্যা চ যশস্বিনী। কৰ্ম্মণ কেন তত্তত্ত পুত্রোহসৌ জগতাং  
পতিঃ। দর্শাদলশ্রামরামো নিষ্ঠার্য্য কথয়স্ব মে ॥ ব্রহ্মোবাচ। সাধু পৃষ্টং  
ত্বয়া বৎস জগতাং হিতকারকম্। পুরা রাজা দশরথঃ কৌশল্যা চ সমাহিতং।  
দজ্ঞাপ মমং দুর্গার্য্যঃ শিবস্ত চ বিশেষতঃ ॥ তয়োর্জ্জপেন তুষ্টঃ সন্ শিবঃ  
প্রত্যক্ষতাং গতঃ ॥ তং দৃষ্ট্বা তু তদা রাজা শ্রুত্বাচ কৃতাজ্ঞিঃ ॥ দেবদেব  
হপুত্রোহহমতিদুঃখেন দুঃখিতঃ। চিরং বিচার্য্য মনসা শিবান্নাধনতঃপরঃ ॥  
ইতি শ্রদ্ধা মহাদেবতমুবাচ দগাপরঃ ॥ কুরু স্বাজন্ বংশযজ্ঞং ততস্তে জগতাং  
পতিঃ ॥ রামনামা চ পুত্রোহসৌ কৌশল্যার্য্য ভবিষ্যতি ॥ ইত্যুক্ত্বা তং  
দেবদেবস্তত্বেবাত্তরধীয়ত ॥ ইতি রুদ্রমুবাৎ শ্রদ্ধা রাজা দশরথঃ সুখী ॥  
ততশ্চক্রে বংশযজ্ঞং স দেব্যা সহ তৎপরঃ। ততঃ কালে মহারাজী গর্ভং  
ধন্তে মনোহরম্ ॥ চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে নবগ্যাং শোভনে দিনে। অতি-  
পুণ্যে শুভে লগ্নে জাতো রামঃ স্বয়ং হরিঃ ॥ পুনর্নবমীক্ষসংযুক্তা সা তিথিঃ সর্গ-  
কামদা ॥ শ্রীরামনবমী প্রোক্তা কোটিহর্য্যগ্রহাবিকা। তস্মিন দিনে মহাপুণ্যে  
রামমুদ্दिष्ट ভক্তিতঃ ॥ যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কৰ্ম্ম তদেবাক্ষয়কারকম্। উপো-  
ষণং জাগরণং পিতৃমুদ্दिष्ट তর্পণম্ ॥ তস্মিন দিনে তু কর্তব্যং ব্রহ্মপ্রাণিমতীপ-  
শুজিৎ তদ্দিনে স্রমহাপুণ্যে রামমুদ্दिष्ट ভক্তিতঃ। জপেদেকাঙ্ক আদীনো - বাহ্যং

ସ୍ୟାଦଶଯାଦିନଃ । ତେନୈବ ସାଂସ୍ବ ପୁରୁଷର୍ଥାଂ ଦଶମ୍ୟାଂ ଭୋଜୟେଦ୍ଦିଜାନ୍ । କୃତ-  
କ୍ରତୋଭବେତ୍ତେନ ସଦ୍ୟୋ ରାମଃ ଶ୍ରୀମୀଦତି । ସନ୍ତ ରାମନବମ୍ୟାନ୍ତ ହୃଦ୍ଭକ୍ତେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟୋ  
ବିମୁଚ୍ୟତୀଃ ॥ କୁଣ୍ଡିଳାକେଷୁ ଶ୍ଵେରେଷୁ ପଚ୍ୟାତେ ନାତ୍ର ସଂଶୟଃ । କୁଣ୍ଡାଞ୍ଜାମନବମ୍ୟାଂ  
ସ ଉପୋଷ୍ୟମତଜ୍ଞିତଃ ॥ ନ ଶେତେ ଯାତୃଜର୍ଥରେ ଅସ୍ୟ ରାମୋ ଭବେଦ୍ଭୁଂସଃ ।  
ଶ୍ରୀରାମନବମୀ ନାମ ପୁଣ୍ୟାଂ ପୁଣ୍ୟତମଂ ବ୍ରତମ୍ । ଇତି ଋଷୀ ମୁସନ୍ତଃ । ସନକଃ ପୁନ  
ବ୍ରତ୍ୟତଃ ॥ ସନକ ଉବାଚ । ବିଧିନା କେନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ବଦ ମେ କମଳୋଦ୍ଭବ ॥ ବ୍ରହ୍ମୋବାଚ ।  
ବ୍ରତପୂର୍ବଦିନେ ସ୍ନାତ୍ବା ସରୁଦୁକ୍ତା ନିର୍ଗାମିଷମ୍ । ତାଙ୍କୁ ଚ ଶୋଷିଜ୍ଞୟନଂ ଶୟିତଃ  
ହୃଦ୍ଗିଳେ କୁଶେ ॥ ରାନ୍ଧେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଚୋଷାୟ ଋଷାଃ ପ୍ରାତଃ-କ୍ରିୟାଂ ତତଃ ॥ ପ୍ରାତଃ  
ସ୍ନାତ୍ବା ଗୁଚିତ୍ତ୍ବ ସଂକରଂ ବିଧିବଚ୍ଚରେଂ । ପ୍ରତିମାୟାଂ ଯଟେ ବାପି ପଟେ ବା  
ବସ୍ତ୍ରତୋହପି ବା ॥ ଶାଳଗ୍ରାମଶିଳାୟାନ୍ତ ତୁଳସୀଦଳକଳିତା । ପୂଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର  
କୋଟିକୋଟିଗୁଣାବିକା ॥ କୌଶଲ୍ୟା ପୂଜନୀୟାଦୌ ରାଜା ଚୈବ ତତଃ ପରମ୍ ।  
ପୂଜୟେଽ ପରମ୍ବା ଭକ୍ତ୍ୟା ପରିବାରାନ୍ତତଃ ପରମ୍ ॥ ତତୋ ଗ୍ରହାଂଶ୍ଚ ନିକ୍ଷୁପାଳନ  
ଗଣେଶାଦିନ୍ ପ୍ରପୂଜୟେଽ । ତତୋ ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ହୃଦ୍ୟୋ ତଜ୍ଞସ୍ତା ଭାବୟେଦ୍ବ୍ରତୀ ।  
ଉଚ୍ଚାସ୍ତେ ଗ୍ରହପଞ୍ଚକେ ସ୍ତରଗୁରୋ ମେନୋ ନବମ୍ୟାନ୍ତୁଧୌ । ଲଗ୍ନେ କର୍କଟକେ ପୁନର୍ବସୁଦିନେ  
ମେଷଂ ଗତେ ପୃଷ୍ଠିନି ॥ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟଂ ନିଧିନାଃ ପଳାଶମସିଧୋ ମେନ୍ଦାଦୟୋଽଧ୍ୟାରଣେରା-  
ବିଭୃତମଭୃତପୂର୍ବବିଭବଂ ଯଃ କିଞ୍ଚିଦେକଂ ମହଃ ॥ ତତୋ ବାଦ୍ୟାଦିକଂ ବ୍ୟ-  
ଦଦ୍ଭାଦର୍ଷ୍ୟଂ ବିଶେଷତଃ । ସ୍ତବମାତ୍ରେଣ ଦଦ୍ଭାଦୈ ଭକ୍ତ୍ୟା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଜୟମ୍ ॥ ଏବମଃଶ୍ଚ  
ସାମେଷୁ ଅଷ୍ଟଥା ପୂଜୟେଦ୍ବ୍ରତୀ । ଇତିହାସକଥାଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶୀତନୃତାନିଶାଂ ନୟେଽ ॥  
ତତଃ ପରଦିନେ ପ୍ରାତଃସ୍ନାନଂ କୃତ୍ବା ରିଧାନତଃ । ବାମଂ ଦୁର୍ବୀଦଳଞ୍ଚାମଂ ଭକ୍ତ୍ୟା  
ଶକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରପୂଜୟେଽ ॥ ନକ୍ଷିତ୍ରାଂ ବିଧିବଦ୍ଦତ୍ତା ଅହିତ୍ରୟବଦାରୟେଽ ॥ ଭୋଜୟିତ୍ବା  
ତତୋ ବିଶ୍ରାମଂ ଅସ୍ୟ ପାରମ୍ପରାଚରେଂ । ସାମେଷୁ ଶୁଶ୍ରୂଷାନ୍ତିତାଂ ପୁରୀତ୍ବ ଚ ବିଶେ-  
ଷତଃ ॥ ବହୁପୁତ୍ରୋ ବନଂ ଯାତୁଂ ଅଶ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମହୋମପୁରୀତଂ । ରାଜହାରେ ମହାଦୋରେ  
ସଂଗ୍ରାମେ ଶତ୍ରୁସଙ୍କଟେ ॥ ଦୁର୍ବୀଦଳଞ୍ଚାମରାମସ୍ତତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାକରୋ ଭବେଽ । ବକ୍ତା ପୁଣ୍ଡ-  
ରବତୀ ସାନ୍ଧ୍ରୀ ପତିଚିତ୍ତାନ୍ତୁନାରିଣୀ । ସପତ୍ନୀଦର୍ପଦଳନୀ ସା ଭବେନ୍ନାତ୍ର ସଂଶୟଃ ।  
ମୟୈତଦ୍ କଥିତଂ ବଂସ ଉବ ବେହାନ୍ତୁତୋତ୍ତମମ୍ ॥ ଇତି ଶ୍ରୀବ୍ରହ୍ମବିସନକମନ୍ବାଦେ  
ଶ୍ରୀରାମନବମୀବ୍ରତକଥା ସମାପ୍ତା ।

ଅତଃପର ନକ୍ଷିତ୍ରା ଓ ଅହିତ୍ରାବଦାରଣାଦି କରିବେ ।

ପିପୀତକୀ ଦ୍ଵାଦଶୀ ବ୍ରତ ।

ଏହି ବ୍ରତ ଦେଶୀୟ ମାସର ଶୁକ୍ଳା ଦ୍ଵାଦଶୀରେ ଆରମ୍ଭ କରତ ଚାରି ବଂସବ

ব্রতচরণ করিয়া উদ্‌যাপন করিতে হয় । প্রথম বৎসর ভোজ্য সম্বিভ লবণ সংযুক্ত জলপূর্ণ চারিটা কুন্ত, দ্বিতীয় বৎসরে শর্করা ও দধিসংযুক্ত আটটি কুন্ত, তৃতীয় বর্ষে তিলের লাড়ুর সহিত দ্বাদশটি কুন্ত, এবং চতুর্থ বর্ষে ক্ষীরের লাড়ুর সহিত ষোড়শ কলসী দান করিতে হয় । চতুর্থ বৎসরই ব্রত সমাপ্তির কাল ।

পূজা পদ্ধতি ।—শুক্লাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমনপূর্বক স্বস্তিবাচনাদি করিয়া সঙ্কল্প করিবে ।

“বিষ্ণুরোম তৎসদ্য বৈশাখে মাসি শুক্রে পক্ষে দ্বাদশান্তিথাবারভ্য বর্ষ-চতুষ্টয়ং যাবৎ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী তৃষানিবৃত্তিধনবাগ্ৰপ্রাপ্তিপূর্বকং বিষ্ণু-লোকগমনকামা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা বা গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বকং ভবি-ষ্যপূবাণোক্তপিপীতকীদ্বাদশী ব্রতমহং কবিষ্যে ।”

অতঃপর সংকল্পহুক্ত পাঠ করিয়া হাত যোর করত পাঠ করিবে ।

“ইদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পুরতন্তব । নির্দিষ্টাং সিদ্ধিমাশ্নোতু স্বংপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর ॥”

অনন্তর সামান্যার্থ্য ও আসনশুদ্ধাদি করিয়া, গণেশাদি দেবতাগণের পূজা পূর্বক গন্ধ, কপূর ও সুগন্ধজল দ্বারা বিষ্ণুকে স্নান করাইয়া ষোড়শোপচারে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা করিবে ( ২৯২ পৃ দেখ ) । অতঃপর আবরণ দেবতাগণের পূজা করিবে ।

“এতে গন্ধপুষ্পে ও বাসুদেবায় নমঃ ।” এই ক্রমে—“সকর্ষণায়, প্রহ্লাদায়, অনিরুদ্ধায়, শাট্ঠ্যে, সরস্বতৌ, শ্রীয়ে, রত্নৈ, কেশবায়, নারায়ণায়, মাধবায়, গোবিন্দায়, বিষ্ণবে, মধুসূদনায়, ত্রিবিক্রমায়, শ্রীমাধবায়, হৃষীকেশায়, পদ্ম-নাভায়, দামোদরায়, ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালেভ্যঃ, বজ্রাত্তেভ্যঃ ।”

অনন্তর সলবণভোজ্য ও বস্ত্র জলপূর্ণ চারিটা ঘট উৎসর্গ করিয়া কথাশ্রবণ করিবে ।

ব্রতকথা ।—শতানীক উবাচ । জলদানস্ত্র মহাশ্মাং যজ্ঞা কথিতং পুরা । তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি পিপীতককথাং শুভাম্ ॥ শ্রীনারদ উবাচ ॥ পুরা সত্যযুগে বিপ্রঃ পিপীতক ইতি শ্রুতঃ । স্ববর্ষমারভেহ্নিত্যঃ কালধর্ম্মমুপেষিহান্ ॥ ততঃ কালেন কিয়তা যুত্যাং প্রাপ্তোহথ স দ্বিজঃ । যমদূতৈঃ সমাগত্য নীয়মানো দ্বিজোত্তমঃ ॥ বদংশে বহুলান্ বিপ্রান্ মহানিরয়সংস্থিতান্ । অসি-পত্রবনে ঘোরে কুন্তীপাকেধু সংস্থিতান্ ॥ কৃতার্ত্তনাদাংস্তান্ দৃষ্ট্বা বিহাদ-

মগমদ্বিজঃ ॥ স্তূপিপাসাকুলো ভূষা প্রেতয়াজ্ঞবংশং গতঃ । বভ্রাম নগরং  
সোহপি পিপাসাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ অথাপশুতোয়কুস্তান্ যমদূতৈঃ স রক্ষিতঃ । অশ্বখ-  
তক্ষমূলে চ জলকুস্তান্ শূশীতলান্ ॥ স্রগন্ধি শীতলং ভোয়ং পুণ্যং পিপপ্লসংযুতং ।  
দৃষ্ট্বা ভূষাভৌ বিপ্রেন্দ্রো যমস্ত কিকরাজ্জলং । পুনৰ্বাচৈ বিপ্রেন্দ্রঃ কিকরৈরভি-  
তাড়িতঃ ॥ যমদূত উবাচ ॥ এতে কুস্তাঃ শীতলাশ্চ বস্ত্রমালাসুশোভনাঃ ।  
পুরঃ পশ্য নৃভিদন্তা বাসিতা গন্ধচন্দনৈঃ । বক্ষকা বহবঃ সন্তি কিকরাঃ  
শস্ত্রপাণয়ঃ । তস্মাত্তোয়মিদং বিপ্র হুস্তং ভুবনেষপি ॥ অকুত্বা তদ্বৃত্তং  
যস্মাৎ হুস্তাপ্যং ভবতা জগৎ ॥ শ্রদ্ধা দূতস্ত তদ্বাক্যং ভূষাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ ॥  
কিকরৈভ্যঃ পুনঃ প্রাহ দেহি দেহি জগৎ কিমং । প্রার্থ্যমানঃ পুনস্তোয়ং  
যমদূতৈঃ স তাড়িতঃ ॥ ভূষাতুরঃ স বিপ্রেন্দ্রো নীতো বৈবস্বতালয়ম্ ॥ যম  
উবাচ । মারোদীর্ঘিপ্র তদ্ব্রহ্মি কাতে পীড়া হৃদি হিতা । যথাসে স পুনস্তোয়ং  
তমূচে ধর্ম্মরাট্ পুনঃ । বিপ্রস্ত বচনং শ্রদ্ধা পুনঃ শৃঙ্খতি সাদরং । পীড়ায়  
তাং বদ মাং বিপ্র শরীরে চেতনাং কুরু ॥ যমস্ত বচনং শ্রদ্ধা ব্রাহ্মণস্তুষিতস্তথা ।  
যস্য পথি যদৃষ্টং সর্বং তস্মৈ ন্যবেদয়ং ॥ শ্রদ্ধা তদ্বচনং রাজা ব্রাহ্মণং  
প্রত্যভাষত । তস্মা তন্ন কৃতং পূর্বং যেনৈং লভতে জ্ঞানম্ ॥ যং কৃত্বা স্মৃকৃতী  
মর্ত্যো বিম্বলাকং গতঃ পুরা । বৈষ্ণবং তদ্বৃত্তং কৃত্বা ভূষা নৈব পীড়্যতে ॥  
ব্রাহ্মণ উবাচ ॥ ত্বয়ি প্রসন্নৈ ভগবন্ন কিকিদ্দুল্লভং মম । তস্মাত্তোয়প্রদানেন  
প্রাণরক্ষাং কুরুষ মে । ইথং করুণাং শ্রদ্ধা যমঃ প্রীঃস্তমাহ বৈ । বৈষ্ণবং  
তদ্বৃত্তং বিপ্র কুরু গতা নিজালয়ং ॥ বিধানং শৃণু বিপ্রেন্দ্র তব বক্ষ্যামি যদ্বৃত্তং ॥  
বৈশাখে শুক্লপক্ষস্ত দ্বাদশী বৈষ্ণবী তিথিঃ । তস্তাং শীতলতোয়ৈশ্চ স্নাপয়েৎ  
কেশবং শুচিঃ ॥ গন্ধমাল্যৈশ্চ নৈবেদ্যপূপদীপৈস্তথোত্তমৈঃ ॥ ভোজ্যঞ্চ বিবিধৈর্ভ-  
ক্ষ্যস্তাস্থলৈশ্চ মনোরমৈঃ । জপ্ত্বা চ বৈষ্ণবং গম্ভ্যং নমস্কৃত্বা পুনঃপুনঃ ॥ দধা  
দ্বিজৈভ্যো বিপ্রৈশ্চ কুস্তান্ ভোজ্যসমমিতান্ । প্রথমে চতুরঃ কুস্তান্ দদ্যাৎপ্রবণ-  
সংযুতান্ । দ্বিতীয়ে দ্বষ্টকুস্তাংশ্চ শর্করাদধিসংযুতান্ । তৃতীয়ে দ্বাদশান্ কুস্তান্  
ভিলমোদকসংযুতান্ । চতুর্থে ঘোড়শান্ কুস্তান্ ছক্ষ্মমোদকসংযুতান্ ॥ ইথং  
সংপূজ্য দেবেশং দ্বিজৈস্তত্তদনন্তঃ । কাঁকনং দক্ষিণাং দদ্যাৎ দ্বিজায় ব্রত-  
কারিণে ॥ কৃত্বা চৈতদ্বৃত্তং শুদ্ধং লভেচ্চ বৈষ্ণবং পদং । যঃ করোতি  
ব্রতকৈতত্ত্বয়ান্নৈব পীড়্যতে ॥ যমস্ত বচনং শ্রদ্ধা গতা সোহথ নিজালয়ং ।  
চকার দ্বাদশীং পুণ্যং জগাম বৈষ্ণবং পদং ॥ নারদ উবাচ ॥ পিপীতকীতি  
বিখ্যাতা ততঃ সা দ্বাদশী ভূবি । তস্মাৎ পিপীতকী নাম দ্বাদশী স্মৃমোক্ষণা ॥

যঃ কুৰ্য্যাক্ত নরো ভক্ত্যা নারী বা ব্রতমুত্তমং । পুত্রপৌত্রসমায়ুক্তো ধনধান্য-  
সমধিতঃ । সৰ্বপাপবিনিশ্চুক্তঃ প্রয়াতি পরমাং গতিম্ ॥ শ্রীভবিষ্যপুরাণে  
নারদশতানীকসংবাদে পিপীতকী-দ্বাদশীব্রতকথা সমাপ্তা ।

### সন্তান-দ্বাদশী-ব্রত ।

প্রথমতঃ শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করত স্বস্তিবাচনপূর্বক “স্বৰ্য্যঃ  
নোমো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সংকল্প করিবে। “বিষ্ণুর্নমোহদ্য মাঘে মাসি শুক্রে  
পক্ষে দ্বাদশ্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীমতী অমুকী দেবী অদ্যারভা বর্ধমেকং যাবৎ  
প্রতিমাসীয়শুক্লদ্বাদশ্যাং গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপটলকপরিমিতস্বতকরণক-  
বাসুদেবস্থাপন-পটলক-পরিমিত-স্বতকরণক-বাসুদেব-সম্প্রদানক-দীপদান-ব্রাহ্মণ-  
সম্প্রদানকপটলকপরিমিতস্বতদানবাসুদেবপূজাপূর্বকং সুচক্রে ভসন্ততিলাভসৌভাগ্য-  
রূপ সম্পত্তিচক্রাঙ্কিবিধি-স্বর্গলোকসহিতদেবেন্দ্র-শচ্যাদিসমস্ত-ভর্তৃদেহ-স্থিতাক্ষ-  
বহুলোকগমনসপ্তদ্বীপপতি-পত্নীত্বলাভপূর্বকবিহুলোকগমনকামা মংস্য পুরাণোক্ত-  
সন্তান দ্বাদশীব্রতমহং করিষ্যে ।”

এইরূপ সংকল্প করত হস্ত মন্ত্র পাঠপূর্বক কৃতাজ্জলি হইয়া “ইদং ব্রতমি-  
ত্যামি” ( ২৮১ পৃঃ ১৪ পঃ দেখ ) মন্ত্র দ্বয় পাঠ করিয়া প্রার্থনা করিবে । পরে  
সামান্তার্থা, ঘটস্থাপন ও আসনশুদ্ধাদি করিয়া অঙ্গতাসাদি করত বাসুদেবকে  
ধ্যান করিবে । যথা,—

“ও বাসুদেবং ভগবান্নাথং ভাস্বরাতঃ চতুর্ভুজং । প্রসন্নবদনং শান্তং  
সৰ্ব্বাতীষ্টফলপ্রদম্ । শত্ৰুচক্রগদাপদ্যবারিণং বরদং বিভূম্ ॥”

এইরূপে ধ্যান করিয়া হস্তস্থ পুষ্প নিজের মস্তকে দিয়া ম্যানসোপচারদ্বারা  
পূজা করত পুনরায় ধ্যান করিয়া দেবতার আবাহন করিবে । পরে রজত-  
প্রতিমাকে এক পলপরিমিত ঘৃতদ্বারা “ও দেবং সনাতনং বিষ্ণুং অনন্তমপরা-  
জিতম্ । বরদং সৰ্ব্বভূতানাং স্তুতেন ন্যাপয়াম্যহম্ ।” এই মন্ত্রে নান করাইবে ।  
রজত প্রতিমার অঙ্গে শালগ্রামকে উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া নান করাইবে ।  
অনন্তর “এতৎ পাদাং ও নমো ভগবতে বাসুদেব্যায় নমঃ” এই মন্ত্রে ষোড়শো-  
পচারদ্বারা পূজা করিবে । পরে নমস্কার করিয়া “স্বতপ্রদীপায় নমঃ,” এই  
বলিয়া প্রদীপ অর্চনা করত “এতৎ সম্প্রদানায় ও বাসুদেব্যায় নমঃ” এই বলিয়া  
গন্ধপুষ্পদ্বারা অর্চনা করিয়া “ও নীলগদোষমহিভং হৃৎকেনাক্ষিতমুত্তমম্ ।



প্রদীপস্তে প্রযচ্ছামি প্রদীপ পুরষোত্তম । এষ পলৈকপরিমিতস্বতপ্রদীপঃ ঔ  
বামুদেবায় নমঃ” বলিয়া প্রদীপ উৎসর্গ করিবে । অতঃপর বামুদেবের ষড়ঙ্গ  
পূজা করিয়া লক্ষ্মীর ধ্যান ( ২০২ পৃ ১৬ পং দেখ ) করত ষোড়শোপচারে লক্ষ্মীর  
পূজা করিবে । পরে সরস্বতীর ধ্যান করিয়া আবাহনপূর্বক পূজা করিবে ।  
পরে “গুরুভাসনায় নমঃ” বলিয়া গুরুভাসনকে পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে পল-  
পরিমিত স্বতদান করিবে,—প্রথম স্বত অর্চনা করিয়া—

“অদ্যেত্যাদি—অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী বামুদেবপ্রীতিকামা সন্তান-  
দ্বাদশীব্রতাক্ষত্বমেতংপলৈকপরিমিতস্বতঃ শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চ্চিতং ব্রাহ্মণায়াহং  
সম্প্রদদে ।” বলিয়া উৎসর্গ করিবে ।

পরে ব্রাহ্মণের হস্তে তিল, কুশ ও জল “ঔ বিষ্ণো কমলপত্রাক্ষ বপুজ্য  
পুরুষো দ্বিজঃ । স্বতমেতন্ময়া দত্তং গৃহীত্বা তোষমানুহি ।” এই মন্ত্র পাঠ  
করিবে । পরে ভোজ্যোৎসর্গ করিয়া কথাশ্রবণ করিবে । প্রতি মাসেই  
এইরূপ ব্রত আচরণ করিতে হয় ।

ব্রতকথা ।—কশ্যপঞ্চ মুনিং প্রাপ্য মহর্ষিং বেদপারগম্ । রুতাজলিপুটো ভক্ত্যা  
দিতিক্ষীক্যমথাব্রবাৎ । দিতিকুবাচ । ব্রতেন কেন দেবশ সন্ততিজায়তে হিরা ।  
পরেবাস্ত অবধ্যা চ তন্নমাতক্ষু স্মরত । কশ্যপ উবাচ । সন্তানদ্বাদশী নাম  
ব্রতং পরমদুর্ভম্ । তন্তু করণমাত্রেণ সন্ততিজায়তে হিরা । দেবদানবযক্ষাণাং  
গন্ধর্বাণাং মহৌজসাম্ । অবধ্যশ্চ ভাবেদেবিসত্যং সত্যং বদাম্যহং ॥ দিতিকু-  
বাচ । বিধানং কৌদৃশং তত্ত্ব কিং দানং কন্তু পূজনম্ । কিয়ং কালঞ্চ কর্তব্যং  
যথাবহুজুর্হসি ॥ কশ্যপ উবাচ । আরভা মাঘমানস্ত দ্বাদশীং শুক্লপক্ষি-  
কাং । মাসি মাসি সিতে পক্ষে দ্বাদশ্যাং দৈ দিতে হরেঃ । নৈবেদ্যং পাঞ্চসং  
রম্যং ফলপুষ্পং শূশোভনম্ । গন্ধপুষ্পং ধূপদীপং উপবীতক বস্ত্রকম্ । পলৈকেন  
স্বতেনৈব স্নাপয়েৎ কেশবং প্রভূম্ । ব্রাহ্মণায় পলং দেয়ং পলৈর্দীপং শূশোভনম্ ।  
ভোজ্যং সদক্ষিণং দদ্যাদ্ভিজায় প্রীতিহেতবে । অনেন বিধিনা নারী যা  
করোতি পতিব্রতা । ব্রতানাক্ষ ব্রতকৈতদ্ব্রতগ্ৰাস্তাদিকং শুভম্ । সন্ততিজায়তে  
তন্তু দেবানামপি দুর্ভতা । সৌভাগ্যরূপনম্পত্তির্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ । চন্দ্রাকৌ  
বেদিনীঃ বাবং স্বর্গলোকে মহীয়তে । ততো দিতিদেবমাতা চকার ব্রত-  
সুত্তমম্ । প্রণম্য পুণ্ডরীকাকং শোকপীড়াবিনাশনম্ । প্রসন্নো ভগবদেবে  
বামুদেবে জগৎপতো । উবাচ তাং দিতে দেবি গর্ভং ধারয় চোত্তমম্ । অক্ষয়া  
সন্ততিদেবি ভবিষ্যতি তবোদরে । দিতিকুবাচ । তুষদি হৌহসি দেবেণ

অবধ্যো মম পুত্রকঃ । দেবানাং দানবানাঞ্চ প্রসাদাদন্ত মে বিভো ॥ ভগবানুবাচ ।  
 মাহাত্ম্যঞ্চ ব্রতস্যাশ্চ ভবত্যেবং বরাননে । অক্ষয়ক বসোলৌকং প্রাপ্যসে যৎ  
 প্রসাদতঃ । এষ বায়ুমহাভাগে তব গৰ্ভে ভবিষ্যতি । শুচিভূত্বা বরারোহে  
 যত্র দেবাস্য ধারণম্ । করিষ্যতুদরে দেবি নাত্র কার্য্য্য বিচারণা । ততো  
 দিতির্মহাদেবী বায়ুং গৰ্ভে চ সন্দধৌ । কুচাগ্রং শ্যামলং তস্য্য ত্রিযতে  
 চানিলে তথা । অথেন্দ্রো দেবদেবেশশ্চিন্ত্যাবিশ্ণৌ মহানভুং । সমীরণরবং  
 দৃষ্ট্বা বীরক দিতিগর্ভগম্ ॥ কেনোপায়েন গর্ভস্য নাশনং ক্রিয়তেহধুনা ।  
 অত্রথা পদবীমেঘ মামকীং যাস্যতি ধ্রুবম্ । ততো দিতির্মহাদেবী বিনা পাদম্য  
 ধাবনম্ ॥ কৃতা হুঞ্জ্রা চ শয্যায়াং নিদ্রাবিষ্টা বভূব সা । ছিদ্রাহসারী দেবেশো  
 গভঃ তস্য্যঃ প্রবিণা বৈ ॥ সপ্তখণ্ডক তং গর্ভং চকার পথিনা তদা । ছেদ-  
 বেদনয়া গৰ্ভে রুরৌদৈব পুনঃপুনঃ । তেনৈবাশিনি সোহপি প্রত্যেকং  
 সপ্তখণ্ডকঃ । কুতাপি দেবরাজোহসৌ জগাম ভবনং স্বকম্ । মাহাত্ম্যানাস্য  
 গর্ভেহপি খণ্ডখণ্ডাক্রতেহপি চ । পকাশদ্বারবো ভূতা একোনা বজ্রপাণিনা ।  
 এবং যা কুরুতে নারী ব্রতানাং ব্রতমুত্তমম্ । সন্ততির্বিহতা তস্য্য ন ভবেত্তু  
 কদাচন । শচীব পুরহুতস্য্য রতীষ মদনস্য্য চ । বিষ্ণোশ্চাপি যথা লক্ষ্মীর্হরস্ত  
 পাক্ততী যথা । ভর্গুরুকস্থিতা সাধবী বিষ্ণুলোকমবাগ্নুয়াৎ ॥ মাসি মাসি  
 সিতে পক্ষে সন্তানদ্বাদশী শুভা ॥ তস্তাং পূজা হরেঃ কার্য্য্য বিধিনানেন সুব্রতে ।  
 সপ্তদ্বীপপতেঃ পত্নী ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ইতি মৎস্তপুরাণে বায়োন্ধপ্তি-  
 নামকসন্তানদ্বাদশীব্রতকথা সমাপ্তা । .

### আমলকী দ্বাদশীব্রত ।

মাঘ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রতারণ করিয়া এক বৎসর  
 পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে ব্রতারণপূর্ব্বক পুনরায় মাঘমাসের  
 শুক্লা দ্বাদশীতে উৎসাপন করিবে । একাদশীর দিনে আমলকী ফল ভোজন  
 করিয়া দ্বাদশীদিনে আমলকীযুক্ত হবিষ্যন্ন ভোজন করিবে । রবিবারে আম-  
 লকী ভোজন নিষিদ্ধ ।

ব্রত পদ্ধতি ।—প্রথমতঃ আচমন পূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করিয়া “ওঁ সূর্য্যঃ সোমো”  
 ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত সঙ্কল্প করিবে । যথা,—বিষ্ণুর্নমোহস্য মাঘে মাসি  
 তুকে পক্ষে দ্বাদশ্যাগ্নিথাবারভ্য সংবৎসরঃ যাবৎ প্রতিমাসীয শুক্লদ্বাদশ্যাং

অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী পুত্রপৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্নসন্ততি-ধন-ধান্য-সৌভাগ্যাদি-  
প্রাপ্ত্যন্তে বিমূলোকপ্রাপ্তিকামা ব্রহ্মপুরাণোক্তবিধিনা গণপত্যাदि-নানাদেবতা-  
পূজাপূর্ব্বে চমলকীৰ্ত্তিপূজামলকীৰ্ত্তনযুক্তভোজাদানকথাশ্রবণরূপামলকীৰ্ত্তাদিশীত-  
সহং করিষ্যে ।”

অনন্তর সকল যুক্ত পাঠ করিয়া “ওঁ ইদং ব্রতং ময়াদেব” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়  
( ২৮১ পৃ ১৪ পং দেখ ) পাঠ করিবে । তৎপরে সীমাত্রার্থ্য ও আসনশুক্যাদি  
করিয়া গণেশাদিদেবতাগণের পূজা করত “ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে  
আমলকীযুক্তকল দ্বারা বিমূকে স্নান করাইয়া “আং হৃদয়ায় নমঃ” ইত্যাদি  
ক্রমে অঙ্গস্ত্রাস ও কঁরস্ত্রাস করিয়া বিমূর ধ্যান করিবে । যথা,—

“ওঁ বিমূং চতুর্ভূজং শঙ্খচক্র-গদা পদ্মহস্তং গরুড়াকূটং লক্ষ্মীসরস্বতীযুতোভয়-  
পার্শ্বং নানালঙ্কারভূষিতং পীতাম্বরধরং, শ্বেতবস্ত্রোপবীতিনং পদ্মনেত্রং গল-  
লম্বিতম্বনমালাং প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ ।”

এইরূপ ধ্যান করিয়া বিশেষার্থ্য স্থাপন পূর্ব্বক পাঠপূজা করিবে । যথা,—  
“এতে গন্ধগুপ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ ।” এই ক্রমে “কেশবায়, লক্ষ্ম্যে, সরস্বতৌ,  
অনন্তায়, কৃষ্ণায় বিমূবে, গোবিন্দায়, বাসুদেবায়, কৃষ্ণায়, শিবায়, গঙ্গায়ৈ,  
যমুনায়ৈ, সর্কোভ্যো দেবেভ্যঃ, সর্কীভ্যো দেবীভ্যঃ ।”

অতঃপর পুনরায় বিমূর ধ্যান করিয়া ঘোড়শোপচারে বিমূর পূজা ও প্রণাম  
করিবে । অনন্তর লক্ষ্মীর ধ্যান করিবে । যথা—

“ওঁ লক্ষ্মীং ঘোড়শবরীয়াং ত্রিভূজাং শ্বেতপদ্মোপরিস্থিতাং নানালঙ্কার-  
ভূষিতাং রূপদোবনসম্পনামভয়বরদাং বামহস্তে শ্রীকলং দক্ষিণহস্তে পদ্ম-  
মণ্ডালং দধতীং ॥”

এই প্রকার ধ্যান করিয়া বিশেষার্থ্য স্থাপনপূর্ব্বক ঘোড়শোপচারে লক্ষ্মীর  
পূজা করিয়া “ওঁ নমস্তে সর্কদেবানাং” ইত্যাদি মন্ত্রে নমস্কার করিবে ।

অনন্তর “ওঁ তরুণকলমিন্দোর্ব্রজতাং” ইত্যাদি ধ্যান করিয়া সরস্বতীর  
পূজা করত আমলকীযুক্তসভোজ্য কলসী দান করিবে । যদি ব্রত দিবস  
রবিবার হয়, তবে দধি দুগ্ধ পায়সযুক্ত আমলকীদ্বারা যথাশক্তি হোম  
করিয়া কথাশ্রবণ করিবে ।

ব্রতকথা ।—বুধিষ্ঠির উবাচ । অনায়াসেন যৎপুণ্যং তন্মে ব্রহ্মি জগৎপতে ।  
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রতানাং ব্রতযুক্তমং ॥ অনেকদুঃস্বভাবৈব সঙ্কিতক যুগে  
যুগে । কেনোপায়েন তদঙ্গন নরাণাং পাপনাশনং ॥ ব্রহ্মোবাচ । শৃণুঃ

হি মহাভাগ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির । তদহং কথয়িষ্যামি যেন লোকো দিবং ব্রজেৎ ॥  
 এতৎ পরতরং ॥ হং শিবেন কথিতং পুরা । ধর্মপুত্র কুলশ্রেষ্ঠ শৃণু তং পুণ্যযুক্তমং ॥  
 নরাণামুপকারার্থং ত্বয়া সৃষ্টো বদাম্যহং । ব্রতমাংসকীদাদস্তাখ্যমান্তি মনোরমং ॥  
 বিধানং তন্ত বক্ষ্যামি শৃণু স্ব সুসমাহিতঃ । মাঘে মাসি সিতে পক্ষে দ্বাদশী  
 বৈষ্ণবী তিথিঃ । তত্রারভ্য ব্রতং কার্যমকমেকং যুধিষ্ঠির ॥ একাদশীদিনে  
 মর্ত্যো ধাত্রীভোজনমাচরেৎ । নিরামিষান্নৈঃ সংযম্য দশম্যাং তৎপরায়ণঃ ॥  
 শুভে কালে চ শুক্লায়াং দ্বাদশ্যাং কেশবস্ত বৈ । ব্রতমারভ্য যত্নেন ভক্ত্যা  
 সংবৎসরং চরেৎ ॥ প্রাতস্তম্বিন্ দিনে স্নাত্বা নিত্যকর্ম সমাচরেৎ । সঙ্কল্যা-  
 মনকীরুকতলে বিষ্ণুং প্রপূজয়েৎ ॥ যথাশক্ত্যা সমভ্যর্জ্য ধাত্রীপাদপি স্নতোজ্যকং ।  
 \*ধাত্রীযুতং তোয়কুন্তং দত্ত্বা বিপ্রায় ভক্তিতঃ ॥ প্রণম্য জগদামীশং শৃণুয়াচ্চ  
 কথামিমাং । ধাত্রীযুক্তং শুদ্ধমন্নং ততো ভুক্ত্বা দিবং ব্রজেৎ । এবং সংবৎসরং  
 কৃৎস্না দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষকে । ব্রতং যঃ শুদ্ধভাবেন শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা প্রতিষ্ঠয়েৎ ।  
 সর্বপাপবিনিমুক্তো বিধুলোকং ব্রজেতু সঃ । ধাত্রীস্নানেন যঃপুণ্যং তৎ  
 শৃণু স্ব যুধিষ্ঠির ॥ এবং সংবৎসরং বাবং ক্রিয়তে হরিবাসরং । তন্ত পুণ্যমসং  
 পুণ্যং ধাত্রীস্নানেন বৈ যতঃ ॥ রবেদ্বিনং পরিত্যজ্য ধাত্রীস্নানং সমাচরেৎ ।  
 ধাত্রীক শিরসা স্থা স্নানার্থং যদি গচ্ছতি । পদে পদেহংমেঘস্ত কলমেতি  
 যুধিষ্ঠির ॥ গঙ্গায়াং গোসহস্রস্ত সম্যগ্দ্দানেন নৃৎকলং । তৎকলং সমবাপ্নোতি  
 ধাত্রীদানেন সর্বদা । শিবলিঙ্গানি কোটীনি গঙ্গায়ামপি পূজনে ॥ ততো-  
 হধিকং ফলদৈব ধাত্রীস্নানেন সর্বদা ॥ সংযমে পারণে চৈব সংপ্রাপ্তে হরি-  
 বাসরে । কেবলং ভক্ত্যেব ধাত্রীং মুক্তিস্তত্ত্ব করে স্থিতা । ধাত্রীযুক্তং সমারোপ্য  
 বিষ্ণুতুল্যো ভবেন্নরঃ ॥ সংপ্রাপ্নুয়াৎ ফলং শ্রেষ্ঠং স্বর্গে চ গমনং ততঃ । পথিকো  
 বায়মানস্ত ধাত্রীচ্ছায়ামুপাস্থিতঃ । তেনাচ্চিত্তানি কোন্তেয় কোটিলিঙ্গানি সর্বশঃ ॥  
 ধাত্রীযুক্ততলে চৈব সদা তিষ্ঠতি শকরঃ ॥ যথা তং বসুধে ভজে ধাত্রীবারণ-  
 তৎপর্য ॥ ধাত্রীফলঞ্চ পত্রঞ্চ যো দদ্যাদনমালিনে ॥ কুলকোটিং সমুজ্জাত্য  
 মোদতে হরিমন্নিরে । ধাত্রীযুক্ততলে স্নানং নরো বৈ কুরুতে যদি । অথমেঘঃ  
 কৃতস্তেন সত্যমেব যুধিষ্ঠির ॥ যন্ত পত্রৈঃ ফলৈশ্চৈব পরিতুষ্টো জনার্দনঃ ।  
 তুষ্টোহভবন্নীলকণ্ঠো ধাত্রীযুক্তস্ত দর্শনাৎ ॥ পারিজাতো মহারুকো ন ভূতো ন  
 ভবিষ্যতি । ধাত্রীযুক্তচ কোন্তেয় পুরা দৈবৈর্কিনিন্মিতঃ ॥ যো দদাতি তত্তপ্নাতি  
 ধাত্রীফলমুত্তমং । স্বয়ং কৃতকৃত্যঞ্চ কিমত্র শাসতে মহীং ॥ চাক্ষাযণলহস্মাণি  
 রাজস্বয়শতান চ । তত্তুল্যং ফলমাপ্নোতি ধাত্রীস্নানপরায়ণঃ ॥ একাদশী-

দিনে রাজন্ ধাত্ৰীবৃক্ষসমীপতঃ । ক্ৰোধোপবাসং যত্নেন যেন বিষ্ণুঃ প্রপূজিতঃ ।  
 সৰ্কপাপবিনিৰ্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিং ॥ একতঃ সৰ্কতীর্থানি জ্ঞানদানাদি-  
 কল্পথা । ততোহধিকং ভবেৎ পুণ্যং ধাত্ৰ্যা শঙ্করপূজনাং ॥ ধাত্ৰীবৃক্ষং  
 সমাসাদ্য সাক্ষিহস্তশতজয়ং । মুক্তিক্ষেত্রং বিজানীয়ান্নাত্ৰ কার্য্যা বিচারণা ॥  
 প্রয়াগে পুষ্করে চৈব গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥ স্নাত্বা যৎকলমাপ্নোতি ধাত্ৰীস্নানেন  
 তৎফলম্ ॥ মনসা চিন্তিতো যেন ধাত্ৰীবৃক্ষে যুধিষ্ঠির । তস্য দূরতরং পাপং  
 সিংহং দৃষ্ট্বা যথা মৃগঃ ॥ হৃৎ তং বিস্তরং কৃৎস্বা ধাত্ৰীস্পর্শাদিমুচ্যতে । ধাত্ৰীকলঞ্চ  
 পত্রঞ্চ পিতৃশ্রাদ্ধে প্রযচ্ছতি । তপ্তাস্ত্র শিতরো যাস্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ং ॥ পিতৃ-  
 শ্রাদ্ধদিনে রাজন্ কলং ধাত্ৰ্যাঃ প্রযচ্ছতি । তেন দত্তং ব্রাহ্মণায় সপ্ত-দ্বীপা  
 বস্তুকরা ॥ শুভদা বরদা ধাত্ৰী কলদা মুক্তিদায়িকা । দ্বাদশ্যাং নীযতে  
 ধাত্ৰী ব্রহ্মহত্যাং বাপোহতি ॥ ধাত্ৰীকলৈঃ কৃতজ্ঞানং ব্রহ্মমোচনহেতুনা ।  
 তে যাস্তি রথমারুঢ়া যত্র তিষ্ঠতি শঙ্করঃ ॥ একতঃ সৰ্কতীর্থানি যত্র ধাত্ৰী  
 প্রদীয়তে । বিমুক্তিঃ সৰ্কপাপেভ্যঃ স্বর্গে চ গমনম্ভূতঃ ॥ যঃ কৰোতি মহা-  
 রাজ্ঞ ধাত্ৰীবৃক্ষস্য রোপণং । স যাতি শিব-সান্নিধ্যং মানবো নাত্র সংশয়ঃ ॥ দ্বাদশ্যাং  
 জলভা ধাত্ৰী স্নানকৈব বিশেষতঃ । যত্রৈব বিদ্যতে ধাত্ৰী তত্র তিষ্ঠতি শঙ্করঃ ॥  
 ধাত্ৰীকলং ব্রহ্ময়েব্যাং গেহে ভক্তিসমৰ্ষিতঃ । যাবন্তি পুণ্যতীর্থানি তত্র  
 নিত্যং বসন্তি বৈ ॥ শিবলিঙ্গং সৰ্কভুক্ত্যা ধাত্ৰীপত্রেঃ প্রপূজয়েৎ । বিমুক্তঃ  
 সৰ্কপাপেভ্যো নাত্ৰ কার্য্যা বিচারণা ॥ ধাত্ৰীতরুতলে স্থিত্বা দেহত্যাগং  
 কৰোতি যঃ । দিব্যবিমানমারুঢ়ঃ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ সংক্ষেপেণ  
 ময়া খ্যাতং বহুনা কি প্রয়োজনং । নাস্তি ধাত্ৰীসমো বৃক্ষে দেবানামপি  
 গোচরঃ ॥ পৃথিব্যাং মানবা যে চ ধাত্ৰীসেবাগরাগণাঃ । তে সৰ্কৈ জ্ঞানিনঃ  
 খ্যাভাঃ পুণ্যাশ্চ ভুবনজয়ে । ইতি ব্রহ্মপুরাণোক্তামলকীদ্বাদশীব্রতকথা সমাপ্তা ॥

গদনদ্রয়োদশী ব্রত ।

চৈত্রমাসের শুক্লা ত্রয়োদশী গদনদ্রয়োদশী নামে কথিত। এই দিন  
 গদনদেবের পূজা করিবে।

পূজাবিধি।—প্রথমে আচমন পূর্বক স্থতিবাচন করিয়া “ও হর্য্যঃ সোমো”  
 ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পুরোহিত নংকর করিবেন। যথা,—“বিষ্ণুর্নমোহস্য  
 চৈবৈশ্বাসি শুক্রে পক্ষে ত্রয়োদশ্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রায়া ত্রিঅমুকদেব্যা-

পূজপৌত্রাদিযুক্তস্থাপদ্বিমুক্তিকামনয়া কামদেব পূজনকর্ষ্যাহং করিষ্যামি ।” এইরূপ সংকল্প করিয়া হৃক্ত পাঠ করিবেন । পরে আসনশুদ্ধাদি করিয়া গণেশাদি দেবতাগণের পূজা করত মননের ধ্যান করিবেন । যথা,—

“ওঁ চাপেযুধক্ কামদেবো রূপরান্ বিশ্বমোহনঃ ।” এইরূপ ধ্যান করিয়া বিশেষার্থ্য স্থাপন পূর্বক “ওঁ কামদেবায় নমঃ” বলিয়া যথাশক্তি পূজাদি করিয়া “পুষ্পধবন্ নমস্তভ্যং নমস্তে মীনকেতন । মুনীনাং লোকপালানাং ধৈর্য্যচ্যুতকৃতো নমঃ ॥” এই বলিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া, “মাধবাস্তজ কল্লর্গ সধরারে রতিপ্রিয় । নমস্তভ্যং জিতাশেষ-ভুবনায় মনোভূব ॥ আধয়ো মম নশাস্ত ব্যাধয়শ্চ শরীরজাঃ । সম্পাদ্যতামভীষ্টং মে সম্পদঃ নস্ত মে স্থিরাঃ ॥ নমো নারায়ণায় কামায় দেবদেবস্ত মূর্ত্তয়ে । ব্রহ্মবিষ্ণুশিবেন্দ্রাণাং মনঃকোভকরা চ ॥” এই বলিয়া প্রণাম করিবে ।

অনন্তর রতিদেবীর পূজা করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে ।

### উমামহেশ্বর ব্রত ।

বৈধব্যদোষ দ্রবীকরণার্থ উমামহেশ্বর-ব্রত আচরণ করিবে । রজতনির্ম্মিত বৃষের স্বক্কের উপর প্রথমত কাষ্ঠাসন, তাহার উপর ভাস্কটটি, তত্পরি তিন-তোলা, দুইতোলা বা দেড়তোলা পরিমিত স্বর্ণ দ্বারা মিলিত উমা-মহেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া ব্যাগ্রচন্দ্র, তাহার উপর শুক্ল বস্ত্রের আসন, তত্পরি নির্ম্মিত প্রতিমা স্থাপন করত পূজা করিবে । সায়েকালে এই পূজা ও হোমাদি করিবে । তৎপরদিবস কথাশ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণকে দেব প্রতিমাদান ও দক্ষিণা করিয়া পারণ করিতে হইবে ।

পূজাবিধি ।—সন্ধ্যাকালে শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন পূর্বক স্থতি-বাচনাদি করিয়া সংকল্প করিবে ।—যথা,—

“বিষ্ণুর্নমোহদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী বৈধব্যদোষহৃচিতজন্মান্তরীণ-তত্ত্বপাপক্ষয়কামা যথোক্তবিধিনা উমামহেশ্বরব্রতমহং করিষ্যে ।”

অনন্তর সংকল্পহৃক্ত পাঠ করিবে । তৎপরে প্রতিনিধি পূজক সামান্যার্থ্য স্থাপন, আসনশুদ্ধি ও ত্রাসাদি করিয়া “ওঁ ধ্যায়েরিত্যং মহেশং”—ইত্যাদি ধ্যান করিয়া “ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ ।” এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে শিবের পূজা

( ৯৮—১০৩ পৃ বেধ ) করিয়া আবরণ দেবতার ( অষ্টমূর্তির ) পূজা করিবে। অনন্তর নিম্নলিখিত দেবতাগণের পূজা করিবে। যথা,—

“ওঁ অনবন্তায় নমঃ” এই ক্রমে,—“স্বস্তায়, শিবোত্তমায়, একনেত্রায়, এক-কজায়, ত্রিভূক্তয়ে, শ্রীকণ্ঠায়, শিখণ্ডিনে, উমায়ৈ, চণ্ডেশ্বরায়, নন্দিনে, মহাকাশায়, গণেশায়, বৃষায়, ভৃগুরিটায়, শূন্যায়, ইন্দ্রাদিত্যঃ, রুদ্রাদিত্যঃ।”

অনন্তর “হ্রাং অমৃতাভ্যাং নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে করাজন্যাস করিয়া গৌরীর ধ্যান করিবে। যথা,—

ওঁ সুবর্ণসদৃশীং গৌরীং ভূজবরসমব্রীতাং। নীলারবিন্দং বায়েন পাণিনা  
বিজ্রতীং সদা। সুওক্রং চামরং ধৃত্বা ভৰ্গন্যাস্তে চ দক্ষিণে। বিজ্ঞাত দক্ষিণং  
হস্তং তিষ্ঠন্তীং পরিচিস্তয়েৎ ॥”

অতঃপর বিশেষার্থ্য স্থাপনপূর্বক পুনরায় ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করিয়া আবরণ দেবতাগণের পূজা করিবে।

আবরণ পূজা।—“হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া—“ওঁ সুলভায়ৈ নমঃ, এই রূপে—“লতিকায়ৈ, কামিষ্ঠৈ, কামমালিন্যৈ, পাশায়, অঙ্কুশায়, দর্পণায়, অঞ্জনশলাকায়ৈ।”

অনন্তর পূজক স্বগৃহোক্ত বিধানে ( সাধারণ কুশণ্ডিকা দেখ ) বরদ নামক বহিঃস্থাপনপূর্বক বিরূপাক্ষপাত্ত কুশণ্ডিকা সমাপন করিয়া, প্রকৃতকর্ষারস্তে মহাব্যাহতি হোম করিবে। পরে সংকল্প করিয়া সাজ্যতিলান্বিত বিষপত্র দ্বারা “ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনং। উৰ্বারুকমিব বন্ধনামৃতোষ্ম-কৌর্যামৃতং স্বাহা।”

এই মন্ত্রে শিবের হোম করিবে। অতঃপরে পুনরায় সংকল্প করিয়া নিম্ন-লিখিত মন্ত্রে স্তুভিমিষিত বিষপত্র দ্বারা গৌরীর হোম করিবে। মন্ত্র যথা,—

“ওঁ অধে অম্বিকে অম্বালিকে ন মা নয়তি কশ্চন। স শশত্যম্বকঃ স্তুভিদ্ভিকঃ  
কাম্পীল্যবাসিনীং স্বাহা।”

পরে উদীচ্যকর্ষ সমাপনাতে ব্রহ্ম দক্ষিণার্থ পূর্ণপাত্র উৎসর্গ করিবে।

তৎপরদিবস প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনাতে উমামহেশ্বরের বধাশঙ্ক পূজা করিয়া ব্রতচারিণী প্রতিমা উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবে। উৎসর্গ প্রণালী যথা,—

এতে গন্ধপুষ্পে অভ্যন্তে সবস্ত্রায়ৈ ব্যাজ্রচন্দ্রোপবিস্থিতরজতবৃষভোপরি স্বর্ণনিশি-  
ভোমামহেশ্বরপ্রতিমায়ৈ নমঃ।” ইহা বলিয়া প্রতিমার অর্চনা করিয়া বাধ্য

করিবে ।—“বিষ্ণুর্নমোহন্ত অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা  
শ্রীঅমুকী দেবী মৎসংকল্পিত উমামহেশ্বরব্রতকর্মণি স্বাম্যাজ্ঞপ্তভজনাভাবাদি-  
ভক্ত-বৈধব্যাশ্চিত্তজন্মাস্তরীণ-তত্তৎপাপক্ষয়-কামা ইমাং সবস্তব্যাজ্ঞচক্ষোপরিহিত-  
রজত-বৃষভোপরি-স্বর্ণনির্মিতোমামহেশ্বরপ্রতিমামর্চিতাং শ্রীবিষ্ণুদেবতাকাং  
অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশ্রম্ণে ব্রাহ্মণ্যাং দদে ।”

এইরূপ বাক্যে প্রতিমা উৎসর্গ করিয়া দক্ষিণা করিবে ।—

প্রথমত গুরুপুষ্প দ্বারা দক্ষিণাদ্রব্য অর্চনা করিয়া ।—“বিষ্ণুর্নমোহন্ত  
অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী মৎসং-  
কল্পিতোমামহেশ্বর ব্রতকর্মণি কৃতৈতৎ সবস্তব্যাজ্ঞচক্ষোপরিহিত-রজতবৃষভোপরি-  
ত্রিকর্ম-নির্মিতোমামহেশ্বর-প্রতিমাদানকর্মণঃ সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চন-  
মূল্যং রজতমর্চিতং শ্রীবিষ্ণুদেবতং অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশ্রম্ণে ব্রাহ্মণা-  
য়াং দদে ।” অতঃপর কথাশ্রবণ করিবে ।

ব্রতকথা ।—ভৃগুর্বাচ । ইত্যাচ্ছং তে ময়া রাজন্ কথাযোগং পরিদ্বুটং ।  
কথ্যামি পুনত্রাহি যন্তে মনসি বর্ততে ॥ ভরত উবাচ ॥ বৈধব্যং কেন দোষণে  
‘বাল্যে প্রাপ্নোতি কামিনী । শ্রৌতুমিচ্ছাম্যহং বিপ্র তস্য কর্ম পরিদ্বুটং ॥  
ভৃগুর্বাচ ॥ ভার্যয়া সহিতো রামো বনং পিত্রাজ্ঞয়া যযৌ । অত্রোপ্রশমকং  
প্রাপ্তঃ পবিত্রং মুনিসেবিতং ॥ নিবসন্তি সুবিস্তীর্ণা হরিতশ্চ বিহঙ্গমাঃ ।  
উজ্জ্বলতাঃ সর্কসম্রাসৈর্মিলিতা মানবা ইব । এবং বিভাশ্রমং রম্যং গন্তা রামো  
মহাভূজঃ । স প্রথম্য মুনিস্শ্রেষ্ঠমর্চ্যমানস্ত তেন বৈ ॥ প্রশান্তমানসং ভূয়ঃ পত্রচ্ছ  
মুনিসত্তমং । অনস্থয়া ধ্রুবেভার্য্যা তস্তাভ্যাসং কৃতব্রতা ॥ তত্রোপবিষ্ট বৈদেহী  
প্রণম্যাসনসংস্থিতা । বিধবাং হৈহয়পুত্রীং দৃষ্ট্বা সীতাঃপ্রবীড়চঃ ॥ ইয়ং ধন্বা  
মহাভাগা শ্বেতবস্ত্রা তপস্বিনী । অগ্রে বয়সি দুঃখার্তা তয়ে বদ বিচক্ষণে ॥  
অনস্থয়োবাচ ॥ শূনু হৈহয়বংশে তু শিবরাজনৃপাস্বজা । স্বকর্ষোপচিভৈর্দে-  
বৈর্কাল্যে বৈধব্যতাং গতা ॥ বৈদেহী তদ্বচঃ ব্রুহা পুনঃ প্রমুদীরিভম্ ॥  
সীতোবাচ ॥ কিমবুজ্ঞং কৃতং দেবি যাতীদং কদনোদয়ং ॥ বিপাকং কর্মণস্তস্য  
কথয়ন মহামতে । অনস্থয়োবাচ ॥ পুরা বিপ্রকূলে জাতা সর্বাযয়বসুন্দরী ॥  
বিরূপং স্বামিনং টেচব দৃষ্ট্বা যৌবনগর্জিতা । দিবা নিম্ভতি দুর্কটিক্যঃ শয্যাং  
ন ভজতে নিশি । তেন দোষণে ভো দেবি বৈধব্যত্বমুপাসতে । আজ্ঞস্তা  
ঘোষিতা যা চ স্বামিনং ভাজতে নহি ॥ সাপি বৈধব্যমাপ্নোতি দারিদ্র্যং  
যাবন্নাতৈ । অগ্রে দোষস্য পাকোহয়ং বাল্যে বৈধব্যতাং গতা ॥ তেন ব্রত-



বিশেষধূক্ষা তিষ্ঠত্যেবা কৃতব্রতা । শ্রদ্ধা কষ্টং সমাধিতা সীতা বচনমবুবাৎ ॥  
 সীতোবাচ । যেনোপায়েন ভো দেবি বৈধব্যজং ন যোষিতাং ॥ স্বরভাবেন  
 বৈ কাপি তদ্বতো বদ সুব্রতে । বৈদেহীবচনং শ্রদ্ধা সাননুগা বিচিন্ত্য চ ॥  
 গতাত্ৰিঃ প্রতি ধৰ্ম্মজ্ঞমনস্যা রহস্তপি । একতঃ কদনং সৰ্বং যোষিধৈবাস্তবং ॥  
 কদনন্ত সমং নাথ কষ্টাং কষ্টতরং পুনঃ । ইত্যুক্তাশ্রমুখী দানা বভাবে স্বামিনং  
 প্রতি ॥ কেনোপায়েন দানেন কৃতকৰ্ম্মকমা ভবেৎ । বৈধব্য মাগ্নুবন্তীহ  
 স্বকৰ্ম্মার্জিতহুর্ষিং ॥ শ্রদ্ধা চ বচনং দীনমাশ্বাস্য মুনিসত্তমঃ । শৃণু দেবি  
 প্রবক্ষ্যামি সাবধানা বচো মম । অত্রিকবাচ ॥ উমামহেশ্বরী কার্ঘ্যা প্রতিমা  
 কাঞ্চনী শুভা ॥ ত্রিকর্ণেণ তদর্দেন কর্ণেণাপি দ্বিতীয় বা । দ্রব্যশাঠ্যং ন  
 কর্তব্যং সৰ্বথা ফলমিচ্ছতা ॥ স্থাপয়েৎ শ্বেতবস্ত্রাঢ্যো রাজতে বুধভে শুভে ।  
 ব্যস্তাজিনে সুবিস্তীর্ণে স্থাপ্যভ্যর্চ্য চ শ্রদ্ধয়া ॥ সোপবাসেন তত্রাদৌ চতুর্দশ্যাং  
 সমাহিতা ॥ শৈবং সাহস্রিকং হোমং গোৰ্ঘ্যা হোমক কারয়েৎ । প্রাপ্তে  
 প্রভাতসময়ে স্নাত্বা সংপূজ্য পূৰ্ব্ববৎ ॥ আহুঃ বেদবিভূষে বিপ্রায় প্রদয়াস্বিতা ।  
 অৰ্ণয়েৎ প্রতিমাং শস্তোঃ কৰ্ম্মদোষোপশান্তয়ে ॥ ব্রাহ্মণে দক্ষিণাং দদ্বা  
 ততঃ পার্গমাচরেৎ । ইতি বৈধব্যদোষোপশমনকৰ্ম্মবিপাকঃ ॥ ভৃগুর্বাচ ।  
 শৃণু স্বাজন্ প্রবক্ষ্যামি দানং বৈধব্যনাশনং । উমামহেশ্বরং নাম যা চ  
 ক্রী কুরুতে ব্রতং । সধবা প্রদয়া যুক্তা শৃণু আপ্নোতি যৎকলং ।  
 জন্ম জন্মান্তরে কাপি বৈধবাং নৈব লভাতে । কোটিজন্ম ভবেজ্জী স্মৃতগা  
 পতিবরভা । অসাপত্যভয়াপ্নোতি জীবৎপুত্রা বহুপ্রজা । মৰ্ত্ত্যোচিতাং যুগং  
 প্রাপ্য বিমানেনাবুধঃ কয়ে । দেবকন্যাবৃত্তা যাতি গোৰী যত্র শিবপ্রিয়া ।  
 বসেন্তত্র চিরং কালং পুনর্মৰ্ত্ত্যে শুভাশয়া । ভুক্ত্বা ভোগান্ পুনর্যাতি কৈলাসং  
 স্থানমুত্তমং । অস্য ধৰ্ম্মপ্রভাবেণ সৰ্ব্বকামসমৰ্থিতা । সা বত্মা যা ইদং দানং  
 প্রকরোতি শুভেচ্ছয়া । স ধত্তো বন্য ভার্গোয়ং দেশো ধন্তঃ প্রগীয়তে । ইতি  
 শাখাক গায়ন্তি গন্ধৰ্বা দিব্যান্যায়িকাঃ । পুরুষোহপি করোত্যেবং দানং শ্রেষ্ঠং  
 মহীতলে । মৃতঃ শিবগনৈযুক্তো যাতি যত্র ত্রিলোচনঃ । পূনর্জন্ম সমাসাধ্য  
 জায়তে পৃথিবীপতিঃ । ইত্যুমামহেশ্বরদানকলং ॥ ইতি উমামাহেশ্বরব্রতং  
 সমাপ্তং ॥

## সাবিত্রীচতুর্দশী ব্রত ।

জ্যৈষ্ঠে মাসি চতুর্দশ্যাং সাবিত্রীব্রতমুত্তমম্ । অবৈধব্যায় কুর্কন্তি স্ত্রিয়ঃ  
প্রদ্ধাসমম্বিতাঃ ॥ রাজমার্গঃ ৩ঃ ।

বৈশাখ মাসের পূর্ণিমার পর যে কৃষ্ণা চতুর্দশী, তাহাকে সাবিত্রী চতুর্দশী বলে । এই তিথিতে অবৈধব্য কামনা করিয়া স্ত্রীলোক সাবিত্রী ব্রত করিবে । এই ব্রত চতুর্দশ বর্ষ আচরণ করিতে হয় ।

ব্রত বিধি । —প্রথমতঃ পুরোহিত শুদ্ধাসনে উপবেশন করিয়া আচমন পূর্বেক স্থতিপাচনাদি করিবেন । পরে ব্রতকারিণী সঙ্কল্প করিবে । যথা,—

“বিঘ্নমোহন্ত জ্যৈষ্ঠে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে চতুর্দশ্যাঙ্কিথৌ অমুকগোত্রা  
শ্রীমমুকৌ দেবী সর্গাপচ্ছান্তিপূর্বকজন্মজন্মাবৈধব্যবিপুলধনধাত্মপুত্রপৌত্রসম্পত্তি-  
ভর্তৃদীর্ঘায়ুষ্ট্রশুভ্র কুলসত্যদোগা পিতৃকুলগত সম্পত্তি সর্গসুখভোগ প্রাপ্তিকামা  
অদ্যারভ্য চতুর্দশবর্ষপর্যন্তং প্রতিবর্ষীয়সাবিত্রী চতুর্দশ্যাং গণপত্যাদিনানাদেবতা-  
পূজাপূর্বকসাবিত্রীসত্যবৎপূজাঞ্চাশ্রবণরূপসাবিত্রীব্রতমহং করিষ্যে ।”

তৎপর পুরোহিত সঙ্কল্পপুত্র পাঠ করিবেন ।

অনন্তর পঞ্চবর্ণ গুড়ি দ্বারা সর্গতোভদ্রমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া, ঘট স্থাপন এবং বটবৃক্ষশাখা আরোপণ করিয়া তাহা স্বত্র দ্বারা চৌদ্দবার আবেষ্টন করত আসনশুদ্ধি ও সানাতার্থ্য স্থাপন করিয়া গণেশ, শিবাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি-  
নবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিকপাল ও মৎসাদি দশাবতারের পূজা করিবে ।

অতঃপর ষষ্ঠীদেবীর ধ্যান ( ২৮ পৃ দেখ ) করিয়া “ওঁ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমঃ” বলিয়া ষষ্ঠীর পূজা করিয়া “ওঁ জয় দেবি জগদ্ভাতঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে ( ৩০০ পৃ ও পং দেখ ) নমস্কার করিবে । অনন্তর “সং হৃদয়ায় নমঃ” এই ক্রমে করন্তাস ও অঙ্গস্তাস করিয়া সাবিত্রীর ধ্যান করিবে । ধ্যান যথা,—

“ওঁ সাবিত্রীং দ্বিভুজাং পদ্মাসনস্থাং হংসবাহনাং । শুক্লফটিকসঙ্কশাং  
দিব্যভরণভূষিতাং । পঙ্কবিস্মাররৌচীঞ্চ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাং । ললাটভিল-  
কোপেতাং মধ্যক্ষীণামহং ভজে ॥”

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্থ্য স্থাপনপূর্বক পীঠপূজা করিবে । জ্ঞানায় নমঃ । এই ক্রমে অজ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, অবৈ-  
রাগ্যায়, ত্রৈলোক্যায়, অনৈশ্বর্যায়, আধারশঙ্করে, অনন্তায়, কৃষ্যায়, সূর্য্যমণ্ডলায়  
দাদশকলায়, সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলায়, বহুমণ্ডলায় দশকলায়, সোমমণ্ডলায়

বাধুমণ্ডলায়, মহাদেবায়, বিষ্ণুবে, ব্রহ্মণে, ছৰ্গায়ৈ, নল্লো, সরস্বতৌ, ব্রহ্মাণ্যে, গন্ধায়ৈ, বমুনায়ৈ, বাসুদেবায়, সংকৰ্ষণায়, অনিৰুদ্ধায়, নন্দ্যে, নাগায়, সৰ্পগণেশাঃ, ইন্দ্ৰাদিলোকপালেভ্যঃ, একাদশৰুদ্রেভ্যঃ, অস্থিত্যদিনবগ্ৰহেভ্যঃ, ষাণ্মাশাদিত্যেভ্যঃ, ষাণ্মাশকেশবেভ্যঃ, স্বৰ্গহৃদেবতাভ্যঃ, পাতালহৃদেবতাভ্যঃ, সৰ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ, সৰ্কাভ্যো দেবীভ্যঃ ।”

অতঃপৰ পুনৰায় ধ্যান ও আৰাহনাদি কৰিয়া “ওঁ সান্বিত্ৰ্য নমঃ” এই মন্ত্ৰে ষোড়শোপচাৰে সান্বিত্ৰীৰ পূজা কৰিয়া স্তুতি পাঠ কৰিবে।

স্তুতি।—ওঁ দেবাস্থরমতুৰ্যাণং পূজনীয়া বিধানন্তঃ। পতিব্রতে মহাভাগে বন্ধিতে চ শুচিস্মিতে। অবৈধব্যঞ্চ সৌভাগ্যং দেহি ত্বং মম সূব্রতে। পুত্ৰং পৌত্ৰঞ্চ মোক্ষঞ্চ দেহি দেবি নমোহস্তু তে। সান্বিত্ৰি ব্রহ্মণ্যগ্নি সত্যাবাক্প্রিয়-ভামিণি। তেন সন্তোন মাং ত্ৰাহি সদাঃ সংসারসাগরাৎ। দৃঢ়ব্রতে দৃঢ়মতে ভৰ্তৃসুপ্ৰিভামিণি। অবৈধব্যঞ্চ সৌভাগ্যং দেহি ত্বং মম সূব্রতে। গৌরী ত্বং হি শচী ত্বং হি ত্বং প্রভা চন্দ্রমণ্ডলে। হমেব জগতাং মাতা ত্বং মাং পাহি বরাননে॥ ত্ৰিসন্ধ্যং সৰ্বভূতানাং বন্দনীয়াসি সূব্রতে। ময়া দস্তামিমাং পূজাং গৃহাণ ত্বং নমোহস্তু তে॥ যময়া তুচ্ছং কিঞ্চিৎ কৃতং জঘনশতৈরপি। তস্মাভবতু তং সৰ্বমবৈধব্যঞ্চ দেহি মে।

অনন্তর ধৰ্ম্মপতি যমের ধ্যান কৰিবে। যথা,—

“ওঁ যমঞ্চ কৃষ্ণবর্ণাভং দ্বিতুঙ্গং রক্তলোচনং। দক্ষং দণ্ডধরং ষামহস্তে পাশধরং বিভূং। দংষ্ট্রাকরালবদনং, দেবং মহিষবাহনং। মহাকায়ং ধৰ্ম্মরাজং বিষ্ণুভক্তজনপ্রিয়ম্॥” এই প্ৰকাৰ ধ্যান কৰিয়া “ওঁ যমায় নমঃ” বলিয়া যমরাজের পূজা কৰিয়া প্ৰণাম কৰিবে। যথা,—

“ওঁ সূৰ্য্যপুত্ৰ জগন্নাথ সৰ্বপ্ৰাণেশ্বর ঋভো। প্ৰমাদান্তৰ দেবেশ দীৰ্ঘায়ুৰন্ত মে পতিঃ।” পরে যমপত্নীৰ “ওঁ উৰ্গায়ৈ নমঃ” বলিয়া পূজা কৰিয়া “ওঁ পাশলগ্ৰহাভ্যুদয়েভ্যো নমঃ” বলিয়া পূজা কৰিবে।

অনন্তর সত্যবানের পূজা কৰিবে। ধ্যান যথা,—“ওঁ সত্যবন্তং রাজপুত্ৰং রাজলক্ষণসংযুতং। পূৰ্ণচন্দ্ৰাননং গোবৎ সৰ্বভাৱগভূষিতং॥” এইৰূপ ধ্যান কৰিয়া মানসোপচাৰে পূজা কৰত পুনৰায় ধ্যান কৰিয়া “ওঁ সত্যবতে নমঃ” এই মন্ত্ৰে ষোড়শোপচাৰে পূজা কৰিয়া নমস্কাৰ কৰিবে। যথা,—“ওঁ আৰ্য্যোৰ্ণো যথা দেব সান্বিত্ৰ্য বিহিতস্তব। ভূবাদতৰ্ণা যথাম্যাকং তথা জগ্মনি জগ্মনি।”

অতঃপর “ওঁ বটবৃক্ষায় নমঃ” বলিয়া পান্যাদি দ্বারা বটবৃক্ষের পূজা করিবে ।  
যথা,—“ওঁ বটৌহসি ত্বং কজরূপ গুরুণামাদিসম্ভব । মদভর্তা স্বংপ্রসাদেন  
শতং বর্ষাণি জীবতু ॥ বটবৃক্ষ তরুশ্রেষ্ঠ সর্বদেবাত্মক প্রভো ।  
জবতু স্বং-  
প্রসাদেন ব্রতং হি সৎফলং মম ॥”

অনন্তর অশ্বপতি, দ্ব্যমংসেন, শৈব্যা, মালবী, গৌরী, শচী, কল্মিণী ও  
দ্রৌপদী প্রভৃতির পূজা করিয়া স্বামিপূজা করিবে । যন্তর শান্তীতীকে বস্ত্রাদি  
দ্বারা অর্চনা করত ভোজ্যাদি উৎসর্গ করিয়া কথাশ্রবণ করিবে ।

ব্রতকথা ।—বনবাসগতো রাজা ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ । ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ  
সর্বৈর্দ্রৌপদ্যা চ সমন্বিতঃ ॥ মার্কণ্ডেয়ং মহাত্মানং মুনিং ধর্মভৃত্যং বরং ।  
পপ্রচ্ছ রাজশাক্ষীলো বিনয়াবনতঃ স্থিতঃ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ ॥ ভগবন্ দীর্ঘজীবী  
ত্বং দৃষ্টলোকপরাবরঃ । দৃষ্টা পূর্বং ত্বয়া কাচিৎ কচিদেবং পতিব্রতা ॥ স্বয়ং  
প্রাপ্য মহৎ কষ্টং ভর্তৃকদ্ধারকারিণী । যথৈবং দ্রৌপদী কৃপা তন্নঃ সংশিতু-  
মর্হসি ॥ এবমুক্তো নৃপেনাথ মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ । কথ্যং স কথয়ামাস  
ধর্মরাজায় ধীমতে ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥ মদদেশে মহারাজ বভূবংশপতিনৃপঃ ।  
ব্রহ্মণ্যঃ শীলসম্পন্নঃ প্রজাপালনতৎপরঃ ॥ অভূক্তস্ত মহাদেবী মালবী নাম  
সুন্দরী । পতিব্রতা মহাভাগা শীলাচারসমন্বিতা ॥ অনপত্যঃ স রাজর্ষিঃ  
সাবিত্রীঃ সমপূজয়ং ॥ বর্ষে বর্ষে তদা কালে বভূব মিতভোজনঃ ॥ এতেন  
নিয়মেনাসীদ্ব্যধি চ চতুর্দশ । সাবিত্রীহৃতবানগ্নিং পুত্রকামো মহামনাঃ ॥  
অধাগ্নিহোত্রে সাবিত্রী তস্ত প্রত্যাক্তভ্যং গতা । বরং দদৌ নৃপাযথ কস্তা তথ  
ভবিষ্যতি ॥ বংশস্থিতিকরী বাক্যং ন কর্তব্যং ত্বয়ানঘ ॥ ইতুক্ত্বাভদ্রদে দেবী  
সাবিত্রী নৃপসন্তম ॥ অথ সা মালবী রাজ্ঞো মহিষ্যশ্বপতেনৃপ । প্রাস্ত কস্তাং  
সংযুক্তাং লক্ষণৈর্লোকসুন্দরীং ॥ সাবিত্রী বরদানেন স্বমাজ্জাতেমুত্তমা । সাবি-  
ত্রীতি ততস্তস্তা নাম চক্রে পিতা নৃপ ॥ অথ সা রাজভবনে ববুধে লক্ষণাধিতা ।  
অতীতশৈশবা রাজন্ বভূবাত্তদর্শনা ॥ ন চ ভাং বরয়ামাস কল্টিদাগস্ত্য  
ভূমিপঃ । রাজা চ চিত্তয়া বিষ্টো দুহিতুর্ধিরকারণ্যং ॥ রাজোবাচ ॥ সাবিত্রিঃ  
শৃণু মধ্যাক্যং বরং বরয় সুব্রতে । স্বদেশে পরদেশে বা বংশজং গুণশালিনং ॥  
অথ সা পিতুরাজাতো রথমারুহ্য শোভনং । যযৌ তপোবনং রম্যং বৃজীমাতোর-  
ধিষ্ঠিতা ॥ তপোবনানি রম্যানি সা বলাম মনোহরা । নানাতপস্বিনস্তত্র দদর্শ  
বিপুলেক্ষণা । বানপ্রস্থান্ বহুবিশান্ রাজর্ষীন্ সংশ্রিতব্রতান্ ॥ নানাতপস্বি-  
সংযুক্তানপশ্বাবনরাধিতা । ততঃ শাশ্বতভেদং পুত্রং দ্ব্যমংসেনস্ত ভূপজে ॥

মনসা বরয়ামাস সত্যবন্তং স্বকং পতিং ॥ অথাজগাম নগরং সা পিতুঃ প্রীতি-  
 বৰ্দ্ধিনী । তস্মিন্ কালেহথাংপতেম্নারদেন সমাগমঃ ॥ অথ তং পরিপশ্ৰু-  
 দেবর্ষিনারদো নৃপঃ । কেয়ং কুত্র গতবতী তমথ প্রাবদন্নৃপঃ ॥ দেবর্ষে মম  
 কন্তেয়ং সাবিত্রী নামতঃ ক্রতা । মমৈবামুজ্জয়া বাতা তপোবনমনিন্দিতা ॥  
 স্বয়ং বয়ং বরয়িতুং ভদ্রাঃ শ্রয়তাং বরঃ ॥ এতয়া যোহভিলষিতঃ কঃ কীদৃশ-  
 গুণাশ্রয়ঃ ॥ অথ সা নারদেনোক্তা মনোহভিলষিতং বরং । কথয়ামাস  
 মুনয়ে পিত্রে চ বিনয়ামিতা ॥ আসীচ্ছাৰে সুধৰ্ম্মাত্মা দ্যামংসেনাহরয়ো নৃপঃ ।  
 নিজ্জহানান্ততো রাজা ভূমিপালৈঃ পরাধিতঃ ॥ বনং জগামাহুগতঃ পত্ন্যা  
 বালমুতেন চ । তপস্তাভিরতস্যাথ তস্ত পুত্রো গুণাকরঃ ॥ সত্যবান্নাম দেবর্ষে  
 মনসা স বৃতো ময়া ॥ এবমুক্তস্তয়া পুত্র্যা রাজা প্রাহ চ নাবদং ॥ রাজোবাচ ।  
 ভগবন্ কীদৃশো রাজপুত্রো বাসৌ বৃতোহনয়া ॥ কে গুণাত্তত্র বা স্তিস্তি কে  
 দোষাশ্চ মহামুনে এবং সর্দমশেষেণ কথয়স্ব মুনে মম ॥ এবমুক্তোহথপতিং  
 নারদো বাক্যমব্রবীৎ ॥ মহাত্মা সত্যবান্ বংগী শীলবান্ শ্রিয়দর্শনঃ । মাত-  
 পিতৃহিতৈ বৃক্কঃ পণ্ডিতঃ শূবসম্বৃতঃ ॥ আচারবৃক্কঃ স্তম্ভনঃ সত্যবাসী দৃঢ়ব্রতঃ ।  
 এতে চাত্রে চ বহবো গুণাঃ সত্যবতি প্রভো ॥ দোষেষুৈকো মহাংস্তত্র গুণানা-  
 ক্রম্য তিষ্ঠতি । অদ্যপ্রভৃতি রাজেন্দ্র বর্ধমেকং স সত্যবান্ । জীবিস্যাতি  
 ততস্বায়ুস্তত্ত্ব হানিমবাপ স্ততি ॥ তং সাবিত্র্যা ন বিহিতং ভদ্রমেতং কদাচন । অতঃ  
 পরং বরয়তু সাবিত্রী নৃপতেঃ সূতং ॥ এতচ্ছ হা তু সাবিত্রী প্রত্যুবাচ শুভাননা ।  
 দীর্ঘায়ুরথবান্নায়ুঃ সগুণো নিগুণোহপি বা ॥ সৰুদ্ধৃতো ময়া তর্তা ন দ্বিতীয়ঃ  
 বৃণোমাহং । স এব সত্যবান্ তর্তা ময়া যো মনসা বৃতঃ । সৰুদ্ধংশো নিপ-  
 ততি সৰুৎ কথ্য প্রদীয়তে । সৰুদ্ধাহ দদানীতি জীণ্যেতানি সত্যঃ সৰুৎ ॥  
 নারদেনাথ সাবিত্রী বাকৈর্নানাবিধৈঃ শুভৈঃ । নিষিধ্যমানপি ভূশং নানং  
 বরমমন্যত ॥ অথাস্যা নিশ্চয়ং বুদ্ধা ন রাজাংষপতিস্তদা । রথমারোপ্য  
 তাং কথ্যং প্রযযৌ সপুরোহিতঃ ॥ তপোবনং মুনিগণৈরাবৃতং কৃত-  
 সম্ভৃতি । অথ সোহথপতির্গয়া দ্যামংসেনং মহীপতিং ॥ উবাচ নৃপতেঃ কথ্য  
 মময়ং বরবর্ণিনী । ভবংসুতং সত্যবন্তং বরয়ামাস চেতনা ॥ সত্যমেতাং ত্বয়া  
 রাজন্ গৃহাণোপকৃতাং ময়া । এবমুক্তো দ্যামংসেনঃ প্রত্যুবাচ নৃপস্তদা । বয়ং  
 রাজাং পরিলভ্যা ধনহীনাশ্চ সৰ্বতঃ ॥ চক্ষুর্হীনো তথাচাবাং দম্পতী বহুধাপতে ।  
 অন্ধযষ্টিবয়ং বালস্বংকথ্যাহৌ ন ভূপতে ॥ অথাত্মপতিরাচখৌ দ্যামংসেনং  
 স্বহীপতিং । যাদৃশস্তদংশো বাস্ত তব পুত্রো মহীপতে ॥ তথাপি তব পুত্রাচ্চ

সুতাং দাত্বামি শোভনাং ॥ অথ সোহৃৎপতিঃ কত্যাং সাবিদ্রীং সমলঙ্কতাং ।  
দদৌ সত্যবতে রাজা সন্নিধানৈ তপস্বিনাং ॥ দক্ষিণামপি দত্ত্বা গাং সমর্পা চ  
সুতাং তদা । আজগাম স্বনগরং স রাজা সপুৰোহিতঃ ॥ অথ সা রাজভনয়া  
সাবিত্রী সুগুণাবিতা । স্বশ্রবণশ্রবণোঃ সেবাং ভর্তুর্যাকরোং সদা ॥ ততঃ সা  
নারদবচো ধ্যায়ন্তী চ সূচেতসা । গণয়ামাস দিবসান্ পক্ষং মাসং তথায়নং ॥  
ভক্ত্যা পরময়া সাথ স্বশ্রবণশ্রবণোঃ সদা । ভর্তুশ্চ দয়িতা হাসীতাপসানাঞ্চ  
সম্মতা ॥ ততস্তিরাত্রমারকং তস্মিন্ সংবৎসরে গতে । স্বশ্রবণশ্রবণোঃ  
পত্ন্যরাজ্ঞাং জগ্ৰাহ সা সতী ॥ কর্তুং ব্রতং তিরাত্রাখ্যমুপবাসসমবিশিতম্ ॥  
অথ তস্মিন্ দিনে প্রোশ্বে নারদেন নিবেদিতে । সত্যবান্ বিপিনং গন্তুমুপ-  
ক্রমমথাকরোং ॥ স্বক্কে পরশ্রমাদায হস্তে কৃত্বা করণ্ডিকাং । কলং  
কাষ্ঠং তথানেতুমাশ্বাস্য পিতরৌ তদা ॥ স্বশ্রবণাথ সাবিদ্রী জগাদৈকান্তমা-  
শ্রিতা । বিপিনং দধৌমিচ্ছামি সহ ভর্ত্ত্বা কুত্ৰহলাং ॥ তানুচতুষ্টৌ স্বশ্রবৌ  
পারগাদিবসং তব । অকৃত্বা তাং কথং গন্তং বনমিচ্ছসি শোভনে । অথ প্রোবাচ  
সাবিত্রী নেদানীং পারগা ময়া । কর্তব্যং সহ ভর্ত্ত্বা তু গন্তব্যং বনমেব হি ॥  
সাবিত্র্যুবাচ ॥ অস্তং গতে ময়া সূর্যো ভোজ্যব্যং কৃতকাময়া । ন পত্ন্যঃ  
সন্নিধৌ ক্লান্তিমর্ম কাচন বিদ্যতে ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥ ততোহনুজ্ঞাং প্রদদতু-  
ঙমৌ তৌ স্বশ্রবৌ তদা । জগাম সত্যবান্ সোহপি বিপিনং সহ ভার্যয়া ॥  
তত্র গত্বা কলৈবলৈঃ স করণ্ডামপূরয়ং ॥ অথ কাষ্ঠং কুঠীরেণ পাটয়ামাস  
সত্যবান্ । তত্র পাটয়তঃ কাষ্ঠং মধ্যাহ্নে মহতী ব্যথা । মৃদ্ধি জাতা ততঃ সোহথ  
সুশ্রাপ নৃপনন্দনঃ । সাবিদ্র্যা উরুদেশে তু সন্নিবেশ্য শিরস্তদা ॥ অথ সা  
নারদবচো ধ্যায়ন্তী দৈবতান্ চ ॥ জগাম শরণং সাধবী ভর্ত্তুজীবনবাঙ্ক্ষয়া ॥  
অথ সা পাশহস্তক্ কৃষ্ণং রক্তেশ্বরং যমং । দদর্শ সত্যবৎপার্থে স্থিতং  
বিশ্বলতেজসং ॥ ততঃ সত্যবতস্তস্য রাজপুত্রস্য দেহতঃ । অজুষ্ঠমাংত্রং  
পুঙ্কবং নিশ্চকর্ব যমো বলাং ॥ যমস্ত তং তদা বক্বা প্রোবাতো দক্ষিণা-  
মুখঃ । তদানীং সা চ সাবিদ্রী সংব্রমাক্রান্তমানসা ॥ শনৈঃ শরীরং  
তত্ত্বর্তুমুত্তং ভূমা বসায়ৎ ॥ বিনয়াবনতা ভূয়া প্রাঞ্জলিধর্মভ্যাগাং ॥  
যত্র পাশেন বক্বা তু পতিস্তত্রা যমোহহনং ॥ যম উবাচ ॥ ত্বং নিবর্ত্তস্ব  
সাবিত্রি কুরুবাস্যোদ্ধদেহিকং । কৃতং ভর্ত্তুস্তয়া নুনং যাবদগম্যং গতং  
ভূয়া ॥ সাবিদ্র্যুবাচ ॥ যত্র মে নীয়তে ভর্ত্তা স্বয়ং বা যত্র গম্যতে । ময়া চ  
তত্র গন্তব্যমেব বন্ধুঃ সনাতনঃ ॥ তপসা গুরুভক্ত্যা চ ভর্ত্ত্বেন্নেহেন তেন চ । তব

চৈব প্রসাদেন ন মে প্রতিহতা গতিঃ ॥ ধৰ্ম্যং প্রধানং মুনয়ো বদন্তি ধৰ্ম্মাধিকং  
 ত্রায়পি চামনন্তি । সৰ্ব্বত্র লোকস্ত হৃদকরোহি সৰ্ব্বে ততত্বাং শরণং  
 প্রপন্নাঃ ॥ অথ তুষ্ঠো যমঃ প্রাহ সাবিজ্ঞীং সত্যবাদিনীং । বরং বরয় সুশ্রোণি  
 সত্যবজ্জীবনাদৃতে ॥ সাবিজ্ঞ্যবাচ ॥ যমাকৌ শুশ্রামুশ্রোতৌ তপোবনমুপাগতৌ ।  
 সচক্ষুষৌ ভবেতাং তৌ ত্বংপ্রসাদেন স্বর্ঘ্যজ ॥ যম উবাচ ॥ এষমস্ত নিবর্ত্তস্ব  
 গচ্ছ স্বত্তরয়োর্গৃহম্ । শ্রমস্বাম্পশ্যৎ ভদ্রে তাং যানামিব লক্ষ্যে ॥ সাবিজ্ঞ্য-  
 বাচ ॥ শ্রমঃ কৃতো ভর্তৃনমীপতো মে, যতো হি ভর্তৃা সময়া গতির্জবা । যতঃ  
 পতিং নেত্বনি তত্র মে গতির্দেবেণ ভূষোহপি বচো ন দুষ্যসে । সত্যং সুহৃৎ-  
 সঙ্গভনীপসিতং পরং । ততঃ পরং মিত্রমিতি প্রচক্ষতে । ন চাকলা সংপূৰ্ণষণ  
 সঙ্গতিরতঃ সত্যং সন্নিবমেৎ সমাগমে ॥ যম উবাচ ॥ তুষ্ঠোহস্মি তেহনয়া  
 বাচা বরং বরয় সুব্রতে । ঋতে সত্যবতো জীবাদবদচ্ছসি দদামি তং ॥  
 সাবিজ্ঞ্যবাচ ॥ হুতং পুরা মে স্বত্তরস্ত বৈরিভিঃ স্বমেব রাজ্যং লভতাং স  
 পার্থিবঃ । জহাং স্বধৰ্ম্মং ন চ মে গুরুশাণা, দ্বিতীয়মেতং বরয়ামি তে বরম ॥  
 যম উবাচ ॥ এবমস্ত নিবর্ত্তস্ব ত্বং সাবিজ্ঞি স্বমন্দিরং ॥ সাবিজ্ঞ্যবাচ ॥ অদ্রোহঃ  
 সৰ্ব্বতূতেষু কৰ্ম্মণা মনসা গিরা । অনুগ্রহশ্চ দানঞ্চ সত্যং ধৰ্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ সন্তুষ্টস্ত  
 চ মিত্রেষু দয়াং প্রাপ্তেসু কুৰ্ব্বতে ॥ যম উবাচ ॥ জীবনে নৰ্ণবনা ভর্তৃদ্বয়ং বৃণু  
 শুভাননে । তৃতীয়স্তে বরং ভদ্রে দদামি প্রীতিমান্ ভূশম্ ॥ ততোহপি বরয়ামাস  
 ধৰ্ম্মরাজং পতিব্রতা । পুত্রহীনো মম পিতা তস্ত পুত্রশতস্তবেৎ ॥ যম উবাচ ॥ কুলস্ত  
 সন্তানকরং পিতুঃ পুত্রশতস্তবেৎ । তং নিবর্ত্তস্ব সাবিজ্ঞি দূরং পত্ন্যনমাগতা ॥  
 সাবিজ্ঞ্যবাচ ॥ বিবস্বতস্তং তনয়ঃ প্রতাপিবান্, ততোহথ বৈবস্বত উচ্যতে বুধৈঃ ।  
 শমেন ধৰ্ম্মেণ চ রজিতাঃ প্রজাস্ত তস্তবেহেহেধর ধৰ্ম্মরাজতা । আয়ত্বাপি চ বিশ্বাসস্তথা  
 ভবতি স্বর্ঘ্যজ । তস্যাং সংস্রু বিশেষেণ সকঃ প্রণয়মুচ্ছতি ॥ যম উবাচ ॥  
 পরিতুষ্ঠোহস্মি ভদ্রে তে চতুর্থস্ত বরং ব্রু । বিনা সত্যবতঃ প্রাণান্ বদচ্ছসি  
 দদামি তং ॥ সাবিজ্ঞ্যবাচ ॥ অস্ত সত্যবতঃ পুত্রশতমোরসসমুৎপৎ । জায়তাং  
 ময়ি দেবেণ ত্বংপ্রসাদেন স্বর্ঘ্যজ ॥ যম উবাচ ॥ ভবিষ্যত্যেবমেবং হি পরিতুষ্ঠো  
 দদামি তে । অতিদূরং সময়াতা নিবর্ত্তস্ব স্বমন্দিরম্ ॥ সাবিজ্ঞ্যবাচ ॥ সত্যং  
 সদা শাস্তবৰ্ধনবৃত্তিঃ, সন্তো ন সৌদন্তি ন চ বাধস্তে । সত্যং সন্তিনীকলঃ  
 সঙ্গমোহস্তু, সন্তো ভয়ং নানুবিন্দন্তি সন্তঃ ॥ সন্তো হি সন্তেন নমন্তি স্বর্ঘ্যং  
 সন্তো ভূমিং তপসা ধারয়ন্তি । সন্তো গতিভূতভবস্ত রাজন্, সত্যং মধ্যে নাবলী-  
 যন্তি সন্তঃ ॥ ন কাম্যে ভর্তৃান নাক্তার্থতাং ন ভর্তৃীন ব্যবসামি জীবতুম্ ।

তয়েব দত্তঃ শতপুত্রতাবরঃ কথং ত্বয়া মে দ্বিয়তে পতিঃ পুনঃ । বরং বৃণে  
 জীবতু সত্যবানয়ং স্বমেব সত্যং বচনং কুরুষ তে ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ । এবমুক্তস্ত  
 সত্ৰীয়েো যমঃ পাশাদমোচয়ৎ । অক্লৃষ্টমাত্রং পুরুষং সত্যবদেহনিঃসৃতং ॥ ধর্ম্মরাজঃ  
 প্রজ্ঞষ্টাত্মা সাবিত্রীমিদমব্রবাৎ । এষ ভদ্রে সমাযুক্তো ভর্ত্তা তে কুলনন্দিনী ।  
 চতুর্দশশতাযুশ্চ ত্বয়া সাক্ষিমবাপ্ততি । ইহা যজ্ঞেচ ধর্মেণ খ্যাতির্লৌকিকৈ  
 ভবিষ্যতি ॥ ত্বয়ি পুত্রশতকৈব সত্যবান্ জনয়িষ্যতি ॥ এবং তস্মৈ বরং দত্ত্বা  
 ধর্ম্মরাজঃ প্রতাপবান্ । নিবর্ত্তয়িত্বা সাবিত্রীং স্বমেব ভবনং যযৌ ॥ সাবিত্র্যাপি  
 জগামান্ত যত্র স্পৃশুঃ স সত্যবান্ । স চেতনাং প্রাপ্য ততঃ সত্যবাংস্তামভাষত ।  
 চিরং সুশোভস্মি দয়িতে ত্বয়া কিং ন বিবোধিতঃ । কশ্যাসৌ পুরুষঃ শ্রামো  
 যোহসৌ মাং স্পর্কক্ব হি । সাবিত্র্যাবাচ ॥ অথ তং প্রাহ সাবিত্রী কথয়ি-  
 যামি তে কথং ॥ পশ্চাদহমিমাং সর্কামিদানাং সৈর্য্যবাগ্ভব ॥ বিশ্রান্তোহসি  
 মহাভাগ কথয়িষ্যামি তেহখিলাং ॥ যদি শক্যং ত্বমুত্তিষ্ঠ বিগাচাং পশু  
 শর্করীং ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥ উপলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং সত্যবান্ সমচিস্তয়ৎ ।  
 কথমগ্ন গমিষ্যামি পিত্রোরন্তিকমঙ্গনং । করণ্ডিকা ফলৈঃ পূর্ণা কাষ্ঠভারশ্চ  
 তিষ্ঠতু । রক্ষাম্যেতং তু পরশুং গৃহীত্বা গম্যতাং শুভে । অত্রথা কা গতিস্তত্র  
 পিত্রোরগ্ন ভবিষ্যতি ॥ ততস্তমাহ সাবিত্রী ব্রজামো যদি মন্তসে ॥  
 ততস্ত্বং সত্যবানাহ পরশুং ত্বং গৃহাণ মে । পলাশপত্রৈঃ সাবিত্রী পদ্মা  
 ব্যবর্ত্ততে দ্বিধা ॥ তত্রোত্তরেণ যঃ পদ্মা তেন গচ্ছ ত্বমাশু চ ॥ এতস্মিন্নেব  
 কালে তু হ্রামৎসেনো মহীপতিঃ । লুক্কচকুস্তদা রাজৌ শৈব্যয়া সহ ভার্য্যয়া ॥  
 আশ্রমং তাপনানাক্ষ ব্যচরৎ পুত্রলিপদয়া । স চ শোকাতিহঃখার্ভঃ পুত্রং তাক  
 ওভাং বধুং । স গোতমাদিভির্বৈত্রৈঃ সাস্তিতঃ শোককর্ষিতঃ ॥ সর্কো তম্-  
 চূর্ণনয়ো ন শোকং কুরু ভূপতে । যথাস্ত ভার্য্যা সাবিত্রী শীলাচরসমম্বিতা ॥  
 যথা চ তে দৃশোলীভিচিরং জীবতি সত্যবান্ ॥ এতস্মিন্নেব কালে তু সাবিত্র্যা  
 সহ ভার্য্যয়া । সত্যবানাগতস্তত্র পিত্রোঃ প্রীতিং বিবর্দ্ধয়ন্ ॥ অথ তে সর্কশো  
 বৈত্রৈঃ পৃষ্টস্ত্বং কেন হেতুনা । দিবসে ন সমায়াতঃ পিতরৌ তব হুঃখিতৌ ॥  
 ততঃ সা কথয়ামাস শিরঃপীড়াদিকং তথা ॥ ততস্তে বিপ্রসংঘাশ্চ সাবিত্রী-  
 মিদমব্রবন্ ॥ কথয়াস্বাদ্য সাবিত্রী বৃত্তান্তং যধনেহভবৎ ॥ ততঃ সা  
 কথয়াস্বাস যমসন্দর্শনাদিকং । চকুলীভক রাজ্যক দৌ বরৌ স্বভগ্নস্ততু ।  
 পিতুঃ পুত্রশতকৈব পুত্রাণাক্ষয়নঃ শতং । চতুর্দশশতাযুশ্চ ভর্ত্তুঃ প্রাপ্তং  
 যথা যমাং ॥ তচ্ছ ত্বা পরমপ্রীতা বিপ্রাঃ স্বয়ং গৃহং যযুঃ ॥ সত্যবানপি



নংপ্রাপ্তঃ পিতৃভ্যাং সহ ভাৰ্য্যায়া ॥ অথ রাজো ব্যতীতারাং সঙ্গতান্তে  
তপোধনাঃ । কৃতপূৰ্ণাহ্নিকান্তত্ৰ সাবিত্রীং প্রশংসিরে ॥ শাস্ত্ৰদেশাদথা-  
মাতা হ্যামংসেনং মহীপতিং । আগত্যোচুমহাৰাজ স্বামাত্যেন হতো রিপুঃ ॥  
তব পূৰ্বেণ সত্যেন বরমত্যাগতা ইহ । অচক্ষুৰ্বা সচক্ষুৰ্বা ত্বং রাজা তব  
ভূপতে । ততস্তৈরভাহুজাতো ব্রাহ্মণৈঃ স মহীপতিঃ । তৈরমাত্যৈঃ পরি-  
বৃত্তো মহাদেব্যো চ শৈব্যয়া ॥ পুত্রেণ চ তয়া বধ্বা সাবিত্র্যা শীলযুক্তয়া ।  
যযৌ স্বপূৰ্ণমব্যাগ্রো হৰ্ষনংপূৰ্ণমানসঃ । তত্র গহা হ্যামংসেনঃ সত্যবন্তং  
প্রিয়ং সূতং । যৌবরাজ্যে মহারাজ্ হ্যাপদ্যামাস ধন্যতঃ ॥ সাবিত্র্যাশ্চাপি  
কালেন জজ্ঞে পুত্রশতং বরং । ভ্রাতৃণাঞ্চ শতং জাতং সৌদৰ্যাণাং মহাশ্রনাং ।  
এবমাত্মা পিতা মাতা স্বশ্রুশ্ব স্বপুত্রঃ পতিঃ । ভৰ্ত্তুঃ কুলক সাবিত্র্যা সৰ্কং  
কৃত্বা সমুদ্ভূতং । এবমেবাপি পাবনী শীলচরসমস্থিতা । তারয়িষ্যতি বঃ  
সৰ্কান্ সাবিত্রীং বরাজনা ॥ এবমাস্মাসিতন্তেন মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা ।  
বুধিষ্ঠিরঃ প্রীতমনাঃ কাম্যকেহপ্যবসদনে । য ইদং পুণ্যবুদ্ধিতা সাবিত্র্যাখ্যান  
মুত্তমং । স শুবী সৰ্কসিদ্ধার্থে ন দুঃখং প্রাপ্নুয়ানরং ॥ শুবন্তি যাঃ স্ত্রিয়শ্চৈবং  
সাবিত্রীচরিতং শুভং । স্মৃমোভাগ্যমবৈধব্যং লভন্তে সন্ততিং শুভাং । যমাত্মা  
ভয়ং নাস্তি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে । ইতি শ্রীমহাভারতে সাবিত্রীব্রত-  
কথা সমাপ্তা ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া সর্বস্ত্র ভোজ্য উৎসর্গ করিয়া স্বীয় পতিকৈ পুষ্প  
মাল্যাদি দ্বারা অর্চনা করত দক্ষিণ ৩০ অঙ্কিত্রাধারণাদি করিবে । কোন  
কোন স্থানে ব্রতের পরদিন লাঙ্গলের পূজার নিয়ম আছে, সেই স্থলে “শুঁ হুলায়  
নমঃ” বলিয়া লাঙ্গলের পূজা করিবে । অন্তঃপর পারিপাতি করিবে ।

### অনন্তচতুর্দশী ব্রত ।

ভাঙ্গিগুরা চতুর্দশীতিথিতে এই ব্রতাহুষ্ঠান করিতে হয় । অনন্তদেবের  
মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করিবে এবং শালিতলুলচূর্ণাদি দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত  
করিয়া দেবতাকে নিবেদন করিয়া দিবে । চতুর্দশগ্রাহিয়ুক্তডোর বারণ  
করিতে হয় । এই ব্রত চতুর্দশ বৎসর আচরণ করিয়া উদযাপন করিতে হয় ।

ব্রতপদ্ধতি ।—প্রথমত আসনোপবিষ্ট হইয়া আচমন করত স্বস্তিবাচনাদি  
করিয়া সংকল্প করিবে । যথা,—

“বিষ্ণুন্মোহন্ত ভাদ্রে মাসি শুক্রে পক্ষে চতুর্দশ্যাতিথৌ অস্ত্রারভ্য চতুর্বিধ-  
পর্যন্তঃ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী অনন্তসংসারার্গবোদ্ধরণপূর্বকমন্তে বিষ্ণু-  
লোকপ্রাপ্তিকামা প্রতিবর্ষীয়ভাদ্রশুকচতুর্দশ্যাং গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজা-  
পূর্বক মনন্তপূজাকর্শাবগরুপমনন্তব্রতমহং করিষ্যে ।”

অতঃপর সংকল্পহস্ত পাঠ করিয়া “ওঁ ইদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পূরতন্তব ।  
নির্কিয়্য সিদ্ধিমান্নোতু ত্বংপ্রসাদাচ্চ কেশব ॥” ইহা পাঠ করিবে ।

অনন্তর পঞ্চবর্ণ গুড়িকা দ্বারা মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদ্ব্যবধৌ ঘটস্থাপন  
করত অনন্তদেবের মূর্তি স্থাপন করিয়া আসনশুদ্ধি, সামান্যার্থ্য, ভূতশুদ্ধি ও  
প্রাণায়াম করিয়া, গণেশ, শিবাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদিনবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশ-  
দিক্‌পাল ও মৎস্যাদিদশাবতারের পূজা করিয়া, “আং হৃদয়ায় নমঃ” ইত্যাদি  
ক্রমে অঙ্গষ্ঠাস ও করস্থান করিয়া অনন্তদেবের ধ্যান করিবে ।

ধ্যান যথা । —ওঁ ফণাসম্ভারিতং দেবং চতুর্বিহং কিরীটিনং । নবাত্রপল্ল-  
বাকারং পিঙ্গলশ্চক্রেণামসং । পীতাহরধরং দেবং শঙ্খ-চক্র-গদা-ধরং । করাগ্রে  
দক্ষিণে পদ্মং শঙ্খং তস্যাপাৎকরে । চক্রমুর্দ্ধে তথা বামে গদাং তস্যাপাৎকরে ।  
দধানং সর্বলোকেশং সর্ষাভরণভূষিতং । কীরীটমধ্যে শ্রীগন্তমনন্তং  
চিস্তয়েদ্ধরিম্ ॥”

এইরূপ ধ্যান করিয়া স্থানসোপচারে পূজা করত বিশেষার্থ্যস্থাপনানন্তর  
গীঠপূজা করিবে । যথা—

“ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ” এই ক্রমে—“উৎকর্ষিণ্যৈ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, যোগায়ৈ,  
প্রভায়ৈ, কঠৈ, জ্ঞানায়ৈ, অনুগ্রহায়ৈ, ভগবতে, বিষ্ণবে, বাসুদেবায়, সর্বার্থ-  
সংযোগপীঠায় ।”

অনন্তর পুনর্ধ্যান পূর্বক “ওঁ আগচ্ছানন্ত দেবেশ বিশ্বাত্মন বিশ্বরূপমৃক্ ।  
ফণাসহস্রং বিস্তার্য সাম্মিধ্যমিহ কল্পয় । অনন্ত ইহাগচ্ছাগচ্ছ” ইত্যাদি ক্রমে  
অনন্তদেবের আবাহন করিয়া ঘোড়শোপচারে পূজা করিবে । যথা,—

“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রজতাসনায় নমঃ” ইহা বলিয়া আসন অর্চনা পূর্বক  
“আসনং গৃহ দেবেশ রজতাদিবিনির্মিতং । ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ  
পরমেশ্বর ॥ ইদং রজতাসনং ওঁ অনন্তায় নমঃ ।” এই বলিয়া আসন উৎসর্গ  
করিবে । (সর্বত্র এইরূপ জানিবে) । স্বাগত,—“ওঁ অনন্তদেব স্বাগতং ।  
ওঁ হৃদয়গতং ।” পাদ্য,—“ওঁ পাদ্যন্ত পাদয়োর্দেব জগদ্বন্দ্য সনাতন । ময়া  
নিবেদিতং দেব গৃহাণ রূপয়া প্রভো ।” অর্ঘ্য—ওঁ পদ্মপত্রবিশালাক্ষ নমস্তে

গন্ধৰ্বক, অৰ্য্যমেতৎ প্রযচ্ছামি প্রসীদ পুষ্কবোত্তম ॥” আচমনীয়,—“ও ইদমাচমনীয়স্তে গন্ধাতোয়োদভবং প্রভো । ভক্ত্যাপ্যহং দদাম্যেতৎ গৃহাণ পরমেশ্বর ।” মধুপর্ক,—“ও মধুপর্কে মহাদেব ব্রহ্মদৈত্যঃ পরিকল্পিতঃ । ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা গৃহ্যতাক জনার্দন ॥” পুনর্কার পূর্ববৎ আচমনীয় দিবে । স্নানীয়,—“ও গন্ধপুষ্পক তেয়ক শব্দাদিপাত্রসংস্থিতং । ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা স্নানীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং ॥” বস্ত্র, “ও তত্ত্বসন্তানসংযুক্তং নানচিত্র-সমবিশিতং । ভক্ত্যা নিবেদিতং দেব বসনং পরিগৃহ্যতাং ” আভরণ, “ও অঙ্গুরীয়ং অহারহরং নির্মিতং কাঞ্চনাদিনা । ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বর ॥” গন্ধ, “ও গন্ধোহয়ং দেবদেবেশ কুঙ্কমাগুরুমস্তবঃ । যথাশক্ত্যা ময়া দত্তো দেবেশ প্রতিগৃহ্যতাং ॥” পুষ্প,—“ও অম্লানপঙ্কজাং মালাং মালতীচম্পকাদিভিঃ । পুষ্পং গৃহাণ দেবেশ ব্রতং মে সকলং কুরু ॥” ধূপ, “ও ধূপং গৃহাণ দেবেশ নাগকোটীশ্বর প্রভো । দামোদর নমস্তেহস্ত জাহি মাং ভবসাগুরাং ॥” নৈবেদ্য,—“ও চতুর্দশকলান্যেব অপূপপণ্ডিতানি চ । ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা নৈবেদ্যং প্রতিগৃহ্যতাং ॥” চতুর্দশফল,—“ও নমস্তনভায় সহস্রমুর্ত্তয়ে, সহস্র-পাদাক্ষিশিরোরুবাহবে । সহস্রনায়ে পুরুষায় শাস্ত্রে সহস্রকোট্যুগবারিণে নমঃ ॥” পানার্থ জল,—“ও জলক শীতলং দেব গন্ধদৈত্যৈঃ সুরমোহরং । উত্তমং দেবদেবেশ গৃহু পানীয়মীশ্বর ।” তাম্বূল, “ও তাম্বূলং সর্বভোগানাং দেবানাং প্রিয়কারকং । ত্রয়োদশগুণৈযুক্তং গৃহাণ পরমেশ্বর ॥” যজ্ঞোপবীত, “ও ব্রহ্মহৃত্তোত্তরীয়ক সাবিত্রীগ্রহিসংযুতং । পবিত্রস্তে প্রযচ্ছামি হৃষীকেশ নমোহস্ত তে ॥ অতঃপর নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে । যথা,—

“ও অনন্তসংসারমহাসমুদ্রে মগ্নান্ সমভ্যাক্তর বাহুদেব । অনন্তরূপে বিনি-  
যোজয়স্ব অনন্তরূপায় নমো নমস্তে ॥ ও অনন্তকামদেবেশ সর্বকামফলপ্রদ ।  
অনন্তভোররূপেণ পুত্রপোত্রাদি বর্দ্ধয় । অনন্তশূন্যরূপায় বিশ্বরূপধরায় চ ।  
সূত্রগ্রন্থি সংস্কারকামরূপ নমোহস্ত তে ॥”

অনন্তর ইন্দ্রের পূজা করিবে । ইন্দ্রের ধ্যান যথা,—

“ও ঐরাবতং গজাকৃঢং নানালঙ্কারভূষিতং । দ্বিভূজং বজ্রহস্তকং সহস্রাকং  
মহাবলং । চামরৈর্কীজ্যমানস্ত দিব্যনারীভিরাবৃতম্ ॥” এইরূপ ধ্যান করিয়া  
“ও ইন্দ্রায় নমঃ” বলিয়া পূজা করত নমস্কার করিবে । যথা,—

“ও শক্রঃ হরপতিশ্চৈব বজ্রহস্তো মহাবলঃ । ঐরাবতগজাকৃঢঃ সহস্রাক  
নমোহস্ত তে ॥”

অতঃপর সমুদ্রের পূজা করিবে । যান যথা,—

“সমুদ্রং পাশহস্তকং গৌরবর্ণং ভূজবয়ং । মকরহং মহাকালং রক্তালঙ্কার-  
ভূষিতং । জলাধিদৈবতং ভক্ত্যা চিস্তয়েৎ সরিতাং পতিম্ ।” এইরূপ ধ্যান  
করিয়া “ওঁ সমুদ্রায় নমঃ” বলিয়া পূজা করিবে ।

অনন্তর “অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক, কৰ্কট, কুলীর, শঙ্খ, পদ্ম, ও মহাপদ্ম  
এই অষ্টনাগের পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা করিবে ।  
তৎপরে চতুর্দশ ফল উৎসর্গ করিবে ।

পুরাতনডোর হৃৎপাত্রে নিক্ষেপ করিবে । মন্ত্র যথা—“ওঁ ইন্দ্রাদয়ো-  
লোকপালাঃ সোমস্ব্যাহমাদয়ঃ । ভবন্ত সাক্ষিণঃ সর্ষে পূর্বডোরসমর্পণে ॥  
ইদং পুরাতনডোরং বিব্রতন্ত তবাজয়া । সমর্পয়াম্যহং তুভ্যং চতুর্দশাং  
নমোহস্ত তে ॥ অতঃপর “ওঁ ইদং ডোরমনস্তাখ্যং চতুর্দশশুভাং । ধর্মার্থ-  
কামমোক্ষার্থং স্বকরে ধারয়াম্যহং ॥ ওঁ নমস্তনস্তায় ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ  
করিয়া নূতন ডোর ধারণ করিয়া নমস্কার করিবে । যথা,—“ওঁ নমস্তে-  
দেবদেবায় বিশ্বরূপধরায় চ । সৃষ্টিস্থিত্যন্তহেলায় বিশ্বরূপ নমোহস্ত তে ॥ ওঁ  
মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনং সুরেশ্বর । যং পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং  
তদন্ত মে ।”

অতঃপর ভোজ্য উৎসর্গ করিয়া কথা শুনিবে ।

ব্রতকথা ।—অরণ্যে বর্তমানাস্তে পাণ্ডবা হঃখকর্ষিতাঃ । কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা  
যথাত্ময়ং প্রতিগৃহেদমব্রবন্ ॥ পাণ্ডবা উচুঃ ॥ বয়ং হুঃখায় সংযতাঃ পৃথিব্যাং  
পুঙ্খভোক্তম । কথং মুক্তির্দীর্ঘাকমনন্তহুঃখমাগরাং ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ॥ অনন্তব্রত-  
মন্ত্যান্যং সর্বপাপহরং শুভং । সর্বকামপ্রদং নৃণাং স্ত্রীণাকৈব যুধিষ্ঠির ॥ শুক্র-  
পক্ষে চতুর্দশাং মাসি ভাদ্রপদে তথা । তৎকালুষ্ঠানমাত্রেণ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥  
যুধিষ্ঠির উবাচ । কৃষ্ণ কোহয়ং ব্রহ্মাখ্যাতো যোহনন্ত ইতি বিব্রতঃ । কিং  
শেষো নাগরাজো বা অনন্তশুক্রকোহপি বা ॥ বাসুকীর্ষণ পদ্মশ্চ মহা-  
পদ্মশ্চ বিব্রতঃ । পরমাত্মাখবানন্ত উতাহো ব্রহ্ম এব বা । ক এযোহনন্তসংজ্ঞো-  
বৈ কথং মে ক্রুহি কেশব ॥ শ্রীভগবানুবাচ । অনন্ত ইত্যহং পার্শ্বমম রূপং  
নিবোধ বৈ ॥ আদিত্যাদিপ্রচারেণ যঃ কাল উপপদ্যতে । কলাকাষ্ঠাসুহৃতা-  
দিনরাত্রিশরীরবান্ । পক্ষমাসকুর্বাণদিযুগকল্পব্যবস্থয়া । যোহয়ং কালো-  
ময়া খ্যাতঃ সোহনন্ত ইতি বিব্রতঃ । সোহয়ং কালোহনন্তীর্গোহস্মি ভুবো ভাষ্য-  
বতারণাং ॥ দানবান্যং নিনাশায় বসুদেবকুলোত্তবং । অনন্তং বিদ্ধি মাং পার্থ

কৃষ্ণং বিষ্ণুং হৰিৎ শিবম্ ॥ ব্রহ্মাণং ভাস্করং শেখং সৰ্বব্যাপিনমীশ্বরং । বিশ্ব-  
 রূপং মহাত্মানং সৃষ্টিসংহারকারণম্ ॥ বিশ্বরূপো হনন্তোহস্মি যস্মিন্নিত্যাস্ত-  
 তুর্দশ । বসবোহষ্টৌ দ্বাদশার্কা রুদ্রা একাদশ স্মৃতাঃ ॥ সপ্তর্ষয়ঃ সমুদ্রাশ্চ পৰ্বতাঃ  
 সরিতো ক্রমাঃ । নক্ষত্রানি দিশো ভূমিঃ পাতালাং ভূভুবাদিকং ॥ মা কুরুষ্বাজ-  
 সন্দেহং সৌহৰ্ণং পার্থ ন সংশয়ঃ ॥ বুধিত্তির উবাচ ॥ অনন্তব্রতমাহাশ্রয়ং  
 বদ বেদবিদ্যাংবর । কিং পুণ্যং কিং ফলং তস্য কিং দানং কস্য পূজনং । কেন  
 বাদৌ পুরা চীৰ্ণং মৰ্ত্যালোকে প্রকাশিতং ॥ এতৎ সমস্তং বিস্তাৰ্য্য তগ্নে  
 ব্রহ্মি জগৎপতে ॥ শ্রীভগবানুবাচ ॥ আসীৎ পুরা কৃতযুগে স্মমন্তনাম বৈ দ্বিজঃ ।  
 বশিষ্ঠগোত্রে চোৎপন্নঃ সুরূপাক ভৃগোঃ সূতাং ॥ দীক্ষাং নামোপযেমে তাং  
 বেদোক্তবিধিনা ততঃ । তস্যাঃ কালেন সঞ্জাতা হুহিতা সৰ্বলক্ষণা ॥ শীলা  
 নাম সুশীলা চ বৰ্দ্ধতে পিতৃবেশ্মনি । মাতা চ তন্তাঃ কালেন জরদাহেন  
 পীড়িতা ॥ প্রবিষ্টা চ নদীতোয়ে মৃত্যু স্বৰ্গপুরং যযৌ ॥ কৃত্বোক্তদেহিকং তন্তা  
 ধর্মোপার্জনকারণাং । স্মমন্তশ্চ ততোহন্যাং বৈ ধর্মপুংসঃ সূতাং পুংসঃ ।  
 উপযেমে সুরূপাং কৰ্কশাং নামতঃ স্রবীঃ ॥ কৰ্কশা সাপি হুঃশীলা  
 নিত্যং কলহকারিণী । অত্যন্তকোপনা সৈব সদা, নিষ্ঠুরভাষিণী ॥ সাপি  
 শীলা পিতৃর্গেহে গৃহাচ্চ নরতা বৰ্ভে । কুড্যান্তগৃহদ্বারদেহলীতোন্নয়নমিষু ॥  
 চতুর্কিংশস্ততো বৈশীলনীলনীতসিতাসিতৈঃ । স্বস্তিকং শঙ্খপদ্মৌ চ মণ্ডয়ন্তী  
 মুহূৰ্হুঃ ॥ দৃষ্টা স্মমন্তনা শীলা কদাচিৎ প্রাপ্তবোবনা । তাং দৃষ্টা চিন্তয়ামাস  
 বরান্ বিগণয়ন্ ভূবি ॥ ঋষিসংহেৎ পরিত্যক্তঃ স্মমন্তঃ প্রত্যভাবত । কথ্যার্থমাগতঃ  
 শ্রীমান্ কোণ্ডিল্যো মুনিসত্তমঃ ॥ শীলাং দদৌ স্মমন্তশ্চ কোণ্ডিল্যায় শুভে দিনে ।  
 গৃহোক্তবেদবিধিনা বিবাহমকরোদ্দ্বিজঃ । নির্বর্ত্ত্যোদ্ধাহিকং কন্যং প্রোবাচ  
 কৰ্কশাং দ্বিজঃ । তিক্ৰিদ্ভদ্রে ধনং দেয়ং জামাতুঃ পারিতোষিকম্ ॥ তচ্ছ্রুত্বা  
 কৰ্কশা ক্রুদ্ধা প্রবিষ্য গৃহমগ্ৰসং । কপাটং সূহিরং দত্ত্বা পাক্ষ্যমবদত্ ভূশম্ ॥  
 হোমাবশিষ্টদ্রব্যেণ পাথৈর্যমকরোদ্দ্বিজঃ । কোণ্ডিল্যোহপি বিবাহৈনামগমং  
 প্রাতরেষ চ ॥ শীলাং সুশীলামাদায় গোবানেন স্বমন্দিরং । ততো মধ্যাহ্ন-  
 সময়ে সংপ্রাপ্তে তু সরিত্তটে ॥ অবতীৰ্য্য দ্বিজস্তত্র স্থানং চক্রে নৃপোত্তম ।  
 তস্যাস্ত নরিতস্তীরে গোময়েনোপলেপিতে ॥ দদর্শ শীলা সা স্ত্রীণাং সমূহং  
 রক্তবাসসং । চতুর্দশামর্চয়ন্তং ভক্ত্যানন্তং পৃথক্ পৃথক্ ॥ উপবিষ্টা শনৈঃ  
 শীলা পপ্রচ্ছ স্ত্রীকদম্বকং । কিমেতৎ ক্রিয়তে কার্য্যং কসৈত্যৎ ব্রতমী-  
 শম্ ॥ তা উচুৰ্যোষিতঃ সৰ্বা অনন্ত ইতি বিজ্ঞাতঃ ॥ তস্যৈব দেবদেবত

সর্বকামপ্রদং ব্রতম্ ॥ সাত্ৰবৌদ্ধহমপ্যেতৎ করিষ্যে ব্রতমুত্তমং । বিধানং  
 কীদৃশং তস্য কিং দানং কিঞ্চ পূজনম্ ॥ নার্য উচুঃ ॥ শুক্লপক্ষে চতুর্দশ্যাং  
 মাসি ভাদ্রপদে ব্রতং । কর্তব্যং সরিতত্তীরে তড়াগে বা শূশোভনে । স্বাস্থানন্তং  
 নমস্কৃত্য নববস্ত্রধরঃ শুচিঃ । শুচৌ দেশে সমালিপ্য গোময়েন বিচক্ষণঃ ।  
 মণ্ডলং কারয়েত্তত্র সর্বতোভদ্রসংজ্ঞকম্ ॥ কৃত্বা দৰ্ভময়ং দেবং বারিধানী-  
 সমন্বিতং । পুষ্পপূাদিভির্দেবমনন্তং পূজয়েদ্ধরিম্ । ধ্যান্য নারায়ণং দেবমনন্তং  
 বিশ্বরূপিণং । অনন্তসংসারমহাসমুদ্রে নিমগ্নমপুঙ্কর বাসুদেব । অনন্তরূপে  
 বিনিযোজয় স্ব অনন্তরূপায় 'নমো নমস্তে ॥ মন্ত্ৰেণানেনাচরিত্বা কলানি  
 চ চতুর্দশ । পুপপ্রস্থদ্বয়ধৈব ঘৃতপকং নিবেদয়েৎ ॥' অৰ্দ্ধং বিপ্রায় দাতব্য-  
 মৰ্দ্ধমাশ্বনি যোজয়েৎ । চতুর্দশগ্রন্থিযুক্তং পূজয়িত্বা সূডোরকম্ ॥ অনন্ত ইতি  
 মন্ত্ৰেণ নারী বামকরে পুনঃ ॥ দক্ষিণেন পুমান্ কুর্য্যাৎ ধ্যানানন্তং সনাতনম্ ॥  
 দক্ষিণাং বিধিবদ্ধত্বা বিপ্রান্ সন্তোষয়েদ্ভৃশং । যোহনন্তস্ত ব্রতং কুর্যাদ্বারিণি  
 নব পঞ্চ চ ॥ সর্বাণ্ কামানবাগ্নোতি বিফুলোকং স গচ্ছতি ॥ সাপি তাপাং  
 বচঃ ক্রত্বা শীলা বন্ধু সূডোরকং । ব্রতং চক্রে তথা তাভিদৈত্তৈর্গন্ধাদিতিস্তথা ।  
 পাথেষ্যশেষং বিপ্রায় দত্ত্বা ভুক্ত্বা তথৈব চ ॥ আজগামাথ সা ছষ্টা গোবানেন  
 স্বমাশ্রমম্ ॥ তেনানন্তপ্রভাবেণ বহুগোবনসংকুলং । সুবর্ণমণিমাণিক্যা-  
 রত্নরৌপ্যধানানি বৈ । দাসদাসীসহস্রাণি মেঘগোমহিবাদিভিঃ ॥ গৃহং তস্যা  
 শ্রিয়া যুক্তং ধনধান্যসমাকুলম্ ॥ শীলা মাণিক্যাকাঙ্ক্ষীভিমুক্তাহারৈর্বিভূষিতা ।  
 দিব্যবস্ত্রসমাচ্ছিন্না সাবিত্রীপ্রতিমাতবৎ ॥ ততঃ কালেন কিয়তা সমায়াতে  
 নিজাগয়ে । কদাচিছর্পাবষ্টস্ত কোণ্ডিল্যো বহ্নিসন্নিবৌ ॥ শীলয়া সহিতৌ  
 বিপ্রস্তাপয়ন্নগ্নিস্তমম্ ॥ 'শীলায়া বামহস্তে তু দৃষ্ট্বা বন্ধং সূডোরকং । কিমিদং  
 ডোরকং হস্তে শীলাং প্রোবাচ স দ্বিজঃ ॥ সুবর্ণমণিমাণিক্যভূষিতে  
 বাহুপল্লবে । তন্মধ্যে সূত্রডোরকং কিমিদং ধার্য্যতে ত্বয়া ॥ শীলোবাচ ॥ অনন্তস্ত  
 হি দেবস্ত ব্রতঃস্ব সূত্রডোরকং ॥ যৎপ্রসাদাত্ ধর্মজ্ঞ ধনধান্যগৃহে তব ।  
 তচ্ছ্রত্বা প্রাবদন্তাস্ত মুনিঃ কোপপরায়ণঃ ॥ কোহনন্ত ইত্যাदीর্ধ্যাথ ধ্বত্বা চ  
 করপল্লবম্ ॥ হস্তাদাকৃত্বা তড্ডোরং ক্ষিপ্তবান্ পাবকোপরি । হা হা কৃত্বা চ  
 তড্ডোরং ক্ষারৈর্নিষ্কাপিতং সতী ॥ তৎসূত্রং পট্টসূত্রেণ বেষ্টয়িত্বা পুনর্দধৌ ॥  
 বিশ্বম্পাপম্নহদয়া মনস্তেদং ব্যচিস্তয়ৎ ॥ ইদং বিচিত্র্য সা সাধবী ভূক্ষীমালম্ব্য  
 সংস্থিতা ॥ তেন কৰ্ম্মবিপাকেন তত্ত্ব সা শ্রীঃ ক্ষমং গতা । অনন্তাক্ষেপদোষণ  
 আতান্তস্ত বিপদশাঃ ॥ কিয়দ্বিভং জলে মগ্নং স্থলে দন্ধকু বহিনা । সুবর্ণমণি-

শানিক্যং রাজ্যং বৈ সংস্কৃতং বলাৎ ॥ গোপনং তদ্বৈরৈনীতং গৃহকাগ্নিশ্রদীপিতম্ ॥  
 স্বজনৈঃ কলহো নিত্যং তর্জনং গর্জনং তথা । অনস্তাক্ষেপদোষণে মম দুর্গতি-  
 রীদৃশী । ইতি মম্বা দ্বিজপ্রেষ্ঠঃ শীলাং পপ্রচ্ছ দুঃখিতঃ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ ॥ কথমে-  
 তদ্ব্যহাদৈতমকস্মাৎ সমুপস্থিতং । যদি জানাসি চার্কস্বি কারণং কথয়স্ব মে ॥  
 ততঃ সা বিনয়ৈযুক্তা বক্তুং কিকিৎ প্রচক্রে ॥ শীলোবাচ ॥ যদনন্তস্ত ডোরং  
 তে ক্ষিপ্তমাসীচ্চ পাবকে ॥ নুনং তেন চ দোষণে সংপ্রাপ্তোহং বিপদশা ॥ স শীলা-  
 বচনং শ্রুত্বা কৌণ্ডিল্যশ্চিন্তিতোহভবৎ ॥ অনস্তাক্ষেপদোষণে জাতদৈত্মো  
 হি নিশ্চিতম্ ॥ তস্মাদনন্ত মুদিশ্য গন্তব্যং গৃহনং বনম্ ॥ ইতি নিশ্চিত্য মুনিনা  
 কৌণ্ডিল্যেন তথা কৃতং ॥ কুত্র পশ্যামি তং দেবং ক্রবস্নেবং বনং যগৌ । ত্রতক  
 নিয়মকৈব ব্রহ্মচর্য্যং চরন্ দ্বিজঃ ॥ বিকলঃ প্রযর্থো পার্থ সোহরণ্যং জনবর্জিতম্ ॥  
 তত্রাপশুয়াচ্ছতং কলিতং পুষ্পিতং তথা । বর্জিতং পক্ষিসংঘেন কীটকৈশ্চ  
 বিশেষতঃ । তমপৃচ্ছদ্বিজোহনন্তঃ কশ্চিদৃষ্টত্বয়া ক্রম । চুতক্রমোহি পু্যবাচেনং  
 নানস্তো বীক্ষিতো ময়া ॥ অনন্তং যদি পশ্যামি কিমবস্থা মমেদৃশী । এতং  
 নিরাকৃত্যন্তেন গাং দদর্শ সবৎসিকাম্ ॥ তৃণমধ্যে প্রধাবন্তীমিত্যেতচ্চ পাণ্ডব ।  
 সোহব্রবীদ্ধেনো মে ক্রহি কিমনন্তস্তরৈক্ষিতঃ ॥ গৌরপু্যবাচ কৌণ্ডিল্যং নানস্তো  
 বীক্ষিতো ময়া । অনন্তং যদি পশ্যামি কিমবস্থা মমেদৃশী । ততো ব্রজন্ দদর্শাগ্রে  
 গৌরমং শাঙ্কলি স্থিতং । দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ গোস্বামিন্ কিমনন্তস্তরৈক্ষিতঃ । গৌরবস্ত-  
 মুবাচার্থ নানস্তো বীক্ষিতো ময়া । অনন্তং যদি পশ্যামি কিমবস্থা মমেদৃশী ।  
 ততো ব্রজন্ দদর্শাগ্রে রম্যং পুষ্করিণীদ্বয়ং । ছন্নং কুমুদকল্লারৈঃ কমলোৎপল-  
 মণ্ডিতম্ ॥ অত্রোহত্রজলকল্লোলবীচিবিক্ষেপশীতলং ॥ প্রাণিভিনহি পীয়শ্চে  
 তজ্জলানি তুষার্ত্তিভিঃ । একস্ত ভ্রমরৈর্হংসৈশ্চক্রবাকৈশ্চ সেবিতম্ । অশ্রুৎ  
 পশ্বি গণৈর্হীনং পদ্মসৌগন্ধ্যবর্জিতম্ ॥ পুষ্করিণীক পপ্রচ্ছ কিমনন্তস্তরৈ-  
 ক্ষিতঃ ॥ আবাভ্যাং বীক্ষিতো বিপ্র নানন্তেতি তমুচুতঃ ॥ ততো ব্রজন্ দদর্শাগ্রে  
 গর্দভং কুঞ্জরং তথা ॥ খরশ্চ কুঞ্জরঃ পৃষ্ঠঃ কিমনন্তস্তরৈক্ষিতঃ ॥ তমু-  
 চতুস্তাবাভ্যাং নানস্তো বীক্ষিতঃ কচিং । তয়োর্বর্ত্তাসবজ্ঞায় ততশ্চিন্তাপরোহ-  
 ভবং ॥ ত্রীমরাথ পরিভ্রাহি ব্রবন্ স মুচ্ছিতো ভুবি । তস্মিন্ ক্রোধেহতিনির্ধীয়ে  
 কৌণ্ডিল্যে মুনিসত্তমে । কৃপয়ানন্তদেবোহপি প্রত্যক্ষং সমুপাগতঃ ॥ বৃদ্ধব্রাহ্মণ-  
 রূপেণ প্রত্যক্ষমভবন্তদা । ঈষজ্ঞাতসমায়ুক্তো বভাবে তং দ্বিজোত্তমং । উত্তীষ্টো-  
 তিষ্ঠ ভো বিপ্র ত্যজ খেদং মূঢ়ং কুহ । দর্শয়ামি তবানন্তং ভক্তাহংসকারকম্ ।  
 ইত্যুক্তা চ করে ধ্বজা প্রবিবেশ হৃদ্যাগৃহম্ । স্বরূপং দর্শয়ামাস দিব্যানাদীগণৈ-

বৃত্তম্ । সিংহাসনে সুখানীনং শঙ্খচক্রাজ্জ্যোতিতং । গদয়া গরুডেনাপি সেবিতং  
 বিশ্বরূপিণম্ ॥ তং দৃষ্ট্বা স দ্বিজো ভূমৌ দণ্ডবদ্বিপপাত হ । পাপোহহং পাপ-  
 কৰ্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ ॥ ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক সৰ্পপাপহরো ভব । অজ্ঞ মে  
 সকলং জন্ম জীবিতঞ্চ স্বজীবিতং । যন্তবাজ্জিযুগাজ্জে চ মূৰ্দ্ধা মে ভ্রমরায়তে ॥  
 জ্ঞানতাজ্ঞানতা বাপি যোহপরাধঃ কৃতো ময়া ॥ তং ক্ষমস্ব জগন্নাথ তদ্ব্রতং  
 প্রকরোমাংসং ॥ ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ সৰ্বভূতান্তরস্থিতঃ ॥ উবাচ তং মহা-  
 ভাগং কৌণ্ডিন্যং তত্ত্ববৎসলং । বরং বৃণুধ বিপ্রেন্দ্র যং বরং মনসেচ্ছসি ।  
 ইতি শ্রুত্বা ততো বাক্যমনন্তস্ত জগৎপতেঃ । স বিপ্রঃ প্রার্থয়ামাস বরমেকং  
 সুদুর্লভম্ ॥ তচ্ছ্রুত্বানন্তদেবোহপি দদৌ তন্মৈ বরদ্বয়ং । দারিদ্র্যনাশনং ধর্ম্মং বিমু-  
 লোকমহাক্ষয়ং । তস্মাদ্ বিপ্র গৃহং গচ্ছ ধনধাতৃশূতাশ্রিতং । শীলয়া সহিতঃ  
 স্বর্গমন্তকালে প্রযাস্যসি । প্রতিগৃহ্য দ্বিজৈঃ প্যাহ ভগবান্ কিং ময়োক্তিতঃ ॥  
 প্রসন্নো যদি নে দেব কথয়স্ব মহাপ্রভো । যো যো দৃষ্টো ময়ারণ্যে কে তে  
 চূতক্রমাদয়ঃ ॥ কোহয়ং বৃষশ্চ কা ধেনুরক্ষঃ পুষ্করিণীদ্বয়ং । কঃ খরঃ কুঞ্জরো  
 বাপি তন্মৈ ক্রুহি জনার্দন ॥ শ্রীভগবানুবাচ ॥ যো বৈ চূতস্ত্বয়া দৃষ্টস্ত্বেভোগ্য-  
 ফলপুশ্পকঃ ॥ গোদাবরীতীরবাসী স বিভ্রাপত্তিনামকঃ । বেদবিজ্ঞাসমা-  
 যুক্তঃ সৰ্বশাস্ত্রবিশারদঃ । উপনম্নেভ্যঃ শিষ্যেভ্যো গৰ্ভাধিত্যাং ন দত্তবান্ ।  
 অভোগ্যং ফলকীটৈশ্চ তেনাসৌ চূততাং গতঃ । সা গোবৎসুক্কর্য যাতু নিফলা  
 প্রতিপাদিতা । পুরা কৃতবতী কাচিৎ নিফলা ভূমিদানতঃ । গৃহীতা তেন  
 পাপেন বনগৌর্নির্জনেহভবৎ ॥ অরণ্যে গোরুবো বিপ্র ত্বয়া দৃষ্টে সুবিশ্মিতঃ ।  
 কন্মচৌরোহতি দৃষ্টাস্মা সেবকঃ প্রভুবঞ্চকঃ । তেন পাপেন দৃষ্টাস্মা বৃষভো-  
 হমৌ বনেহভবৎ । পুষ্করিণ্যৌ চ যে দৃষ্টে ভবতা দ্বিজসত্তম । পুরা তাভ্যাং  
 সপত্নীভ্যামস্ত্রোহস্তং বকিতং পতিঃ । তেনৈবাদানমাত্রেণ পুষ্করিণ্যৌ বভূবতুঃ ।  
 কুঞ্জরো মদগৰ্ভতাং খরস্ত ক্রোধসম্ভবঃ । ত্রাকণোহহমনস্তোহস্মি গৃহং গচ্ছ ব্রতং  
 কুরু ॥ পুনস্তব সমৃদ্ধিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ । তুভুত্বা ভোগ্যশ্চ বিপুলান্  
 প্রাপ্ত্বাসি পরমং পদম্ । ইতি ভন্মৈ বরং দত্ত্বা স দেবোহস্তদধেহপি চ ॥ ততো  
 বিপ্রো ব্রজন্ মাগে তান্ সৰ্বাংশ্চ দদর্শ হ । তেভ্য এবং তন্মুক্ত্য চ জগাম  
 নিজমন্দিরং । ধনক পূর্ববদৃষ্টা ব্রতং কৃত্বা যথাবিধি । শীলয়া সহ ধর্ম্মাশ্রা  
 তুভুত্বা ভোগান্ যথেষ্পিতান্ । অস্তে জগাম স মুনির্বিমুগোকমহাক্ষয়ম্ ।  
 অনন্তব্রতধর্ম্মেন পরিপূর্ণেন পার্শ্বিণ । অনন্তস্য প্রিয়ো ভূত্বা পদং গচ্ছন্ত্য-  
 নাময়ম্ ॥ শৃণোতি যো বৈ সত্যং স্বচ্যমানং সুধীতি ॥ ব্রহ্মহাশি বিমুক্তঃ



সন্ পৱং যাতি পদং ধ্ৰুবম্ ॥ ইদং ব্ৰতং মনোজ্ঞস্তে যয়া প্রোক্তং যদীপিতম্ ।  
লোভানামুপকারায় অবতীর্ণোহস্মি ভূতলে ॥ এবং যয়া তে কথিতং ব্ৰতানাং  
ততুন্তমং । চরানন্তব্ৰতং পৰ্থ বর্ষাণি নব পঞ্চ । সৰ্ব্বদুঃখাঘ্নিনিস্তাৰ্য্যামান্তে  
তুম্বাপুত্ৰসি ॥ অনন্তব্ৰতকথা সমাপ্তা ।

অন্তঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে ।

### শিবরাত্রি ব্ৰত ।

প্রথমত আচমন করত স্বস্তিবাচনাদি কুরিঙা সংকল্প করিবে । যথা,—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসদৃশ অমুকে মাসি কৃষে পক্ষে চতুর্দশাস্তিখৌ অমুকগোত্রঃ  
শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মা শিবপ্রীতিকামঃ শিবরাত্রিব্ৰতমহং করিষ্যে ॥”

অনন্তর সংকল্পস্থক্ত পাঠ করিয়া কৃতাজলি হইয়া পাঠ করিবে,—

“ওঁ শিবরাত্রিব্ৰতং হ্যেতং করিষ্যেহং মহাশয়ঃ । নিৰ্দ্ধিয়মস্ত মে দেব  
তৎপ্রসাদাজ্ঞাপতে ॥ চতুর্দশ্যং নিরাহারো ভূত্বা চৈবাপরেহহনি । ভক্যোহং  
ভুক্তিমুক্ত্যর্থং শরণং মে ভবেশ্বর ॥”

অনন্তর পার্শ্বি শিবপূজার ক্রমে (৯৮ পৃ দেখ) পূজা করিবে । চারিপ্রহরে  
চারিবার পূজা এবং চারি প্রহরে বিভিন্নবস্ত্রদ্বারা স্নান করাইয়া অর্চনা করিবে ।  
পূজার স্নানমন্ত্র ও অৰ্ঘ্যমন্ত্র পৃথক্, তাহা এইস্থলে লিখিত হইল । যথা,—

প্রথম প্রহরে,—“ওঁ হৌং ত্ৰৈশানায় নমঃ” এই বলিয়া দুই দ্বারা স্নান করা-  
ইয়া “ওঁ শিবরাত্রিব্ৰতং দেব পূজাজপপরায়ণঃ । কৰোমি নিষিদ্ধদত্তং গৃহা-  
পাৰ্থ্যং মহেশ্বর ॥ ইদমৰ্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায়া নমঃ ॥” এই বলিয়া অৰ্ঘ্য দিবে ।

দ্বিতীয় প্রহরে,—“ওঁ হৌং অনোরাগ নমঃ” এইমন্ত্রে দধি দ্বারা স্নান  
করাইয়া “ওঁ নমঃ শিবায়া শান্তায় সৰ্ব্বপাপহরায় চ । শিবরাত্রৌ দদাম্যৰ্ঘ্যং  
প্রসীদ উময়া সহ । ইদমৰ্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায়া নমঃ” এইমন্ত্রে অৰ্ঘ্য প্রদান  
করিবে ।

তৃতীয় প্রহরে,—“ওঁ হৌং বামদেবায় নমঃ ॥” এই মন্ত্রে ঘৃতদ্বারা স্নান  
করাইয়া “ওঁ জুঃখদারিদ্রশোকেন দক্লোহং পার্শ্বতীশ্বর । শিবরাত্রৌ দদাম্যৰ্ঘ্যং  
উমাকান্ত গৃহাণ মে । ইদমৰ্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায়া নমঃ ॥” বলিয়া অৰ্ঘ্য দিবে ।

চতুর্থ প্রহরে,—“ওঁ হৌং সত্তোজাতায় নমঃ ॥” এই মন্ত্রে মধু দ্বারা  
স্নান করাইয়া “ওঁ যয়া কৃতাজনেকানি পাপানি হর শঙ্কর । শিবরাত্রৌ  
দদাম্যৰ্ঘ্যং উমাকান্ত গৃহাণ মে । ইদমৰ্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায়া নমঃ ॥”

বলিয়া অর্ঘ্যপ্রদান করিবে । অতঃ সমস্তই পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজার জায় করিতে হয় ।

পূজাশেষ করিয়া কথা শ্রবণ করিবে । পরদিন স্নানাদি করিয়া শিব পূজা ও স্তবপাঠ করত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া নিজে পারণ করিবে । পারণ মন্ত্র যথা,—

“ওঁ সংসারক্লেদদগ্ধ ব্রতেনানেন শক্যঃ । প্রসীদ স্নুগো নাথ জ্ঞান-  
দৃষ্টিপ্রদোত্তম ।”

ব্রতকথা ।—পুরা কৈলাসশিখরে সর্বব্রতবিভূষিতে । দেবদানবগন্ধর্বসিদ্ধ-  
চারণসেবিতে । অপসরোভিঃ পরিবৃত্তে নৃত্যাস্তীতিরিতস্ততঃ । সর্বকুসুমাকীর্ণে  
সর্বকুসুমলশোভিতে । স্থিরছায়াক্রমাকীর্ণে সন্তানকবনাবৃত্তে । পারিজাতপ্র-  
নোথগন্ধামোদিতদিদ্যুথে । আকাশগঙ্গাসলিলতরঙ্গগণনাদিতে । ত্রৈলোক্যলিভৈ-  
শাকমরুত্তিরুপবীজিতে । ব্রহ্মবিদনোভূতবেদধনিনিদাভিঃ । উবাস সূচিকং  
ঐতোভবো গিরিজয়া সহ ॥ স্তোত্রমিহ কদাচিত্তু দেবী পপ্রচ্ছ শক্যম্ ॥ কর্ণা  
কেন ভগবন ব্রতেন তপসাপিবা । ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং হেতুসং পরিভূযসি ॥ ইতি  
দেব্যা বচো শ্রুত্বা ভগবান্ শঙ্করোহব্রবীৎ ॥ শঙ্কর উবাচ ॥ কাল শুনে কৃষ্ণপক্ষস্য  
ষা তিথিঃ স্যাক্তুর্দশী । তস্যাত্মা য়া তামসী রাত্রিঃ সোচ্যতে শিবরাত্রিকা ॥ তত্রো-  
পবাসং কুর্য্যণঃ প্রমাদয়তি মাং ক্রবম্ ॥ ন স্নানেন ন বস্ত্রেন ন ঘূপেন ন  
চাচ্চয়া । তুষ্যামি ন তথা পুষ্পৈরথ্য তত্রোপবাসতঃ ॥ ত্রয়োদশ্যাং কৃত্ত্বানো  
ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ । নিরামিষং হবিষ্যং বা সৰুদ্ভুজীত নাশ্রুথা । মন্মথ  
সংস্রবন্ রাত্রৌ শয়িতঃ স্থণ্ডিলে কুশে ॥ রাত্রিশেষে সমুখায় কুর্যাদাবশ্যকং ততঃ ।  
সন্ধ্যামুপাস্য বিধিনা বিধিপত্রাণ্যুপার্জয়েৎ ॥ ততো নিত্যক্রিয়াং কৃৎবা সন্ধ্যাকো-  
পাস্য পশ্চিমাং । নদ্যাদৌ স্থণ্ডিলে বাপি লিঙ্গে বা স্থাবরেহপি চ । বিধিপত্রৈর্কি-  
মুজ্যাত লিঙ্গপীঠং প্রযত্নতঃ । একতঃ সর্বপুষ্পং স্যাৎ বিধিপত্রং তথৈকতঃ । মণি-  
মুক্তাপ্রবালৈশ্চ স্বর্ণপুষ্পাদিতিস্তথা । ন তথা জায়তে ঐতির্বিধিপত্রে যথা মম ।  
প্রহরে প্রহরে স্নানং পূজাকৈব বিশেষতঃ । কুর্যীত মম গন্ধাদৈর্গন্ধপুষ্পাদি-  
ভিস্তথা । দুগ্ধেন প্রথমং স্নানং দধা চৈব দ্বিতীয়কম্ । তৃতীয়ে তু তথাজ্যেন চতুর্থে  
মধুনা তথা । পঞ্চমাত্রবিধানেন মূলমন্ত্রেণ চৈব হি । পূজয়েন্মাং যথাশক্ত্যা  
নৃত্যগীতাদিভিনয়ঃ ॥ অপূরেছ্যন্ততো বিপ্রান্ মম ভক্তান্ শুভব্রতান্ । ভোজ-  
য়িত্বা তথাভ্যর্চ্য পারণং স্বয়মাচরেৎ । এবমেতদ্ব্রতং দেবি মম ঐতিকরং  
পরম্ । যজ্ঞদানতপাস্যস্য কলাং নাইতি ষোড়শীম্ । এতদ্ব্রতপ্রভাবেন

স্থাপনতামবানুয়াৎ । সপ্তবীপেশ্বরঃ পৃথুয়াং জায়তে কামচারবান্ । তিথের-  
 স্যাশ্চ মাহাত্ম্যং কথ্যমানং ময়া শৃণু । অস্তি বারাগসী নাম পুরী সৰ্কগুণৈৰ্ভূতা ।  
 ব্যাধস্তজ্জীবসদ্ ঘোরঃ সৰ্কদা প্রাণিহিংসকঃ ॥ খৰ্কঃ কৃষ্ণবপুঃ ক্রূরঃ  
 পিঙ্গাকঃ পিঙ্গকেশরঃ । বাগুরাপাশৈল্যাদিপ্রপূরিতগৃহান্তরঃ । স একদা বনং  
 গতা হতা চ বিবিধান্ পশূন্ । মাংসভারং বহন্ গেহং স্বকীয়ং গন্তমুদ্যতঃ ।  
 সোহসমর্থস্ত তং ভারং বোচুং প্রাক্তো বনান্তরে । বিভ্রামহেতো নুস্থাপ  
 মূলে বৈ কশ্চচিত্তরোঃ । অথাস্তমগমং সূর্য্যো নিশাভূং হৃতয়প্রদা । তত  
 উথায় সোহপশ্যায় কিম্বিত্তিমিরারুত্ম । হস্তামৰ্ষবশান্তজ বৃক্ষে শ্রীকল-  
 সংজ্ঞকে । লজ্জাপাশৈর্কৰ্ছবিধৈর্মাংসভারং ববন্ধ সঃ । তমেব বৃক্ষকোত্তমো  
 সূলে স্থাপদভীষিতঃ । শীতান্তঃ চ ক্ষুধান্তঃ চ কম্পাবিতকলেবরঃ ॥ জজাগার  
 তদা রাজ্ঞৌ প্রুতো নীহারবারিণা । দৈবযোগাজ্ঞ তন্মূলে লিঙ্গং তিষ্ঠতি  
 নামকং । শিবরাত্রিতিথিঃ সা চ নীরাহারঃ স লুন্ধকঃ । অথ ভদ্রেহসংসর্গী  
 হিমপাতো মমোপরি । জজ্ঞে তদা বরারোহে ভগ্নপত্রচ্যুতিঃ কণাৎ । তস্য  
 তেনৈষ ভাবেন যম তোষো মহানভূং । তিথিমাহাত্ম্যাতো দেবি বিব-  
 পত্রস্য চেশ্বরী । ন হানং ন তথা পূজা ন নৈবেদ্যাদিসম্ভবঃ । তথাপি তিথি-  
 মাহাত্ম্যাত্তত্র মেহর্জা মহাকলা । অথ প্রভাতে বিমলে গতোহসৌ নিজ  
 নন্দিরম্ । কদাচিদায়ুষঃ শেষে যমদূতস্তমভ্যাগাৎ । বন্ধকামস্ত তং দূতঃ  
 পাশেন বিবিধেন চ । পুরুষো বারয়ামাস মদীয়ো মন্নিগোগতঃ । অথোভগ্নে-  
 র্কর্য্যাহেহতোঃ কলহঃ স্তমহানভূং । অথাহতো মদীয়েন দূতেন যমকিঙ্করঃ ।  
 যমং সমানয়ামাস মৎপুত্রদ্বারমুজ্জ্বলম্ । দৃষ্ট্বা চ নন্দিনং তত্র সৰ্কমকথয়ং  
 কথাম্ । ব্যাধস্য চ কুর্কম্বহং যাবজ্জীবং তমব্রবীৎ ॥ তৎ ক্রুত্বা তস্য সৰ্কজ্ঞো  
 বচনং নন্দিকেশ্বরঃ । ব্যাধস্য তদ্দিনে কৰ্ম্ম প্রাবয়ামাস তং যমম্ । এবমেব  
 ন সন্দেহো যাবজ্জীবং হুরায়বান্ । পাপমেবাকরোদ্ ব্যাধো ধর্ম্মরাজস্তথাপ্যসৌ ।  
 শিবরাত্রিপ্রভাবেণ নীতঃ সৰ্কেশসন্নিধিম্ । ততোহসৌ বিষয়াবিষ্টো বন্দিয়া  
 নন্দিনং যমঃ ॥ দূতান্বিতো যযৌ গেহং স্বকীয়ং শিবভাবতঃ । এবমস্যা  
 প্রভাৎ তে ব্রতস্য বরবর্ণিনি । অবোচৎ তব ভাবেন কিমন্যৎ কথয়ামি তে ॥  
 তৎ শ্রুত্বা ভগবদ্বাক্যং বিস্মিতা হিমশৈলজা । প্রশংসং সদৈবৈতৎ শিব-  
 রাত্রিব্রতং মুদা । বাক্তবেভ্যোহপ্যকথয়ং ব্রতমেতৎ পতিব্রতা । তৈশ্চাপি  
 কথিতং পৃথুয়াং রাজভ্যো ভক্তিলাবতঃ ॥ এবমেতদ্ ব্রতং পৃথুয়াং প্রকাশ-  
 য়শর্চাং ৩য় । ভূতেশ্বরাদিহ পুরোহিত ন পূজনীয়ো, নৈবাশ্বমেধদং

କ୍ରତୁରସ୍ତି ଲୋକେ । ଗଙ୍ଗାସମଂ ତ୍ରିଭୁବନେ ନ ଚ ତୀର୍ଥମସ୍ତି ନାନ୍ତଦ୍ରବ୍ୟତଃ । ହି ଶିବ-  
ରାତ୍ରିସମଂ ତଥାସ୍ତି ॥ ଇତି ଶିବରହସ୍ତୀୟଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତକଥା ସମାପ୍ତା ।

ଅନନ୍ତର ଦକ୍ଷିଣାଂଶ ଅଚ୍ଛିଦ୍ଧାବଧାରଣ କରିବେ ।

ଆଲୋକାମାବସ୍ଥା ବ୍ରତ ।

ପ୍ରଥମତ ପୁରୋହିତ ଗୁହ୍ୟାସନେ ଉପବିଷ୍ଠ ହେୟା ଆଚମନ ପୂର୍ବକ ସ୍ତୁତିବାଚନାଦି  
କରିয়া ବ୍ରତକାରିଣୀକେ ସଂକଳ୍ପ କରାହିବେନ । ଯଥା,—

“ବିଷ୍ଣୁର୍ନୟୋଽଽହ ଗାନ୍ଧେ ମାସି କୃଷ୍ଣେ, ପଞ୍ଚେ ଅମାବସ୍ଥାୟାନ୍ତିଥାବାରତ୍ୟ ସପ୍ତର୍ଷ୍ୟ  
ସାବଂ ଅମୁକଗୋତ୍ରା ଶ୍ରୀଅମୁକୀ ଦେବୀ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁପ୍ରୀତିକାମା ସଂଯୋଜ୍ୟାବିଧିନାଲୋକାମା-  
ବସ୍ଥାବ୍ରତମହଂ କରିଷ୍ୟେ ।”

ଅତଃପର ପୁରୋହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହସ୍ତକ୍ତ ପାଠି କରିয়া ସାମାନ୍ତାର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀମାଦି କରତ  
ଗଣେଶାଦି ଦେବତାଗଣେର ପୂଜା କରତ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ସ୍ୱର୍ଗାନ୍ତ ପୂଜା କରିବେ  
( ୨୨୨ ପୃ ଦେଖ ) । ଅତଃପର ଭୋଜ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବେ ।

ବ୍ରତ କଥା ।—ତୀର୍ଥବାତ୍ରାଦିକଂ କୃତ୍ୱା ନାରଦୋ ମୁନିସନ୍ତମଃ । ସର୍ବୀନ୍ଦ୍ରିୟ-  
ସମସ୍ତତ୍ୟ ସମଲୋକଂ ଗତସ୍ତଦା । ଗନ୍ତା ସମାଲୟଂ ସ୍ୱୋରଗକୁକାରଂ ନିରା-  
ଶ୍ରୟଂ । ଭୀତେନ ମନସା ତଦ୍ଧ ଚିନ୍ତୟାମାସ ନାରଦଃ ॥ ସାମ୍ୟଂ ତମୋମୟଂ ସ୍ୱୋରଂ  
ସ୍ଥାନଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ନବାଧମାଃ । ତିର୍ଘ୍ନିନ୍ତି ନରକେ ସ୍ୱୋରଂ ହତବିଜ୍ଞାନଚେତସଃ ॥ କିମିଦଂ  
ଜଗତାଂ ରୂପଂ ତଦହଂ ଜ୍ଞାତୁମୁଂସହେ ॥ ଇତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ୍ୟ ମନସା ବ୍ରହ୍ମଲୋକଂ ଗତୋ  
ମୁନିଃ । ବ୍ରହ୍ମଣଃ ସ୍ଥାନମାସାଽହ ସ୍ତୁତିଂ କର୍ତ୍ତୁଂ ସମୁଦ୍ରତଃ ॥ ନାରଦ ଉବାଚ ॥ ନମୋ  
ବିଷ୍ଣୁହୃଦେ ତୁଭ୍ୟଂ ନମୋ ବିଷ୍ଣୋପକାରିଣେ । ସ୍ୱର୍ଗାର୍ଗକାମୋକ୍ଷାଂଶଂ କାରଣାନ୍  
ମହାଶ୍ୱନେ ॥ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରୋତ୍ରଂ ଶ୍ରୋତ୍ରଂ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦଂ ପ୍ରତ୍ୟାଭାଷତ । ବ୍ରହ୍ମୋବାଚ ॥  
କଥମାଗମନଂ ବଂସ କିଂ ମାଂ ପୂଜ୍ଞସି ନାରଦ । ତଦହଂ ଶ୍ରୋତୁମିଚ୍ଛାମି କଥୟସ୍ୱ  
ସମାଶ୍ରତଃ ॥ ନାରଦ ଉବାଚ ॥ ସମହାରେ ମହାଧୋରେ ଅଳ୍ପକାରେ ନିରାଶ୍ରୟେ । ତଂ  
କଥଂ ତୀର୍ଥାତ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମନ୍ ତନ୍ମେ ବ୍ରାହ୍ମି ପିତାମହ ॥ ନରାଂଶ ତଦ୍ଧ ଶୈବସ୍ତି ନୀଡ୍ୟାନ୍ତେ ସମ-  
କିନ୍ତୟିତଃ । ତେସାଂ ନିନ୍ତାବ୍ୟଂ ଦେବ କଥଂ ଭବତି ତଦ୍ଧ ॥ ବ୍ରହ୍ମୋବାଚ ॥ ଶୁଣୁ ସ୍ୱଂ  
ପୁତ୍ର ମହାକାୟଂ ଜଗତାକ୍ ହିତଂ ଶୁଭଂ । ଅମାବସ୍ଥାବ୍ରତମ୍ଭବେ ନ କୃତଂ ପାପକର୍ମଞ୍ଚିତଃ ।  
ତେନ କର୍ମବିପାକେନ ପ୍ରେତହ୍ମୁଂସଜାୟତେ ॥ ନାରଦ ଉବାଚ ॥ ଅମାବସ୍ଥାବ୍ରତ-  
ଶାସ୍ତ୍ର କିଂ କ୍ଳଂ କସ୍ୟ ପୂଜନଂ । କଦା ବା କ୍ରିୟତେ ଦେବ ବିବିଧଂ ବିଷ୍ଣୁର୍ବ୍ୟ କଥାତାଂ ॥  
ବ୍ରହ୍ମୋବାଚ ॥ ଗାନ୍ଧେ ମାସିତେ ପଞ୍ଚେ ଅମାବସ୍ଥା ସଦା ଭବେତ୍ । ଶୁଭେ କାଳେ  
ଶୁଭେ ଲଗ୍ନେ ବ୍ରତଂ ବ୍ରହ୍ମ ସମାବହେତ୍ ॥ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନଶିଖାଦୀପଂ ମାସି ମାସି ପ୍ରଦୀପୟେତ୍ ।

ভিলভৈলেনাক্ষরং যুতেনাকচতুষ্ঠয়ং ॥ যষ্টিদণ্ডাঙ্কিকা যাবদমাবত্তা নিয়ন্তরং ।  
 প্রজ্জাল্য চ ততো দীপং তৈলেনৈব যুতেন বা ॥ যড়বর্ষক বিধানেন যা করোতি  
 পতিব্রতা । অন্ধকারং তমোযাম্যং তীর্থাতে বান্ধবৈঃ সহ ॥ ধনধাত্তসমায়ুক্তা পুত্র-  
 পৌত্রসমৃদ্ধিতা ॥ ইহ কীর্ত্তিসমায়ুক্তা চান্তে যাতি হরেঃ পদং । অকলমলবণং  
 হবিষ্যেণ যমন্তথা । ফলেনৈকন্ত কৰ্ত্তব্যম্পবাসৈঃ প্রতিষ্ঠয়েৎ ॥ ব্রাহ্মণায়  
 শূভোজ্যক্ মাংসি মাংসি প্রদাপয়েৎ । সংপূৰ্ণে তু ব্রতে তত্র প্রতিষ্ঠা তদনন্তরং ।  
 প্রতিষ্ঠাসময়ে দেয়া দীপাঃ যট্ চ যথাবিধি । লৌহযষ্টিসমায়ুক্তা তাত্ৰাধাব-  
 সমৃদ্ধিতাঃ । জ্বালয়েদযুতপূরেণ রজতেন শলাকয়া । দত্তাদভোজ্যানি  
 বিপ্রৈভ্যো দানানি দ্বাদশ তথা ॥ তাত্ৰপাত্রে প্রতিষ্ঠাপ্য স্নানং বৈদিকমন্ত্রকৈঃ ॥  
 ততো মণ্ডলমধ্যস্থং পূজয়েদগন্ধপুষ্পকৈঃ । ধূপদীপশ্চ নৈবেদ্যৈর্কৃত্তযজ্ঞোপবীত-  
 কৈঃ ॥ হোমং কুর্যাৎ স্বহস্তেন বৈষ্ণবেন পুরোধসা । বিষ্ণবে ডল্লকং  
 দত্তাৎ নানাবস্ত্রপ্রপূরিতং ॥ ব্রতমুদযাপয়েদযস্ত ব্রাহ্মণায় প্রবোধিনে ॥  
 শক্তশ্চেদক্ষিণাং দত্তাৎ ব্রতোদযাপনকশ্মণি ॥ অনেনৈব বিধানেন যা  
 করোতি ব্রতং শুভং । অন্ধকারং ততোযাম্যং মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ । আত্ম-  
 নশ্চ তদা ভৰ্ত্তুঃ শ্বশুরস্ত পিতৃস্তথা ॥ পুত্রানামপি জামাতুর্হিতুস্তদনন্তরং ।  
 সহস্কিনশ্চ ভৃত্যানাং তথৈবাশ্রমবাসিনাং ॥ সৰ্বং কুলং সমুদ্বৃতা সা গচ্ছতি  
 হরেঃ পদম্ ॥ ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্তালোকামাবত্তাব্রতকথা সমাপ্তা ॥

অনন্তর দক্ষিণা ও অচ্ছিত্রাবধারণ করিবে ।

### কার্ত্তিকেয় পূজা বিধান ।

ধান্যাকুরাষিতে দেশে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তত্‌পরি স্বর্ণ, হোপ্য বা  
 মৃন্ময় প্রতিমা স্থাপন করিয়া সায়াঃসময়ে রুতনিত্যক্রিয় পুরোহিত আচমন করিয়া  
 স্বস্তি বাচন করত “স্বর্গ্যঃ সোমো” ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া ব্রতকারিণীকে সঙ্গর  
 করাইবেন । যথা,—

“বিষ্ণুর্নমোহুগ কার্ত্তিকে মাংসি তুলারানিতো বৃশ্চিকরাশৌ রবেশ্বর্হাবিধুব  
 সংক্রান্ত্যাং অমুক পক্ষে অমুকতিথে অমুকগোত্রা ত্রীঅমুকী দেবী সংপূজ্যেৎ-  
 পস্তিকামা গণপত্যাদি নানাদেবতাপূজাপূর্বক কার্ত্তিকেয়পূজাকথাশ্রবণরূপ-  
 কার্ত্তিকেয়ব্রতমহং করিষ্যে ।”

তৎপর পুরোহিত সংকল্পহক্ পাঠ করিয়া অষ্টদলপদ্মোপরি পঞ্চশল  
 ছড়াইয়া দিয়া তত্‌পরি যটস্থাপনপূর্বক প্রতিমার চারিদিকে চারিটি তীর

নিম্নলিখিত মন্ত্রে আরোপণ করিবেন,—“ওঁ কাণ্ডাং কাণ্ডাং প্ররোহন্তী পুরুষঃ  
পুরুষঃ পরি এবানো দুর্কৈ প্রতন্তু সহজ্ঞেণ শতেন চ॥”

অতঃপর সামাম্যার্য্য, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি ও ভূতাপসারণ করিয়া গণেশ,  
শিবাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল ও মৎস্যাদি  
দশাবতারের পূজাপূর্ব্বক “বাং” এই বীজ দ্বারা অঙ্গত্ৰাস ও করত্ৰাস করিয়া  
বাসুদেবের ধ্যান করিবে (২৯ পৃ দেখ)। পরে ঘটে আবাহন করিয়া  
“ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ” এই মন্ত্রে বাসুদেবের পূজা করিয়া ব্রহ্মার  
পূজা করিবে। যথা,—“ওঁ” মন্ত্র দ্বারা অঙ্গত্ৰাস ও করত্ৰাস করিয়া “ওঁ  
ব্রহ্মাণমমরশ্রেষ্ঠং স্বেতহংসোপরি স্থিতং। কমণ্ডলুধরং রক্তং যজ্ঞহুত্রসমম্বিতং।  
সুভূজং সুপ্রভং দেবং চতুর্ভুজকিরীটিনং। প্রসন্নং সৃষ্টিকর্তারং মহাভাগং  
তপস্বিনং।” এই প্রকারে ধ্যান করিয়া আবাহন করত “ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ”  
বলিয়া পূজা করত “হৌঁ” বীজ দ্বারা অঙ্গন্যাস ও করত্ৰাস করিয়া  
মহাদেবের ধ্যান করিবে। “ওঁ মহাদেবং মহাভাগং সদা তস্মাভ্যুলেপনং।  
বৃষোপরিস্থিতং দেবং নাগযজ্ঞোপবীতিনং। ব্যাঘ্রচর্ম্মাঙ্ঘ্রধরং চন্দ্রস্ব্যাম্বি-  
লোচনং। বরাভয়করং দেবং ভূতবেতালবেষ্টিতং॥” এইরূপ ধ্যান করিয়া  
আবাহন পূর্ব্বক “ওঁ মহাদেবায় নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করিবে। পরে “জ্রাং অঙ্কু-  
ষ্ঠাভ্যাং নমঃ” এই ক্রমে করত্ৰাস ও অঙ্গত্ৰাস করিয়া কাত্যায়নীর ধ্যান করিবে।  
যথা,—“ওঁ কাত্যায়নীং দশভুজাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীং। সিংহোপরি স্থিতাং দেবীং  
ত্রিনেত্রাং বরদাং শুভাং॥” এইরূপ ধ্যান করিয়া “ওঁ জ্রীং কাত্যায়ন্যৈ নমঃ”  
এই মন্ত্রে কাত্যায়নীর যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া লক্ষ্মীর ধ্যান করিবে।  
যথা,—“ওঁ তপ্তকাক্ষনবর্ণাভাং বিষ্ণোর্কক্ষঃস্থলস্থিতাং প্রসন্নবদনাং দেবীং  
পীনোন্নতপয়োধরাং।” এই ধ্যান করিয়া “ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ” এই বলিয়া  
পূজা করত সরস্বতীর ধ্যান (২৮ পৃ দেখ) করিয়া “ওঁ সরস্বত্যৈ  
নমঃ” বলিয়া পূজা করিবে। অতঃপর গায়ত্রী পাঠ করত কঙ্কল  
দ্বারা কার্ত্তিকেয় এবং ময়ূরের চক্ষুর্দান করিয়া—“ওঁ আং হ্রীং  
ক্লোং ইত্যাদি মন্ত্রে (১৭ পৃ দেখ) প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। তৎপরে  
মাতৃকাত্ৰাস ও পীঠত্ৰাস করিয়া পীঠশক্তির পূজা করিবে। যথা,—“ওঁ ধুম্রায়  
নমঃ। এইক্রমে “যক্ষায়, নাগায়, গজবজ্রায়, মহোরগায়, ঋগেন্দ্রায়, ময়ূরায়।”  
অনন্তর “ওঁ” এই বীজ মন্ত্রে প্রাণায়াম ও “কাং হৃদয়ায় নমঃ” এইক্রমে  
অঙ্গত্ৰাস ও করত্ৰাস করিয়া কার্ত্তিকেয়ের ধ্যান করিবে। যথা,—

“ও কার্তিকেয়ঃ মহাভাগঃ ময়ূরোপরি সংস্থিতঃ । তপ্তকাকনবর্ণাভঃ  
শক্তিহন্তঃ বরপ্রদঃ । দ্বিভুজঃ শত্রুহন্তারং নানালঙ্কারভূষিতঃ । প্রসন্নবদনঃ  
দেবঃ কুমারঃ পুন্ডরাকম্ ।”

এইরূপ ধ্যান করত স্বীয় মস্তকে হস্তস্থ পুষ্প দিয়া মানসোপচারে পূজা  
করত বিশেষার্থ্য স্থাপন পূর্বক পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন করিবে । যথা—

“ও কার্তিকেয় মহাভাগ সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ক । দেবসেনাপতে ত্রীমন্  
সান্নিধ্যমিহ কল্পয় । কার্তিকেয় সমাগচ্ছ স্বকীয়স্থানকাদিহ । পার্বতীনন্দন  
তিষ্ঠ যাবৎ পূজাং করোম্যহং । কার্তিকেয় ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ  
অত্রাধিষ্ঠানং কুরু অম পূজাং গৃহাগ ।”

অতঃপর “ও কার্তিকেয়ার নমঃ” এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে কার্তিকেয়ের  
পূজা করিয়া যথাশক্তি জপ করতঃ “ওহাতি ওহগোপ্তা” ইত্যাদি মন্ত্রে ( ২০ প্  
দেখ ) জপ সমর্পণ করিয়া প্রণাম করিবে । যথা,—

“ও কার্তিকেয় মহাভাগ দৈত্যদর্পনিস্তদন । প্রণতোহহং মহাবাহো  
নমস্তে শিখিবাহন । রুদ্রপুত্র নমস্তভ্যং শক্তিহন্ত বরপ্রদ । বামাতুর মহাভাগ  
তারকাস্তকর প্রভো । মহাতপস্বী ভগবান্ পিতৃমর্ত্যুঃ প্রিঃ সদা । দেবানাং  
যজ্ঞরক্ষার্থং জাতং গিরিশিখরে । শৈলায়ুজায়াং ভবতি তুভ্যং নিত্যং  
নমো নমঃ ।”

অতঃপর “ও ত্রিশূলায় নমঃ” এই মন্ত্রে ত্রিশূলের পূজা করিয়া “ও শক্তিত্বং  
সমরে নিত্যং দৈত্যানাং প্রাণনাশকঃ । রক্ষ মাং বহুভিঃ সাদ্ধিং নশ্বশ্বাণ্ড  
মমায়গঃ ।” ইহা বলিয়া নমস্কার করিবে ।

পরে “ও লোহখড়্গায় নমঃ । ও ধনুর্বে নমঃ ।” বলিয়া পূজা করত  
“ও নানাবিচিত্রচিত্রাঙ্গো গরুড়াজ্জননঃ তব । অনন্তশক্তিসংযুক্ত কালোহি  
ভককন্তব । ময়ূর স্ত্বং মহাভাগ অতস্ত্বং সংস্রাম্যহং ।” এইরূপ ধ্যান  
করিয়া “ও মনোজ্যোতিঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে ময়ূরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া আবাহন-  
পূর্বক “ও ময়ূরায় নমঃ” বলিয়া ময়ূরের পূজা করত নমস্কার করিবে । যথা,—

“ও নমস্তে পতগশ্রেষ্ঠ সর্পাস্তক নমোহস্ত তে । সূর্ণপাজ নমস্তভ্যং ময়ূর  
শিখিনামক ।”

অতঃপর “ও সর্পায় নমঃ” বলিয়া সর্পের পূজা করত নমস্কার করিবে—

“ও খগাস্ত্র্যস্তং ভূজগং নমামি মহাখলং তং পরিণামদূর্জহং । কদোরপত্যং  
গরলং ত্যজ্য স্বা নমামি সর্পং খগরজ্জন্মমধ্যে ।”

অনন্তর নিম্নলিখিত দেবভাগণের পূজা করিবে। যথা,—“ওঁ সমুদ্রায় নমঃ” এই ক্রমে—“ষষ্ঠ্যে, পার্শ্বৈতে, কৃত্তিকাগণেভাঃ, বিষ্ণবে, স্বর্ধ্যায়, অগ্নয়ে, গোমৈত্র্যে, গজায়ৈ, কৌমার্যৈ, স্যাবিত্র্যৈ, লোকপালেভাঃ, নবগ্রহেভাঃ ।”

অনন্তর পরদিবস প্রাতঃকালে পাণ্ডাদিধার্ম্য কাক্তিকৈয়ের পূজা করিয়া “ওঁ কাক্তিকৈয় ক্ষমস্ব” বলিয়া বিসর্জন করিবে।

অতঃপর কথাশ্রবণ করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

ব্রত কথা।—বসুদেবঃ সমায়াতং নারদং মুনিপুঙ্গবং । সংপূজ্য বিবিবত্তক্ত্যাপ্রচ্ছ বিনয়ান্বিতঃ । বসুদেব উবাচ । দেবক্য্যচ্ছ হুতা জাতা যে যে কংনেন তে হতাঃ । অধুনাস্থাঃ কুমারশ্চ কেনোপায়েন রক্ষ্যতে । চিরজীবী ভবেৎ সাধো ক্রুহি মে যদি রোচতে । নারদ উবাচ । পুরাসীৎ শ্রুভগো বিপ্রো বাশ্বিকশ্চ দৃঢ়ব্রতঃ । তত্শাসীদক্ষিণা পত্নী ধর্ম্মজ্ঞা প্রিয়বাদিনী । দম্পতী পুত্রদুঃখেন হুঃখিতৌ তৌ বভূবুতুঃ । ততশ্চ শ্রুভগো বিপ্রো হুঃখিতঃ প্রযযৌ বনং । পত্ন্যা সমাগমং সাপি দক্ষিণা সাশ্রলোচনা । কল-মূলানি ভুক্ত্বা তৌ শ্রবর্ত্তত দিনজয়ং । ততো বিপ্রঃ সভার্য্যশ্চ স দদর্শ সরোবরং । তন্তৌরেহষ্টদলং পদ্মং নির্ম্মায় প্রতিমাং শুভাং । ষাণ্ডাকুরান্বিতে দেশে প্রকূর্ষন্তি স্থিয়ৌ ব্রতং । তাং দৃষ্ট্বা দক্ষিণা দেবী পপ্রচ্ছ বিনয়ান্বিতা । মাতরঃ কিং প্রকূর্ষন্তি তংসর্বং কথ্যতাং ময়ি । কাক্তিকৈয়ব্রতমিতি প্রোচুস্তা কুঠমানসাঃ । দক্ষিণা তদ্বচঃ শ্রুত্বা পুনঃ পপ্রচ্ছ সাদরং । কিং ফলং কিং বিধানক কস্ত বা পূজনং ততঃ । মাতরঃ কথ্যতাং সর্বং ব্রতশাস্ত্র বরজিয়ং । স্থিয় উচুঃ । বশিচকস্য তু সংক্রান্ত্যাং পুত্রক্ষ্যমা ব্রতকরয়েৎ । ষাণ্ডাকুরান্বিতে দেশে শুণ্ডিকাক্তিকৈর্চিহ্নিতৈঃ । তস্মিন্নষ্টদলে পদ্মে সৌবর্ণপ্রতিমাং শুভাং । রাজতীং তাম্রময়ীং বাপি মৃন্ময়ীং বা প্রযজতঃ ॥ কাক্তিকৈয়াক্তিৎ সাধিব সমারোপ্য ষটং তথা । গণেশং বাসুদেবক্ মংস্বরমতঃপরং । গৌরীং লক্ষ্মীক বাণীক লোকপালান্নবগ্রহান । ময়ূরক সমভ্যাক্ষ্য ব্যায়েৎ স্বদং যথাবিধি । কাক্তিকৈয়ং মহাভাগং ময়ূরোপরি সংস্থিতং । তপ্তকাক্ষনবর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদং । দ্বিজুজং শক্রহস্তারং নানালঙ্কারভূষিতং । প্রসন্নবদনং দেবং কুমারং পুত্রদায়কং । ধ্যায়েৎ পূজয়েদেবং নৈবেদ্যৈঃ সুসমাহিতঃ । ধূপং দীপক্ যত্নেন দদ্যাক্ষেব শুভাননে । লৌহধ্বজক যত্নেন মৌর্য্যকৈব শুশ্রীষিতাং । প্রহরে প্রহরে দ্বানং কথাশ্রবণপূর্ব্বকং । সায়াংকালে সমারোপ্য প্রাতঃকালে বিসর্জয়েৎ । ষাণ্ডাক্য বিবিবৎ কথ্য কাক্তিকৈয়ং প্রপূজয়েৎ । গীতনৃত্যাদিনে তস্মিন্ন কিঞ্চিদপি



ভক্ষয়েৎ । বর্ষচতুষ্ঠয়ং কৃত্বা প্রতিষ্ঠা তদনন্তরং ॥ সৌবর্ণীং রাজতীং চৈব তাম্রী-  
কাপি বিশেষতঃ । লৌহশক্তিঞ্চ ভোজ্যানি ঋষিসংখ্যা প্রমাণতঃ । দদ্যাদ্বেদ্য  
যত্নেন উল্লকানাং চতুষ্ঠয়ং ॥ এতদ্ব্যতীতং বা নারী করোতি ভক্তিভংগপরা ।  
পুত্রপৌত্রাদিত্য ভূষা পরত্রেহ চ যোদতে । পুত্রদঃ কার্ত্তিকেয়ো বৈ নান্যো  
দেবঃ কদাচন । কৈবল্যাদো যথা বিষ্ণুর্জানদশ্চ যথা শিবঃ । আরোগ্যাদো যথা  
সূর্য্যস্তথা স্কন্দশ্চ পুত্রদঃ । তাসাম্ভ বচনং শ্রদ্ধা পত্যা সহ গৃহং যযৌ । চকার  
বিধিনা তেন দক্ষিণা ব্রতমুত্তমং । এতদ্ব্যতীতপ্রভাবেণ পুত্রপৌত্রাদিত্যভবৎ ।  
সর্বদাতিথিসংযুক্তা রূপসৌভাগ্যশালিনী । এতদ্ব্যতীতং পরমং ছল্লভং  
ভুবনত্রেয় । এবমুক্তা মুনীশশ্চ জগাম স্বাশ্রমং প্রতি । কৃত্বা ব্রতং দেবকী  
চ শ্রীকৃষ্ণমলভৎ সূতং । ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকেয়ব্রতকথা ।

জলসংক্রান্তি ব্রত ।

যথাসময়ে শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন পূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করিয়া “ও  
সূর্য্যঃ সোমো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত ব্রতকারিণীকে সংকল্প করাইবেন ।

যথা,—“বিষ্ণুর্নমোহস্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা  
শ্রীমুকী দেবী শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্ব্বকং  
অদ্যাহ্নতা আগামিমহাবিশুবসংক্রান্তিঃ যাবৎ প্রতিমাসীন্ন-সংক্রান্ত্যাং যথোক্ত-  
বিধিনা জলসংক্রান্তিব্রতমহং করিষ্যে ॥”

অনন্তর স্বশাখোক্ত সংকল্পহৃত পাঠ করাইয়া কৃতাজলিপূর্ব্বক নিম্ন লিখিত  
মন্ত্র পাঠ করিবে,—

“ইদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পুণ্ডরীকং । নিকিণ্ণাং সিদ্ধিমাপ্নোতু স্ব-  
প্রসাদাজ্জনার্দন । গৃহীতেহস্মিন্ ব্রতে দেব যত্নপূর্ণে ত্বং ম্রিয়ে । সাধুং  
ভবতু তৎসর্ব্বং ত্বংপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর ।”

অনন্তর পুরোহিত সামান্যার্থ ও আসনশুদ্ধি করিয়া অঙ্গষ্ঠাস ও করষ্ঠাস  
করত গণেশের ও শিবাদি পঞ্চদেবতাগণের পূজা পূর্ব্বক ঘোড়শোপচারে বিষ্ণু  
ও লক্ষ্মীর পূজা করিবে ( ২২২ পৃ দেখ ) । তদনন্তর জলপূর্ণ ঘট ও ভোজ্যোৎসর্গ  
( ২৮২ পৃ দেখ ) করিবে ।

ব্রতকথা ।—ঋষিক্রম । শরতঋগতং ভীষ্মং ধর্ম্মশাস্ত্রার্থকোবিদং ।  
প্রথম্য শিরসা দেবং পপ্রচ্ছৈদং যুধিষ্ঠিরঃ । যুধিষ্ঠির উবাচ । রূপবান্ জায়তে  
কেন ধর্ম্মবান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ । নানাবিধানি পাপানি সংযুচ্যৈব বিশেষতঃ ॥

সর্বদা লভতে বারি যমলোকগতো নরঃ । নরকঞ্চ ন পশ্যেত্তু তন্মৈ ক্রুহি  
 পিতামহ ॥ ভীষ্ম উবাচ ॥ আসীদ গুণবতী নাম্না গুণসারসমুদ্ভবা । সাক্ষী  
 সর্বগুণোপেতা পতিভক্তিরায়াণা । শুভিকৈঃ স্বেতপাতৈশ্চ মণ্ডয়ন্তী গৃহী-  
 ক্ষণং ॥ একদা সা তু শালায়াং সহ ভব্রী সমধিতা । বিষ্ণুনা সহ সংভূয় দিবি  
 লক্ষ্যার্থা বসেৎ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ । সুভগে শৃণু বক্ষ্যামি ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং ।  
 অস্তীহ দদৃশে রমাং জলসংক্রান্তিনামকং ॥ যৎ কৃত্বা যোঁষতঃ সৰ্বা লভন্তে  
 বৈষ্ণবং পদং । নরকঞ্চ ন পশ্যন্ত যমলোকে সুদুস্তরে ॥ লভন্তে সর্বদা বারি  
 ত্রৈলোক্যে নাত্র সংশয়ঃ ॥ বুধিষ্ঠির উবাচ । যদি তুষ্টোহসি মে তাত বিধানং  
 তত্ত্ব কথ্যতাং । কেন বা লভতে তচ্চ তন্মৈ নিগদ সন্তম ॥ ভীষ্ম উবাচ ।  
 শুভে কালে শুভে লগ্নে সংপ্রাপ্তে বিসুবে শুভে । আরভেত ব্রতং তচ্চ ধর্ম্যকাম-  
 ফলপ্রদং । প্রাতঃস্নাতঃ শুচিভূত্বা পিধায় বস্ত্রমুত্তমং । নারায়ণঞ্চ সংপূজ্য  
 সংকল্পং কারয়েদ্ভূতী ॥ পূজয়েদ্বাসুদেবঞ্চ সলক্ষ্মীকঞ্চ ভক্তিতঃ । দীপং দত্ত্বান-  
 যধাশক্তি তৈলেনাথ ঘৃতেন বা । নৈবেদ্যেন চ গন্ধেন ধূপেন বিবিধেন চ ।  
 নারী বাপি নরো বাপি যঃ কুর্য্যাদ্ প্রযতঃ শুচিঃ ॥ পিতরঞ্চ সনুভূত্যা স্বগুরু  
 বিশেষতঃ । বিষ্ণুসংক্রামিকঃ শ্রীকৃষ্ণেনৈব সহ মোদতে । শচীং পুরুষতস্য  
 বশিষ্ঠাকৃষ্ণত্যা যথা । শস্ত্রোঃ সতী যথা ভার্য্যা লক্ষ্মীলক্ষ্মীপতের্থধা ॥ রূপসৌ-  
 ভাগ্যসংযুক্তস্বামিনা সহ মোদতে । পুত্রপৌত্রবনৈযুক্তা সতী সাক্ষী পতি-  
 ব্রতা ॥ ইত্যেতৎ কবিতং পুত্র বাৎসল্যেন ত্রয়ানথ । মাসি মাসি চ যঃ  
 কুর্য্যাদ্ স যাত বৈষ্ণবং পদং । জলপূর্ণঘটং দত্ত্বাং সভোজ্যং দক্ষিণাঘিতং ।  
 ক্রত্বা কথং বিধানেন বৎসরান্তে প্রতিষ্ঠয়েৎ । ব্রতান্তে বাসমাচ্ছাত্ত্ব ঘটং বৈ  
 তাত্রনিশ্চিতং । ব্রাহ্মণাং প্রদত্ত্বাতু সৎকামতদশেষতঃ । বিষ্ণুমুদিশু হোমঞ্চ  
 বিষ্ণুমন্ত্রেণ কারয়েৎ । অষ্টোত্তরশতং বাপি অষ্টাবিংশতিমেব বা ॥ অশ্বখেন  
 সমিভিষ্ঠচ্চ জুহুয়াৎ ভক্তিসংযুতঃ । সম্পূর্ণে দক্ষিণাং দত্ত্বাং ব্রাহ্মণায় বিশেষতঃ ॥  
 ভোজ্যং দত্ত্বাং যধাশক্তি যজ্ঞোপবীতসংযুতং । পায়সং বিষ্ণবে দত্ত্বাং সলক্ষ্মী-  
 কায় ভক্তিতঃ । অচ্ছিদ্রমবধার্য্যাথ বামদেব্যঞ্চ কীর্তয়েৎ । শ্রীবিষ্ণুপ্রীত্যে  
 বিজ্ঞান ভোজয়েদ্ ঘৃতপায়সং । যা করোতি ব্রতকৈতজ্জলসংক্রান্তিনামকং ।  
 সৰ্বপাপবিনিশ্চুক্তা চান্তে যাতি হরেঃ পুরং ॥ যে শৃণুস্তি কথং দিব্যাং শ্রদ্ধয়া চ  
 যুধিষ্ঠির । নানাসুখমিহাহ্বায় তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ —ইতি শ্রীভবিষ্যপুরাণে  
 জলসংক্রান্তিব্রতকথা সমাপ্তা । অতঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে ।

### দানসংক্রান্তি ব্রত ।

এই ব্রত আচরণ কালে প্রতिसংক্রান্তিতে বিষ্ণুপ্রীতিকামনায় বিভিন্ন প্রকার জব্যদান করিতে হয় । যথা,—ষৈশাখ মাসে সবস্ত্র জলপূর্ণকুন্ত ; জ্যৈষ্ঠমাসে ছত্র ; আষাঢ়ে সচন্দন ব্যজন ( পাখা ), শ্রাবণে পদ্মান , তাদ্রে জাতী-পুষ্প ; আশ্বিনে যুতপাত্র ; কার্তিকমাসে তিলের লাড়ু , অগ্রহায়ণে চন্দন, পৌষ মাসে পট্টবস্ত্র ; মাঘে তাম্বুল ; ফাল্গুন মাসে রৌপ্য ; চৈত্র মাসে স্বর্ণ ও সুগন্ধি পুষ্প । মহাবিষুবসংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া একবৎসর পর্য্যন্ত প্রতি সংক্রান্তিতে ব্রতচরণ করিয়া তৎপরবর্তী মহাবিষুব সংক্রান্তিতে ব্রত প্রতিষ্ঠা করিতে হয় । প্রতিষ্ঠার সময় সবৎসা দেখু অভাবে বিংশতি কাহন ফড়ি দান করিবে ।

পূজা পদ্ধতি ।—প্রথমত আসনোপবিষ্ট হইয়া স্বস্তিবাচনপূর্বক “ওঁ সূর্য্যঃ সোমো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত সংকল্প করিবে । যথা, —

“বিষ্ণুর্নমোহুত্ব অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকভিধৌ অমুকগোত্রা ত্রীঅমুকী দেবী ত্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা মহাবিষুবসংক্রান্ত্যামারভ্য সংবৎসরং যাবৎ প্রতিমাসীয়সংক্রান্ত্যাং লক্ষ্মীনারায়ণপূজাকথাশ্রবণরূপদানসংক্রান্তিব্রত-মহং করিষ্যে ॥”

অতঃপর সূক্তমন্ত্র পাঠ করিয়া সামান্যার্থ্য ও আসনশুদ্ধি করত গণেশাদি দেবতার পূজা করিয়া পূর্ব্ববৎ বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা করিবে ( ২৯২ পৃ দেখ ) ।

অতঃপর ভোজ্য ( ২৮২ পৃ দেখ ) উৎসর্গ করিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে দানীয় দ্রব্য উৎসর্গ করিবে । যথা, —

“অগ্নে ত্যাগি—অমুকগোত্রা ত্রীঅমুকী দেবী ত্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা ইদং সবস্ত্র-তৈজসাদারজলং ত্রীবিষ্ণুদেবতং যথাসম্ভবগোত্রান্নায়ে ত্রাক্ষণায়াহং সম্প্রদদে ॥”

জ্যৈষ্ঠাদি মাসে সেই সেই মাস ও “সবস্ত্র তৈজসাদারজলং” স্থলে সংক্রান্তি বিহিত দানীয় দ্রব্যের উল্লেখ করিবে ।

ব্রতচরণ বৎসরে মলমাস হইলে মলমাসীয় সংক্রান্তিতে দান করিবে না । অতঃপর কথাস্রবণ করিবে ।

ব্রত কথা ।—নারদো নাম দেবর্ষিজগাম বিষ্ণুর্ভান্বিতঃ । তত্র দৃষ্ট্বা বাসু-দেবং পপ্রচ্ছ যুনিসত্তমঃ ॥ নারদ উবাচ । ব্রতেন কেন ভগবন্ নরাণাং লাপনাশনং । নারীণাং চৈব সৌভাগ্যং ভবেৎ কুহি জনাৰ্দ্ধন । ভগবানুবাচ ।

শূণ্ণনারদ বক্ষ্যামি ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং । সৰ্বপাপক্ষয়করং তথা হৃৎখবিনা-  
শনং । মহাবিশুবসংক্রান্ত্যামারভেদ্রতমুত্তমং । দানসংক্রান্তিনামপি নরাণাং  
ভূতিদায়কং । নারীণ্যুপৈব সৌভাগ্যং তথা পাপপ্রণাশনং । ধনং ধাত্ত্বং তথারো-  
গ্যমবৈধব্যাক জায়তে । বিধানং শূণ্ণ বক্ষ্যামি ব্রতক যাদৃশং ভবেৎ । বৈশাখে  
জলকুম্ভক দদ্যাৎ দ্বাদশিতং তথা । মধুসূদনমুদ্दिष्ट ব্রাহ্মণায় প্রদাপয়েৎ ॥ বিষ্ণুপূজাং  
তথা জ্যৈষ্ঠে ছত্রং দত্তাদি জাতয়ে । প্রাপ্নোতি পরমং স্থানং দেবানামপি ছত্রভূম্ ।  
আষাঢ়ে ব্যঞ্জনং দত্তাচ্চন্দনে সমধিতং । শ্রীনারায়ণমুদ্दिष्ट हरिसन्तोषकारकम् ॥  
দিব্যং বিমানমারুহ য যাতি ব্রহ্মণঃ পদং । পদ্মাসনং শ্রাবণে চ প্রদত্তাদক্ষি-  
ণায়নে । কৃষ্ণেণ বিষ্ণুরূপেণ নীয়তে ব্রহ্মণঃ পদম্ । ভাদ্রে .দত্তাদিষ্ণুপদ্যাং  
জাতীপুষ্পং বিজাতয়ে । জাতীপুষ্পপ্রমাণেন স্বৰ্গলোকে মহীয়তে । আশ্বিনে  
ষড়শীত্যাং প্রদদ্যাৎ দ্বয়তভাজনং । সা সূর্য্যমণ্ডলে নিত্যং বসেদা চন্দ্রমণ্ডলে ।  
কার্ত্তিকে বিষ্ণুবে চৈব প্রদত্তাভিলমোদকং । সা সৰ্বকুলমুদৃত্য যাতি বৈ সুর-  
মন্দিরং । মার্গশীর্ষে বিষ্ণুপদ্যাং গন্ধদানমুদাহৃতং । ব্রাহ্মণায় প্রদাতব্যং  
গন্ধকুন্দেবতাপ্রিয়ং । ষড়শীত্যাং তথা পৌষে পটবস্ত্রং হিমাগমে । দ্বিজায় চ  
প্রদাতব্যং লভতে সুখমুত্তমম্ । উত্তরায়ণে মহাপুণ্যে মাঘে মাসি মহামুনে । ষঃ  
প্রযচ্ছেত্তু তাম্বলং ব্রাহ্মণায় বিশেষতঃ । দিব্যেনৈব বিমানেন ব্রজেয়ম পুরে  
ক্ৰবৎ । ফাল্গুনে বিষ্ণুপদ্যাক দদ্যাৎ দ্বজতমুত্তমং । শ্রীনারায়ণমুদ্दिष्ट ব্রাহ্মণায়  
ভাতো হি সা । সপ্তকল্পং দিব্যদেহে বসেৎ শিবপুরে সদা । ষড়শীত্যাং তথা  
চৈত্রে স্বর্ণং দদ্যাৎ দ্বিজাতয়ে । সুগন্ধি কুসুমং দত্তা মচ্ছরীয়ে বিশেদ্যেৎ ॥  
সম্পূর্ণে বিষ্ণুবে সমাক্ দানসংক্রান্তিকং ব্রতং । দত্তাচ্ছেত্তুং সৰ্বসাক্ষ্য ব্রাহ্মণায়  
সুসংযতঃ । প্রতিষ্ঠাং চৈব বহ্নিন'কুণ্ড্যাং শুভদিনে তথা । সা সৰ্বকুলমুদৃত্য  
ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ইতি ব্রহ্মপুরাণোক্তদানসংক্রান্তিব্রতকথা ॥

অতঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিদাবধাবণাদি করিবে ।

দধি-সংক্রান্তি ব্রত ।

এই ব্রত উত্তরায়ণসংক্রান্তিতে আরম্ভ করত প্রতি সংক্রান্তিতে আচমন  
করিয়া তৎপরবর্ত্তী উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে উদ্ঘাপন করিতে হয় । দধিমায়া  
বিষ্ণু ও লক্ষ্মীকে স্নান করাইবে এবং দধি ও ভোজ্য ব্রাহ্মণকে দান করিবে ।

পুরোহিত প্রথমতঃ শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করত স্বস্তিবাচনাদি  
করিয়া ব্রতকর্ত্তাকে সংবদন করাইবেন । যথা,—

“বিষ্ণুর্নমোঃ ১৩ পৌষে মাসি ধর্ম্মশিথে মকররাসৌ যবে কন্তরায়ণ-  
সংক্রান্ত্যাং অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী শ্রীবিষ্ণু-  
শ্রীভিকামা অস্ত্রারভ্য বর্ধিকং যাবৎ প্রতি সংক্রান্ত্যাং ভবিষ্যপূরণোক্তবিধিনা  
গণপত্যাধিনানাদেবতাপূজাপূর্বকং সলক্ষ্মীক-বিষ্ণুপূজা-সভোজ্যাদিধান-তৎকথা-  
প্রবণরূপ দধিসংক্রান্তিত্রতমঃ করিষ্যে ।”

অনন্তর হস্ত পাঠ করিয়া “ইদং ব্রতং” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ ( ২৮১ পৃ দেখ )  
করত পুরোহিত সামান্যার্থ্য ও আসনশুদ্ধাদি করিয়া গণেশাদিদেবতাপূজাপূর্বক  
বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর ষোড়শোপচারে পূজা ( ২৯২ পৃ দেখ ) করিয়া সভোজ্য  
দধি উৎসর্গ করিবে । যথা,—প্রথমতঃ ভোজ্যাদি অর্চনা করিয়া বাক্য  
করিবে ।—“অন্তেষ্ট্যাং অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামা ইদং  
সভোজ্যাদিধানদধি বিষ্ণুদেবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নৈ ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে ।”

অতঃপর ভোজ্যোৎসর্গের দক্ষিণা করিয়া কথাসংবরণ করিবে ।

ব্রত কথা ।—অগস্ত্য উবাচ । নৃণাং হৃদয়-সন্তাপং কশ্মিণা কেন মাধব ।  
ব্রতেন তপসা বাপি প্রয়াতি করুণাময় ॥ রূপাং কুরু হৃদযশ্চৈষ্ট তন্মৈ ক্রুহি  
জনর্দন ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ॥ এতদপ্যে কপাং দিব্যাং শূন্য বক্ষ্যামি তে মুনে ॥  
ক্ষীরোদাকৌ পুরা বিপ্র শেবপর্ষ্যাক্ষয়াদিনঃ । অভবৎ তদ্ব মে লক্ষ্মীঃ পাদসম্ভা-  
হিকাভবৎ ॥ অথ তস্মৈদেবস্ত্রীয়ে গতা কাচন কল্যকা । বোদিতি স্মৃতি-  
সমুদ্রা বিলপ্য চ পুনঃপুনঃ ॥ শোকেন সা মহাতর্থাঃ মনস্বাপেন দুঃখিতা ॥  
তস্তাস্থথা রুদত্যাশ্চ দুঃখাদাকুলচেতসঃ । নিশম্য করুণং লক্ষ্মণা বারি স্তম্ভাব  
চক্ষুষোঃ ॥ তস্তানাম্ বারিবিদ্ভাং পতনঞ্চ মমোপরি । তেষাং স্পর্শাদহং  
নিদ্রাং মহদে ত্যক্তবাস্তদা ॥ অবোচক তদা লক্ষ্মীঃ কারুণ্যদ্রবচেতসঃ ।  
কস্মাৎ তং বোদিষি শুভে কিম্বে শোকস্য কারণং । ইত্যাঙ্ক তু তদা লক্ষ্মীঃ  
প্রতু্যবাচাতিদুঃখিতা ॥ শ্রীলক্ষ্মী উবাচ ॥ দেবস্ত জনবেস্ত্রীয়ে প্রত্যহং  
কাপি কল্যকা । বোদিত্যাস্তদুঃখার্থা কুরুক বিলাপিনী । তস্তাস্থথাবিধাঃ  
বাচং নিশম্য মম বেগতঃ । স্তম্ভাব নেত্রজং বারি কারুণ্যগ্রধূহন । মমুযাণাং  
কথং দেব হৃদ্যাপো নোপপদাতৈ । তন্মৈ ক্রুহি জগন্নাথ শ্রোতুং কোকুহলং  
মম ॥ দেব উবাচ । শূন্যপ্রিয়ে প্রবক্ষ্যামি দধিসংক্রান্তিনামকং । ব্রতমন্তি  
মমুযাণাং হৃদ্যাপোপশমং ভবেৎ ॥ শুভে কালে তু সংপ্রাপ্তে সংক্রান্তিযা  
শুভা ভবেৎ । উত্তরায়ণসংক্রান্তির্নিশেবেণ প্রশস্ততৈ ॥ তত্রায়ভ্য রতকৈব  
কর্তব্যং বৎসরাবধি । মাং ওয়া মন্তিতং দধা স্বাপদিত্বা প্রবর্ততঃ ॥ গন্ধাদি-

শিষ্ণু বিধিবহুপচারৈঃ সমচ্চর্যেৎ । গব্যং দধি শুভং দেবি মম হস্তে প্রদাপয়েৎ ।  
 দধিতোজ্যং ব্রাহ্মণায় প্রদদ্যাৎ প্ররতেন চ । মাসি মাসি চ সংক্রান্ত্যাং দধি-  
 ভোজ্যাকং বৎসরং ॥ প্রদত্তাদ্বিপ্রমুখায় চ বিধান্নং স্বয়ংকরেৎ ॥ সমাপ্তে  
 তু ব্রতে দেবি গন্ধপুষ্পনিবেদনৈঃ । বহুব্রজোপবীতাদ্ভৈরিশেষেণ সমাচরেৎ ।  
 দ্বাদশ ব্রাহ্মণান ভক্ত্যা ভোজয়েৎ দধিভিঃ সহ ॥ বিশ্রেষ্ঠো দক্ষিণাং দত্তাৎ  
 প্রতিষ্ঠার্থং ব্রতন্ত চ । কুরুতে যো ব্রতং তস্য হৃতাংপো নোপকার্যতে ॥ বৈধব্য-  
 দুঃখান্নিস্বার্থা ধনধাত্তমমুচ্ছিদং । দম্পত্যোঃ প্রীতিজননং সর্বমৌখ্যবিবর্জনং ।  
 কর্তব্যং পুরুষৈঃ স্ত্রীভিরতং মোক্ষকরং পরং । এবস্তে কথিতং দেবি ব্রতানাং  
 ব্রতমুত্তমং ॥ কথামেতাকং যে পুণ্যাং শৃণ্বন্তি শ্রদ্ধয়া নরাঃ । সর্বদুঃখান্নি-  
 শ্চুস্তান্ত্বেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ইতি ভবিষ্যপুরাণোক্তা দধিসংক্রান্তি-  
 ব্রতকথা সম্পূর্ণা ॥

অতঃপর দক্ষিণ ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে ।

### তন্নসংক্রান্তি ব্রত ।

এং ব্রত মহাবিশুব সংক্রান্তিতে গ্রহণ করিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি  
 সংক্রান্তিতে ব্রতচরণ করিয়া পুনরায় মহাবিশুব সংক্রান্তিতে উদ্যাপন  
 করিতে হয় ।

পূজাবিধি । - নিত্যক্রিয়া সমাপনানন্তে পুরোহিত আসনোপবিষ্ট হইয়া  
 আচমন করত স্বস্তিবাচনাদি করিয়া ব্রতচারিণীকে সংকল্প করাইবেন । যথা,—

“বিমূঢ়মোহদ্য চৈবৈ মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ ববে মহাবিশুব-  
 সংক্রান্ত্যাং অদ্যারভ্য বৈধিকং যাবৎ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী সর্বপাপক্ষর-  
 পূর্বকাক্ষয় স্বর্গাতুলধনধাত্তৈশ্বর্গ্যপ্রাপ্তিকামা গণেশাদি নানা দেবতা পূজাপূর্বক-  
 লক্ষ্মীনারায়ণপূজাতৎকথা শ্রবণরূপ অন্নদানকর্ম্মাহং করিষ্যে ॥”

এইরূপ সংকল্প করিয়া সংকল্প-ছন্দ পাঠ করত “ইদং ব্রতং ময়া দেব”  
 ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় ( ২৮১ পৃ দেখ ) পাঠ করিবে । পবে পুরোহিত আসন শুদ্ধাদি  
 করিয়া গণেশাদি দেবতাগণের পূজাপূর্বক ষোড়শোপচারে লক্ষ্মীনারায়ণের  
 পূজা করিবে ( ২৯২ পৃ দেখ ) ।

অনন্তর কেশব, বলভদ্র, অনিরুদ্ধ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা, দুর্গা,

বস্তু ও কল্প, ইহাদিগের পূজা করিবে। তৎপরে “ও লক্ষ্মীদেবী সৰ্বভূতানাং যথা বসতি নিত্যশঃ। হিঃ। ভাঃ সদা দেবি মম জন্মনি জন্মনি। সৰ্বভূতহিতার্থায় যথা নারায়ণে স্থিরা। তথা জং পাহি মাং দেবি লক্ষ্মীদেবি নমোহস্ত তে।” বলিয়া লক্ষ্মীর নমস্কার করিবে। অতঃপর অন্তঃসৰ্গ করিয়া কথা শুনিবে।

ব্রত কথা।—শতানীক উবাচ ॥ অন্নদানস্য মাহাত্ম্যং যদ্ব্য। কথিতং পুরা। তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহামুনে ॥ আপস্তম্ব উবাচ। শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি অন্নসংক্রান্তিনামকং। যৎ কৃৎস্না যমলোকাবৈ নরো গচ্ছন্তঃ পরং পদং ॥ সূর্য্যবংশে চ বিখ্যাতো রাজা সেতুঃ প্রতাপবান্। শাস্তদান্তক্ষমাযুক্তো জপহোম-পন্নায়ণঃ ॥ যমদূতেন নীতঃ স জগাম যমমন্দিরং। তত্র গচ্ছা কচিদেশে নরান্ নরকসংস্থিতান্। কৃতার্ত্তরাবাস্তান্ দৃষ্ট্বা বিষাদমগমননৃপঃ ॥ ক্ষুৎপিপাসা-দিত্তো ভূত্বা দূতানাং শরণং গতঃ। নীতমানঃ স্থিতঃ প্রেতঃ ক্ষুধার্তিঃ পরি-পীড়িতঃ। যমদূতঃ মহাত্মানং অন্নং মে দাতুমহত। অন্নভাবে চ জন্তুনাং বিনাশো জায়তে যতঃ ॥ তস্মাদন্নপ্রদানেন প্রাণান্ রক্ষতু নামকং। ক্রত্বা নৃপস্য তদ্বাক্যং তমুচুর্মমকিষ্করাঃ ॥ অক্লান্ত তদ্ব্রতং ভূপ তেন চান্নং ন লভাতে। প্রার্থয়মানং পুনঃচান্নং যমদূতেন তাদিভিঃ ॥ কৃতার্ত্তরাবো রাজেন্দ্রো যমস্ত তু পুরং বিশেষ। ক্ষুধয়া পীড়িতং দৃষ্ট্বা নৃপঃ প্রোবাচ দণ্ডকং ॥ যম উবাচ ॥ মারোদীনৃপ তস্মাকং বরং বৃণু শুভব্রতং। পুনৰ্বিঘ্নং চান্নং মে দীয়তাং রবি-নন্দন ॥ ক্রত্বা নৃপস্য তদ্বাক্যং তমুচু চ ততে যমঃ। ভূত্বা তন্ন কৃতং পূৰ্ণং তেন চান্নং ন লভাতে ॥ বৈষ্ণবং তদ্ব্রতং ভূপ কুরু গচ্ছা নিজাশ্রমং। ইদং কুরু মহারাজ তেন মোক্ষমবাপুয়াং ॥ বনস্ত বচনং ক্রত্বা ততো গচ্ছা নিজাশ্রমং ॥ ব্রতং কৃৎস্না নৃপেন্দ্রস্ত ততো মোক্ষমবাপুয়াং। শতানীক উবাচ। ব্রতং কেন প্রকাশ্যেণ কৰ্ত্তব্যং মুনিসত্তম। কিয়ৎকালঞ্চ তৎকাৰ্য্যং বিধানং ক্রহি মে প্রভো ॥ আপস্তম্ব উবাচ ॥ মহাবিঘ্নবসংক্রান্ত্যামারভ্য বৎসরাবধি। প্রতি-মাংসং ব্রতং কুৰ্ব্বাৎ সংক্রান্ত্যামাদরাগ্নিতঃ ॥ পূজয়েৎ বিফুলশ্রদ্ধাং গন্ধপুষ্পাদি-ভিষুতা। নৈবেদ্যং বিবিধং দত্ত্বাং ভজিতঃ বহুং সান্বিতম্। পূৰ্ণপাত্রাঘিতান্যেব বিবিধানি প্রদাপয়েৎ। নানোপকরণৈকৈব যথাশক্তি প্রকল্পয়েৎ। এবং কৃতে ব্রতে শ্রেষ্ঠে পরিপূৰ্ণে চ বৎসরে। পুনৰ্বিঘ্নবসংক্রান্ত্যং প্রতিষ্ঠানং সমাচরেৎ। দত্তাকাদশ দানানি যথাশক্ত্যথবা পুরা। সদকিনানি ভোজ্যানি দত্তাকৈব দ্বিজাতয়ে ॥ বিপাণামাশিসং নীচা তত্ত্বান্ ভোজয়েদ্দাদা। এবং শ্রেষ্ঠং ব্রতং কৃৎস্না ব্রতান্ পরিভোষ্য চ ॥ নিবৃষ্টিং প্রাপয়ামাস তৎপ্রসাদেন ভূমিপ। ইহ

ভূক্তা বরান্ ভোগান্ পুত্রপৌত্রাদিতিমুদা ॥ অস্তে বিমানমাকুহ বিষ্ণুলোকং  
স গচ্ছতি ॥ ইতি ভবিষ্যপুরাণে অন্নসংক্রান্তিব্রতকথা সম্পূর্ণা ॥

অন্তঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে ।

### ফল-সংক্রান্তি ব্রত ।

এই ব্রত মহাবিষুব সংক্রান্তিতে গ্রহণ করিবার প্রতি সংক্রান্তিতে ব্রতচরণ  
পূর্বক পুনরায় মহাবিষুব সংক্রান্তিতে উদ্বোধন করিবে ।

প্রতি সংক্রান্তিতে যে যে ফল দান করিতে হয় এবং তাহাতে কি ফল লাভ  
হইয়া থাকে তাহা লিখিত হইতেছে । যথা,—মহাবিষুব সংক্রান্তিতে সবস্ত্র সাধারণ  
নারিকেল ফল বিষ্ণুকে নিবেদন করিলে সর্বপাপ নিশ্চুক্ত হইয়া পুত্রপৌত্রাদির  
সহিত ইহলোকে নানা সুখ ভোগপূর্বক অস্তে বিষ্ণুপুর লাভ হইয়া থাকে ।  
জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে জাতিকল প্রদান করিলে পুত্রপৌত্রাশ্রিতা ও জীববৎসা হয় ।  
আষাঢ় সংক্রান্তিতে এলাকল ( এলাইচ ) দান করিলে সৌভাগ্যবৃদ্ধা ও বহু  
পুত্রিনী, শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে দাড়িম প্রদান করিলে সুন্দরী, ভাদ্র মাসের  
সংক্রান্তিতে তালদান করিলে পুত্রবতী, আশ্বিন সংক্রান্তিতে কপিথ ( কদবেল )  
প্রদান করিলে বহুপুত্রিনী, কার্তিক সংক্রান্তিতে নাগরঙ্গ দানে জীববৎসা, সাফলী  
এবং অবল্লভা, অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে গুণাক ( সুপারি ) দান করিলে সৌভাগ্য-  
বতী, শ্রুতপা ও বহুপুত্রিনী, শৌৰ সংক্রান্তিতে হরিতকী দানে হংসযুক্ত রথে  
বৈকুণ্ঠে গমন, মাঘ মাসে বিষ্ণুকে ককোল ( গন্ধ দ্রব্য বিশেষ ) দানে সৌভাগ্য-  
বতী ও সপত্নী বিরহিতা, ফাল্গুন শ্রীকল দানে সর্বরহস্যাত্মা ও বহুপুত্রবতী এবং  
চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে নবনী দানে নিরোগী হয় ও অস্তে স্বর্গলাভ হইয়া  
থাকে । প্রতিষ্ঠাকালে ঐ সমস্ত ফলই দিতে হয় । বিষ্ণু উদ্দেশে এই সমস্ত  
ফল দান করা একান্ত কর্তব্য ।

পূজাপদ্ধতি ।—পুরোহিত শুদ্ধাসনে উপবেশন করতঃ আচমন করিয়া  
যজ্ঞিবাচনাদি করত সংকল্প করিবে ।—“বিষ্ণুর্নমোহুত্ব অমুকে মাসি অমুকে  
পক্ষে অমুকতিথৌ রবেমহাবিষুবসংক্রান্ত্যাং অমুকগোত্রা ত্রীঅমুকী দেবী ত্রীবিষ্ণু-  
প্রীতিকামা অত্মারভ্য বর্ষেকং যাবৎ প্রতি সংক্রান্ত্যাং গণপত্যাди नानादेवता-  
পূজাপূর্বক সলক্ষী বাসুদেব পূজা নারিকেলাদি নানাফলদানতৎকথাপ্রবণরূপং  
ফলসংক্রান্তিব্রতমহং করিষ্যে ॥”



এইরূপে সংকল্প করাইয়া পুরোহিত স্ত্রুতমন্ত্র পাঠপূর্বক আসন শুদ্ধাদি কার্য সমাপনাতে গণেশ, শিবাди পঞ্চদেবতা, আদিত্যাदि নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল ও মংস্তাদি দশাবতারের পূজা করিয়া অঙ্গস্থান ও করগ্রাস করত বাহুদেবের ধ্যান করিবে। যথা- “ও বাহুদেবঃ চতুর্ভাঃ সলঙ্কীকং কিরীটিনং । শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং পীতবাসনং তন্ত্রকাক্ষনবীভং বক্রডোপরি সংস্থিতম্ । এসন্নাদনং দেবং বন্দে মুনিগণৈঃ স্তুতম্ ।” এইরূপে ধ্যান করিয়া বিশেষার্থ্য স্থাপন কবত পুনরায় ধ্যান ও আবাহনাদি করিয়া “ও নমো ভগবতে বাহুদেবায় নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করিবে। অতঃপর করগ্রাস ও অঙ্গগ্রাস করিয়া লক্ষ্মীঃ ধ্যান করিবে। যথা, “ও পাশাঙ্কমালিকাশোভাশৃণ্ডিভির্মাম্যদৌম্যরোঃ । পদ্মাসনস্থং ধ্যাম্যেচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমীতরং । পৌরবর্গাঃ সুরূপাঞ্চ সর্কালঙ্কারভূষিতাম্ । যৌগ্মপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন হৃদা ” অনন্তর ঘোড়শোণচীর দ্বারা লক্ষ্মীর পূজা করিয়া পরে শুভপাঠ করিবে। যথা, “ও ত্রৈলোক্যপূজিতে দৌৰ্ভ কমলে বিষ্ণুবল্লভে । যথা ত্বং সূত্রিরা ক্রমে তবা ভব ময়ি ত্রিরা ॥ ঈশ্বরী কমলা লক্ষীশচলা ভূতিঃপ্রিপ্রিয়া । পদ্মা পদ্মালয়া সাক্ষাঃ উচৈঃ শ্রীঃ পদ্মধারিণী ॥ দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মীং সম্পূজা যঃ পঠেৎ । ত্রিরা লক্ষ্মীভবেত্তন্ত পুত্রদারাদিভিঃ সহ ॥” অনন্তর প্রণাম করিয়া যথাবিহিত বসন দান করিয়া কথা শ্রবণ করিবে।

ব্রতকথা।—শরতঋতুঃ ভীষ্মঃ ধর্মশাস্ত্রার্থকোবিদম্ । প্রণম্য শিরসা রাজা পপ্র-  
চ্ছদং যুগিষ্ঠিরঃ ॥ যুগিষ্ঠির উবাচ । কস্মিন্মা কেন ভগবন্ দানেন তপসাপি বা ॥  
জীবৎসং ভবেন্নরী তন্ম্যচ্চ বহুপুত্রিনী । কনয়স মহাভাগ সর্কশাস্ত্রার্থকোবিদ ॥  
ভীষ্ম উবাচ । এতদর্থে কথং দিব্যং কথ্যামি সুবাস্কিতাম্ । বসুদেবজ  
সংবাদং লোমশেন যথা পুত্রাঃ লোমশো নাম বিপ্রর্গিবাসুদেবমুপাগমঃ ।  
যথাস্তং পূজিতস্তেন পাদার্থ্যাসনভোজনৈঃ । সুখোপবিষ্টং পপ্রচ্ছ সসাদরস্ততঃ  
মুনিম্ ॥ বসুদেব উবাচ । ত্রিলালজ্যোহসি বিপ্রর্গে বেদজ্যোহসি মহামুনে ।  
এবং পৃচ্ছামি ভগবন্ কুপয়া তদদস্ব মে । এষা ধর্মপরা নিত্যং পতিশুক্রযণে  
রতা । পতিব্রতানবদ্যাক্ষী দেবকী মম গেহিনী । বহুবোহস্যাঃ সূতা নষ্টা ন  
বেদ্যি চাস্য কারণম্ । পুনর্নৈয়াতে কস্ম্যক্তমে কথয় সূত্রত । লোমশ উবাচ ।  
বসুদেব শৃণুযেমাং কথং দিব্যং পুরাতনীম্ । নহস্য সতী নারী মহাযৌ  
সুভলক্ষণা । তন্তা এবং বভূবাপ বশিষ্ঠং পৃষ্টবাসুপঃ । বশিষ্ঠ উবাচ । শশু  
রাজম্ প্রবক্ষ্যামি নারী বদ্ধায়া দায়তে । ন ভবেন্নৃতবৎস্যা চ ইদংকেন কৃতে

ব্রতম্ । কলসংক্রান্তিকং নাম ব্রতানাং ব্রতমুত্তমম্ । মহাবিশুবসংক্রান্ত্যামারত্যা  
 বৎসরাবিধি । বিষ্ণুমভ্যচ্চরৈদর্কসংক্রান্ত্যাং প্রতিমাসকং । প্রাতঃ স্নাত্বা তুচি-  
 ভূষা দণ্ডমানবিবর্জিতা । সলক্ষ্যাকং স্নগন্ধাদ্যৈঃ পুষ্পৈরভ্যচ্চর্য কেশবম্ ।  
 মহাবিশুবসংক্রান্ত্যাং নারিকেলফলং উভং । সবস্ত্রং পাত্রসহিতং দত্ত্বা দেবায়  
 বিষ্ণবে । সৰ্ব্বপাপবিনিশ্চুক্তা পুত্রপৌত্রসমবিতা । ইহৈব স্ত্রধমাপ্রোতি চান্তে  
 বিষ্ণুপুংসং বজ্রং । বিষ্ণুপদ্যাং ততো জ্যৈষ্ঠে দদ্যাজ্জাতীফলং যদি । তেনৈব  
 জায়তে পুত্রো জীববৎসা তবেদপি । বডশীত্যাং তথাষাঢ়ে এলাফলমুত্তমম্ ।  
 দত্ত্বা চ বিষ্ণবে ভূগাং স্তুতগা বহুপুত্রিণী ॥ দক্ষিণায়নসংক্রান্ত্যাং দাড়িমং  
 দায়তে যদি । সুদতী চ ভবেমারী মাসি নভসি বিষ্ণবে । ভাদ্রে চ হরয়ে তালং  
 দত্ত্বা পুত্রবতী ভবেৎ । কপিথমাশ্বিনে দত্ত্বা ভবেচ্চ বহুপুত্রিণী । কার্ত্তিকে নাগ-  
 রক্ষক দত্ত্বা নারায়ণে যদি । জীববৎসা তবেৎ সাক্ষী ন বন্ধ্যা জায়তে কচিং ।  
 যা দদ্যাদৃষ্টিকে পুংসং বিষ্ণবে পরমাস্তনে । সা তবেৎ স্তুতগা নারী সুরূপা  
 বহুপুত্রিণী । দদ্যাদ্বিষিষা নারী হরয়ে চ হরীতকীম্ । হংসযুক্তবিমানেন  
 গচ্ছৎ সা বৈষ্ণবং পুরম্ । ককোলং মাঘমাসে চ বিষ্ণুমভ্যচ্চর্য যত্নতঃ । সা তবেৎ  
 স্তুতগা নিত্যং সপত্নীরহিতা মুদা । শ্রীফলং কাঙ্কনে মাসি দত্ত্বা নারায়ণে যদি ।  
 ভূলাভঃ সৰ্ব্বরত্নাঢ্যা বহুপুত্রবতী ভবেৎ । চৈত্রে চ নবনীং দত্ত্বা সলক্ষ্মীকায়  
 বিষ্ণবে । স্বর্গলোকমবাপ্রোত নিব্যাধিরপি জাংতে । পুনর্বিশুবসংক্রান্ত্যাং কলং  
 সৰ্বং যথোচিতম্ । প্রতিষ্ঠা বিধিবৎ কার্যা সমাপ্তে তু ব্রতোত্তমে । ব্রাহ্মণান্ ভোজ-  
 য়েচ্ছক্ত্যা হোমক কারয়েদপি । সুবর্ণং দক্ষিণাং দদ্যাৎ প্রতিষ্ঠার্থং ব্রতস্ত চ । দদ্যাৎ  
 দ্বাদশ দানানি বিষ্ণুমুদিশ্য যত্নতঃ । করোতি যা মহাবুদ্ধে ন পুনর্দোষমাশিষ্যেৎ ।  
 বশিষ্ঠঃ কারয়ামাস যাং রাজ্ঞাং ব্রতমুত্তমম্ । তেন ব্রতপ্রভাবেন সা ভূতা বহু-  
 পুত্রিণী ॥ বসুদেব তুমপীথং স্বপত্নীং কারয় ব্রতং । চীর্ণব্রতায়ং দেবক্যাং পুত্রো-  
 হভূজ্জগদীশ্বরঃ । ইত্যেতৎ কথিতং পার্থব্রতানাং ব্রতমুত্তমম্ । যৎকৃতা মুনিপত্নীভিঃ  
 প্রাপ্তং বিমুনিকেননং । যা করোতি ব্রতমেতৎ স্তুতগা বহুপুত্রিণী । বরশীলসমবুজ্জা  
 স্তুতগা জীবপুত্রিকা । অস্তে বাতি পরং স্থানং শ্রীবিষ্ণোঃ পরমং পদম্ । অভ্যর্চ্যা  
 বিশেষচরণাজমুখ্যং কলৈশ্চ তৈশ্চ তথোপব । পুণ্যকং সংক্রান্তিতথিক লক্ষ্য  
 লভেৎ স্তুতং তৎকলদানপুণ্যং । ইতি ভবিষ্যপুরাণে । পদসংক্রান্তিব্রতকথা ॥

### যমপুষ্করিণীজ্ঞাত ।

পুরোহিত শুক্লাসনে উপবিষ্ট হইয়া অচমন করত স্বস্তিনাক্তন পূৰ্বক ব্রত-  
কারিণীকে সংকল্প করাইবেন । যথা বিষ্ণুর্নমোহদ্য কার্ত্তিকে মাসি তুলা-  
রাশিহে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ জলসংক্রান্ত্যং অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী  
দেবী অস্তে নরক-নিবারণকারণক বিষ্ণুলোকগমনায়া জগদ্বিত্য চতু-  
র্দ্বিধা পুণ্যন্তং গণপত্যাদিনানাদেবতা-পূজাপূৰ্বক যমরাজপূজা-তৎকথাশ্রবণরূপ-  
ভবিষ্যপুরাণোক্ত-যমপুষ্করিণীব্রতমহং করিষ্যে ।” পরে” পুরোহিত সকল হস্ত  
পাঠ করিয়া ষাট পুঁতিয়া তাহার মূলে গণেশাদি দেবতাগণের পূজা করিবে ।  
তৎপরে চতুর্দশ যমের প্রত্যেকের পূজা করিবে । ভেক, কচ্ছপ ও সর্পের  
পূজা করিয়া কথা শ্রবণ করিবে ।

ব্রতকথা ।—যুপিষ্ঠির উবাচ । অনায়াসেন যং কৰ্ম্ম শ্রোতুমিচ্ছামি  
মাস্প্রতম্ । স্ত্রীপাতকৈব বিশেষণ কথয়স্ব পিতামহ । ভীষ্ম উবাচ । শৃণু ত্ব  
নরশ্রেষ্ঠ ধৰ্ম্মরাজ কথং শুভাম্ । কথয়ামি বিশেষণ স্ত্রীপাতকৈব শুভপ্রদম্ ।  
আসীদ্রেতাযুগে রাজন্ লক্ষ্মে সপ্তদশাং কিস্ম । রাজা শাস্তনবঃ ধ্যাভঃ সৰ্ব-  
শাস্তার্থপারগঃ । তস্ত পত্নী চন্দ্রেখা পূৰ্ণচন্দ্রনিভাননা । রূপযৌবনসম্পন্নেন্দ্রী-  
বরায়ত্তমোচনা ॥ ব্রতধৰ্ম্মাদিকং সৰ্বং সা কন্যা চ পতিব্রতা । হরারামনতৎপর  
সৰ্বতো হৃষ্টমানসা । যা কৰোতি পতিশুভাস্থখা শাস্ত্যতীপূজনে । অশক্তা অন্য-  
পূজা চ তথা নিত্যক পূজনে । এবং ধৰ্ম্মরতা সাক্ষী কালে প্রাপ্তা যুতাবতী ।  
ভামানেতুং ধৰ্ম্মরাজঃ কিস্করানাদিদেশ হ । যুতা সা চন্দ্রেখা তু পতিব্রতপরায়ণা ।  
তমানীয় ততঃ শীঘ্রং বৈ গৃহীত্বা তথৈপ্সিতম্ । তমানেতুং ততঃ সৰ্বৈ যমং  
হত্বা ভয়ঙ্করাঃ । যমদূতৈঃ সমানীতা দদর্শ পথি বিমিতা । কিস্করোমি ক  
গচ্ছামি যমস্ত সদনং গতাসঃ । যমং দৃষ্ট্বা চন্দ্রেখা তুষ্টাব বিনয়ান্বিতা ।  
নমস্কৈ সৰ্বভূতেশং সৰ্বভূতহিতে রতং । প্রসন্নো ভব দেবেশ ধৰ্ম্মরাজ নমোহস্ত  
তে । পতিব্রতা চন্দ্রেখা পতিধৰ্ম্মপরায়ণা । প্রণম্য দণ্ডবদ্বৃমৌ বেপমানা  
মুহুৰ্হৃঃ । চন্দ্রেখাবচঃ ক্রত্বা যমঃ প্রোবাচ ধৰ্ম্মবিৎ । বরং বরয় শ্রুশ্রোণি  
যন্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ চন্দ্রেখা উবাচ । কেনোপায়েন দেবেশ নরকারি-  
বহিতান্ । ন পশ্যামি যথা দেব তৎ কুরুষ মহামতে ॥ যম উবাচ । পতিব্রতে  
মহাভাগে চন্দ্রেখে ব্রতং মম । কুরুষেদং মহাপুণ্যং সৰ্বকামফলপ্রদম্ । যং  
কৃত্বা যোষিতঃ সৰ্ব্বাঃ পুত্রপৌত্রসমবিতাঃ । কৃতান্ত দিবি দেবতে গামিনা

স্বামিনা সহ । যমপুষ্করিণীব্রতং ভদ্রে ক্রিয়তাং ভক্তিভাবতঃ । তুলারাদিঃ  
গতে হৃদ্যে শুককালে শুভে দিনে । অকচহুঙ্ক্রে পূর্ণে প্রতিষ্ঠাং কারয়েদব্রতী ।  
নানাবিধসৌগন্ধ্যৈর্বাগানষ্টাধিবাসনম্ । যমঃ সৃধ্যাত্মকস্তাপি কুর্য্যান্ত্রাধিবাসনং ।  
গাশহস্তং দণ্ডহস্তং রক্তগোচনমেব চ । যমায় ধর্মরাজায় মৃত্যবে চাস্তকায় চ ।  
বৈবস্বতায় কালায় সর্বভূতক্ষয়ায় চ । উড়ুধরায় দরায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে ।  
রুকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুণায় বৈ নমঃ । পূজ্যং কুত্বা বিধানেন যষ্ট্যন্তো-  
পন্যমেব চ । ভেককচ্ছপনাগানাং যষ্টিমূলে প্রদাপয়েৎ । কাঞ্চনং রক্ততং বাপি  
বস্ত্রালঙ্কারমেব চ । শঙ্খকর্পূরসিন্দূরং তুলালং ফলমৌষধম্ । নানাকলানি  
দেয়ানি উপবীতক দক্ষিণাং । প্রদত্তাং কাঞ্চনীং ধেমুং নরবোক্তারণায় চ ।  
চন্দ্রেখা প্রকুবীত জীবাং যাতি যমালয়ম্ ॥ ভীষ্ম উবাচ : যমস্ত বচনং  
কুত্বা চন্দ্রেখা মুদাষিতা । কুত্বা নিজগৃহং মোহপি চকার ব্রতমুত্তমম্ ।  
যা নারী কুরুতে ভক্ত্যা উত্তমং ব্রতমেব চ । উৎপাদ্য পুত্রপৌত্রাংশ্চ অস্তে  
যাতি হরেঃ পদম্ । ইতি ভবিষ্যপুরাণে যুধিষ্ঠিরভীষ্মসংবাদে যমপুষ্করিণীব্রতং ।

অনন্তর দক্ষিণা ও অচ্ছিন্নাবধারণ করিবে ।

১. মঙ্গলসংক্রান্তি ব্রত ।

মঙ্গল বার সমস্ত দিন সংক্রান্তি নিমিত্ত পূণ্যকাল হইলে, সেই দিন মঙ্গল-  
সংক্রান্তি ব্রতানুষ্ঠান করিবে ।

পূরোহিত স্বস্তিবাচনাদি করিয়া সংকল্পান্তে স্তব্ধপাদি কবত মঙ্গলচণ্ডীর  
বথাবিধি পূজা করিবে ( মঙ্গল চণ্ডী ব্রত দেখ ) ।

এই ব্রতচরণ করিলে নাদীগণ সর্দমোভাগ্যশালিনী হইয়া থাকে । ইহার  
প্রতিষ্ঠাদি নাই । যখনই ব্রতমঙ্গলবাব লাগু হইবে । তখনই মঙ্গল চণ্ডীর  
পূজা করিবে ।

সর্বদজয়াব্রত :

অগ্রহায়ণ মাস হইতে, কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত প্রতিমাসে নিম্নলিখিত দ্রব্য  
ব্রাহ্মণকে উৎসর্গ করিয়া দিবে, এবং এই সমস্ত দ্রব্য স্বয়ং ব্যবহার করিবে  
না । দ্রব্য যথা—অগ্রহায়ণমাসে শাক, পৌষমাসে গবন, মাঘমাসে তৈল, ফাল্গুন  
মাসে গুণ্ডাক ( সুপারি ), চৈত্র মাস্য ও পুষ্পাদি, বৈশাখে অন্ন ( ভাত ), জ্যৈষ্ঠে  
খারায় জগপান, আষাঢ়ে দধি, শ্রাবণে বজ্র ( পট্টবজ্র ), ভাদ্রে লামর বা ব্যজন,  
আশ্বিনে ঘৃত, কার্ত্তিকে শয্যা ব্যবহার করিবে না ।

পূজাবিধি।—পুরোহিত আসনোপবিষ্ট হইয়া আচমন করত স্তম্ভবাচনাদি করিয়া ব্রতকারিণীকে সংকল্প করাইবেন। যথা—

“বিষ্ণুর্মোহদ্য কাৰ্ত্তিকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ বিষ্ণুপদীসংক্রান্ত্য-  
নারভ্য আগামিহুশ্চিকসংক্রান্তিং যাবৎ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী পূজ্যো-  
জ্ঞাদানবচ্ছিন্নসত্ততিপ্রাপ্তিকামা শিবলোকপ্রাপ্তিকামা বা ব্রহ্মপুত্রাণোক্তবিধিনা গণ-  
পত্যাং নানাদেবতাপূজাপূর্বকশিবদুর্গাপূজ্যার্গশীর্বাদিষাদশমাসিকশাকাদিভব্য-  
পরিভ্যাগক্লপং সৰ্বজ্ঞয়াব্রতমতং করিষ্যে।” এইপ্রকার সংকল্প করিয়া সংকল্পজ্ঞাদি  
পাঠ করত কৃতাজ্জলি হইরা পাঠ করিবে। যথা—

“ইদং ব্রতং ময়া দেবি গৃহীতং পুরতস্তব। নির্ঝিয়াঃ নিদ্ধি মাপ্নোতু ত্বং-  
প্রসাদাম্বেশ্বরী ॥ গৃহীতেহস্মিন্ ব্রতে দেবি যদাপূর্ণং ত্বং ম্রিয়ে। পূর্ণং ভবতু  
ত্বংসৰ্বং ত্বংপ্রসাদাম্বেশ্বরী ॥”

অতঃপর পুরোহিত সাগানার্থা আসনভুক্তি ও ন্যাসাদি করিয়া, গণেশ,  
শিবাদিপকদেবতা, আদিত্যাদিনবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিকৃপাল ইহাদের পূজা করিয়া  
“শাং হৃদয়ায় নমঃ” এই ক্রমে অঙ্গন্যাস করন্যাস করিয়া শিবের ধ্যান করিবে,  
যথা,—

“ওঁ মুক্তাপীত-পরোদ্যমৌক্তিকজবাবর্গমুখৈঃ পদ্মভিল্লকৈরকিতমীশমিন্দু-  
নুজুটং পূর্ণেন্দুকোটিপ্রভং। শূলং টঙ্করূপাণবজ্রতনাত্রাগেস্ত্রদণ্ডাঙ্কশান্ পাশং  
তীতিহরং দধানমমিতাকল্লোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে ॥”

অনন্তর মানসোপচারে পূজা ও বিশেষার্থা স্থাপন করত পুনরঙ্গন্যাস করন্যাস  
ও পুনরপি ধ্যান করিয়া “ওঁ নমঃ শিবায়ে নমঃ” মন্ত্রে ঘোড়শোপচারে শিবের  
পূজা করিয়া অর্ঘ্যদান করিবে। অর্ঘ্যদানের মন্ত্র যথা,—

ওঁ নমস্তে সর্বদেবেশ শস্তো পরমকারণ।

উময়া সহিতোহম্যাকং গৃহাগার্যায় মহেশ্বর ॥

অতঃপর “শাং হৃদয়ায় নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে ( অঙ্গন্যাস ক্রমে ) বড়পূজা  
করিবে। যথা,—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিবায়ে নমঃ।” এই ক্রমে “মহেশ্বরায়ে,  
জ্যোত্স্নায়ে, কপর্দিনে, চন্দ্রশেখরায়ে, নিগমরায়ে, পার্শ্বতীনাথায়,” ইহাদিগের পূজা  
করিয়া শিবের অষ্টমূর্ত্তিপূজা ( ১০৩ পৃ দেখ ) করিবে।

অতঃপর “ভ্রাং হৃদয়ায় নমঃ”—এইক্রমে করজ্ঞাস ও অঙ্গজ্ঞাস করত গৌরীর  
ধ্যান করিবে। যথা,—

“ওঁ দেবীমম্বজলোচনাং শশিমুখীং পীনস্তনীং সুপ্রভাং, মধ্যে দ্বীপতবামন-

ধানসুমতীঃ স্বর্গৈঃ স্তোতলকৃত্যং । বিংশত্যব্ধুজাং ভজামি কচিরৈব ত্বৈঃ সদা  
শোভিতাং, গৌরীং সিন্ধুহরাসুরাচ্ছিতপদাং দারিদ্র্যবিপ্রাংগমীম্ ॥”

এই প্রকার ধ্যান করিয়া মানস পূজা করত পুনঃ করাজ্ঞাস ও ধ্যান  
করত “ও জ্যৈঃ দুর্গায়ৈ নমঃ” এইমন্ত্রে বোড়শোপচারে পূজা করিবে । অনন্তর  
অর্থ্য প্রদান করিবে । যথা,—

“ও উমে দেবি মহাদেবি শস্তোরক্ষাধারিণি । শিবে সর্বৈ মহেশানি  
গৃহাণার্থ্যং মহেশ্বরি ॥”

উক্ত প্রকারে অর্থ্য প্রদান করিয়া,—“কল্পিণ্যৈ, নত্যভাম্যৈ, গঙ্গায়ৈ,  
যমুনায়ৈ, অর্পণায়ৈ, মানস্তোকাযৈ, অপরাজিতায়ৈ, স্বাহায়ৈ, সরস্বতায়ৈ, শিবায়ৈ,  
আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যঃ, ইন্দ্রাদিত্যকিপানেভ্যঃ” ইহাদিগের পূজা করিয়া  
প্রাণায়াম ও করাজ্ঞাসাদি করত যথাশক্তি ক্ষপ করিয়া জপ সমর্পণ করত  
নমস্কার করিবে । অনন্তর কৃতাজলি পূর্বক পাঠ করিবে ।—

“ও ময়া কৃতাজনেকানি পাপানি হব পার্কতি । ত্বংপ্রসাদাদবিঘ্নেন মমাস্ত  
সকলং ব্রতম্ । সর্বদেবময়ীং দেবীং সর্ববিঘ্নভয়াপহাং । ব্রহ্মেশবিস্কুনমিতাং  
প্রণমামি সদাশিবাম্ ॥”

অনন্তর শিবদূর্গা-প্রীতিকামনায় সত্যোজ্য জলপূর্ণকুম্ভ ( ২৮২ পৃ দেখ ) ও  
তত্ত্বাসায় ত্যাজ্য জব্যু ব্রাহ্মণ-সম্প্রদানক বাক্যে উৎসর্গ করিয়া কথা শ্রবণ  
করিবে

ব্রত কথা ।—কৈলাসশিখরে স্থিতা দেবী দেবমুবাচ হ । দেবুবাচ ।  
ব্রতেন কেন দেবেশ নারী সর্বজয়া ভবেৎ । ইতি দেবীবাচঃ কৃত্বা মহেশ্বর-  
উবাচ তাম্ । ঈশ্বর উবাচ । শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং ।  
যং কৃত্বা লভতে নারী সৌভাগ্যং বিজয়া ভবেৎ । ভগবন্তং সুধাসীনং  
পনঃ পৃচ্ছতি শৈলজা । ব্রতেন কেন দেবেশ নারী সর্বমনোরথং ।  
সৌভাগ্যমতুলঞ্চাপি পুত্রপৌত্রাদিবর্জনং । নানাসুখসমায়ুক্তং লভতে বৈষ্ণবং  
পদং । তদব্রতং ক্রুহি দেবেশ ক্রিয়তে চ যথা প্রভো । ত্রীভগবানুবাচ ॥ অস্তি  
সর্বজয়া নাম ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং । তত্ত্বানুষ্ঠানমাত্রেণ ত্রীণাং সর্বমনোরথাঃ ।  
লোকত্রয়হিতে যুক্তাঃ সিধ্যন্তীহ ন সংশয়ঃ ॥ কুরু ত্বং তদব্রতং দেবি প্রচারায়  
মহীতলে ॥ দেবুবাচ ॥ প্রসন্নো যদি দেবেশ বিধানং তত্ত্ব কথ্যতাং । সুখেন  
যেন দেবেশ ক্রিয়তে ব্রতমুত্তমং ॥ ত্রীভগবানুবাচ ॥ সর্বজয়াব্রতং বক্ষ্যে  
শৃণু দেবি সুশোভনৈ । নৈতদ্ভুং ব্রতং দেবি যথা সর্বজয়াব্রতং । তৎ কুরু

প্রবতেন যথা সৰ্বজয়ো ভবেৎ । মার্গশীর্ষে ত্যজেৎ শাকং পুণ্ডরীকাক্তাং  
লভেৎ ॥ পৌর্বে তু লবণং ত্যক্ত্বা শ্রিয়মাপ্নোতামৃতমাং । মাবে তৈলং পরি-  
ত্যজ্য গো-লক্ষদানজং ফলং । পুংস্ত কাস্তনে মাসি রাগতে স্ত্রী পতিব্রতা ।  
যাতি দিব্যবিমানেন সা ন যাতি যমালয়ং । চৈত্রে ত্যক্ত্বা মাল্যপুষ্পং যাতি  
সা পরমাং গতিং । ভক্তং ত্যক্ত্বা তু বৈশাখে যাতি বিষ্ণুপুরং মহৎ ॥ দ্বৈত্রে  
ধারাজলং ত্যক্ত্বা পুরন্দরপুরং বসেৎ । আবাচে দধি সংত্যক্ত্বা বাকুণং লোক-  
মাগ্নুয়াৎ । বস্ত্রস্ত্র আবণে ত্যক্ত্বা প্রজাপতিপুরং বসেৎ । তাদ্রে তু চামরং  
ত্যক্ত্বা ব্যজনঞ্চ বিশেষতঃ । যাতি দিব্যবিমানেন কৈলাসং সা পতিব্রতা ।  
আশ্বিনে তু ঘৃতং ত্যক্ত্বা নারায়ণপুরং লভেৎ । শয্যাস্থ কার্তিকে ত্যক্ত্বা  
চক্রলোকং ব্রজন্তি সা । এতানি ত্যক্তবস্ত্রানি মাসি মাসি দ্বিজাতয়ে । নানা  
মোপকৃতং ভোজ্যং দত্তাং সৌখ্যমিহেচ্ছতী । সা কুলদ্বয়মুক্তা বিম্বোঃ  
সালোক্যমাগ্নুয়াৎ । পূর্ণে সংবৎসরে চৈব প্রতিষ্ঠা তদনন্তরং । সৌবর্ণং কার-  
য়েচ্ছতুং দেবীক কনকাক্তিং । দানং দ্বাদশকং ত্যজ্য দত্তাদ্বিপ্রাং শোভনে ।  
মণ্ডলং সৰ্বভোক্ত্রং তত্র গৌরীশিবাক্ষনং । হরগৌরী-স্বহৃজ্ঞাত্যাং তিলহোমঃ  
সমাপয়েৎ ॥ দানং দত্তাং সুভোজ্যঞ্চ তোয়ং দত্তাদ্ঘট্যচিতং । সৰ্বং দ্বাদ-  
শকং দত্তাদ্ধক্ষিণাঞ্চ যথাবিধি । ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা তু স্বয়ং ভুক্ত্বা  
বাগ্‌যতা ॥ ইতি ব্রহ্মপুরাণোক্তসৰ্বজয়াব্রতকথা সমাপ্তা ।

অতঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিত্রাবধারণ করিয়া ব্রত সমাপ্ত করিবে ।

সোমবার ব্রত ।

এই ব্রতানুষ্ঠানে প্রতি সোমবারে ( অথবা শুক্ল পক্ষের প্রতি সোম-  
বারে ) উপবাসী থাকিয়া সাংঘৎকালে শিব ও ভূর্গার পূজা করিতে হয় ।

ব্রত পদ্ধতি ।—প্রথমতঃ সন্তিবাচন করিয়া “ওঁ সূৰ্য্যঃ সোমো” ইত্যাদি মন্ত্র  
পাঠ করত পুরোহিত ব্রতকারিণীকে সঙ্কর করাইবেন,—“বিষ্ণুর্নমোহদ্য অমুকে  
মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকী দেবী শ্রীশিবভূর্গাঐতি-  
কাম্য গণপত্যাদি নানাদেবতাপূজাপূর্ব্বক শিবভূর্গা-পূজোপবাসতৎকথাশ্রবণরূপ-  
সোমবারব্রতমহং করিষ্যে ॥”

অনন্তর পুরোহিত সঙ্করহস্তাদি পাঠ করিয়া আসন শুদ্ধাদি করণানন্তর  
গণেশাদি দেবতার-পূজা করিয়া যথাশক্তি শিবভূর্গাপূজা ( ৩৮ পৃ সৰ্বজয়াব্রত  
দেখ্ ) করিয়া স্ত্রী পাঠ করত নমস্কার করিয়া কথা শ্রবণ করিবে ।

অথ কথা ।—ব্রাহ্মণ উবাচ । সোমবারে বিশেষণ প্রদোষাদিশুগৈযুতে ।  
 কেবলং বাপি যে কুৰ্য্যুঃ সোমবারে শিবার্চনম্ । ন তেষাং বিদ্যাতে কিঞ্চি-  
 দিহামুত্র চ ছগ্ভম্ । উপোষিতঃ শুচিভূজা সোমবারে জিতেন্দ্রিয়ঃ । বৈদি-  
 কৈলৌকিকৈর্কাপি বিধিবৎ পূজয়েজ্জিশ্নম্ । ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা কৃত্য-  
 বাপি সমভূক্তা । বিভূক্তা বাসংপূজাং কৰ্ম্মসমীক্ষিতম্ । তত্রাহং কথমিধ্যামি  
 কথং শ্রোত্র-মনোরমাম্ । শ্রুত্বা শ্রুতবিরঃ শস্তৌ ভক্তিং কুর্ষন্ত নিশ্চলাম্ ।  
 অৰ্ঘ্যাবৰ্ত্তে নৃপঃ কশিদাসীদীৰ্ঘমভূতাং বরঃ । চিত্রকম্বেতি বিখ্যাতো ধৰ্ম্মরাজো  
 হুরাশ্রনাম্ । সোহনুকুলঃ স্বপত্নীষু পুত্রমৈকং ন লভবান্ । চিরেণ প্রার্থিতাং  
 লেভে কৃত্যমেকাং মনোহরাম্ । স চৈকদা জাতকলক্ষণজ্ঞানাহুয় সৰ্ব্বান  
 দ্বিজমুখ্যবর্গান্ । কুত্ৰহলেনাপি নিবিষ্টচেতাঃ পপ্রচ্ছ তস্তা জননে বিচারম্ ॥  
 অথ তং প্রাবদৎ কোহপি বহুজ্ঞো দ্বিজসত্তমঃ । এষা সীমন্তিনী যাস্তা কৃত্য  
 তব মহীপতে । অথাত্তোহপি দ্বিজঃ প্রাহ পৈর্য্যাবানবিশঙ্কিতঃ । এষা চতুর্দশে বর্ষে  
 বৈধব্যাং প্রতিপৎসতি । ইত্যাকৰ্ণ্য বচস্তস্ত বস্ত্রনির্ধাতনিষ্ঠুরম্ । মুহূর্ত্তমভবস্তাজা  
 চিস্তাব্যাকুলমানসঃ । সাপি সীমন্তিনী বালা ক্রমেণ গতশৈশবা । বৈধব্যমা-  
 শ্রনো ভাবি শুশ্রাব চ সতীমুখাং । পরং নির্বেদমাপন্না তদাকৰ্ণ্য শুচিন্দিভা ।  
 যাজ্ঞবল্ক্যমুনেঃ পত্নীং মৈত্রেয়ীং পর্য্যপুচ্ছত । মাতস্তুচরণান্তোজং প্রপন্নাং  
 ভয়াকুলা । সৌভাগ্যবৰ্দ্ধনং কৰ্ম্ম মম শংসিতুমহঁসি । ইতি প্রপন্নাং নৃপতেঃ  
 কৃত্যমাহ মুনেঃ সতী । শরণং ব্রজ তদ্বজি গার্ব্বতীং শিবসংযুতাম্ । সোমবারে  
 শিবং গোরাং পূজয়েৎ স্নসমাহিতা । উপোষিতা বা স্নাত্বা বিরজাশ্ববা-  
 রিণী । যতবাঙ্ নিশ্চলমতিঃ পূজাং কৃত্বা যথোচিতাম্ । ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা  
 চ শিবং সম্যক্ প্রসাদয় । পাপক্ষয়োহভিষেকেন সাত্বাজ্যং পীঠপূজনাং ।  
 সৌভাগ্যমখিলং সৌখ্যং গন্ধমালাঙ্গতর্কনাং । ধূপদানেন সৌগন্ধঃ কান্তিদীপ-  
 প্রদানতঃ । নৈবেদ্যেন মহাভোগী লক্ষ্মীস্তান্ লদানতঃ । ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং  
 নমস্কারঃ প্রসাদনম্ । অষ্টৈশ্বর্যাদিসিদ্ধীনাং জপ এব হি সাধনম্ । হোমেন  
 সৰ্ব্বকামনাং সমৃদ্ধিরপি জায়তে । সৰ্বেষামেষ দেবানাং তুষ্টিব্রাহ্মণভোজনাং ।  
 ইথমারাম্ভয় শিবং সোমবারে শিবামপি । প্রাপ্তা বিপত্তিকহতি হৃঃশৈৰ্কা  
 ন বিহন্তসে । ঘোরাং ঘোরাং প্রপন্নাপি মহাক্লেশং ভয়ানকম্ । শিবপূজাপ্রত্যক্ষেন  
 তন্নিস্যসি মহাভয়ম্ । ইথং সীমন্তিনী সম্যক্ তদ্বিশম্য সতীমুখাং । যসৌ  
 সাপি বরারোহা রাজপত্নী তথাপি চ ॥ ইতি স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মোত্তরখণ্ডে  
 সোমবারপ্রতীকথা । অতঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি কবিবে ।



## তুলসীব্রত ।

ভাদ্রমাসের বিজাদি বর্জিত বিষ্ণু দিবসে অথবা বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি দিনে এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়া চারি বৎসর পর্য্যন্ত উক্ত দিবসে বিধানানুসারে ব্রত করিতে হয় ।

পূজাবিধি ।—প্রথমে পুরোহিতঃ ব্রতবচনাদি কাংক্ষা ব্রতকারিণীকে সংকল্প করাইবেন । যথা,—“বিষ্ণুর্নমোহু ভাদ্রে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকৌ দেবী ধর্মবাত্ত-ধর্মবুদ্ধি-সৌভাগ্য-সুখ-সন্ততাকাল-মুত্থানিবারণবিমূলোক-গমনকামা অদ্যারভ্য বর্ষচতুষ্টয়ং যাবৎ গণপত্যাদি নানা-দেবতাপূজাপূর্ব্বকতুলসী পূজা প্রতিভাদ্রমানীয়া ত্রিংশতিথ্যধিকরণক স্ততপ্রদীপদান-ভোজ্যোৎসর্গ-কথাপ্রবণরূপভবিষ্যপুরাণোক্তবিধিনা তুলসীব্রতমহং করিষ্যে ।”

পরে পুরোহিত সংকল্প হস্ত পাঠ করিয়া নামান্তার্থ্য ও আসনশুদ্ধি করিয়া গণপত্যাদি দেবতাগণের পূজা করিবেন । অনন্তর তুলসীর ধ্যান করিবেন । পরে নিম্নলিখিত রূপে আবাহন করিবেন । যথা,—“ও আবাহয়াম্যহং দেবীং তুলস্যাং পাপনাশিনীং । প্রসম্মা স্তম্বহী ভূম্বা সান্নিধ্যামিহ করয় । তুলসী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি রূপে আবাহন করিয়া যথাশক্তি উপচারে তুলসীর পূজা করিয়া স্তুতি পাঠ করিবেন । যথা—

“নমামি তুলসীং দেবীং ত্বাং বৈ পতিতপাবনীং । বিষ্ণুরূপদ্বাং নিত্যং সর্বদেবেষু পূজিতাম্ । নমস্তে জগতাং মাতঙ্গনসি সুখমোকদে । স্বংপ্রদা-দেন মে সর্বং সিদ্ধিসৌভাগ্যবর্জনং ।”

অনন্তর নমস্কার করিবে এবং একমাসকাল তুলসীবৃক্ষের নিম্নদেশে স্তত-প্রদীপ জ্বালাইবে ও যথাশক্তি ব্রাহ্মণভোজন এবং ভোজ্যদান করিয়া কথাপ্রবণ করিবে ।

অথ কথা ।—বৈশম্পায়ন উবাচ । বনবাসগতং পার্থং ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরং । ক্রভা যাতো মুনিশ্রেষ্ঠো নাকণ্ডেয়ো মহামতিঃ । তং পূজিতং তেন রাজা কথা-ভিষ্মনিপুজবৎ । পপ্রচ্ছ দ্রোপদৌ সাধ্বা বিস্ময়াপন্নমানসা ॥ দ্রোপছ্যবাচ । ভগবন্ সর্বধর্মজ্ঞ লক্ষ্ম্যঃ সৌভাগ্যকারণম্ ॥ ত্বামহং প্রেষ্টুমিচ্ছামি কথ-য়স্ব মহাযুনে । কেন ব্রতেন তত্তাপ্ত পরিভূটো জনাঙ্গনঃ । যদি জানাসি ধর্মজ্ঞ কারণং কথয়স্ব মে । একোহস্তি মম সন্দেহো মানসং পরিগৃহীতং । মহতাং সংশয়ো নাস্তি স্বেচ্ছয়া ত্বং কৃপাবিতঃ । তথহং কৃপয়াচক্ষু কারণং দাস্য সম্ভবে । স্মিন্নকীর্ষী ভুবংস্তু ম্যং ত্রিকাশদার্ষ-সত্তমঃ । ইতি তথচনঃ ।

শ্রদ্ধা মার্কণ্ডেয় মহামুনিঃ । প্রত্যাচ মহাপ্রাজ্ঞো দ্রোপদীং তাং তপস্বিনীম্ ।  
 মার্কণ্ডেয় উবাচ । সৌভাগ্যকারণং লক্ষ্য্যং যস্মাৎ পরিপূজসি । তদহং  
 কথ্যম্যামি শৃণু ত্বং সুসমাহিতা । তুলসীব্রতমাংস্যাং ব্রতং চৈবং ময়া পুরা ।  
 চকার তদব্রতং নান্দ্বী ত্রিষু লোকেষু হ্রস্বভং । প্রভাবাতু ব্রতস্যাস্য পরিতুষ্টো  
 জনার্দিনঃ । বকসি প্রদদৌ স্থানং ত্রিয়ে পরমম্মা মুদা ॥ দ্রোপদ্যবাচ । কীদৃশং  
 তদব্রতং কুত্র মাসি বা কুরুতে নরঃ । বিধানং কীদৃশং চাস্য মাংস্যাং বদ  
 চাতুত্বং । তুলসাস্ত্র বিশেষণ বদ সর্বং মুনীশ্বর । সমর্থত্বামৃতে নাত্তত্ত্বমাংসং  
 বক্তুমর্হসি ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ । মাংস্যাং তুলসীদেব্যাঃ শৃণু ক্রপদপুঞ্জিকে ।  
 মন্ত্রস্তঃ সংশয়ান্মাস্য তব ভোগ্যো ভবিষ্যতি । তুলসীকাননং যত্র তত্র দেবো  
 নিরঞ্জনঃ । তত্র সর্বাণি তীর্থানি তত্র দেবা বসন্তি চ । তুলসীকাননং দৃষ্ট্বা  
 প্রণমেদযন্ত মানুষঃ । সর্বপাপবিনশ্চক্ষুঃ স্বর্গলোকে স যোদতে । স্পর্শনাং  
 স্মরণং ধ্যানাং তথা তদ্ভক্তাদপি । নরো মুক্তিমবাপ্নোতি কিমন্যাচ্ছ্রোতু-  
 মর্হসি । সমাসান্তব মাংস্যাং তুলস্যাঃ কথিতং ময়া । নিত্যং বর্ষশতেনাপি কর্ত্বুং  
 শক্নোতি যো নরঃ ॥ দ্রোপদ্যবাচ । মাংস্যাং তুলসীদেব্যা ব্রতং কিঞ্চি-  
 দ্বকুণ্ডজং বিধানঞ্চ ব্রতস্যাস্য কুপয়া কথয়স্ব মে । মার্কণ্ডেয় উবাচ ।  
 মাসি ভাদ্রপদে শুক্রে কালে রিক্তাদিবর্জিতে । সংক্রান্ত্যাং বিষ্ণুপদ্যাক শুচিভূত্বা  
 যথাবিধি । গণেশাদীনু সমভ্যাজ্য তুলসীং পূজয়েত্ততঃ । ব্রতেন দীপং প্রজ্জাল্য  
 সমুৎসজ্য চতুর্দিনে । দশাং দিনেনু ত্রিশংস্তু বড়শীত্যা সমাগতঃ । ব্রাহ্মণানু  
 ভোজয়েৎ ভক্ত্যা ভোজ্যাংশ্চৈব প্রযততঃ । পুষ্পচন্দনবাণোভিঃ সন্তোষ্য  
 প্রীত্যে দ্বিজান্ । ইথাং চতুর্ন বর্ষেণ পূর্ণেন সংক্রমেহহনি । বস্ত্রসংখ্যাদিত্ত-  
 দেব্যাস্তসয়া ভূষণং চরেৎ । হোমং কুর্যাৎ প্রযত্নেন প্রতিষ্ঠাং বিধিমাচরেৎ ॥

২। ত ভবিষ্যপুর্বাণে তুলসীব্রতকথা সমাপ্ত ।

অনন্তর দক্ষিণা ও আচ্ছাদ্যবধারণাদি করিবে ।

### শট্টৈশ্বর-ব্রত ।

প্রাণ মাদের শনিবারে অধঃখরু মূলে মূমুর বেদী নিশ্চয় করিয়া শুদ্ধপান্ন  
 ধনুকাকার মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহার উপরে রুক্ষলৌহ-নির্মিত মহিষাক্রুত  
 দ্বিভুজ দণ্ড-পাশ-ধারী শট্টৈশ্বরমূর্তি স্থাপন করিয়া তাহার পূজা করিবে ।

পূজাপদ্ধতি ।—যথাকালে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করিয়া শঙ্খবাচন  
 করত সংকল্প করিবে । যথা,—“বিষ্ণুরোম তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে

পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা সর্বরোগ-শনৈশ্চরপীড়া-  
নিরাস-বিদ্বনিবারণকামঃ গণেশাদিদেবতাপূজাপূর্বক-শনৈশ্চরপূজনকর্ষাহং  
করিয়ে ।” এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া হস্ত মন্ত্র পাঠ করত আসন শুদ্ধ্যাদি করিয়া  
গণেশাদিদেবতার পূজাপূর্বক ‘কুজায় নমঃ’ বলিয়া পঞ্চামৃত দ্বারা ‘শনৈশ্চরায়’  
বলিয়া শুদ্ধোদকদ্বারা স্নান করাইয়া ষোড়শোপচারে শনৈশ্চরের পূজা করিবে ।  
যথা, “শাং হৃদয়ায় নমঃ” এইক্রমে অঙ্গস্থান ও করস্থান করিয়া “ওঁ সৌম্যাহং  
জাশ্যামং শৃঙ্গং স্বর্ঘ্যাত্মং চতুরঙ্গুণং । কৃষ্ণং কৃষ্ণাঙ্গমং গৃধ্রগতং সৌরিং চতুভুজং ।  
ভবধাপবরশূলধরুহীন্তং সমাহবয়েৎ । যমুখিদ্দৈবতং দেবং প্রজাপতিপ্রত্যখিদ্দৈবতং ।  
এই প্রকার ধ্যান করিয়া বিশেষাব্যক্তি স্থাপন পূর্বক পুনর্বার ধ্যান করিয়া দেবতার  
আবাহন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা ( ১৭ পৃ দেখ ) করত “ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায়  
নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করিবে । পূজার উপচারদানে বিশেষ মন্ত্র যথা ।  
“নীলায় নমঃ” বলিয়া আসন, “স্বেতকর্ণায় নমঃ” বলিয়া পাদ্য, “নীলময়ুখায় নমঃ”  
অর্ঘ্য, “নীলোৎপলদলায়” বলিয়া আচমনীয়, “নীলদেহায়” বলিয়া স্নানীয়,  
“দীপ্যমানজটাধরায়” বলিয়া বস্ত্র, “পুরুষগাত্রায়” বলিয়া যজ্ঞোপবীত, ‘সুদ-  
রোম্বে’ বলিয়া অলঙ্কার, “নিত্যায়” বলিয়া গন্ধ, ‘নিত্যধৃত্যয়’ বলিয়া অঙ্কুশ, ‘মদা-  
ভুঞ্জায়’ বলিয়া পুষ্প, “মন্দায়” বলিয়া ধূপ, ‘নিম্মুহায়’ বলিয়া দীপ, “ভামসায়”  
বলিয়া নৈবেদ্য, “নীলোৎপলায়” বলিয়া পুনঃ আচমনীয়, “কৃষ্ণপশুবে” বলিয়া  
করোদ্বর্তন, “দীর্ঘদেহায়” বলিয়া তাম্বুল, “মন্দগতয়ে” বলিয়া দক্ষিণা দান, “জ্ঞান-  
নেত্রায়” বলিয়া প্রদক্ষিণ এবং ‘স্বর্ঘ্যপুত্রায়’ বলিয়া নমস্কার করিবে । পূজা-  
নস্তর করষোড়ে নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবে । যথা — “কোণস্থঃ পিঙ্গলো বক্রঃ কৃষ্ণো-  
রৌদ্রাস্ত্রকো বমঃ । সৌরিঃ শনৈশ্চরো মন্মথঃ পিঙ্গলদেন সংস্কৃতঃ ।  
এতানি শনিমানানি জপেদমুখনিবোধে । শনৈশ্চরকৃতা পীড়া ন কদাচিৎ  
ভবিষ্যতি ।” তৎপরে যথাশক্তি জপাদি করিয়া অম্বথ বৃক্ষকে সাতবার প্রদক্ষিণ  
করত নমস্কার করিবে । অতঃপর কথা শ্রবণ করিবে ।

অথ কথা ।—ঈশ্বর উবাচ । রঘুবংশোতি বিখ্যাতো রাজা দশরথঃ  
প্রভূঃ । বভূব চক্রবর্তী চ সপ্তদ্বীপাধিপো বনী । কৃত্তিকান্তে শনির্ঘাতো  
দৈবতৈজস্জর্জাপিতো হি সঃ । রোহিণীং ভেদয়িত্বা তু শনির্ঘাস্যতি সাম্প্রতম্ ।  
শকটে ভেদিতে তেন সর্বলোকভয়করম্ । দ্বাদশাকং তু হৃতিক্ষণং ভবিষ্যতি  
সুদারকম্ । ইতি ব্রহ্মা তু তর্কাক্যং বস্ত্রিভিঃ সহ পার্থিবঃ । মন্ত্রয়ামাস কিমিদং  
ভয়ঙ্করমুৎস্থিতম্ । দেশাচ্চ নগরগ্রামা ভয়ভীতাস্তদাভবন্ । অব্রবন্ সম্ভ-

লোকাস্ত কস্য এষ সমাগতঃ । আকুলঞ্চ জগদৃষ্ট্বা গৌরজানপদাদিকম্ । পশু-  
 ত্তো রাজা বশিষ্ঠং মুনিগতমম্ । সংবিধানং কিমন্যাস্তি বদ মাং দ্বিজসত্তম ।  
 বশিষ্ঠ উবাচ । দূরে প্রজানানং রক্ষ । ত তস্মিন্ ভিন্নে কৃতঃ প্রজাঃ । প্রাজাপত্যং  
 স নক্ষত্রং শনিধীশ্চ তি সাম্প্রতম্ । মনো যোগমসাধ্যং তু বক্ষ্যম্কা দিভিঃ সুরৈঃ ।  
 ততঃ সক্ষিত্য মনসা সাহসং কৃতবান্ নৃপঃ । সমাদায় ধনুর্দিব্যং দিব্যায়ুধসম-  
 বিতম্ । রথমাক্রুহ বেগেন গন্তো নক্ষত্রমণ্ডলম্ । রোহিণীং পৃষ্ঠভঃ কৃত্বা রাজা  
 দশরথস্তথা । রথে চ কাপনে দিব্যে মণিরত্নবিভূষিতে । হংসবর্ণৈর্হৃদয়যুক্তৈ-  
 মহাকৈতুসমযিতে । দীপ্যমানো মহাবর্দ্ধনঃ কেয়বমুকটোচ্ছলেঃ । বরাজ্জত  
 মহাকাশে দ্বিতীয় ইব ভাস্বরঃ । আকর্ণপূরিতে চাপে সংহারাত্মং ত্রযোজয়ৎ ।  
 কৃত্তিকাস্তে শনিঃ স্থিতা প্রবিশন্ কিম রোহিণীম্ । দৃষ্ট্বা দশরথং চাগ্রে সরোষং  
 জকুটীমুখঃ ॥ সংহারাত্মক তদৃষ্ট্বা সুরাসুরভয়ঙ্করম্ । হসিত্বা ততঃ সৌরি-  
 রিদ্ভং বচনমব্রवीৎ । পৌকষং তব রাজেন্দ্র পরং রিপুভয়ঙ্করম্ । দেবাসুর-  
 মনুষ্যাশ্চ সিদ্ধবিজ্ঞানরোরগাঃ । ময়া বিলোকিতা রাজন্ তন্মসাক্ষ ভবন্তি তে ।  
 তুষ্টোহহং তব রাজেন্দ্র তপসা পৌকষেন চ । বরং ব্রহ্মি প্রদাতামি স্বথেষ্টং  
 ব্রহ্মনন্দন । সরিতঃ সাগরা বাবচ্ছল্যকৌ মেদিনী তথা । রোহিণীং ভেদয়িত্বা  
 তু ন গন্তব্যঃ ত্বয়া শনে । যাচিতং তু ময়া সৌরে নাশ্রমিচ্ছাম্যহং বরম্ ।  
 এবমস্ত শানন্যহং কৃতকৃত্যোহভবন্ নৃপঃ । দ্বাদশাকং ন ছভিক্ষং ভাবিষ্যতি  
 কদাচন ॥ কৌন্তিরেয়া মদীয়া চ দৈলোক্যে তু ভবিষ্যতি । ততো বরং চ  
 সংপ্রাপ্য হৃষ্টরোমো তু পার্শ্বিণঃ । উপতস্থে ব্রহ্মসত্যক্ ভূত্বা চৈব কৃতাজলিঃ ।  
 ভক্ত্যা দশরথঃ স্তোত্রং সৌরিরিদমথাকরোৎ । দশবথ উবাচ । নমঃ কৃষ্ণায়,  
 নীলায় শিতিকণ্ঠনিভায় চ । নমঃ পুরুষগাত্রায় স্থলরোমৈ নমো নমঃ । নমো  
 নীলমণিগ্রীব নীলোৎপলনিভায় চ । নমো . নিত্যং ক্ষুধান্তায় হৃদন্তায় নমো  
 নমঃ । নমঃ কালাগ্নিরূপায় কৃতান্তায় নমো নমঃ । নমো বোরায় যৌদ্ধায়  
 ভীষণায় করালিনে । নমস্তে সৰ্বভক্ষায় বলীমুখ নমোহস্ত তে । সূর্য্যপুঞ্জ  
 নমস্তেহস্ত কাশ্যপায় নমো নমঃ । নমো মন্দগতে ভূত্যং কৃষ্ণবর্ণ নমোহস্ত তে ।  
 তপসা দন্ধদেহায় নিত্যং যোগরতায় চ । জ্ঞানেনত্র নমস্তেহস্ত কণ্ঠপাশ্চ-  
 হনবে । তুষ্টো দদাসি রাজ্যং চ কৃষ্টো হরসি তৎক্ষণাৎ । দেবাসুরমনুষ্যাশ্চ  
 পণ্ডপক্ষিমহোরগাঃ । ত্বয়া বিলোকিতাঃ সৰ্কে দৈত্য়মাত্ত ব্রজন্তি তে । শক্রা-  
 দয়ঃ সুরাঃ সৰ্কে মুনয়ঃ সন্ততারকাঃ । স্থানভ্রষ্টা ভবন্তোতে ত্বয়া দৃষ্টবিলো-  
 কিতাঃ । দেশাশ্চ নগরগ্রামা দীপ্যন্তে চ ক্রমাশ্রুত্যা । ত্বয়া বিলোকিতাঃ চৈব

বিনাশং বাস্তি মূলতঃ । প্রসাদং কুরু মে সৌম্যে বরার্থং জাম্বুপাগতঃ । এবং  
 ততস্তদা সৌরিগ্রহরাজো বহাবলঃ । অত্রবীচ শুভং বাক্যং জষ্টরৌমা ন  
 ভাঙ্করিঃ । শনিরুবাচ । তুষ্ঠোহং তব রাজেন্দ্র স্তবেনানেন শ্রুত । দান্তামি  
 তে বরং তদ্রং নিশ্চয়াৎ রঘুবংশজ । দশরথ উবাচ । অহা প্রভৃতি পিজ্জাক  
 পীড়া কার্ঘ্যা ন তে মম ॥ জগন্ময় ত্বয়া নাথ পীড়িতে হুঃখিতো জনঃ । তস্মা-  
 জগন্ময়ং দেব বক্ষণীয়ং ত্বয়ানঘ । শনিরুবাচ । গ্রহাণামহমেকো হি মদধীনা  
 গ্রহাঃ সদা । স্তবেন তব তুষ্ঠোহং পীড়াং ন চ কৰোম্যহং । জগন্ময় মহারাজ  
 হুঃখিতং ন ভবেৎ সদা । দশরথ উবাচ । ভগবন কেন বিধিনা ত্বদীয়ারাদনং  
 ভবেৎ । যেন তুয়াসি পিজ্জাক তৎসৰ্বং বক্রমহসি । শনৈশ্চর উবাচ । শ্রাবণে  
 মন্দবারেষু দন্তধাবনপূৰ্ব্বকম্ । স্নানং স্নগন্ধৈলেন নিত্যকৰ্ম্ম সমাচরেৎ ।  
 শুচিভূজা শমীপুফং গচ্ছা তত্রৈব পূজয়েৎ । তদভাবেতথ রাজেন্দ্র গন্ধাশ্বখং  
 প্রপূজয়েৎ । তত্র সম্পূজ্য মাং রাজন্ গন্ধপুষ্পাকলাদিভিঃ । ধূপৈর্দীপৈশ্চ  
 নৈবেদ্যৈস্তান্নলগ্নার্থাদিভিঃ । বেষ্টয়েৎ সপ্তহট্টৈশ্চ নমস্কারান্তথৈব চ । সপ্ত  
 প্রদক্ষিণাঃ কৃত্বা ক্রতা পুণ্যকথামিমাম্ । এবংবিধাংস্বয়স্বিশ্চন্দ্রমন্দবারান্ কুরুষ  
 মে । ততোহস্তে শনিবারে চ কুৰ্য্যাদ্ভূষণং শুভম্ । আচার্য্যং বরয়েৎ তত্র  
 শ্রোত্রিয়ং বেদপারগম্ । স্ববর্ণজা শমীপুফং তদভাবে তু পিপ্পলম্ । মন্দোদা  
 প্রতিমাং কুৰ্য্যাক্রোড়ীং মতিয়দংযুতাম্ । দ্বিভূজা দীর্ঘদেহাক দণ্ডশাশ্বদা  
 তথা ॥ পিজ্জাক্ষীং স্থলদেহাক শ্বেতগ্রীবাম্ ততোহকুয়েৎ ।  
 কল্পপত্রে তথা সপ্ত কক্ষনস্তানি বেষ্টয়েৎ । উপবীতাদিভির্দৈব্যাঃ পূৰ্ব্বদেব  
 মচ্চয়েৎ । শমগ্নিরিতি মন্ত্ৰেণ 'হনেন্দ্রষ্টাদিকং শতম্ । কুসরাস্তং তদন্তে  
 চ তেনৈব বলিযুক্তবেৎ । কক্ষধেত্তং সবৎসাক দন্তাদথ পরস্বিনীম্ । সপ্ত বিপ্রান্  
 সমভ্যাক্ত্য গন্ধপুষ্পকলাদিভিঃ । নন্দাণি দক্ষিণাঠৈব যথাশক্ত্যা প্রদাপয়েৎ ।  
 তিলমাষবিমিশ্রৈস্তৈর্ভোজয়েৎ দ্বিজসন্তানান্ । তেষাং গৃহাশিষং পশ্চাদ্ভুক্তীয়া-  
 ষকৃতিঃ সহ । সবস্তাং প্রতিমাকৈব আচার্য্যায় নিবেদয়েৎ । এবং কৃত্তেতথ  
 রাজেন্দ্র সৰ্বভীষ্টং দদাম্যহম্ । ত্বয়া কৃতং পঠেৎ স্তোত্রং ভক্ত্যা চৈব কৃত-  
 জলিঃ । সপ্তজন্মস্থ রাজেন্দ্র তত্ত্বার্থাং তবিষ্যতি । পূজ্যপোজয়তো নিত্যং  
 কতো মোক্ষমবাপ্যতি । তুষ্ঠোহং তত্ত্ব রাজেন্দ্র পীড়াং ন চ কৰোম্যহম্ ।  
 গোচরে বাষ্টবর্গে বা বিধমে বা স্থিতোহপ্যহম্ । তুষ্ঠো রাজ্যপ্রদঃ সদ্যঃ ক্রুডো  
 রাজ্যাপহরকঃ । জন্মহো দ্বাদশহো বা অষ্টমহোহপি কুত্রচিৎ । শ্রাবণে মন্দ-  
 বারেষু স্তবিতোহং স্নতপ্রদঃ । ব্রহ্মা শিবো হরিশ্চৈব মনয়ঃ সনকাদয়ঃ ।

লক্ষ্মীরূপা চ সাবিত্রী মুনিপত্নশ্চ বৈ শুভাঃ ॥ নৃপা অগ্রে ময়া সৰ্কে স্থানশ্ৰেষ্ঠাশ্চ  
পীড়িতাঃ । দেশাশ্চ নগরগ্রামা গজোহ্যবথ বাজিনাঃ । রোজদৃষ্ট্যা ময়া দৃষ্ট্যা  
নাশমায়ান্তি তৎক্ষণাৎ । অতো ময়া পীড়িতানাং মনুষ্যাণাং নরাধিপ । পরি-  
হৰ্ত্তুং ন শক্তাশ্চ ব্রহ্মবিহ্বলহেতুভাঃ । এতচ্ছ্রদ্ধা শনৈর্দীক্য রাজা পরমহৰ্ষিতঃ ।  
নত্বা প্রদক্ষিণীকৃত্য বরং প্রাপ্য পুরং যযৌ । গত্বা স্বনগরং রাজা পূজিতো বৈ  
শনৈশ্চরঃ । শ্রাবণাদিসু বারেষু প্রসন্নোহভূচ্ছনৈশ্চরঃ । পৃথ্বীপতিরভূত্বাক্ষা  
গ্রহরাজপ্রসাদতঃ । য ইমং প্রাতরুথায় সৌরিবারে সদাচ্চর্যেৎ । তস্যাভীষ্ট-  
প্রদো মন্দো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ । স্ত্রিযা'ম্বা পুরুষেণাপি কৃতং যেন শনিব্রতম্ ।  
স মৃতঃ সৰ্বপাপেভাঃ সৰ্বাভীষ্টং লভেৎ ক্ষণাৎ । ব্রাহ্মণো বেদসম্পূর্ণঃ কত্রিয়ো  
রাজ্যমাণ্ডুয়াৎ বৈশ্বস্ত লভতে বিত্তং শূদ্রঃ সুখমবাণুয়াৎ । কৃত্যর্থী লভতে  
কৃত্যং পুত্রার্থী লভতে সূতম্ । কামার্থী লভতে কামান্ মোক্ষার্থী লভতে  
মুক্তিম্ । মুচ্যতে সৰ্বপাপেভ্যো গহলোকং স গচ্ছতি ।

ইতি শ্রীকন্দপুরাণে শনৈশ্চর ব্রতকথা ।

অতঃপর দক্ষিণা ও অস্থিদ্রাবদারণাদি করিবে ।

### ৩বিমঙ্গলব্রত ।

পুরোহিত শুক্লাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বস্তিবাচনাদি করিয়া সঙ্কল্প করিবে ।—  
“বিষ্ণুর্নমোহতু বৈশাখে মাসি শুক্রে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী  
অমুককামা গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূক্ষিক শ্রীহরিপূজারূপমঙ্গলবারব্রতমহং  
করিষ্যে ।” পুরোহিত এইরূপ সংকল্প করাইয়া স্বয়ং হুতপাঠ করিয়া ঘটস্থাপন  
করিবেন ( ৫—৭ পৃ দেখ ) । পরে আসনশুদ্ধাদি করিয়া গণেশাদিদেবতাগণের  
পূজা করত ধ্যান ( ২৭৯ পৃ দেখ ) করিয়া শ্রীহরিকে পূজা করিবেন এবং  
ব্রতকারিণীকে ডোর ধারণ করাইবেন । পরে ফলংস্তে করিয়া ঋণ পরি-  
শোধার্থ স্তব ও কথা শ্রবণ করিবেন ।

ব্রতকথা ।—নারদ উবাচ । নারদঃ প্রাহ তব্রজো জ্ঞানবান্ স মহা-  
মতিঃ । প্রথম্য পার্বতীং দেবীং সশ্রদ্ধঃ সুসমাহিতঃ । ন জীবতি স্মৃতো বস্যা  
ন গৰ্ভ উপজায়তে । কস্মাদব্রতান্তবেদারী পুত্রপৌত্রনমসিষ্ঠা । মাহেশ্বরী তদা-  
চক্ষু ব্রতানং ব্রতমুত্তমম্ । ভক্তিং গৃহাণ মে দেবি ধনধাতুপ্রদায়িনি । দেবুবাচ ।  
বক্ষ্য্য জনয়তে পুত্রং মৃতবৎসা তথৈব চ । অচিরেণ পতিস্তস্তা নির্জনশ্চ ঘনী  
ভবেৎ । অথ তাত্মময়েনৈব চাশক্যো নৃম্ময়েন বা । মঙ্গলপ্রতিমাং কৃত্বা পূজয়ে-

মঙ্গলে দিনে। শুক্লপট্টময়ং ভোরং রক্তচন্দনচর্চিতম্ ॥ রক্তবর্ণং দৃঢ়কৈব  
 দ্বাদশগ্রহিসংযুতম্ । সংপূজ্য মঙ্গলং বামে ভক্ত্যা ধার্য্যং সুডোরকম্ । মঙ্গলায়  
 নমস্তভ্যং নমস্তে ঋণহারিণে । পুত্রপৌত্রপ্রদাত্রে চ মঙ্গলায় নমো নমঃ । মঙ্গলায়  
 নমস্তভ্যং নমস্তে ধনদায়িনে । বৃষ্টিকর্ত্রে চ হর্ত্রে চ মঙ্গলায় নমো নমঃ । মঙ্গলায়  
 নমস্তভ্যং নমস্তে দুঃখহারিণে । ভূমিপুত্রায় শুদ্ধায় চোগ্রায় চ নমো নমঃ ।  
 মঙ্গলায় নমস্তভ্যং নমঃ পাটলচক্ষুৰে । রক্তাস্বরায় দেবায় মঙ্গলায় নমো নমঃ ।  
 নমস্তে ভূমিপুত্রায় ঋণহর্ত্রে চ বৈ নমঃ । রক্তপুষ্পোপহারায় মঙ্গলায় নমো নমঃ ।  
 মঙ্গলায় নমস্তভ্যং নমস্তে সুখদায়িনে ॥ পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্যদায়িনে মঙ্গলায় নৈ ।  
 মঙ্গলায় নমস্তভ্যং সিন্ধুরূপচক্ষুৰে ॥ লোহিতায় সমস্তায় মঙ্গলায় নমো নমঃ ।  
 মঙ্গলায় নমস্তভ্যং নমস্তে ধনদায়িনে । লোহিতায় চ শান্তায় মঙ্গলায় নমো নমঃ ।  
 মঙ্গলাষ্টকমিদং পুণ্যং পূজয়েন্মঙ্গলে দিনে । সংবৎসরকৃতং কাৰ্য্যং মঙ্গলস্ত মহা-  
 ফলম্ । অনেনৈব বিধানেন পূজয়েন্মঙ্গলং প্রভুম্ । ভবন্নারী পুত্রবতী পতি-  
 স্তুত্যা ভবেদ্ধনী । যাবৎ করোতি কল্যাণি ব্রতমেতন্মহোদয়ম্ । তাবৎ কালাৎ  
 ভবেৎ সৌখ্যং সহ পত্ন্যা ন সংশয়ঃ । রক্তপুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ পকোপচার-  
 সংযুতৈঃ । নৈবৈতৈঃ পূজয়েৎকৃত্য মঙ্গলং সকলেষ্টদম্ । কথিতং তে মুনিশ্রেষ্ঠ  
 মঙ্গলস্ত মহাব্রতম্ । নোপবানো ন যজ্ঞশ্চ ন চৈব হি ধনব্যয়ঃ । কথ্যগ্ৰন্থ-  
 মাত্রেণ ব্রতস্ত লভতে ফলম্ । ভোরকং দ্বাদশে মাসি নূতনকৈব কারয়েৎ ।  
 পুরাতনং জলমধ্যে প্রক্ষিপেচ্চ সুপূজিতম্ । ব্রতমেতন্মহাভাগে কুরুতে যা  
 পতিব্রতা । অপুত্রো লভতে পুত্রং নিধনী চ ধনং লভেৎ । পুত্রঞ্চ লভতে শূরং  
 পণ্ডিতং সুচিরায়ুষম্ । ছলভা বন্ধুবর্গান্যং স্বামিনঃ সুভগা ভবেৎ । ব্রতানামুত্তমং  
 প্রোক্তং মঙ্গলস্তাচর্য্যং মহৎ । দেবানাক মনুষ্যাণাং সর্বেষামপি হৃদভম্ ।

ভবিষ্যপুরাণে দেবীনারদসংবাদে মঙ্গলবারব্রতকথা সমাপ্তা ।

অন্তঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিন্নান্ধারগাদি করিবে ।

মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত ।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবারে এই ব্রতাহুতান কারিতে হয় । যোলটি  
 কাঁটালের পাতা, যোলটি গুবাক, আত্র, তণুল, দুর্বা ও ফল সমস্তই যোলটি  
 করিয়া দিতে হয় । ব্রতকারিণীগণ দেবী প্রসাদ চিণিটকাদি ভক্ষণ করিয়া  
 সেই দিবস থাকিবেন ।

পূজাবিধি ।--পুরোহিত শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করিত সকল করি

বেন । যথা,—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদগ্ৰ্যমমুকে মাসি অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-  
গোত্রায়াম্রী অমুকদেব্য । ধনধাত্তসন্ততিপ্রাপ্তিকামনয়া গণপত্যাদি নানাঈবতা-  
পূজাপূর্বকং মঙ্গলচণ্ডিকাপূজনকর্য্যাহং করিষ্যামি” । পরে যুক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া  
ঘটস্থাপন করিবে । শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদিনবগ্রহ ও ইন্দ্রাদি-  
দশদিক্‌পাল, মৎস্যাদি দশাবতার প্রভৃতি দেবতাগণের পূজা করিয়া “হ্রীং”  
বীজ দ্বারা করাস্তন্যাস করিয়া চণ্ডীর ধ্যান করিবে । যথা—“ওঁ যৈষা ললিত-  
কান্তাখ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা বরদাভয়হস্তা চ দ্বিতুজা গৌরদেহিকা ।  
রক্তপদ্মাসনস্থা চ মুকুটোজ্জলমণ্ডিতা । রক্তকৌশেয়বস্ত্রা চ সিতবস্ত্রা শুভা-  
ননা । নবযৌবনসম্পন্না চার্কস্বী ললিতপ্রভা ।” এইরূপ ধ্যান করিয়া হস্তস্থ  
পুষ্প নিজের মস্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজাপূর্বক পুনরায় ধ্যান করিয়া  
আবাহন করত “এতৎ পাদ্যং ওঁ জ্রীং মঙ্গলচণ্ডিকায়ৈ নমঃ” বলিয়া পূজা  
করিবে । অতঃপর “হ্রীং” মন্ত্রে প্রাণায়াম করত যথাশাস্ত্র মন্ত্র জপ করত “ওঁ  
ওঁহাতিগুহাগোপ্ত্রী ত্বং” ইত্যাদি মন্ত্রে জপ সমর্পণপূর্বক ললিতকান্তা ও দিবা-  
করবাসিনীর পূজা করিয়া কথা শ্রবণ করিবে ।

ব্রতকথা ।—বনবাসগতো রাজা ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ । ভ্রাতৃত্বিঃ সহিতৈঃ  
সর্কৈর্নীরদেন নমারতঃ ॥ যুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদ উবাচ । আসীৎ সত্যযুগে  
রাজা অশ্বো নাম মহাত্মাঃ । তস্তাপি মহাবী নার্মী সুনীথা সুরভাতবৎ ॥  
সর্কৈর্ধর্ম্মাসমায়ুক্তশ্চান্দ্রদেশাধিপো নৃপঃ । অপত্যং নাস্তি তস্তাপি তদুৎথেন চ  
হৃদিতঃ ॥ আস্তে সিংহাসনে রাজা পাবনিক্রিয়মুদিতঃ । শৃংখানাকবাশ্চাপি  
মুনিভিষ্ঠ সমারিতঃ ॥ এবং শ্রোত্ব রাজাসৌ নারদস্তত্র আগতঃ । বীণাপাণিঃ  
শ্রয়ং গায়ন্ কৃষ্ণগানং স তুস্কৃৎ । জঘো জঘেহস্ত শর্কেন রাজ্ঞে চাশৌ কৃতা  
তদা । স চ রাজা মহাভাগো নারদঃ সমুপাগতম্ ॥ দৃষ্ট্বা তং পূজয়ামাস  
মধুপর্কাদিভিস্তথা । স্বাগতক মহাবাহো দেবানামপি চূর্ণভম্ ॥ সর্কং জানাসি  
বিপ্রর্ষে ভাগোন সমুপাগতঃ । কিন্তু পূজামি মদুৎথং পুত্রো মে ন ভবেৎ  
কথম্ ॥ রাজ্ঞোহপি তরুণঃ শ্রদ্ধা নারদো মুনিমত্তমঃ । শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি  
যতন্তে বঙ্গলং ভবেৎ ॥ জয়চণ্ডীং পূজয়স্ব ভার্য্যয়া সহিতঃ সদা । পুঞ্জিতা সা  
মহাভাগা তুভ্যং পুত্রং প্রদাত্ততি । নারদস্ত বচঃ শ্রদ্ধা জ্ঞপ্তো রাজা স ভার্য্যয়া ।  
ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ দেবর্ষিঃ ভক্তিতাবসমুদিতঃ ॥ রাজোবাচ । জয়চণ্ডী মহামায়া যা  
ব্রহ্মা কথিতা মম । তস্যাঃ পূজাং ন জানামি কথয়স্ব মহামুনে ॥ ক আমে  
বাসরে কাপি তদ্যঃ পূজাং করিষ্যতি । কো মন্ত্রঃ কোবিধিঞ্চাপি কিং জব্যং



পূজনে ভবেৎ ॥ অত্ৰা চ নারদো বাক্যং রাজানং প্রতি চাত্রবীৎ ॥ নারদ উবাচ ।  
 এতদ্ব্রতং প্রবক্ষ্যামি শৃণু স্বসমাहितঃ । জ্যৈষ্ঠে মাসি শুভে কালে ব্রতায়ত্তঃ  
 করিষ্যতি ॥ ভাৰ্য্যা সহিতো রাজন্ বারে মঙ্গলসংজ্ঞক । বিশেষণোপি  
 নার্য্যাং ব্রতমেতং শুভপ্রদম্ ॥ নার্য্যো ব্রতং করিষ্যন্তি যাবৎ প্রাণস্য ধারণম্ ।  
 জব্যাকাম্য প্রবক্ষ্যামি পূজাকাপি বিশেষতঃ ॥ পনসস্য চ পত্ন্যপি শুভাকন্য  
 কসানি চ । আত্ৰতগুলদূৰ্ব্বাশ্চ সৰ্ব্বাঃ ষোড়শ ষোড়শ ॥ নানাবিধৈশ্চ পুষ্পৈশ্চ  
 বজ্রযজ্ঞোপবীতকৈঃ । ধ্যানেন চাগমোক্তেন পুজয়েজ্জয়চণ্ডিকাম্ ॥ নৈবেদ্যঞ্চ  
 ততো দদ্যাৎ তাশ্বলং বড়্ গুণাবিতম্ । প্রার্থয়েচ্চ ততো দেবীং নারী ভক্তিসম-  
 দ্বিতা ॥ জয়চণ্ডি মহামায়ে ত্রৈলোক্যজননি শিবে । সিক্টিং কুরু মমাতীষ্টং  
 নমস্তে হরবল্লভে ॥ পুত্রং দেহি ধনং দেহি ভাগ্যং মে দেহি সৰ্ব্বদা । ক্ষমস্বাপরাধং  
 চ মে নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥ এবং স্থত্বা ততো দেবীং নমস্কৃত্য পুনঃপুনঃ ।  
 ব্রতিগণং নমস্কৃত্য ব্রাজ্ঞান্ তে জয়েততঃ ॥ অকং বিপ্রায় দাতব্যং স্বয়ং ভূঞ্জীত  
 নাক্ষথা । আত্ৰাণং পনসানাক্ষ সূপকানি কলানি চ ॥ অথবা পৃথুলড্ডুকান্  
 বড়্ গুণান্ দবিমিশ্রিতান্ । বিপ্ৰেভ্যো দক্ষিণাং দত্ত্বা তৎকালং  
 প্রাবয়েৎ কথাম্ ॥ নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা স রাজা হৃষ্টমানসঃ ॥ ভাৰ্য্যাং প্রাহ  
 বতং সৰ্বং নারদেনেন্নিতং বচঃ ॥ সুনীথা প্রাজলিংশাপি রাজানং বাক্যমব্রবীৎ ।  
 এতদ্ব্রতং করিষ্যামি যদি চাক্ষা ভবেত্তব ॥ রাজা প্রাহ ততো ভাৰ্য্যাং ক্রিয়তাং  
 ব্রতমুত্তমম্ । ভৰ্গুরাজ্ঞাং পুরহুতা নারদস্য বচস্তদা । সুনীথা স্বামিসুভগা  
 স্বকরোং ব্রতমুত্তমম্ ॥ ততো দেবীং প্রযযৌ নারদো মুনিসন্তমঃ ॥ আকাশং  
 বিমূপদবীং তুস্কুসহিতস্তদা । বসন্তকং ব্রতং কৃতা গতিণী সুনীথান্তবৎ ॥  
 দশমাসে তু সম্পূর্ণে প্রসূতা পুত্রমুত্তমম্ । দিনে দিনে স ববুধে যথা শুক্ল  
 চন্দ্রমাঃ ॥ পুত্রজন্মনি রাজা চ বিপ্রায় প্রদদৌ ধনম্ । ততো বেণ ইতি নাম  
 চকার চ পুরোহিতঃ । কালেন ক্রিয়তা চাপি রাজপুত্রো বিবাক্কিতঃ । প্রজানাং  
 কদনং চক্রে দোষান্নাতামহম্ ॥ ততো নিবেদনং চকুঃ প্রজাঃ সৰ্ব্বাঃ  
 সমাহিতাঃ । অকরোত্তব বাণোহসাবম্মাকং কদনং মহৎ ॥ দিনে দিনে  
 কুরুঋত্বং শ্রুত্বা রাজা মহামনাঃ । অগমৎ বিপিনং রাজা মনস্তাপিশ্চ তাপিতঃ ॥  
 মার্গমাংস রাজানং প্রজা হুংথেন হুংখিতা । রাজানং তঞ্চ নাস্তি পুত্র  
 ষাতাঃ সমাহিতাঃ ॥ বেণমুচুচ তং সৰ্পে পাজগিত্রাদয়ো নৃপ । রাজপুত্র  
 মহাবাহো প্রজাপালনতৎপর । ওষাক্ষ বচনং শ্রুত্বা বেণঃ প্রশংসাহিতঃ ।  
 অহং রাজা ভবিষ্যামি নাজ কাৰ্ণাটচারণা । একমুক্তা ততো বেণঃ সিংহাসন-

মুপাৰিশং । একদা মুনয়ঃ সৰ্বে অভিষেকার্থমাগতাঃ । মুনীনৃ দৃষ্ট্য়া ভৃত্তো  
বেগঃ সন্মানং নাকরোত্তরা । ততোহপি মুনয়ঃ সৰ্বে জগ্মুঃ স্বস্বাশ্রমং প্রাতি ।  
ততো বেগো হুয়াত্মভূং সঙ্ক্যাদিপ্রতিষেধকঃ । ন দেবে ন গুরৌ ভক্তিৰ্ভাষ্যে  
হপি তথাবিধৌ । ভূয়োহপি মুনয়ঃ সৰ্বে বিজ্ঞাপয়িতুমাগতাঃ । মুনয় উচুঃ ।  
শৃণু রাজন্ মহাবাহো প্রজানাং কদনং কথম্ । এবং শ্রুত্বা ততো বেগো মুনীনৃ  
প্রোবাচ কোপিতঃ । যুয়ান্ভিন্ ক্রতং কিঞ্চিৎ সৰ্বদেবসমো নৃপঃ । ততো  
মম্যেব তৎসৰ্বং পূজনং সম্ভবেদিতি । বেগস্য বচনং শ্রুত্বা মুনয়ঃ কুপিতা  
ভূশম্ । হস্তারোণৈব শকেন ভগ্নীকৃত্য গংতাস্তদা । দগ্ধং পুত্রং সমাসাদ্য বেগস্ত  
জননী তদা । হা পুত্র পুত্র পুত্রেতি রুরোদ ব্যাকুলা ভূশম্ । বনং জগাম  
মৎস্বামী পুত্রো মে ব্রাহ্মণৈহ তঃ । অভাগ্যাহং ক গচ্ছামি বিধিনা বক্তিতা-  
প্যহম্ । এবং রুদিত্বা সম্যং জয়চণ্ডীং রূপাময়ীম্ । তুষ্ঠাব বেগজননী পুত্র-  
শোকেন বিহ্বলা । চণ্ডিকে চণ্ডমথনি নিশুস্তশুহনাশিনি । মহং দত্তস্বয়া  
পুত্রো ব্রাহ্মণৈঃ সোহগ মে হতঃ । ততশ্চ করুণং শ্রুত্বা পার্শ্বতী শঙ্করপ্রিয়া ।  
উবাচ রাজজননীং পুত্রশোকেন কষিতাম্ । মা রোদীর্ষেণজননি তব  
পুত্রো ভবিষ্যতি । ভূয়োহপি মুনয়ঃ সৰ্বে তব পুত্রস্ত কারণম্ । আগমিষ্যন্তি  
মুনয়ঃ পুত্রং স্থাপয়িতুং ব্রতম্ । আকাশবাণীং তাং শ্রুত্বা চিহ্নযৌ বিশদাং তদা ।  
ততশ্চ বেগজননী পুত্রং নীত্বা ত্বরাদিতা । ভৰ্জয়িত্বা তু তৈলেন সা পুত্রস্য  
শরীরকম্ । সুনীথা স্থাপয়িত্বা চ স্থানে জনবিসৰ্জিতে । জয়চণ্ড্যাং বচনং  
শ্রুতি কৃত্বা গৃহেহবসৎ । অরাজকবশাত্তত্র প্রজা হুঃখপ্রপীড়িতা । প্রজানাং  
কদনং দৃষ্ট্য়া মুনয়ো বহুহুংখিতাঃ । আজগ্মুরাজনিলয়ং কমণ্ডলুজলাঘিতাঃ ।  
বেগস্য জননীং প্রাহঃ শৃণু বচনং শুভম্ । শরীরং তব পুত্রস্য বর্ততে দীপ্যতাং  
বহিঃ । স্বয়ীণাং বচনং শ্রুত্বা সুনীথা ক্রষ্টমানসা । আনয়ামাস তং পুত্রং  
ঋষিভ্যশ্চ তদা দত্তৌ । সুনীথা দগ্ধপুত্রস্য শরীরং মুনয় তদা । মমথুশ্চ  
কুশৈঃ পুষ্পৈঃ কমণ্ডলুজলৈস্তথা । শরীরং প্রযযৌ তচ্চ যদেব পাপসংযুতম্ ।  
ততো দক্ষিণবাহোশ্চ পৃথুবাঙ্গো মহাতপাঃ । সৰ্বলক্ষণসম্পন্নঃ সুনীথালোক-  
নাশনঃ । আজগাম মহারাজো বিষাদো নাত্র কস্যচিৎ । অভিষেকস্ততঃ কৃত্বা  
পৃথুবাঙ্গো মহাবলম্ । জগ্মুশ্চ মুনয়ঃ সৰ্বে জয়শব্দমঘিতাঃ । গতশোকা  
সুনীথাপি জয়চণ্ডীপ্রসাদতঃ । পুত্রং প্রাপ্য মহাক্রষ্টা তাং দেবীং পূজয়েৎ সদা ।  
ততো যুধিষ্ঠিরং প্রাহ নারদো মুনিসত্তমঃ । তং বরঞ্চ মহারাজ দ্রৌপদীং  
ঋচিয়াননাম্ । তস্য ব্রতস্য করুণাং সুপুত্রশ্চ ভবেদিতি । এবং ব্রতং বা

কৃত্তে সা ভবেদ্ব বহুপুত্রিণী । ইহ লোকে স্তুতং স্থিত্বা যাত্যন্তে চণ্ডিকালয়ম্ ॥

ইতি ভবিষ্যপুরাণে মঙ্গলচণ্ডিকাব্রতকথা সমাপ্তা ৷

অনন্তর দক্ষিণা ও অচ্ছিন্নাবধারণাদি করিবে ।

মঙ্গলবার ব্রত ।

প্রতি মঙ্গলবারে অষ্টদলপদ্মোপরি রক্ততুলপূর্ণ নূতন শরাবদয় স্থাপন করত পুরোহিত আচমনপূর্বক স্থতিবাচন করিয়া সঙ্কর করাইবেন । যথা — “বিষ্ণুরোম্ ভৎসদন্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুকগোত্রা ত্রীমুকী দেবী ঝটিতি দীর্ঘায়ুঃপুত্রোৎপত্তিকামা গণেশাদিদেবতাপূজাপূর্বক-মঙ্গলপূজাকথাস্রবণরূপমঙ্গলবারব্রতমহং করিষ্যে ।” এইরূপ সংকল্প করাইয়া পুরোহিত স্তুত পাঠান্তে আসনশুদ্ধাদি করিয়া গণেশাদিদেবতাগণের পূজা-পূর্বক মঙ্গলের ধ্যান করিবে । যথা—“ওঁ রক্তমালাধরবরং শূল-শক্তিসম্বিতম্ । গদাপদধরং দেবং মেঘরূপং বরপ্রদম্ ।” এই প্রকার ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করত পুনর্বার ধ্যান করিয়া আবাহনপূর্বক “ওঁ মঙ্গলায় নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করত করবীর ও জবাশুপ্পদ্বার্য্য অঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিয়া “মঙ্গলায় নমস্তভ্যং নমস্তে ঋণহারিণে । পুত্রপৌত্রপ্রদাত্রে চ মঙ্গলায় নমোনমঃ ॥” বলিয়া দ্বাদশ গ্রন্থিস্তুত রক্তচন্দন চর্চিত রক্তস্রোত্রে ডোরক বাস করে ধারণ করিবে । পরে ফলহস্ত ইহীয়া কথা শ্রবণ করিবে ।

ব্রতকথা ।—নারদ উবাচ । নারদঃ প্রাহ তত্ত্বজ্ঞো জ্ঞানবান্ স মহা-ব্রতিঃ । প্রণম্য পার্শ্বতীং দেবীং দশরূপঃ সূরমাহিতঃ । ন জীবতি স্মৃতো যজ্ঞা ন গর্ভ উপজায়তে । কস্মাদ্বেতাদ্ভবেন্নারী পুত্রপৌত্রসমবিতা । মহেশ্বরী তদাচক্ষু-ব্রতানাং ব্রতমুত্তমম্ । ভক্তিং গৃহাণ মে দৌব ধনদাত্ত্রপ্রদায়িনি । দেবুবাচ । বজ্রা জনয়তে পুত্রং মৃতবৎসা তথৈব চ । অচিরেণ পতিস্তন্যা নির্ধনশ্চ ধনী ভবেৎ । অথ তাত্রময়েণৈব চাশক্তৌ মুমুয়েন বা । মঙ্গলপ্রতিমাং কৃৎস্না পূজয়েৎ মঙ্গলে দিনে । শুক্লপট্টময়ং ডোরং রক্তচন্দনচর্চিতম্ । রক্তবর্ণং দৃঢ়কৈব দ্বাদশগ্রন্থিনংসুতম্ । সম্পূজ্য মঙ্গলং বামে ভক্ত্যা ধার্ব্যং সূডোরকম্ । মঙ্গলায় নমস্তভ্যং নমস্তে ঋণহারিণে । পুত্রপৌত্রপ্রদাত্রে চ মঙ্গলায় নমো নমঃ । মঙ্গলায় নমস্তভ্যং নমস্তে ধনদায়িনে । বৃষ্টিকর্ন্তে দৌহিত্রে চ মঙ্গলায় নমো-নমঃ । মঙ্গলায় নমস্তভ্যং নমস্তে হৃৎহারিণে । ভূমিপুত্রায় শুদ্ধায় চোগ্রায় চ নমো নমঃ । মঙ্গলায় নমস্তভ্যং নমঃ পাটলচক্ষুধে । বজ্রাধরায় দেবায় মঙ্গলায় নমো নমঃ । নমস্তে ভূমিপুত্রায় ঋণহত্রে চ বৈ নমঃ । রক্তপুষ্পোপ-

হারায় মঙ্গলায় নমো নমঃ । মঙ্গলায় নমস্তভ্যং নমস্তে সুখদায়িনে । পূজপৌত্র-  
ধনৈর্স্বাদায়িনে মঙ্গলায় বৈ । মঙ্গলায় নমস্তভ্যং সিন্দূরাক্ষণচক্ষুষে । লোহিতায়  
সমস্তায় মঙ্গলায় নমো নমঃ । মঙ্গলায় নমস্তভ্যং নমস্তে ধনদায়িনে । লোহিতায়  
চ শান্তায় মঙ্গলায় নমো নমঃ । মঙ্গলাষ্টকমিদং পুণ্যং পূজয়েন্নঙ্গলে দিনে ॥  
সংবৎসরকৃতং কার্য্যং মঙ্গলস্য মহাকলম্ । অনেনৈব বিধানেন পূজয়েন্নঙ্গলং  
প্রভুম্ । ভবেন্নারী পুত্রবতী পতিস্তথা ভবেন্ননী । যাবৎ করোতি কল্যাণী  
ব্রতমেতন্মহোদয়ম্ । তাবৎ কালং ভবেৎ সৌখ্যং সহ পত্যা ন সংশয়ঃ । ব্রজ-  
পুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ পঞ্চোপচারসংযুতৈঃ । নৈবেদ্যৈঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা মঙ্গলং সকলে-  
ষ্টদম্ । কথিতং তে মুনিশ্রেষ্ঠ মঙ্গলস্য মহাব্রতম্ । নোপবাসো ন যজ্ঞশ্চ ন  
চৈবহি ধনব্যয়ঃ । কথা-শ্রবণমাত্রেণ ব্রতস্য লভতে ফলম্ । ভোরকং দ্বাদশে  
মাসি নৃতনৈকৈব কারয়েৎ । পুরাতনং জলমধ্যে প্রক্ষিপেচ্চ সুপূজিতম্ । ব্রতমে-  
তয়হাভাগ কুরুতে যা পতিব্রতা । অপুলো লভতে পুত্রং নির্ধনশ্চ ধনং লভেৎ ।  
পুত্রঞ্চ লভতে শূরং পণ্ডিতং সুচিরায়ুধম্ । দুর্লভা বক্রবর্ণাণাং স্বামিনঃ সুভগা  
ভবেৎ । ব্রতানামুত্তমং প্রোক্তং মঙ্গলস্যার্কনং মহৎ । দেবানাঞ্চ মনুষ্যাণাং  
সর্বেষামপি দুর্লভম্ ॥ ইতি মঙ্গলবারব্রতকথা সমাপ্তা ॥

অন্তঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে ।

নিত্য-যষ্ঠী ব্রত ।

প্রতি মাসের শুক্লপক্ষীয় যষ্ঠী তিথিতে এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়া একবৎসর  
পর্য্যন্ত ব্রতচরণ করিতে হয় ।

ব্রতবিধি ।—শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া পুরোহিত আচমন করিয়া স্বস্তিবাচন  
পূর্ব্বক সংকল্প করাইবেন । যথা,—“বিষ্ণুনমোহন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে  
যষ্ঠ্যস্তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকদেবী গণপত্যাদিদেবতাপূজাপূর্ব্বক যষ্ঠীপূজা-  
ভংকথাশ্রবণরূপ নিত্যযষ্ঠীব্রতকন্যাহং করিষ্যে ।”

এইরূপ সঙ্কল্প করাইয়া পুরোহিত হস্তপাঠ করত গণেশাদিদেবতাগণের  
পূজা করিয়া যষ্ঠীপূজা করিবে । যথা,—

“জ্ঞানং জ্ঞদায় নমঃ” এইক্রমে অঙ্গভাস ও কবচাঙ্গ করিয়া যষ্ঠীর ধ্যান  
করিবে,—“ওঁ যষ্ঠাংশাং প্রকৃতেঃ শুদ্ধাং সুপ্রতিষ্ঠাঞ্চ সুপ্রভাম্ । সুপুত্রদাঞ্চ  
ইত্যং দয়াক্রুপাং জগৎপ্রভুম্ । শ্বেতচম্পকবর্ণাভাঃ রত্ন-ভূষণভূষিতাম্ ।  
পবিত্ররূপাং পরমাং দেবসেনামহং ভজ্যে ॥”

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজাপূর্ব্বক পুনরায় ধ্যান ও অঙ্গা

হনাদি করত—“ওঁ হ্রীং খঁঠো নমঃ” এই মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পূজা করত নমস্কার করিয়া কথা শ্রবণ করিবে।

ব্রত কথা,—শ্রীনারায়ণ উবাচ। ষষ্ঠাংশ প্রকৃতার্থে। চ/সা চ ষষ্ঠী প্রকী-  
র্ত্তিতা। তত্তাঃ পূজাবিধৌ ব্রহ্মন্ ইতিহাসমিমং শৃণু। রাজা প্রিয়ব্রতচন্দ্রীৎ  
স্বায়ম্ভুবমনোঃ স্মৃতঃ। যোগীন্দ্রো ন বহুদ্বার্যাং তপস্যাস্ত্র রতঃ সদা। ব্রহ্মাজয়  
চ যত্নেন কৃতদারো বভূব সঃ। স্মৃতিবৎ কৃতদারশ্চ ন লেভে তনয়ং ততঃ।  
পুস্ত্রেষ্টিযজ্ঞঃ তৎকপি কারয়ামাস কশ্যপঃ। মালিত্বে তত্র কান্ত্যায়ৈ মুনির্যজ্ঞচক্ৰং  
দদৌ। ভুক্ত্য চরুশু তত্ত্যাস্ত সদ্যো গর্ভো বভূব হ। দদার তৎসা দেবী দৈবং  
দ্বাদশবৎসরম্। ততঃ সুনাব সা ব্রহ্মন্ কুমারং কনকপ্রভম্। সর্বাঘবসম্পন্নং  
মৃতমুত্তমানলোচনম্ ॥ অশ্বানক যগৌ রাজা গৃহীত্বা বালকং মুনে। এতন্মিত্ততরে  
তত্র বিমানঞ্চ দদর্শ হ। দদর্শ তত্র দেবীক কমনীয়াং মনোহরাম্। দৃষ্ট্বা তাং  
পুৰতো রাজা ভূষ্টাব পরমাদরম্। পপ্রচ্ছ রাজা তাং দৃষ্ট্বা গ্রীষ্মস্বর্য্যসমপ্রভাম্।  
তেজসা জলিতাং কান্ত্যং শান্ত্যং স্কন্দম্ নারদ। প্রিয়ব্রত উবাচ। কং ত্বং  
সুশোভনে কস্ত কাস্তে কান্ত্যসি সুরতে। কস্ত কস্তা বরারোহা ধন্যা চ  
যোষিতাং সদা। দেবসেনোবাচ। ব্রহ্মণো মানসী কস্তা দেবসেনাহমীশ্বরী।  
সৃষ্ট্বা মাং মনসা ধাতা দদৌ স্বন্দায় ভূমিণ। মাতৃকাসু চ বিখ্যাতা স্কন্দভার্যা  
চ সুরতা। বিশ্বষষ্ঠীতি বিখ্যাতা ষষ্ঠাংশ প্রকৃতার্থতঃ। ইত্যেবমুক্ত্য সা দেবী  
গৃহীত্বা বালকং মুনে। মহাস্থানেন তপসা জীবয়ামাস লীলয়া। গৃহীত্বা  
বালকং দেবী গগণং গন্তুমদ্যতা। পুনস্তষ্টাব তাং রাজা শুককণ্ঠোষ্ঠতালুকঃ।  
নৃপন্তোদ্রেণ সা দেবী পরিতুষ্টা বভূব হ। উবাচ ত্বং নৃপং ব্রহ্মন্ বেদোক্তং কৰ্ম  
নির্ম্মিতম্। দেবসেনোবাচ। ত্রিষু লোকেষু রাজা ত্বং স্বায়ম্ভুবমনোঃ স্মৃতঃ।  
মম পূজাঞ্চ সর্কত্ব কারণিত্বা স্বয়ং কুরু। তদা দাত্যামি পুস্ত্রে কুলপদ্মং  
মনোহরম্। ইত্যেবমুক্ত্য সা দেবী তস্মৈ শুভালকং দদৌ। রাজা চকার  
স্বীকারং তৎপূজার্থক সুরতঃ। জগাম দেবী স্বর্গঞ্চ দদ্বা তস্মৈ শুভং বরম্।  
আজগাম মহারাজঃ স্বগুহং লুপ্তমানসঃ। দেবীং তাং পূজয়ামাস ব্রাহ্মণেন্তো  
দনং দদৌ। রাজা চ প্রতিমাসেবু শুকযষ্ঠ্যাং মহোৎসবং। ষষ্ঠীদেব্যাশ্চ যত্নেন  
কারয়ামাস সর্কতঃ। বালানাং স্মৃতিকাগারে ষষ্ঠীহে যত্নপূর্ব্বকম্। তৎপূজাং  
কারয়ামাস চৈকবিংশতিবাসরে ॥ বালানাং শুভকার্য্যে চ শুভানুপ্রাশনে তথা।  
সূর্ব্বজৈ বর্জয়ামাস স্বয়মেব চকার হ। প্যানং পূজাবিধানক স্তোত্রং মন্তো  
নিশাময়। যক্ষুস্তা ধর্ম্মবজ্জেন কোপমোক্ষক সুরতঃ। শালগামে ঘটে বাধ

ষট্শ্লোকেণ বা মূনে । ভিত্তৌ পুতলিকাং কৃত্বা পূজয়েদ্বা বিচক্ষণঃ । ষষ্ঠাংশং  
প্রকৃতেঃ শুদ্ধাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুপ্রভাং । সুপুত্রনাথং শুভদাং দয়াক্রপাং জগৎ-  
প্রসূম্ । ষ্বেতচম্পকবর্ণাভাং রত্নভূষণভূষিতাং । পবিত্রক্রপাং পরমাং দেবসে-  
নাগমং ভজে । ইতি ধ্যান্তা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ । পুনর্ধ্যান্তা চ মূলেন  
পূজয়েৎ সুব্রতাং সতীম্ । পাটীদাশচার্য্যাচমনীমৈর্গন্ধপুষ্পপ্রদীপকৈঃ । নৈবেদ্যৈ-  
র্কির্বিধৈশ্চাপি ফলেন শোভনেন চ । মূলেন ওঁ হ্রীং যক্ষীন্দেব্যা স্বাহেতি বিধি-  
পূর্বকং । অষ্টাক্ষরং মহামন্ত্রং যথাশক্তি জপেদগ্নয়ঃ । ততঃ স্তব্ধা চ প্রণমেত্ত-  
কিন্তুক্ষণঃ সমাহিতঃ । স্তোত্রঞ্চ সামর্থেদোক্তং বরপুত্রকলপ্রদম্ । অষ্টাক্ষরং  
মহামন্ত্রং লক্ষধা যো জপেদমূনে । স পুত্রং লভতে নূনমিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ।  
ইতি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে নারায়ণনারদসংবাদে নিত্যষষ্ঠীরতকথা ॥

অনন্তর দক্ষিণা ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে ।

ইতি ব্রতমালা বিধি সমাপ্ত ॥

### বৈদ্যনাথ-পূজা ।

প্রথমত শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন পূর্বক স্থিতিবাচন করত “ওঁ সূর্য্যঃ  
সোমো” ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া সংকল্প করিবে । যথা, — “বিষ্ণুরোম্ তৎসদগ্ধ  
অমুকৈ ম্যসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত্রীমমুকদেবশর্গুণঃ  
শ্রীবৈদ্যনাথপ্রীতিকামনয়া গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বকপার্বর্তীসহিত শ্রীবৈ-  
দ্যনাথ পূজা ছাগপশু বলিদান কৰ্ম্মাহং করিষ্যামি ।”

এইরূপ সংকল্প করিয়া হুঙ্করমন্ত্র পাঠ করত আসনশুদ্ধাদি পূর্বক ষট্স্থাপন  
করিয়া ( ৫—৭ পৃ দেখ ) গণেশ, শিবাди পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি-  
নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্ পাল ও মংস্যাদি দশাবতার প্রভৃতির পূজা পূর্বক  
প্রাণায়াম করত গুরুপঙ্ক্তি নমস্কার করিবে । অতঃপর বামে” ওঁ গুরবে নমঃ ;  
এই ক্রমে—দক্ষিণে, গণেশায় ; বাহুমূলে, ধর্ম্মায়, জ্ঞানায় ; উরুযুগলে, বৈরাগ্যায়,  
ঐশ্বর্য্যায় ; নাভিতে অধর্ম্মায়, উত্তর পাশ্বে অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায় ;  
কদম্বে অনন্তায়, পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলায়, উং চন্দ্রমণ্ডলায়, সং সত্যায়, বং রজসে,  
তং তমসে, জাং জ্যায়নে, অং অন্তরায়নে, পং পরমায়নে, হ্রীং জ্ঞানায়নে ।”  
এই বলিয়া শ্রাস করিয়া ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, ব্যাপকন্যাস, প্রাণায়াম ও  
পীঠমাস ( ৯—১৫ পৃ দেখ ) করিবে ।

অতঃপর “বাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ” এই ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া

ধ্যান করিবে। যথা,—ওঁ চন্দ্রকোটিপ্রতীকাশং ত্রিনেত্রং চন্দ্রভূষণং । আপি-  
ঙ্গলজটাজুটং রত্নমৌলিবিরাজিতং ॥ নীলগ্রীবমুদারাম্রং নাগহারোপভূষিতং ।  
বরদাভয়হস্তঞ্চ হরিণঞ্চ পরম্বধং ॥ দধানং নাগবলয়ং কেয়ুরাঙ্গদভূষিতং । ব্যায়-  
চর্মপরীধানং রত্নসিংহাসনস্থিতং ॥”

\* এই প্রকার ধ্যান করিয়া স্বীয় মস্তকে হস্তস্থ পুষ্প প্রদান করত  
আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও মানসোপচারে পূজা ( ১৭ পৃ দেখ ) করিয়া  
বিশেষার্থ্য স্থাপন ( ১৮ পৃ দেখ ) করত পুনরপি অঙ্গন্যাস ও করন্যাস  
পূর্বক ধ্যান করিয়া পীঠন্যাসক্রমে পীঠ পূজা করত “বৈদ্যনাথায় নমঃ”  
এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে বৈদ্যনাথের পূজা করিয়া বৈদ্যনাথের বামভাগে  
দেবীকে ভাবনা করত “হ্রীং অঙ্গুষ্ঠাত্যাং নমঃ” এই ক্রমে করাজ্ঞাস্য পূর্বক  
দেবীর ধ্যান করিবে। যথা,—

“ওঁ ভাস্করজবাগ্রহনাতামুদার্কসমপ্রভাং । বিদ্যাংপুঞ্জনিভাং তথীং মনো-  
নয়ননন্দিনীং । বালেন্দ্রশেখরাং স্বিদ্ধাং লীলাকুঞ্জিতমূর্ধজাং । জ্রতঙ্গমঙ্গ-  
কচিরাং নীলালকবিরাজিতাং । মণিকুণ্ডলবিদ্যোতমুখমণ্ডলবিভ্রমাং । নব-  
কুঙ্কমপত্রাকপোলতলরজিনীং । মধুরস্মিতবিভ্রাজদরুণাধরপল্লবাং । কঙ্কুঠাং  
শিবামুদ্রক্লেমকাকীর্ণগারিতাং । রত্নসিংহাসনাক্রুতাং সর্পরাজপরিচ্ছদাং ॥”

এইরূপ ধ্যান করিয়া হস্তস্থ পুষ্প স্বীয় মস্তকে প্রদান করত মানসোপচারে  
পূজা করিয়া বিশেষার্থ্য স্থাপন করত পীঠন্যাসক্রমে পীঠপূজা করিয়া পুনরপি  
করাজ্ঞাস্য পূর্বক দেবীর ধ্যান করিয়া “হ্রীং পার্শ্বতৈ নমঃ” এই মন্ত্রে  
যথাক্রমে উপচারে দেবীর পূজা করিয়া আবরণ পূজা করিবে। যথা,—

“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ”—এই ক্রমে—“ভাস্করায়, কেশবায়,  
কৌষিক্যে, আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যঃ, ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালেভ্যঃ, নন্দীশ্বরায়,  
ঈশানায় ।”

অন্তঃপর প্রাণায়াম ও অঙ্গন্যাসাদি করিয়া মূলমন্ত্র যথা শক্তি জপ করিয়া  
জপ সমর্পণ করত নমস্কার পূর্বক প্রার্থনা করিবে। যথা,—

ওঁ ঋণপাতকদোষাগাদারিত্যং বিনিবর্তয়েৎ । অশেষাঘবিনাশায় প্রসীদ  
মম শঙ্কর । গৃহাণ তব পার্শ্বত্যা সহ পূজাং ময়া কৃতাং ॥”

অনন্তর বলিদান করিবে। যথা,—

মূলকণ বলি দেবতার সম্মুখে আনয়ন পূর্বক অর্ঘ্যোদক দ্বারা মূলমন্ত্রে  
প্রোক্ষণ করিয়া খেজুরদ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া পশুর শৃঙ্গ ও ললাটে

সিন্দূর প্রদান করিবে । মন্ত্র যথা,—“ওঁ জবাকুশুমসঙ্কশে স্বর্ধ্যাকোটিলমগ্রভে ।  
সিন্দূরকঙ্কজলাদীনি গৃহ গৃহ যথা স্মৃৎ ॥” অতঃপর গন্ধপুষ্পাকৃত দ্বারা পশুর পূজা  
করিয়া পশুর কর্ণে গায়ত্রী পাঠ করিবে । যথা,—“ওঁ পশুপাশায় বিদ্যাহে  
বিশ্বকর্মেণে ধীমহি তন্নো জীবঃ প্রচোদয়াৎ ।” অতঃপর পশুর গাত্রে ভৈরবস্থান  
করিবে ।—যথা মন্তকে ক্ষৌঃ অসিতাক্ষভৈরবায় নমঃ । মুখে, ক্ষৌঃ কুরু-  
ভৈরবায় নমঃ । জুয়ে—ক্ষৌঃ চণ্ডভৈরবায় নমঃ । নাভিতে—ক্ষৌঃ ক্রোধ-  
ভৈরবায় নমঃ । দক্ষপাদে ক্ষৌঃ উন্নতভৈরবায় নমঃ । বামপাদে ক্ষৌঃ কপালি-  
ভৈরবায় নমঃ । পৃষ্ঠে—ক্ষৌঃ ভীষণভৈরবায় নমঃ । গলে ক্ষৌঃ সংহার-  
ভৈরবায় নমঃ । অতঃপর তিল কুশঙ্গল গ্রহণপূর্বক বাক্য করিবে । যথা,—

“বিষ্ণুর্যম তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত  
শ্রীঅমুকদেবশর্মণঃ শ্রীবৈদ্যনাথস্ত বর্ষদশকাবচ্ছিন্নহস্তিকামনয়া ইমং পশুং  
শ্রীবৈষ্ণবানাথায় তুভ্যমহং সম্প্রদাদানি ।”

এইরূপ বাক্য করিয়া পশু উৎসর্গ করত “ওঁ যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টা যজ্ঞার্থে  
পশুযাতনং । অতস্বাং বাতয়িষ্যামি তস্মাদ্ যজ্ঞে বধো বধঃ ॥”

অনন্তর খড়্গপূজা করিবে । যথা,—খড়্গের মূল, মধ্য ও অগ্রে সিন্দূর-  
দ্বারা বর্তুলত্রয় অঙ্কিত করিয়া অগ্রে “জাঃ” মধ্যে “হং” মূলে “জীঃ” এই বীজত্রয়  
লিখিয়া “ওঁ কৃষ্ণং পিণ্ডাকপাণিক” ইত্যাদি ধ্যান ( ২০৯ পৃ দেখ )  
করিয়া “ওঁ হ্রীং কালি কালি বজ্রধরি লোহদণ্ডায় খড়্গায় নমঃ” এই মন্ত্রে  
পাত্ৰাদি দ্বারা খড়্গের পূজা করিয়া অগ্রে হং বাগীশ্বরীত্রয়ভ্যাং নমঃ ।  
মধ্যে—হং লক্ষ্মীনারায়ণভ্যাং নমঃ । মূলে—হং উমামহেশ্বরভ্যাং নমঃ ।  
ওঁ ব্রহ্মবিমূশিবশক্তিযুক্তায় খড়্গায় নমঃ । বলিয়া গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া  
“ওঁ খড়্গায় ধরনাশায় শক্তিকার্য্যায় তৎপরঃ । পশুচ্ছেদস্তয়া শীঘ্রং খড়্গানাথ  
নমোহস্ত তে ।” ইহা বলিয়া প্রার্থনা করিবে ।

অতঃপর “ওঁ ঐং জ্রীং শ্রীং ইমং পশুং মহামোক্ষং কুরু কুরু গৃহ গৃহ  
স্বাহা ।” বলিয়া খড়্গ সমর্পণ করিবে । পরে “ওঁ যথোক্তেন বিধানেন তুভ্য-  
মস্ত সমর্পিতং ।” বলিয়া পশুসমর্পণ করত পশু ছেদন করিবে ।

পরে পশুর ছিন্নশিরের উপর ঘৃতাক্ত বর্জিকা প্রক্ষালিত করিয়া “অগ্নেত্যাদি  
শ্রীবৈষ্ণবানাথদেবতায় বর্ষদশকাবচ্ছিন্নহস্তিকামনয়া এষ সমাংসপ্রদীপছাগ-  
শিরোবলিঃ শ্রীবৈষ্ণবানাথদেবতায়ৈ তুভ্যমহং সম্প্রদাদানি ।” এইরূপ বাক্য করিয়া  
শির উৎসর্গ করিয়া দিবে ।



ଅନନ୍ତର ଋଷିର ପଞ୍ଚମା ବିଭାଗ କରିବା ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଅମିତାଭ ଶୈବବାଦିକେ ନିବେଦନ କରିବା ଦିବେ । ତତ୍ପର ଦକ୍ଷିଣା ଓ ଅଛିଦ୍ରାବଧାରଣାଦି କରିବେ ।

ଜାତାପହାରିଣୀ ପୂଜା । ।

ଉଦ୍ଧାସନେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୈରା ଆଚମନ କରତ ଅସ୍ତିବାଚନ କରିବା “ଓଁ ହ୍ୟାଃ ସୋମୋ” ଇତ୍ୟାଦି ଯନ୍ତ୍ର ପାଠ ପୂର୍ବକ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ।

“ଅନ୍ତେତ୍ୟାଦି ଅମୃକଗୋତ୍ରଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ଅମୃକଦେବଶର୍ଚ୍ଚନଃ ଅମୃକକାମନୟା ଗଣପତ୍ୟାଦି-ନାନାଦେବତାପୂଜାପୂର୍ବକହାଗପ ଉବଳିଦାନେନ ଶ୍ରୀ ଜାତାପହାରିଣୀଦେବୀପୂଜନକର୍ମାହଂ କରାମିୟାମି ।”

ଅନନ୍ତର ସଂକଳ୍ପସ୍ତୁତ ପାଠ କରିବା ତତ୍ତ୍ଵୋକ୍ତ ବିଧିକ୍ରମେ ଷଟ୍‌ସ୍ଥାପନ ( ୧୮୫ ପୃ ଦେଖ ) କରତ ଗଣେଶ, ଶିବାଦି ପକ୍ଷଦେବତା, ଆଦିତ୍ୟାଦି ନବଗ୍ରହ, ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦଶଦିକ୍‌ପାଳ ଓ ମଂତ୍ରାଦି ଦଶାବତାରର ପୂଜା କରିବେ ।

ଅତଃପର ଭୂତଶୁଦ୍ଧି, ମାତୃକାନ୍ତ୍ରାସ, ପ୍ରାଣାନ୍ତ୍ରାସ, ମୂର୍ତ୍ତିନ୍ତ୍ରାସ ଓ ବ୍ୟାପକନ୍ତ୍ରାସ ( ୧୯ ପୃ ଦେଖ ) କରିବା “ହ୍ରୀଃ ଅକ୍ଷୁଷ୍ଟାଭ୍ୟାଂ ନମଃ” ଏହି କ୍ରମେ କରାକ୍ଷନ୍ତ୍ରାସ କରତ ଧ୍ୟାନ କରିବେ । ଯଥା,—“ଓଁ ସ୍ୟା ଦେବୀଷ୍ଟଭୁକ୍ତାଷ୍ଟବନ୍ଧୁ ବରଦାତ୍ମୀତାକ୍ତପାଶାସି-ଭିରୁକ୍ତା ଶଞ୍ଜଗଦାରଥାଞ୍ଜସକଳେଃ ସଂକ୍ଷୋଭୟନ୍ତୀ ଦିଶଃ । ଦିଗ୍‌ବନ୍ତ୍ରୋଦ୍ଧିକଚୋଗ୍ରଦଂଷ୍ଟ-ନୟନା ଭୀମା ବିରୁପାକ୍ତିବିରୁଦେ ତାଂ ଶିଘ୍ରହାରିଣୀଂ ତ୍ରିନୟନା ମେକାମଞ୍ଜାମଗ୍ରଜାଂ ॥”

ଏହି ରୂପ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଐଶ୍ଵର୍ୟ ମତ୍ତକେ ହସ୍ତସ୍ଥ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରତ ମାନସୋପଚାରେ ପୂଜା କରିବା ବିଶେଷାର୍ଥା ସ୍ଥାପନ ( ୧୮ ପୃ ଦେଖ ) ପୂର୍ବକ ପୁନଃ କରାକ୍ଷନ୍ତ୍ରାସ କରତ ଦେବୀର ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦେବୀର ଆବାହନ କରିବେ । ଯଥା,—

“ଓଁ ଦେବେଶି ଭକ୍ତିମୂଳଭେ ପରିବାରମନ୍ତାୟତେ । ବାବହ୍ୟାଂ ପୂଜୟାମି ତାବତ୍ଵଂ ସୁସ୍ଥିରା ଉବ । ଜ୍ୟୈଃ ଶ୍ରୀଃ ଜାତାପହାରିଣି ଦେବି ହିମାଗଛାଗଛ ଇତ୍ୟାଦି” ଏହିରୂପେ ଆବାହନ କରିବା ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ( ୧୭ ପୃ ଦେଖ ) । ଅତଃପର “ହ୍ରୀଃ ଜାତାପହାରିଣୀଦେବ୍ୟ ନମଃ” ଏହି ଯନ୍ତ୍ରେ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାରେ ଦେବୀର ପୂଜା କରିବେ । ପରେ “ହ୍ରୀଃ ହୃଦୟାୟ ନମଃ” ଏହିକ୍ରମେ ଅକ୍ଷନ୍ତ୍ରାସ ଯନ୍ତ୍ରେ ଷଡ଼ଂଶ ପୂଜା କରିବା ଆବରଣ ପୂଜା କରିବେ । ଯଥା,—

“ଜ୍ୟୈଃ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ” ଏହି ଯନ୍ତ୍ରେ ପାଞ୍ଚାଦି ଦ୍ଵାରା ପୂଜା କରିବା ରଣବନ୍ଧିନୀର ପୂଜା କରିବେ । ଯଥା,—“ହ୍ରୀଃ ଅକ୍ଷୁଷ୍ଟାଭ୍ୟାଂ ନମଃ” ଏହି କ୍ରମେ କରାକ୍ଷନ୍ତ୍ରାସ କରିବା ଧ୍ୟାନ କରିବେ । ଯଥା,—

“ଓଁ ଦୀର୍ଘାକ୍ଷୀ ଦୀର୍ଘକ୍ଷେତ୍ରା ଓଞ୍ଜକୁଚଯୁଗଳା ଘୋରଦଂଷ୍ଟ୍ରୀ କରାଣା ରକ୍ତାକ୍ଷୀ କୁମ-

বর্ণা কথিতচনকহস্তা মুণ্ডমালাকৃতাজী । বটীখট্টাঙ্গপাশং করয়ুগবিধ্বজা বীপি-  
চক্ষ্যাপিনদ্ধা নানাংসাস্থিভক্ষা রণভুবনগতা যক্ষিণী দীর্ঘবক্তা ।”

এই ধ্যান করিয়া স্বীয় মস্তকে হস্তস্থ পুষ্প প্রদান করত মানসোপচারে  
পূজা করিয়া পুনর্বার করাজ্ঞাস পূর্বক ধ্যান করত “ও রণযক্ষিণি দেবি  
ইহাগচ্ছাগচ্ছ” ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া “ও হ্রীং ক্রীং রণযক্ষিণ্য  
স্বাহা” এই মন্ত্রে রণযক্ষিণীর পূজা করিবে ।

অতঃপর রণভূগার পূজা করিবে । যথা,—“হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ” এই  
ক্রমে করাজ্ঞাস করিয়া দেবীর ধ্যান করিবে ।—“ও দেবীং দানবমাতরং  
নিজমদ্যবুর্নমহালোচনাং দংষ্ট্রাভীমমুখীং জটালিবিলসন্মোলিভ্রজং মালিনীং ।  
বন্দে লোকভয়ঙ্করীং ঘনকচিং নাগেন্দ্রহারোজ্জ্বলাং সর্পাবক্নিতগ্নবিষবিপুলাং  
বালাকহুর্কিষ্মতীং ।”

এইরূপ ধ্যান করিয়া স্বীয় মস্তকে হস্তস্থ পুষ্প প্রদান করত পুনরায় করা-  
জ্ঞাস পূর্বক ধ্যান করত আবাহন করিয়া “ও দুর্গে দুর্গে যক্ষিণি স্বাহা” এই  
মন্ত্রে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া রক্তমাত্রীর পূজা করিবে । যথা,—

“হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে করাজ্ঞাস করিয়া ধ্যান  
করিবে । যথা,—

“ও রক্তাং সুরজনয়নাং নবচন্দ্রচূড়াং সদা কুশাঙ্গীং ভয়দাং নরাণাং ।  
সখটীঙ্গশূলচাপশাযকাং রক্তাসরাং রত্নবিভূষিতাঙ্গীং স্বরাতুরাং ডাক্ষরচিত্তহা-  
রিণীং স্মরামি দেবীং শ্রীরক্তমাদিকং ।”

এই ধ্যান করিয়া হস্তস্থ পুষ্প স্বীয় মস্তকে প্রদান করত মানসোপচারে  
পূজা করিয়া পুনরায় করাজ্ঞাস পূর্বক ধ্যান ও আবাহন করিয়া “ও হ্রীং ক্রীং  
ফট্ স্বাহা ইদমাসনং রক্তমাত্রৈব নমঃ ।” এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা  
করিবে ।

অতঃপর ডাক্ষরের পূজা করিবে । যথা,—“শ্রাং হৃদয়ায় নমঃ” ইত্যাদি  
ক্রমে অঙ্গাস ও করজ্ঞাস করিয়া ধ্যান করিবে । যথা,—

“ও উন্নতবেশোগ্র-বিশালনেত্রং ধৃতং সশূলং পরশুঞ্চ চক্রং । খড়্গং সূতীক্লং  
বহুপুষ্পমালাং চক্ষ্যাস্বরং ঘোরঘনশকপূর্ণং । উদামভারং নরলোককান্তং ভজ্যে-  
ন্বহাস্তং শ্রীডাক্ষরাধ্যং ।”

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া পুনরপি অঙ্গন্যাস ও  
করন্যাস করত ধ্যান ও আবাহন করিয়া “ও শ্রীঃ হৌঃ ফট্ স্বাহা ইদমাসনং

ও ডাক্ষরায় নমঃ ।” এই ক্রমে বোড়শোপচারে পূজা করিবে । অনন্তর যষ্টী দেবীর পূজা করিবে । যথা,—

“হ্রং অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ” এই ক্রমে করাজন্যাস করিয়া “হ্রীং” বীজে সাতবার প্রাণায়াম করিয়া দেবীর ধ্যান করিবে । যথা,—“ও যট্ বর্ষযুক্তাং ত্রিগতাজ-  
রূপিনীং শ্রুমাং সুভীমাং ভয়দাং নরাণাং । করালমুগ্রপ্রসন্নদংষ্ট্রাং শ্বেরাস্ত্র-  
মর্ত্যাং জিনয়নাং সুভীমাং খড়্গাং সুচক্রং তথা শূলবরখেটকসমবিতাক । সদা  
সমারোহণ পদ্মকর্ণিকায়াং ভজামি বর্জীং জগতঃ প্রধানাং ।”

এই প্রকার ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া পুনর্বার করাজন্যাস পূর্বক ধ্যান ও আবাহন করিয়া “ও হ্রীং যট্ স্বাহা ইদমাসনং ও যষ্টীদেব্যা নমঃ” এই ক্রমে বোড়শোপচারে পূজা করিবে । অতঃপর জলকুমারের পূজা করিবে । যথা,—

“শাং হৃদয়ায় নমঃ” এই ক্রমে অঙ্গস্তাস ও করস্তাস করিয়া ধ্যান করিবে । যথা,—

“ও শীতং সুভেজঃসুমনঃপ্রবিশং সদা শুচিং সততং সুজাভ্যাং আয়ুর্গনৈত্রঃ  
অগ্নিবস্ত্রশুভং দ্বিবাহুগুণং শক্তিপর্যায়নক । জলং সুশীতমন্তঃস্থিতমাত্রদেহঃ  
ভজেষ্যং ঐ জলকুমাররূপং ।”

এই রূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া পুনরায় অঙ্গস্তাস ও করস্তাস পূর্বক ধ্যান ও আবাহন করিয়া “ও শূলায় বজ্রহস্তায় স্বাহা ইদমাসনং জলকুমারায় নমঃ” এই ক্রমে বোড়শোপচারে পূজা করিয়া সোঘট্টের পূজা করিবে । যথা,—

“শাং হৃদয়ায় নমঃ” এই ক্রমে অঙ্গস্তাস করস্তাস করিয়া ধ্যান করিবে । যথা,—

“ও উদ্যাং পিঙ্গলচোত্তরঃ নিজমানর্গং মহালোচনং দংষ্ট্রাকোট্যবিরুদ্ধং  
কটমটে শর্দৈঃ সশঙ্কং মুখং পূর্বাভ্যুতলগোশ্চ শক্তিচরণদ্বন্দ্বং মহাস্তং ভজে ।  
চূড়াপাশকপালকং ব্রতমিদং তুঙ্গোত্তমং ভীষণং । সোঘট্টং নীলবর্ণাভং রক্ত-  
নৈত্রং মহাবলং । সদা প্রমত্তং শ্বেরাস্ত্রং খড়্গাখট্টোদধাবিগণং । চতুঃষষ্টিষোগিনিভিরা-  
বৃত্তং দানবৈবুতং । অশীত্যধিককোটীনাং সহস্রৈশ্চ সমবিতং । রক্তাশ্ববাহনং রক্ত-  
কেশপিঙ্গললোচনং । ঘণ্টাবর্ষররাবৈশ্চ চরণেণ বিরাজিতং । শূলচর্মধরং ক্রুরং  
হৃদয়ে ক্রুরসম্মিতং । সিংহদ্বাবং মহাকায়ং বাদ্যভাণ্ডশ্চৈতুযুতং ।”

এই রূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করত পুনরায় অঙ্গস্তাসাদি পূর্বক ধ্যান ও আবাহন করিয়া “ও হ্রীং নমঃ সোঘট্টায় ইদমাসনং সোঘট্টায়

নমঃ” এই ক্রমে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া কৃষ্ণকুমারাদি ষাটশতাতার পূজা করিবে। যথা,—

“কাং হৃদয়ায় নমঃ” এই ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা,—“ওঁ কৃষ্ণবর্ণং মহাকায়াং খড়্গখট্টাঙ্গধারিণং। য়েতাংবাহনং দৈত্যং রক্তমালালুলেপনং। স্মেরাত্মং সুন্দরং গুরুং পিঙ্গাকং পিঙ্গকেশরং। বন্দে কৃষ্ণকুমারক ভয়দং পীতবাসসং।”

এই রূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করত পুনরায় অঙ্গন্যাস ও করন্যাস পূর্বক ধ্যান ও আবাহন করিয়া “ওঁ কাং কীং কুং কেং কৈং কোং কোং কঃ ইদমাসনং ওঁ কৃষ্ণকুমারায় নমঃ।” এই ক্রমে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে ॥ ১ ॥

অতঃপর পুষ্পকুমারের পূজা করিবে। যথা,—“পাং হৃদয়ায় নমঃ” এই ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা,—“ওঁ পুষ্পহস্তং মহাকায়াং পুষ্পচাপকরং পরং। পুষ্পমালাধরং কাণ্ডং দিব্যাগন্ধালুপনং। তপ্তকাকন-বর্ণাভং বন্দে কৃষ্ণকুমারকং। রক্তাংবাহনং ক্রুরং রক্তাত্মং রক্তবাসসং।”

এই ক্রমে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করত পুনরায় অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া ধ্যান ও আবাহন করত “ওঁ পুষ্পায় পুষ্পহস্তায় স্বাহা ইদমাসনং ওঁ পুষ্পকুমারায় নমঃ” এই ক্রমে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে ॥ ২ ॥

অনন্তর রূপকুমারের পূজা করিবে। যথা,—“রাং হৃদয়ায় নমঃ” এই ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা,—“ওঁ বন্দে কাকন-বর্ণাভং দ্বিভুজং শূলহস্তকং। সুন্দরং সুক্রবং শাস্তং নানাপুষ্পবিহারিণং। রক্তবস্ত্রং রক্তনেত্রং রক্তমালালুলেপনং।”

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করত পুনরায় অঙ্গন্যাস ও করন্যাস পূর্বক ধ্যান ও আবাহন করিয়া “ওঁ ক্রৌং রূপকুমারায় স্বাহা ইদমাসনং ওঁ রূপকুমারায় নমঃ।” এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে ॥ ৩ ॥

অতঃপর হরিপাগলের পূজা করিবে। যথা,—“হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ” এই ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা,—“ওঁ উগ্রভবেশং করপক্ষজাভ্যাং দ্রুতং সমূলং পরশুক পাশং আঘৃগিতং নিজমদৈঃ স্মিতং স্রুকাণ্ডং ভেজমহান্তং হরিপাগলাখ্যং।”

এই প্রকার ধ্যান করিয়া “ওঁ ক্রৌং হরিপাগলায় স্বাহা” এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে ॥ ৪ ॥

অনন্তর মধুভাস্কর্যের পূজা করিবে। যথা,—“মাং হৃদয়ায় নমঃ” এই ক্রমে অঙ্গভাস ও করভাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা,—“ওঁ রক্তান্তনেত্রং পিশুন-  
স্বভাবং সদা জয়ন্তং পরিপূর্ণবক্তং আবুনিতং নিজমদৈঃ স্নলিতং প্রপাদং  
ধ্যায়েৎ স্মৃদেতাং মধুভাস্রাখ্যং।” এই প্রকার ধ্যান করিয়া “ওঁ মাং মাং মীং মীং  
মৌং মঃ মধুভাস্কর্যায় নমঃ” এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে ॥ ৫ ॥

পরে রূপমালীর পূজা করিবে। যথা,—রাং হৃদয়ায় নমঃ “এই ক্রমে অঙ্গভাস  
ও করভাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা,—“ওঁ রূপমাল্যধরং শ্বেতং রক্তবর্ণং  
চতুর্ভুজং শূলং বজ্রং বরং চাপধারিণং স্তম্বনোহরং রূপাশ্ববাহনং কান্তং কুমারং  
রূপমালিনং।” এই ধ্যান করিয়া “ওঁ রাং রাং ক্রুং কট্ রূপমালিনে নমঃ”, এই  
মন্ত্রে পূজা করিবে ॥ ৬ ॥

অতঃপর গাভীরডলনের পূজা করিবে। যথা,—“গাং হৃদয়ায় নমঃ” এই  
ক্রমে অঙ্গভাস ও করভাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা,—“ওঁ দীর্ঘহস্তং দীর্ঘকায়ং  
পাশখট্টাঙ্গধারিণং রক্তবর্ণং রক্তনেত্রং লম্বকর্ণং ক্রোধদরং। রক্তবস্ত্রধরং ক্রুং  
রক্তমাল্যানুনেপনং। গাভীরডলনং বন্দে সর্বলোকভয়করং।” এই রূপ ধ্যান  
করিয়া “গাং গাভীরডলনায় নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিবে ॥ ৭ ॥

পরে মোচরাসিংহের পূজা করিবে। যথা,—“মাং হৃদয়ায় নমঃ” এই ক্রমে  
অঙ্গভাস ও করভাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা,—“ওঁ রক্তান্তনেত্রো ভয়দো-  
নরাণাং শূলং সপাশং করপক্কেন। রক্তান্তহস্তঃ পিশুনস্বভাবঃ সদা জড়ো  
ভীমমুখো বিভাতি।” এই ধ্যান করিয়া “ও মাং মোচরাসিংহায় নমঃ” এই মন্ত্রে  
পূজা করিবে ॥ ৮ ॥

অতঃপর নিশাচোরের পূজা করিবে। যথা,—নাং হৃদয়ায় নমঃ” এই ক্রমে  
অঙ্গভাস ও করভাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা,—“ওঁ কৃষ্ণবর্ণং রক্তনেত্রং  
নিশাচোরং ভয়ানকং। শক্তিহস্তং দ্বীপিজল্লং বিকটাকং দিগম্বরং। করাল-  
বদনং ভীমং শুক্লেদহং ক্রোধদরং। ধ্যায়েৎ সদা ক্রোধযুক্তং ঘণ্টাঘর্ষরবাদিনং।  
সাক্ষৌ চরমসিচর্মধরং দিশতমন্তকং।” এই ধ্যান করিয়া “ওঁ নাং নীং নিশা-  
চোরায় কট্” এই মন্ত্রে পূজা করিবে ॥ ৯ ॥

অনন্তর স্টচীমুখের পূজা করিবে। যথা,—“সাং হৃদয়ায় নমঃ” এই ক্রমে অঙ্গ-  
ভাস ও করভাস করিয়া ধ্যান করিবে। যথা,—ওঁ দীর্ঘাস্যনেত্রঃ পিশুনস্বভাবঃ  
সদা কলাঙ্গোজয়ণো জনানাং। সূচ্যগ্রবক্তে। বিবসপ্রমাদী ঘণ্টাঙ্গহস্তো বিমুখো  
স্বভাসে।” এই ধ্যান করিয়া “ওঁ সাং শূং স্টচীমুখায় নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিবে ॥ ১০ ॥

পরে মহামল্লিকের পূজা করিবে । বথা,—“মাং হৃদয়ায় নমঃ” এই ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে । বথা,—“ওঁ বিশালনেত্রঃ পরিপূর্ণ-  
বজ্রো রক্তৈঃ সমাস্তৈর্ভয়দো জনানাং । করালদংষ্ট্রঃ কমলাসনস্থঃ কন্দম্বমালী  
কুটিলঃ কৃশাঙ্গঃ । শ্রীমন্মহামল্লিক এষ শূরো গোমায়ুরাবী দ্বিভুজো জটীঢ়াঃ ।  
খট্ভাঙ্গধারী নৃকপালমালী শার্দূলচর্ম্মায়ুতসর্কগাত্রঃ ।”

এই প্রকার ধ্যান করিয়া “ওঁ মাং মহামল্লিকায় নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করিবে ॥ ১১ ॥

অতঃপর বালিভদ্রের পূজা করিবে । বথা,—“বাং হৃদয়ায় নমঃ” এই ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে । বথা,—“ওঁ কৃশাবজ্রো জলিতাঙ্গযষ্টঃ সূক্রোধলোকঃ কপিলাক্ষকেশঃ । খট্ভাঙ্গহস্তঃ খরগৃধ্রধারী স  
বালিভদ্রঃ পশুহিংসকোভয়ং । এই প্রকার ধ্যান করিয়া “ওঁ বাং বাং বালিভদ্রায়  
নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করিবে ॥ ১২ ॥

এই সমস্ত পূজা বোড়শ উপচাবে করিতে না পারিলে বথাশক্তি উপচারে করিবে ।

পরে “ওঁ সাংঘসরাহনসপরিবারায়ৈ জাতাপহারিণ্যৈ নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করিয়া নমস্কারানন্তর বথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করত স্তবাদি পাঠ করিবে ।

অনন্তর বলিদান করিয়া ( ১৭৭ পৃঃ দেখ ) তন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে হোম করিবে ( ৪২ পৃঃ দেখ ) ।

জাতাপহারিনী পূজা সমাপ্তা ।

## জ্বরপূজা ।

প্রথমতঃ শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমনপূর্ব্বক স্তব্ধবানন করত “ওঁ হৃদ্যাঃ সোমো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবে । বথা,—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদস্য অমুকে মাসি অমুকরাশিষে ভাস্বরে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-  
গোত্রস্ত শ্রীঅমুকদেবশ্রমণঃ সর্বাণচ্ছান্তিপূর্ব্বকপূর্ব্বস্বীকৃতকল্যাণার্থং জ্বরপ্রীতি-  
কামনয়া গণপত্যাদিনানাদেবতাপূজাপূর্ব্বকজরদেবপূজাছাপগুবলিদানকর্ম্মাং  
করিষ্যামি ।”

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া স্রশাখোক্ত স্তব্ধ মন্ত্র পাঠ করিয়া ঘটস্থাপন করত গণেশাদি দেবতাগণের পূজা পূর্ব্বক ও বেতলাশ্চ পিশাচাশ্চ ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়

(১২৩ পৃ দেখ) পাঠ করিয়া যেতসম্পন্ন বিকীর্ণ করিয়া ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম করিয়া “জাং হৃদয়ায় নমঃ” এই ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করতাস পূর্বক ধ্যান করিবে। যথা,—

“ওঁ রুদ্রনিবাসসন্তু তং জ্বরং মৃত্যুপ্রদং নৃণাং । ত্রিপদং ত্রিশিরস্কৈক নবভি-  
লোচনৈর্যুতং । কেশাগ্রং স্বর্ণসদৃশং কালান্তকযমোপমং সদৈব ভ্রমনিঃক্ষেপং  
রোদ্ভং সংহাররূপিণং । বজ্রাধিকনথস্পর্শং স্তূয়মানং সুরধিভিঃ । সুরাসুর-  
পিশাচানাম্ভয়দং ক্রুররূপিণং । এবং ধ্যায়ৈমহা কালস্বরূপং রক্তশাফলং ।”

এই প্রকার ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজাপূর্বক বিশেষার্থস্থাপনানন্তর  
পুনরায় অঙ্গন্যাস ও করতাস করিয়া ধ্যান করত আবাহন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা  
করিয়া (১ম কাণ্ড ১৬।১৭ পৃ দেখ) জরদেবের হৃদয়ে হস্ত প্রদান করত “আং  
হ্রীং হং স্বাহা” এই মন্ত্র দশ বার জপ করিয়া “ওঁ আগচ্ছ হে মহারাজ জর হং  
শিবনির্ধিতঃ । তস্মাচ্ছরীরান্নির্গত্যা দূরে যাহি মহাবল ॥” ইহা পাঠ করিবে।

অনন্তর “ওঁ বিদ্যাদলন হং হং কট্ স্বাহা এতৎ আসনং জরায় নমঃ ।” এই  
ক্রমে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে।

পরে প্রদক্ষিণ পূর্বক “ওঁ জর ত্বং জররূপোহসি ব্রহ্মণা নির্মিতঃ পুরা ।  
দেহয়ঃ প্রাণিনং সর্কং ত্বমহং প্রণমাম্যহং ॥ ওঁ জর ত্বমষ্টরূপোহসি তেজো-  
রূপোহসি গর্জিতঃ । ক্রমস্ব চ মহাবীর ত্বমহং প্রণমাম্যহং । ওঁ দেব হং  
দেবরূপোহসি দেবদেবেন নির্মিতঃ । মনসা চিন্তিতং যচ্চ সর্ববাহিত্তিসিদ্ধয়ে ॥”  
এই সমস্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রণাম করিবে।

অনন্তর স্বীয়বামহস্তে জরদেবের হৃদয় ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে তিলরূপ  
জল গ্রহণ করিয়া “ওঁ হ্রীং ঠং ঠং ভো জর শৃগু শৃগু হন হন মুক মুক ভূম্যাং  
গচ্ছ গচ্ছ স্বাহা ।” এই মন্ত্রে বলি প্রদান করিবে। অনন্তর “ওঁ বিদ্যাদলন  
হং হং কট্ স্বাহা” এই মন্ত্র যথার্থজি জপ করিয়া জপ সমাপন করত ছাগাদি  
পশু বলিদান করিবে। (১৭৭ পৃ দেখ) । অনন্তর তত্ত্বোক্ত বিধিক্রমে গুরু-  
চিহ্নও \* ছাত্রা হোম করিবে। পরে দক্ষিণা ও অচ্ছিন্নাবধারণাদি করিবে।

তৃতীয় কাণ্ড সমাপ্ত ॥

\* জুহবাদ্যুতান্বিতঃ সযতৈর্মূলমন্ত্রতঃ । সহস্রহবনাদেবি মহাজ্ঞো বিনশ্যতি  
অষ্টাধিকশতৈব লভতে বাঞ্ছিতং কলং ॥ বীরভদ্রভট্টঃ ।

সটীক

# পুরোহিত-সর্বস্ব

## চতুর্থ কাণ্ড ।

সামবেদীয় পার্বণশ্রাদ্ধসূত্র ।

শ্রাদ্ধপূৰ্বদিনে মাংসস্তুত্যাগশ্চৈকভোজনম্ । শ্রাদ্ধাহ্নে দত্তকাষ্ঠস্য ত্যাগঃ  
জানং তথোবসি ॥ ততো নিত্যক্রিয়াং কুৰ্ব্বাৎ মৃদা তিলকপূৰ্ব্বকং । দৰ্ভপাণিঃ  
কুরুক্ষেত্রং পঠিত্বা দানমুৎসৃজেৎ ॥ পূৰ্ব্বাস্য উপবিশাথ আচামেদ্বিধিপূৰ্ব্বকম্ ॥  
দক্ষিণাচ্ছিদ্রবাক্যক কৃত্বা দানং সমাপ্য চ দক্ষিণামুখ আচম্য কুরুক্ষেত্রং পুনঃ  
পঠেৎ ॥ শালগ্রামেহথরা তোরে বাস্তুৰ্কা বিষ্ণুকীৰ্ত্তনম্ । তন্মৈ পূজা মূল্যদানং  
পরভূত্বামিনেহথবা ॥ তৎপিতৃভ্যাশ্রাদ্ধদানং রক্ষাদীপকুশদ্বিজাঃ । শ্রদ্ধাহুজ্ঞা চ  
গায়ত্রী দেবতাভ্য ইতি ত্রিধা ॥ মৃচ্ছলপ্ৰোক্ষণং রক্ষাজলস্থাপনমেকতঃ ।  
পূৰ্ব্বং বিপ্রকরে তোয়ং কুশাসনমুনন্তরম্ ॥\* দক্ষিণে দেববিপ্রস্য পিতৃবিপ্রস্য  
বামতঃ । আবাহনার্থাং হুজ্ঞকং ততো গন্ধাদি পঞ্চকম্ ॥ মণ্ডলং দৈবে পৈজে  
চ পাত্রন্যাসোস্রিহোমকঃ । ঐশানীক্রমতো রেখা প্রাগগ্রা দেবমণ্ডলে ।  
নৈঋতীক্রমতো রেখা দক্ষাগ্রা পিতৃমণ্ডলে ॥ পাত্রাণাং তেষু বিন্যাসো  
হোমপ্রস্নাগ্নিহোমকঃ ॥ হুতশেষপ্রদানক পাত্রপাতোহন্নবেশনম্ । ইদমিত্য-  
জুলিক্ষেপস্তৃক্ষৌ দৈবে যবস্ত চ ॥ পিত্রো মন্ত্ৰেণ নিক্ষেপ স্তিলস্থাপহতা ইতি ।  
মধুনোহন্নৈ চ নিক্ষেপো গায়ত্র্যাঙ্গির্জপস্ততঃ ॥ মধুবাতা জ্যোতা চৈব মধুশক-  
ত্রেণ চ । অন্নাত্মমন্ত্ৰণং তস্য দানং জলনিবেদনম্ ॥ গায়ত্র্যাঙ্গি ত্রিকজপ-  
শ্রাদ্ধহীনজপস্তথা । দ্বিজাভাবেহপি তৃপ্ত্যর্থং গায়ত্র্যাঙ্গি ত্রিকস্ত চ ॥ পুণ্যা-  
খ্যানস্য চ জপঃ সতি লপ্রোক্ষিতে কুশেণ । অগ্নিদহেতি মন্ত্রাজ্যাং সতি লান্ন-  
নিবেদনম্ ॥ হস্তপ্রক্ষালনানামৌ হরিশ্চুতির্জলস্য চ । পিতৃদিক্রমতো দানং



গায়ত্ৰাদি জপঃ পুনঃ ॥ শেষাঙ্গপিণ্ডয়োঃ প্রস্নৌ নিহস্নীতি চ মণ্ডলে । অপহতা-  
নিহস্নিত্যাং রেখামুখং পিতৃক্রমাৎ । আস্তরৌ দেবতেত্যস্য জপ আবাহনঃ  
তিলৈঃ ॥ অবনেজনদানঞ্চ মধুবাতিদিকং তথা । অক্ষয়মী পিণ্ডদানং  
দৰ্ভলেপাপঘৰ্ণম্ ॥ আচমনং স্তুতির্কিঞ্চোঃ পাত্ৰক্ষালাবনেধনম্ । অত্রেত্যাদি-  
জপো বামাবৰ্ত্তেনোদমুখস্ততঃ ॥ অরুতামী জপশ্চৈব বামতঃপাগোহঞ্জলি-  
স্ততঃ । নম ইত্যাদিকজপো বাসোদানঞ্চ পূজনম্ ॥ বসন্তং জপশ্চৈব দ্বিজাগ্র-  
ভূমিসেচনং । দৈবাদিত্ৰাক্ষণে দানং জপাদি ত্রিতরস্য চ । শিবা ইত্যাদিনা-  
ক্ষয়মঘোরা গোত্রমিত্যপি । সপত্নিত্র-কৃশাঃ পিণ্ডে স্বপাচনমূৰ্জকম্ ॥  
ম্যজ্ঞোক্তানং পিতুঃ পক্ষে দক্ষিণাদানমগ্রতঃ । বিধেদেবাস্ত দাতারো দেব-  
তেতি জপস্ত্রিধা ॥ বিসৰ্জকং বাজ ইতি আমাবেতি প্রদক্ষিণম্ ॥ অন্নাদেঃ  
প্রতিপত্তিঞ্চ বামদেব্য জপস্ত্রিধা । দীপপ্রজ্জ্বাদনং হস্তক্ষালনাচমনে তথা ।  
অচ্ছিন্নবাচনং বিষ্ণোঃ অন্নং শেষভোজনম্ । আদিত্যস্য নমস্তারঃ কুশতাগ-  
স্ততঃ পরং ॥ \*

\* শ্রাদ্ধ পূৰ্ণদিনে মাংসভোজন ও স্ত্রী সহবাস ত্যাগ করিয়া একাহার  
করিবে । শ্রাদ্ধদিনে দন্তধাবন, তৈলক্ষান ও উপবাস ত্যাগ করিবে । অতঃপর  
নিত্যক্রিয়া করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা তিলকাদি রচনা পূৰ্ণক কুশহস্তে কুকক্ষেত্র  
পাঠ করত পূৰ্ণমুখ হইয়া উপবেশন করত বিধিপূৰ্বক আচমন করিয়া  
ভোজ্যোৎসর্গ করত দক্ষিণা ও অচ্ছিন্নবাক্য করিয়া দান কাণ্ড সমাপন করিবে ।  
পরে পুনরায় দক্ষিণাভিমুখ হইয়া আচমন পূৰ্বক পুনরায় কুকক্ষেত্র পাঠ  
করিয়া শালগ্রাম শিলায় অথবা জলে বাস্তপূজা, বিষ্ণু নামকীৰ্ত্তন, অথবা  
শ্রাদ্ধস্থানস্বামী অথ কেহ হইলে বাস্তপূজার্থ মূল্য দান, পিতৃগণকে শ্রাদ্ধাগ্র-  
তাগ দান করিবে । পরে শ্রাদ্ধাহুস্তা, গায়ত্রীপাঠ ও দেবতাভ্য ইত্যাদি  
মন্ত্র তিনবার পাঠ করত মৃজ্জল প্রোক্ষণ ও একদেশে রক্ষাজল স্থাপন করিয়া  
ব্রাহ্মণহস্তে জলপ্রদান ও কুশাসন দান করত আবাহন পূৰ্বক দেববিপ্রের  
দক্ষিণে ও পিতৃবিপ্রের বামে ম্যজ্ঞভাবে অৰ্ঘ্যপাত্ৰ স্থাপন করিয়া গন্ধাদি দান  
করিবে । ঈশানকোণ ক্রমে পূৰ্বাগ্র মণ্ডল দৈবে, এবং নৈঋত ক্রমে দক্ষিণাগ্র-  
রেখা পিতৃমাতামহপক্ষে অঙ্কিত করিয়া তত্পরি পাত্ৰস্থাপন করিয়া প্রস্ন ও  
অগ্নিহোম করত অন্ন পরিবেশন করিবে । ইদং বিষ্ণু ইত্যাদি মন্ত্রে অমুষ্ঠ  
নিক্ষেপ, দৈবে ভূকীং যবদান, পিতৃপক্ষে “অপহতা” ইত্যাদি মন্ত্রে তিল প্রদান ।

## সামবেদীয় পার্বণশ্রাদ্ধপ্রয়োগ । \*

পার্বণের পূর্ষদিনে একবার নিরামিষ ভোজন করিয়া পরদিনে নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্বক উত্তরীয় ধারণ করত দক্ষিণদিক্ কিকিৎ নিম্ন এইরূপ স্থানে দক্ষিণাভিমুখী হইয়া শুদ্ধবেশে হস্তকুশ ধারণপূর্বক উত্তরমুখ বা পূর্বাভি-  
মুখ হইয়া উপবেশনপূর্বক দুইবার আচমন করত পাষণ, অস্থি, চাড়া (খোলা)  
ইষ্টক, কর্দম, কীট, হর্গন্ধ, অনিষ্ট শব্দযুক্ত সঙ্কট ভূমি ত্যাগ করিয়া গোধন-  
লিঙ্গ স্থানে কুশাননে উপবিষ্ট হইয়া তিলতৈল বা স্নত দ্বারা প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত  
করত নারায়ণ পূজা করিয়া আমান ভোজ্যাদি উৎসর্গ করিবে ।

অগ্নে মধুদান, গায়ত্রী ও মধুবাতা মন্ত্র পাঠ, অন্নভিমন্ত্রণ, অন্নদান, জলনিবেদন,  
গায়ত্রীপাঠ ও “অন্নহীনং” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে । পরে বিপ্রে জলদান,  
গায়ত্রী ও মধুমন্ত্র পাঠ করত শ্রাব্য মন্ত্র ও অগ্নিদক্ষা মন্ত্র পড়িয়া সতিলান্নদান,  
পুনরায় গায়ত্রী জপ ও শেবার ও পিণ্ডদান, প্রন্ন জিজ্ঞাসা এবং “নিহম্মি” মন্ত্রে  
মণ্ডল অঙ্কিত করণ ও “অপহতা” ও “নিহম্মি” মন্ত্রে পিতৃক্রমে রেখাযুক্ত পাতন,  
কুশান্তরণ, ‘দেবতাভ্যঃ’ ইত্যাদি মন্ত্র জপ ও তিলদ্বারা আবাহন করিবে । পরে  
অবনেজনদান ও মধুবাতা মন্ত্র পাঠ করিয়া “অক্ষম্মী” পাঠ করত পিণ্ডদান ও  
দর্ভলেপ করিবে । পরে আচমনপূর্বক বিষ্ণুস্মরণ, পাত্রপ্রক্ষালিত জলে অবনেজন,  
“অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং” ইত্যাদি মন্ত্র বামাবর্ত ক্রমে উত্তর মুখে পাঠ, প্রত্যাবর্তন-  
ক্রমে “অমীমদন্তঃ” ইত্যাদি মন্ত্র জপ, খাসত্যাগ, বন্ধাজলি হইয়া “নমঃ” ইত্যাদি  
মন্ত্র জপ, বাসহৃত্ত দান ও পূজন, “বসন্তায়” মন্ত্র পাঠ ও ব্রাহ্মণাগ্রভূমি সেচন  
করিবে । পরে দৈবাদি ব্রাহ্মণগুরু জগদান, “শিবা” ইত্যাদি মন্ত্রে অক্ষয্য দান ও  
“অধোরা” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে । অতঃপর স্বধাবাচন পূর্বক উর্জ্জ্বারা দান,  
হ্যজীকৃত পাত্র উত্তোলন, পিতৃপক্ষে দক্ষিণা দান, “বিশ্বেদেবাঃ” ও ‘দেবতাভ্যঃ’  
ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণ বিসজ্জন, ‘বাজে’ ও ‘আমাবা’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ  
করিয়া প্রদক্ষিণ ও বামদেব্যগান করিবে । পরে দীপাচ্ছাদন ও হস্ত প্রক্ষালন  
ও আচমন করিয়া অচ্ছিন্নবাচন, বিষ্ণুস্মরণ ও আদিত্য নমস্কার করিবে ।

\* যাত্রাং যুক্তং নদীপারং পুনঃস্নানং দ্বিভোজনং । দ্যুতক্রীড়াং রতিং নারীয়া শ্রাদ্ধং কৃৎস্নাষ্ট  
বর্জয়েৎ ॥ শ্রাদ্ধং কৃত্বা পরশ্রাদ্ধে ভুক্ততে যে চ বিহবলাঃ । পতন্তি নরকে যোরে নৃপপিণ্ডোদ-  
কক্রিয়াঃ । শ্রাদ্ধকর্তা শ্রাদ্ধদিনে বিদেশযাত্রা, যুদ্ধ, নদীর পরপারগমন, পুনর্বার স্নান ও  
দ্বিভোজন, দ্যুত ক্রীড়া, ও স্ত্রীসহবাস এই অষ্টকার্য্য এবং বিকলচিত্ত হইয়া পরশ্রাদ্ধে ভোজন  
করিলে, শ্রাদ্ধকারী যোত্র নরকে গমন করে এবং তৎকৃত পিণ্ডাদিক্রিয়া নৃপ চতুর্দশ থাকে ।

ভোজ্যোৎসব যথা,—প্রথমত ভোজ্য সমুখে আনিয়া কনযোড়ে “ও কু-  
 ক্ষেত্রং গয়াগঙ্গাপ্রভাসপুষ্পরাণি চ । তীর্থীত্বেতানি পুণ্যানি দানকালে ভবন্তি ॥”  
 এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সমুখস্থ ভোজ্য বামহস্তে ধারণপূর্বক দক্ষিণহস্তে গন্ধপুষ্প  
 গ্রহণ করত “এতে গন্ধপুষ্পে ও সোপকরণভোজ্যায় নমঃ এই বলিয়া তিনবার  
 ভোজ্য অর্চনা করিয়া পুনরপি গন্ধপুষ্প দ্বারা “এতদধিপত্যে ত্রিবিধবে  
 নমঃ” এই বলিয়া একবার নারায়ণ অর্চনা করত পুনর্বার গন্ধপুষ্পদ্বারা  
 “এতৎসম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া একবার গন্ধপুষ্প দিয়া “ও ত্রিবিধুঃ  
 পুণ্ডরীকাক্ষঃ পুনাতু” এই বলিয়া নথ ভিন্ন অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভোজ্য স্পর্শ  
 করিবে । তৎপরে তাত্রাদিপাত্রে কুশত্রিপত্রসহ জলগ্রহণপূর্বক “বিষ্ণুরোম্  
 তৎসদন্ত্র অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুঃ  
 অমুকদেবশর্ষণঃ অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ষণঃ অমুকগোত্রস্য  
 প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ষণঃ অমুকগোত্রস্য মাতামহস্য অমুকদেবশর্ষণঃ  
 অমুকগোত্রস্য প্রমাতামহস্য অমুকদেবশর্ষণঃ অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য  
 অমুকদেবশর্ষণঃ অমুকনিমিত্তকপার্ষণবিধিকশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্য পিতুঃ  
 অমুকদেবশর্ষণঃ, অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ষণঃ অমুকগোত্রস্য  
 প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ষণঃ অমুকগোত্রস্য মাতামহস্য অমুকদেবশর্ষণঃ,  
 অমুকগোত্রস্য প্রমাতামহস্য অমুকদেবশর্ষণঃ, অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য  
 অমুকদেবশর্ষণঃ স্বর্গকামঃ এতৎ সোপকরণমর্চিতে ত্রিবিধুদৈবতং যথাসম্ভব-  
 গোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াং দদানি” এই রূপ বাক্য করিয়া হস্তস্থ কুশত্রিপত্র-  
 দ্বারা ভোজ্যের উপর জলের অভ্যক্ষণ দিবে ।

পরে ভোজ্যদানার্থ দক্ষিণা করিবে । যথা,—দক্ষিণহস্ত কোশার মধ্যে  
 স্থাপনপূর্বক বামহস্ত দক্ষিণ বাহুমূলে স্থাপন করত “বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত্রো-  
 ত্যাদি স্বর্গকামনয়া কুঠৈতদ্ভোজ্যদানকর্ষণঃ প্রতিষ্ঠাং দক্ষিণামিদং  
 কাকনং তদ্রূপং বা ত্রিবিধুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াং দদানি” এই  
 বলিয়া দক্ষিণার জন্য দেয় ত্রব্যের উপর জল দিবে ।

পরে ভোজ্যদানের শ্রায় আমান্ন দান করিবে । ইহাতে সমস্তই পূর্ববৎ  
 করিতে হইবে, কেবল “ভোজ্য” স্থানে “আমান্ন” বলিবে । এইরূপে  
 দান কার্য সমাপন করিয়া হাতে জল লইয়া “কুঠৈতৎ সোপকরণা-  
 মান্নভোজ্যদানকর্ষাচ্ছিদ্রমন্ত” ইহা বলিয়া হস্তস্থ জল ত্যাগ করিয়া অচ্ছিদ্রা-  
 বধারণ করিবে । অতঃপর বাস্তপূজা করিবে । যথা—“এতৎ পাতং ও

বাস্তপুরুষায় নমঃ” এইরূপে দশোপচারে পূজা করিবে। অনন্তর “ওঁ সর্কে  
বাস্তময়া দেবাঃ সর্কং বাস্তময়ং জগৎ। পৃথীধরন্তং দেবেশ বাস্তদেব নমোহন্ত  
তে ॥” বলিয়া বাস্তকে প্রণাম করিবে।

যজ্ঞেশ্বরপূজা—“ওঁ তদ্বিকোঃ পরমং পদং সদা পশুস্তি হ্রয়ঃ। দিবীষ চক্ষুরা-  
ভতম্।” বলিয়া বিষ্ণুস্মরণ করত “ওঁ তৎসৎ” ইহা উচ্চারণপূর্বক “ওঁ যজ্ঞে-  
শ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ” বলিয়া পাণ্ডাদিদ্বারা যজ্ঞেশ্বরের পূজা করিয়া শ্রাদ্ধীয়-  
জব্যাগ্রভাগদান করিবে। যথা,—পূর্ববৎ আমাশ্রের গ্রায় নৈবেদ্য অর্চনা  
করিয়া “এতৎ শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগসম্বতোপকরণামামনৈবেদ্যং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে  
নমঃ” বলিয়া উৎসর্গ করিয়া দিবে।

অনন্তর গঙ্গায় পূজা করিয়া অত্রের ভূমিতে পার্কণ করিলে ভূমিমূল্য  
দিবে, অথবা “ইদমনং ওঁ এতদ্ভূমিপিভ্যঃ স্বধা” বলিয়া অন্ন উৎসর্গ  
করিয়া দিবে। স্বীয় ভূমিতে বা অস্বামিক ভূমিতে শ্রাদ্ধ করিলে ভূমির মূল্য  
দিতে বা অন্নোৎসর্গ করিতে হইবে না। \*

পিতাকে বসু আকারে, পিতামহকে রুদ্রাকারে এবং প্রপিতামহকে আদিভা  
আকারে ধ্যান করিবে। এইরূপে মাতামহাদিকেও ধ্যান করিবে। সকল  
দৈব কার্য্য, উত্তরাভিমুখ, পাতিত দক্ষিণজানু ও উপবীতী হইয়া এবং পিতৃকার্য্য  
দক্ষিণাভিমুখ, পাতিত বামজানু ও প্রাচীনাবীতী হইয়া করিবে।

ব্রাহ্মণস্থাপন—প্রথমতঃ দৈবপক্ষে পশ্চিমাগ্র দুই গাছ কুশযুক্ত যবমিশ্রিত  
জলমিশ্রিত একখানি আসন পশ্চিমদিকে, ও পিতৃপক্ষে তিলমিশ্রিত জলযুক্ত  
দক্ষিণাগ্র কুশদ্বয় সমন্বিত আসনদ্বয় দক্ষিণদিকে স্থাপন করিবে। এবং মাতা  
মহপক্ষে ঐরূপে দুই খানি আসন পিতৃ আসনের পূর্বদিকে দক্ষিণাগ্র করিয়া  
স্থাপন করিবে। পরে সাত বা পাচগাছ কুশ দ্বারা ওঁকার উচ্চারণপূর্বক  
আড়াইপেচ দিয়া উর্দ্ধদিকে অগ্রগুলি রাখিয়া তিনটী কুশময় ব্রাহ্মণ  
নিৰ্ম্মাণ করিয়া “ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং। স ভূমিং  
সর্ব্বতস্পৃষ্টা। অত্যতিষ্ঠদশাশূলম্” এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণ স্থান করাইবে। পরে “ওঁ  
দর্ভময়ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ” এই মন্ত্রে পাণ্ডাদি দ্বারা পূজা করিয়া দেবপক্ষীয়

\* অস্বামিক ভূমি যথা,—বন, পর্ব্বত, নদীপ্রবাহের দুই ধারে চারি হাত পরিমিত  
অবিচ্ছিন্ন ভূমি, পুণ্যময় পুরুষোত্তমাদি স্থান, গঙ্গাদি ক্ষেত্র, দণ্ডকাদি অরণ্যসমূহ, গঙ্গা  
প্রভৃতি মহানদীর গর্ভ এবং তাহাব উভয় পাশে দুই কোণ পর্যন্ত উর্দ্ধে ক্ষেত্র, এই সকল  
স্থান রাজাদি কর্তৃক অশীকৃত থাকিলেও অস্বামিক।

আসনে পশ্চিমাগ্র করিয়া একটি এবং পিতৃ মাতামহ পক্ষের আসনে দক্ষিণাগ্র করিয়া দুইটি ব্রাহ্মণ স্থাপন পূর্বক শ্রাদ্ধানুজ্ঞা গ্রহণ করিবে। যথা,— প্রথমতঃ দৈবপক্ষে দক্ষিণ জাহ্নু পাতিত করিয়া উত্তরাভিমুখ উপবীতী হইয়া দৈব-ব্রাহ্মণে এক গণ্ডুষ জল দিয়া “ওমদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশৰ্মণঃ অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ অমুকগোত্রস্য মাতামহস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ অমুকগোত্রস্য প্রমাতামহস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ অমুকনিমিত্তকপার্কণগ্রাদ্ধে কৰ্ত্তব্যে “ওঁ পুরুষো মাদ্রবনো বিশ্বেষাং দেবানাং অমুকনিমিত্তক-পার্কণ-বিধিকপ্রাদ্ধং দৰ্ভময়ব্রাহ্মণেহহং করিষ্যে” বলিয়া করণোড়ে প্রহ্ন করিলে “ওঁ কুরুষ” এই প্রতিবচন পুরোহিত বলিবেন। মতান্তরে দৈবপক্ষে দুইটি ব্রাহ্মণ স্থাপন করিতে হয়, সেহলে অনুজ্ঞাবাক্যে “ব্রাহ্মণয়োহহং” বলিবে।

দক্ষিণাভিমুখ প্রাচীনাবীতী হইয়া, বামজাহ্নু পাতিত করিয়া পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণে এক গণ্ডুষ জলদানপূর্বক কৃতাজলি হইয়া “ওমদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুকদেবশৰ্মণঃ অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ অমুকনিমিত্তকপার্কণবিধিকপ্রাদ্ধং দৰ্ভময়ব্রাহ্মণেহহং করিষ্যে” এই বলিয়া অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিলে পুরোহিত “ওঁ কুরুষ” বলিবেন। অনন্তর মাতামহ পক্ষের ব্রাহ্মণে এক গণ্ডুষ জল প্রদান করিয়া কৃতাজলি হইয়া “ওমদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য মাতামহস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ অমুকগোত্রস্য প্রমাতামহস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ অমুকনিমিত্তক-পার্কণবিধিকপ্রাদ্ধং দৰ্ভময়ব্রাহ্মণেহহং করিষ্যে” এই বলিয়া প্রার্থনা করিলে পুরোহিত “ওঁ কুরুষ” বলিবেন। \*

অতঃপর সপ্রণব ব্যাহতি সহিত প্রণবান্ত গায়ত্রী জপ করিয়া “ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বর্ধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবতিতি” এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া “ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত বিষ্ণুময়ণ করিয়া জলযুক্ত একটি তুলসীপত্র মূর্তি-

\* মহালয়া জমাবস্যায় পার্কণ করিলে অমুকনিমিত্তক স্থানে “মহালয়া জমাবস্যানিমিত্তক” বলিতে হইবে, এইরূপ দীপাব্ধিতায় “দীপাব্ধিতামাবস্যানিমিত্তক” নবাবে “শুভনবান্না-গমনিমিত্তক” ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে।

কায় স্থাপনপূর্বক পুনর্বার ঐ তুলসীপত্র পাত্রান্তরস্থ জলে মিশাইয়া ঐ জলদ্বারা শ্রীকৃষ্ণীয় জব্য সমূহ অভ্যক্ষণ করিবে। অনন্তর একটি পাত্রে দৈবব্রাহ্মণের একদেশে আর একটি পাত্রে পিতৃব্রাহ্মণের একদেশ স্থানে আর একটি পাত্রে মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণের একদেশ স্থানে রক্ষার্থ কিছু কিছু জল স্থাপন করিবে।

অতঃপর উত্তরাভিমুখে উপবেশনপূর্বক উপবীতী হইয়া হাঁটু পাতিয়া দৈবব্রাহ্মণের হস্তে কিঞ্চিৎ জল দিয়া “ওঁ পুঙ্করবো মাদ্রবনৌ বিশ্বেদেবা এতদ্বো দর্ভাসনং নমঃ” ইহা বলিয়া দৈবব্রাহ্মণের দক্ষিণপার্শ্বে সরল একটি কুশপত্র দিবে। তৎপরে দক্ষিণাভিমুখী প্রাচীনাবীতী হইয়া বাম জাহ্নু পাতিত করিয়া পিতৃ ব্রাহ্মণের হস্তে জল প্রদান করিয়া “ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্মন্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুক দেবশর্মন্, অমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুক দেবশর্মন্ এতন্তে দর্ভাসনং ওঁ বে চাত্র ভ্রামহ যাম্শ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা” বলিয়া কুশ মোটক পিতৃব্রাহ্মণের বামপার্শ্বে স্থাপন করিবে এবং এইরূপ মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণহস্তে এক গণ্ডূষ জল দিয়া পূর্বোক্তরূপে মাতামহাদির গোত্র ও নাম উল্লেখপূর্বক “এতন্তে দর্ভাসনং” ইত্যাদি বাক্য করিয়া মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণের বামপার্শ্বে কুশের মোটক দিবে। অতঃপর আবাহন করিবে।

আবাহন যথা :—উত্তরাভিমুখী উপবীতী হইয়া জাহ্নু পাতিত করিয়া যবগ্রহণপূর্বক “ওঁ বিশ্বান্ দেবান্ আবাহয়িষ্যে” বলিয়া প্রণ করিলে পুরোহিত বলিবেন “ওঁ আবাহয়” তৎপরে “ওঁ বিশ্বেদেবাস্ আগত শৃণুতাম ইমং হবং ইদং বর্হির্নিধীদত” (১) বলিয়া আবাহন করিয়া অমন্ত্রক যবগুলি দৈবব্রাহ্মণে বিকীর্ণ করিবে। অতঃপর কৃতাজলি হইয়া “ওঁ বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেমং হবং যে মে অন্তরীক্ষে য উপদ্যবি ঠ য়ে অগ্নিজিহ্বা উত বা যজত্রা আসাত্গামিন্ বর্হিষি মাদয়ধ্বম্ (২) ওঁ ওষধঃ সমবদন্ত সোমেন সহ রাজ্ঞা যস্মৈ কণোতি ব্রাহ্মণস্বঃ

হে বিশ্বেদেবাস যুং মে মম ইমং হবং আব্হানং শৃণুতা শৃণুত শ্রদ্ধা চ আগত আগচ্ছত আগতা চ ইদং বর্হিঃ কুশং নিবীদত আসনার্থ যুপকজিতে বর্হিষি উপবিষ্টা ভবত ইত্যর্থঃ। অত্র বিশ্বেদেবাস ইতি অজ্ঞসেরসুগিতি অনুগামঃ। শৃণুতা ইতি শৃণুত ইত্যর্থঃ তস্ম তা ইতি তস্ম স্থানে তাদেশঃ। আগত ইতি আগচ্ছত ইত্যয়িন্ অর্থে বর্ণাগমো বর্ণবিপর্যায়শ্চেতি নিরুক্তলক্ষণেন হকারলোপঃ। ইদং বর্হিরিতি সপ্তম্যর্থো দ্বিতীয়া কণপ্রবচনীয়ত্বাৎ ॥ ২ ॥ ততো

রাজন্ পারায়ামসি” (৩) এই মন্ত্রদ্বয় জপ করিয়া পিতৃপক্ষে দক্ষিণাভিমুখী, পাতিত বামজাহ ও প্রাচীনাবীতী হইয়া তিল গ্রহণ করত “ওঁ পিতৃন্ আবাহ-  
রিস্যে” বলিয়া প্রসন্ন করিলে পুরোহিত বলিবেন “ওঁ আবাহয়” অতঃপর কৃতা-  
ঞ্জলিপূর্বক “ওঁ এত পিতরঃ সোম্যাসো গন্তীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্বিণেভির্দত্তা-  
নভ্যঃ দ্রবিণেহ ভদ্রং রৈক্য নঃ সর্গবীরং নিযচ্ছত (৪) ওঁ উশন্তুত্বা নিধীম-

ববিকীরণানন্তরং অবকীর্য বিধেদেবাঃ শৃণুতেতি জপেদিতি কাত্যায়নঃ ।  
হে বিধেদেবা মে মম ইমং হবং অস্থানং শৃণুত কিম্বৃতা যুয়ং অন্তরীক্ষে  
আকাশে ঠ তিষ্ঠত তথা যে উপ সমীপে পৃথিব্যাং তিষ্ঠত দ্যাবি স্বর্গে বে তিষ্ঠতেতি  
সম্বন্ধঃ । দ্যাবিষ্ঠেতি ছান্দসত্বাৎ বহুম্ । এতচ্ছক্তং ভবতি । ভূমাবাক্যে স্বর্গে চাব-  
স্থিতা যে বিধেদেবাঃ কে তে অগ্নিজিহ্বাঃ অগ্নিরেব জিহ্বা হতভোজনসাধনঃ  
যেবাং তে তথোক্তাঃ । উত বা অপ্যর্থো যে যজ্ঞত্রা যজন্তঃ প্রাক্ককর্তারং ত্রায়ন্ত ইতি  
যজ্ঞত্রাঃ । পুরুষবো মাদ্রবপ্রভৃতয়ঃ যুয়ং আকৃতে কুশে আনাগ্ন মাদ্রধ্বজঃ  
হর্ষযুক্তা ভবতেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ হে বিধেদেবাস ন কেবলং বয়মেব হর্ষযুক্তাঃ  
কিন্তু ভবদধিষ্ঠানযুক্তমায়ানং বহুমন্যমানা ওষধয়ঃ কৃণাঃ সোমেন সহ রাজা  
সহাসীনাঃ সমবদন্ত স্থিরীভূতঃ যতঃ সোমঃ ওষধীনামধিপতিঃ । কিঞ্চ হে সোম  
রাজন্ স্বং ব্রাক্ষণোহসি ভধসি অতো যস্মৈ ব্রাক্ষণায় শ্রাদ্ধভোক্তৃ ত্বেনোপকরিতায়  
আসনং কৃণাস্তরৈণ সম্বন্ধং কৃণোতি দধতি স্বং ব্রাক্ষণমপি মাং সর্গতো ভাবেন  
পারয় শ্রাদ্ধভোজনকৃতপাপাপোচয় ইত্যাবাহার্য্যং । কৃণোতীতি বিভাজ্যবাত্যয়ে  
মধ্যমে প্রথমপুরুষঃ তিগাং তিগিতি স্মরণ্যং আর্মিতি অব্যয়ানামনেকার্থত্বাৎ  
সর্গতোভাবেহপি দ্রষ্টব্যং । এতচ্ছপানন্তরং । পিতৃনাবাহরিস্যে ইতি  
কাত্যায়নঃ । গোতিলোহপি তিলামাদায় ওঁকারং কৃয়া পিতৃনাবাহরিস্যে ইতি  
পৃচ্ছতি । ওঁ আবাহয় ইত্যহুজ্ঞাতঃ । ওঁ এত পিতরঃ ওঁ উশন্তুত্বা ইতি  
ঋগ্‌ধর্যাত্যাবাহ ওঁ আয়ান্ত নঃ পিতর ইতি মন্ত্রং জপিহা ওঁ অপহতেতি ঋচা  
তিলান্ বিকীর্য ইতি ॥ ৩ ॥ হে পিতরঃ পিতৃপিতামহ প্রপিতামহ মাতামহ  
প্রমাতামহ বৃদ্ধপ্রমাতামহ প্রভৃত্যেহস্মিন্নাপ্ততে বর্হিষি এত আগচ্ছত । কিম্বৃতা  
যুয়ং সোম্যাসো সোমো দেবতা যেবাং ইতি সোম্যাসঃ সোমাস ইতি টান সোম্য  
পূর্ববক্ষসেরনুপাগমঃ । কৈরাগমনমিত্যাকাজ্জায়ামাহ । পথিভিরিতি কিম্বৃতে  
গন্তীরেভিঃ গন্তীরৈর্দেবাদীনাং শ্রিসিক্রবস্বভিরিত্যর্থঃ । গন্তীরেভিরিতি  
ছান্দসত্বাৎ ভিসো নৈলাদেপঃ । পুনঃ কিম্বৃতে পূর্বিণেভিঃ পূর্বপুরুষাণাং কব্য-

হ্যশতঃ সমিধীমহি উশন্নুশত আবহ পিতৃন্ হবিষে অন্তবে (৫) এইমন্ত্রে আবাহন পূর্বক “ও আয়াস্ত নঃ পিতরঃ সোম্যামোহগ্নিস্বাতাঃ পথিভির্দেব-  
বানৈঃ। অগ্নিন্ যজে স্বধয়া মদন্তোহবিক্রান্ত তে অবত্ৰযান্” এই মন্ত্র জপ  
করিয়া “ও অপহতাস্থরা রক্ষাংনি বেদিবনঃ” বলিয়া পিত ও মাতামহপক্ষীয়  
ব্রাহ্মণে তিল প্রদান করিবে। অনন্তর অর্ঘ্যদান করিবে।

অর্ঘ্যদান যথা :—জনস্পর্গ করিয়া দৈবব্রাহ্মণের সম্মুখে দক্ষিণাগ্র  
কুণোপরি একটি পাত্র, পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণের সম্মুখে দক্ষিণাগ্র কুণের উপর  
তিনটি, এবং মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণের সম্মুখে দক্ষিণাগ্রকুণের উপর তিনটি, এই  
সাতটি পাত্র স্থাপন করিয়া দুই দুই গাছি কুণ পত্রবারা এক একটি পবিত্র  
নিৰ্ম্মাণ করিয়া “ও পবিত্রে হো বৈষ্ণবো” মন্ত্রে প্রাদেশমাত্র প্রমাণ রাখিয়া নথ  
বাতিত ছেদন করিয়া “ও বিতুর্মনসা পুন্নে স্থঃ” মন্ত্রে জলদ্বারা অভিষেক করিয়া  
দৈবাদিক্রমে সাতটি পাত্রে এক একটা করিয়া সাতটি পবিত্র স্থাপন করত “ও

বাহনাদীনাং গমনাগমনপ্রসিদ্ধবয়্যভিরিতার্থঃ। আগত্য চ নোহম্যাকং তদ্বৎ  
কল্যাণং দ্রবিশ্যে ক্রমাগতধনে চ দত্ত কুরুত হ ইতি সপোষনবাচকঃ। ন কেবলং  
লবণভেদে কিঞ্চৈকলভ্যাক্রপং ধনঞ্চ যৎ সর্বং নিযুক্তত রৈমিতি ছান্দনত্বাৎ  
নিরুক্তলক্ষণেন অমোহকরলোপঃ। কিংভূতং ধনং সর্ববীরং সর্ববীরমিতি  
ব্যত্যয়েন অদোহম্ সর্বেষাং বীরাণাং শৌর্যাদিবুদ্ধানাং যৎ প্রার্থনীযং তদপি  
প্রযুক্ত ইত্যাপংসা বাচ্যার্থঃ। পূর্বিগেভিরিতি পূর্বশব্দাবহলং ঔণাদিক-  
ইণ প্রত্যয়ঃ ছান্দনত্বাৎ অকারলোপে ন সন্ধিঃ। লক্ষণানুরোধায় বুদ্ধিঃ ছন্দনাং  
ভিস্ ত্রৈশাদেশ্বাবাদেহং গন্তিরিভিরিতি বহলং ছন্দনৌতি ঐন্ ন ভবতি ॥৪৪॥  
উগন্ত্বা ইচ্ছাতাবাহয়েদিতি কাত্যায়নঃ ॥ অত্রাগ্নিরিত্যাধ্যাহার্যম্। হে অগ্নে  
হা ত্বাং নিবীমহি আদবীমহি আধানু তব কুর্ম্য ইতি যাবৎ বয়মিতি অগ্ন্যাহার্যম্।  
কিং ভূতা বয়ং ত্বামুগন্তঃ ইচ্ছন্তঃ কিঞ্চ ন কেবলং উগন্ত এ বয়ং ত্বাং সমিধী-  
মহি প্রক্ষালয়ামঃ ইহ অম্যাভি রাহিতো জলিতঃ সন্ পিতৃন্ অগ্নিস্বাতাদীন্  
আবহ আবাহয়। কিং ভূত্বং উগন্ পিতৃন্ ইছন্। কিং ভূতান্ পিতৃন্  
উগন্তঃ ইচ্ছন্তঃ। কিমর্থবাবাহনমিত্যাহ আবাহনোমে অম্বদত্তত্ব হবিষেত্তবে  
অনর্থঃ। অন্তব ইতি অদেরোগাদিচ্ছন্ত প্রত্যয়ঃ হবিষ ইতি বর্ত্তার্থে  
চতুর্থী বিভক্তিব্যত্যয়াৎ। হে অগ্নে আধানজননাত্যাং আরাধিত্বং পিতৃন্  
অম্যাকং প্রাক্দেরয়ত্ব হবিষো ভক্ষণার্থং আবহ আনয় ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥



শম্মো দেবোরতিষ্টয়ে শম্মো ভবন্ত পীতয়ে শংখোরতিষ্টবন্ত নঃ” এই মন্ত্র পড়িয়া ঐ সাতটি পবিত্রে জল দিবে। পরে “ও যবোহসি যবগ্নান্বেষো যবগ্নাভীঃ । দিবে ত্বা অন্তরীক্ষায় ত্বা পৃথিব্যে ত্বা শুক্লভাঃ লোকাঃ পিতৃসদনাঃ পিতৃসদনমসি” এই মন্ত্রে দৈবপক্ষের অর্ঘ্যপাত্রে যববিকীরণ করিবে। অতঃপর পিতৃ ও মাতা-মহপক্ষীয় অর্ঘ্যপাত্রে “ও তিলোহসি সোমদৈবভ্যো গোমবো দেবনিশ্চিভঃ । ঐকমন্তিঃ পৃকঃ স্বধা পিতৃন্ লোকান্ প্রীগাহি নঃ স্বাহা” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তিল নিক্ষেপ করিবে। পরে দৈবাদিক্রমে সাতটি অর্ঘ্যপাত্রে অমন্ত্রক গন্ধপুষ্প প্রদান করিয়া অগ্নি কুণ্ঠার অচ্ছাদন করত “ও অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘ্যপাত্রমন্ত্ৰ” বলিবে। পরে পুরোহিত “ও অস্ত্ৰ” ইহা বলিলে কুণ্ঠ উদ্ধাটন করিয়া, দৈব-ব্রাহ্মণের হস্তে অর্ঘ্যপাত্রের পূর্বাংগ পবিত্র দিয়া, অন্য পাত্রস্থ জল ও পুষ্প প্রদান করিয়া অপর একটি পুষ্প দ্বারা “ও শিরঃপ্রভৃতি সতগাত্রেভ্যো নমঃ” বলিয়া পূজা করত সেই অর্ঘ্যপাত্র বামহস্তে লইয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া “ও যা দিব্যা আপঃ পরমা সংবভূর্যা অন্তরীক্ষা উত পার্থিবীর্ষ্যা হিরণ্যবর্ষা যজীয়াস্তা ন আপঃ শিবাঃ সংশ্রোনাঃ সূহবা ভবন্ত” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া “ও পুরুষবো মাত্রবসৌ বিষ্ণেদেবা এতদ্রোহর্ষাঃ নমঃ” ইহা বলিয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা দৈবব্রাহ্মণে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। অতঃপর পিতৃপক্ষে দক্ষিণাভিমুখী পাতিত বামহস্ত ও প্রাচীনাসীতী হইয়া পূর্ববৎ অর্ঘ্যপাত্র কুণ্ঠদ্বারা আচ্ছাদন ও উদ্ধাটন করিয়া পিতৃব্রাহ্মণ দক্ষিণাংগ পবিত্র দান করত অমন্ত্রক অপর পাত্রস্থ জল ও পুষ্প দিয়া, অন্য পুষ্পদ্বারা “ও শিরঃপ্রভৃতি-সতগাত্রেভ্যো নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করিয়া বামহস্তে অর্ঘ্যপাত্র গ্রহণ পূর্বক দক্ষিণহস্তদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া “ও যা দিব্যা আপঃ পরমা” ইত্যাদি পূর্বোক্ত মন্ত্র পাঠ করত পাত্র ভূমিতে রাখিয়া বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণবাহুমূল স্পর্শ করিয়া, “ও অমুকগোত্র পিতরমুকদেব-গণম্রেতন্তেহর্ষাঃ” “ও যে চাত্র তামন্ত্রণাংস ঐকম্ তস্মৈ তে স্বধা” ইহা পাঠ করিয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা পিতৃব্রাহ্মণে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া পাত্রের শেষ যে জল টুকু থাকিবে, সেই জলের সহিত পাত্রটী পূর্বস্থানে স্থাপন করিবে। এইরূপে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের ব্রাহ্মণে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া যথা স্থানে সজল পাত্র কয়েকটি রাখিবে, মন্ত্র পিতৃ-অর্ঘ্যপ্রদানের ছায়, কেবল বাক্যে নামমাত্র পৃথক পৃথক উল্লেখ করিতে হইবে এবং এক একটি অর্ঘ্য দিয়াই এক একবার জলস্পর্শ করিতে হইবে।

অনন্তর পিতৃপাত্রে পিতামহ প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতা-

মহ পাত্ৰের জল পাত্র পাত্র ক্রমে গ্রহণ করিয়া, প্রপিতামহপাত্ৰদ্বারা আচ্ছাদন করত স্বীয় বামদিকে সমুদ্র কুশের উপর অধোমুখে “ওঁ পিতৃভ্যাঃ স্বানমনি” এই বলিয়া স্তম্ভভাবে স্থাপন করিবে। অনন্তর গন্ধাদি দান করিবে। গন্ধাদিদান যথা, প্রথমত দৈবে উত্তরাভিমুখ পাতিত-দক্ষিণ জাহ্নু ও উপবীতী হইয়া, “ওঁ পুরুষো মাদ্রবসৌ বিধেদেবা এতানি বো গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি নমঃ” বলিয়া গন্ধপুষ্পধূপদীপ ও আচ্ছাদন উৎসর্গ করত, “এষ বো গন্ধঃ” বলিয়া গন্ধ, “এতষঃ পুষ্পঃ” বলিয়া পুষ্প, “এষ বো ধূপঃ” বলিয়া ধূপ, “এষ বো দীপঃ” বলিয়া দীপ, এবং “এতষ আচ্ছাদনং” বলিয়া কপ্ত দৈবব্রাহ্মণে নিবেদন করিয়া দিবে। পরে পিতৃপক্ষে দক্ষিণাভিমুখ পাতিত বামজাহ্নু ও প্রাচীনাবীতী হইয়া “অমুক-গোত্র পিতরমুকদেবশশ্রুঃ এতানি তে গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি ওঁ যে চাত্ত্ব ভানমু যাংচ্চ ভমমু তৈমু তে স্বধা” \* বলিয়া উৎসর্গ করিয়া, “এষ তে গন্ধঃ” বলিয়া গন্ধ, “এতত্তে পুষ্পঃ” বলিয়া পুষ্প, “এষ তে ধূপঃ” বলিয়া ধূপ, “এষ তে দীপঃ” বলিয়া দীপ এবং “এতত্তে আচ্ছাদনং” বলিয়া বস্ত্র পিতৃব্রাহ্মণে দিবে। এইরূপে পিতামহ, প্রপিতামহ এবং মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের নামোন্মেষ্ট করিয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও আচ্ছাদন উৎসর্গ করিয়া পিতামহাদি ব্রাহ্মণে গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ও বস্ত্র দিবে। ইহার মধ্যে কোন ক্রমের অভাব হইলে তৎ-পূরণার্থ যত্ন দিবে। অতঃপর অন্নদান করিবে।

অন্নদান যথা,—প্রথমে দৈবাদি ত্রিগণীয় ব্রাহ্মণত্রয়ের সমুদ্বয় কুশাদি দেলিয়া দিয়া দৈবপক্ষে ঈশান কোন-হইত আরম্ভ করিয়া জলধারা দ্বারা পুষ্পাগ্র রেখা অঙ্কিত করিয়া একটি এবং পিতৃ ও মাতামহপক্ষে নৈঋত কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া বামাবতক্রমে দক্ষিণাগ্র রেখা অঙ্কন করিয়া একটি চতুর্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করত তদ্ব্যপার দৈবাদি ক্রমে ভোজনপাত্ৰদ্বয় স্থাপন করিবে। পরে পাকপাত্র হইতে পাত্রান্তরে নমুতাঙ্গ গ্রহণ করিয়া “ওঁ অগ্নৌ করিষ্যামি” বলিয়া পংক্তিতে ব্রাহ্মণকে অন্ন করিবে। পুরোহিত বলিবে “ওঁ বুদ্ধঃ”। পরে “ওঁ স্বাহা” বলিয়া পাত্রস্থিত অঙ্গে কিঞ্চিৎ আহুতি দিয়া “ওঁ সোমাসি পিতৃমতে” ইত্যাদি বলিবে। অনন্তর “ওঁ স্বাহা” বলিয়া অপর আহুতি প্রদান করিয়া “অগ্নয়ে কবাবাহনায়” এই মন্ত্র শেষ বলিবে এবং অন্নস্বক দুইবার ঐ জলে আহুতি দিয়া দৈবপাত্রে দুইবার, পিতৃপাত্রে ও মাতামহপাত্রে

\* পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের নামাদি উন্মেষ্ট করিয়া এক সঙ্গে এবং মাতামহাদি ত্রয়ের নামাদি উন্মেষ্ট করিয়া একত্রে ও গন্ধাদি দান করা যাইতে পারে।

তিন তিন বার করিয়া অন্ন প্রদান করত পিতৃার্থ কিঞ্চিৎ রাখিবে । পরে অন্নতানহস্ত ( অধোমুখে বামহস্ত নীচে এবং দক্ষিণহস্ত উপরে ) ধারি দৈবপাত্র ধারণ করিয়া “ও পৃথিবী তে পাত্রং গোঃ পিধানং ব্রাহ্মণস্য মুখেহনুতেহমৃতং জুহামি স্বাহা” এই মন্ত্র পাঠ করিবে । পরে পিতৃ পক্ষের পাত্র উত্থান ( চিত্তভাবে বামহস্ত নীচে এবং দক্ষিণহস্ত উপরে ) হস্তে ধারণ করিয়া “ও পৃথিবী তে পাত্রং” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে । এই রূপে মাতা-মহের পাত্র ধারণ ও মন্ত্র পাঠ করিবে । এই প্রকারে পিত্রাদি পাত্রে ও মাতাম-হাঙ্গিপাত্রে অন্ন পরিবেশন করিবে । উৎকরণাদি অপর স্বতন্ত্র পাত্রে দিবে । অপর পাত্র না থাকিলে অন্নপাত্রের উপর দিবে । সীসা, লৌহ, প্রস্তর ও আট অঙ্গুলের কম তত্ত্ব মৃদঙ্গ পাত্রে অন্ন দিবে না, কিন্তু তাম্রপাত্র তত্ত্ব হইলে ও তাহাতে দিতে পারিবে । রৌপ্যপাত্র আট অঙ্গুলের কম হইলে ও গ্রাহ্য হইবে । কুম্ভাণ্ড, ল, উ ও বেগুন প্রভৃতি বর্জক করিবে । এইরূপে পরিবেশন করিয়া দৈবাদিক্রমে বাম-হস্তে সজ্জন অন্নপাত্র ধারণ করিয়া দৈবপক্ষে “ও বিষ্ণো হবামিদং ব্রহ্ম” এবং পিতৃপক্ষে “ও কবামিদং ব্রহ্ম” ইহা পাঠ করিয়া “ও ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেখা নিদধে পদং । সমুচ্চমস্য পাণ্ডুলে” \* এইমন্ত্র পাঠ করিয়া “ইদমন্নং ইমা আপঃ ইদং হবিঃ” ইহা বলিয়া অন্নাদিতে নথ ব্যতীত অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করাইবে । পরে দৈব-পক্ষের অঙ্গে অন্নয়ক যববিকীর্ণ করিয়া পিতৃ ও মাতামহ-পক্ষের অঙ্গে “ও অগ্নহতাসুয়া বক্ষাংসি বেকাষদঃ” বলিয়া তিল-নিষ্কেপ করিবে । ক্রমে ব্রাহ্মণ দিগকে জল দিয়া অঙ্গে মধু, তদন্তরে গুড় প্রদান করত পরে সপ্রণব ব্যাক্তিত গায়ত্রীপাঠ করিয়া “ও মধুবাভা ঐতায়তে মধু ফরন্ত দিক্শ্বঃ মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধী-র্নধু নক্তমুতোষনো মধুং পার্ধিবঃ রজঃ মধু দ্যৌরঙ্গ নঃ পিতা মধুমাণো বনস্পতির্মধুমাংস্ত সৃষো মাধ্বীর্গাণো ভবয় নঃ ও মধু মধু মধু” ইহা জপ করিবে ।

অতঃপর দৈবে উত্তরাভিমুখ পাতিতদক্ষিণজাহ্ন উপবীতী হইয়া অন্নতান বামহস্তে অন্নপাত্র ধারণ করিয়া “ও পুরুষো মাজ্জবনো বিশ্বদেবা এত-বোহন্নং সোপকরণং সযবোদকং নমঃ” এই বলিয়া উৎসর্গ করত ‘ইদমন্নং ইমা

\* বিকৃর্জবান্ বিখল্যাপিতস ইদমন্নং বিচক্রমে অক্রান্তবান্ । কিঞ্চ বিকৃষ্যেব পদমগ্নি-  
ম্নস্তে নিদধে নিহিতবান্ কেন প্রকারেণ ত্রেখা প্রিকারম্ । কুজ কুজ পৃথিব্যাং আকাশ  
বর্গে চ অসা বিকোঃ পরং যতো পৃথং অতঃ পাণ্ডুলে পাণ্ডুলুকে ভূদেশে সমুচ্চ সমূলঃ  
সব্যাক্ নিবিশিঃ তবয়ঃ বাক্যার্থঃ । বিকৃর্জবান্ ইতিবিক্রমরূপেণ উর্দ্ধমধ্যাধো ব্যাপ্তস্ততঃ পদং  
বিশেষতঃ পৃথিব্যাং নিবিশিঃ ন বিকৃর্জবান্ অক্রান্তবান্ অতঃ ব্রাহ্মসংসারোহরাপমরভিতার্থঃ ।

আপঃ ইদং হবিঃ এতানি উপকরণানি যথাস্থং বাগ্‌যতো বসেত্যম্” ইহা বলিবে। তৎপরে পিতৃপক্ষে দক্ষিণাভিমুখ পাতিতবায়মজাহু প্রাচীনাবীজী হইয়া উত্তানবামহস্তে অন্নপাত্র ধারণ করত অন্ন প্রোক্ষণ করিয়া “ও ইদং বিষ্ণুর্নিচক্রমে ত্রেখানিনদধে পদং। সমুচময়া পাংগুলে” ইহা জপ করিয়া “ও অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশশ্বন্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশশ্বন্ অমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুকদেবশশ্বন্ এতন্তেহন্নং ও যে চাত্র ভায়ম্‌ যান্‌চ ত্বমহু তস্মৈ তে স্বধা” ইহা বলিয়া অন্ন উৎসর্গ করিবে। তৎপরে “ইদমন্নং ইমা আপঃ ইদং হবিঃ এতানি উপকরণানি যথাস্থং বাগ্‌যতো বসত” ইহা বলিবে। ঐরূপে মাতামহপক্ষেও অন্ন পূর্ব্বং ধারণ করিয়া “ও ইদং বিষ্ণুর্নিচক্রমে” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ ও মাতামহ, প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের নাম উল্লেখ করিয়া উৎসর্গ করত “ইদমন্নং” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে ব্রাহ্মণত্রয়ে একগণ্ডুষ জল দিয়া সপ্রণব ব্যাধতি গায়ত্রী দিন বা একবার পাঠ করিয়া “ও মধুবাভা স্বাতারতে” ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। পরে কৃতাজলি হইয়া “ও অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিবিহীনক যদবেৎ তৎসর্কমজ্জিদমন্ত” পাঠ করিয়া প্রাব্যমন্ত্র পাঠ করিবে। যথা, --প্রণব-ব্যাধতিসিঁচ গায়ত্রী পাঠ করিয়া “ও মধুবাভা” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত “ও যজ্ঞেহরো ইবাসমন্তকব্য-তোক্তাহব্যাস্তা হরিরীশ্বরোচ্চ। তৎসম্মিবানাদপশাস্ত্বেগেঃ ব্রহ্মাণ্যশেষান্য-সুবাশ্চ সর্কে। ও যোগীশ্বরং যাক্রব্যাং সম্পূজ্য মুনয়োহব্রবন্। বর্ষাপ্রমত্ত-বাণাস্তো কহি ধ্যানানশেষতঃ। ও ময়ত্রিবিষ্ণুহব্যৌতদ্যজব্রহ্মোণনৌহস্তিরাঃ। যমাপত্তমসম্বর্ধাঃ কাভ্যায়নবহস্পতী। পরাশরীবাসশজলিখিতা দক্ষগোতমৌ। শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ বশ্মশাস্ত্রপ্রদোক্তকাঃ। ও তদ্বিফোঃ পবমং পদং সধা পশুন্তি সুরগঃ। দিব্য চক্ররাততন॥ ও ত্র্যযোধনো মহ্যময়ো মহাদ্রমঃ স্বক্কঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাধা দ্রুশাসনঃ পুষ্পকলে সমুজ্জমূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রো মনীষী। ও যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রমঃ স্বকোহর্জুনো ভীমসেনোহন্য শাণা। নাদৌশুতো পুষ্পকলে সমুজ্জমূলং ক্রমো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণশ্চ। ও সন্ত ব্যাধা দশার্ণেবু যুগাঃ কালাজরে গিরৌ। চক্রবাকাঃ শরদীপে হংসাঃ সরসি মানসে। তেহতি-জাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। প্রহিতা দ্বমধ্বানং যুগং তেভ্যোহ-বদীদত” ॥ এই মন্ত্র জপ করিয়া ঋচিস্তব পাঠ করিবে, অসমর্থ হইলে, “ও যজ্ঞোহহং সাস্ত্রতং কো মে পিতরঃ সস্ত্রাদ্যতি। ভাধ্যাং তথা দদ্বিক্তত্ব হবরো দারসংগ্রহঃ। পিতর উচুঃ। অস্মাকং পতনং বৎস ভবন্ত্যপ্যথংগতিঃ।

ব্রহ্মঃ ভাবি ভবিষ্যি চ নাভিনন্দনি নো বচঃ । ইত্যাক্ষা পিতবস্তস্য পশ্যতো  
মুনিসত্তম । বহুবুঃ সহসাহস্রা দীপা বাতহতা ইব । ও ঋচিঃ ও ঋচিঃ ও  
ঋচিঃ" ইহা বারত্রয় পাঠ করিয়া "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম বাহরন্ মামহুশ্যম্ ।  
যঃ প্রযাতি তাজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিং । নমস্তভ্যঃ বিরূপাক্ষ নমস্তে  
দিশ্যচক্ষুষে । নমঃ পিণাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ ।" ইহা পাঠ করিবে ।  
অনন্তর অগ্নিদগ্ধাদির পিণ্ডদান করিবে ।

অগ্নিদগ্ধাদির-পিণ্ডদান—দৈব ও পিতৃপক্ষের সমাধান দক্ষিণাগ্র কুশ আশ্র-  
রণ করিয়া সতিল জল দ্বারা প্রাক্ষণ করিয়া সর্গ পক্ষের অন্ন উদ্ধৃত করিয়া  
একটি পিণ্ড নিৰ্ম্মাণ করত "ও অগ্নিদগ্ধাঃ যে জীবা যেষাপদপ্ধ্যাঃ কুলে মম ।  
ভূমৌ দন্তেন তপাত্ত তপাত্তা যাস্ত পরাং গতিং । ও যেমাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু-  
নৈবান্নসিদ্ধিন তথাইমস্মি । তত্পুণ্যেইমং ভুবি দত্তমেতং প্রযাত্ত লোকায় স্বপ্যায়  
ভবৎ" ॥ \* এই মন্ত্র পাঠ করিয়া হস্তের পিণ্ড কুণ্ডের উপর স্থাপন  
করিবে ।

অনন্তর হস্তদ্বয় প্রক্ষালন পূর্বক আচমন করিয়া দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করত  
বিশুশ্রবণপূর্বক পিণ্ডদান করিবে ।

পিণ্ডদান—প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে জল গণ্ডুষ প্রদান করিয়া পূর্বরং সপ্তগ্রন-  
ব্যাকৃতি গারজী পাঠ পূর্বক "ও মদুবাতা" ইত্যাদি মন্ত্র অগ্নি করিয়া "ও শেষ-  
স্বরূপাশ্রি ক দেবঃ" বলিলে পুরোহিত বলিবেন "ইষ্টেতো দীযতাং" । তৎপরে  
"ও পিণ্ডদানমহং করিষ্যে" ইহা বলিলে পুরোহিত বলিবেন "ও কুরুব" । "ও  
নিহ্মি সর্গং যদমেধ্যবস্তবেদ্রতঃ সর্গেইশ্বরদানবা ময়া । রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপি-  
শচসজ্জা হতা ময়া বাতুদানাশ সর্গে ॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নৈমিত্ত কোণ  
হইতে আরম্ভ করিয়া বামাবর্ত ক্রমে পিতৃব্রাহ্মণের সমুখে একটি এবং  
তৎপূর্বদিকে মাতামহ-ব্রাহ্মণের সমুখে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া  
প্রাণেশ পরিমাণ দুইগাছি কুণ বামহস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া

\* মমকূলে বংশে যে জীবাঃ প্রাপিনোহগ্নিদগ্ধা লৌকিকাগ্নিনা যেন কেনাপি দগ্ধা এব  
পিণ্ডোনকভাশো ন ভূতাঃ তথা যে হুভিকমরণেহদগ্ধা দাহমেব ন লভন্তঃ তে জীবা নামকা  
মদন্তেন বিকীরণেন তপাত্ত তপাত্তা সন্তঃ পরাং গতিং উৎকৃষ্টানং প্রযাত্ত গচ্ছত । তথা  
যেবাঃ জীবানাঃ বাতুপিভূতভূতয়ো বাকবা ন বিদ্যাতে আক্কাগ্নিনন্তেষামপি তপ্তয়ে ভুবি জন্নং  
দত্তুঃ প্রযতি শেষঃ । তেনাগ্নেন তপাত্তাঃ সন্তঃ হুখায় লোকায় স্বর্গাখ্যায় প্রযাত্ত গচ্ছত । গত্যা  
কর্ষনীতি কর্ষণ চতুর্হী ।

“ও” অপহতাস্বা। রক্ষাংসি বেদিবদঃ “ও” নিহস্মি নর্যঃ বদমেগধস্তবেকভাশ্চ  
 সর্ষেহস্ববদানবা ময়া। রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচনক্কা হতা ময়া। বাত্থুনাশ্চ  
 সর্ষে ॥” এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া পূর্বোক্ত মণ্ডল ঘরের মধ্যে দুইটা  
 দক্ষিণাগ্র রেখা\* অঙ্কিত করিয়া কুশপত্রদ্বয় উত্তরদিকে নিক্ষেপ করিবে।  
 তৎপরে ঐ রেখার উপরে মূলগ্রন্থক কুশ আশ্রয়ণ করিয়া “ও দেবতাভ্যাঃ  
 পিতৃভ্যাশ্চ মহামোগিতা এব চ। নমঃ স্বর্গায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভব-  
 ত্ত্বিতি” এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে। অতঃপর “ও এত পিতরঃ  
 সোম্যাসো গন্তীরেতিঃ পথিভিঃ পূর্নিগেভিদ্ভাস্মভ্যাং ত্রিণেহ ভদ্রং রৈক নঃ  
 সর্ষবীরং নিযচ্ছত” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আত্মীর্ণ\* কুশোপরি তিল  
 নিক্ষেপ করিবে। পরে সতিল পুষ্প গহণ করিয়া “ও অমুকগোত্র  
 পিতঃ অমুকদেবশর্শনু অবনেনিক্ষু ওঁ যে চাত্র স্বামহু যাংশ্চ ত্বমহু তমৈ  
 তে স্বধা ॥” এই বলিয়া জল স্পর্শ পূর্বক আত্মীর্ণ কুশের অগ্রে প্রদান করিবে।  
 এই রূপে জলস্পর্শপূর্বক পিতামহ, প্রপিতামহ এবং মাতামহাদি তিনের  
 আত্মীর্ণ কুশোপরি অগ্ৰ, মূল ও মধ্য ক্রমে প্রদান করিবে। পরে আহুতির শেষ  
 অন্নদ্বারা বিয়পরিমাণ মণ্ডপিণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহাতে স্নাত ও মধু  
 প্রদান করিয়া এবং এক একটি তুলসীপত্র ও এক একটি মোটকমহ একটি  
 পিণ্ড দক্ষিণহস্তে গ্রহণ করিয়া “ওঁ মধুবাতা” ইত্যাদি মন্ত্র এবং “ওঁ অক্ষরমী  
 মদন্তো হব প্রিয়া অধ্বত অস্তোযত স্মনানবো বিপ্রান্ বিষ্ঠয়া মতীয়ো বারিষ্ট্র তে  
 হবী।” ইহা পাঠ করিয়া “ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্শনু এব তে পিতঃ  
 ওঁ যে চাত্র স্বামহু যাংশ্চ ত্বমহু তমৈ তে স্বধা” বলিয়া পিতৃপক্ষের আত্মীর্ণ  
 কুশের মূলস্থানে দিবে। ঐরূপ “ওঁ মধুবাতা” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বয় পাঠ করিয়া পিতা-  
 মহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের নাম উল্লেখ করিয়া  
 এক একটি পিণ্ড আত্মীর্ণ কুশোপরি দিবে। এই প্রকারে ছয়টা পিণ্ড প্রদান  
 করিবে। এক একটি পিণ্ড দিয়া এক একবার জলস্পর্শ করিয়া লইতে হইবে।  
 পরে পিণ্ড পাত্রে পিণ্ডেব অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহা কিঞ্চিৎ পিণ্ডের উপর  
 দিয়া কুশমূলদ্বারা “ওঁ লেপভূজঃ পিতরঃ প্রীরস্তাং” ইহা বলিয়া হস্তপিণ্ড  
 অঙ্গাদির কিঞ্চিৎ অংশ পিণ্ডোপরি দিবে। অতঃপর হস্তদ্বয় প্রক্ষালন, আচ-  
 মন ও হরিশ্রয়ণপূর্বক পিণ্ডপাত্র প্রক্ষালন করিয়া সেইপাত্র বামহস্ত হইতে  
 দক্ষিণহস্তে আনয়ন করিয়া প্রক্ষালিত করিয়া “ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্শনু  
 অবনেনিক্ষু ওঁ যে চাত্র স্বামহু যাংশ্চ ত্বমহু তমৈ তে স্বধা” ইহা বলিয়া পিতৃ-

নিজে ঐ প্রকাশিত জল দিবে। ঐরূপ ক্রমান্বয়ে পিতামহ, ঐপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহপিণ্ডে জল দিবে। অতঃপর “ওঁ অত্র পিতরো মানয়ধ্বং ওঁ যথাভাগ মারুযায়ধ্বং” ইহা জপ করিবে। পরে আচমন করত বামাবর্তক্রমে উত্তরাভিমুখ হইয়া শ্বাস ধারণ করত পিতৃ-পুরুষদিগকে ভাস্কর-মূর্তি চিত্তা করিয়া “ওঁ অমী মনন্তঃ পিতরো যথাভাগ মারুযায়ধ্বং” এই মন্ত্র জপ করিয়া ব্রহ্ম শ্বাস ত্যাগ করিবে।

অতঃপর কৃতাজলি হইয়া “ওঁ নমো বঃ পিতরঃ পিতরো নমো বঃ” ইহা পাঠ করত “ওঁ গৃহায়ঃ পিতরো দত্ত” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ভাৰ্য্যাকে দর্শন করিয়া “ওঁ সদোর্বঃ পিতরো দেশাঃ” \* বলিয়া পিণ্ড দর্শন করিবে। অনন্তর নূতন বা পুরাতন কাপড়ের দশী হইতে সূত্র গ্রহণ করিয়া “বামহস্ত হইতে দক্ষিণহস্তে আনয়ন করিয়া “ওঁ এতদ্বঃ পিতরো বানঃ।” ইহা পাঠ করিয়া ওঁ অমুকগোত্র পিতঃ অমুক দেবশশ্মন্ এতন্তে বানঃ ওঁ যে চাত্র ভামহু ষাংচ তস্মৈ তে স্বধা” ইহা বলিয়া পিতৃপিণ্ডে দিবে। এবং ঐ মন্ত্রে পিতামহ, ঐপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের নাম উল্লেখ করিয়া, ঐভ্যেক বার জল স্পর্শ করত এক একটা পিণ্ডে সূত্র দিবে। পরে পিতৃপুরুষ-গণের উদ্দেশে অমন্ত্রক গন্ধ পুষ্প দ্বারা পিণ্ডের পূজা করিয়া কৃতাজলি পূর্বক “ওঁ বসন্তায় নমস্তভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাত্য্যচ শরৎসংক্রান্তবে চ নমঃ সদা। হেমন্তায় নমস্তভ্যং নমন্তে শিশিরায় চ। মাসসংবৎসরেভ্যশ্চ দিবসেভ্যো নমো নমঃ” এই বলিয়া ষড়্‌ঋতুরূপ পিতৃপুরুষদিগকে প্রণাম করিবে। অতঃপর “ওঁ সুসুপ্রোক্ষিতমস্ত” ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণের অগ্রভূমি সৌচন করিলে পুরোহিত বলিবেন, “ওঁ অস্ত”। পরে দৈবব্রাহ্মণে, “ওঁ শিবা আপঃ সত্ত্ব” বলিয়া জল দিলে পুরোহিত বলিবেন, “ওঁ সত্ত্ব”। তৎপর “ওঁ সৌমনস্য-মস্ত” এই বলিয়া পুষ্প দিলে পুরোহিত বলিবেন, “ওঁ অস্ত”। ঐরূপ পিতৃ ও মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণে ও জল, পুষ্প ও দুর্ধাক্ত প্রদান করিবে ও প্রতিবচন বলিবে। পরে অক্ষয়্য দান করিবে।

অক্ষয়্যাদান—ভিল, হৃত ও মধুযুক্ত জল গ্রহণ করিয়া “ওঁ অমুকগোত্রস্য

\* হে পিতরঃ গো যুগ্মভ্যং নমোহস্ত ভক্তিশ্রদ্ধাতিশয়েন পুনঃ পুনঃ নমস্করোহস্তি তা-  
পুনকতিঃ নমস্কারাদিন। ঐতীতাঃ সন্তঃ পিতরো নোহম্ভ্যং গৃহানমুকুলদারান্ অত্র চ  
গৃহিণী গৃহমুখ্যতঃ ইতি গৃহিণীপ্রার্থনম্। সন্ত প্রযজ্ঞতঃ স্বয়ং যো যুগ্মভ্যং পুত্রোদ্যোগতি-  
রূপেণ সন্তঃ সন্তোহ্যনং যোগঃ নদামঃ হোমসম্বাৎ দিপেক্ষিকরণযোগঃ দীর্ঘাতাবা শুণ্ডোপধারঃ।

পিতৃঃ অমুকদেবশৰ্মণঃ কঠেহস্মিন্ পার্শ্ববিধিকপ্রাক্ দত্তমিদমন্নপানাদিক  
 স্বক্যামস্ত” ইহা বলিয়া পিণ্ডের উপর দিলে পুরোহিত বলিবেন, “ওঁ অস্ত”  
 ঐরূপ পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের নাম  
 উল্লেখ করিয়া অস্ত্র পাঁচটি পিণ্ডের উপর প্রদান করিবে ।

পরে “ওঁ অঘোরাঃ পিতরঃ সন্ত” বলিবেন, পুরোহিত ‘সন্ত’ বলিয়া প্রতিক্রম  
 দান করিবেন । “ওঁ গোত্রং নো বর্জতাং” বলিলে পুরোহিত বলিবেন “ওঁ  
 বর্জতাং ।” পরে সপবিত্র কুশ পিণ্ডের উপর আন্তরীণ করিয়া “ওঁ স্বধাং বাচয়িষ্যে”  
 বলিয়া প্রার্থনা করিলে পুরোহিত বর্ণিবেন, “ওঁ বাচ্যতাং ।” তৎপরে “ওঁ পিতৃভ্যাঃ  
 স্বধোচ্যতাং” বলিলে পুরোহিত বলিবেন, —“ওঁ অস্ত স্বধা” এবং “ওঁ পিতামহে-  
 ভ্যাঃ স্বধোচ্যতাং, ওঁ প্রপিতামহেভ্যাঃ স্বধোচ্যতাং, ওঁ মাতামহেভ্যাঃ স্বধোচ্যতাং,  
 ওঁ প্রমাতামহেভ্যাঃ স্বধোচ্যতাং, ওঁ বৃদ্ধপ্রমাতামহেভ্যাঃ স্বধোচ্যতাং” বলিলে  
 পুরোহিত সর্বত্র “ওঁ অস্ত স্বধা” বলিবেন । পরে “ওঁ উর্জং বহুতীরমৃতং স্তুতং  
 পয়ঃ কীলালং পরিষ্কৃতং স্বধা হ তর্পয়ত মে পিতৃন্” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া  
 সপবিত্র কুশের সহিত পিণ্ডোপরি জলধারা দ্বারা সেক করিবে । \*

পরে নিজের বামদিকস্থ হাজারত পাত্র উঠাইয়া দক্ষিণা করিবে । স্বধা.—  
 প্রথমতঃ পিতৃশকে “বিষ্ণুরাম্ তৎসদগ্ধ অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ  
 অমুকগোত্রস্ত পিতৃঃ অমুকদেবশৰ্মণঃ অমুকগোত্রস্ত পিতামহস্ত অমুকদেবশৰ্মণঃ  
 অমুকগোত্রস্ত প্রপিতামহস্ত অমুকদেবশৰ্মণঃ কঠেততং পার্শ্ববিধিকপ্রাক্কৰ্মণঃ  
 প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিনঃ রজতং তন্মূল্যং বা বিষ্ণুদেবতং স্বধাসম্ভবগোত্রনাম্নে  
 ব্রাহ্মণায়াহং দদে” এইরূপ বাক্য কবির। দক্ষিণা দ্রব্য উৎসর্গ করিবে । এইরূপ  
 মাতামহপক্ষে ও মাতামহাদি নামোল্লেখে দক্ষিণা করিবে । তৎপরে দৈবপক্ষে  
 দক্ষিণা করিবে । স্বধা—“বিষ্ণুরাম্ তৎসদগ্ধ অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে  
 অমুকতিথৌ পুঙ্করবো মাদ্রবমোর্কিষেধাং দেবানাং কঠেততং পার্শ্ববিধিকপ্রাক্ক-  
 কৰ্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিনঃ কাকনং তন্মূল্যং বা বিষ্ণুদেবতং স্বধাসম্ভব-  
 গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে” এই বাক্য করিয়া দক্ষিণা করিবে । অনন্তর  
 দক্ষিণ হস্তের তর্জনী দর্শন করাইয়া বলিবে—“অনয়া দক্ষিণয়া প্রাক্কদিত্যং  
 সদক্ষিণমস্ত ।” পুরোহিত বলিবেন “অস্ত” ।

\* যদি পুত্রাবিনীতী ঋতুভাতা হয়, তবে পিতামহ পিণ্ডটী “ওঁ আযন্ত পিতরো দর্জং  
 কুমারং পুঙ্করম্ভজং । স্বধেহ পুঙ্করং স্তাৎ” এই মন্ত্র পড়িয়া ত্রীকৈ দিবে এবং স্ত্রী ভোজনকালে  
 ঐমোদিলম্মপুঙ্কর ভোজন করিবে । ইহা শুটনা রাগণের মত ।



অতঃপর "ওঁ বিষ্ণুঃ স্বাস্থ্যঃ প্রায়শ্চিত্তং" বলিয়া প্রণাম করিলে, পরে পুরোহিত বলিবে, "ওঁ প্রায়শ্চিত্তং" । অন্তর "ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাবোধিত্য এব চ । নমঃ স্বাধৈয় স্বাধৈয় নিতামেব ভবন্তি" ইহা তিন বার পাঠ করিবে । অতঃপর দক্ষিণাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া কৃতান্তলি ও তপ্ততিলিত হইয়া দক্ষিণদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করত পিতৃশ্রাদ্ধগণের নিকট "ওঁ আশিষো মে প্রদী-  
 যন্ত্যং" বলিয়া বর প্রার্থনা করিলে পুরোহিত বলিবে "ওঁ আশিষঃ প্রাতি-  
 গৃহন্ত্যং ।" অতঃপর "ওঁ দাতারো নোহভিবর্জ্যন্ত্যং বেদাঃ সন্ততিরেব চ । অন্না  
 চ নো মাষাণমবহনেকং নোহস্থিত । অন্নিক নো বহ ভবেততিথ্যাংচ লভেমহি ।  
 বাচিতারশ্চ নঃ সন্ত মা চ যাচি ম্য ককম । অন্নং প্রবর্জ্যতাং নিত্যং দাতা শতং  
 জীবতু ॥ যেভ্যঃ সন্ধরিত দ্বিযন্তোমকমা তু প্তিরশ্ব । এভ্যঃ সত্যশিষঃ সন্ত  
 পিতৃশ্রাদ্ধাদোহন্ত ।" ইহা বলিয়া প্রার্থনা করিলে পুরোহিত "ওঁ সন্ত" বলিয়া  
 "ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্র তিন বার পাঠ করিবে । অতঃপর  
 "ওঁ বাজ্রে বাজ্রেহবত বাঞ্জিনো নো বনো বিপ্রা অমৃত্যু ঋতজ্জা অশ্রু মধ্বঃ  
 পিবত মাদরস্বঃ তপ্তা দ্বাত পথিত্তিদেবগানৈঃ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কুশত্রয়  
 দ্বারা পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মা বিনর্জ্জন করিয়া, পরে উপবীতী হইয়া, ব্রাহ্মণহ  
 দেবগণকে বিনর্জ্জন করিবে । তৎপরে "ওঁ মা মা বাজত প্রনবো জগন্নাথ যেমে  
 জ্ঞাপৃথিব্যা বিশ্বরূপে আ না গন্ত্যঃ পিতরঃ মাতরঃ যুবন মা মোমোহমৃতত্বায়  
 গম্যাত" এইমন্ত্রে দক্ষিণাবর্তক্রমে ব্রাহ্মণের চতুর্দিকে জলধারা বেষ্টন করিয়া নম-  
 স্কার করিবে । অতঃপর "এত গন্ধপুষ্প ঐ জননারায়ণ নমঃ" বলিয়া জলে  
 নারায়ণের পূজা করিয়া "যেষাং ব্রাহ্মণ কৃত্যমশ্বঃ তেষামক্ষণায়ৈ তপ্তয়ে ত্বয়ি জলে  
 পাত্নীয়ান্নাদিকং সমর্পিতং" এই বলিয়া পিতৃ ও মাতামহপাত্রের কিংকিং অন্ন জলে  
 প্রদান করিয়া "ওঁ যযোঃ ব্রাহ্মণ কৃত্যমশ্বঃ তযোরক্ষণায়ৈ তপ্তয়ে ত্বয়ি জলে পাত্নী-  
 যান্নাদিকং সমর্পিতং" এই মন্ত্র পড়িয়া টাবপাত্রহ কিংকিং অন্ন জলে দিবে ।  
 পরে পিও সকলের স্বাদাদি সেলিয়া পরিষ্কার করত গরু, ছাগ বা ব্রাহ্মণকে  
 দান করিবে, অথবা অগ্নি বা জলে নিক্ষেপ করিবে । ব্রাহ্মণের দ্রব্য ব্রাহ্মণকে  
 দিবে । পরে শান্তি আশীর্বাদ করিবে । যথা,—উপবীতী হইয়া সপুষ্প জল  
 গ্রহণ করিয়া "ওঁ মহাবাহনোবাহনবিব্রীচ্ছারশ্রীহুশ্ব ইন্দ্রো দেবতা শান্তিকর্ষণি  
 জপে যিনিরোগঃ । ওঁ কন্য নশ্চিহ্ন আভুবন্তী সত্যবতঃ সখা কন্য সচাষ্টীয়া বৃত্তা  
 ওঁ কস্তাবতো মনানাং মংহিষ্টো মংগদক্ষসঃ দৃঢ়াচিদারুজঃ বশ্ব । "ওঁ অভ্যুগঃ  
 সখীনাযবিতা জরিত্বাং লভন্তব্যঃ স্বাতরো ।" এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া "ওঁ স্বাস্তি

ন ইচ্ছো বৃদ্ধিপ্রদাঃ স্বস্তি নঃ পূবা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তাক্ষোহিবিষ্টৈবেতি স্বস্তি  
মো বৃহৎশক্তির্নধাতু । ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি” এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া  
পুরোহিত শাস্তি করিবেন ।

অনন্তর অঙ্ঘ্রিগ্রহধারণ করিবে । যথা,—হাতে জল লইয়া “কৃতৈতৎপার্ষণ-  
বিধিকশ্রাদ্ধকর্মাচ্ছিত্র মন্ত্ৰ” বলিয়া হস্তস্থ জল ত্যাগ করিবে । পরে দক্ষিণ  
হস্তদ্বারা দীপ আচ্ছাদন করিয়া হস্তদ্বয় প্রক্ষালন পূর্বক আচমন করিয়া বৈষ্ণব-  
প্রশমন করিবে । যথা,—“অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশ্রী কৃতৈতৎ-  
পার্ষণবিধিকশ্রাদ্ধকর্মণি যদবৈত্তগুণং ত্বং তদোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুশ্রবণ মহঃ  
করিষ্যে ।”

এইরূপ বাক্য করিয়া “ওঁ তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত  
বিষ্ণুশ্রবণ করত “ওঁ বিষ্ণু” এই মন্ত্র দশবার জপ করিবে । অতঃপর বৈষ্ণবদেব  
বলিকর্ম্ম করিবে ।

বামবেদীয় পার্শ্ব শ্রাদ্ধকৃতি সমাপ্ত ।

সাংবৎসরিকৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ প্রয়োগ ।

পূর্বদিনে একবার নিরামিষ ভোজন করিয়া পরদিবস দেবপূজাতে দক্ষিণ-  
তিমুখ হইয়া পদদ্বয় প্রক্ষালন পূর্বক কুশহস্তে উত্তরমুখ বা পূর্বমুখ হইয়া  
আচমন করত তিলতৈলে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিবে ।  
যথা,—ভোজ্য স্থায় সমুখে আনয়নপূর্বক “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সোপকরণভোজ্যায়  
নমঃ” বলিয়া তিনবার ভোজ্য অর্চনা করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে  
ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ।” “এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ”  
বলিয়া পূজা করত দক্ষিণহস্তে কুশত্রয় সহিত জল গ্রহণ করিয়া বাম হস্তে  
ভোজ্য ধারণ করত নিম্ন লিখিত রূপ বাক্য করিয়া উৎসর্গ করিবেন ।

“অস্ত্রামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুরুক-  
দেবশ্রবণঃ একোদ্দিষ্টবিধিকসাংবৎসরিকশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্য পিতুরুকদেব-  
শ্রবণঃ স্বর্গকাম ইদং সোপকরণভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে  
ব্রাহ্মণায় অহং দদামি ।”

অতঃপর “অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎসোপকরণভোজ্যদানকর্ম্মণঃ সাক্ষ্যার্থং  
দক্ষিণামিদং কাঞ্চনম্ণ্যং বিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণাদাহং

কন্যায় ।” এইরূপে দক্ষিণা করিবে । অতঃপর “ওঁ বাস্তপুঙ্খায় নমঃ” বলিয়া পাত্ৰাদি দ্বারা বাস্ত পূজা করিয়া “ওঁ তদ্বিকোঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণু স্মরণ করত “ওঁ যজ্ঞধ্বার্য বিষ্ণবে নমঃ” বলিয়া ত্রীবিষ্ণুর পূজা করিয়া “এতৎ প্রাকীর্ষ্যপ্রভাগমমৃতসোপকরণান্নং ওঁ যজ্ঞধ্বার্য ত্রীবিষ্ণবে নমঃ ।” বলিয়া প্রাকীর্ষ্যপ্রভাগ দান করিয়া পরকীর ভূমিতে প্রাক্ষ করিলে তৎস্বামীকে মূল্য অথবা “এতৎ সোপকরণান্নং এতৎ ভূমিমিহিত্যঃ স্বধা” বলিয়া অন্নদান করিবে ।

অতঃপর উপবীতী হইয়া,—“ওঁ নহশ্রবীষা” ইত্যাদি মন্ত্রে কুশত্রাক্ষণকে দান করাইয়া “ওঁ দর্ভময়ত্রাক্ষণায় নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করিয়া দক্ষিণাভিমুখ প্রাচীনাবীতী পাতিত-বামজানু হইয়া তিল কুণযুক্ত দক্ষিণাগ্র আসনে ত্রাক্ষণকে বসাইয়া একগণ্ডু যজ্ঞ প্রদান করিয়া “অমুকগোত্র মাসি অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক্তগোত্রস্য পিতৃমমুকদেবশর্মাণ একোদ্ধিষ্টবিধিকসাবৎসরিকপ্রাক্ষং দর্ভময়ত্রাক্ষণেহং করিষ্যে ।” বলিয়া বাক্য করিলে পুরোহিত “ওঁ কুরুব” এই প্রতিবচন বলিবেন ।

পরে সপ্ৰণবব্যাহতি গায়ত্রী পাঠপূর্বক, “ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহা-ধোগিভ্য এব চ । নমঃ স্বধাঠৈঃ স্বাহাঠৈঃ নিত্যমেব ভবত্বিতি ॥” এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া পুণ্ড্রীকাক্ষ বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া মুচ্ছলদ্বারা প্রাকীর্ষ্য ত্রব্য প্রাক্ষণ করিবে । রক্ষার্থ ত্রাক্ষণের শিরঃস্থানে পাত্ৰান্তরে জল রাখিবে । পরে ত্রাক্ষণকে এক গণ্ডু যজ্ঞ দিয়া “ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মনৈততে দর্ভাসনং স্বধা” বলিয়া আসন উৎসর্গ করত ত্রাক্ষণের বামপার্শ্বে মোটক প্রদান করিবে । অনন্তর “ওঁ অপঃ প্রাশুরা রক্ষাংসি বেদীষদঃ” এই মন্ত্রে ত্রাক্ষণের আসনে তিল নিক্ষেপ করিয়া ত্রাক্ষণের সম্মুখস্থ ভূমিতে একটী কুশপত্র দক্ষিণাগ্র করিয়া পাতিয়া তদুপরি পাত্ৰাহাপন করত “ওঁ পবিত্রমসি বৈষ্ণবী” এই মন্ত্রে একটি একদল প্রোদেপ প্রমাণ সাগ্রকুণ নথব্যতিরেকে ছিন্ন করিয়া “ওঁ বিষ্ণোন্মনসা পূতমসি” এই মন্ত্রে জলদ্বারা দ্বৈত ঐ কুশ পত্রনির্মিত পবিত্র দক্ষিণাগ্র করিয়া ঐ পাত্রে স্থাপন করিয়া “ওঁ শনো দেবীরভীষ্টয়ে” ইত্যাদি মন্ত্রে পাত্ৰস্থ পবিত্রে কিকিৎ জল দিবে । পরে “ওঁ তিলোহসি সোমদেবভ্যো গোমবো দেবনির্মিতঃ । অশ্র-মন্তিঃ পূজ্যঃ স্বধরা পিত ন লোকান্ প্রীণাতি নঃ স্বাহা ॥” \* এই মন্ত্রে পবিত্রে

\* তিলমমসি । কিভুতঃ সোমদেবভ্যঃ সোমো দেবতা অসোতি দেবতার্থে বর্ণপি কথিতঃ ।  
কথিতমিকারাদি বৃত্তিঃ । পুনঃ কীৰ্ত্তনঃ গোমবঃ গোঃ সর্গঃ সূত্রে প্রোক্তঃ গোমবঃ যত তিলোহঃ

তিল প্রদান করিয়া অমৃতক গন্ধ, পুষ্প দূর্বা, তুলসী ও আতপ তত্ত্বুল প্রদান করিবে। পরে একগাছ কুশ দ্বারা পাত্র আচ্ছাদিত করিয়া “ওঁ অমৃতমিদমমরী-  
পাত্র মম্ব” বলিয়া প্রের করিলে পুরোহিত “ওঁ অমৃত” এই প্রতিষেধ্য বলিবেন।  
পরে “ব্রাহ্মণহন্তে অর্ঘ্যপাত্রস্য পবিত্র প্রদান করিয়া জগাধর ও পুষ্পান্তর  
ব্রাহ্মণকে দিবে। অনন্তর পুষ্পান্তর দ্বারা “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিরঃপ্রভৃতি  
সর্গগাত্রেভ্যো নমঃ” বলিয়া, পূজা করিয়া বামহস্তে পবিত্রপাত্র উঠাইয়া  
দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া “ওঁ যা দিবা আপঃ পরমা সংবভূবুর্বা  
অন্তরীক্সা উত পাখিবীৰ্য্যা হিরণ্যবৰী ঋজিরাহা ন আপঃ শিবাঃ শংখোনাঃ  
সুহবা ভবন্ত ॥” এই মন্ত্র পাঠ করত “ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্যুয়েত্তে  
অর্ঘ্যং স্ববা” বলিয়া উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণকে অর্ঘ্য দান করিবে। পরে সেই  
পাত্র জ্যাগ করিয়া আচ্ছাদন বস্ত্রের উপর তুলসী যুক্ত চন্দন ও পুষ্প রাখিয়া  
ঐ বস্ত্র বাম হস্তে ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে তিলকুশবৃত্ত জল গ্রহণ করিয়া  
“ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্যুয়েতানি তে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-যজ্ঞোপবীতা-  
স্ত্রিতাচ্ছাদনানি স্ববা।” বলিয়া উৎসর্গ করত “এষ তে গন্ধঃ, এতন্তে পুষ্পঃ,  
এষ তে ধূপঃ, এষ তে দীপঃ, এতন্তে আচ্ছাদনং” বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য ব্রাহ্মণকে  
নিবেদন করিবে। পরে করযোড়ে “ওঁ গন্ধাদিদানমিদ মচ্ছিত্রমম্ব” বলিলে  
পুরোহিত “ওঁ অমৃত” ইহা বলিবেন।

অতঃপর ব্রাহ্মণের নিকটস্থ কুশাদি সবাইয়া জল দ্বারা দ্বারা নৈঋতকোণ  
হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাংশ জলদ্বারা ধরা বামাবর্ত্ত ক্রমে একটি চতুর্ভুজ  
মণ্ডল আঁকিয়া তৎপরি অন্নপাত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে অন্ন, ব্যঞ্জনাদি  
গরিবেশন করিয়া “ইদং বিশ্বস্টিচক্রমে দেবা নিদধে পদং সমুচমন্ত পাংস্বে ॥ ইদং  
হবিঃ বিষ্ণোঃ কবামিদং রক্ষস্ব” এই পাঠ করিয়া নখবিহীন অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করাইয়া

যতঃ সন দাতুঃ পাপাপনোদনানন্তরং স্বর্গপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ। অপি কীদৃশঃ দেবনির্মিতঃ দেবেন  
বিস্মনা নির্মিতঃ। তথাচ ক্রতিঃ,—বিক্বেদোক্তবাঃ পুণ্যস্তিলাঃ” ইতি। পুনঃ কীদৃশঃ  
ঐতিঃ পুত্রঃ জনমিষিতঃ যতঃ এবভূতস্বং তদগ্নাকং শিহ্ন লোকান্। তিহুপিতামহপ্রণিগা-  
নহপ্রভৃতীন্ প্রভুঃ চিরকালং যথা স্মারথা যথয়া যথাকারেন প্রীণাহি প্রীতান্ কুৰু।  
প্রীণাহীতি ছান্দসম্বাদীকারো ন ভবতি। যদ্যপি শিত্ কৰ্ম্মণি স্বাহাকারোন বৃক্স্তথ্যপি  
কাত্যায়নেন মহর্ষিণা স্বাহাকারেন মন্ত্রগ্য পঠিতহাৎ ন কাতিদুশপশতিবাশকনীয়া। এতদ্বিত্তি  
কলিঙ্গব্যয়মিত্যাচটে পরমার্থতত্ত্ব প্রবক্তৃশস্য নিপাতনাত্বলং বলপতি যুক্ত। প্রত্নকিত্তি  
প্রবক্তৃঃ যথা স্যাদিত্তি তথা চাতিদানকাণ্ডঃ। চিরকালে প্রবক্তৃ চ প্রত্নকিত্তিভাবীয়ে ॥

“ও অপহৃতানুরা রক্ষাংসি বেদৌষদঃ।” এই মন্ত্রে অগ্নি তিল প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণে জলগণ্ডুষ দান করিয়া গায়ত্রী জপ করত অগ্নোপরি মধু, অত্যাংবে ওঙ্ক দিয়া, গায়ত্রী পাঠ পূর্বক “ও মধুবাভা ঋতায়তে মধু করন্ত সিজবঃ। মাধ্বীনঃ সন্তোষদীর্মধু নক্তমুতোষসো মধুং পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরজ নঃ পিতা মধুমানো বনশ্চতির্মধুমাংস্ত হর্যো মাধ্বীর্গাবো ভবন্ত নঃ। ও মধু ও মধু ও মধু” এই মন্ত্র পাঠ করত অন্নপাত্র ধারণ করিয়া দক্ষিণহস্তে কুশ তুলসী যুক্ত ভল লইয়া “ও অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্যন্নৈতত্তেহমং সোপকরণং নতিলোদকং স্বধা।” এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে।

পরে ব্রাহ্মণে জলগণ্ডুষ প্রদান করিয়া “ইদমমং ইমা আপ ইদং হবিঃ এতানি উপকরণানি যথাসুখং বাগ্‌যতঃ সদঃ” ইহা বলিবে। অনন্তর পুনরায় পূর্ববৎ গায়ত্রী ও “ও মধুবাভা ঋতায়তে” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া “ও অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনক যদভবেৎ তৎসকর্মিদমচ্ছিন্নমন্তঃ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শ্রাব্যমন্ত্র পাঠ করিবে। যথা,—

ও যজ্ঞেশ্বরে হব্য ইত্যাদি—সূর্য তেতোহবসীদত” পর্যন্ত মন্ত্র (৪২৭ পৃ ১৬ পং দেখ) পাঠ করিবে। পরে ব্রাহ্মণের সম্মুখস্থ যুক্তিকায় কতকগুলি কুশ ছড়াইয়া তিল তুলসী ষোড়শযুক্ত দধিমধুযুক্ত যুক্ত একটি পিণ্ড লইয়া বাম-হস্তে কুশিতে করিয়া কিঞ্চিৎ জল লইয়া “ও অগ্নিদগ্ধাশ্চংযে জীবা যেহপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম। ভূমৌ দন্তেন তৃপ্যন্ত তৃপ্তা যান্ত পত্রাং গতিং। ও যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুনৈবান্নসিদ্ধিন তথান্নমাস্তি। ও তুংয়েহমং ভুবি দন্তয়েতং প্রেয়াস লোকাং সুখাং তদং।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সজলপিণ্ড পিতৃতীর্থ ক্রমে ঐ কুলোপরি প্রদান করিবে। পরে হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া আচমন পূর্বক হরিশ্চরণ করত ব্রাহ্মণে এক গণ্ডুষ জল প্রদান করিয়া পূর্ববৎ গায়ত্রী ও মধুবাভা মন্ত্র পাঠ করিয়া, করবোড়ে “ও শেষমমং ক দেয়ং” ইহা জিজ্ঞাসা করিবে, পুরোহিত “ও ইষ্টায় দীর্ঘতাং” বলিয়া প্রত্যুত্তর করিবেন। পরে “ও পিণ্ডদানমহং করিষ্যে” বলিয়া প্রশ্ন করিলে, পুরোহিত, “ও কুরুষ” এই প্রতি-যাক্য বলিবেন।

পরে ব্রাহ্মণের অন্নপাত্রের সম্মুখের স্থান পরিষ্কার করিয়া “ও নিহমি সর্কং যদমেখাবস্তবেজ্ঞতাপ্ত সর্কং হসুরদানবা ময়া রক্ষাংসি যকাঃ সপিশাচসজ্যা হতা ময়া বাতুধানান্ত সর্কঃ।” এই মন্ত্রে নৈঋতকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া বামদক্ষিণ ক্রমে চতুর্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া প্রাদেশ প্রদান সাগ্ন কুশপত্রাদি

গ্রহণ করিয়া রেখা মধ্যস্থলে “ওঁ নিহসি সর্বং” ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া দক্ষিণাঙ্গ একটি রেখা অঙ্কিত করিয়া উত্তর দিকে কুণ্ডলস্থল নিক্ষেপ করিবে । অতঃপর মণ্ডলের উপর কতকগুলি সম্মাণ্ড কুণ্ড আকৃত করিয়া “ওঁ এত পিতরঃ সোম্যানো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্বিণেভির্ভাস্যত্যং ত্রিণেহ ভয়ং রয়িঞ্চ নঃ সর্ববীরং নিষকৃত ।” এইরূপে আবাহন করিয়া আন্তরীর্ণ কুণ্ডের উপর তিল প্রদান করিয়া সূতিল কুণ্ডযুক্ত জলপাত্র দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া বামহস্তে আন্তরীর্ণ কুণ্ডধারণ করত অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মবনেনিক্ স্বধা” এই বাক্য করিয়া তাহাতে জলের ছিটা দিবে ।

অতঃপর “ওঁ মধুবাভা ঋতায়তে” ইত্যাদি মন্ত্র ও “ওঁ অক্ষয়ী মনস্তো হব-প্রিয়া অধুষত অস্তোষত স্মৃতানবো বিপান্ বিষ্ঠয়া মতীয়ো যামিহ তে হরী ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দ্ব্যত ও মধু-তিল-তুলসী-মোটকযুক্ত পিণ্ড দক্ষিণহস্তে গ্রহণ করত অধারক বাম হস্তে কুশীতে করিয়া কিঞ্চিৎ জল লইয়া—“ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মবনেনিক্ স্বধা ।” এই রূপ বাক্য করিয়া আন্তরীর্ণ কুণ্ডের উপর পিতৃতীর্থ ক্রমে পিণ্ডদান করত পিণ্ডোপরি জল দিবে । পরে অবশিষ্ট অন্নগুলি পিণ্ডের উপর ছড়াইয়া কুণ্ডমূল দ্বারা অম্লক হস্ত বর্ষণ করিয়া আচমন করত সেই জল গ্রহণপূর্বক হরিষ্মরণ করিয়া পিণ্ডপাত্রে জলদান করত সেই জল গ্রহণপূর্বক “ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্ম্মবনেনিক্ স্বধা” এই বাক্য করিয়া হস্তস্থ জল পিণ্ডের উপর দিবে ।

পরে “ওঁ অত্র পিতৃর্মানুষ যথাভাগমাবুযায়স্ব ।” এই মন্ত্র জপ করিয়া বামাবর্তক্রমে উত্তরমুখে উপবিষ্ট হইয়া যাবৎ পর্য্যন্ত মানি না জন্মে, তাবৎ পর্য্যন্ত শ্বাস রুদ্ধ করিয়া পিতৃদিগের তেজোময়মূর্তি চিন্তা করিয়া দক্ষিণমুখ হইয়া “ওঁ অমীমদং পিতা যথাভাগমাবুযায়িষ্ট ।” ইহা জপ করিয়া শ্বাস ত্যাগ করিবে । পরে কৃতাজলি হইয়া “ওঁ নমস্তে পিতঃ পিতৃর্নমস্তে” এই মন্ত্র জপ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে গৃহিণীকে দর্শন করিবে । “ওঁ গৃহাঙ্গঃ পিতর্দেহি” পরে “ওঁ সদন্তে পিতদেহাঃ ।” এই বলিয়া পিণ্ডদর্শন করিবে ।

অতঃপর নূতন বা পুরাতন গুরু বস্ত্রের দঙ্গীর একটু সূত্র লইয়া—তাহা দ্বিগুনীকৃতভাবে কুণ্ডে জড়াইয়া—“ওঁ এতদঃ পিতরো বাসঃ” বলিয়া পিণ্ডের উপর দিয়া তাহা অধারক বামহস্তদ্বারা ধরিয়া “ওঁ অমুকদেবশর্ম্মবনেনিক্ স্বধাঃ” বলিয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা জলের ছিটা দিয়া উৎসর্গ করিবে ।

তৎপরে “ও উৰ্জঃ বহন্তীরমৃতং স্মৃতং পয়ঃ কীলালং পরিষ্কৃতং স্বধাহ তর্পয়ত মে পিতরম্।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পিণ্ডোপরি জল দারা দিবে।

পরে তুফীন্তাবে গন্ধ পুষ্প দারা পিণ্ডপূজা করিয়া, “ও বসন্তায় নমস্তভ্যং গ্রীষ্মায় চ নমো নমঃ। বর্ষাভ্যাশ্চ শরৎসংজ্ঞাতবে চ নমঃ সদা॥ হেমন্তায় নমস্তভ্যং নমস্তে শিশিরায় চ। মাসসংবৎসরেভ্যাশ্চ দিবসেভ্যো নমো নমঃ।” এই মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর “ও সুসুপ্রোক্ষিতমন্ত” বলিয়া জল দারা ব্রাহ্মণের অগ্রভূমি সৈচন করিবে। পরে পুরোহিত “ও অস্ত্র,” প্রতিবাক্য বলিবে। তৎপরে ব্রাহ্মণ হস্তে “ও শিবা আপঃ সহ” বলিয়া জল দিবে।

পরে “ও সৌম্যমন্ত্রমন্ত” বলিয়া পুষ্প, “ও অক্ষতকানিষ্টবাস্ত” বলিয়া দুর্বা তণ্ডুল দিবে এবং সর্বত্র “ও অস্ত্র” এই বাক্য পুরোহিত বলিবে। পরে, তিল, মধু ও স্মৃত মিশ্রিত জল লইয়া,—“অমুকগোত্রস্ত পিতুরমুকদেবশর্মাণঃ কৃতেহ-মিন্ শ্রাদ্ধে দত্তমিদমন্নপানাদিকমুপতিষ্ঠতাম্।” বলিয়া ব্রাহ্মণহস্তে ও পিণ্ডে দিবে এবং পুরোহিত “ও উপতিষ্ঠতাং” বলিয়া প্রতি উত্তর করিবে। পরে “ও অঘোরঃ পিতাস্ত্র” বলিলে, পুরোহিত “ও অস্ত্র” বলিবে। পরে “ও গোত্রং নো বর্দ্ধতাং” বলিলে, পুরোহিত “ও বর্দ্ধতাং” বলিয়া প্রতিবচন বলিবে। তৎপর পিণ্ডের উপর সপবিজ্র কুশ দিয়া “ও উৰ্জঃ বহন্তীরমৃতং স্মৃতং পয়ঃ কীলালং পরিষ্কৃতং স্বধাহ তর্পয়ত মে পিতরম্।” এই মন্ত্রে পিণ্ডোপরি জল সৈচন করিবে। অতঃপর দক্ষিণাস্ত করিবে। বধা,—“পিতুরাম্ তৎসদভ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক্তিধৌ অমুকু-গোত্রস্ত পিতুরমুকদেবশর্মাণঃ কৃতেহদেহোদ্বিষ্টবিধিক-সাংবৎসরিকশ্রাদ্ধকর্মণঃ সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিদং ব্রজতং তন্মুলা বা শ্রীবিমুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদামি।” অতঃপর “অনয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমন্ত” বলিয়া দক্ষিণহস্তের তর্জনী অঙ্গুলী দর্শন করাইলে পুরোহিত “অস্ত্র” প্রতি-বাক্য বলিবে।

অনন্তর ব্রাহ্মণ লইয়া দক্ষিণাঙ্ক দর্শন পূর্বক “ও দাতারো নোহতি-বর্দ্ধতাং”—ইত্যাদি মন্ত্রে ( ৪০২ পৃঃ ৭ পং দেখ ) পুষ্প আদ্রাণ করিয়া মন্তকে দিবে। পরে পুরোহিত “ও সুহৃৎ” বলিয়া প্রতিবচন বলিবে। তৎপর “পিতৃবরপ্রসাদোহস্ত” বলিলে, পুরোহিত “ও অস্ত্র” বলিবে।

পরে, “ও দেবভাতঃ”—ইত্যাদি মন্ত্র ( ৪২০ পৃঃ ২৪ পং দেখ ) তিনবার পাঠ করিয়া “ও অদ্বিব্যাতাং কঃ” বলিয়া ব্রাহ্মণকে বিদর্জিত করিবে। “ও

মতিবোধম্” বলিয়া পুরোহিত প্রতিবাক্য বলিবেন। পরে “ওঁ আ মা বাজসা  
প্রসবো জগম্যাদেমে জাবাপৃথিবী বিশ্বরূপে আ মা গন্তঃ পিতরা মাতরা যুবমা  
য গোমোহনৃতজায় গন্যাং” এই মন্ত্রে জন ধারা দ্বারা ব্রাহ্মণকে বেষ্টন করিয়া  
‘ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতী ধর্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ। পিতরি প্রীতিমাগ্নে প্রিয়ন্তে  
ধর্মদেবতাঃ॥’ ইহা বলিয়া পিতৃপ্রণাম করিবে। তৎপর “যস্য শ্রাদ্ধং  
ভুংক্তং তস্য অক্ষরায়ৈ তুণ্ডয়ে তস্মি জলে পাত্ৰায়মন্নাদিকং সমর্পিতং॥”  
বলিয়া পাত্ৰ হইতে অন্নগ্রহণ করিয়া জলে দিবে। তৎ পরে “ওঁ মহাত্মা  
বামদেবাশ্বমি।” ইত্যাদি ( ৪৩২ পৃ ২৭ পং দেখ ) শান্তিমন্ত্র পাঠ করিয়া, শান্তি  
করত দোপাচ্ছাদন, অছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য প্রশমন করিয়া, “ওঁ তদ্বিক্ষোঃ  
পরমং পদং” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।

পিণ্ড ব্রাহ্মণ বা গরুকে দিবে, অথবা জলে নিক্ষেপ করিবে।

### মাসিকৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ প্রয়োগ।

ইহার পদ্ধতি ঠিক সাংবৎসরিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের ন্যায়। যে যে স্থানে  
প্রভেদ আছে, তাহাই লিখিত হইল। এই কার্য্যে বাক্যাদিতে পিতৃপদ স্থানে  
প্রত্যপদের এবং “একোদ্দিষ্টবিধিক সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধং” স্থলে প্রথমমাসিক-  
কোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধং” বলিবে—এইরূপ দ্বিতীয় মাসিকৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধং” তৃতীয়  
মাসিক, চতুর্থ মাসিক ইত্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে। কেবল “নবভাত্যঃ  
পিতৃভ্যশ্চ—মধুবাতা সত্যতে—আ মা বাজস্য” ইত্যাদি মন্ত্রস্থ পিতৃপদস্থানে  
প্রত্যপদোচ্চারণ হইবে না এবং প্রত্যগ্রাহে, —“ওঁ দাতারো নোহভিবর্দ্ধতাং”  
ইত্যাদি আশীর্বাদমূলক প্রার্থনা মন্ত্রটি পাঠ করিবে না।

প্রত্যগ্রাহীর পাত্ৰায়ে ও পিণ্ডে আনিয় দিতে হয় এবং “এতন্তে স্যামিবমন্নং  
এবং “এতন্তে নামিবসিণ্ডং” বলিয়া উৎসর্গ করিতে হয়।

পঞ্চম মাসের পর প্রথম ষাণ্মাসিক করিয়া ষষ্ঠমাসিক এবং একাদশমা-  
সিকের পর দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক করিয়া দ্বাদশ মাসিক করিবে। মল মাসে মৃত-  
ব্যক্তির আর একটি অতিরিক্ত মাসিক করিতে হয়, তাহাতে দ্বাদশ মাসিকের  
পর ত্রয়োদশ মাসিক বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে।

### নান্দীমুখ ( আভ্যুদয়িক ) শ্রাদ্ধ।

প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া পবিত্রচিত্তে পূর্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া তিল-  
উৎস বা দ্রুতপ্রসীং, প্রজ্বলিত কারুণ্য শালগ্রামে বা জলে বিষ্ণুর পূজা



করিবে। যদি পূর্নদিবস অধিবাস না হইয়া থাকে, তবে এই সময় অধিবাস বিধিক্রমে ( অধিবাস দেখ ) অধিবাস করিয়া আশ্ববাচনপূর্বক কুশক্রয়সহিত তিল-পুষ্প-ফলান্বিত জলপূর্ণ পাত্র গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত কপে সংকল্প করিবে। যথা,—

“অন্তেষ্যাদি অমুকে মাসি অমুকরাশিস্তে তাস্মৈ অমুকে পক্ষে অমুক-  
তিথৌ অমুকগেত্রস্য ত্রীঅমুকদেবশর্গণোহমুংকর্ম্মভাদ্রমার্থং সগণাধিপগৌর্যাদি-  
ষোড়শমাতৃকাপূজাংসুখারাসম্পাদনায় বাহুস্তজপাভাদয়িকশ্রাদ্ধান্যাহং করিষ্যে।”  
এই প্রকার সংকল্প করিয়া সেই জল ঈশান দিকে নিক্ষেপ করিবে।

পরে পূর্নদিবস সম্ভবদী যবপুঞ্জে গণপতি ও গৌর্যাদি ষোড়শমাতৃকার \*  
পূজা করিবে। যথা—

সপুষ্প অক্ষত গ্রহণ করিয়া “ও গণপতিমহমারোপয়ামি ও ভূভূবঃ স্বঃ  
গণপতে ইহাগচ্ছাগচ্ছ” ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া পাত্রাদি দ্বারা “ও  
গণপত্যে নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করিয়া “ক্ষমস্ব” বলিয়া বিনর্জ্জন করিবে।  
তৎপর গৌর্যাদি ষোড়শ দেবতার আবাহন করিয়া পূজা করিবে। যথা—  
“ও গৌরীং মাতরমহমারোপয়ামি ও ভূভূবঃ স্বঃ গৌরীং মাতরিহাগচ্ছাগচ্ছ”  
ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া “ও গৌরীং নমঃ” এই মন্ত্রে পাদাদিদ্বারা  
পূজা করিবে। এই ক্রমে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, পূজা করিয়া “ক্ষমস্ব”  
বলিয়া বিনর্জ্জন করিবে।

অনন্তর গোময় লিপ্ত ভিত্তিতে, দ্বারের দক্ষিণদিকে নাভিপ্রমাণ উচ্চতানে  
নিম্নলিখিত মন্ত্রে সাত বা পাঁচবার স্তব ধারা দিবে। মন্ত্র যথা,—

“ও বহুর্জো হিরণ্যস্য যদ্বী বর্জো গবামুত । সত্যস্য ব্রহ্মণো বর্জন্তেন  
মা সংস্জামসি।”

অতঃপর সেই ধারাতে “ও চেদিরাজবসো ইহাগচ্ছ” ইত্যাদিক্রমে আবাহন  
করিয়া,—“ও চেদিরাজবসো নমঃ” এই মন্ত্রে গজাদি দ্বারা পূজা করিয়া  
নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে।—ও চেদিরাজ নমস্তস্ত্যং শাপগ্রস্ত মহামতে ।  
কুৎপিপাসানুদে দান্ত চেদিরাজ নমোহস্ত তে ॥” অতঃপর “ও চেদিরাজবসো  
ক্ষমস্ব” মন্ত্রে বিনর্জ্জন করিয়া আয়ুধ্য মন্ত্র জপ করিবে। যথা,—

\* সৌরী পদ্মা শচী বৈষ্ণা সাকিনী বিজয়া জয়া দেবসেনা যথা যাহা শাস্তি পুষ্টি প্রতি তুষ্টি আশ-  
বেষতা কুলদেবতা ।

ও আনুর্বিধাযুর্বিধাং বিবধাযুগমীমহি । প্রজাভট্টরমিবিধেহ নৈশ শঙ্ক কীরেবম  
শরসো বরজে ॥ ও আনুর্বিধা মে পবন বর্জসো মে পবন বিহঃ পৃথিব্যা দিবো  
জনিত্রা পৃথক্যোপেহঃ করতী সোমো হোদগায় মম্বয়ুবে মম ব্রহ্মবর্জসে  
বজমানসাক্য। শ্রীমুক দেবশর্ষণো অমুককর্ষণো রাজ্যায়।” অতঃপর জোজ্য  
উৎসর্গ করিবে। বধা,—

“বিষ্ণুরোধ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকরাহিতে ভাস্বরে অমুকে পক্ষে  
অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য শ্রীমুকদেবশর্ষণঃ শুভ অমুককর্ষাভ্যাদয়ার্থঃ, অমুক-  
গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুরমুকদেবশর্ষণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য  
অমুকদেবশর্ষণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ষণঃ,  
অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুকদেবশর্ষণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য  
প্রমাতামহস্য অমুকদেবশর্ষণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য  
অমুকদেবশর্ষণঃ আভ্যাদয়িক-প্রাক্তিবাসবে অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ  
অমুকদেবশর্ষণঃ ইত্যাদি রূপে ষট্ পুঙ্খবেব নাম উল্লেখ করিয়া অক্ষরস্বর্গকাম  
ইদং সমুদ্র-সোপকরণভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈনতং বধাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং  
দদামি।” এইরূপে উৎসর্গ করিয়া দক্ষিণা করিবে।

তৎপরে বাস্তবপূর্বক এবং যজ্ঞেশ্বরকে পূজা করত প্রাক্তিগ্রাভাগ প্রদান  
করিয়া আচার বশত গঙ্গাব পূজা করিয়া পবকীয় ভূমিতে ভূধারীর পূজা  
বা মূল্য প্রদান করিবে।

এই কার্যে দেবপক্ষে ও পিতৃপক্ষে পূর্বমুখ, উপবীতী ও পাতিত দক্ষিণ-  
আনু হইয়া যবেদিক দ্বাবা কাষ্য করিতে হইবে।

দৈবপক্ষে পশ্চিমদিকে বণোদকপ্রোক্ষিত পূর্বাগ্র কুশব্রহ্মযুক্ত আসনদ্বয়ে  
পূর্বমুখ ব্রাহ্মণদ্বয় স্থাপন করিয়া দক্ষিণাবর্তক্রমে দক্ষিণদিকে গমন করিয়া  
পূর্বমুখ একদন্তগুহ্ম আসনদ্বয়ে উত্তরমুখ পিতৃশব্দীয় ব্রাহ্মণদ্বয় এবং তৎপশ্চিমে  
উত্তরপক্ষে কুশযুক্ত আসনদ্বয়ে মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণদ্বয় স্থাপন করিয়া “ও  
মহাজনীবা” ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রাহ্মা নান করাইয়া কুশময় ব্রাহ্মণের পূজা করত  
দৈবে একগণ্ড ব জল দিয়া অন্নজ্ঞা করিবে। বধা—

“বিষ্ণুরোধ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকরাহিতে ভাস্বরে অমুকে পক্ষে অমুক-  
তিথৌ অমুকগোত্রস্য শ্রীমুকদেবশর্ষণঃ শুভ-অমুককর্ষাভ্যাদয়ার্থঃ অমুকগোত্রস্য  
নান্দীমুখস্য পিতুরমুকদেবশর্ষণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুক-  
দেবশর্ষণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ষণঃ, অমুকগোত্রস্য

নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্ত প্রমাতামহস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্ত বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ আত্মাদয়িকশ্রাদ্ধে কর্তব্যো ও বহুসত্যমোক্ষিষ্যৎ দেবানাং আত্মাদয়িকশ্রাদ্ধং দৰ্ভমব্রাহ্মণয়োঃ করিষ্যে ।”

পরে পুরোহিত “ও কুকৰ” বলিয়া প্রতিবচন বলিবেন ।

অতঃপর পিতৃ পক্ষে দক্ষিণাবর্তে আসিয়া, জলগণ্ডুষ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া “অদ্যেত্যাদি অমুকদেবশৰ্মণঃ শুভ অমুককৰ্ম্মভাদ্রার্থং অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুরমুকদেবশৰ্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ আত্মাদয়িকশ্রাদ্ধং দৰ্ভমব্রাহ্মণয়োঃ করিষ্যে ।”

এইরূপ প্রশ্ন করিলে পুরোহিত “ও কুকৰ” বলিয়া প্রতিবচন বলিবেন । পরে মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণে জল দিয়া মাতামহাদি ত্রয়ের নাম উল্লেখ করত পূর্বোক্ত-রূপে বাক্য করিবে এবং পুরোহিত প্রতিবচন বলিবেন ।

পরে দৈবদিক্রমে গায়ত্রী পড়িয়া—“ও দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোনিভ্য এব চ । নমঃ পুঠৌ স্বাহাঠৈ নিত্যমেব ভবম্বিত্তি ।” এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে এবং মৃত্তিকায়ুগ্ম জলে শ্রাদ্ধীয় জ্বায়া প্রোক্ষণ করিয়া রক্ষার্থ জলপাত্র ব্রাহ্মণের একদেশে স্থাপন করিবে ।

পরে দেবব্রাহ্মণে জল দিয়া ত্রিপত্র গ্রহণ করত—“ও বহুসত্যো বিধেদেবা এতদ্বো দৰ্ভাসনং নমঃ” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবব্রাহ্মণের দক্ষিণপাশ্বে প্রদান করিবে । অনন্তর পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণকে এক গণ্ডুষ জল দান করিয়া, ত্রিপত্র গ্রহণ করত “ও অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতুরমুকদেবশৰ্মণঃ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেবশৰ্মণঃ অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকদেবশৰ্মণঃ তে দৰ্ভাসনং ও বে চাত্ত স্বামহু যাংচ ত্বমহু তমৈ ভে নমঃ” এই বলিয়া পিতৃব্রাহ্মণের বাম-পাশ্বে দিবে এবং মাতামহপক্ষেও এইরূপে গোত্র-নামোচ্চারণ করিয়া ত্রিপত্রদিবে ।

তৎপরে দৈবে যবগ্রহণ করিয়া—“ও বিশ্বান্ দেবানাবাহিষ্যে ।” জিজ্ঞাসা করিলে পুরোহিত “ও আবাহন” বলিয়া প্রতিবাক্য বলিবেন, পরে “ও বিধে-দেবাস আগত” ইত্যাদি মন্ত্র (৪২১ পৃ দেখ) আবাহন করিয়া ব্রাহ্মণে যব ছড়াইয়া দিবে এবং কৃত্তাজলি হইয়া—“ও বিধেদেবাঃ শপুতমং হবং”—ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় (২২১ পৃ দেখ) পাঠ করিবে ।

অতঃপর পিতৃপক্ষে যব লইয়া —“ও নান্দীমুখান্ পিতৃনাবাহরিবো ।” ইহা জিজ্ঞাসা করিলে,—“ও আবাহয়” বলিয়া পুরোহিত প্রতিবচন বলিবেন । পরে কৃতাজলি হইয়া “ও এত নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সোম্যাসো গভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ষিণেভির্দত্তাস্ত্র্যং জ্বিণেহ ভজং রৈক নঃ সর্গবীরং নিযচ্ছত । ও উশস্ত্বা নিধীমহ্যশস্তঃ সমিধীমহি উগন্নুশত আবহ নান্দীমুখান্ পিতৃন্ হবিষে অভবে ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আবাহন করত কৃতাজলি হইয়া,—“ও অয়াক্ত নো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সোম্যাসোহগ্নিবাভা পথিভির্দেবঘাতৈঃ । অশ্বিন যজ্ঞে পুষ্ঠা মদন্তোহশ্বিক্রবন্ত তেহবস্তমান্ ।” ইহা জপ করিয়া “ও অপহতাহুরা রক্ষাসি বেদিবদঃ ।” এই মন্ত্রে যব ছড়াইয়া দিবে ।

পরে জল স্পর্শপূর্বক দৈবাদিক্রমে দৈবব্রাহ্মণ-নিকটে উত্তরাগ্র কুশোপরি এক এবং পূর্বাগ্র কুশোপরি পিতৃপক্ষে তিন এবং তদক্ষিপে মাতামহপক্ষে তিন সর্গসমেত সাতটি অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন করিয়া—“ও পবিত্রে হৌ বৈষ্ণবো” বলিয়া নথ ব্যতীত প্রাদেশ প্রমাণ সাগ্র কুশ ছিন্ন করিয়া বামহস্তে ধারণ করত “ও বিষ্ণোঽগ্নিসা পূতেহু” মন্ত্রে একটু জলের ছিটা দিয়া দৈবাদি ক্রমে এক এক পাতে এক একটা স্থাপন করিয়া “ও শন্নোদেবীরভিঠয়ে”—ইত্যাদি মন্ত্রে পবিত্র জ্ঞান করাইয়া দৈবে,—“ও যবোহসি যবয়াম্নেনো যবযারাতীর্দ্বিবে স্বা অস্তরীক্ষয় স্বা পৃথিব্যে স্বা শুকভ্যং লোকাঃ পিতৃসদনাঃ পিতৃসদনমসি ॥” মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্রে যব বিকীর্ণ করিয়া পুনরায় যব এইয়া,—“ও যবোহসি সোমদৈবতো। গোযবো দেবনির্মিতঃ প্রথমহিঃ পুত্রঃ পুষ্ঠা নান্দীমুখান্ পিতৃন্ লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃপক্ষীয় ও মাতামহপক্ষীয় প্রত্যেক পাতে যব ছড়াইয়া দিবে । পরে দৈবাদিক্রমে ‘অমন্ত্রক গন্ধপুষ্প দিয়া কুশান্তর দ্বারা আচ্ছাদন করত “ও অচ্ছি ননিবমধ্যাপারমস্ত” বলিবে । পরে “ও অকু” ইহা পুরোহিত বলিলে দেবব্রাহ্মণহস্তে পূর্বাগ্র পবিত্র দিয়া জলাস্তর ও পুষ্পান্তর দিবে, এবং পুষ্পান্তর দ্বারা “এতে গন্ধপুষ্প ও শিরঃপ্রসূতি সর্গগাত্রোভো নমঃ” বলিয়া ব্রাহ্মণকে পূজা করিবে ।

অতঃপর বামহস্তে দৈব-অর্ঘ্যপাত্র গ্রহণ করত দক্ষিণহস্তে আচ্ছাদন করিয়া “ও যা দিব্যা” ইত্যাদি মন্ত্র ( ৪২৪ পৃ দেখ ) পাঠ করিয়া “ও বসু সত্যো বিশ্বদেবা এতদোহর্ঘ্যং নমঃ ।” বলিয়া উৎসর্গ করত অর্ঘ্য দৈবপক্ষীয় ব্রাহ্মণ-হস্তে দিবে । তৎপরে পিতৃপক্ষে “ও অচ্ছিদ্রাণ্যোতাগ্ন্যাপাত্রানি সন্তু” ইহা বলিবে, পরে পুরোহিত “ও সন্তু” বলিয়া প্রতিবচন বলিলে পিতৃ-ব্রাহ্মা হস্তে উত্তরাগ্র তিনটি

পবিত্র, জলান্তর এবং পুষ্পান্তর দিয়া পুষ্পান্তর দ্বারা “ওঁ শিরঃপ্রভৃতি সর্গ-  
গাত্রেভ্যো নমঃ” বলিয়া পূজা করিবে। পরে বামহস্তে পাত্র গ্রহণ করিয়া  
দক্ষিণহস্তে আচ্ছাদন করত “ওঁ বা দিব্যা” ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া ত্রিপত্রযুক্ত  
জল দক্ষিণহস্তে লইয়া “ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ম্মনৈত্তেহর্ঘ্যঃ  
ওঁ যে চাত্ত্র ভামহু যাংচ ভমহু তস্মৈ তে নমঃ ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃ  
ব্রাহ্মণে একটি অর্ঘ্য দিবে। এইরূপে পিতামহ, প্রপিতামহকেও পৃথক্  
পৃথক্ অর্ঘ্য উৎসর্গ করিয়া দিবে। মাতামহপক্ষেও পিতৃপক্ষক্রমে পবিত্র  
দান, জলান্তর ও পুষ্পান্তর দিয়া, পুষ্পান্তর দ্বারা পূজা করত “ওঁ বা দিব্যা”  
ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মাতামহত্রয়ের নাম উল্লেখপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ অর্ঘ্য  
উৎসর্গ করিয়া দিবে।

অতঃপর জল স্পর্শপূর্ব্বক স্বীয় বামদিকে একটি সমুদ্রকুণ্ডে রাখিয়া, তত্-  
পরি পিতামহাদির পরপাত্রস্থ অর্ঘ্যাবশিষ্ট জল পিতৃগণে রাখিয়া, প্রপিতামহ-  
পাত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া, “ওঁ নান্দীমুখেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি ।” বলিয়া  
অধোমুখভাবে স্থাপন করিবে।

অতঃপর জল স্পর্শপূর্ব্বক দৈবে বস্ত্রের উপর সচন্দন তুলসী ও পুষ্প  
রাখিয়া ধূপ দীপ জালিয়া বামহস্তে বস্ত্র ধারণ করত দক্ষিণ হস্ত কোশার মধ্যে  
রাখিয়া—“ওঁ বসুসত্যৌ বিধেবেবা এতানি বো গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি  
নমঃ” এই বলিয়া উৎসর্গ করত “ওঁ এব বো গন্ধঃ, ওঁ এতরঃ পুষ্পঃ, ওঁ এব বো  
ধূপঃ, ওঁ এব বো দীপঃ, ওঁ এতর আত্মদনং ।” বলিয়া প্রতি দ্রব্য নিবেদন  
করিয়া দিবে। পিতৃপক্ষে এইরূপে সচন্দন তুলসী-পুষ্পযুক্ত বস্ত্র ধারণ করিয়া,—  
“অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ম্মনৈত্তমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেব-  
শর্ম্মনৈত্তমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মনৈত্তানি তে গন্ধপুষ্পধূপদীপা-  
চ্ছাদনানি ওঁ যে চাত্ত্র ভামহু যাংচ ভমহু তস্মৈ তে নমঃ” বলিয়া উৎসর্গ করত  
“ওঁ এব তে গন্ধঃ”—এই ক্রমে পূর্ব্ববৎ সমস্ত দ্রব্য নিবেদন করিয়া দিবে। মাতামহ-  
পক্ষেও এইরূপে বস্ত্রাদি লইয়া মাতামহাদিত্রয়ের গোত্র-নামোল্লেখ করত উৎসর্গ  
করিয়া প্রতি দ্রব্য নিবেদন করিয়া দিবে।

অতঃপর করযোড়ে “ওঁ গন্ধাদিদানমচ্ছিন্নমন্ত” বলিলে পুরোহিত “ওঁ  
অন্ত” বলিয়া প্রতি বচন বলিবেন। পরে তৃণীং ভাবে ব্রাহ্মণসমূহ স্থান  
পরিষ্কার করত দৈবাদিক্রমে ঈশান কোণ হইতে দক্ষিণাবর্তে জলদ্বারা চতুর্দোশ  
সংগল অঙ্কিত করিয়া তিনটি স্বেদনপাত্র যথাক্রমে পাতিত করিবে।

তৎপরে সমুত্তর অন্ন লইয়া “ও অন্নো করিষ্যামি” বলিলে পুরোহিত “ও  
 কুব্ধ” বলিয়া প্রতিশ্রুত্যা বলিবেন। পরে “ও স্বাহা” বলিয়া আহুতি দিয়া  
 “ও সোমায় নিতুমতে” এই মন্ত্রশেষ বলিবে। পরে “ও স্বাহা” বলিয়া  
 দ্বাবার আহুতি দিগা,—“ও অগ্নয়ে কব্যাবাহনায়” এই মন্ত্রশেষ বলিবে। আর ও  
 হুইবার অমলক হোম করিয়া হতশেষ অন্ন দৈবপাত্রে হুইবার, পিতৃ ও  
 মাতামহপক্ষীয় পাত্রে তিন তিনবার প্রদান করিয়া পিতৃার্থ কিঞ্চিৎ রাখিবে।

অতঃপর দৈবে অন্নুত্তানহস্তে অন্নপাত্র ধারণ করিয়া “ও পৃথিবী তে পাত্ৰং”  
 ইত্যাদি মন্ত্র (৪২৬ পৃ দেখ) পাঠ করিবে। পরে পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে  
 উত্তানহস্তে পাত্র ধারণ করিয়া, “ও পৃথিবী তে পাত্ৰং” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ  
 করিবে। অনন্তর সোপকরণ অন্নাদি দৈবাদি পাত্ৰক্রমে পরিবেশন করত জলের  
 ছিটা দিয়া প্রোক্ষণ করিয়া “ও বিষ্ণো হব্যমিদং বক্ষস্ব” বলিবে, এবং  
 পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে—“ও বিষ্ণো কবামিদং বক্ষস্ব” ইহা পাঠ করত “ও  
 ইদং বিকুল্লিচক্রমে ত্রেণা নিদধে পদং সমুচমন্ত পাংস্তলে।” ইহা পাঠ করিয়া  
 অন্ন অনর্থ অঙ্গুষ্ঠমধ্যদেশে স্পর্শ করাইবে।

অতঃপর দৈবে তুফীং ভাবে যব নিক্ষেপ করিয়া পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে—  
 “ও অপহতাসুরা বক্ষাংসি বেদিনমঃ।” এই মন্ত্রে অন্নের উপর যব ছড়াইয়া  
 দিবে। - দৈব-অন্নে অমলক মধু বা শুভ প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণে একগণ্ড জল  
 দিয়া সপ্তপ্রবব্যাঙ্কতী গায়ত্রী পাঠ করত “ও মধু ও মধু ও মধু” ইহা জপ করিয়া  
 অন্নের উপর ত্রিপত্র, যব ও তুলসী-পত্র প্রদান করিয়া, উত্তরমুখী হইয়া,  
 অগ্নিরূপ বামহস্ত দ্বারা অন্নপাত্র বিধৃত করিয়া “ও বসুসত্যৌ বিধেদেবা এত-  
 দোহন্নং সোপকরণং সযবোদকং নমঃ” মন্ত্রে অন্ন উৎসর্গ করিয়া “ইদমন্নং ইমা  
 আপঃ ইদং হবিঃ এতানি উপকরণানি যথা স্তবং বাগ্‌যতাঃ বদন্তঃ।” ইহা  
 বলিবে।

তৎপরে পিতৃপক্ষে মধুপ্রদান, গায়ত্রীপাঠ “ও মধু ও মধু ও মধু” এইরূপ  
 বলিয়া যব, ত্রিপত্র ও তুলসীপত্রযুক্ত অন্নপাত্র বামহস্তে ধরিয়া,—“ও অমুকগোত্র  
 নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ম্মমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মমুক-  
 গোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকদেবশর্ম্মম্নেততেহমং সোপকরণং সযবোদকং  
 ও যে চাত্র ত্বামহ যাংচ ত্বমু তন্মৈ তে নমঃ।” বলিয়া অন্নোৎসর্গ করত  
 “ও ইদমন্নং”—ইত্যাদি মন্ত্র পূর্ববৎ পাঠ করিবে। মাতামহপক্ষেও এইরূপ  
 মাতামহাদি ত্রয়ের গোত্র ও নাম উল্লেখ করিয়া অন্নোৎসর্গ করিবে।

পরে দৈবারিক্রমে প্রত্যেককে এই গণ্ডুয় জল দিয়া সঙ্গণব্যাহতী গায়ত্রী ও মধুবাভা মন্ত্র পাঠ করিয়া, “ও অন্নদীনং ক্রিয়াহীনং বিবিধীনকং যদভবেৎ । তৎসর্ক-মচ্ছিন্নমন্ত্র” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আব্যমন্ত্র পাঠ করিবে । যথা,—পুনরায় সঙ্গণব-ব্যাহতী গায়ত্রী ও মধুবাভা মন্ত্র পাঠ করিয়া “ও যজ্ঞেখরো হব্য” —ইত্যাদি “যুং ভেতোহবসীদত” পর্যন্ত আব্যমন্ত্র ( ৪২৭ পৃ দেখ ) পাঠ করিবে ।

পরে পিতৃভ্যাক্ষণের দক্ষিণে কতিপয় পূর্বাগ্র কুশ আন্তৃত করিয়া —“ও অগ্নিহোত্রে যো জীবা” ইত্যাদি মন্ত্র চর ( ৪২৮ পৃ দেখ ) পাঠকরত পিতৃ, তুলসী, ত্রিপত্র ও জলের সহিত একটি পিণ্ড প্রদান করিবে ।

পরে হস্তগোত করিয়া আচমন করিবে, তদভাবে দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিয়া হরিমরণপূর্বক ব্রাহ্মণদিগকে প্রত্যেকে এক এক গণ্ডুয় জল দিয়া পূর্ববৎ গায়ত্রী ও মধুবাভা মন্ত্র পাঠ করিয়া “ও শেষময়ঃ ক দেয়ং” ইহা জিজ্ঞাসা করিবে, পরে পুরোহিত “ও ইষ্টেভ্যো দীয়তাং” এই প্রতিবাক্য বলিবে । তৎপরে “ও পিণ্ডদানমহং করিষ্যে” জিজ্ঞাসাকরিলে পুরোহিত “ও কুরুষ” এই প্রতিবাক্য বলিবে । পরে পূর্বমুখী কর্ণার সমীপে “ও নিহমি সর্কং” ইত্যাদি ( ৪২৯ পৃ দেখ ) মন্ত্রে কৈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্তক্রমে পূর্বাগ্র মণ্ডল এবং উদক্ষিণে ঐরূপ অপর দুইটি মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া, লাগ্র কুশপত্রদ্বয় গ্রহণ করত “ও অগ্নহত্যুগ্না রক্ষাংসি বেদিযদঃ, ও নিহমি সর্কং” ইত্যাদি মন্ত্রে ঐ মণ্ডলদ্বয়ে পূর্বাগ্র রেখা অঙ্কিত করিয়া, কুশপত্রদ্বয় উত্তরদিকে ফেলিয়া দিবে ।

পরে মণ্ডলের উপর প্রাগগ্র কতকগুলি কুশ আন্তরণ করিয়া “ও দেবভাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ” ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে । তৎপরে “ও এত নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সোম্যাসো গচ্ছীরেভিঃ পূর্বাগ্নেভির্দত্তাম্ভ্যঃ দিবিহে ভদ্রং বৈক নঃ সর্কবীরং নিযচ্ছত ।” —এই মন্ত্রে আবাহন করিয়া, আন্তৃত কুশের উপর বব বিকিরণ করিবে ।

আন্তৃত কুশের মূলদেশ বামহস্তে ধারণ করিয়া দক্ষিণ হাতে সম্যবপ্প-জলপাত্র গ্রহণ করিয়া “ও অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবগর্ভমবনেনিচ্ছ-ও যে চাক্র স্বাযমু ষাংস্চ বসমু তস্মৈ তে নমঃ ।” বলিয়া স্থানোৎসর্গ করিবে ।

এইরূপে পিতামহ, প্রপিতামহ এবং মাতামহাদিভ্রাতৃদের প্রত্যেকের গোত্র, সম্বন্ধ ও নামোচ্চারণপূর্বক আত্মীয় কুশের মূল, মধ্য ও অগ্রদেশ ধারণ করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্রমে স্থানোৎসর্গ করিলে ।

পরে, হতশেষ-মিশ্রিত অন্নদ্বারা যট পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া নামহস্তে জলপাত্র

গ্রহণপূর্বক দক্ষিণ হস্তে একটী পিণ্ড লইয়া, “ওঁ মধুবাভাঃ” ইত্যাদি মন্ত্র এবং “ওঁ অক্ষরমী মদন্তঃ”—ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় ( ৪২৯ পৃ দেখ ) পাঠ করিয়া, “অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ষবেষ তে সযবোধকপিণ্ডঃ ওঁ যে চাক্র ভামনু যাম্শ্চ ভমনু তমৈ তে নমঃ ।” বলিয়া প্রথমান্তীর্ণ কুশমূলে অবনেজনস্থানে প্রদান করিবে । এইক্রমে মধুবাভাঃ—এবং অক্ষরমী এই মন্ত্রদ্বয় পড়িয়া আভূত কুশের মূল, মধ্য ও অগ্রদেশে পিতামহ, প্রপিতামহ এবং মাতামহাদি জন্মের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম উল্লেখ এক একটী করিয়া পাঁচটী পিণ্ড প্রদান করিবে ।

পিণ্ডদ্বয়ীপে পাত্ৰহ পিণ্ডশেষে অন্ন প্রদান করিয়া পিতৃপক্ষীয় আভূত কুশের মূলে, “ওঁ লেপভুক্তো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়তাঃ” এই মন্ত্রে কুশমূল দ্বারা হস্তস্বর্ষণ করিয়া দিবে ।

পরে আচমনপূর্বক হরিশ্রবণ করত পিণ্ডপাত্ৰধৌতজল বামহস্তে লইয়া পুনরায় দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া—“ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ষব্রবনেনিমুক, ওঁ যে চাক্র ভামনু যাম্শ্চ ভমনু তমৈ তে নমঃ” এই মন্ত্রে পিণ্ডের উপর জল দিবে । এই ক্রমে পিতামহাদি পঞ্চকেরও গোত্র, নমস্ক ও নাম উল্লেখ করিয়া জল দিবে ।

পরে “ওঁ অত্র নান্দীমুখাঃ পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগ মা বুযায়ধ্বং” ইহা পাঠ করিবে । পরে আচমনপূর্বক বামাবর্তক্রমে উত্তরমুখী হইয়া খাস ধারণ করত সমস্ত পিতৃপুরুষগণকে ভাস্করমূর্তিরূপে ভাবনা করিয়া “ওঁ অমীমদন্ত নান্দীমুখাঃ পিতরো যথাভাগ মা বুযায়িবতঃ ।” \* এই মন্ত্র জপ করিবে । পরে বিদ্রুত খাস ত্যাগ করিবে ।

অন্তঃপর বক্তাঞ্জলি হইয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে প্রণাম করিবে,—ওঁ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো নান্দীমুখাঃ পিতরো নমো বঃ” এই মন্ত্র জপ করিয়া “ওঁ গৃহারো নান্দীমুখাঃ পিতরো দত্ত” এই মন্ত্রে গৃহিণীকে দর্শন করিবে । পরে “ওঁ সর্দো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো দেখা ।” মন্ত্রে পিণ্ড দর্শন করিবে ।

পরে শুক্লবস্ত্রদশাভব নূতন বা পুরাতন হস্ত দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া, পিণ্ডের উপর হস্ত দিয়া বামহস্তে তাহা ধরিয়া,—“ওঁ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্ষব্রেতন্তে বাস ওঁ যে চাক্র ভামনু যাম্শ্চ ভমনু তমৈ তে নমঃ ।” বলিয়া

\* এই সময় কেহ কেহ “মদন্তঃ নমদন্তঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই ।



হুজ উৎসর্গ করিবে। এইক্রমে পিতামহ, প্রপিতামহ ও মাতামহাদি জন্মে নাম উল্লেখ করিয়া হুজ উৎসর্গ করিয়া দিবে।

অনন্তর পিণ্ডের উপর গন্ধপুষ্প দিয়া তেজোময় পিতৃমূর্তি চিত্তা করণ করযোড়ে “ও বসন্তায় নমস্তভ্যঃ” ইত্যাদি মন্ত্র (৪৩০ পৃ দেখ) পাঠ করিবে।

তৎপরে “ও শ্বশুরপ্রোক্তমস্ত” বলিয়া ব্রাহ্মণাগ্রভূমি সিকন করিবে। পরে পুরোহিত “ও অস্ত” প্রতিবাক্য বলিবেন। পরে “ও শিবা আগঃ সস্ত” মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে জল, “ও সৌম্যনস্ত মস্ত” বলিয়া পুষ্প, এবং “ও অক্ষতকা রিষ্টকাস্ত” মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে যব দিবে। সর্বস্বই পুরোহিত “ও অস্ত” এই প্রতিবাক্য বলিবেন।

অতঃপর দ্বুত, মধু ও যবগুণ্ড জল লইয়া,—“ও অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুরুদেবশর্মণঃ কুতেহস্মিন্ শ্রাদ্ধে দত্তমিদং মরণাদিকং কথ্যমস্ত” বলিয়া পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণকে দিবে। এই ক্রমে পিতামহ, প্রপিতামহ ও মাতামহাদি জন্মে ও গোত্র, সম্বন্ধ ও নাম উল্লেখ করিয়া ঐ পাত্র হইতে পৃথক পৃথক অক্ষব প্রদান করিবে। সর্বস্ব পুরোহিত “ও অস্ত” বলিয়া প্রতিবচন বলিবেন। তৎপরে “ও অঘোরা নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সস্ত” বলিলে, পুরোহিত “ও সস্ত” এই প্রতিবাক্য বলিবেন। পরে “ও গোত্রং নো বর্দ্ধতাং” বলিলে পুরোহিত “ও বর্দ্ধতাং” প্রতিবাক্য বলিবেন। তৎপরে সপবিজ কুশ পিণ্ডের উপর দিয়া দৈবে—“ও নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়স্তাং” এই প্রণ করিবে, এইক্রমে “ও নান্দীমুখেভ্যাঃ পিতৃভ্যাঃ প্রীয়স্তাং, ও নান্দীমুখেভ্যাঃ পিতামহেভ্যাঃ প্রীয়স্তাং, ও নান্দীমুখেভ্যাঃ প্রপিতামহেভ্যাঃ প্রীয়স্তাং” বলিবে। মাতামহপক্ষেও “ও নান্দীমুখেভ্যাঃ মাতামহেভ্যাঃ প্রীয়স্তাং” ইত্যাদি রূপ বলিবে। পুরোহিত সর্বস্বই “ও প্রীয়স্তাং” এই প্রতিবাক্য বলিবেন।

পরে সেই উত্তমপক্ষীয় সপবিজকুশাচ্ছাদিত পিণ্ডের উপর “ও উর্জঃ বহত্তী” ইত্যাদি মন্ত্রে (৪৩১ পৃ দেখ) অঞ্জলি করিয়া জল সিকন করিবে। পরে বামপাশস্থ ল্যাক্ষীকৃত পাত্র উত্তোলন করিয়া দক্ষিণা দান করিবে। যথা,—

পিতৃপক্ষে,—“ও অশ্বেভ্যাং অমুকগোত্রস্য শ্রী অমুকদেবশর্মণোহমুককর্ম্মা ভাদ্রাধাঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুরুদেবশর্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্মণঃ কুতেতৎ আভ্যাদয়িকশ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাদৃতার্থং দক্ষিণামিদং

কাকনং তমূল্যং বা শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদামি ।”  
মাতামহপক্ষেও মাতামহাদি ক্রমে নাম উল্লেখ করিয়া এইরূপে দক্ষিণা করিবে ।

দৈবে—“অন্তেত্যাদি বসু-সত্যমোর্কিষেযাং দেবানাং কুতৈতদাত্ম্যাদয়িক-  
শ্রীকৃষ্ণকর্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাকনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব-  
গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদামি ।”

পরে দৈবব্রাহ্মণে একগণ্ডবু জল প্রদান করিয়া বলিবে,—“ওঁ বিষ্ণেদেবাঃ  
প্রীয়ন্তাং” বলিয়া প্রণম করিলে পুরোহিত “ওঁ প্রীয়ন্তাং” প্রত্যুত্তর করিবেন ।

অনন্তর পূর্বমুখ হইয়া রুতাজলিপূর্বক ~~ক~~ আশিষো মে প্রদীয়ন্তাং এই বলিলে  
পুরোহিত “ওঁ আশিষঃ প্রতিগৃহ্যন্তাং” এই প্রতিবচন বলিবেন । পরে ব্রহ্মজলি  
হইয়া “ওঁ দাতারো নোহভিৎকন্তাং”—ইত্যাদি মন্ত্র ( ৪৩২ পৃ ৭৭ং দেখ ) পাঠ  
করিয়া প্রণম করিবে, পুরোহিত “ওঁ সন্তু” এই প্রতিবচন বলিবেন । তৎপর “ওঁ  
দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ” ইত্যাদি মন্ত্র ( ৪২০ পৃ ২৪৭ং দেখ ) তিনবার পড়িবে ।  
তৎপর “ওঁ বাজে বাজেহবত বাজিনো নো” ইত্যাদি মন্ত্রে ( ৪২২ পৃ ১৩৭ং দেখ )  
কুশমূলদ্বারা পিতৃপক্ষীয় পরে মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণদিগকে বিনর্জ্জন করিয়া  
তৎপরে দেবব্রাহ্মণকে বিনর্জ্জন করিবে ।

তৎপর “ওঁ আ মা বাজস্য ইত্যাদি মন্ত্র ( ৪৩২ পৃ ১৬৭ং দেখ ) পড়িয়া  
প্রদক্ষিণ ক্রমে জলধারা দ্বারা কুশময় ব্রাহ্মণদিগকে বেষ্টন করিবে ।

পরে, “ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ঐর্গঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিয়া “ওঁ পিতা-  
মহাদিঃসুরণেভ্যো নমঃ” “ওঁ মাতামহাদিচরণেভ্যো নমঃ” এবং “ওঁ বিষ্ণেভ্যো-  
দেবেভ্যো নমঃ” বলিয়া নমস্কার করিবে । পরে “ওঁ যেষাং শ্রীকৃষ্ণ কৃতং তেষা-  
নক্ষয়ায়ৈ তৃপ্তয়ে পাত্রীয়মন্নং ত্রয়ি জলে সমর্পণামি ।” বলিয়া পিতৃ-মাতামহ-  
পক্ষীয় পাত্রীঃ অন্ন ব্রাহ্মণ-সম্মুখস্থ জলে সমর্পণ করিবে । পরে দেবপক্ষে  
“ওঁ যেষাং শ্রীকৃষ্ণ কৃতং তেষাং নক্ষয়ায়ৈ ত্রয়ি জলে সমর্পণামি ।” বলিয়া দেবপাত্রীঃ অন্ন ব্রাহ্মণ  
সম্মুখস্থ জলে সমর্পণ করিবে ।

পরে, “মহাবান্‌দেব্যশ্বিঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে ( ৪৩২ পৃ ২৭৭ং দেখ ) শাস্তিদান  
করিয়া দীপাচ্ছাদনপূর্বক অচ্ছিদ্রাবধারণ এবং বৈগুণ্য নিবারণ করিবে ।

শ্রীকৃষ্ণকল্প-ভোজোৎসর্গ ।

পূর্বোক্ত প্রকারে আত্মাদয়িক করিতে অসমর্থ হইলে পিতৃাদির উদ্দেশে  
ভোজোৎসর্গ করিবে ।

ক্রম যথা,—পূৰ্ববৎ অৰুণাদি কৰিয়া, “অদ্যোভ্যাদি অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত্রী অমুকদেবশৰ্মণঃ অমুককৰ্ম্মাভ্যাদয়ার্থং অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্ত পিতৃমুকদেবশৰ্মণঃ অমুকগোত্রস্ত্রী নান্দীমুখস্ত পিতামহস্ত্রী অমুকদেবশৰ্মণঃ অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্ত প্ৰপিতামহস্ত্রী অমুকদেবশৰ্মণঃ এবং মাতামহাদি তিন পুৰুষেৰ গোত্র ও নাম উল্লেখ কৰিয়া আভ্যাদয়িকশ্ৰাদ্ধবাসরে ( পুনশ্চ পূৰ্ববৎ ষট্ পুৰুষেৰ নাম গোত্র উল্লেখ কৰিয়া ) অক্ষয়বৰ্গকাম ইদং আভ্যাদয়িকশ্ৰাদ্ধাক্ৰিয়তমসমুপকরণমান্নভোজ্যমচ্ছিতং ত্রীবিধমুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি ।”

ত্ৰীদিগেৰ যথা নান্দীমুখশ্ৰাদ্ধে অধিকাৰ না থাকায় অমুকৰ কাৰ্য্যও অধিকাৰ নাই । অতঃপৰ দক্ষিণা ও অচ্ছিদাবধাৰণাদি কৰিবে ।

### সপিণ্ডীকরণশ্ৰাদ্ধ বিধি ।

জ্ঞান সন্ধ্যাদি নিত্যক্ৰিয়া সমাপনপূৰ্বক শেষমাসিক নিকীৰ্ত্তন কৰিয়া অগ্নিকোণে ব্রাহ্মণী বেলার পূৰ্বে তিনটৈলে প্ৰদীপ প্ৰজালিত কৰিয়া “বাস্তু-পুৰুষ ও যজ্ঞেশ্বৰেৰ” পূজা কৰিয়া শ্ৰাদ্ধীয়াগ্ৰ ভাগ প্ৰদান কৰত পৰকীয় ভূমিতে মূল্য অথবা পিতৃরীতক্রমে “ওঁ এতদ্ভূমিপিতৃভ্যঃ স্বধা” বলিয়া শ্ৰাদ্ধীয়াগ্ৰভাগ দিবে ।

পরে দৈবপক্ষে দক্ষিণমুখী কৰ্ত্তাৰ দক্ষিণে পূৰ্বাগ্ৰ কুশদ্বয়যুক্ত আসনদ্বয় এবং সম্মুখে দক্ষিণাগ্ৰ কৰিয়া পিতামহাদি ব্ৰাহ্মণত্ৰয়েৰ আসনত্ৰয় এবং তৎপূৰ্বদিকে প্ৰেতপক্ষে কুশৈকযুক্ত একখানি আসন দক্ষিণাগ্ৰ কৰিয়া স্থাপন কৰিবে । পরে ব্ৰাহ্মণপক্ষকেৰ জ্ঞান-পূজা কৰিয়া, আপন আপন নিৰ্দিষ্ট আসনে দৈবে ছই ও পিতামহাদি পক্ষে তিনটী ব্ৰাহ্মণ স্থাপন কৰত প্ৰেতপক্ষীয় ব্ৰাহ্মণকেৰ জ্ঞান-পূজা কৰিয়া স্বীয় আসনে স্থাপন কৰিবে ।

প্ৰথমতঃ দৈবব্ৰাহ্মণে একগণ্ডু যজ্ঞল দিয়া “ওঁ অদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য প্ৰেতস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ অমুকগোত্রস্য প্ৰপিতামহস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ অমুকগোত্রস্ত্রী বৃদ্ধপ্ৰপিতামহস্ত্রী অমুকদেবশৰ্মণঃ পাৰ্শ্বণবিধিনা শ্ৰাদ্ধে কৰ্ত্তব্যে ওঁ পুৰুষেৰো মাত্ৰবসোৰ্বিশ্বেৰো দেবানাং পাৰ্শ্বণবিধিনা শ্ৰাদ্ধঃ সৰ্বমব্ৰাহ্মণয়োৰহং কৰিস্যে ।” এই প্ৰশ্ন কৰিলে পুরোহিত “ওঁ কৃষ্ণ” বলিবেন ।

পরে পিতামহাদি পক্ষে —“ওঁ অগ্নেতাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেব-  
শর্মাণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্মাণঃ অমুক-  
গোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্মাণঃ অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য  
অমুকদেবশর্মাণঃ পার্শ্বগবিধিনা শ্রীকৃত্য দর্ভময়ব্রাহ্মণেবহং করিষ্যে ।”

অনন্তর প্রেতপক্ষের ব্রাহ্মণে এক গণ্ডুৰ জল দিয়া, “ওঁ অগ্নেতাদি  
অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্মাণঃ সপিণ্ডীকরণৈকোদ্ধিগ্রাহকং দর্ভময়-  
ব্রাহ্মণেবহং করিষ্যে” ইহা বলিয়া অল্পা প্রার্থনা করিলে পুরোহিত “ওঁ কুরুষ”  
এই প্রতিবচন বলিবেন ।

পরে দৈবাদিক্রমে গায়ত্রী ও “দেবতাভ্যঃ” ইত্যাদি মন্ত্র (৪২০ পৃ ২৪ পং  
দেখ) তিন বার পাঠ করিয়া যুক্তিকাজলে শ্রীকীর্ত্তব্য প্রোক্ষণ করত রক্ষার্থ  
জগপাত্র ব্রাহ্মণের একদেশে স্থাপন করিবে ।

প্রেতপক্ষ হইতে দৈবপক্ষে গমনকালে প্রতিবারেই প্রেতপক্ষীয় জল-  
পাথে হস্তকুণ খুলি রাখিবে এবং পাত্রান্তরস্থিত জল জিপত্র দ্বারা  
পীত মস্তকে দিয়া বিয়ুস্মরণ করিবে । দৈব ও পিতৃপক্ষের কার্য্য পার্শ্ব-  
বিধানৈ ও প্রেতপক্ষীয় কাব্য একোদ্ধিগ্রাহকের বিধানৈ করিতে হইবে ।

পরে দৈবপক্ষে উত্তরমুখ, পাতিত দক্ষিণজালু ও উত্তরবীতী হইয়া দেব-  
ব্রাহ্মণহস্তে জল দিয়া “ওঁ পুত্রবো মাদ্রবো বিশ্বদেবো এতবঃ কুশাসনং  
নমঃ” বলিয়া দেবব্রাহ্মণের দক্ষিণপার্শ্বে কুণ দিবে ।

পিতৃপক্ষে দক্ষিণাভিমুখ, পাতিত বামজালু ও প্রাচীনবীতী হইয়া ব্রাহ্মণহস্তে  
জল প্রদান করত, —“অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্মাণমুকগোত্র প্রপিতা-  
মহ অমুকদেবশর্মাণমুকগোত্র বৃদ্ধপ্রপিতামহ অমুকদেবশর্মাণমেনতে দর্ভাসনং  
ওঁ মে চাত্র স্বামহু যাংসু ভামহু তঐষ তে স্বা ।” বলিয়া পিতামহাদি ব্রাহ্মণের  
বামপার্শ্বে মোটকত্র দিবে ।

প্রেতপক্ষের ব্রাহ্মণহস্তে জল দিয়া “অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্মাণমেনতে  
দর্ভাসনং স্বা” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃব্রাহ্মণ-বামপার্শ্বে একটী মোটক  
দিবে ।

পরে দৈবে ঘব গ্রহণ করিয়া “ওঁ বিধান্ দেবান্ আবাহয়িষ্যে” এই  
মন্ত্রে প্রাণ করিবে এবং পুরোহিত “ওঁ আবাহয়” এই উত্তর করিলে  
“ওঁ বিশ্বদেবান্ আনত শণ্ডতাম ইমং হবঃ ইদং বহির্নদীদত ।”  
বলিয়া আবাহন করিয়া ঘব বিতী করিবে । পরে বক্রজলি হইয়া “ওঁ

বিষেদেবাঃ শৃণুতেমং হুং” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় ( ৪২১ পৃ দেখ ) জপ করত পিতা-মহাদিপক্ষে,— “ওঁ পিতৃন্ আবাহয়িষ্যে” বলিয়া প্রায় করিবে, পুরোহিত “ওঁ আবাহয়” এই উত্তর করিবেন । পরে “এত পিতরঃ” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় ( ৪২২ পৃ দেখ ) পাঠ করত আবাহন করিয়া কৃতাজলিপূর্বক “ওঁ আযাহু নঃ পিতরঃ” ইত্যাদি মন্ত্র ( ৪২৩ পৃ দেখ ) জপ করিয়া “ওঁ অপহতঃ” ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া তিল নিক্ষেপ করিবে ।

অতঃপর জল স্পর্শপূর্বক দৈবে উত্তরাভিমুখ এক গাছি <sup>কুশপত্র</sup> ভূমিতে পাতিত করিয়া তত্পরি একটি পাত্র স্থাপন করিবে । দক্ষিণমুখ মিতামহাদি ব্রাহ্মণের অগ্রে সমূল কুশপত্র এক গাছি দক্ষিণাগ্র করিয়া পাতিত করিয়া তত্পরি পাত্রের স্থাপন করিবে এবং প্রেত-ব্রাহ্মণের অগ্রভূমিতে এক গাছি সমূল কুশপত্র দক্ষিণাগ্র করিয়া পাতিত করত তত্পরি একখানি পাত্র স্থাপন করিবে ।

পরে দৈবাদি ক্রমে,— “ওঁ পবিত্রে হো বৈষ্ণবো” মন্ত্রে প্রাণেশপ্রাণ দ্বিধল পবিত্র নথ্যাতীত ছেদন করিয়া— “ওঁ বিষ্ণোমনসা পুত্রে হুঃ” এই মন্ত্রে জল দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া দৈবাদিপাত্র চতুঃদিকে এক একটি স্থাপন করিবে ।

প্রেতপক্ষে “ওঁ পবিত্রানি বৈষ্ণবো” মন্ত্রে এক গাছি সাগ্র প্রাদেশ প্রাণ কুশ নথ ব্যতীত ছেদন করিয়া, “ওঁ বিষ্ণোমনসা পুতমসি” মন্ত্রে পবিত্র প্রোক্ষণ করিয়া অর্ঘ্যপাত্রের উপর স্থাপন করিবে । পরে পবিত্রোপরি “ওঁ শমোদেবী”—ইত্যাদি মন্ত্রে জল দিবে । তৎপর দৈবে “ওঁ যবেদাসি” ইত্যাদি মন্ত্রে ( ৪২৪ পৃ দেখ ) বব দিয়া, পিতামহাদি পাত্র— “ওঁ তিলোদি নোমদৈবতোয়া” ইত্যাদি মন্ত্রে ( ৪২৪ পৃ দেখ ) তিল দিবে । প্রেতপক্ষেও এই মন্ত্রে তিল দিবে, কেবল “পিতৃন্” স্থানে “প্রেতান্” উল্লেখ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে ।

তৎপরে, দৈবাদিক্রমে অর্ঘ্যপাত্রের অন্নরস গন্ধ-পুষ্প প্রদান করিয়া দৈবে কুশান্তরদ্বারা আচ্ছাদন করত “ওঁ অচ্ছিন্নমিদমর্ঘ্যপাত্রমন্ত” ইদা বলিবে, পুরোহিত “ওঁ অস্ত” বলিবেন । পরে কুশ কেলিয়া দিয়া দেবব্রাহ্মণের হস্তে পূর্বাগ্র পবিত্র প্রদান করিয়া জলান্তর ও পুষ্পান্তর দিয়া “ওঁ শিরঃশ্রুতী সর্ব পাত্রেভ্যো নমঃ” বলিয়া পূজা করিয়া সেই পাত্র বামহস্তে লইয়া “ওঁ বা দিব্যা”— ইত্যাদি মন্ত্র ( ৪২৪ পৃ ১৩ পং দেখ ) পড়িয়া “বিষ্ণুর্যোম্ম পুরুষো মাঙ্গবমৌ বিধে-দেবা এতদ্বোচর্য্য নমঃ” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দৈবব্রাহ্মণহস্তে অর্ঘ্য দিবে ।

পরে প্রেতপক্ষে ব্রাহ্মণহস্তে পূর্বদ্বয় দক্ষিণাগ্র পবিত্র এবং জলান্তর ও

পুষ্পান্তর দিয়া, পুষ্পান্তর দ্বারা “ওঁ শিরঃপ্রভৃতি সৰ্বগাত্রেভ্যো নমঃ” বলিয়া পূজা করিয়া অৰ্ঘ্যপাত্র বামহস্তে ধারণ ও দক্ষিণহস্তে আচ্ছাদন করিয়া — “ওঁ যা দিব্যা” — ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া “ওঁ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশৰ্ম্ম্ন্নেতভেৎঘাং স্বধা” বলিয়া অৰ্ঘ্যদান করিবে। পরে “ওঁ যে সমানাঃ সমনসঃ পিতরো যমরাজ্যে তেবাং লোকঃ স্বধা নমো যজ্ঞে দেবেবু কল্পতাম্ ॥ ওঁ যে সমানাঃ সমনসো জীবা জীবেনু মামকাঃ। তেবাং ক্রীৰ্ম্ময়ি কল্পতামস্বিন্ লোকে শতং সমাঃ ॥”

এই মন্ত্র দুইটী পড়িয়া কুশদ্বারা প্রেতের অৰ্ঘ্যপাত্রীয় জল চারিভাগে বিভক্ত করিয়া, একভাগ প্রেতব্রাহ্মণকে দিবে, অবশিষ্ট ভাগত্ৰয় পাত্রেব সহিত রাখিয়া দিবে

পরে পিতামহাদি ব্রাহ্মণের হস্তে পূর্ববৎ দক্ষিণাগ্র পবিত্র এবং জলাস্তর ও পুষ্পান্তর দিয়া, পুষ্পান্তর দ্বারা “ওঁ শিরঃপ্রভৃতি সৰ্বগাত্রেভ্যো নমঃ” বলিয়া পূজা করিয়া অৰ্ঘ্যপাত্র বামহস্তে লইয়া দক্ষিণহস্তে আচ্ছাদন করত “ওঁ যা দিব্যা” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া “ওঁ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশৰ্ম্ম্ন্নেতভেৎঘাং ওঁ যে চাত্ত্ব ষ্ঠামনু য়াশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা” ইহা বলিয়া উৎসর্গ করিয়া — “ওঁ যে সমানাঃ সমনসঃ” — ইত্যাদি পূৰ্বোক্ত মন্ত্র দুইটী পাঠ করিয়া পূর্বরক্ষিত প্রেতার্ঘ্যপাত্রীয় জলের একভাগ ঐ অৰ্ঘ্যে মিশ্রিত করিয়া পিতামহ-ব্রাহ্মণের হস্তে দিবে এবং সংশ্রব সহিত পাত্র পূৰ্ণ স্থানে স্থাপন করিবে। প্রপিতামহ এবং বৃদ্ধপ্রপিতামহের অৰ্ঘ্যপাত্রও এই ক্রমেই “ওঁ যা দিব্যা” ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া অৰ্ঘ্য উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণহস্তে প্রদান করিবে।

অতঃপর হস্তপ্রক্ষালন করত আচমনপূৰ্বক প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ-পাত্রস্থ জল প্রপিতামহ-পাত্রে গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধপ্রপিতামহ-পাত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া স্বীয় বামভাগে সমূল কুশের উপর — “ওঁ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি” এই মন্ত্রে দ্ব্যঙ্গীকৃত করিয়া রাখিবে।

পরে উত্তরমুখী, পাতিত দক্ষিণভাঙ্গ ও উপবীতী হইয়া বিশ্বদেবপক্ষে গন্ধাদি দিবে। যথা, — “ওঁ পুরুষবো মাদ্রবসৌ বিশ্বদেবো এতানি বো গন্ধ-পুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি নমঃ” বলিয়া উৎসর্গ করত “এষ বো গন্ধঃ, এষ বো পুষ্পঃ, এষ বো ধূপঃ, এষ বো দীপঃ, এতৎ আচ্ছাদনং” বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য নিবেদন করিয়া দিবে। পরে দক্ষিণমুখ, পাতিত বামভাঙ্গ ও প্রাচীনাবীতী হইয়া পিতামহপক্ষে “ওঁ অমুকগোত্র পিতামহামুকদেবশৰ্ম্ম্ন্ন অমুকগোত্র প্রপিতামহ অমুকদেবশৰ্ম্ম্ন্ন অমুকগোত্র বৃদ্ধপ্রপিতামহ অমুকদেবশৰ্ম্ম্ন্ন এতানি তে

গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি ও যেনো চাত্র ভ্রামহু বাংস্ব ত্বমহু তন্মৈ তে স্বধা” বলিয়া উৎসর্গ করিয়া পূর্ববৎ নমস্ত ত্বয়া নিবেদন করিয়া দিবে ।

পরে প্রেতপক্ষে “ও অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্মন এতানি তে গন্ধপুষ্প-ধূপদীপাচ্ছাদনানি স্বধা” বলিয়া উৎসর্গ করত পূর্ববৎ প্রত্যেক ত্রয়া নিবেদন করিয়া দিবে । তৎপর দৈবাদিক্রমে ব্রাহ্মণ্যগ্রস্থিত কুশাদি অমন্ত্রক দ্রবীকৃত করিয়া দৈবে জ্ঞানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বাগ্র জলধারা দ্বারা দক্ষিণাবর্তক্রমে এবং পিতামহাদি পক্ষে নৈঋতকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাগ্র জলধারা দ্বারা বামাবর্তক্রমে এক প্রেতপক্ষেও এক ক্রমে চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া দৈবাদিক্রমে তে জনপাত্র পাতিত করিয়া সমুত্ত অন্ন গ্রহণপূর্বক অগ্নোকরণ হোম হইতে বাসদান পর্যন্ত যাবতীয় কর্ম পার্শ্বণের প্রণালীতে ( ৪২৫—৪৩০ এবং প্রেঃপঃকর বাসদান পর্যন্ত যাবতীয় কার্য একোদ্ধিষ্টবিধানে সম্পন্ন করিবে ।

প্রেতের বাসদানের পর গন্ধাদি দ্বারা পিণ্ডের পূজা করিয়া প্রেতপিণ্ডের উপরিস্থিত বাসত্বাদি অপনারণপূর্বক, “ও যে সমানাঃ সমনসঃ” ইত্যাদি পূর্বোক্তমন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া কুশধারা প্রেতপিণ্ড তিন খণ্ড করিয়া “যে সমানাঃ”— ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ করত আদ্যখণ্ড পিতামহ-পিণ্ডমধ্যে মিশাইয়া, পিতামহের পিণ্ডস্থানেই রাখিবে । এইরূপে প্রত্যেকবার উক্ত মন্ত্রদ্বয় পড়িয়া মধ্যখণ্ড প্রপিতামহের পিণ্ডমধ্যে এবং শেষখণ্ড বৃদ্ধপ্রপিতামহের পিণ্ডমধ্যে মিশাইয়া বর্তুলাকার করিয়া যথাস্থানে রাখিবে ।

তৎপরে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পিণ্ডত্রয় অমন্ত্রক পূজা করিয়া কৃতাজলিপূর্বক “ও বসন্তায় নমস্তত্যং” ইত্যাদি মন্ত্রে ( ৪৩০ পৃ দেখ ) পিতৃরূপী ষড়্ভক্তুর নমস্কার করিবে ।

পরে,—“ও সূমুপ্রোক্ষিতমস্ত” বলিয়া ব্রাহ্মণ্যগ্রভূমি জল দ্বারা তিন পক্ষেই অভিষেক করিবে, পুরোহিত “ও অস্ত” বলিবেন ।

পরে দৈবাদিক্রমে ব্রাহ্মণ্যহস্তে “ও শিবা আপঃ সস্ত” বলিয়া জল দিবে, পুরোহিত “ও সস্ত” বলিবেন । পরে “ও দৌমনস্য মস্ত” বলিয়া পুষ্প ও “ও অক্ষতকারিষ্টকাস্ত” বলিয়া যব বিকীর্ণ করিবে, পুরোহিত “ও অস্ত” বলিয়া প্রতিবচন বলিবেন । তৎপর পিতামহপক্ষে ত্রিণাক্ষ্যধূসংযুক্ত জল গ্রহণ করিয়া, “ও অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্মণো দত্তমিদমন্নপানাদি-কমক্ষ্যামগ” বলিয়া হস্তস্থ জল পিতামহ-ব্রাহ্মণ্যহস্তে দিবে । পুরোহিত “ও

অন্ত” বলিয়া প্রতিবচন বলিবেন। এইরূপ প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ পক্ষেও জলদান করিবে। পরে প্রেতপক্ষে তাদৃশ জল গ্রহণ করিয়া “ও অমুকগোত্রস্য শ্বেতসামুকদেবশশ্র্ণণে দত্তমিদমরণানাদিকমুপতিষ্ঠতাং” বলিয়া ব্রাহ্মণহস্তে জল দিবে। পুরোহিত “ও উপতিষ্ঠতাং” বলিবেন।

পরে পিতামহাদি পক্ষে “ও অঘোরাঃ পিতরঃ সন্ত” ইহা বলিবে, পুরোহিত “ও সন্ত” এই প্রতিবচন বলিবেন। পরে “ও গোত্রমো বর্দ্ধতাং” বলিলে পুরোহিত “ও বর্দ্ধতাং” বলিবেন। পরে প্রেতপক্ষে “ও অঘোরঃ প্রেতোহন্ত” বলিবে, পুরোহিত “ও অন্ত” সন্নিবেশন। তৎপর পিতামহাদি পক্ষেও পিণ্ডোপরি সপবিজ্র কুশ আত্মীর্ণ করিয়া “ও স্বধাং বাচয়িষ্যে” বলিবে, পুরোহিত “ও বাচ্যতাং” বলিবেন। পরে “ও পিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং” বলিবে, পুরোহিত “ও অন্ত স্বধা” বলিবেন।

পরে পিতামহাদিপক্ষে “ও উর্জ্জঃ বহন্তী” ইত্যাদি মন্ত্রে বারিধারা দ্বারা পিণ্ডসেচন করিবে। প্রেতপক্ষে “উর্জ্জঃ বহন্তী” ইত্যাদি মন্ত্রস্থ “পিতৃন্” শব্দস্থানে “প্রেতং” পাঠ করিয়া পিণ্ড সেচন করিয়া দক্ষিণা দান করিবে।

দক্ষিণা ।—পিতামহপক্ষে হ্যাজীকৃত পাত্র উত্তোলন করিয়া “অন্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশশ্র্ণণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশশ্র্ণণঃ অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশশ্র্ণণঃ অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য অমুকদেবশশ্র্ণণঃ কৃতৈতৎ সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধকর্মণঃ সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিদং বজ্রতং তমুদ্যাং বা ত্রিবিম্বদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।”

প্রেতপক্ষে দক্ষিণা—অন্যেত্যাদি—অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশশ্র্ণণঃ কৃতৈতৎ সপিণ্ডীকরণৈকোদ্ধিষ্টশ্রাদ্ধকর্মণঃ সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিদং বজ্রতং তমুদ্যাং বা ইত্যাদি।”

দৈবে দক্ষিণা ।—উত্তরমুখ উপবীতী হইয়া “অন্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশশ্র্ণণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশশ্র্ণণঃ (পূর্ব্ববৎ তিন পুরুষের নামাদি উল্লেখ করিবে) পুরুষো-মাত্র-বসোর্মিষেবাং দেবানাং কৃতৈতৎ পার্শ্বণবিধিকশ্রাদ্ধকর্মণঃ সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং অগ্নিদৈবতং তমুদ্যাং বা ত্রিবিম্বদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।”



পরে. “ও বিশ্বেন্দ্রোঃ প্রীত্বাঃ” বলিয়া প্রণ করিবে এবং পুরোহিত “ও প্রীত্বাঃ” বলিবেন।

পরে দক্ষিণদিক দর্শনপূর্বক পিতামহাদির নিকটে কৃতাজ্জলি হইয়া, “ও আশিষো মে প্রদীয়ন্তাঃ” এই প্রণ করিবে, পুরোহিত “ও আশিষো প্রতিগৃহন্তাঃ” বলিবেন। পরে “ও দাতারো নোহভিবর্জন্তাঃ” ইত্যাদি মন্ত্র (৪৩২ পৃ দেখ) পাঠ করিয়া প্রার্থনা করিবে, পুরোহিত “ও মন্ত্ৰ” প্রতিবচন বলিবেন। তৎপর “ও দেবতাভ্যঃ” ইত্যাদি মন্ত্র (৪২৯ পৃ দেখ) তিনবার পাঠ করিয়া প্রেতপক্ষে “ও দেবতাভ্যঃ” ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে। পরে পিতামহাদিপক্ষে “ও বাজে বাজেহবত” ইত্যাদি মন্ত্র (৪৩০ পৃ দেখ) পাঠ করিয়া কুশাগ্র দ্বারা ব্রাহ্মণ বিসর্জন করিয়া দেবপক্ষে উপবীতীক্রমে কুশমূল দ্বারা ব্রাহ্মণ বিসর্জন করিবে।

পরে প্রেতপক্ষে “ও অভিরম্যতাং” বলিয়া ব্রাহ্মণ বিসর্জন করিলে পুরোহিত “ও অভিরতোহস্মি” বলিবেন। তৎপর “ও আ মা বাজস্য” ইত্যাদি মন্ত্রে (৪৩২ পৃ দেখ) দক্ষিণক্রমে বারিধারা দ্বারা ব্রাহ্মণ বেঠন করিয়া পিতৃনমস্কার করিবে। পরে অগ্নিতে বা জলে পিণ্ডার্গণ করিয়া পার্শ্বগব্য বা মদ্য গান ও শাস্তিনান (৪৩২ পৃ দেখ) করিয়া অহিহ্রাবধারণাদি কার্য সমাধা করিবে।

সপিণ্ডীকরণ সমাপ্ত।

### বৈতরণী।

আসন্নমৃত্যুনা দেয়া গোচঃসবৎসা চ পূর্ববৎ। তদভাবে চ গোবৈকা নরকো-  
দ্ধারণ্য বৈ॥ তদা যদি ন শকোতি দাতুং বৈতরণীং গং। শকোহস্ত-  
কক্ তদা দত্তা প্রেয়ো দদ্যাম্ তস্য চ॥ ইতি স্মার্তঃ।

মৃত্যু আসন্ন হইলে—অর্থাৎ মনুষ্যের মরণ নিকটবর্তী হইলে নরক-  
নিবৃত্তির নিমিত্ত বৈতরণী করিতে হয়। স্বর্ণশূক, রৌপ্যশূক, কাংস্তকোড় ও  
তাম্রপৃষ্ঠশূক বস্ত্রের সহিত সবৎসা গাভীকে ভূষিতা করিয়া কামনাপূর্বক দান  
করিবে এবং দক্ষিণা দিতে হইবে; ইহাকেই বৈতরণী বসে। ইহাতে অশক্ত  
ব্যক্তি একটা মাত্র গাভী দান করিলেও হইবে। সমুদ্র ব্যক্তি অসমর্থতাহেতু  
স্বয়ং গোদান করিতে না পারিলে ৩২ প্রতিনিধি দান করিবে।

অত্র যুতন্য চেতি শ্রবণাদেকাদশাহেহসি বৈতরণীদানাত্মকঃ ॥—তদ্বিত্ত্বে যুতুর অব্যবহিতপূর্বে বৈতরণী করা না হইয়া থাকিলে, অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিনে—অর্থাৎ আশ্রয়াদিবসে বৈতরণী করিবে ।

উৎসর্গ বা ক্য যথা—“ও অশ্রুত্যাदि—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা যম-  
দ্বারাবহিত তস্তাবৈতরণীনদীসুখসন্তরণকাম ইমাং সবস্তাং সালঙ্কতাং কৃষ্ণাং \*  
গাং গন্ধাশ্রুতিতাং যথাসম্ভবগোত্রনামে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে ॥”

পরে কৃতাজলি হইয়া নিয়মিত মন্ত্র পাঠ করিবে । যথা,—

“ও যমদ্বারে মহাঘোরে তস্তাবৈতরণী নদী ।

তাস্ত তর্কুং দদাম্যেনাং কৃষ্ণাং বৈতরণীক গাম্ ।”

অমন্তর দক্ষিণা দান করিবে । যথা,—

“ও অশ্রুত্যাदि—যমদ্বারাবহিত-তস্তাবৈতরণীনদীসুখসন্তরণকামনয়া কৃতৈতৎ  
সবস্ত্রালঙ্কত কৃষ্ণগোদানকর্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং যৎকিঞ্চিৎ কাকমূল্যং  
যথাসম্ভবগোত্রনামে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে ॥”

গোদান করিতে অশস্ত্র হইলে এক কাষাপণ বরাটক—অর্থাৎ এক কাহন কড়ি দান করিবে । তাহার উৎসর্গ বা ক্য এইরূপ । যথা,—“অশ্রু-  
ত্যাदि গোমূল্যান্ এককাষাপণবরাটকান্ শ্রীবিষ্ণুদেবতাকান্ যথাসম্ভবগোত্র-  
নামে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে ।”

দক্ষিণাবাক্য,—“অশ্রুত্যাदि গোমূল্যৈককাষাপণকপর্দকদানকর্মণঃ প্রতি-  
ষ্ঠার্থং ইত্যাদি ।”

### অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতি ।

মন্ত্রণ নিশ্চয় জানিয়া দাহাধিকারী নিজে স্নান করিয়া, যুতদেহে যুত  
যক্ষণ করিয়া স্নান করাইবে । ( ১ ) মন্ত্র যথা,—

“ও গয়াদিনী চ তীর্থানি যে চ পুণ্যাঃ শিলোচ্চরাঃ । কুরুক্ষেত্রক গন্ধাক  
যমুনাক সন্নিকরাং ॥ কৌশিকীং চম্পভাগাক সূর্য্যপাপপ্রাশিনীং । ভদ্রাবকাশাং  
সরযুং পনসাং গণ্ডকীজ্বলা ॥ বৈগবক বরাহক তীর্থং শিগুরকং তথা ।

\* স্মার্তমতে গোর কৃষ্ণ বিশেষণ উল্লেখ নাই, প্রাচীন মতে কৃষ্ণ বিশেষণ লিখিত আছে ।

( ১ ) স্মার্তমতে যুতদেহ অমন্তক একবার স্নান করাইয়া বস্ত্রাদি পরিধানপূর্ব্বক  
এ পাঠ করিয়া পুনরায় স্নান করাইয়া ব্রাহ্মণ উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা ব্যবহার নাই ।

পৃথিব্যাঃ যানি তীর্থানি সন্নিভঃ সাগরাচ্ছবা ॥ যাত্না তু মনসা সৰ্কে কৃতজ্ঞানঃ  
গতায়ুৰং ॥”

অনন্তর বস্ত্র পরাইয়া, উত্তরীয় ও উপবীত প্রদান করিয়া চন্দনলেপন-  
পূর্বক কর্ণধর, নাসিকাধর, চক্ষুধর ও মুখ এই সমস্তস্থানে সপ্তধও স্বর্ণ বা তদ-  
ভাবে সপ্তধও কাংসা প্রদানপূর্বক কুশাস্তরণ করিয়া তদুপরি মৃতদেহকে  
দক্ষিণশিরা করিয়া শয়ন করাইবে। তৎপরে শ্মশানভূমিতে পিণ্ড পাক  
করিয়া, গোময়লিপ্ত ভূমিতে বাগজায় পাতিত করিয়া প্রাচীনাবীতী ক্রমে  
দক্ষিণ মুখ হইয়া কুশমূল দ্বারা “ও অঙ্গহংসুয়া রক্ষাংসি বেদীযদঃ ॥” এই  
মন্ত্রে দক্ষিণাংশ একটী চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি কুশাস্তরণ করত  
নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রেতের আবাহন করিবে। ( সামবেদী ভিন্ন অন্য বেদিগণ  
প্রেতের আবাহন করিবে না, তন্নিম্ন অল্প সমস্তই এক প্রকার ) যথা—

“এহি প্রেত সৌম্য গন্তীরেতিঃ পথিভিঃ পূর্বেণেভিদেহশ্চত্যাং দ্রবিণেই  
তদ্রং স্নয়িক নঃ সৰ্ববীরং নিযজ্জ ॥”

পরে সতিল জলপাত্র দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া “ও অমুকগোত্র প্রেত  
অমুকদেবশৰ্ম্মবনেনিক্ ॥” এই মন্ত্রে কুশের উপর দিবে। পরে “ও অমুক  
গোত্র প্রেত অমুকদেবশৰ্ম্মবনেনিত্তেহমুপতিষ্ঠতাম্ ॥” বলিয়া সজল পিণ্ড কুশো-  
পরি প্রদান করিবে। পরে অন্নপাত্র দুইখণ্ড পূর্বোক্ত মনে অবনমন করিবে।

অতঃপর দাহাধিকারী পুনরায় জ্ঞান করিয়া চিত্তা রচনা করত বস্ত্রসুগাছা-  
দিত শবকে চিত্তায় শয়ন করাইবে। সামবেদিগণ পুরুষ-শবকে দক্ষিণশিরা ও  
অধোমুখ করিয়া এবং স্ত্রী-শব চিৎ করিয়া রাখিবে। অস্ত্রান্ত বেদীয়েয়া উত্তর-  
শিরা করিয়া রাখিবে।

অনন্তর “ও দেবান্দ্রাগ্নিমুখাঃ সৰ্কে এনং দহন্ত ॥” এই মন্ত্র পাঠপূর্বক অগ্নি  
গ্রহণ \* করিয়া চিত্তা প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া  
শিরঃস্থানে অগ্নি প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা,—

“ও কৃতা তু হৃদ্যং কৰ্ম্ম জ্ঞানতা বাপ্যজানতা। মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং  
পকৃতমানসং। ধৰ্ম্মধৰ্ম্মসমায়ুক্তং লোভমোহসমাবৃতং। দয়েহং সৰ্ব্বাগাত্রাণি  
দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু ॥”

\* চাণ্ডালজাতির অগ্নি, অগবির অগ্নি, দূতিকাগৃহের অগ্নি, পতিত ব্যক্তির  
জালি হাণ্ডি ও চিত্তাশি শিষ্ট ব্যক্তি গ্রহণ করিবে না।

নয় (ক) অর্থাৎ বস্ত্রাদি পরিধান না করাইয়া শবদাহ করিবে না । যত ব্যক্তি জীলোক হইলে, “নয়ঃ” স্থলে—“নারীঃ” বলিবে না ।

যব নিঃশেষ করিয়া দধ্ব করিবে না, কিঞ্চিৎ জলে ত্যাগ করিবে । দাহকাৰ্য্য শেষ হইলে, প্রাদেশ প্রমাণ সঙ্কটাস্তিক গৃহণ করিয়া সাতবার চিতাশ্মি প্রদক্ষিণ করত এক একটী করিয়া কাষ্ঠিকা চিতাশ্মিতে দিবে । \*

পরে “ক্রবাদায় নমস্তভ্যং”—এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কুঠার দ্বারা চিতাশ্মিত অগ্নস্ত কাষ্ঠের উপর সাতবার আঘাত করিবে । পরে, রীতি অনুসারে চিতাশ্মি নির্মাণ করিয়া বামাবর্থে নদীতে স্নান করিতে গমন করিবে । †

পরে ব্রহ্মাদি অগ্নে করিয়া জলে প্রবেশ করত পরিধেয় বস্ত্র ভল্লরূপে ধৌত পূর্বক স্নান করিয়া বামহস্তের অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা “ও অপন শৌচতদবং” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জল আলোড়ন করিবে এবং পুনর্বার স্নান করিয়া এক-বস্ত্রে দক্ষিণমুখী হইয়া দক্ষিণদিকে উত্তরীয় দারণপূর্বক আচমন করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে তর্পণ করিবে । যথা,—

সমিবেদীয়গণের তর্পণ মন্ত্র,—“অমুকগোত্রঃ প্রেতমমুকদেবশাস্ত্রাণঃ তর্পয়ামি ।”

শ্রকু ও যজুর্বেদীয়গণের তর্পণ মন্ত্র,—“অমুকগোত্রঃ প্রেত অমুকদেবশাস্ত্রান এতৎ সতিলোদকং তুভ্যমুপতিষ্ঠতাং ।”

পুনরায় স্নান করিয়া জল হইতে উখিত হইয়া বালপুরুষের পুরণমন করিবে । পরে গৃহদ্বারসমীপে উপস্থিত হইয়া নিম্নপত্র দস্তদ্বারা খণ্ড করিয়া “ছোগ্” এই মন্ত্র উচ্চারণ করত দ্বাব স্পর্শপূর্বক আচমন করিয়া “ও শমীপাপং সময়তু” বলিয়া শমী স্পর্শ করিবে এবং “ও অশ্বেষ হিহ্নো ভূয়াসং” বলিয়া শিলা স্পর্শ করিয়া “ও অগ্নিনঃ শম্য যজুত” বলিয়া অগ্নি স্পর্শ করিবে ।

রাত্রিতে দাহ হইলে—দিবাতে এবং দিবাতে দাহ হইলে রাত্রিতে গৃহপ্রবেশ

(ক) বিকল্পঃ কচ্ছশেষশ্চ মুক্তকচ্ছস্তথৈব চ । একবাগা অবাগাশ্চ নয়ঃ পকলিঃ সূতঃ ॥ ইতি শৌভিলঃ ।

\* নিঃশেষস্ত ন দধ্বব্যঃ শেখঃ কিঞ্চিৎ ত্যাগেভ্যতঃ । কচ্ছৎ প্রদক্ষিণাঃ সপ্ত সনিন্দিঃ সপ্তভিঃ সহ ॥ দধ্বা শবৎ ততঃশবৎ প্রাদেশাঃ কাষ্ঠিকা স্তথা । সপ্ত প্রদক্ষিণীকৃত্য চৈকৈকাস্ত বিদিক্ষিপেৎ ॥

† দেয়াঃ প্রধারাঃ সপ্তৈব কুঠারৈঃপালুকেণপি । কবাদায় নমস্তভ্যমিতি হপ্যাং সমাহিতৈঃ ॥ নারিক্তব্যঃ কবাদো নতুবা চ তান নন ॥ —আদি ১১ পুৰাণ ।

করিবে। অশক্তপক্ষে ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া, কালবিলম্ব ব্যতিরেকেও গৃহ-প্রবেশ করিতে পারিবে।

মৃতিকাক্রী বা রক্তকলাক্রী মরিলে, মৃতিল পক্ষগব্য জল পূর্ণ কুন্ত “ও আপোহিষ্ঠা ময়ো ভুবন্তান উর্জে দধাতনঃ মহেরণায়, চক্ষবে।”—এই মন্ত্রে ও “বামদেব্য ঋষিঃ”—ইত্যাদি শান্তিমন্ত্রে (২৩ পৃ দেখ) অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই জল দ্বারা শব স্নান করাইয়া দাহ করিতে হয়। গর্ভবতী ক্রী মরিলে, গর্ভস্থ সন্তানকে বাহির করিয়া মৃতিকায় প্রোথিত করিয়া ক্রীকে দাহ করিবে। ষষ্ঠ্যাস মণ্যে উদরভেদ করিলে না। ছই বৎসরের কন্যায়ক্ষ ব্যক্তির দাহ করিতে হয়না, ভূগর্ভে প্রোথিত করিতে হয়।

### পর্ণ-নর দাহ ।

যদি কোন ব্যক্তির শব দাহ না হইয়া থাকে, তবে তাহার অস্থি দাহ করিবে। তাহাও না পাইলে তাহার দাহকার্য্য অত্র পর্ণনর দাহ করিতে হয়। পর্ণনর দাহের ক্রম বলা যাইতেছে। যথা—

তিন শত বাইটী পলাশ বা শর পত্র দ্বারা একটা পুঙ্খবাক্তি রচনা করিতে হয় ;—তন্মধ্যে মস্তকে চরিত্রটী, গলদেশে দশটী, বক্ষঃস্থলে ত্রিশ, উদরে কুড়ি, ছই বাহতে একশত, ছই উরুতে একশত, হাতের অনুলিতে দশ, অঙ্গুষ্ঠে ছয়, উপস্থে চারি, জাহ ও জঙ্ঘায় ত্রিশ, ছই পায়ের অনুলিতে দশ, এই সর্ব-সমেত তিনশত বাইটী পলাশ বা শরপত্র সাচ্ছাইয়া মেঘরোমেয় সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া, যবপিষ্ট দ্বারা পরিশেপন করত, পুস্তলিকার মস্তকে একটা জালবর্ণের নারিকেল দিয়া, পূর্ববৎ দাহ করিবে।

অস্থি না পাওয়া গেলে পর্ণনর দাহ করিবে, পরে অস্থি লাভ হইলে পুনর্বার ঐ অস্থি দাহ করিয়া ত্রিষাজ্ঞ অশৌচ প্রাপ্তিপালন করিবে। কিন্তু পিণ্ডাদি পুনর্বার দান করিতে হইবে না। এই ব্যবস্থা অশৌচান্তে পর্ণনর-দাহের বিষয়ে জানিবে। অমাবস্তা তিথিতে ত্রিষ অত্র তিথিতে দাহ করিবে না। মরণ দিন হঠাতে ত্রিষ (৪৫ দিন) মধ্যে পর্ণনরদাহ করিবেনা এবং কৃষ্ণাষ্টমী কি অমাবস্তা তিথি ব্যতীতও কেহ পর্ণনর দাহ করিবেনা, করিলে পিতৃমাতৃ বন্দের পাতক জানিবে। ফলতঃ কৃষ্ণাষ্টমীতে দাহ করাই কঠব্য, কেননা ঐ

তিথিতে দাহ করিলে ত্রিরাত্র অশৌচের পর কক্ষা একাদশীতে শ্রীকৃষ্ণাদি করিতে পারা যায় । মৃত্যুর পর অশৌচ-কালের মধ্যে পৰ্ণনয় দাহ করিলে, অশৌচের অবশিষ্ট দিনান্তেই পুত্রাদির শুদ্ধি হইবে, আর যদি অশৌচ দিনের পরে পৰ্ণনয় দাহ করে, তবে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে ।

### পূরকপিণ্ডদান বিধি ।

দিবসে দিবসে দেয়ঃ পিণ্ড এবং ক্রমেণ তু । সদাঃ শৌচেহপি দাতব্যঃ সর্কেপি যুগপন্তথা । ত্র্যহাশৌচে প্রদাতব্যঃ প্রথমে ত্বেকএব হি । দ্বিতীয়েহহনি চত্বারস্তুতীয়ে পঞ্চ চৈব হি ॥ অথবা,—প্রথমে দিবসে দেয়াস্তয়ঃ পিণ্ডাঃ সমাহিতৈঃ । দ্বিতীয়ে চতুরো দদ্যানদ্বিসকয়নং তথা । ত্রীংস্ত দদ্যা- ততীয়েহহি বস্ত্রাদি-কানয়েত্তথা ॥

দশদিন অশৌচ স্থলে প্রতিদিন এক একটী পিণ্ড দান করিবে । সদাঃ-শৌচে ও একাহাশৌচে একদিনেই দশপিণ্ড দান করিবে ।

ত্রিরাত্র অশৌচে প্রথমদিনে একপিণ্ড, দ্বিতীয় দিনে চারি পিণ্ড এবং তৃতীয় দিনে পাঁচ পিণ্ড, এই রূপে দশ পিণ্ড দান করিতে হয় । পারস্কর বলেন, প্রথম দিবসে তিন, দ্বিতীয় দিবসে চারি এবং তৃতীয় দিবসে তিন পিণ্ড এই রূপে দশপিণ্ড দিবে ।

চারিদিন অশৌচ হইলে প্রথম দিনে ও চতুর্থ দিনে দুই দুই পিণ্ড, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে তিন তিন পিণ্ড দিতে হইবে ।

পাঁচ দিন অশৌচ হইলে প্রথম দিনে ও পঞ্চম দিনে এক এক পিণ্ড, দ্বিতীয় ও চতুর্থ দিনে দুই দুই পিণ্ড, এবং পঞ্চম দিনে চারি পিণ্ড দিবে ।

ছয় দিন অশৌচ হইলে প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দিনে এক এক পিণ্ড দ্বিতীয় ও চতুর্থ দিনে তিন তিন পিণ্ড দান করিবে ।

সপ্তাহ অশৌচ হইলে, প্রথম, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম দিনে এক এক পিণ্ড এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে দুই দুই পিণ্ড প্রদান করিবে ।

অষ্টাহ অশৌচ হইলে, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম দিনে এক এক পিণ্ড এবং চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে দুই দুই পিণ্ড দিবে ।

নয় দিন অশৌচ স্থলে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম দিনে এক এক পিণ্ড এবং পঞ্চম দিনে দুই পিণ্ড দিবে ।

দশাহ অশৌচস্থলে প্রত্যহ একটী করিয়া পিণ্ড দিবে। পক্ষিণী অশৌচে ও দুইদিন অশৌচ স্থলে প্রথম দিনে পাঁচ ও দ্বিতীয় দিনে পাঁচ পিণ্ড প্রদান করিবে।

বাৎসরিক ও পঞ্চমশ দিন অশৌচ হইলে প্রথম দিন দুইতে নয় দিনে নয় পিণ্ড এবং অশৌচাক্রম্যে এক পিণ্ড দিবে। শূজের মাসাশৌচ স্থলেও ঐরূপে পিণ্ড দান করিবে। \*

### পৃকর-পিণ্ডদানপদ্ধতি ।

দুই প্রস্থতি তণ্ডুল গ্রহণ করত দুইবার কালন করিয়া যে স্থলে পিণ্ড দান করা হইবে তাহার ঈশান কোণে অন্ন পাক করিবে। তদনন্তর, একহস্ত-পরিমিত দীর্ঘপ্রস্ত ও চারি অঙ্গুলি উন্নত এবং দক্ষিণদিকে কিঞ্চিৎ উন্নত একটি মুক্তিকার বেদী প্রস্তুত করত দক্ষিণ মুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া বামদ্বার ভূমিতে পাতিত করত দক্ষিণ হস্তে কুশ লইয়া, সেই কুশ দ্বারা ঐ বেদীতে “ও অপহতা স্মরারক্ষাসি” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত দক্ষিণাশ্র একটী রেখা অঙ্কিত করিয়া কুশান্তরণ করত “ও এহি প্রেত ইত্যাদি “নিষক্” ইত্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া আবাহন করিয়া “ও অমুক গোত্র প্রেত অমুকদেবশর্চন্ এতদবনেনিক্ ।” বলিয়া আতীর্ণ কুশের উপর সতিন জল দ্বারা অবনেজন করিয়া তিল, মধু ও ঘৃত-মিশ্রিত বিধপ্রমাণ তণ্ডুপিণ্ড গ্রহণপূর্বক নিম্ন লিখিত বাক্য পাঠ করিয়া, ক্রমোপরি প্রদান করিবে। যথা,—

“ও অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্চন্ এতৎ প্রথমপিণ্ডং পূরকম্ ।” †

পরে পিণ্ডপাত্র প্রকালিত জল দ্বারা পুনর্বার পূর্ববৎ অবনেজন করিয়া নিম্ন লিখিত বাক্য পিণ্ডের উপরি, উপীতস্ত (মেঘ লোম) প্রদান করিবে।

যথা,—“ও অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্চন্ রেতস্তে উপীতস্তময়ং বাসঃ ।”

অনন্তর কাঁচা মাজীর পাত্রে করিয়া জল ও স্বস্ত্র একটী পাত্রে ঢুক লইয়া পিণ্ডসমীপে স্থাপন করত দান করিবে।

\* পিণ্ডঃ পূজার দাতব্যো দিব্যান্যটৌ নবাধ বা । সংপূর্ণে তু ততো মাসে পিণ্ডদেবং সমাপয়েৎ ॥

† প্রথম দিন দুইতে বশ দিন পর্যন্ত দশটী পিণ্ড দান করিতে হয়। প্রথম পিণ্ডের দ্বারা “দ্বিতীয়পিণ্ডং পূরকং, তৃতীয়পিণ্ডং পূরকং, চতুর্থপিণ্ডং পূরকং ।” এইরূপ প্রত্যেক পিণ্ড উপস্থাপন করিতে হইবে। আর সমস্তই এক একবার।

নীর-কীর-দান-বিধি । —কাঠের ত্রিপদিকাতে মাজির কাঁচা পাত্রে জল এবং আর একটি মাজির কাঁচা পাত্রে জ্বলন্ত লইয়া নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া দান করিবে ।—

প্রত্যেক পিণ্ডে কীরপাত্র একটী, নীরপাত্র পিণ্ডসংখ্যক—অর্থাৎ প্রথম পিণ্ডে একটি, দ্বিতীয় পিণ্ডে দুইটি, তৃতীয় পিণ্ডে তিনটি, চতুর্থ পিণ্ডে চারিটি এইরূপ দশ পিণ্ডে পঞ্চাশটি জলপাত্র দিবে । মন্ত্র যথা,—“প্রোতাজ্জ মাহি শিব চেনং কীরম্ ।” পরে কৃতাজ্জলি হইয়া পাঠ করিবে—“অশানানল-বয়োহসি পরিত্যক্তোহসি বায়বৈঃ । ইদং নীরমিদং কীরং স্নাত্বা পীত্বা সুখী ভব ॥ অকোশহো নিরানম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ । ইদং নীরমিদং কীরং স্নাত্বা পীত্বা সুখী ভব ।”

ন স্বধাক্ প্রযুক্তীত প্রেতপিণ্ডে দশাহিকে ।

ভাষ্যেতৈতচ্চ বৈ পিণ্ডং দেবদত্তস্ত পূরকম্ ॥

প্রোতাদেশে যে দশাহ পর্য্যন্ত পূরক-পিণ্ড দান করিতে হয়, তাহাতে স্বধাপদ প্রয়োগ করিতে নাই ।

আত্মশ্রাদ্ধে পূরকে চ মাসিকে প্রেততর্পণে ।

নোক্তরং পিতৃ-তৃপ্ত্যর্থং কদাচিদপি সামগঃ ॥

আত্মশ্রাদ্ধ, পূরক-পিণ্ডদান, প্রেত তর্পণ ও মাসিক শ্রাদ্ধে সামবেদীয়েরা “স্বধা” পদ প্রয়োগ করিবে না ।

সামবেদী চতুর্দ্বাংশান্তি ।

পুরাদি স্থানান্তে অগ্নি জালিয়া পূর্বাভিমুখে বসিয়া চারিটী জলপূর্ণ পাত্র স্থাপন করিবে । পরে আচমন করিয়া বিষ্ণুস্মরণ করত প্রথম পাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া গায়ত্রী পাঠান্তে —“অগ্নিমীলো পুরোহিতঃ যজ্ঞস্ত দেবমুত্তমং হোতাংসং সত্বপাতমম্” এই মন্ত্র পাঠ করত আবার গায়ত্রী পাঠ করিবে । ইহাই প্রথম শান্তি ॥ ১ ॥ দ্বিতীয় পাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া গায়ত্রী পাঠ করত “ঐ ইবে জোহেঁ জা বায়বঃ হুঃ দেবো বঃ সবিভা প্রার্পতু শ্রেষ্ঠতমায় কৰ্ণণে” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পুনঃ গায়ত্রী পাঠ করিবে । ইহাই দ্বিতীয় শান্তি ॥ ২ ॥ তৃতীয় পাত্রে হাত দিয়া, গায়ত্রী পাঠ করত “অগ্ন আত্মাহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে । নিহোতা সৎসি বর্হিষি” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পুনরপি গায়ত্রী পাঠ করিবে ॥ ৩ ॥ অতঃপর চতুর্থ পাত্রে হস্তপ্রদান করিয়া গায়ত্রী পাঠ করত “ও শমো



দেবীরতিষ্ঠয়ে পরে। ভবন্তু পীতয়ে শংযোরতিশ্রবন্ত নঃ ॥ মহাবামদেব্যখ্যি-  
ক্সিরাড়্গাঃপ্রীক্ষ্ম ইতো দেবতা শান্তিকল্পি জপে বিনিয়োগঃ । ওঁ কন্মা  
নশিত্র আভুবদতী মদাবধঃ সখা কন্মা সচিঠিয়া বৃত্তা । ওঁ কন্মা সত্যোম-  
দানং সংহিষ্ঠো মংসদঙ্কসঃ । দৃঢ়া চিদাক্ষে বহুঃ । ওঁ অভিষুণঃ সখীনা-  
মবিভা অরিতুণাং শতং ভবা স্যতয়ে । ওঁ স্তি ন ইক্সো বৃক্সপ্রবাঃ স্তি নঃ  
পুবা বিক্সবেদাঃ স্তি নঃ স্তাক্সেহিরিষ্টেনেমিঃ স্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু । দ্যোঃ  
শান্তিরস্তরীকঃ শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিঃ আপঃ শান্তিঃ ওবধয়ঃ শান্তিঃ বনস্পত্যঃ  
শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ ।” ইহা পাঠ করিয়া প্রতিপাত্ত্ব জল মন্তকে  
দিবে । পরে সমস্ত জল এত্র করিয়া অশৌচাবস্থার সকল দ্রব্য প্রোক্ষণ  
করিবে ।

### অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত প্রয়োগ ।

হৃষীদয়ের পরে যান করিয়া অগ্নি, গো, ঋক্ষণ ও হৃষী স্পর্শপূর্বক  
হৃষ্য দর্শন করিয়া স্পর্শ করত নিম্নলিখিত বাক্যে কাকন দান করিবে ।  
বাক্য যথা,—

“অন্যোত্যাগি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা এতদশৌচকালোৎপন্নপক-  
শূনাঅনিতপাপক্ষয়কাম ইদং কাকনং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবনোহ্রনামে ব্রাহ্ম  
ণায়াহং মদে ।” পরে দক্ষিণা দান করিয়া বামদেব্য গান করিবে । তদনন্তে  
“মহাবামদেব্যখ্যি” ইত্যাদি মন্ত্রে শান্তি করিবে ।

### হেমগর্ভ তিলদান বিধি ।

প্রথমত পূর্বমুখ হইয়া উপবেশন করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সঙ্গ-  
তৈজসাদারহেমগর্ভতিলেত্যো নমঃ ।” বলিয়া তিনবার তিলের অর্চনা  
করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে এতদবিপত্নয়ে ওঁ বিক্সবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে  
এতং সম্প্রদানার ব্রাহ্মণায় নমঃ ।” বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্চনা করিয়া  
“ওঁ যথা মধুবধে বিক্সো স্বর্গবিবুদসমুত্তবাঃ । তিলাঃ কুশাশ্চ সমিবত্ত-  
আচ্ছাণ্ডা ভবক্সিমাঃ ॥ ওঁ বিক্সদেহোত্তবাঃ পুণ্যাস্তিলাঃ পাপপ্রণাশনাঃ ।  
পিভুঃ স্বর্গ প্রাক্সন্তু সংসারানবতাবকাঃ ॥” এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া বাম-

হস্তে তিল ধারণ করত কুশজয়ান্ত্রিত সতিগ জল গ্রহণ করিয়া, “অদ্যোত্যাদি  
অমুকগোত্রস্য প্রেতস্ত্যামুকদেবশৰ্ম্মণোহশৌচান্তাদিতীয়েহহি, অমুকগোত্রস্য  
প্রেতস্ত্যামুকদেবশৰ্ম্মণঃ এতত্তিলসমসংখ্যাবর্ষাবচ্ছিন্নস্বৰ্গলোকপ্রাপ্তিকামঃ এতান্  
সবস্তৈজসাদারহেমগৰ্ভতিলান্ অচ্চি তান্ বিকুদেবতাকান্ যথাসম্ভবগোত্রনায়ে  
ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।” এই বলিয়া হস্তে জলের ছিটা দিয়া উৎসর্গ  
করিবে।

পরে “ওঁ ক ইদং কন্ম। অদ্যং কামঃ কামারাদ্যং কামো দাতা কামঃ  
প্রতিগৃহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশং। কামেন হা প্রতিগৃহ্যামি কামৈতত্তে।”

ইহা পাঠ করিয়া দক্ষিণা করিবে। যথা—“অদ্যোত্যাদি কুভৈতৎসবস্তৈজ-  
সাদারহেমগৰ্ভতিলদানকৰ্ম্মণঃ সাজতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূলাং বিষু-  
দৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।”

### মোড়শদান প্রয়োগ । \*

প্রথমত ভূমিদান করিবে। যথা,— আচমনপূৰ্ব্বক করযোড়ে  
“ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গাপ্রভাসপুষ্করাণি চ। তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি দানকালে  
ভবন্তিহ।” ইহা পাঠ করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সাক্ষাদন্যৈ প্রিয়দত্ত্যৈ  
এতচ্চূমৈ নমঃ” বলিয়া তিনবার ভূমি অর্চনা করত “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধি-  
পত্যয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ” এবং “এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদান্য ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ”  
বলিয়া পূজা করিয়া বামহস্তে ভূমি ধারণ করত দক্ষিণ হস্তে সজল কোশার  
মধ্যে রাখিয়া “বিকুরৌম্ তৎসদভ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-  
গোত্রস্ত্য প্রেতস্ত্যামুকদেবশৰ্ম্মণোহশৌচান্তাদিতীয়েহহি (১) অমুকগোত্রস্ত্য প্রেতস্ত্য-  
মুকদেবশৰ্ম্মণঃ ষষ্টিবর্ষসংখ্যাবচ্ছিন্ন স্বৰ্গকাম ইমাঃ সাক্ষাদন্যৈ প্রিয়দত্ত্যৈ ভূমিঃ  
বিকুদেবতাকাং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি” বলিয়া দানীর দ্রব্যে  
জলের ছিটা দিয়া উৎসর্গ করিবে।

পরে দক্ষিণা করিবে। যথা,—প্রথমত গন্ধপুষ্প দ্বারা দক্ষিণাত্রবা অর্চনা  
করিয়া অদ্যোত্যাদি অমুকগোত্রনা প্রেতস্ত্যামুকদেবশৰ্ম্মণোহশৌচান্তাদিতীয়েহহি

\* দানক্রমের আশা ৫৪ পৃষ্ঠায় দেখ।

(১) “অদ্যোত্যাদি” হইতে “দিতীয়েহি” পর্য্যন্ত সৰ্বত্রই বলিতে হইবে

যত্নবৎসহস্রাদচ্ছিন্নবর্গকামনয়া কঠৈতৎসাম্ভাদাননৈতত্ত্বনিদানকর্মণঃ সাক্ষ্যার্থং  
দক্ষিণামিদং বিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনামৈ ত্রাক্ষণ্যাহং দদানি” বলিয়া  
দক্ষিণাজব্য উৎসর্গ করিবে ॥ ১ ॥

আসন ।— “এতে গন্ধপুষ্পে ও সাক্ষাদানদার্পাসনায় নমঃ” বলিয়া  
আসন তিনবার অর্চনা করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে ও উত্তানা-  
জিরসে নমঃ” এবং “এতে গন্ধপুষ্পে ও এতৎ সম্প্রদানায় ত্রাক্ষণ্যায় নমঃ”  
বলিয়া পূজা করত নিম্ন লিখিত রূপবাণ্য করিয়া আসন উৎসর্গ করিবে । যথা—

“অন্তেষ্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্তামুকদেবশর্মণঃ স্বর্গকাম ইদং সাক্ষাদান-  
দার্পাসনং উত্তানাজিরোদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনামৈ ত্রাক্ষণ্যাহং দদানি ।”

দক্ষিণা,—“অন্তেষ্যাদি কঠৈতৎসাক্ষাদানদার্পাসনদানকর্মণঃ সাক্ষ্যার্থং  
ইত্যাদি ॥ ২ ॥

জল ।—“এতে গন্ধপুষ্পে সাক্ষাদানতৈজসাধারজলায় নমঃ” তিনবার  
জলের অর্চনা করিয়া বরুণাধিপতি ও সম্প্রদানত্রাক্ষণ্যের পূর্ববৎ অর্চনা  
করিয়া নিম্নলিখিত রূপ বাণ্য করিয়া উৎসর্গ করিবে । যথা,—

“অন্তেষ্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্তামুকদেবশর্মণঃ স্বর্গকাম ইদং সাক্ষাদান-  
তৈজসাধারজলং বরুণদৈবতং” ইত্যাদি ।

দক্ষিণা,—“অন্তেষ্যাদি কঠৈতৎসাক্ষাদানতৈজসাধারজলদানকর্মণঃ সাক্ষ্য-  
সাক্ষ্যার্থং” ইত্যাদি ॥ ৩ ॥

বস্ত্র ।—“এতে গন্ধপুষ্পে সাক্ষাদানবস্ত্রায় নমঃ” বলিয়া বস্ত্র অর্চনা করত  
অধিপতি বৃহস্পতি ও সম্প্রদানত্রাক্ষণ্যের পূজা করিয়া নিম্নলিখিত বাণ্য উৎ-  
সর্গ করিবে । যথা,—

“অন্তেষ্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্মণঃ স্বর্গকাম ইদং সাক্ষা-  
দনবস্ত্রং বৃহস্পতিদৈবতং” ইত্যাদি ।

দক্ষিণা,—“অন্তেষ্যাদি কঠৈতৎসাক্ষাদানবস্ত্রদানকর্মণঃ সাক্ষ্যার্থং”  
ইত্যাদি ॥ ৪ ॥

দীপ ।—“এতে গন্ধপুষ্পে সাক্ষাদানতৈজসাধারদীপায় নমঃ” বলিয়া দীপের  
অর্চনা করত অধিপতি বিষ্ণু ও সম্প্রদানত্রাক্ষণ্যের পূজা করিয়া নিম্নলিখিত  
বাণ্য উৎসর্গ করিবে । যথা,—

“অন্তেষ্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্তামুকদেবশর্মণঃ স্বর্গকাম ইদং সাক্ষা-  
দনৈতৎসাম্ভাদাননৈতত্ত্বনিদানকর্মণঃ সাক্ষ্যার্থং” ইত্যাদি ।

দক্ষিণা,—“অন্তোত্যাদি কুতৈতৎসাঁচ্ছাদনতৈজসাদারদীপদানকর্মণঃ সাক্ষ-  
তার্থং” ইত্যাদি ॥ ৫ ॥

অন্ন।—“এতে গন্ধপুষ্পে সাঁচ্ছাদনতৈজসাদারদীপদান নমঃ” বলিয়া অন্নের  
অর্চনা করত অধিগুতি প্রজাপতি ও সম্প্রদান ব্রাহ্মণের পূজা করিয়া নিম্ন-  
লিখিত রূপ বাক্য করিয়া উৎসর্গ করিবে। যথা,—

“অন্তোত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত্যামুকদেবশর্মণঃ স্বর্গকাম ইদং সাঁচ্ছাদন-  
তৈজসাদারদীপদান প্রজাপতিদেবতং” ইত্যাদি ।

দক্ষিণা,—“অন্তোত্যাদি কুতৈতৎ সাঁচ্ছাদনতৈজসাদারদীপদানকর্মণঃ সাক্ষ-  
তার্থং” ইত্যাদি ।

এইরূপ তান্দুল (অধিপতি বৃহস্পতি) ছত্র (অধিপতি উত্তানাজিরস দেবতা)  
গন্ধ (অধিপতি গন্ধর্ষদেবতা), মালা (অধিপতি বনস্পতি দেবতা), ফল  
(অধিপতি প্রজাপতি দেবতা), শয্যা ও পাছুকা (অধিপতি উত্তানাজিরস  
দেবতা) পুরোহিতধিতরূপ বাক্য করিয়া উৎসর্গ করত দক্ষিণা করিবে ॥ ৭—১০ ॥

গো।—সেই আশ্বসম্মুখে আনয়ন করিয়া, “ওঁ যা লক্ষ্মীঃ সর্গভূতানাং যা চ  
দেবৈববহিতা। ধেনুরূপেণ সা দেবী মম শান্তিঃ প্রযচ্ছতু ॥ ওঁ দেবস্থা যা চ  
কুদ্রাণী শক্যাস্ত চ যা প্রিয়া। ধেনুরূপেণ সা দেবী মম শান্তিঃ প্রযচ্ছতু ॥  
ওঁ বিমোক্ষকসি যা লক্ষ্মী বা লক্ষ্মীধনদস্ত চ। যা লক্ষ্মীঃ সর্গভূতানাং সা  
ধেনুরূপদাস্ত মে ॥ ওঁ চতুর্খুস্ত যা লক্ষ্মীঃ স্বাহা যা চ বিভাবসোঃ। চন্দ্রার্ধ-  
শক্ললক্ষ্মী যা ধেনুরূপাস্ত সা শ্রিয়ে ॥ ওঁ স্বধা তং পিতৃসজ্ঞানাং স্বাহা হব্যভূজাং  
যতঃ। সর্গপাণহরা ধেনুস্তমাস্তিঃ প্রযচ্ছ মে ॥ ওঁ সর্গদেবমহীং দেবীং  
সর্গদেবমহীস্তথা। সর্গলোকনিমিত্তায় সর্গলোকমপি হিরং। প্রযচ্ছামি  
মহাভাগামক্ষয়্য গুভায় তাং ॥” ইং পাঠ করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সাঁচ্ছা-  
দনধেনবে নমঃ” বলিয়া তিনবার ধেনু অর্চনা করিয়া গোমূত্র হইলে “এতে  
গন্ধপুষ্পে সাঁচ্ছাদন গোমূত্রায় নমঃ” বলিয়া অর্চনা করত পূর্ববৎ অধিগুতি  
কর (গোমূত্রাব বিষ্ণু) ও সম্প্রদান ব্রাহ্মণের পূজা করিয়া নিম্নলিখিত রূপ  
বাক্য করিয়া উৎসর্গ করিবে। যথা,—“অন্তোত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত্য  
অমুকদেবশর্মণঃ স্বর্গকাম ইদং সাঁচ্ছাদনধেনুং ব্রহ্মদেবতাকাং (গোমূত্র হইলে—  
ইদং সাঁচ্ছাদনগোমূত্রং বিষ্ণুদেবতং)” ইত্যাদি ।

দক্ষিণা।—“অন্তোত্যাদি কুতৈতৎ সাঁচ্ছাদন ধেনুদানকর্মণঃ (গোমূত্র দান  
কর্মণঃ) সাক্ষতার্থং” ইত্যাদি ॥ ১৩ ॥

অতঃপর পূর্ববৎ বাক্য করিয়া কাঞ্চন ( অধিপতি-অগ্নি ) ও বজ্রত ( অধি-  
পতি চন্দ্র )-( ১ ) দান করত দক্ষিণা করিবে ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

অতঃপর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈষ্ণব্য শাস্তি করিবে ।

### ষোড়শ-পিণ্ডদান প্রয়োগ । \*

উনবিংশতি পিণ্ডকে ষোড়শ পিণ্ড কহে । পিণ্ডদান স্থানে একটা চতুঃস্র  
অঙ্কিত করিয়া তদাৰ্থে “নিহ্মি” মন্ত্রে রেখাপাত করিয়া কুড়ীটা কোঠ অঙ্কিত  
করিয়া তদুপকৃত কুণ আকৃত করিয়া দিবে । পরে “ও অশ্বৎকুলে মৃত্যু যে চ  
গতির্থেবাং ন বিদ্যতে । আবাহয়িস্যে তান্ সর্কান্ দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ ॥” ও  
মাতামহকুলে যে চ গতির্থেবাং ন বিদ্যতে । আবাহয়িস্যে তান্ সর্কান্ দর্ভ-  
পৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ ॥ ও বন্ধুবর্গকুলে যে চ গতির্থেবাং ন বিদ্যতে । আবাহ-  
য়িস্যে তান্ সর্কান্ দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ ॥” বলিয়া আবাহন করিবে ।

তৎপরে—মতিলা জলাঞ্জলি লইয়া “ও আত্রকৃত্তপর্ণাশ্বং দেববিস্ত্রিকৃত্তমানবাঃ ।  
তুপ্যন্ত পিতরঃ সর্কো মাতৃমাতামহাদয়ঃ ॥ অতীতকুলকোচীনাং সপ্তদ্বীপনিবা  
সিনাম্ । আত্রকৃত্তবনালোকাদিদমন্ত তিলোদকম্” ॥ ইহা বলিয়া আকৃত  
কুণের উপর জলাঞ্জলি দিবে । পরে কুণের মূলস্থান হইতে ক্রমশঃ একটি একটি  
মন্ত্র পড়িয়া পিতৃতীর্থেক্রমে দক্ষিণমুখ হইয়া পাচটা করিয়া পনরটি করে পনরটি  
এবং নৈঋত্বকোণস্থিত ঘরটি বাদ দিয়া শেষপাংক্তির চারি করে চারিটি এই  
উনবিংশতিটি পিণ্ড প্রদান করিবে ।

ক্রমঃ স্বাঃ—“ও অশ্বৎকুলে মৃত্যু যে চ গতির্থেবাং ন বিদ্যতে । তেষাম-  
করণার্থী ইমাং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ১ ॥ ও মাতামহকুলে যে চ গতির্থেবাং  
ন বিদ্যতে । তেষামুকরণার্থী ইমাং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ২ ॥ ও বন্ধুবর্গকুলে  
যে চ গতির্থেবাং ন বিদ্যতে । তেষামুকরণার্থী ইমাং পিণ্ডং দদাম্যহম্ ॥ ৩ ॥ ও  
অজ্ঞাতদন্তা যে কেচিৎ যে চ গর্তপ্রপীড়িতাঃ । তেষামুকরণার্থী ইমাং পিণ্ডঃ

( ১ ) বিষ্ণুস্মৃতিতে কথিত হইয়াছে যে, সর্কক্রাই “বিষ্ণুস্মৃতিং” বলা যাইতে পারে । যম  
ও দেবল বচনে ও ইহাই উক্ত হইয়াছে । সূত্ররূপে প্রত্যেক ব্রাহ্মণের সত্বর সত্বর অধিপতি ন  
বলিয়া দেবলমাত্র অধিপতি বিষ্ণু বলিলেও কাৰ্য্য সম্পন্ন হইবে ।

\* অশ্বাশ্বাস্তি কন্যাকৈ তীর্ণপ্রাক্ষৌ তথা নৃপ ।

শাক্য কৃত্তা বিদ্যানেন দদ্যাদ্ ষোড়শ পিণ্ডকঃ ॥ দক্ষঃ সর্বপ্রদীপে ।

দদাম্যহম্ ॥ ৪ ॥ ও অগ্নিবন্ধাচ্ যে জীবা বেহস্যদযান্তথাপরে । বিদ্যাজৌরহতা  
 যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডঃ দদাম্যহম্ ॥ ৫ ॥ ও দাবদাহে মৃত্যু যে চ সিংহব্যাঘ্রহ-  
 তাচ্ যে । দংষ্ট্রিভিঃ শৃঙ্গিভির্কাপি তেভ্যঃ পিণ্ডঃ দদাম্যহম্ ॥ ৬ ॥ ও  
 উবন্ধনমৃত্যু যে চ বিব-শজ্জ-হতাচ্ যে । আরোপঘাতিনো যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডঃ  
 দদাম্যহম্ ॥ ৭ ॥ ও অরণ্যে বজ্রনি বনে ক্ষুধয়া তুক্ষয়া হতাঃ । তুভ্যগ্রেতপিশা-  
 চাচ্ তেভ্যঃ পিণ্ডঃ দদাম্যহম্ ॥ ৮ ॥ ও রৌরবে চাক্ষুতামিহ্নে কালহুত্রে  
 চ যে মৃত্যুঃ । তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডঃ দদাম্যহম্ ॥ ৯ ॥ ও অনেক-  
 যাতনাসংস্থাঃ শ্রেতলোকে চ যে গতাঃ । তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডঃ দদা-  
 ম্যহম্ ॥ ১০ ॥ ও অনেকযাতনাসংস্থা যে নীতা যমকিকরৈঃ । তেষামুদ্ধরণার্থায়  
 ইমং পিণ্ডঃ দদাম্যহম্ ॥ ১১ ॥ ও নরকেষু সমন্তেষু যাতনাসু চ যে স্থিতাঃ ।  
 তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডঃ দদাম্যহম্ ॥ ১২ ॥ ও পশুযোনিগতা যে চ পক্ষি-  
 কীটসরীসৃপাঃ । অথবা বৃক্ষযোনিহ্নাস্তেভ্যঃ পিণ্ডঃ দদাম্যহম্ ॥ ১৩ ॥ ও  
 জাত্যন্তর সহজেষু ভ্রমন্তঃ শ্বেন কশ্মণা । মাহুযাং ছল্লভং বেবাং তেভ্যঃ পিণ্ডঃ  
 দদাম্যহম্ ॥ ১৪ ॥ ও দিব্যন্তরীক্ষভূমিষ্ঠাঃ পিতরো বান্ধবাদয়ঃ । মৃত্যু  
 অনংস্কতা যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডঃ দদাম্যহম্ ॥ ১৫ ॥ ও যে কেচিৎ শ্রেতরূপেণ  
 বর্তন্তে পিতরো মম । তে সর্পে তুষ্টিমায়াস্ত পিণ্ডদানেন সর্বদা ॥ ১৬ ॥ ও  
 গেহবান্ধবা বান্ধবা বা যেহন্যজয়নি বান্ধবাঃ । তেবাং পিণ্ডো ময়া দত্তো-  
 হক্ষণ্যমুপতিষ্ঠতাম্ ॥ ১৭ ॥ ও পিতৃবংশে মৃত্যু যে চ মাতৃবংশে চ যে মৃত্যুঃ ।  
 গুরুশ্বরবন্ধুনাং যে চাত্রে বান্ধবা মৃত্যুঃ ॥ যে মে কুলে লুপ্তপিতাঃ পুত্রদার-  
 বিবর্জিতাঃ । ক্রিয়ালোপগতা যে চ জাত্যন্ধাঃ পঙ্গবস্তথা ॥ বিকৃপা আম-  
 গর্তাচ্ জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ কুলে মম । তেবাং পিণ্ডো ময়া দত্তোহপ্যক্ষণ্যমুপতি-  
 ষ্ঠতাম্ ॥ ১৮ ॥ ও আত্রক্ষণো বে পিতৃবংশজাতা মাতৃবংশা বংশভবা মদীয়াঃ ।  
 কুলবয়ে যে মম দাসভূতা ভৃত্যান্তথৈবাপ্রিতসেবকাচ্ ॥ মিত্রাণি সখ্যঃ  
 পশবশ্চ কীটা দৃষ্টা হৃদৃষ্টাচ্ কৃতোপকারাঃ । জ্ঞানান্তরে যে মম দাসভূতাস্তেভ্যঃ  
 অথবা পিণ্ডমহং দদামি ॥ ১৯ ॥

আদ্যৈকোদিক্য শ্রীকৃষ্ণ বিধি ।

পূর্বদিনে জ্যোতির্ কার্যাদি সমাপন করিয়া পরদিন হর্যোদয়ের পর  
 অবগাহনস্থান করিয়া আচমন পূর্বক হরিশ্রবণ করিবে । পরে সন্ধ্যাদি দেব

পূজা সমাপন করিয়া দক্ষিণাভিমুখী হইয়া দর্ভাগনে উপবেশন করত প্রদীপ প্রজালিত করিয়া বাহুপূর্ব ও যজ্ঞেধরের পূজা করত ভুবামীর পূজা বা তদুল্য প্রদান ( সাংবৎসরিক প্রাক্ক দেব ) করিবে ।

অনন্তর দক্ষিণাভিমুখ প্রাচীনারীতী ও পাতিত বামজায়ে হইয়া তিল-প্রোক্ষিত দক্ষিণাশ্রৈকদত্যজ্ঞায়নে কুশময় ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া “ও অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্ম্ময়েতভে আসনং স্বধা ।” বলিয়া আসন উৎসর্গ করত নিম্ন-লিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে ।

“ও অজ্ঞানেন দেবরাজাত্যনুজাতো বিশ্রাম্যতাং বিজবর্ধ্যাতুপ্রহাদ চ প্রমা-  
দয়ে স্বাসনং পৃচ্ছ পুতং জ্ঞানায়িত্বেন্নেদনং করণং বিপ্র ।”

পরে ছত্র গ্রহণ করিয়া,—“ও অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্ম্ময়েতভে  
ছত্রং স্বধা”পরে পাছকা ( চর্ম্ম-নির্ম্মিত অভাবে কাঠনির্ম্মিত ) লইয়া,—“ও  
অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্ম্ময়েতভে পাছকামৃগলং স্বধা” বলিয়া উৎসর্গ  
করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবে ।

“ও নক্শপ্তবানুকাং ভূমিসমিকণ্টকিতাং তথা । সত্তারয়তি দুর্গাণি প্রেতাং  
দদতুপানহে ॥”

পরে “ও অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত  
প্রেতস্ত অমুকদেবশর্ম্ম্মণোহশৌচাত্তাদিতীয়েহহি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুক-  
দেবশর্ম্মণ আত্মকোদ্ধিষ্টব্রাহ্মণ দর্ভরয়ব্রাহ্মণেহং করিষ্যে ।” বলিয়া অনুজ্ঞা  
করিলে পুরোহিত “ও কুরুষ” বলিবেন ।

তৎপরে, গায়ত্রী পাঠ করিয়া “ও দেবতাভ্যঃ” ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পড়িয়া  
মুজল দ্বারা প্রাচীর দ্রব্য সকল প্রোক্ষণ করিয়া বক্ষার্থ জলপূর্ণ পাত্র একদেশে  
স্থাপন করিবে । পরে “ও অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্ম্ময়েতভে দর্ভাসনং  
স্বধা ।” বলিয়া ব্রাহ্মণ বামপাশে মোটক প্রদান করিবে । তৎপরে “ও অপহতা”  
ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া তিল বিকীর্ণ করত জলস্পর্শপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগ্র ভূমিতে  
একগাছি কুশপত্র পাতিত করিয়া ওছপরি পাত্র স্থাপন করত “ও পবিত্রাস  
বৈকবী” বলিয়া নখ ব্যতীত প্রাদেশপ্রমাণ একদল পবিত্র ছেদন করিয়া “ও  
বিষ্কর্ষনসা পূতাসি” মন্ত্রে তাহা প্রোক্ষণ করত সেই পাত্রে স্থাপন করিয়া “ও  
শম্বোদেবী” ইত্যাদি মন্ত্রে বান করাইবে ।

তৎপরে “ওতিগোনি সোমদেবভ্যো” ইত্যাদি মন্ত্রে তিলদান করিয়া ব্রাহ্ম-  
ণহস্তে পবিত্র প্রদান করত পুষ্প ও জল দান করিয়া পুষ্পাত্তর দ্বারা “ও শিরঃ-

প্রভৃতি সৰ্ব্বগাত্রেভ্যো নমঃ” বলিয়া পূজা করত অৰ্ঘ্যপাত্র বাসহস্তে গ্রহণ করিয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক “ও য়া দিব্যা” ইত্যাদি-মন্ত্র পাঠ করত “ও অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশরীরেভ্যেৎসং স্বধা ।” বলিয়া অৰ্ঘ্য প্রদান করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে অৰ্ঘ্যবাহন করিবে,—“ও ইহলোকং পরিত্যজ্য গতোহসি পরমাং গতিম্”

অনন্তর সচন্দন তুলসীপত্রযুক্ত বস্ত্র লইয়া,—“ও অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেব-শরীরেভ্যনি তে গন্ধপুষ্পপূর্ণৈতৈজসাধারদীপাচ্ছাদনানি স্বধা” বলিয়া উৎসর্গ করত নিম্নলিখিত বিশেষ বিশেষ মন্ত্রে প্রত্যেক দ্রব্য ত্রাঙ্কণকে নিবেদন করিয়া দিবে। মন্ত্র বঁধা,—

“ও সর্গঃ সূর্যক এবায়ং শীতলঃ সূমনোহরঃ । ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা গন্ধো-  
হয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥” এই মন্ত্র পাঠ করত “এষ তে গন্ধঃ,—”বলিয়া গন্ধ দিবে।  
পরে “ও শ্রিয়া দেব্যা সমায়ুক্তং দেবৈবশ্চ শিরসা ধৃতং । ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা  
পুষ্পমেতৎ প্রগৃহ্যতাম্ ॥” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া “এতত্তে পুষ্পম্” বলিয়া পুষ্প-  
দিয়া “ও বনস্পতিরসো দিব্যঃ শীতলঃ সূমনোহরঃ । ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা  
ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥” ইচ্ছা পাঠ করিয়া “এষ তে ধূপঃ ।” বলিয়া ধূপ  
প্রদান করত “ও সূপ্রকাশো মহাদীপঃ সৰ্ব্বতন্ত্রিমিরাপহঃ । সবাহ্যাত্তরজ্যো-  
তির্দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥” এই মন্ত্র পড়িয়া “এষ তে তৈজসাধার দীপঃ”  
বলিয়া দীপ নিবেদন করিয়া দিবে, পরে বস্ত্র লইয়া—“এতত্তে আচ্ছাদনং,”  
বলিয়া নিবেদন করিয়া দিবে।

পরে ত্রাঙ্কণাগ্র ভূমিস্থ কুণাদি দূরীকৃত করিয়া নৈৰ্দ্ধাত কোণ হইতে আরম্ভ  
করিয়া বামাবর্তক্রমে দক্ষিণাগ্রী করিয়া চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া ওহুপরি  
ভোজন পাত্র পাতিত করিয়া তাহাতে সামিয়ারাদি পরিবেশন করত “ও ইদং  
বিষ্ণুঃ” ইত্যাদি এবং “ও ইদমন্নং” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া অনন্থ অম্লো-  
পরি স্পর্শ করাইয়া “ও অপহতা” ইত্যাদি মন্ত্রে তিনবার তিল বিকীর্ণ করিয়া  
ত্রাঙ্কণে একগণ্ডুষ জল প্রদান করিয়া গায়ত্রী পাঠ পূর্বক অগ্নে মধু বা  
গুড় প্রদান করিয়া সপ্রণব্যাজ্জতি গায়ত্রী ও “ও মধুবাভা” ইত্যাদি মন্ত্র  
পড়িয়া ত্রাঙ্কণে জল গণ্ডুষ দিয়া বাসহস্তে অন্নপাত্র ধারণ করত “ও  
অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশরীরেভ্যেৎসং সোপকরণং স্বধা ।” বলিয়া উৎসর্গ  
করিবে।

পরে “ও যথা সূখং বাগ্‌যতঃ স্বদ” বলিয়া ত্রাঙ্কণে এক গণ্ডুষ জল দিয়া



গায়ত্রী, মধুবাতা ও অন্নহীন ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত শ্রাব্য মন্ত্র পাঠ (৪২৭ পৃ ১৬৭২ দেখ) করিবে।

তৎপরে যুক্তিকালে দক্ষিণাগ্র কুণ্ড পাতিত করিয়া “ও অগ্নিদেব্যাঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে একটি পিণ্ড দান করিবে। পরে হস্ত দ্বোত করিয়া দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করত হরিময়রূপ করিয়া ব্রাহ্মণে জলমণ্ডপ দিয়া পূর্ববৎ গায়ত্রী ও মধুবাতা মন্ত্র পাঠ করিয়া, “ও শ্রেয়মন্নং ক দেব্যাঃ” প্রদান করিবে, পুরোহিত “ও ইষ্টায় দীপত্যঃ” বলিবে “ও পিণ্ডদানমহং করিষ্যে” বলিবে, পুরোহিত “ও কুক্ষং” বলিবে। তৎপরে ব্রাহ্মণমুখে “ও নিহসি” ইত্যাদি মন্ত্রে চতুর্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া কুণ্ডারা “ও অপহতা” ইত্যাদি এবং “ও নিহসি” ইত্যাদি মন্ত্রে রেখা পাত করিয়া কুণ্ডপত্রের উত্তরদিকে নিক্ষেপ করিবে। পরে রেখোপরি সাগ্নকুণ্ড আকৃত করিয়া “ও দেবতাত্যঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত “ও এহি প্রেত সৌম্য পত্নীরেতিঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া আত্মীর্ণ কুণ্ডে তিল বিকীর্ণ করিবে। পরে দক্ষিণহস্তে সতিল জল গ্রহণ করিয়া “ও অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মরবনেনিক্ স্বধা” বলিয়া আত্মীর্ণ কুণ্ডের উপর ছিট দিবে। পরে পিণ্ড গ্রহণ করিয়া “ও মধুবাতা” ইত্যাদি ও “ও একময়ী” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত “ও অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মরবনেন তে পিণ্ডঃ স্বধা” বলিয়া অবনমন করিয়া পিণ্ড প্রদান করিবে। পরে পিণ্ড পাত্রে হস্ত দ্বোত করিয়া “ও অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মরবনেনিক্ স্বধা” বলিয়া পিণ্ডের উপর দিবে।

অনন্তর “ও অত্র প্রেত মাদ্রব যথা ভাগমাদ্রবায়” ইহা জপ করিয়া খাসবদ্ধ পূর্বক প্রেতকে ভাস্বরাকারে ধ্যান করত “ও অমৌরদ্যঃ” ইত্যাদি মন্ত্র দক্ষিণাভিমুখী হইয়া জপ করিয়া খাস ত্যাগ করিবে। পরে কৃতান্তলি পূর্বক “ও নমস্তে প্রেত প্রেত নমস্তে” ইহা পাঠ করিয়া “ও গৃহায়ঃ প্রেত মেহি” বলিয়া গৃহীণী দর্শন করত “ও নমস্তে প্রেত দেব্যাঃ” বলিয়া পিণ্ড দর্শন করিবে।

পরে নূতন বা পুরাতন শুক্লবস্ত্রের দশাভব যত্র গ্রহণ করিয়া “এতৎ প্রেতা-বাসঃ” ইহা পাঠ করিয়া পিণ্ডোপরি প্রদান করত “ও অমুকগোত্র প্রেতা-মুকদেবশর্ম্মরবনেন তে বাসঃ স্বধা” বলিয়া উৎসর্গ করিবে। পরে অমন্ত্রক পিণ্ডের পূজা করিয়া “ও বসত্যঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।

তৎপরে “ও স্মৃশ্রোক্তিমন্ত” বলিয়া ব্রাহ্মণগ্র ভূমি সেনচন করিবে, পুরো-

হিত “ও অস্ত” বলিবেন । পরে “ও মিহা আপঃ সন্ত” বলিয়া ব্রাহ্মণে জল দিবে, পুরোহিত “ও সন্ত” বলিয়া প্রতিবচন বলিলে “ও সৌমসস্যসন্ত” বলিয়া পুষ্প এবং “ও অক্ষতকারিষ্টকান্ত” বলিয়া জব দিবে, পুরোহিত উত্তরএ “ও অস্ত” বলিয়া প্রতিবচন বলিবেন ।

পরে তিলাদ্যা মধুমুহু জল গ্রহণ করিয়া “ও অমুকগোত্রস্য প্রেতসামুকদেবশ্রবণো দত্তমিদমরণানাদিকম্পতিষ্ঠতাং” বলিবে । পুরোহিত “ও উপতিষ্ঠতাং” বলিয়া প্রতিবচন বলিবেন । অনন্তর “ও অঘোরঃ প্রোতোহস্ত” বলিবে, পুরোহিত “ও অস্ত” বলিলে “ও পোরঃ নো বর্হতাং” বলিবে, পুরোহিত “ও বর্হতাং” এই উত্তর করিবেন ।

পরে পিণ্ডোপরি সপবিত্রকুশ আতুত করিয়া “ও উজ্জং বহস্তী” ইত্যাদি মন্ত্রে উজ্জ্বালা দিয়া দক্ষিণা করিবে । যথা,—

“অন্তেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতসামুকদেবশ্রবণঃ কুতৈতদান্যৈকোদ্ধিষ্ট-  
শ্রীকৃষ্ণকরণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং রজতং তমূল্যং বা বিমুদৈবতং বখাসন্তব-  
গোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং নমামি ।”

পরে বহু-বাচ্য করা করিয়া “ও দেবভাত্যঃ” ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া “ও অতিরম্যতাং” বলিয়া ব্রাহ্মণ বিসর্জন করিবে, পুরোহিত “ও অতিরতো-  
হস্মি” বলিবেন । পরে “ও আ মা বা” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া এককিঞ্চকে  
বারিধারা দ্বারা বেটন করিয়া পিণ্ড জলে বা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে ।

পরে বামনদেব্য গান করিয়া অহিহোত্রাবধারণ করত দীপাহ্বাদন ও বিকুশ্মরণ করিবে ।

### ব্রহ্মোৎসর্গ প্রয়োগ ।

ব্রাহ্মকর্তা নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে পূর্বাভিমুখে কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া  
উত্তরমুখী ব্রাহ্মণত্রয়কে মন্ত্রাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া পুণ্যাহ বাচনাদি  
করাইবে । যথা,—

“অন্তেত্যাদি অগ্নিন্ ব্রহ্মোৎসর্গ কৰ্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তো ক্রবন্ত” এইরূপ  
তিনবার বলিবে, ব্রাহ্মণগণ “ও পুণ্যাহং” এইরূপ তিনবার বলিবেন । এই  
প্রকার স্বস্তি ও ঋদ্ধি বাচন করাইয়া “ও সোমং ব্রাহ্মানং” ইত্যাদি ঋদ্ধিবাচন  
করিবে । পরে “ও সূর্য্যঃ সোমঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া “ও ভবিকোঃ পরমঃ

পদ্য" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া বিষ্ণুস্মরণ করত উত্তরমুখ হইয়া কুশ তিল জলানি গ্রহণ করিয়া সঙ্কল্প করিবে ।

লঙ্কায় বধা ।—“বিষ্ণুরায় তৎসদোমন্ত অমুকো মালি অমুকো পক্ষে অমুক-  
তিথৌ অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্বাণোহংশৌচান্ধাদিতীয়েহহি অমুক-  
গোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশর্বাণঃ প্রেতলোকবিশুদ্ধকর্ষলোকগমনকামঃ সোপ-  
করণ-বৎসতরী-চতুর্ভুজসহিত ব্রহ্মোৎসর্গাদ-হোমীহবিব্রক্ষয়ত্বকামো দশধা “মহাভারত”  
নামোচ্চারণমহং করিষ্যে ॥” এইরূপ সংকল্প করিয়া  
“ও ব্রহ্মো বো অগ্নিধো পূর্ণ্যম্ বিবটাসিন্ধু উতবা নিকক্ষমুপবা শ্রণুধ্বমাদিধো  
দেব ভবন্তে ॥” এই মন্ত্র মন্ত্র পাঠ করিবে ।

পরে ব্রাহ্মকর্তা কুশ-তিল-জলানি লইয়া, “অগ্নেত্যানি মৎসঙ্কল্পিত সোপকরণ-বৎ-  
সতরীচতুর্ভুজসহিত ব্রহ্মোৎসর্গাদ-হোমীহবিব্রক্ষয়ত্বকামো দশধা “মহাভারত”  
নামোচ্চারণমহং করিষ্যে ॥” সংকল্পান্তে দশবার “মহাভারত” এই নাম উচ্চারণ  
করিবে ।

পরে ব্রাহ্মকর্তা কুশ-তিল-জলানি লইয়া, “অগ্নেত্যানি মৎসঙ্কল্পিত সোপকরণ-  
বৎসতরীচতুর্ভুজসহিত ব্রহ্মোৎসর্গাদ-হোমীহবিব্রক্ষয়ত্বকামো অমুকদেবশর্বাণাতি-  
ধান মহাবিব্রেকব্যাসপ্রোক্ত জয়াধ্য মহাভারতভাষ্যতঃ “জনমেজয় উবাচ ও কথং  
বিরাট নগরে সম পূর্ণশিতামহা” ইত্যাদি নগরং মৎসরাজস্ত শুভতে ভরতবর্ষত  
ইত্যন্তং” বিরাটপর্ক-পাঠকর্ম্মাহঃ করিষ্যে ॥” এইরূপ সংকল্প করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে  
বরণ করিবে ।

বরণ ।—উত্তরমুখোপবিষ্টব্রাহ্মণ-সমীপে কর্তা পূর্ণাত হইয়া উপবেশন  
করত কৃতান্তলি হইয়া ব্রহ্মকর্ম্মকরণার্থ ব্রাহ্মণকে বলিবে,—“ও সাধু ভবানাতঃ”  
ব্রাহ্মণ বলিবেন, “ও সাধবহমাসে” । বর্তমান “ও অর্জুনিষ্যামো ভবন্তঃ” বলিবে,  
ব্রাহ্মণ “ও অর্জু” বলিবেন । বর্তমান ব্রাহ্মণহস্তে গন্ধপুষ্পবস্ত্র দিয়া, দুর্বা-  
তণ্ডুলদ্বারা ব্রাহ্মণের দক্ষিণ জাহ্ন ধরিয়া বলিবে, “ও অগ্নেত্যানি অমুকগোত্রস্ত  
প্রেতস্য অমুকদেবশর্বাণোহংশৌচান্ধাদিতীয়েহহি মৎসঙ্কল্পিত সোপকরণ-বৎসত-  
রীচতুর্ভুজসহিত সোপকরণব্রহ্মোৎসর্গাদহোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রঃ  
ত্রিঅমুকদেবশর্বাণ্যমেতিগন্ধাদিত্তিরত্যাক্য ভবন্তমহং ব্রুণে ॥” বলিবে, ব্রাহ্মণ  
“ও ব্রহ্মোহসি” বলিবে, কর্তা “ও যথ্যাবিহিতং ব্রহ্ম কর্ম্ম কু” বলিবে, ব্রাহ্মণ—  
“ও যথাজ্ঞানং করবাণি ॥” এই প্রতি বচন বলিবেন । এই ক্রমে হোতৃকর্ম্ম-  
করণায়, তদুদ্বারক কর্ম্মকরণায়, সদস্য কর্ম্মকরণায়, বলিধা বরণজন করিবে ।

পরে পুষ্পবৎ ব্রাহ্মণকে অর্চনা করিয়া দক্ষিণ জাহ্ন ধারণপূর্বক

“অগ্নেতাদি সংস্কৃত পোপকরণ বৎসতরীচকুটয়সহিত সোপকরণকৃত্যোঃসর্বা-  
দ্ব্যহোমীয় হবির্বিষয়ককাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণৈপায়সাজিধান মহাবিবেকবাদ প্রোক্ত কথায়  
মহাভারতান্তর্গত জনমেজয় উবাচ কথং বিরাটনগরে যম পূর্বপিতামহা ইত্যাদি  
নগরং মৎস্যরাজসো শুভতে ভরতর্ষভ ইত্যন্তং বিরাটপূর্বপাঠনাকল্পনি পতি-  
কর্মকরণায় আবুকগোত্রং ইত্যাদি ।” এইরূপে বরণ করিয়া প্রতিবৎসাদি  
বলিবে ( ৪৪ । ৪৫ পৃ দেখ )।

পরে, হোতা আপন আসনে বসিয়া পঞ্চাবা শোধন করিয়া ( ৫১ পৃ দেখ )  
তাহা ত্রিপত্রাভ্র দ্বারা গঠিয়া “ও বেতা বেদিঃ সমাপ্যতে বহিষা বহিরিঙ্গিঃ  
যুপেন যুপ আপ্যায়তাং প্রণীতোহগ্নিরগ্নিনাং” এই মন্ত্রে বেদী অভ্যঙ্গন করিবেন ।

তৎপরে, ঘটস্থাপন করিয়া ( ৫১ । ৬ পৃ দেখ ) নামান্তার্থ্য ও আসনভক্ষ্যাদি  
করিয়া, ঘটে আবাহনপূর্বক গণেশাদির পূজা করিবে । যথা,—

“ও আতুন ইন্দ্রকুমণ্ডং চিত্রং গ্রাভঃ সংভূতায় মহাহতী দক্ষিনে ।”  
বলিয়া গণেশের আবাহন করত পূজা করিবে । পরে “ও ব্রহ্মাং অসি  
সূর্য্যাবড়াতিতামহাং অসি মহাক্ষেবতো মহিমাপনিষ্ট মরাদেবমহাং অসি ।”  
বলিয়া সূর্য্যের “ও সোমঃ রাজানং” ইত্যাদি মন্ত্রে চক্রেয় “ও অগ্নিসূক্তা  
দিবঃ ককুঃ পৃথিবা অয়মপাং রেতাংসি জিন্নতি ” এই মন্ত্রে মহেশের  
“ও অগ্নেবিষ্বভুবনশ্চিহ্নঃ রাণোমর্ত্য আদান্তরে জাতবেদো মহাঋষদাং  
দেবাং উষর্ষুঃ ” এই মন্ত্রে বৃধের, “ও বৃহস্রোহিভানবেচ্চাদেবা আগ্নে-  
যগ্নিহ্নঃ প্রশস্তয়ে মর্ত্যা সোদধিবে পুংঃ ।” এই মন্ত্রে বৃহস্পতির “ও শুক্রতে-  
হন্যদ্যজন্তেহন্যাবিক্রপে অহনি জোবিবাসি, বিবাহিমায়া অবসি স্বধাবন্  
ভদ্রাতে পৃথগ্নিহ্নাতরস্ত” এই মন্ত্রে শুক্রের, “ও সন্নোদেবী” ইত্যাদি মন্ত্রে  
শনির, “ও কয়ানশ্চিহ্না” ইত্যাদি মন্ত্রে রহুর, “ও প্রকেতুনা বৃহত্যাভাত্যক্সিরা  
য়োদসী বৃষতো যোজবীতি দিবশ্চিদস্তাচ্ছপমায়ুদান উপায়ুগ্ধে মহির্দো  
বংক ।” বলিয়া কেতুর, “ও তদ্বিফোঃ ” ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুর, “ও ত্রাতার-  
মিত্তমবিতারমিত্তং হবে হবে সূর্য্যঃ শুরমিত্তং হবেণ শক্রং পুঙ্কহত মিত্তয়িদং  
হবির্গমবা ধাজিতঃ ” এই মন্ত্রে ইন্দ্রের, “ও অগ্নিদত্তং বৃণীমহে হোতার  
বিষবেদগং অস্ম্য রজসম্য প্রককুঃ ” বলিয়া অগ্নির, “ও নাকে সূর্য্য যুগমং  
পতন্তঃ হ্রদাবেলভোভ্যচকন্তত্বাক্ষিরণ্য পক্ষঃ বক্রপত দৃতং যমস্যা বোনৌ  
সকুং ভয়নাং ” এই মন্ত্রে যমের, “ও বেথাহি নিখতীনাং বজ্রহস্ত পত্নিব্রজং  
সংহৃদং শুক্লং পরিপনামিষ ।” এই মন্ত্রে নৈঋতের, “ও আনোমিত্রা বক্শা

হুতৈর্ব্যুতিমুক্তং যথা যজামি হুতুং” এই বলিয়া বন্ধনের, “ও  
বাত আবাহু তেভ্যং শত্ৰুয়োক্তনোক্তয়ে প্রণতায়সি ত্যাবৎ ।” বলিয়া  
বাহুর, “ও কেশব কেশসি পুরুষাচিক্ষিতেমনঃ অগর্বিহুঃ যজতু পুরুষ প্রণয়তা  
অগাশিহু” বলিয়া কুণ্ডলের “ও অভিতা শ্রোতনোহনোঃ হুত্বা ইব ধেনব  
ঈশানমস্য অগতঃ বদ শবীশানমিত্ততরুযঃ ।” এই মন্ত্রে ঈশানের, “ও  
ব্রহ্মজ্ঞানায় প্রথমঃ পুরত্ভাবিবীষতঃ সুরচোবেনরাষ্ট্রঃ সুবরা উপম্য অন্য  
বিষ্টাশতচ্চ বোনিমশতচ্চরিষ ।” এই মন্ত্রে ব্রহ্মার, “ও ঈশানঃ যজমানঃ  
মিত্তঃ শিরোরহতীরতানুত । বারবানঃ পুরুতঃ সুরভিত্তরমুতঃ জবমানসিবে  
মিবে ।” বলিয়া অনন্তের, “ও উদে যদিত্তরোদনী আপ প্রাত উবা ইব ।  
মহান্ত্রাযমহীনাং সত্রাজ্ঞকবীনাং দেবীজনী জাজীজনং তত্রাজনিয়া জীজনং ।”  
বলিয়া হুগার “ও নীর্বাণঃ পাহি নঃ সূতং মধোপারিত্তিরাহসি ইন্দ্রতা দাতু  
মিত্যশঃ ।” এই মন্ত্রে লক্ষ্মীর, “ও পাবকানঃ সরস্বতী বাজেত্তিষ্ঠাঙ্গিনীবতী  
যজং বস্ত্রমিযা বসু” এই বলিয়া সরস্বতীর, “ও বাস্তোপ্পতে ক্রবাহুণাঃ  
সৌম্যানাং ত্রাপসোভেতাগুরাঃ শম্বতীনামিত্তমুনীনাং যথা ।” এই মন্ত্রে  
বাস্তুপুরুষের আবাহন করিয়া যথাসম্ভব উপচারে ইহাদিগের পূজা করিবেন ।

অতঃপর সামান্যার্থী করত ভূতত্ত্বি করিয়া শিববীজ দ্বারা প্রোণাক্ষর  
করত কন্যাসিন্যাস করিবেন । যথা,—মন্তকে, বামদেবাক্ষরে নমঃ” । মুখে,—  
“পংক্তিচ্ছন্দসে নমঃ” । ক্রময়ে,—“ব্রহ্মার দেবতায়ৈ নমঃ ।”

পরে “হাং জনরায় নমঃ” এইরূপে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া ধ্যান  
করিবে । যথা,—

“ও মুক্তাপীতপয়োদমৌক্তিকজগাবর্ণেশ্বৈঃ পবতিত্ৰ্য্যাকৈ-হুজিতবীশমিন্দু-  
মুক্তৈঃ পূর্ণেন্দুকোটীপ্রভঃ । শূলং টককৃপাশবজ্রদহনারাগেস্ত্রযটোহুশান্ পাশঃ  
ভীতিহরং দধানমিত্তাক্রোচ্ছলাঙ্গং ভজে ।”

এই ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করত বিশেষার্থ্যাপনপূর্বক পুন-  
র্বারে ধ্যান করিয়া আবাহন করত মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক “এতৎ পাদ্যং  
শ্রীকৃত্যয় নমঃ” বলিয়া যথোক্তি উপচারে পূজা করিবেন ।

অতঃপর হস্তপ্রমাণ হৃদিগল অঙ্কিত করিয়া স্ববেদোক্ত ক্রমে রেখাকরণ,  
উৎকর নিরসন, ক্রম্যাক্ষর জ্যোতি, অগ্নিহোম, এবং “অগ্নে ত্বং সাহস নামসি”  
বলিয়া অগ্নির নামকরণ ও আবাহনাদি করিয়া ব্রহ্মহোম করিবেন । পরে  
এই সময়ে চক্রপাক করিবেন । যথা,—

অগ্নির উত্তরে চক্ৰস্থানী, আভ্যস্থানী, অক্, অব মেক্ষণ, সমিধ, ও বৃত-  
 পাত্র এবং দক্ষিণ দক্ষিণ ভাগে পূর্বাংশ কুশ আভ্যী করিয়া তত্ত্বপরি উদ্ভল,  
 মুসল, চমস ও সুপাণি সংগ্রহ করিয়া তগুল পূর্ণে লইয়া “ও অগ্নয়ে স্বা জুহুঃ  
 নিক্ষপামি ।” বলিয়া এক প্রস্থতি তগুল তাহা হইতে চক্ৰস্থানীতে করিয়া  
 উদ্ভলে স্থাপন করিবে। এবং “ও পুক্ষে স্বা জুহুঃ নিক্ষপামি । ও ইজায়  
 স্বা জুহুঃ নিক্ষপামি ।” “ও কৈবরায় স্বা জুহুঃ নিক্ষপামি” বলিয়া প্রস্থতিত্বর ও অম-  
 য়ক আর দুই প্রস্থতি তগুল উদ্ভলে স্থাপন করিয়া মুসল দ্বারা আঘাত করত  
 পূর্ণদ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া তগুল তিনবার দুইয়া উত্তরাংশ পবিত্র সম্বিত  
 চক্ৰস্থানীতে ঐ তগুল প্রদান করিয়া তাহাতে হস্ত জল দিয়া পাক করিবে।  
 দক্ষিণাংশে অবঘটন করিয়া পাক হইলে অগ্নত কাঠের আলোক দ্বারা স্থানী-  
 মধ্য দর্শন করিয়া তন্মধ্যে বৃত্তদ্বারা দিয়া অগ্নির উত্তরে কুশের উপর রাখিয়া,  
 পুনরায় প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠালোকে স্থানীমধ্য দেখিয়া বৃত্তদ্বারা দিবে। তৎপরে  
 ভূমিজপানি বিরূপাক জপান্ত কুশাণ্ডিকা সম্পন্ন করিবেন (কুশাণ্ডিকা দেখ)।

তৎপরে প্রকৃত কৰ্ম্মারম্ভে সাহস নামক অগ্নির স্থাপন করিয়া ধ্যান  
 পূর্বক তাহার পূজা করিয়া বৃত্তত্রয়িত প্রাদেশ প্রমাণ সমিধ, অময়ক অগ্নিতে  
 দিয়া “ও অগ্নয়ে স্বাহা” এই মন্ত্রে অগ্নির উত্তরভাগে পূর্বাভিমুখী বৃত্তদ্বারা  
 দিবে। পুনরায় “ও সোমায় স্বাহা” এই মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণভাগে পূর্বাভি-  
 মুখী বৃত্তদ্বারা দিবে। অতঃপর চক্ৰ হোম করিবে।

চক্ৰহোম।—প্রথমে অক্ৰমধ্যে বৃত্তবিন্দু পরে চক্ৰ মধ্যে বৃত্ত দিয়া  
 মেক্ষণ দ্বারা ঐ বৃত্তমিশ্রিত অগ্ন লইয়া অক্ৰমধ্যে রাখিবে। পরে স্থানী-  
 মধ্যে যে স্থান হইতে চক্ৰগ্রহণ করা হইয়াছে, তথায় বৃত্তদ্বারা দিয়া পূর্ব-  
 ভাগে বৃত্ত দ্বারা দিয়া মেক্ষণ দ্বারা চক্ৰগ্রহণ করিয়া অক্ৰ মধ্যে স্থাপন  
 করিবে। পুনরপি অবধান হানে এবং অক্ৰে বৃত্তদ্বারা দিয়া চক্ৰগ্রহণ করিয়া  
 “ও অগ্নয়ে স্বাহা । ও পুক্ষে স্বাহা । ও ইজায় স্বাহা । ও কৈবরায় স্বাহা ।  
 এই চারিটী মন্ত্রে চারিবার চক্ৰহোম করিয়া, অক্ৰমধ্যে চারিবার বৃত্ত দ্বারা  
 দিয়া “ও সোমঃ রাজানং বজ্রশয়িনমবাতাগমে আদিত্যঃ বিষ্ণুঃ সূর্য্যঃ ব্রহ্মাণক  
 বৃহস্পতিঃ স্বাহা” বলিয়া আহুতি দিবে।

পুনরায় পূর্বমুখ অক্ৰে চারিবার বৃত্ত দ্বারা দিয়া নিরনিধিত  
 এক একটি মন্ত্রে বৃত্ত বৃত্ত ক্রমে হোম করিবে। প্রতিবারেই অক্ৰে ঐরূপ  
 বৃত্তদ্বারা দিতে হইবে। “ও শুক্রং তেহন্তং বজ্রহেহন্তং বিদুর্জপেহহনী

জৌরবাসি বিবাহি মায়া অধনি অধবন্ ক্রমা তে পুথিহ রতিবত বাহা ।  
 ও ইন্দ্রা পদিকা দুহস্তা বধেন মায়া বধ আবহতঃ সুবীরাঃ । যৌত হব্যাত-  
 ধনেন্দু দেবঃ অর্ধেয়াঃ বীতিবিক্রম মদন্তাঃ বাহা । ২ । ও আবো রাজান-  
 মধবস্যা করঃ হোতারঃ সত্যবজঃ যোবসোঃ । অগ্নিঃ পুণ্ডনমিত্যোরচিতা-  
 দ্বিগুণানুপমবসে কুণ্ডং বাহা ॥ ৩ ॥

পরে, অগ্নিস্থে একবার হুতবিন্দু দিয়া চক্র ইশান কোণ হইতে প্রচুর-  
 তর চক্র লইয়া উহার উপর হুতধারার দিয়া,—“ও অগ্নে যিষ্টকৃতে বাহা”  
 মন্ত্রে অগ্নির ইশানকোণে আহুতি দিবে ।

পরে, প্রারম্ভকালীন হুতান্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া, হুতধারা  
 মহাব্যাহতি হোম করিবে । যথা,—“প্রজাপতির্থাবির্গারজীছন্দোহগ্নিদেবতা  
 মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ । ও ভুঃ বাহা ॥ প্রজাপতির্থাবিকক্ষিচ্ছন্দো  
 বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ । ও ভুবঃ বাহা ॥ প্রজাপতির্থাবিহুহু-  
 প্ছন্দঃ সূর্যো দেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ । ও স্বঃ বাহা ॥” এই  
 প্রকৃত কর্মোক্ত হোম শেষ করিয়া অগ্নিতে মেক্ষণ নিক্ষেপ করিবে । ভবনৈব-  
 তটবীরেশ্বর মতে মহাব্যাহতি হোমের পূর্বেই মেক্ষণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে ।

অনন্তর বৎসতরীচতুষ্টয়সহিত বৃষকে পূর্বাভিবুখে অগ্নির সম্মুখে আনিয়া,  
 “ও মানস্বাক্ষে তনয়ে মান আয়ুদি মানো গোষু মানোহিষেষু রীরিষঃ ।  
 বীরান্মানো ক্রতুভামিনো বধীহ বিদ্রুন্তঃ সদসি ঐ হবামহে ॥ এই মন্ত্রে বৃষের  
 দক্ষিণপাশের মূলদেপে দণ্ডোৎপল দণ্ড, কুঙ্কুম অভাবে হরিদ্রা দ্বারা জিশূল  
 অঙ্কিত করিবে ।

পরে, বৃষের বামপাদমূলে হরিদ্রা দ্বারা নিচলিখিত মন্ত্রে চক্র অঁকিবে ।  
 যথা,—“ও বৃষাক্ষি ভাহুনা হ্র্যমন্তঃ হা হবামহে পবমানঃ স্বদৃশমু ॥”

পরে, গোশালক উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা পূর্বাঙ্কিত জিশূল ও চক্রচিহ্ন পরিষ্কার  
 করিয়া অঙ্কিত করিবে । পরে বেদীর ইশানকোণে হস্তপ্রমাণদূরে যুগ রোপণ  
 করিবে এবং উহার চতুর্পাশে চারি উপযুগকাষ্টিকা রোপণ করিবে । পরে  
 কপদস্থ সর্কৌষধি জলে বৃষকে স্নান করাইবে । মন্ত্র যথা,—

“ও একো বৃষা বিদ্রাক্ষতি । ইত্যাদিন্দ্যাসগাণ করিতে অশঙ্ক হইলে “ও য  
 এক ইদ্রিমন্তে বশু-সর্কৌষধি স্নানকালে । ইত্যাদিপ্রতি কৃত ইন্দ্রোৎপলঃ ॥” বলিয়া  
 স্নান করাইবে ।

পরে, সর্কৌষধি জল দ্বারা বৎসতরীচতুষ্টয়কে অমন্ত্রক স্নান করাইয়া, “ও

বস্তুমান্বয়ে বুঝকে আবৃত্ত করিয়া, “ওঁ সত্য মিথ্যা বুঝোনসি বুঝোজ জিহ্বোবধিতা।  
ব্যাথগ্রহেয়মিমে পরাবতি বুঝোহচ্চাখতি ক্রতঃ ॥ ওঁ বুঝাসোম বুঝো অসি  
বুঝদেবে বুঝাত্তঃ বুঝা ধর্ম্মাশি দধিরে ॥ এই মন্ত্র পড়িয়া বীরগণ বুঝকে ললাটে  
বন্ধন করিবে ।

পরে বুঝকে একবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইবে এবং লোহিতবর্ণের বৎসতরী-  
টিকে ও ঐ বুঝের অঙ্গুগমন করাইবে এবং নিম্নলিখিত নামাষ্টক দ্বারা গোহিষকে  
সম্বোধন করিবে—যথা—“ওঁ কাম্যাসি প্রিয়াসি হব্যাসি ইড়াশি রস্তাসি মরু-  
হত্যসি মহাসি বিশ্ণুতিরসি ॥”

অনন্তর পূর্ষ মিথাত বপে পূর্বাভিমুখী করিয়া বস্ত্র দ্বারা বুঝকে বাধিবে,  
চারিটা বৎসতরীকেও বৃণসংলগ্ন উপযুগ চতুষ্ঠয়ে পূর্বাদি ক্রমে বস্ত্র দ্বারা বাধিয়া  
রাখিবে । পশ্চে স্বর্নশৃঙ্গ, রজতশূর, তাম্রশৃষ্ঠ, কাংক্রকোড়, গোহমণ্ডা, চামর ও  
গৌহরপূর দ্বারা অভাবে কেবল কাংস্য ক্রোড় দ্বারা বুঝকে অলঙ্কৃত করিয়া ‘এতৎ  
পাঠ্যং সোপকরণ-বৎসতরী-চতুষ্ঠয়সহিত বুঝার নমঃ ।’ বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা বুঝের  
পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র বুঝকর্ণে পাঠ করিবে । যথা,—“ওঁ বুঝোহসি ভগ-  
বান্ বর্ষশ্চতুশাশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ । বুঝোমি তমহং ভক্ত্যা স মাং রক্ষতু সর্বদা ॥”

অনন্তর হে বৎসতর্যো বো বুঝাকং এনং বুঝানং পতিং স্বামিনং দদানি  
চ্যজামি ত্যক্তুং প্রার্থয়ামি তেন বুঝেণ শ্রিয়েণ সহ ক্রীড়ন্তীঃ খেলন্ত্যঃ সুভগা  
লোকস্ত প্রিয়াশ্চরথ ভূপানি ভক্ষয়থ ভ্রমথ । হে বৎসতর্যো বুঝমশ্মি মানঃ  
নাম্যং সম্বোধিষ্যা ভবিষ্যথ কিন্তু ময়া ত্যক্তব্যং বরং বুঝস্ত তবভীনাং ত্যাগেন  
রারম্পোষেণ ধনসমৃদ্ধ্যা সাঙ্খ্যজহুবা সপ্তজমবশ্যপকেন ইবা অয়েন চ সম্বাদেন  
হস্তা ভবেম সুভগা লোকস্ত শ্রিয়া এনং বুঝানিত্যস্তথাক্তবন্ত্যখ্যমিত্ত্বপুচ্ছকো  
গাবো দেবতা বুঝোংসর্গে বিনিয়োগঃ । ওঁ এনং বুঝানং পতিং বো দদানি  
তেন ক্রীড়ন্তীশ্চরথ শ্রিয়েণ মানঃ সাঙ্খ্যজহুবা সুভগা রারম্পোষেণ সমিষা  
মদেম ॥” ইহা পাঠ করিবে ।

তৎপরে বহুমান কুশলিল জলপাত্রে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া বামহস্তে বুঝপূজ  
ধারণ করিয়া বক্ষ্যমাণ-রূপ বাক্য করিয়া বুঝ উৎসর্গ করিবে । যথা,—“বিষ্ণু-  
রোম তৎসংলোমস্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকভিষো অমুকগোত্রস্ত  
প্রোতস্ত অমুকদেবশ্রমণোহিহোঁচ্যজ্ঞাদিতীয়েহহি অমুকগোত্রস্য প্রোতস্তমুকদেব-  
শ্রমণঃ প্রোতলোকবিমুক্তস্ত স্বর্গলোকগমনকাম এনং রুদ্রদৈবভ্যং সোপকরণ-  
বৎসতরীচতুষ্ঠয়সহিতসোপকরণ-বুঝমহমুৎসজে ॥



পরে নাতা নৌকী প্রভৃতি রৌদ্রী সংহিতাদি মন্ত্র যথাক্রমে বুঝকে শ্রবণ করাইবে । যথা,—

“ওঁ ঊনবা যমরো বিমো দেবিশতীহ বিকৃতঃ । বায়োদ্রনীকেহুহিরম ॥১॥  
ওঁ পরাবরা পবনানান্ বহ্নিমাস্ত্রং স্ব ইন্দ্রো সরসি প্রথমন্ । ব্রহ্মশিদ্ যন্ত  
বাতো ন সঙ্কতিং পুরুষমেবাশ্রিতকরণে বহ্নাঃ ॥২॥ অগ্নিভ্রাজং চর্যবীনামিন্দ্রঃ  
ভোক্তা নবাং গীতিঃ । নরং বুবাঃ সংহিতং ॥৩॥ ওঁ অচিক্রদবুবা হবির্মহান  
মিত্রা মর্শতঃ । সং হর্যেণ মিহাতে ॥৪॥ ওঁ মোমঃ পুবা চ চেতত্বিবাশাং  
সুক্তিভীষাঃ । দেবত্রা রথোহিতাঃ ॥ ৫ ॥ ওঁ তে মনন্ত প্রথমঃ নাম  
গোনাং ত্রিঃ পশু পশুমাং নাম জানন । তা জানতীরত্যন্বতকা আবিভূ-  
ব-রকণীর্ষপসা পাবঃ ॥ ৬ ॥ ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞত দেবমুজ্জিৎ ।  
হোতাঃ যজ্ঞপাতম ॥ ৭ ॥

করাখানি ঋক্ চতুর্দশ যথা,—“ওঁ আবো রাজানমধ্বরত কত্রং দেতরং সত্য-  
যজং রোদতোঃ । অগ্নিঃ পুরাতনয়িতো রচিত্তাঙ্ঘ্রিণ্যরুপমবশে কপুধ্বং ॥ ১ ॥  
ওঁ ভবোপায় স্ব তে সচা পুরুতায় স্বত নেশংসং যদবশে ন শাকিনে ॥২॥  
ওঁ মূর্জানং দিবোহবতিংপুবিয়া বৈবানর-মৃত আজাতমগ্নিঃ কবিং সত্রাজ-  
মতিষিৎ জনানামাস্রঃ পাজং জনয়ন্ত দেবাঃ ॥ ৩ ॥ ওঁ অধিপতে মিত্রপতে ক্ষত্র-  
পতে স্বপতে ধনপতে নমঃ ॥ ৪ ॥ বামদেব্য ঋক্ চতুর্দশ যথা,—“ওঁ কঃ । নশ্চিহ্ন  
আভুব দুতী সনাবুধঃ সখা কয়া সচীষ্টয়া বৃতা ॥৩॥ ওঁ কয়া সত্যো মদানাং  
সংহিতো মৎসদকসঃ দুতচিদাকজে বসু ॥ ৩ ॥ অভীযুগঃ সধীনামবিভা জরিতৃণাং  
শতং ভবাঃ স্যাতয়ে ॥ ৩ ॥ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধপ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পুবা বিশ্ববেদাঃ  
স্বস্তি ন ত্রাকোহিরিষ্ট-নেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্মধাতু ॥”

অতঃপর ওঁ যথেষ্টং যুং পর্যট এই মন্ত্রে বৎসতরীচতুর্দশ সহিত  
বুঝকে যুগ হইতে ঘোচন করিয়া ঈশানকোণের দিকে ত্রিকিৎ সঞ্চালন করিবে ।

পরে যজমান কৃতাজলি হইয়া বলিবে,—“ওঁ ন খাদেঃ পরশজানি । নাক্রাদেঃ  
নর্ভিনীক পাব ॥”

পরে বুঝকে প্রদক্ষিণ করিয়া কৃতাজলি পূর্বক বলিবে,—“ওঁ যথৌহসি  
স্ব চতুপাদশতজ্ঞে ত্রিগন্ধিমাঃ । নতুর্পাং পোকপাধার মরোংসুতীকয়া সহ ।  
দেবানাক পিতৃণাক মহাব্যাধাক বোধিতঃ । ভূতানাং তপ্তিজননাকয়া সাকঃ  
ব্রহ্মজিমাঃ । নমো ব্রহ্মণ্যদেবেণ পিতৃভূতবিপোষক । কবি বৃহৎসকরা  
লোকী মম সন্ত নিরামরাঃ ॥ মা মে ঋণোহন্ত দৈবোহন্ত পৈত্রো

যাহুবঃ । ধর্ম্যন্তং ত্বংপ্রপন্নস্য বা গতিঃ সান্ত মে ক্রবাঃ । বৎকিকিদ্ধৃতং  
কর্ণ লোভমোহাৎ কৃতং তথেষৎ । তস্মাদ্ভুক্ত্য দেবেশ পিতুঃ স্বর্গং প্রার্থয় মে ॥  
যাবন্তি তব রোমাণি শরীরে সম্ভবন্তি চ । তাবদ্বিসহস্রাণি স্বর্গে বাসোহস্ত  
মে পিতুঃ ॥ পুণ্যকর্ণাদিহাগতা পিতা মে সর্কধর্ম্যবিন্ । দশজয়নি বিপ্রত্বং  
প্রাপ্য শ্রীতক্রিয়ারতঃ ॥ ততঃ প্রক্ষীণ-কর্ণাসৌ মোক্ষমাপ্নোত্বসংশয়ং ।”

পরে, আচার্য বশতঃ প্রাচীনারীতী, পাতিত-বামজানু ও দক্ষিণামুখ  
হইয়া, কুশময় মোটক ও তিলসংযুক্ত জলের সহিত বুধপুচ্ছ গলিতজল লইয়া  
দক্ষিণাঙ্গ কুশত্রয়ের উপর নিম্ন লিখিত মন্ত্রে তিনবার তর্পণ করিবে,—  
“বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রং প্রেতং অমুকদেবশর্মাণং বুধপুচ্ছগলিতমতিলোদকেন  
(মতিলগজোদকেন) তর্পর্যামি” পরে নিম্ন লিখিত মন্ত্রে ঐ জল দ্বারা তিন-  
বার তর্পণ করিবে । যথা,—“ওঁ স্বধা পিতৃত্যো মাতৃত্যো বহুভ্যশ্চাপি তুগ্ধে ।  
মাতৃপক্ষাশ্চ যে কেচিৎ যে চান্যে পিতৃপক্ষজাঃ । গুরুশ্চতুরবঙ্গূনাং যে কুলেহু  
সমুদ্ভবাঃ । যে প্রেতভাবমাপরা যে চান্যে শ্রীত্ববর্জিতাঃ ॥ বুধোৎসর্গেণ তে  
সর্কে লভস্ত্যং শ্রীতিমুদ্ভবান্ ॥”

অতঃপর উদীচ্য কর্ম করিবে । যথা,—প্রাদেশপ্রমাণ সমিধ্ অগ্নিতে অমন্ত্রক  
আহুতি দিয়া পূর্ববৎ মহাব্যাহুতি হোম করিয়া সকল পূর্বক প্রায়শ্চিত্ত  
হোম করিবে । সকল যথা,—কুশতিলাদি যুক্ত জলে হস্ত রাখিয়া,—“অশ্বো-  
তাদি—কৃতৈতৎ সোপকরণবৎসতরী-চতুষ্টিসহিত সোপকরণবুধোৎসর্গাহোম-  
কর্ণাণি যদৈশ্চণ্যং জাতং তদ্বৈষপ্রশমনায় ব্যস্ত-মমন্ত-মহাব্যাহুতিভিঃ  
প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যামি ।”

এইরূপ সকল করত কৃতাজ্জলি হইয়া “অশ্বো ত্বং বিধুনামাসি” অগ্নির  
এই নাম করণ করিয়া “বিধুনামাসে ইহাংছাগচ্ছ” ইত্যাদি ক্রমে আবাহন  
করিয়া পূজা করিবে । পরে পূর্ববৎ সমিধ্ প্রক্ষেপ ও মহাব্যাহুতি ছোঁষ  
করিয়া প্রায়শ্চিত্তার্থ ব্যস্ত সমন্ত মহাব্যাহুতি হোম করিবে । যথা,—

“প্রজাপতিঃ বিগীয়ত্রীচ্ছোহগ্নিদেবতা মহাব্যাহুতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে  
বিনিয়োগঃ । ওঁ ভূঃ স্বাহা । ১ । প্রজাপতিঃ বিককিক্ছনো বায়ুদেবতা  
মহাব্যাহুতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ভুবঃ স্বাহা । ২ । প্রজাপতি-  
ঃ বিরজুটুপ্ছন্দঃ সূর্যো দেবতা মহাব্যাহুতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনি-  
য়োগঃ । ওঁ স্বঃ স্বাহা । ৩ । প্রজাপতিঃ বিহুহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা ব্যস্তমমন্ত-  
মহাব্যাহুতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ ভূত্বং স্বঃ স্বাহা । ৪ ।

করিবে। পরে “বিষ্ণুরোম্ অদ্যোত্যাদি অমুকগোত্রস্য পিতুঃ অমুক-  
দেবশর্মাণ একোদ্বিষ্ট বিধিকসাংবৎসরিকশ্রাদ্ধং কর্ত্ব্যং কুশময়ব্রাহ্মণমহং  
নিমন্ত্যয়ে।” বলিয়া নিমন্ত্রণ করিবে। পরে পুরোহিত “ও নিমন্ত্রণগ্রসন্নোহস্মি”  
বলিয়া প্রতিবচন বলিবেন।

অতঃপর কৃতাজলি পুরঃসর “ও অক্রোধনৈঃ” ইত্যাদি মন্ত্র (৫০৪পৃ দেখ) পাঠ করিয়া “ও স্বাগতং ভবতা” এই শ্রদ্ধা করিবে, পরে পুরোহিত “ও স্নানার্থং” ইহা বলিলে ব্রাহ্মণে পুনর্বার পান্য প্রদান করিয়া আসন ধারণ করত “ও সিদ্ধমিদমাসনমত্রাসাতাং” ইহা বলিবে, পুরোহিত “ও আসাতাং” বলিবেন। তৎপর ব্রাহ্মণে একগণ্ডুষ জল প্রদান করিয়া কৃতাজলি পূর্বক “ও দেবতাভ্য” ইত্যাদি মন্ত্র তিন বার পাঠ করিবে।

পরে আসন ধারণ পূর্বক গায়ত্রী পাঠ করত ব্রাহ্মণে জলগণ্ডুষ দিয়া তুলসী পত্র সহ মোটক গ্রহণ করিয়া অনুষ্ঠা করিবে। যথা,—

“অদ্যোত্যাদি অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুকদেবশর্মাণ একোদ্বিষ্টবিধিকসাংবৎসরিকশ্রাদ্ধং সিদ্ধায়েন স্মৃত্যুপকরণসহিতেন দর্ভময়ব্রাহ্মণেহহং করিষ্যে।”

পুরোহিত “ও কুরুষ” এই প্রতিবচন বলিবেন। পরে আসন দান করিবে। যথা,—“অদ্যোত্যাদি অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্মাণ এতদভীষনং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া একটি মোটক ব্রাহ্মণের হস্তে প্রদান করিবে। পরে ব্রাহ্মণের পাদবয়ের অধোদেশে কুশ প্রদান পূর্বক মুজ্জলদ্বারা শ্রাদ্ধীয় ত্রব্য ও ভূমি প্রোক্ষণ করত ব্রহ্মার্থ ব্রাহ্মণের এক দেশে পাত্রান্তরে জল স্থাপন করিবে।

পরে “ও অপহতা স্ত্রীয়া ব্রহ্মাংসি বেনীষদঃ” বলিয়া পিতৃতীর্থ ক্রমে ব্রাহ্মণে তিল ছড়াইয়া দিবে।

অর্থদান।— পরে ব্রাহ্মণের সম্মুখস্থ ভূমিতে একগাছি কুশপত্র পাতিত করিয়া তদুপরি একটি দ্রোণী পাতিত করিয়া একগাছি কুশপত্র গ্রহণ করত পবিত্র ছেদন হইতে পুষ্পান্তর প্রদান করিয়া অর্থপাত্রস্থ পুষ্প দ্বারা পূজা পর্যন্ত (৪৩৩ পৃ ২২ পং হইতে ৪৩৫ পৃ: ৬ পং দেখ) সমস্ত কার্য্য নির্বাহ করিয়া অর্থপাত্রস্থ জল বামহস্তে লইয়া দক্ষিণ হস্তে আচ্ছাদন করত “ও যা দিবা আপঃ” ইত্যাদি মন্ত্র (৪৩৫ পৃ দেখ) পাঠ করিয়া সতিল মোটক গ্রহণ পূর্বক “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্মাণ এষোহর্থস্তুভ্যং স্বধা।” বলিয়া উৎসর্গ করত ব্রাহ্মণ হস্তে অর্থ প্রদান করিবে।

গন্ধাদি দান । অনন্তর গন্ধপুষ্প তুলসীপত্রযুক্ত যজ্ঞোপবীতাবিহিত বস্ত্র গ্রহণ পূর্বক ধূপদীপ প্রজ্জালিত করিয়া বামহস্তে বস্ত্রধারণ করত দক্ষিণ হস্ত মোটক সহিত সজলকোশার মধ্যে রাখিয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্মন্ এভানি গন্ধপুষ্পধূপদীপযজ্ঞোপবীতবাসাংসি তুভ্যং স্বধা ।” বলিয়া জলের ছিটা দিয়া উৎসর্গ করত “এষ তে গন্ধঃ, এতত্তে পুষ্পং, এষ তে ধূপঃ, এষ তে দীপঃ, এতত্তে যজ্ঞোপবীতং, এতত্তে বস্ত্রং, বলিয়া প্রত্যেক জব্য দর্শন করাইবে ।

পরে কৃতাজ্জলি হইয়া “ওঁ গন্ধাদিদানমিদমচ্ছিত্রমস্ত । বলিবে, পুরোহিত “ওঁ অস্ত্ব” বলিলে “ওঁ ভোজনপাত্রমহং পাতয়িষ্যে” বলিবে, পুরোহিত “ওঁ পাতয়” এই প্রতিবাক্য বলিবেন ।

পরে ব্রাহ্মণাগ্র ভূমিতে নৈঋতাদি ক্রমে দক্ষিণাগ্র চতুর্কোণ মণ্ডল আঁকিয়া তদুপরি ভোজন পাত্র পাতিত করিয়া তাহাতে অন্নাদি পরিবেশন করিবে । ব্রাহ্মণ দক্ষিণে পাত্রান্তরে করিয়া জল স্থাপন করিবে । পরে অন্নপাত্র বামহস্তে ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা “ওঁ এতৎ সর্বং হবিঃ শ্রীবিষ্ণো কব্যমিদং রক্ষস্ব” বলিয়া জলাভূক্ষণ দিবে । পরে “ওঁ ইদং বিষ্ণুর্কিচক্রমে” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া অন্নখ অল্পুঠ অল্পে স্পর্শ করাইয়া “ওঁ অপহৃত্য সুরা রক্ষাংসি বেদীষদঃ” বলিয়া অল্পে তিলবিকীর্ণ করত “ওঁ আপোশানং” বলিয়া ব্রাহ্মণে জলগণ্ডুষ প্রদান পূর্বক অল্পোপরি গায়ত্রী পাঠ করিবে । পরে সতিল মোটক গ্রহণ করত “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্মন্ এতৎ সযতোপকরণ-সিদ্ধান্তং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া অল্পোৎসর্গ করত “ইদমন্নং, ইমা আপঃ, ইদং হবিঃ, এতান্ন্যপকরণানি” বলিয়া প্রত্যেক জব্য দর্শন করাইবে । পরে “ওঁ মধাস্থং বাগ্ যতঃ স্বদ” বলিয়া ব্রাহ্মণে জলগণ্ডুষ প্রদান করিয়া “ওঁ মধুবাভা” ইত্যাদি মন্ত্র ( ৪৩৬ পৃ দেখ ) পাঠ করিয়া অল্পোপরি মধু তদভাবে শুড় প্রদান করিবে ।

অনন্তর কৃতাজ্জলি হইয়া “ওঁ সিদ্ধান্তদানমধুদানকম্ব্যচ্ছিত্রমস্ত” বলিবে, পুরোহিত “ওঁ অস্ত্ব” বলিবেন ।

পরে কচিস্তবাদি পাঠ করিয়া “ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং” ইত্যাদি শ্রাব্য মন্ত্র ( ৪২৭ পৃ দেখ ) পাঠ করিবে । অনন্তর অগ্নিদগ্ধা পিণ্ডদান ( ৪২৮ পৃ দেখ ) করিয়া ব্রাহ্মণ হস্তে জলগণ্ডুষ প্রদান করত “ওঁ স্বদিতং” ইহা বলিবে, পুরোহিত “ওঁ অস্বদিতং” ইহা বলিবে “ওঁ শেষমন্নম্যাপ্তি” ইহা বলিবে, পুরোহিত “ওঁ ইষ্টেভো যথাস্থং যিনিযুজ্যতাং” ইহা বলিবেন । পরে ব্রাহ্মণে

একটু জল দিয়া “ওঁ পিণ্ডস্থানমহং করিষ্যে” ইহা বলিবে, পুরোহিত “ওঁ কুরুষ” ইহা বলিবেন ।

তৎপর আয়সসম্মুখে “ওঁ নিহ্মি সর্বং” ইত্যাদি মন্ত্র ( ৪৩৬ পৃ দেখ ) পাঠ করিয়া নৈঋতাদি ক্রমে দক্ষিণাগ্র চতুর্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া দুইগাছি কুশ দ্বারা “ওঁ অপহতা” ইত্যাদি এবং “ওঁ নিহ্মি” ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণাগ্র রেখা পাঠ করিয়া তাহা জলদ্বারা অভ্যক্ষণ করত বামে মোটক দ্বারা নীচী বন্ধন করিয়া বামহস্তে পিণ্ডস্থান স্পর্শ করত দক্ষিণ হস্তে সতিল মোটক গ্রহণ করিয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্মন্ এতৎ বনেজন্ম, তুভ্যঃ স্বধা” বলিয়া পিণ্ডস্থান উৎসর্গ করত মণ্ডলোপরি কুশান্তরণ করিয়া “ওঁ অপহতা” ইত্যাদি মন্ত্রে কুশোপরি তিল বিকীর্ণ করিবে ।

অতঃপর “ওঁ মধুবাভা” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্বক পিণ্ডে দ্রত ও তিল প্রদান করিয়া মোটকের সহিত দক্ষিণহস্তে পিণ্ড গ্রহণ করত বামহস্তে কিঞ্চিৎ জল লইয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্মন্ এতৎ পিণ্ডং সতিলোদকং তুভ্যঃ স্বধা” বলিয়া সজল পিণ্ড পিতৃতীর্থক্রমে কুশোপরি প্রদান করিবে । পরে পিণ্ডান্তিকে পিণ্ডশেষান্ন বিকীর্ণ করিবে ।

অনন্তর কৃতাজলি হইয়া “ওঁ অত্র পিতৃশ্রাদ্ধস্য যথাভাগমান্বায়স্য” বলিয়া বামাবর্তে উত্তরমুখ হইয়া শ্রাদ্ধধারণ পূর্বক “ওঁ বসস্তায়” ইত্যাদি মন্ত্র ( ৪৩৮ পৃ দেখ ) তিনবার পাঠ করত “ওঁ ষড়্ভ্যং তুভ্যো নমঃ” বলিয়া নমস্কার করিয়া বিধৃত শ্রাদ্ধত্যাগ করিবে ।

পরে দক্ষিণমুখ হইয়া কৃতাজলি পূর্বক “ওঁ অমীমদং পিতা যথাভাগমান্বায়িষ্ট” ইহা পাঠ করিবে । পরে পিণ্ডপাত্র হস্ত প্রক্ষালন করিয়া সেই জল, তিল ও মোটকের সহিত গ্রহণ করিয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্মন্ এতৎ প্রত্যবনেজন্ম তুভ্যঃ স্বধা” বলিয়া পিণ্ডোপরি প্রদান করিবে । পরে নীচী-মোটক ত্যাগ করিয়া পিণ্ডোপরি ষড়্ভাজলি মন্ত্র পাঠ করিবে । স্বধা,—

“ওঁ নমস্তে পিতঃ স্বায় । ওঁ নমস্তে পিতৃভূতপসে । ওঁ নমস্তে পিতারসায় । ওঁ নমস্তে পিতর্জজীবে । ওঁ নমস্তে পিতর্গোবায় মন্যবে ওঁ স্বধাঠৈ তে পিতর্নমঃ ॥”

অতঃপর নূতন বা পুরাতন বাসস্থান মোটকের সহিত গ্রহণ করিয়া “ওঁ এতৎ পিতরো বাসঃ” বলিয়া পিণ্ডের উপর প্রদান করত বাম হস্তে স্ব

স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ হস্তে সজল মোটক গ্রহণ পূর্বক “বিষ্ণুর্যাম্ অমুকগোত্র পিতুঃ অমুকদেবশর্মান্ এতদ্বাসন্ত্যং স্বধা” বলিয়া উৎসর্গ করিয়া পিণ্ডোপরি হস্তস্থ সজল মোটক দান করিবে ।

পরে “ও উর্জ্জং বহন্তী” ইত্যাদি মন্ত্রে পিণ্ডোপরি উর্জ্জধারা দিয়া পিণ্ডকে ভাস্কর মূর্তিরূপে চিত্তা করিয়া তুম্বীং গন্ধাদি দ্বারা পিণ্ডপূজা করিবে । এই সময় একটী প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া যাবৎ দীপ নিৰ্ব্বাপিত না হয়, তাবৎ পর্যন্ত নারায়ণের নাম কীৰ্ত্তন করিবে । পরে দীপ নিৰ্ব্বাণ হইলে ব্রাহ্মণকে একগুণ্ডুষ জল প্রদান করিয়া “ও পিণ্ডঃ সম্পন্নঃ” এই প্রশ্ন করিবে, পুরোহিত “ও সুসম্পন্নঃ” বলিবেন । পরে “ইহ পিণ্ড গয়ান্নং গচ্ছ” বলিয়া পিণ্ড সঞ্চালন করত উত্তোলন পূর্বক আত্মাণ করিয়া পাত্ৰান্তরে স্থাপন করিবে ।

অতঃপর আত্মত কুশ দুই ভাগ করিয়া “ও সুসুপ্রোক্ষিতমস্ত” বলিয়া তদুপরি কিঞ্চিৎ জল প্রদান করিবে, পুরোহিত “ও অস্ত” বলিবেন । পরে “ও শিবা আপঃ সন্ত” বলিবে, পুরোহিত “ও সন্ত” ইহা বলিলে “ও সৌমেনম্ সন্ত” বলিয়া ব্রাহ্মণে পুষ্প প্রদান করিবে, পুরোহিত “ও অস্ত” বলিবেন । তৎপর “ও অক্ষতকারিষ্টকাস্ত” বলিয়া অক্ষত দিবে, পুরোহিত “ও অস্ত” বলিবেন ।

অক্ষয়্য ।—অতঃপর ঘৃত, মধু ও তিলযুক্ত জল সহ মোটক গ্রহণ করিয়া “অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুকদেবশর্মাণঃ একোদ্বিষ্টবিধিকসাংবৎসরিকশ্রদ্ধেহস্মিন্ দত্তমিদমন্নপানাদিক মক্ষয়ামুণ্ডতিষ্ঠতাং” বলিয়া ব্রাহ্মণের আসনে প্রদান করিবে । পুরোহিত “ও উপতিষ্ঠতাং” বলিবেন ।

পরে “ও সর্বং তস্মৈ উপতিষ্ঠতাং” বলিয়া ব্রাহ্মণে এক গুণ্ডুষ জল দিয়া “ও অখোরঃ পিতা অস্ত” ইহা বলিবে, পুরোহিত “ও অস্ত” ইহা বলিবেন । পরে “ও আশিষো মে দীয়স্তাং” ইহা বলিবে, পুরোহিত “ও আশিষঃ প্রতিগৃহ্যস্তাং” ইহা বলিবেন । অতঃপর “ও দাতারো নোভিবজ্জস্তাং” ইত্যাদি মন্ত্র ( ৫১১ পৃ দেখ ) পাঠ করিয়া আসনে পুষ্প প্রদান করত পুষ্পান্তরে আনয়ন পূর্বক ভূমিস্পর্শ করাইয়া স্বীয় মন্তকে দিবে ।

অতঃপর দক্ষিণা করিবে । যথা,—“অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত পিতুঃ অমুকদেবশর্মাণঃ কৃতৈতৎ একোদ্বিষ্ট বিধিক সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধকর্মণঃ প্রতিষ্ঠাৰ্থং দক্ষিণামিদং রজতং তন্মূল্যং বা বিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াহং দদামি ।”

পরে “ওঁ অনয়া দক্ষিণয়া ত্রাঙ্কমিদং সদক্ষিণমক্ষ” বলিয়া, “রজতং রজতং” উচ্চারণ করত দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলী দর্শন করাইবে। পুনরায় ত্রাঙ্কণে একটু জল দিয়া “ওঁ দেবতাভ্যঃ” ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে। পরে “ওঁ অতিরমাতাং ক্রমস্ব” বলিয়া ত্রাঙ্কণ গঙ্গালন করিবে, পুরোহিত “ওঁ অতিরতোহস্মি “ওঁ আ মা বাহুশ্চ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ (৫৩২ পৃ দেখ) করত “ওঁ পিতা স্বর্গঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া (৫১২ পৃ দেখ) পিতৃ নমস্কার করিবে।

পরে “ওঁ ভবতাং কৃতার্থীকৃতঃ” ইহা বলিবে, পুরোহিত “ওঁ কৃতার্থো ভব” বলিবেন। পরে পূর্বমুখ হইয়া “গম্ভ্র ত্রাঙ্কং কৃতং তস্যাক্ষয়্যৈ তপ্তয়ে স্বয়ি ত্রাঙ্কণে সোপকরণ মন্মাদি পাত্রং সমর্পিতং” বলিয়া পাত্রাদি হইতে কিঞ্চিৎ অন্ন লইয়া ত্রাঙ্কণ হস্তে দিবে।

পরে অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া “ওঁ অজ্ঞানাদবদি বা মোহাঃ প্রচ্যবেতাক্ষরেষু যং। স্মরণাদেব তদ্বিক্ষোঃ সংপূর্ণং জ্ঞাদিতি শ্রুতিঃ।” ইহা পাঠ করিবে।

পরে পিণ্ড জলে নিক্ষেপ করিয়া হস্ত ধৌত করত সূর্য্যনমস্কার ও দীপাচ্ছাদন করিয়া শান্তি আশীর্বাদ লইবে।

### সপিণ্ডীকরণ প্রয়োগ।

জ্ঞান সন্ধ্যাদি সমাপন পূর্ব্বক শেষমানিক সম্পন্ন করিয়া পরাহ্নে পূর্ব্বমুখ উপবেশন করত যথাশক্তি দানাদি করিয়া ত্রুক্ষুক্ষেত্র পাঠ করিয়া অন্নোৎসর্গ করিবে। যথা,—

“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সোপকরণায় নমঃ” বলিয়া তিন বার অন্ন অর্চনা করত “এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সংপ্রদানায় ওঁ ত্রাঙ্কণায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিক্ষবে নমঃ” বলিয়া পূজা করিবে। পরে কুশোদকদ্বারা অন্ন অভ্যক্ষণ করিয়া বাম হস্তে অন্ন ধারণ করত দক্ষিণ হস্তে কুশলি-সহ জল গ্রহণ করিয়া “অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্মণঃ সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্মণঃ অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্মণঃ অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্মণঃ অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্মণঃ স্বর্গকাম ইদমর্চিতং সোপকরণায় বিষ্ণুদেবতং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ত্রাঙ্কণয়াহং দদামি।” বলিয়া উৎ

সর্গ করত দক্ষিণা করিবে ; যথা,—“অদ্যোত্যাদি স্বর্গকামনয়া কঠৈতৎ-  
সোপকরণান্নানকশ্মণঃ সাক্ষ্যার্থং দক্ষিণামিদং কাকনং তন্মূল্যং বা বিষ্ণুদৈবতং  
বথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি ।” অতঃপর অচ্ছিত্রাবধারণ করিবে ।

অতঃপর দক্ষিণাভিমুখ হইয়া পুনরায় কুরুক্ষেত্র পাঠ করত “ওঁ সহস্রশীর্ষা”  
ইত্যাদি মন্ত্রে কুশময় ঘড় ব্রাহ্মণ জ্ঞান করাইয়া “এতৎ পাদ্যং ওঁ দর্ভময়-  
ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ” বলিয়া পাদ্যাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণের পূজা করত দৈবে  
দর্ভযুক্তাসনদ্বয়ে পশ্চিমাগ্র ব্রাহ্মণদ্বয় পিতামহাদিপক্ষে দর্ভযুক্তাসনদ্বয়ে  
দক্ষিণাগ্র ব্রাহ্মণদ্বয় এবং প্রেতপক্ষে দর্ভযুক্তাসনে দক্ষিণাগ্র একটা ব্রাহ্মণ  
স্থাপন করিবে ।

পরে যজ্ঞেশ্বরের পূজা করিয়া “ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্য” ইত্যাদি পাঠ করত  
বাস্তপুরুষের পূজা করিবে ( ৫০৩ পৃ দেখ ) ।

সর্বত্র দৈবে উপবীতী উত্তরমুখ ও পাতিত দক্ষিণ জাহ্নু হইয়া, প্রেতপক্ষে  
ও পিতামহাদি পক্ষে প্রাচীনাবীতী দক্ষিণমুখ ও পাতিত বাম জাহ্নু হইয়া  
কার্য্য করিবে ।

তৎপর দৈবে নিমন্ত্রণ যথা,—অদ্যোত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুক-  
দেবশ্রম্ণণঃ সপিণ্ডীকরণ শ্রীকৃষ্ণবাসরে অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশ্রম্ণণঃ  
সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশ্রম্ণণঃ, অমুকগোত্রস্য  
প্রপিতামহস্য অমুকদেবশ্রম্ণণঃ অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য অমুকদেবশ্রম্ণণঃ  
পার্বণবিধিনা শ্রাদ্ধে কৰ্ত্তব্যো ওঁ পুরুষবোমাদ্রবসো বিশ্বেবাং দেবানাং  
শ্রাদ্ধে কৰ্ত্তুং কুশময়ব্রাহ্মণবহং নিমন্ত্যে ।” পুরোহিত “ওঁ নিমন্ত্ৰণপ্রসন্নো স্বঃ”  
ইহা বলিলে ব্রাহ্মণকে পাদ্যাদি প্রদান করিবে ।

পরে “ওঁ অক্ৰোধনৈঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণস্পর্শ করত “ওঁ  
স্বাগত্যং ভবন্ত্যং” ইহা বলিবে, পুরোহিত “ওঁ সুস্বাগত্যং” বলিবেন ।

পরে পিতামহপক্ষে “অদ্যোত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশ্রম্ণণঃ  
সপিণ্ডীকরণশ্রীকৃষ্ণবাসরে অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশ্রম্ণণঃ পার্বণ-  
বিধিনা শ্রাদ্ধে কৰ্ত্তুং কুশময়ব্রাহ্মণমহং নিমন্ত্যে ।” বলিয়া নিমন্ত্রণ করিবে,  
পুরোহিত “ওঁ নিমন্ত্ৰণপ্রসন্নোহস্মি” বলিবেন, তৎপর “ওঁ অক্ৰোধনৈঃ” ইত্যাদি  
মন্ত্র পাঠ করিয়া আসন ধারণ পূর্বক “ওঁ স্বাগত্যং ভবতা” ইহা বলিবে, পুরোহিত  
“ওঁ সুস্বাগত্যং” বলিলে কুশময় ব্রাহ্মণকে পাদ্যাদি দিবে । এইরূপ প্রপিতামহ  
ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ পক্ষেও নিমন্ত্রণ করিবে ।



প্রেরণকে ।—“অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং কুশময় ব্রাহ্মণমহং নিমন্ত্ৰয়ে।” বলিয়া নিমন্ত্ৰণ করিবে, পুরোহিত “ও নিমন্ত্ৰণপ্রসন্নোহস্মি” ইহা বলিবেন ।

পরে “ও অক্রোধনৈঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত আসনধারণ পূর্বক “ও স্বাগতং ভবতা” ইহা বলিবে, পুরোহিত “ও সুস্বাগতং” ইহা বলিলে কুশময় ব্রাহ্মণে পাদ্যাদি দান করিবে ।

অনন্তর দৈবে জলস্পর্শ পূর্বক “ও সিন্ধে ইমৈ আসনে অত্রাসাতাং” ইহা বলিয়া “ও দেবতাভ্যঃ” ইত্যাদি মন্ত্র তিন বার পাঠ করিয়া গায়ত্রী পাঠ করিবে । তৎপর অনুজ্ঞা করিবে । যথা,—

“অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ অমুকগোত্রস্ত পিতামহস্ত অমুকদেবশৰ্মণঃ, অমুকগোত্রস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ, অমুকগোত্রস্য বৃদ্ধপ্রপিতামহস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ, পার্শ্বণবিবিবিক্রাদ্ধে কৰ্ত্তব্যে পুরুষবোমাদ্রবসোর্কিষ্বেধাং দেবানাং শ্রাদ্ধং সিদ্ধান্তেন স্তুতাহু্যপকরণসহিতেন সবস্ত্রযবোদকেন দৰ্ভময়-ব্রাহ্মণয়োবহং করিষ্যে।”

পুরোহিত “ও কুরুব” এই প্রতিবচন বলিবেন । তৎপর পিতামহপক্ষে আসন ধারণ করিয়া “ও সিদ্ধমিদমাসনমব্রাহ্মতাং” ইহা বলিয়া “ও দেবতাভ্যঃ” ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া গায়ত্রী পাঠ করিবে । অনন্তর অনুজ্ঞা করিবে । যথা,—

“অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্ত অমুকদেবশৰ্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্ত পিতামহস্ত অমুকদেবশৰ্মণঃ পার্শ্বণবিবিবিনা শ্রাদ্ধং সিদ্ধান্তেন স্তুতাহু্যপকরণসহিতেন সতিলোদকেন দৰ্ভময়ব্রাহ্মণেবহং করিষ্যে।”

পুরোহিত “ও কুরুব” ইহা বলিবেন । এই ক্রমে প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহপক্ষেও অনুজ্ঞাবাক্য করিবে ।

অন্তঃপর প্রেতপক্ষের ব্রাহ্মণাসন ধারণ করত “সিদ্ধমিদমাসনমব্রাহ্মতাং” বলিয়া “দেবতাভ্যঃ” ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া গায়ত্রী পাঠ করিবে । তৎপর অনুজ্ঞা করিবে । যথা,—

“অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ একোদ্ধিষ্টবিধিনা সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধং সিদ্ধান্তেন স্তুতাহু্যপকরণসহিতেন সামিষেণ সতিলোদকেন দৰ্ভময়ব্রাহ্মণেবহং করিষ্যে।”

পুরোহিত “ও কুৰ্ব্ব” বলিবেন । তৎপর দৈবে জলস্পর্শ পূর্বক কুশাসন দান করিবেন । যথা,—

সযবত্রিপত্র গ্রহণ করিয়া “বিষ্ণুরোম্ পুরুষোমাদ্রবসৌ বিষ্ণেদেবা এতে দর্ভাসনে বো নমঃ ৭” বলিয়া হস্তস্থ সযবত্রিপত্র ব্রাহ্মণপার্শ্বে প্রদান করিয়া পাদদ্বয়ের অধোদেশে কুশপ্রদান করত মৃজলদ্বারা শ্রীক জব্য ও ভূমি প্রোক্ষণ পূর্বক ব্রাহ্মণের একদেশে রক্ষার্থ সজলপাত্র স্থাপন করিবে ।

অনন্তর পিতামহপক্ষে কুশাসন দান করিবে । যথা,—সজল মোটক গ্রহণ পূর্বক “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্মন্ এতৎ দর্ভাসনং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া হস্তস্থ সজল মোটক কুশময় ব্রাহ্মণ হস্তে প্রদান করত পাদদ্বয়ের অধোদেশে কুশপ্রদান করিয়া মৃজলদ্বারা শ্রীক জব্য ও ভূমি প্রোক্ষণপূর্বক ব্রাহ্মণের একদেশে রক্ষার্থ সজল পাত্র স্থাপন করিবে । এই প্রকারে প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহপক্ষেও কুশাসনদানাদি করিবে ।

তৎপর প্রেতপক্ষে কুশাসন দান করিবে । যথা,—পূর্ববৎ সজল মোটক গ্রহণ করিয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্মন্ এতদর্ভাসনং তুভ্যং স্বধা ।” বলিয়া হস্তস্থ সজল মোটক ব্রাহ্মণহস্তে প্রদান পূর্বক পূর্ববৎ কার্য্য করিবে ।

অতঃপর জলস্পর্শপূর্বক দৈবে যবগ্রহণ করিয়া “ও বিষ্ণান্ দেবানাবাহ্নিষ্যো” ইহা প্রঃ করিবে, পুরোহিত “ও আবাহয়” এই প্রতিবচন বলিবেন । পরে “ও বিষ্ণেদেবাসঃ আগত” ইত্যাদি মন্ত্র ( ৪২১ পৃ দেখ ) পাঠ করত আবাহন পূর্বক দৈবব্রাহ্মণে তুষীং যব বিকীর্ণ করিবে, “ও বিষ্ণেদেবাসঃ শৃণুতেমং” ইত্যাদি মন্ত্র ( ৪২১ পৃ দেখ ) জপ করত “ও আগচ্ছন্ত মহাভাগা বিষ্ণেদেবা বরং প্রদাঃ । যে চাত্ত্র বিহিতাঃ শ্রীক্লে দাবধানা ভবন্ত তে ।” ইহা পাঠ করিবে ।

তৎপর পিতামহাদি পক্ষে তিসগ্রহণপূর্বক “পিতৃন্ আবাহ্নিষ্যো” এই প্রঃ করিবে, পুরোহিত “ও আবাহয়” এই অমুজ্ঞা করিলে “ও উশস্ত্বা নিবিমহ্যশস্তঃ” ইত্যাদি “তেহবস্ত্বান্” পর্য্যন্ত ( ৪২২ পৃ দেখ ) মন্ত্র পাঠ করিবে ।

অতঃপর প্রেতপক্ষে তিল গ্রহণ করিয়া “অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদীযদঃ” ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণাসনে তিল নিঃক্ষেপ করিবে ।

অনন্তর জলস্পর্শপূর্বক দৈবব্রাহ্মণপ্রভূমিতে উত্তরাগ্র একটি কুশপত্র পাতিত করিয়া তদুপরি অর্ধপাত্র স্থাপন করিবে । পরে প্রাদেশ প্রমাণ সাগ

কুশপত্রত্রয় কুশান্তর দ্বারা বেষ্টন করিয়া “ও পবিত্রে হো বৈষ্ণব্যো” বলিয়া নথ ব্যতিরেকে ছিন্ন করিয়া “ও বিষ্ণুর্মনসা পুতে হুঃ” বলিয়া জল দ্বারা অভ্যক্ষণ করত অর্ধপাত্রোপরি স্থাপনপূর্বক “ও শম্বোদেবৌরভিষ্টয়ে” ইত্যাদি মন্ত্রে জলগণ্ডূষত্রয় তত্বপরি প্রদান করিয়া “ও যবোহসি যবযাম্মদ্বৈষো যবযা-  
য়াতীঃ” বলিয়া যব বিকীর্ণ করত তুফীং গন্ধপুষ্প দান করিয়া কুশান্তর দ্বারা আচ্ছাদন করিবে।

তৎপর পিতামহাদি ব্রাহ্মণাগ্রভূমিতে দক্ষিণাগ্র করিয়া সমূল কুশপত্রত্রয় পাতিত করত তত্বপরি অর্ধপাত্র তিনটি স্থাপন করিবে। পত্র পূর্ববং তিনটি পবিত্র লইয়া “ও পবিত্রে হো বৈষ্ণব্যো” বলিয়া ছেদন ও “ও বিষ্ণুর্মনসা পুতে হুঃ” মন্ত্র পাঠ করিয়া স্বতঃ স্বতঃ ক্রমে অভ্যক্ষণ করত দক্ষিণাগ্র ক্রমে পাত্রত্রয়ে স্থাপনপূর্বক পূর্ববং জলগণ্ডূষত্রয় প্রদান করত “ও তিলোহসি” ইত্যাদি মন্ত্রে ( ৪২৪ পৃ দেখ ) অর্ধপাত্রে তিল চড়াইয়া দিয়া তুফীং গন্ধপুষ্প দান ও কুশান্তর দ্বারা আচ্ছাদন করিবে।

অতঃপর প্রেতপক্ষে উক্তক্রমে একটী পাত্র পাতিত করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ একটী কুশপত্র গ্রহণ করত “ও পবিত্রমসি বৈষ্ণব্যঃ” বলিয়া ছেদন ও “বিষ্ণু-  
র্মনসা পুতমসি” বলিয়া অভ্যক্ষণ করত অর্ধপাত্রে স্থাপন ও মন্ত্র পাঠ পূর্বক জল-  
গণ্ডূষত্রয় প্রদান করিয়া তিল গ্রহণ করত “ও তিলোহসি সোমদৈবত্যা  
গোসবো দেবনিগ্নিতঃ। প্রহমহিঃ পুতঃ স্বযা প্রেতান্ লোকান্ প্রীণাহি  
নঃ স্বাহা।” বলিয়া তিল অর্ধপাত্রে চড়াইয়া দিবে এবং তুফীং গন্ধপুষ্প  
দিয়া কুশান্তর দ্বারা পাত্র আচ্ছাদন করিবে।

তৎপর জলস্পর্শ পূর্বক দৈবে—কৃতান্তনিপুত্রঃসর “ও অহিহ্রিমদমর্ধ-  
পাত্রমন্ত” বলিলে, পুরোহিত “ও অস্ত” বলিবেন। পরে আচ্ছাদিত কুশ দ্রুষ্ঠিত  
করিয়া ব্রাহ্মণ হস্তে পবিত্র দানপূর্বক জলাস্তর ও পুষ্পান্তর দিয়া “ও শিরঃ-  
প্রভৃতি সর্দগাত্রেভ্যো নমঃ” বলিয়া অর্ধপাত্রস্থ পুষ্প ব্রাহ্মণ হস্তে দিবে।  
পরে অর্ধপাত্র বামহস্তে লইয়া “ও যা দিব্যা” ইত্যাদি মন্ত্র ( ৪২৪ পৃ দেখ ) পাঠ  
করত “ও পুত্রবোমাদ্রবনৌ বিশ্বেদেবা এষোহর্ধো বাং নমঃ” বলিয়া  
ব্রাহ্মণহস্তে দিবে।

অতঃপর প্রেতের অর্ধপাত্রস্থ জল চারিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রেতার্ধপাত্রে  
এক ভাগ রাখিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বয় পাঠপূর্বক পিতামহ, প্রপিতামহ ও বৃদ্ধ-  
প্রপিতামহের অর্ধপাত্রত্রয়ের প্রত্যেকে তিনভাগ জল মিশ্রিত করিবে।

মাতৃসপিণ্ডে,—পিতৃহীন ব্যক্তি মাতৃসপিণ্ডে মাতার অর্ঘ্যপাত্রস্থ জল চারি ভাগ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে পিতার অর্ঘ্যজলে তিন ভাগ মিশ্রিত করিবে । পিতামহ ও প্রপিতামহ পাত্রদ্বয় কুণাস্তর দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া স্থাপন করিবে । •

পিতা জীবিত থাকিলে, প্রেতার্ঘ্যপাত্রস্থ জল চারি ভাগ করিয়া তিন ভাগ জল পিতামহী, প্রপিতামহী ও বৃকপ্রপিতামহীর অর্ঘ্যপাত্রদ্বয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্রে মিশাইবে । যদি পিতামহী জীবিতা থাকেন তবে প্রপিতামহী, বৃকপ্রপিতামহী ও অতিবৃকপ্রপিতামহীর অর্ঘ্যপাত্রদ্বয়ে প্রেতার্ঘ্যপাত্রস্থ তিন ভাগ জল নিম্নলিখিত মন্ত্রে মিশাইবে । মন্ত্র পাঠ প্রত্যেকেই করিতে হইবে । •

মন্ত্র বখা, —“ওঁ যে সমানাঃ সমনসঃ পিতরো যমরাজ্যে তেবাং শোকঃ স্বধা নমো যজ্ঞো দেবেষু করতাং ॥ ১ ॥ ওঁ যে সমানাঃ সমনসো জীবা জীবেষু মামকঃ তেবাং শ্রীর্য়মি করতামশ্বিনু লোকে শতং সমাঃ ॥ ২ ॥”

এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া অর্ঘ্য সমন্বয় করত পিতামহপক্ষে কৃতাজলপূর্বক “ওঁ অচ্ছিদমিদমর্ঘ্যপাত্রমস্ত” বলিবে, পুরোহিত “ওঁ অস্ত” বলিবেন, পরে অর্ঘ্যপাত্রাচ্ছাদিত কুণ ফেলিয়া দিয়া ব্রাহ্মণ হস্তে পবিত্র দান পূর্বক জলাস্তর ও পুষ্পাস্তর দিয়া “ওঁ শিরঃপ্রভৃতিসর্গাশ্বেত্যো নমঃ” বলিয়া অর্ঘ্যপাত্রস্থ পুষ্প ব্রাহ্মণহস্তে দিবে । তৎপর অর্ঘ্যপাত্র বামহস্তে গ্রহণ কবত দক্ষিণ হস্তে আচ্ছাদন করিয়া “ওঁ যা দিব্যা” ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া সতিল মোটক গ্রহণ পূর্বক “বিষ্ণুর্যাম্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্মন্ এষোহর্ঘ্যস্তভাং স্বধা” বলিয়া ব্রাহ্মণহস্তে অর্ঘ্য প্রদান করত, সংজব জলোদ্ভূত অর্ঘ্যপাত্র পূষ্পস্থানেই স্থাপন করিবে । এইরূপে প্রপিতামহ ও বৃকপ্রপিতামহপক্ষে অর্ঘ্যদান করিয়া সমস্ত অর্ঘ্যপাত্রস্থ সংজবজল পিতামহপাত্রে স্থাপন করত বৃকপ্রপিতামহ-পাত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া “ওঁ পিতৃভাঃ স্থানংমদি” বলিয়া কণ্ঠার বামে প্রাকীকৃত করিয়া রাখিবে ।

• তৎপর প্রেতপক্ষে অর্ঘ্যদান ।—করবোড়ে “ওঁ অচ্ছিদমিদমর্ঘ্যপাত্রমস্ত” বলিয়া পূর্ববৎ সমস্ত কার্য করিয়া অর্ঘ্যপাত্র আচ্ছাদন পূর্বক “ওঁ যা দিব্যা” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সতিলমোটকগ্রহণপূর্বক “বিষ্ণুর্যাম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্মন্ এষোহর্ঘ্যস্তভাং স্বধা” বলিয়া ব্রাহ্মণহস্তে অর্ঘ্যপ্রদান করিবে ।

অনস্তর জলস্পর্শপূর্বক দৈবে গন্ধাদি দান করিবে । বখা, —ব্রাহ্মণ সন্মুখে সচন্দনভুলগীপুষ্পগুক্ত যজ্ঞোপবীতযিতবস্ত্র আনয়ন করিয়া ধূপদীপ প্রজ্জালিত করিয়া বামহস্তে বস্ত্র ধারণ করত দক্ষিণহস্তে সজলমোটক লইয়া “বিষ্ণুর্যাম্

পুৰুরবোমাদ্রবসৌ বিধেদেবা এতানি তে গন্ধপুষ্পধূপদীপযজ্ঞোপবীতবাসাংসি বাং নমঃ” বলিয়া উৎসৰ্গ করত “এষ বাং গন্ধঃ, এতদ্বাং পুষ্পং, এষ বাং ধূপঃ, এষ বাং দীপঃ, এতে বাং বাসসৌ, এতদ্বাং যজ্ঞোপবীতং” বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দৰ্শন করাইবে ।

পিতামহাদি পক্ষে গন্ধাদি দান,—পূৰ্ব্ববৎ বস্তাদি গ্রহণ করিয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশৰ্ম্ণন্ এতানি গন্ধপুষ্পধূপদীপযজ্ঞোপবীত-বাসাংসি তুভ্যং স্বধা” ইহা বলিয়া উৎসৰ্গ করত “এষ তে গন্ধঃ, এতন্তে পুষ্পং” ইত্যাদি বলিয়া সমস্ত দ্রব্য দৰ্শন করাইবে । প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ পক্ষেও এইরূপে গন্ধাদি দান করিবে ।

প্ৰেতপক্ষে গন্ধাদি দান ।—পূৰ্ব্ববৎ বস্তাদি লইয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্ৰেত অমুকদেবশৰ্ম্ণন্ এতানি গন্ধপুষ্প” ইত্যাদি বলিয়া উৎসৰ্গ করত পূৰ্ব্ববৎ “এষ তে গন্ধঃ” ইত্যাদি বলিয়া সমস্ত দ্রব্য দৰ্শন করাইবে ।

অতঃপর দৈবাদি ক্রমে কৃতাজ্জলি পুরঃসর “ওঁ গন্ধাদিদানমিদমচ্ছিদ্রমস্ত” বলিবে, পুরোহিত সৰ্ব্বত্র “ওঁ অস্ত” বলিলে পুনৰায় কৃতাজ্জলি হইয়া “ওঁ ভোজন-পাত্ৰমহং পাতয়িষ্যে” ইহা বলিবে, পুরোহিত সৰ্ব্বত্র “ওঁ পাতয়” এই অমুজ্জা করিবেন ।

পরে, দৈবে ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবৰ্ত্তক্ৰমে পূৰ্ব্বাংগ চতুৰ্কোণ এবং পিতামহাদি তিন পক্ষে ও প্ৰেতপক্ষে নৈৰ্ঋতকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া বামাবৰ্ত্তক্ৰমে দক্ষিণাংগ চতুৰ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি ভোজনপাত্ৰ পাতিত্ত করিবে ।

অতঃপর অধৌকরণ হোম ( ৫০৭ পৃ দেখ ) করিয়া দৈবপাত্রে ছুই বার, পিতামহাদি পাত্রে এক এক বার অন্ন প্রদান করিয়া পিশুৰ্ধ কিকিৎ পাত্ৰান্তরে স্থাপন করিবে । প্ৰেতপাত্রে সমস্ত সামিয্য প্রদান করিবে এবং দৈবাদিক্রমে অন্নদমীপে পাত্ৰান্তরে করিয়া জল রাখিবে ।

অতঃপর দৈবে অধোমুখ হস্তদ্বয় দ্বারা অন্নপাত্ৰ এবং পিতামহাদি পাত্ৰত্ৰয় উত্তান হস্তদ্বয় দ্বারা ধারণ করিয়া “ওঁ পৃথিবী তে পাত্ৰং” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ ( ৪২৬ পৃ দেখ ) করিবে কিন্তু প্ৰেতপক্ষে উক্ত কার্য্য করিবে না ।

অনন্তর দৈবে অন্নপাত্ৰ বামহস্তে ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা “ওঁ এতে সৰ্কে হবিষী ঐনিবিকো হব্যো ইমে নকস্ব” বলিয়া জশাভ্যাক্ষণ করত “ওঁ ইদং বিষ্ণুর্নিচক্রমে হেবা নিব দে পদং সমুচমত্ত পাণ্ডুলে” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া

অনথ-অমুষ্ঠ স্পর্শপূর্বক “ওঁ অপহতাস্থরা রক্ষাংসি বেদৌষদঃ” বলিয়া যব বিকীর্ণ করত ব্রাহ্মণে একগণ্ডুষ জল দিয়া গায়ত্রী পাঠ করিবে। পরে ত্রিপত্রগ্রহণ করত “বিষ্ণুরোম্ ওঁ পুরুষবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা ইমে সিদ্ধান্নে ঘৃতাত্যাপকরণ-সহিতে সযবোদকে ঞাং নমঃ” বলিয়া উৎসর্গ করত “ইমে সিদ্ধান্নে সোপকরণে সযবোদকে এতে হবিষী” বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দর্শন করাইবে। পরে “ওঁ যথা-সুখং বাগ্‌যতো ঋদেতাং” বলিয়া ব্রাহ্মণে একগণ্ডুষ জল দিবে।

তৎপর পিতামহপক্ষে পূর্ববৎ অন্নপাত্র ধারণ করিয়া “ওঁ এতৎ সর্বং হবিঃ ত্রীবিধো হব্যমিদং রক্ষত্ব” বলিয়া জলের ছিটা দিয়া “ওঁ ইদং বিষ্ণু” ইত্যাদি মন্ত্রে অমুষ্ঠ স্পর্শ করাইয়া “ওঁ অপহতাং” ইত্যাদি মন্ত্রে তিল বিকিরণপূর্বক ব্রাহ্মণে একগণ্ডুষ জল প্রদান করত গায়ত্রী পাঠ করিবে। পরে সতিলমোটক গ্রহণপূর্বক “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্চন্” এতৎ সিদ্ধান্নং ঘৃতাত্যাপকরণসহিতং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া উৎসর্গ করত “ইদমন্নং, ইমা আপঃ, ইদং হবিঃ, এতাত্যাপকরণানি” বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দর্শন করাইয়া “ওঁ যথাসুখং বাগ্‌যতঃ ঋদ” ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণে একটু জল দিবে। এইরূপে প্রণিতামহ ও ব্রহ্মপ্রণিতামহপক্ষেও অন্নোৎসর্গ করিতে হইবে।

অতঃপর প্রেতপক্ষে পূর্ববৎ “এতৎ সর্বং হবিঃ” ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য করিয়া, সতিল মোটক গ্রহণ করত “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্চন্” এতৎ সামিযসিদ্ধান্নং ঘৃতাত্যাপকরণসহিতং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া উৎসর্গ করত পূর্ববৎ সমস্ত দ্রব্য দর্শন এবং “ওঁ যথাসুখং বাগ্‌যতঃ স্বধ” ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণে জলগণ্ডুষ প্রদান করত গায়ত্রী পাঠ করিবে।

তৎপর জলস্পর্শপূর্বক দৈবাদি ক্রমে “ওঁ মধুধাতা” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া (৪২৬ পৃ দেখ) অন্তোপরি মধুদান করিয়া সর্বত্র কৃতাজ্জলি পূর্বক “ওঁ সিদ্ধান্নদানমধুদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্ত” ইহা বলিবে, পুরোহিত “ওঁ অস্ত” ইহা বলিবেন। অতঃপর ঋচিস্তবাদি পড়িয়া “ওঁ সপ্তব্যাধ,” ইত্যাদি মন্ত্র (৪২৭ পৃ ২৫ পং দেখ) পাঠ করিবে।

অতঃপর দেব-পিতৃপক্ষের মধ্যে মুক্তিকাতে কুশ আকৃত করিয়া তত্পরি অগ্নিদগ্ধা পিণ্ডদান করিবে। (৪২৮ পৃ দেখ)। তৎপর দৈবে একগণ্ডুষ জলপ্রদান করিয়া “ওঁ ঋচিতং” ইহা প্রণ করিবে, পুরোহিত “ওঁ সুরুচিতং” ইহা বলিলে “ওঁ শেষমন্নমপ্যন্তি” ইহা বলিবে, পুরোহিত “ওঁ ইষ্টোভ্যো যথাসুখং বিনি-যুজ্যতাং” ইহা বলিবেন।

ତତ୍ପର ପିତାମହାଦି ପକ୍ଷେ “ଓ ତୃଷ୍ଣାଃ ହ” ইହା ଶ୍ରମ କରିବେ, ପୁରୋହିତ “ଓ ତୃଷ୍ଣାଃ ସଃ” ଏହି ପ୍ରତିବଚନ ବଳିବେ “ଓ ଶେଷମନ୍ନମ୍ୟାନ୍ତି” ইହା ବଳିବେ, ପୁରୋହିତ “ଓ ଇଷ୍ଟେଭୋ ସ୍ୱଧାମୁଖ୍ୟଃ ବିନିଯୁଜ୍ୟାତାଃ” ইହା ବଳିବେନ । পরে প্রেত-পକ୍ଷে “স্মৃতিতଃ” ইহা শ্রମ କରିবେ, পুରୋହିত “ଓ স্মৃତିତଃ” ইহা বଳিବେ, পরে “ଓ ଶେଷମନ୍ନମ୍ୟାନ୍ତି” ইହা বଳିବେ, পୁରୋହିତ “ଓ ଇଷ୍ଟେଭୋ ସ୍ୱଧାମୁଖ୍ୟଃ ବିନି-  
ଯୁଜ୍ୟାତାଃ” ইହା ବଳିବେନ ।

অনন্তর পিতାମହାଦି-ব্রାହ্মণ্যে ভୂমিতে “ଓ নিহନ୍ତି সର୍ବଃ” ইত্যাদি মନ୍ତ্রে দক্ষিণାଗ্র চতୁষ্কୋণ তিনটী মণ্ডଳ অଙ୍କিত করিয়া তাহাতে সমূল কୁশপত্র দ্বারা “ଓ অপহତା” ইত্যাদি এবং “ଓ নিহନ୍ତି সର୍ବଃ” ইত্যাদি মନ୍ତ্রে দক্ষিণାଗ্র রেখাপাত করিয়া রেখা অভ୍ୟାଙ୍କନ করত স্বাঘবামে নୀবী বନ୍ଧନ করিয়া পিণ্ড-  
স্থାନ উৎসর্গ করিবে । যথা,—বামহস্তে মণ্ডଳ ধারণ করত দক্ষিণ হস্তে  
সতিଲକୁশ জଳ লইয়া “বিষ্ণুরোম্‌ অমুকগୋত্র পিতামহ অমুকদেବশର୍ମନ୍  
এতদବନেনିକ୍ଷୁ তୁভ୍ୟଃ স্বধା” বলিয়া উৎসর্গ করিবে । এই ক্রমে প্রপিতা-  
মহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহের নাম উল୍লেখ করিয়া অপর স্থାନ উৎসর্গ করিবে ।  
পরে তত୍ପরি সমূল কୁশ আকୂତ করিয়া “ଓ আয়াস্তୁ নଃ পিতରଃ” ইত্যাদি  
মନ୍ତ্রে কୁশোপরិ তିଳ ছড়াইয়া দিবে ।

ତତ୍ପର ପ୍ରେତପକ୍ଷେ ପୂର୍ବବତ୍ ଚତୁଷ୍କୋଣ ମଣ୍ଡଳ ଅଙ୍କିତ କରତ ତାହାତେ ଦକ୍ଷି-  
ଣାଗ୍ର ରେଖା ପାତ କରିଆ “ଓ ବିଷ୍ଣୁରୋମ୍‌ ଅମୁକଗୋତ୍ର ପ୍ରେତ ଅମୁକଦେବଶର୍ମନ୍  
ଏତଦବନେନିକ୍ଷୁ ତୁଭ୍ୟଃ ସ୍ୱଧା” ବୁଲିଆ ହାନୋତ୍ସର୍ଗ କରତ କୁଶାନ୍ତରାମୁଖକ  
ପୂର୍ବବତ୍ ତିଳ ବିକୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ।

ଅତଃପର ଜଳସ୍ପର୍ଶ ପୂର୍ବକ ପିତାମହାଦି ପକ୍ଷେ ବିଶ୍ରମାଣ ତିନିଟି ପିଣ୍ଡ  
ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଆ ଏକଟି ପିଣ୍ଡ ସତିଳ ଗୋଟିକେର ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତେ ଲইଆ  
ବାମ ହସ୍ତେ ପାତ୍ରାନ୍ତରେ କରିଆ କିଛି ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରତ “ଓ ମଧୁବାତା” ଇତ୍ୟାଦି  
ମନ୍ତ୍ର পাଠ ପୂର୍ବକ “ବିଷ୍ଣୁରୋମ୍‌ ଅମୁକଗୋତ୍ର ପିତାମହ ଅମୁକଦେବଶର୍ମନ୍ ଏତଃ ପିଣ୍ଡଃ  
ସତିଲୋଦକଃ ତୁଭ୍ୟଃ ସ୍ୱଧା” ବୁଲିଆ କୁଶୋପରି ଯଜ୍ଞନ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।  
ଏହି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରପିତାମହ ଓ ବୃଦ୍ଧପ୍ରପିତାମହେ ନାମୋଲ୍ଲେଖେ ପିଣ୍ଡଦ୍ୱୟ ପ୍ରଦାନ  
କରିଆ ପିଣ୍ଡାନ୍ତ୍ରିକେ ପିଣ୍ଡଶେଷ ବିକୀର୍ଣ୍ଣ କରତ ଆନ୍ତର୍ନି କୁଶଦ୍ୱାରା ଅମୃତମୂଳସଂଲଗ୍ନ  
ଅର “ଓ ଲେପଭୂକଃ ପିତରଃ ପ୍ରୀୟନ୍ତାଃ” ବୁଲିଆ ବୃଦ୍ଧପ୍ରପିତାମହପିଣ୍ଡେ ପ୍ରଦାନ  
କରିବେ ।

ତତ୍ପର ପ୍ରେତପକ୍ଷେ ପୂର୍ବ ଟ୍ରବେ ଏକଟି ପିଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିଆ “ବିଷ୍ଣୁରୋମ୍‌

অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশৰ্মন্ এতৎ পিতৃং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া সজলপিণ্ড আত্মীণ কুশোপরি স্থাপন করিয়া, পিণ্ডপ্লেব বিকিরণ করিবে। অতঃপর জলস্পর্শপূর্বক পিতামহাদি পক্ষে কৃতাজলি হইয়া “ও অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবুবাযধ্বং” ইহা জপ করত উত্তরাভিমুখ হইয়া শ্বাস ধারণ পূর্বক “ও বসন্তায়” ইত্যাদি মন্ত্র তিন বার পাঠ করিবে। তৎপর দক্ষিণাভিমুখ হইয়া “ও অমী মনন্তঃ পিতরো যথাভাগমাবুবাযধ্বং” ইহা পাঠ করিয়া বিধৃত শ্বাস ত্যাগ করিবে।

অনন্তর প্রেতপক্ষে কৃতাজলিপুরঃসর “ও অত্র প্রেত মাদয়ধ্বং যথাভাগমা-  
বুবাযধ্বং” ইহা জপ করিয়া উত্তরমুখ হইয়া শ্বাস ধারণ পূর্বক “ও বসন্তায়”  
ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করত দক্ষিণমুখী হইয়া “অমীমদং প্রেতো যথাভাগ-  
মাবুবাযধ্বং” ইহা পাঠ করিয়া শ্বাস ত্যাগ করিবে।

অতঃপর জলস্পর্শপূর্বক পিতামহাদি পক্ষে পিণ্ডপাত্রে হস্ত বিধৌত করিয়া  
প্রত্যবনেজন দান করিবে। যথা,—দক্ষিণ হস্তে সতিলমোটক গ্রহণ পূর্বক বাম-  
হস্তে ঐ জলপাত্র ধারণ করিয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশৰ্মন্  
এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং স্বধা” বলিয়া পিতামহপিণ্ডোপরি প্রদান করিবে।  
এইক্রমে প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ পিণ্ডোপরি প্রত্যবনেজন দান করিবে।

তৎপর প্রেতপক্ষে পিণ্ডপাত্রে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া বামহস্তে পাত্র গ্রহণ  
করত “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশৰ্মন্ এতৎ প্রত্যবনেজনং তুভ্যং  
স্বধা” বলিয়া প্রেতপিণ্ডোপরি প্রদান করিবে।

অতঃপর নারীমোচন করিয়া পিতামহাদি পিণ্ডোপরি বড়জলি মন্ত্র পাঠ  
করিবে। যথা,—“ও নমো বঃ পিতরঃ শুভায় । ও নমো বঃ পিতরন্তপসে ।  
ও নমো বঃ পিতরো রসায় । ও নমো বঃ পিতরো যজ্ঞীবৎ । ও নমো বঃ  
পিতরো ঘোরায় মন্তবে । ও স্বধাঠৈ পিতরো নমো বঃ ।”

• প্রেতপক্ষে বড়জলি—ও নমস্তে প্রেত শুভায় । ও নমস্তে প্রেত তপসে ।  
ও নমস্তে প্রেত রসায় । ও নমস্তে প্রেত যজ্ঞীবৎ । ও নমস্তে প্রেত ঘোরায়  
মন্তবে ও স্বধাঠৈ প্রেত নমস্তে ।”

অতঃপর পিতামহাদিপক্ষে পিণ্ডোপরি “এতৎ পিতরো বাসঃ” বলিয়া  
বাসহুত্র প্রদান পূর্বক “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশৰ্মন্ এতৎ  
বাসহুভ্যং স্বধা” বলিয়া হুত্র উৎসর্গ করিয়া দিবে। এই প্রকার প্রপিতামহ ও  
বৃদ্ধপ্রপিতামহ পক্ষেও বাসহুত্র উৎসর্গ করিবে।



প্রেতপক্ষে ।—“এতদ্বঃ প্রেতা বাসঃ” বলিয়া বাসহত্ৰ প্রদান করত “বিষ্ণু-  
রোম্ অমুকগোত্র প্রেত্ অমুকদেবশৰ্মন্ এতবাসস্তভ্যাং স্বধা” বলিয়া উৎসর্গ  
করিয়া দিবে ।

তৎপর জলস্পর্শ পূর্বক পিতামহাদি ও প্রেতপিণ্ডোপরি “ও উৰ্জ্জং বহন্তী”  
ইত্যাদি মন্ত্রে জল দ্বারা দিয়া তুষ্কীং গন্ধপুষ্প দ্বারা সৰ্ব্বত্র পিণ্ডের পূজা করিয়া  
“ও যে সমানাঃ” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া ( ৫২৩ পৃ দেখ ) কুশ দ্বারা প্রেত  
পিণ্ড তিন খণ্ড করিবে ।

মাতৃসপিণ্ডে,—পিতামহ প্রপিতামহপিণ্ড কুশদ্বারা আচ্ছাদন করত  
মাতৃপিণ্ডে ত্রিখণ্ড করিয়া পূর্বোক্ত মন্ত্রে বারত্রেয় পিতৃপিণ্ডে মিশাইবে । যদি  
পিতা জীবিত থাকেন, তবে আদ্য খণ্ড পিতামহীপিণ্ডে, দ্বিতীয় খণ্ড প্রপিতামহী-  
পিণ্ডে এবং তৃতীয় খণ্ড বৃদ্ধপ্রপিতামহীপিণ্ডে মিশ্রিত করিবে ।

অতঃপর আত্মখণ্ড পিতামহপিণ্ডে স্থাপন করত “ও যে সমানাঃ” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়  
পাঠ করিয়া মিশ্রিত করত পিণ্ড বর্তলুকার করিয়া পুনরায় তথায় স্থাপন  
করিবে এবং দ্বিতীয় খণ্ড প্রপিতামহপিণ্ডে ও তৃতীয় খণ্ড বৃদ্ধপ্রপিতামহপিণ্ডে  
স্থাপন করত পূর্ববৎ মন্ত্র পাঠ করিয়া মিশ্রিত করত বর্তলুকার করিয়া  
পূর্বস্থানে স্থাপন করিবে ।

পুনরপি তুষ্কীং গন্ধাদি দ্বারা পিণ্ড পূজা করিয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণে এক এক  
গণ্ডম্ জল প্রদান করত কৃতান্তলি পূর্বক “ও পিণ্ডং সম্পন্নং” এইরূপ প্রশ্ন  
প্রতি ব্রাহ্মণ সমীপে করিবে, পুরোহিত “ও সুসম্পন্নং” ইহা বলিবে “ও পিণ্ড  
গয়্যামং গচ্ছ” বলিয়া পিণ্ডসমূহ সঞ্চালিত করত মন্ত্রে উঠাইয়া লইয়া আঘ্রাণ  
পূর্বক পাত্রান্তরে স্থাপন করিবে । তৎপর “ও সুমুপ্রোক্ষিত মন্তু” বলিয়া  
পিণ্ডস্থান সমূহে একটু একটু জল দিবে, পুরোহিত “ও অন্তু” ইহা বলিবেন ।  
পরে দৈবাদি ক্রমে ব্রাহ্মণ হস্তে “ও শিবা আপঃ নতু” বলিয়া এক গণ্ডম্  
জল দিবে, পুরোহিত “ও সন্তু বলিলে”, “ও নোমনশ্রমন্তু” বলিয়া পুষ্প এক  
“ও অক্ষতকারিষ্টকান্ত” বলিয়া দূর্লভকৃত দিবে, পুরোহিত সৰ্বত্র “ও অন্তু” এই  
প্রতিবচন বলিবেন । এই ক্রমে প্রেতপক্ষেও সমস্ত কার্য্য করিবে ।

অতঃপর পিতামহাদি প্রত্যেকে অক্ষয্য দান করিবে । যথা,— তিল, ঘৃত  
ও মধুমিশ্রিত জল গ্রহণপূর্বক “অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুক-  
দেবশৰ্মণঃ সপিণ্ডীকরণার্থং অমুকগোত্রস্য পিতামহস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ  
পার্ষণবিধিনা আক্লেহশ্বিন্ দত্তমিদমরপানাদিকং ক্ষয়্যমুপতিষ্ঠতাং” বলিয়া

পিতামহ-ব্রাহ্মণহস্তে প্রদান করিয়া “ও সৰ্বং তস্মৈ উপতিষ্ঠতাং” বলিয়া পুনরায় ব্রাহ্মণহস্তে জল দিবে। এই রীতিতে প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ পক্ষে অক্ষযাদান করিবে।

প্রেতপক্ষে।—উক্ত রূপ জল গ্রহণ বলিয়া “অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশৰ্ম্মণঃ একোদ্বিষ্টবিধিনা সপিণ্ডীকরণপ্রাদ্বেহস্মিন্ দত্ত-মিদমন্নপানাদিকমক্ষ্যমুপতিষ্ঠতাং।” বলিয়া প্রেত-ব্রাহ্মণ-হস্তে দিবে, এবং “ও সৰ্বং তস্মৈ উপতিষ্ঠতাং” বলিয়া পুনরায় ব্রাহ্মণহস্তে জল দিবে।

অতঃপর পিতামহাদি ক্রমে কৃত্যঞ্জলি,—“ও অঘোরাঃ পিতরঃ সন্তু” বলিবে, পুরোহিত “ও সন্তু” প্রতিবচন বলিলে “ও গোত্রং নো বন্ধতাং” বলিবে, পুরোহিত “ও বন্ধতাং” বলিলে, “ও আশিষো মে দীযন্তাং” এই প্রণম করিবে, পুরোহিত “ও আশিষঃ প্রতিগৃহ্যন্তাং” ইহা বলিবেন। পরে ব্রাহ্মণের আসনে পুষ্প প্রদান করত আসন হইতে পুষ্পান্তর লইয়া “ও দাতারো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে, পুরোহিত “ও অস্তু” বলিলে পুষ্প ভূমিতে স্পর্শ করাইয়া স্বীয় মস্তকে দিবে।

দৈবপক্ষে পুষ্পান্তর গ্রহণ করিয়া “ও বিশ্বধাঃ দেবানাং বরপ্রসাদোহস্তু” বলিয়া ভূমিস্পর্শ করাইয়া মস্তকে দিবে।

তৎপরে প্রেতপক্ষে কৃত্যঞ্জলি,—“ও অঘোরঃ প্রেতোহস্তু।” “ও গোত্রং নো বন্ধতাং।” “ও আশিষো মে দীযন্তাং” ইহা বলিবে, পুরোহিত যথাক্রমে “ও অস্তু, ও বন্ধতাং, ও প্রতিগৃহ্যন্তাং” বলিবেন। প্রেতকৰ্ম্মত্ব হেতুক আশীক্ষাদি গ্রহণ নাই।

অতঃপর পিতামহাদি পক্ষে পংক্তিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণসমীপে “ও স্বধাং বাচয়িষ্যে” এই প্রণম করিবে, পুরোহিত “ও বাচয়” এই প্রতিবচন বলিলে, পূৰ্ব্বেদন্ত পবিত্র আনয়ন করত তাহার গ্রিপি মোচনপূর্বক জলের সহিত “ও পিতৃভ্যাঃ স্বধোচ্যতাং” বলিয়া পিতামহপিণ্ডস্থানে দিবে, এবং “ও প্রপিতামহেভ্যাঃ স্বধোচ্যতাং” “ও বৃদ্ধপ্রপিতামহেভ্যাঃ স্বধোচ্যতাং” বলিয়া উভয়ের পিণ্ডস্থানে গবিত্র দিবে। পুরোহিত সৰ্বত্র “ও অস্তু স্বধা” এই প্রতিবচন বলিবেন।

অতঃপর পুনরায় পিণ্ডস্থানে উৰ্জ্জধারা দিয়া হৃত্যজীকৃত পাত্র উত্তোলন করত পাত্রস্থ জল স্বীয় মস্তকে দিবে।

পরে পিতামহাদি পক্ষে দক্ষিণা করিবে। যথা,—

“বিহুৰৌম্ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্য অমুকদেবশৰ্ম্মণঃ সপিণ্ডী-

করণার্থং অমুকগোত্রস্ত পিতামহস্ত অমুকদেবশর্ষণঃ কৃতৈতৎপার্কণবিধিক-  
শ্রাদ্ধকর্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং রজতং তন্মূল্যং বা "মথাসম্ভবগোত্রনাম্নে  
ব্রাহ্মণ্যাহং দদামি।"

পরে "অনয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্ত" ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণে একগণ্ড  
জল দিয়া "রজতং রজতং" বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলি দর্শন করাইবে।  
এই প্রকারে প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহকেও দক্ষিণা দান করিবে।

প্রৈতগক্ষে,—অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রৈতস্ত অমুকদেবশর্ষণঃ কৃতৈতৎ-  
একোদ্বিষ্টবিধিক সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধকর্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং ইত্যাদি।" পূর্ববৎ সমস্ত  
কার্য্য করিবে।

\* দৈবগক্ষে,—অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রৈতস্য অমুকদেবশর্ষণঃ সপিণ্ডী  
করণার্থং অমুকগোত্রস্ত, [পিতামহস্ত ইত্যাদি পুত্ররবোমাজবসোর্কিষেবাং  
দেবানাং কৃতৈতৎপার্কণবিধিকশ্রাদ্ধকর্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণাং কাকনং তন্মূল্যং  
বা ইত্যাদি।" পূর্ববৎ সমস্ত কার্য্য করিবে।

তৎপর "ও বিধেদেবাঃ প্রীরস্তাং" বলিয়া দেবব্রাহ্মণে একটু জলদিয়া  
"ও দেবতাভ্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে। পরে "ও বাজ্রে বাজ্রে"  
ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া কুশধারা প্রথমত পিতামহাদি ব্রাহ্মণত্রয় পরে দেবব্রাহ্মণ  
বিসর্জক করিবে। পরে "ও অভিরম্যতাং ক্ষমস্ব" বলিয়া আসন চালিত করিয়া  
"ও আ মা বাজস্ত" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণহস্তে জলপুষ্প দিয়া  
প্রথমত পিতামহাদি ব্রাহ্মণত্রয় পরে দৈবব্রাহ্মণকে নমস্কার করিবে।

প্রৈতগক্ষে,—ও অভিরম্যতাং ক্ষমস্ব" বলিয়া আসন সকালন করত "ও  
আ মা বাজস্ত" ইত্যাদি মন্ত্রে আসনে জলপুষ্প দিবে। প্রৈতকার্য্য হেতুক  
নমস্কার করিবে না। তৎপর পিতামহাদি ব্রাহ্মণত্রয় সমীপে "ও ভবতাং  
কৃতার্থী কৃতঃ" বলিয়া প্রার্থনা করিবে, পুরোহিত "ও কৃতার্থো ভব" ইহা  
বলিবেন।

অতঃপর পাত্র সমর্পণ,—প্রথমত পিতামহপাত্র সমর্পণ করিবে,—“ও  
যস্ত শ্রাদ্ধঃ কৃতঃ তস্তাক্ষয়হৃৎসুয়ে তয়ি ব্রাহ্মণে পাত্রমিদং সমর্পিতং” বলিয়া  
পাত্রীয় অন্নাদি জলে দিবে। এই ক্রমে প্রপিতামহপাত্র ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ-  
পাত্র সমর্পণ করিবে।

দৈবগক্ষে,—“ও যয়োঃ শ্রাদ্ধঃ কৃতঃ তয়ো রক্ষয়হৃৎসুয়ে তয়ি ব্রাহ্মণে পাত্র-  
মিদং সমর্পিতং।”

প্রেতপক্ষে, -পিতামহাদিবৎ পাত্র সমর্পণ করিবে। পুরোহিত সর্বত্র “ও অস্ত্র” এই প্রতিবচন বলিবেন।

অতঃপর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য প্রশমনাদি করিয়া শান্তি আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে।

### পূরক পিণ্ডদান ।

প্রথমত স্নানাদি করিয়া দক্ষিণাভিমুখী হইয়া উপবেশন করত আচমন-পূরক প্রাচীনাবীতী ও পাতিত বামজারু হইয়া “ও কুরুক্ষেত্রঃ গয়াগঙ্গা-প্রভাসপুরুষাণি চ তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি প্রথম-পূরকপিণ্ডদানকালে ভবস্বিহ।” করযোড়ে ইহা পাঠ করিবে। তৎপর “ও নিহমি সর্বং” ইত্যাদি মন্ত্রে নৈঋতকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বাদি ক্রমে উত্তরাগ্র চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া “ও অপহতা” ইত্যাদি এবং “ও নিহমি” ইত্যাদি মন্ত্রে সমূলকুশদ্বয় দ্বারা মণ্ডলমধ্যে দক্ষিণাগ্র রেখাদ্বয় পাত করত জলদ্বারা অভ্যক্ষণ করিয়া স্বীয় বামে নীষীধারণ করত বামহস্তে মণ্ডল ধারণ করিয়া দক্ষিণহস্তে সতিলকুশ ও-জল গ্রহণপূর্বক “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্শ্বন্তে-দবনেনিফু তুভ্যমুপতিষ্ঠতাং” বলিয়া মণ্ডলে জলের ছিটা দিবে।

তৎপর তুলসী প্রভৃতি দূরীকৃত করিয়া রেখোপরি সমূলকুশ আন্তরীণ করত “ও অপহতাস্থরা রক্ষাংসি বেদীষৎঃ” মন্ত্রে কুশোপরি তিল বিকীর্ণ করত তিল-মধু-স্বত-তৃণযুক্ত পিণ্ড গ্রহণ করিয়া “ও মধুবাতা” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক “বিষ্ণুরোম্ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্শ্বন্তঃ এতৎ প্রথমপিণ্ডং শিরঃপূরকমুপতিষ্ঠতাং” এই বলিয়া আন্তরীণ কুশোপরি পিতৃতীর্থক্রমে প্রদান করিবে।

তৎপর পিণ্ডান্তিকে পিণ্ডশেষ বিকীর্ণ করত কৃতাজলি হইয়া “ও অত্র প্রেত মাদয়স্ব যথাভাগমাবধায়স্ব” পাঠ করিয়া উত্তরমুখী হইয়া শ্বাস ধারণ-পূর্বক “ও বসস্তায়” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত শ্বাস ত্যাগ করিবে। তৎপর দক্ষিণমুখী হইয়া “ও অমীমদং প্রেতো যথাভাগমাবধায়িষ্ট” ইহা পাঠ করিবে।

তৎপর পিণ্ডপাত্র-প্রক্ষালিত জল দ্বারা “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্শ্বন্তঃ এতৎ প্রত্যবনেজসং তুভ্যমুপতিষ্ঠতাং” বলিয়া পিণ্ডোপরি প্রদান করিবে। পরে নীষী পরিত্যাগ করত পিণ্ডোপরি ষড়ঙ্গলিমন্ত্র

ପାଠ କରିବେ ।—“ଓଁ ନମୋ ବଃ ପ୍ରେତାଃ ଉଦ୍ୟାୟ । ଓଁ ନମୋ ବଃ ପ୍ରେତାନ୍ତପମେ ଓଁ ନମୋ ବଃ ପ୍ରେତା ଯଜ୍ଞୀବଃ । ଓଁ ନମୋ ବଃ ପ୍ରେତା ରମାୟ । ଓଁ ନମୋ ବଃ ପ୍ରେତା ଘୋରାୟ ମନାବେ । ଓଁ ସ୍ବଧାୟେ ପ୍ରେତା ନମୋ ବଃ ।”

ତତ୍ପର “ଓଁ ଏତଦଃ ପ୍ରେତା ବାସଃ” ବଳିୟା ପିଣ୍ଡୋପରି ଉର୍ଗାତନ୍ତ୍ର (ୟେ-ଲୋମ) କୁଶସହିତ ଶ୍ରାଦାନ କରିଷା ବାସହସ୍ତ ଦ୍ବାରା ତାହା ଧାରଣ କରତ “ବିଷ୍ଠୁରୋମ୍ ଅମୁକଗୋତ୍ର ପ୍ରେତାମୁକଦେବଶର୍ଚ୍ଚନ୍ ଏତନ୍ତେ ଉର୍ଗାତନ୍ତ୍ରମଃ ବାସ ଉପତିଷ୍ଠତାଃ” ବଳିୟା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଷା ଯିବେ । ତତ୍ପର ପିଣ୍ଡୋପରି “ଓଁ ଉର୍ଜ୍ଜଃ ବହନ୍ତୀ” ଇତ୍ୟାଦି ମନ୍ତ୍ରେ ଉର୍ଜ୍ଜ ଧାରା ଦିଷା ଅମୁକକ ପିଣ୍ଡେ ପୂଜା କରିବେ ।

ତତ୍ପର ପିଣ୍ଡସଂଖ୍ୟକ \* କାଳା ଯୁଦ୍ଧିକାପାତ୍ରେ ଜଳ ଓ ଏକଟି ଯୁଗ୍ମ ପାତ୍ରେ ଦୁଗ୍ଧ ଶ୍ରାଦାନ କରିଷା ବାସହସ୍ତ ନୀରପାତ୍ର ଧାରଣ କରିଷା “ଓଁ ନୀରାୟ ନମଃ” ବଳିୟା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରତ “ବିଷ୍ଠୁରୋମ୍ ଅମୁକଗୋତ୍ର ପ୍ରେତ ଅମୁକଦେବଶର୍ଚ୍ଚନ୍ ଏତନ୍ତେ ଜ୍ଞାନାର୍ଥଃ ନୀରମୁପତିଷ୍ଠାଃ” ବଳିୟା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଷା, “ଓଁ ଜ୍ଞାହି” ଇହ ବଳିବେ । ତତ୍ପର ଜ୍ଞୀର-ପାତ୍ର ବାସହସ୍ତେ ଧରିଷା “ଓଁ ଜ୍ଞୀବାୟ ନମଃ” ବଳିୟା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରତ “ବିଷ୍ଠୁରୋମ୍ ଅମୁକଗୋତ୍ର ପ୍ରେତ ଅମୁକଦେବଶର୍ଚ୍ଚନ୍ ଏତନ୍ତେ ଜ୍ଞାନାର୍ଥଃ ଜ୍ଞୀରଃ ଉପତିଷ୍ଠତାଃ” ବଳିୟା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଷା “ଓଁ ପିବ” ଇହ ବଳିବେ ।

ତତ୍ପର କୃତାଞ୍ଜଳିପୂର୍ବକ “ଓଁ ଶୂନାନାନଶଦଗୋହିମି ପରିତାଳୋହିମି ବାହୁଦିବଃ । ଇଦଂ ନୀରମିଦଂ ଜ୍ଞୀରମତ୍ର ଜ୍ଞାହି ଇଦଂ ପିବ ॥ ଓଁ ଆକାଶସ୍ତୋ ନିରାଶସ୍ତୋ ବାୟୁତା ନିରାଶ୍ରୟଃ । ଅତ୍ର ଜ୍ଞାତା ଇଦଂ ପୀତା ଜ୍ଞାତା ପୀତା ସୁଧୀ ଭବ ॥” ଏହି ମନ୍ତ୍ରଦ୍ବୟ ପାଠ କରିବେ ।

ତତ୍ପର କାକବଳି ।—“ଏତଦ୍ ପାତ୍ରଃ ଓଁ ଯମଦ୍ବାରାବହିତନାନାଦିଗନ୍ଦେଶୀୟ ବାୟସେତ୍ତୋ ନମଃ” ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରମେ ପୂଜା କରିଷା ବାସହସ୍ତେ ଅମ୍ବ ଦାବ୍ୟ-ପୂର୍ବକ “ବିଷ୍ଠୁରୋମ୍ ଅନ୍ତେତ୍ୟାଦି ଅମୁକଗୋତ୍ରମା ପ୍ରେତମା ଅମୁକଦେବଶର୍ଚ୍ଚନ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାର୍ଥଃ ଯମଦ୍ବାରାବହିତ-ନାନାଦିଗନ୍ଦେଶୀୟ ବାୟସେତ୍ତୋ ଏମ୍ ବଳିନମଃ” ବଳିୟା ଅମ୍ବ ଉତ୍ସର୍ଗ କରତ କୃତାଞ୍ଜଳି-ପୁରଃସର “ଓଁ କାକ ହଂ ଯମଦ୍ବାରାତ୍ତସି ଗୃହାଣ ବଲ୍ଲିମନ୍ତ୍ରମଃ । ଯମଲୋକଘତଂ ପେତଂ ହମାପ୍ୟାସ୍ବିତୁମର୍ହସି ॥ ଓଁ କାକାୟ କାକପୁତ୍ରବାୟ ବାସନାୟ ମହାହୁତ୍ବେ ଅତ୍ର ପିଣ୍ଡଃ ପ୍ରସଞ୍ଛାମି କର୍ଥାତାଂ ଧର୍ମବାଞ୍ଚନି ॥” ଇହ ପାଠ କରିବେ ।

ଦକ୍ଷିଣ ।—ଅନ୍ତେତ୍ୟାଦି ଅମୁକଗୋତ୍ରମା ପ୍ରେତମା ଅମୁକଦେବଶର୍ଚ୍ଚନ୍ ଋତେତତଂ

\* ପିଣ୍ଡସଂଖ୍ୟାକ—ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରାଦାନ ପିଣ୍ଡ ଏକଟି, ଦ୍ବିତୀୟପିଣ୍ଡେ ତ୍ରୟିକଟି, ତୃତୀୟ ପିଣ୍ଡେ ଦ୍ବିତୀୟ । ଏହି କ୍ରମେ ପିଣ୍ଡସଂଖ୍ୟାକ୍ରମରେ ୧୧ଟି ଜଳ ପାତ୍ର ଚଢ଼ିବେ । ଜ୍ଞୀରପାତ୍ର ଶ୍ରାଦାନ ପିଣ୍ଡେ ଏକଟି ଦିଆ ଚଢ଼ିବେ ।

প্রথমপূরকপিণ্ডদানকর্মণঃ সাক্ষ্যতার্থং দক্ষিণামিদং রজতং তদ্যন্ত্যং বা যথাসম্ভব-  
গোত্রনামে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি ।”

তৎপর অচ্ছিন্নাবধারণ ও বৈগুণ্য প্রশমন করিবে । স্বগৃহে পূর্বোক্ত  
মন্ত্রে নীর ক্ষীর প্রদান করিবে ।

এই ক্রমে দ্বিতীয় দিন দ্বিতীয় পিণ্ড, তৃতীয় দিন তৃতীয় পিণ্ড, চতুর্থদিন  
চতুর্থপিণ্ড—এইক্রমে দশাহে দশপিণ্ড দান করিবে । সমস্ত কার্যাই এক  
প্রকার কেবল পিণ্ডদানের সময় “প্রথমপিণ্ডং শিরঃপূরকং” এই স্থলে দ্বিতীয়  
পিণ্ডে —“এতদ্বিতীয়পিণ্ডং কর্ণাকিনাসাপূরকং” বলিবে । তৃতীয়পিণ্ডে,—  
এতৎ তৃতীয়পিণ্ডং গলাংসভূজবক্ষঃপূরকং ।” চতুর্থপিণ্ডে,—“নাভিলিঙ্গুদ-  
পূরকং ।” পঞ্চমপিণ্ডে,—জাহ্নুজ্জ্ঞাপাদপূরকং ।” ষষ্ঠপিণ্ডে,—“সর্বমঙ্গাপূরকং ।”  
সপ্তমপিণ্ডে,—“নাড়ীপূরকং ।” অষ্টমপিণ্ডে,—“দন্তরোমপূরকং ।” নবম-  
পিণ্ডে,—“বীৰ্য্যপূরকং ।” দশমপিণ্ডে,—“পূর্ণতাপ্ততাঙ্কুদ্বিপর্ষ্যাপূরকং ।”  
বলিবে । \*

### আত্মাদায়িক শ্রীকৃষ্ণ প্রয়োগ ।

প্রাতঃসন্ধ্যানি সমাপ্তন করিয়া পূর্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া তিলতৈলে  
পেচাপ্রাণ করিয়া শালগ্রামে বা জলে বিম্বর পূজা করত (পূর্বদিবস  
অবিবর্ধন না হইয়া থাকিলে, এই সময় অধিবাসক্রমে অধিবাস করিবে)  
স্মৃতিবাচন-পূর্বক কুশল্যে সহিত তিল-পুষ্প-ফলীয়িত জলপূর্ণ পাত্রে গ্রহণ করিয়া  
সংকল্প কবত গোব্বাদি ঘোড়ার মাতৃকাগণেব পূজা সমাপন করিবে (৪৪০  
পৃঃ দেখ) ।

পরে গৃহভিত্তিতে গোময়নিপুস্থানে নাভিপ্রমাণ উর্দ্ধে অনতিদীর্ঘ বা  
অনতিদূর সাতবার বা পাঁচবার † স্তবধারা দিবে । মন্ত্র যথা,—

\* শিরঃপূরকপাণ্ডেন পেচতঃ ক্রিয়তে মিথঃ । দ্বিতীয়েন তু কর্ণাকিনাসিকা চ তথা  
পরং ॥ গলাংসভূজবক্ষাংসি তৃতীয়েন তু পূরয়েৎ । চতুর্থেন তু পিণ্ডেন নাভিলিঙ্গুদানি চ ॥  
জাহ্নুজ্জ্ঞাপাদাং পঞ্চমেণ তু সর্বদা । সর্বমঙ্গায়ি ষষ্ঠেন সপ্তমেণ তু নাড়য়ঃ ॥ দন্তরোমা-  
ণাষ্টমেণ বীৰ্য্যক নবমেণ তু । পূর্ণতা তপ্ততা চৈব দশমে ক্ষুদ্রিপর্ষ্যয়ঃ ॥ ইতি শুদ্ধিতত্ত্বে ॥

† কুডালগ্রাং বসাবধাং সপ্তধারাং যুতেন তু । কাংরয়েৎ পঞ্চধারাং বা নাভিলিঙ্গাং ন  
অচ্ছিন্নতাম ॥ ইতি কাত্যায়নঃ ।

“ও বসোঃ পবিত্রমসি সহস্রধারং দেবতা সবিভা পুনাতু । বসোঃ পবিত্রেন শতধারেন স্তুতা কামধুনা ।”

এই মন্ত্রে বসুধারা দিয়া আয়ুয্য হস্ত মন্ত্র পাঠ করিবে । যথা,—“ও আয়ুয্যং বচঃ স্বাং রায়স্পোষমোদতিৎ ইদং হিরণ্যং বচঃ স্বাং যে স্বায়া বিষমাধুনা ॥” অতঃপর বুদ্ধিপ্রাদু করিবে । \*

প্রথমতঃ যজ্ঞেবর ও বাস্তুকবের পূজা (৫০৩পৃ দেখ) করিয়া প্রত্যেক পক্ষে যুগ্ম যুগ্ম কুশময় ব্রাহ্মণ “ও সহস্রশীষা” ইত্যাদি মন্ত্রে স্নান করাইয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করত স্বীয় স্বীয় আসনে স্থাপন করিবে ।

তৎপর দৈবে নিমন্ত্রণ বাক্য করিবে । যথা,—“অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য ত্রিঅমুকদেবশর্ষণঃ শুভ অমুককর্মাভ্যাদয়ার্থং অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুরমুকদেব্যাঃ, অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা প্রপিতামহ্যা অমুকদেব্যাঃ, অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা প্রপিতামহ্যা অমুকদেব্যাঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুরমুকদেবশর্ষণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুকদেবশর্ষণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশর্ষণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুকদেবশর্ষণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য অমুকদেবশর্ষণঃ, আভ্যাদয়িকে ব্রাহ্মে কর্তব্যে বসুসত্যায়োর্বিধেবাং দেবানাং আভ্যাদয়িকব্রাহ্মে কর্তুং কুশময়ব্রাহ্মণাবহং নিমন্ত্রয়ে ।”

পুরোহিত “ও নিমন্ত্রণপ্রসমোহস্মি” এই প্রতিবচন বলিবেন । পরে কৃতান্তলিপূর্বক “ও অক্রোধনৈঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠিয়া “ও স্বাগতং ভবদ্ভ্যাং” ইহা বলিবে, পুরোহিত “ও সুস্বাগতং” ইহা বলিলে ব্রাহ্মণে পাদ্যাদি দান করিবে ।

স্বাতৃপক্ষে,—“অদ্যেত্যাদি—প্রপিতামহ্যাঃ অমুকদেব্যা আভ্যাদয়িকব্রাহ্মে কর্তুং ইত্যাদি ।” পূর্ববৎ কার্য্য করিবে ।

পিতৃপক্ষে,—“অদ্যেত্যাদি—অমুককর্মাভ্যাদয়ার্থং অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য

\* কৃতাপুস্ত্রবিবাহে তু প্রবেশে নববেশনঃ । নামকর্ষণি বালানাং চূড়াকর্ষাদিকে তথা ॥ সীমন্তোন্নয়নে চৈব পুত্রাদিমুখদর্শনে । নান্দীমুখং পিতৃগণং পুজয়েৎ প্রয়োজ্যে গৃহী ॥ ইতি বিষ্ণু-পুরাণে ॥—চূড়াকর্ষণ ইত্যাদিশব্দাচ্ছপনয়নাদীনাং গ্রহণং । সীমন্তোন্নয়নে চৈতি চকারাৎ গর্ভাধানপুংসবনাদীনাং গ্রহণং । পুত্রাদিমুখদর্শনে পুত্রস্তাদ্যমুখদর্শনে । নন্দাদিশব্দাৎ পুত্রপৌত্রয়োঃকপদংগ্রহঃ ॥

পিতৃঃ অমুকদেবশৰ্মণঃ ইত্যাদি ( তিন পুরুষের নাম ) আত্মাদয়িকশ্রাদ্ধং কৰ্ত্ত্বং” ইত্যাদি পূৰ্ব্ববৎ সমস্ত কাৰ্য্য করিবে ।

মাতামহপক্ষে,—মাতামহাদিত্রয়ের নাম উল্লেখপূৰ্ব্বক পিতৃপক্ষের ঋয় কাৰ্য্য করিবে । তৎপর দৈবীদি ক্রমে ব্রাহ্মণস্পর্শ করিয়া “ওঁ সিন্ধে ইমে আসনে অত্রা-  
সাতাং” ইহা বলিয়া “ওঁ দেবতাভ্যঃ” ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া  
গায়ত্রী পাঠ করত দৈবাদি ক্রমে অনুজ্ঞা করিবে ।

দৈবে অনুজ্ঞা,—“অদ্যেত্যাদি—আত্মাদয়িকে শ্রাদ্ধে কৰ্ত্তব্যে বহুসত্যয়ো-  
ক্ষিষেবাং দেবানাং আত্মাদয়িকশ্রাদ্ধমাম্যেনে যুতাহ্যপকরণসহিতেন সযবো-  
দকেন কুশময়ব্রাহ্মণয়োৱহং করিষ্যে” ইহা বলিবে, পুরোহিত “ওঁ কুরুষ”  
ইহা বলিবেন ।

মাতৃপক্ষে,—“অদ্যেত্যাদি শুভামুককৰ্ম্মাত্মাদয়িকং অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা  
মাতৃৱমুকদেব্যা অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহ্যা অমুকগোত্রায়া নান্দী-  
মুখ্যাঃ প্রপিতামহাঃ অমুকদেব্যাঃ আত্মাদয়িকশ্রাদ্ধমাম্যেনে যুতাহ্যপকরণস-  
হিতেন সযবোদকেন কুশময়ব্রাহ্মণয়োৱহং করিষ্যে ।”

পিতৃপক্ষে,—“অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতৃৱমুকদেবশৰ্মণঃ,  
অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ, অমুকগোত্রস্য নান্দী-  
মুখস্য প্রপিতামহস্য অমুকদেবশৰ্মণঃ আত্মাদয়িকশ্রাদ্ধমাম্যেনে ইত্যাদি ।”

মাতামহপক্ষে,—পিতৃপক্ষবৎ মাতামহাদিত্রয়ের নাম উল্লেখ পূৰ্ব্বক  
অনুজ্ঞা করিবে । পুরোহিত সৰ্ব্বত্র “ওঁ কুরুষ” এই প্রতিবচন বলিবেন ।

তৎপর দৈবে ত্রিপত্র গ্রহণ করিয়া “ওঁ বহুসত্যৌ বিধেদেবা এতে কুশাসনে  
বাং নমঃ ।” বলিয়া ত্রিপত্র প্রদান করত ব্রাহ্মণের পাদব্ধয়ের অধোদেশে  
কুশপ্রদান করিয়া মুজ্জলে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ও ভূমি প্রোক্ষণ করত ব্রহ্মার্থ জলপাঙ্ক  
ব্রাহ্মণের একদেশে স্থাপন করিবে ।

মাতৃপক্ষে কুশাসন দান,—“বিমুরোম্ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতৃৱমুকি  
দেবি, অমুকগোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকি দেবি, অমুকগোত্রে নান্দীমুখি  
প্রপিতামহি অমুকি দেবি এতে কুশাসনে বাং নমঃ ।” বলিয়া কুশপ্রদান করত  
পাদব্ধয়ের অধোদেশে কুশপ্রদান পূৰ্ব্বক পূৰ্ব্ববৎ শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য ও ভূমি প্রোক্ষণ  
করত ব্রহ্মার্থ উদকপাঙ্ক ব্রাহ্মণের একদেশে স্থাপন করিবে ।

পিতৃপক্ষে,—“অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতৃৱমুকদেবশৰ্মণ, অমুক-  
গোত্র নান্দীমুখ পিতামহ অমুকদেবশৰ্মণ, অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ



অমুকদেবগর্হণং এতে কুশাসনে বাৎ নমঃ” বলিয়া কুশাসন উৎসর্গ করত পূর্ববৎ সমস্ত কার্য্য করিবে ।

মাতামহপক্ষে.—পিতৃপক্ষক্রমে মাতামহাদিহ্রয়ের নাম উল্লেখ করিয়া পূর্ববৎ সমস্ত কার্য্য করিবে ।

দৈবে যব গ্রহণ করিয়া—“ওঁ বিশ্বান্ দেবান্ আবাহমিষো” এই প্রশ্ন করিবে, পুরোহিত “ওঁ আবাহয়” এই অনুজ্ঞা করিলে “ওঁ বিশ্বো দেবাস আগত” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া হস্তস্থ যব বিকীর্ণ করত কৃতাজলিপূর্বক “ওঁ বিশ্বো দেবাঃ শ্যুতমং হবং” ইত্যাদি “বর্হিষি মাদযধ্বং । যবোহসি যক্মাসদ্বো যবয়ারাতাঃ” ইহা পাঠ করিবে ।

মাতৃপক্ষে—যব গ্রহণ করিয়া “ওঁ নান্দীমুখান্ পিতৃন্ আবাহমিষো” এই প্রশ্ন করিবে, পুরোহিত “ওঁ আবাহয়” ইহা বলিলে, “ওঁ উশন্তু জ্বা” ইত্যাদি নান্দীমুখান্ পিতৃন্ হবিষেহন্তবে” এই মন্ত্র পড়িয়া যব বিকীর্ণ করত কৃতাজলি ইহা “ওঁ আরাভ নো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সোম্যাসোহমিষাব্তা পথিভির্দেবযানৈরস্মিন্ যজ্ঞে পুষ্টা মদন্তেহবি ক্রবন্ত তেবভূতান্ ।” ইহা পাঠ করিবে ।

পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে যব গ্রহণ করিয়া পূর্ববৎ আবাহনাদি করত যব বিকীর্ণ করিয়া “ওঁ আরাভ নো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে ।

তৎপর দৈবে অর্ঘ্যপাত্র কুশপত্র ভূমিতে পাতিত করিয়া তদুপরি অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন করত সাত্য বর্ভশূন্য কুশপত্রদ্বয় কশান্তর দ্বারা বেষ্টন করিয়া “ওঁ পবিত্রে হো বৈষকবো” বলিয়া নথ ব্যতীত প্রাদেশ প্রদান তিয় করিয়া “ওঁ বিকোশ্বননা পুতে স্বঃ” বলিয়া জলভূষণ প্রদান করত অর্ঘ্যপাত্রে স্থাপন পূর্বক “ওঁ শম্বো দেবা” ইত্যাদি মন্ত্রে জলগণ্ডুষ দ্বারা পবিত্র স্নান করাইয়া “ওঁ যবোহসি যক্মাসদ্বো যবয়ারাতাঃ” বলিয়া অর্ঘ্যপাত্রে যব বিকিরণপূর্বক অমন্তক গন্ধশুল্প প্রদান করিয়া কুশান্তর দ্বারা অচ্ছাদন করিবে ।

তৎপর মাতৃপক্ষাদি ব্রাহ্মণগ্র ভূমিতে কুশপত্রদ্বয় পাতিত করিয়া তাহার মূলে তিন, মধ্যে তিন ও অগ্রে তিন সর্কদমেত নগী অর্ঘ্যপাত্র পাতিত করত পূর্ববৎ পবিত্র গ্রহণ করত পূর্বোক্ত মন্ত্রে ছেদন ও অভ্যক্ষণ করত এক এক পাত্রে এক একটী স্থাপনপূর্বক পূর্ববৎ জলগণ্ডুষ প্রদান করিয়া যব গ্রহণ করত “ওঁ যবোহসি সোমদেবভ্যা গোযবো দেবানির্জিতঃ । প্রঃমন্তি পৃষ্ঠঃ

পুষ্ণা নান্দীমুখান্ পিত॒ন লোকান্ অীণাহি নঃ স্বাহা॥” বলিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্রমে প্রত্যেক অৰ্ঘ্যপাত্রে যব ছড়াইয়া দিবে এবং তুষ্ণীং গন্ধপুষ্পাকৃত প্রদান করিয়া কুশান্তর দ্বারা আচ্ছাদন করিবে।

তৎপর দৈবে কৃতাজলি হইয়া “ও অচ্ছিন্নমিদমৰ্ঘ্যপাত্রমন্ত” ইহা বলিবে, পুরোহিত “ও অস্ত” বলিবেন। তৎপর আচ্ছাদিত কুশ ফেলিয়া দিয়া ব্রাহ্মণ-হস্তে পবিত্র দান এবং জলান্তর ও পুষ্পান্তর প্রদান করত “ও শিরঃপ্রভৃতিসৰ্ব-পাত্রেভ্যো নমঃ” বলিয়া অৰ্ঘ্যপাত্রে পুষ্প ব্রাহ্মণহস্তে দিবে। পরে অৰ্ঘ্যপাত্র বামহস্তে লইয়া দক্ষিণহস্তে আচ্ছাদনপূর্বক “ও যা দিব্যা” ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া ত্রিপত্র গ্রহণ করত “ও বসুসত্যৌ বিধেদেবা এষোহৰ্ষৌ বাং নমঃ” বলিয়া ব্রাহ্মণহস্তে অৰ্ঘ্য প্রদান করিবে।

তৎপর মাতৃপক্ষাদিতে প্রত্যেকে কৃতাজলিপূর্বক “ও অচ্ছিন্নমিদমৰ্ঘ্য-পাত্রমন্ত” বলিবে, পুরোহিত সৰ্বত্র “ও অস্ত” এই প্রতিবাক্য বলিবেন। পরে পূর্ববৎ ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্রাদি দান করিয়া প্রথমত মাতৃ-অৰ্ঘ্য পাত্র বামহস্তে লইয়া দক্ষিণহস্তে আচ্ছাদন করত “ও যা দিব্যা” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্বক “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রো নান্দীমুখি মাতরমুকি দেবি এষোহৰ্ষৌ বাং নমঃ” বলিয়া অৰ্ঘ্য প্রদান করিবে। তৎপর সংস্রব জলসহ পাত্র পূর্বস্থানে স্থাপন করিবে। এই ক্রমে পিতামহী ও প্রপিতামহীর অৰ্ঘ্যদান করিবে।

পিতৃপক্ষে,—পূর্ববৎ পবিত্রাদি প্রদান করিয়া পূর্বক্রমে অৰ্ঘ্যপাত্র গ্রহণ করত “বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশৰ্মন্ এষোহৰ্ষৌ বাং নমঃ” বলিয়া ব্রাহ্মণহস্তে অৰ্ঘ্যপ্রদান করিবে। পরে সংস্রব জলসহিত পাত্র পূর্বস্থানে স্থাপন করিবে। এই ক্রমে পিতামহ, প্রপিতামহ এবং মাতামহাদিত্রয়ের অৰ্ঘ্য ব্রাহ্মণহস্তে প্রদান করিয়া সংস্রবজল সহিত পাত্র পূর্বস্থানে স্থাপন করিবে।

অনন্তর সমস্ত সংস্রব জল মাতার অৰ্ঘ্যপাত্রে স্থাপন করিয়া প্রপিতামহী-পাত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত “ও নান্দীমুখেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি” বলিয়া কণ্ঠায় বামে স্থাপন করিবে।

পরে দৈবে গন্ধাদিদান করিবে। সন্মেন পুষ্পযজোপবীতাবৃত ধূপদীপ যুক্ত বস্ত্রযুগ্ম গ্রহণ করিয়া “ও বসুসত্যৌ বিধেদেবা এতানি গন্ধপুষ্পধূপদীপ-যজোপবীতবাসাংসি বাং নমঃ” বলিয়া বস্ত্রাদি উৎসর্গ করত “ও এষ বাং গন্ধঃ” এই ক্রমে সমস্ত দ্রব্য দর্শন করাইবে। পরে কৃতাজলি হইয়া “ও গন্ধাদিদান-মিদ মচ্ছিন্নমন্ত” ইহা বলিবে, পুরোহিত “ও অস্ত” ইহা বলিবেন।

তৎপর মাতৃপক্ষে—পূৰ্ণোক্তরূপে বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া “বিষ্ণুরোম্ অমুক-  
গোত্রে নান্দীমুখি মাতঃ অমুকি দেবি অমুকগোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি অমুকি  
দেবি অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকি দেবি এতানি ইত্যাদি ।”  
তৎপর পূর্ববৎ সমস্ত ত্রব্য দর্শন করাইয়া পূর্ববৎ অহিদ্ধ করিবে ।

পিতৃপক্ষে,—“বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্মন ইত্যাদি”  
পূর্ববৎ কাৰ্য্য করিবে ।

মাতামহপক্ষে,—পিতৃপক্ষক্রমে মাতামহাদিত্যয়ের নামোল্লেখ করত  
গন্ধাদি দান করিবে ।

তৎপর দৈবে কৃতাজলি হইয়া “ও ভোজনপাত্রমহং পাতয়িষ্যে” বলিবে,  
পুরোহিত “ও পাতয়” এই প্রতিবচন বলিবেন ।

অনন্তর মাতৃপক্ষাদিক্রমে “ও ভোজনপাত্রমহং পাতয়িষ্যে” বলিবে, পুরো-  
হিত সর্গজ “ও পাতয়” বলিবেন, তৎপর সর্গজ পাত্র পাঠিত করিয়া অগ্নি-  
করণহোম ( ৫০৭ পৃ ২৬ পং দেখ ) করিয়া দৈবাদিক্রমে “ও পৃথিবী তে পাত্রং”  
ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পাত্রাবগদন করিবে ।

তৎপর দৈবাদি ক্রমে, সমস্ত প্রকার অন্নাদি পরিবেশন করিয়া মজলপাত্র  
একপাশ্বে স্থাপন করিবে । \*

প্রথমত দৈবপাত্র ধারণ করিয়া, “ও এতৎ সর্গং হবিঃ প্রীতিঞ্চো হব্যো  
রক্শস্ব” বলিয়া অগ্নে জলের অভ্যক্ষণ প্রদান করত “ও ইদং বিদুঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে  
অগ্নে অঙ্গুষ্ঠস্পর্শ করিয়া “ও অপহৃত্য” ইত্যাদি মন্ত্রে অন্নোপরি ঘব বিকীর্ণ করত  
ত্র্যক্ষণম্বকে জলগণ্ডূষ প্রদান করিয়া গায়ত্রী পাঠ করিবে । তৎপর “ও মধু, ও  
মধু ও মধু” ইহা জপ করিয়া অমন্তুক অগ্নে মধু প্রদান \* করত বামহস্তে অন্নপাত্র  
ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কৃণববতুলসী যুক্ত জগ লইয়া “ও বসুসত্যৌ বিপ্রদেবো  
ইমে আমে অগ্নে নোপকরণে সযবোদকে বাঃ নমঃ” বলিয়া উৎসর্গ করত  
“ও ইমে আমে অগ্নে নোপকরণে সোদকে ইমে হবিষী” বলিয়া প্রত্যেক  
ত্রব্য দর্শন করাইবে । পরে “মধু মধু” জপ করিয়া অগ্নে মধুপ্রদান করিয়া  
“ও যথাস্থং বাগ্‌ভতৌ অদেতাং” ইত্যাদি ব্রাহ্মণে একগণ্ডূষ জল দিবে ।

তৎপর মাতৃপক্ষে পাত্র পাতণ করিয়া “ও এতৎ সর্গং হবিঃ প্রীতিঞ্চো কবাং

\* মধুদধি মন্ত্ৰস্তা শির্কশন ভূতিমিচ্ছতি । গায়ত্র্যনন্তরং সোহত্র মধু বসুবিবজ্জিতঃ । ইতি  
কাণ্ডায়নঃ ।

রক্ষা” ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য করিয়া বামহস্তে পাত্র ধারণ করত “বিষ্ণুরোম্  
অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকি দেবি, অমুকগোত্রে নান্দীমুখি পিতামহি  
অমুকি দেবি, অমুকগোত্রে নান্দীমুখি প্রপিতামহি অমুকি দেবি ইমে আমে  
অমে সোপকরণে সধবোদকে বাৎ নমঃ” বলিয়া উৎসর্গ করত দৈববৎ  
সমস্ত দ্রব্য দর্শন করাইবে এবং দৈবক্রমে অমে মধু ও ব্রাহ্মণে জল দিবে।

পিতৃপক্ষে, —দৈববৎ সমস্ত কার্য্য করিয়া অন্নধারণ করত “বিষ্ণুরোম্  
অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্শন্ অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতামহ  
অমুকদেবশর্শন্ অমুকগোত্র নান্দীমুখ প্রপিতামহ অমুকদেবশর্শন্ ইমে আমে  
ইত্যাদি” বলিয়া উৎসর্গ করত প্রত্যেক দ্রব্য দর্শন করাইয়া অমে মধু ও  
ব্রাহ্মণে জল দিবে।

পিতামহপক্ষে;—পিতৃপক্ষক্রমে সমস্ত কার্য্য করিয়া মাতামহাদিজন্মের  
নাম উল্লেখ করত উৎসর্গ করিয়া প্রত্যেক দ্রব্য দর্শন করাইয়া অমে মধু ও  
ব্রাহ্মণে জল দিবে।

পরে বৈবাদি ক্রমে কৃতাজলি হইয়া “ও আমানদানমধুদানকর্ষাচ্ছিন্নমস্ত”  
বলিবে, ব্রাহ্মণ “ও অস্ত” ইহা বলিবে। পরে “ও নপ্তব্যাদা” ইত্যাদি  
পাঠ ( ৪২৭ পৃ ২: পং দেখ ) করিবে। \* পরে অগ্নিদ্ব্যাপিও প্রদান ( ৪২৮ পৃ  
দেখ ) করিবে।

তৎপরে দৈবে ব্রাহ্মণহস্তে একটু জল দিয়া “ও কচিৎ” এই প্রশ্ন করিবে,  
ব্রাহ্মণ “ও স্বকচিৎ” বলিবে। মাতৃপক্ষাদি ক্রমে “ও সম্পন্নঃ” বলিবে, পুরোহিত  
“ও সুসম্পন্নঃ” বলিবে। অম্বস্তর “ও শেবমন্নমপ্যন্তি” ইহা বলিবে, ব্রাহ্মণ “ও  
ইষ্টোভ্যো যথাস্বপং বিনিম্যতাঃ” বলিবে। কেহ কেহ দৈবে “স্বদিতং” এবং  
মাতৃপক্ষাদিতে “তৃপ্যং হু” এইরূপ বলিয়া থাকেন কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। ( ১ )

তৎপরে উক্তরস্বতী হইয়া পিণ্ডস্থান করিয়া উত্তরাগ্রকুশোপরি দৈবতীর্থৈ  
পিণ্ডস্থান করিবে (২)। “ও নিহসি” ইত্যাদি মতে মাতা, মাতামহী ও প্রমাতাম-

\* ম ট কিকিঙ্কপের দ্ব কদাচিৎ পিণ্ডস্থানঃ ৩২ : অন্যত্র বা কপঃ কানঃ নোন্নয়নাদিকঃ  
৩৩ : ॥ ইতি কাত্যায়নঃ ।

(১) পক্ষে যদি তিনভোজ্য পোষ্ট বাচ্য হয় তখন ১। সম্পন্নমিত্যুত্তরে দৈবে কচিৎসি-  
তাপি ॥ ইতি মতঃ ।

(২) দধাক্বেতঃ সমনয়ঃ প্রাকৃষ্ণ ইন্দ্রকোষপিতা । দেবতীর্থেন বৈ পিণ্ডঃ সধ্যাৎ  
বাহেন বা পুনঃ ॥ ইতি নিয়ুপুত্রপং ।

হীর তিনটী মণ্ডল করিয়া তাহার পূৰ্বদিকে পিতাপ্রভৃতি ও মাতামহাদির ছয়টী মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। তৎপরে সমূল কুশপত্র দ্বয় দ্বারা “ও অপরহতা” ইত্যাদি এবং “ও নিহম্মি” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রত্যেক মণ্ডল মধ্যে উত্তরাগ্র রেখাযয় পাত করিবে। পরে রেখা অভ্যাক্ষণ করিয়া বামে নীচী ধারণ করত পিণ্ডস্থান উৎসর্গ করিবে।

মাতৃপক্ষে;—“বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রো নান্দীমুখি মাতরমুকি দেবি এতদবনে-  
নিক্ তুভ্যং নমঃ” বলিয়া উৎসর্গ করিবে। এই ক্রমে পিতামহী ও প্রপিতামহীর  
পিণ্ডস্থানও উৎসর্গ করিবে।

পিতৃপক্ষে;—“বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রো নান্দীমুখি পিতরমুকদেবশর্মন্ এতদব-  
নেনিক্ তুভ্যং নমঃ” বলিয়া স্থান উৎসর্গ করিবে। এইক্রমে পিতামহ ও  
প্রপিতামহের পিণ্ডস্থানও উৎসর্গ করিবে।

মাতামহপক্ষে;—পিতৃপক্ষ ক্রমে মাতামহাদিজন্যের নাম উল্লেখ করত  
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্রমে স্থান উৎসর্গ করিবে।

তৎপরে মণ্ডলোপরি সমূল কুশ আস্থত করিয়া “ও আশ্বস্ত নো নান্দীমুখাঃ  
পিতরঃ সৌম্যাসঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে আস্থত কুশোপরি দ্বয় বিকীর্ণ করিয়া দধি মধু  
ও যবমিশ্রিত বিব্রপ্রমাণ নয়টী পিণ্ড প্রস্তুত করিবে। তৎপরে “মধু মধু” ইহা জপ  
করত ত্রিপত্র সহিত একটি পিণ্ড দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ পূৰ্ব্বক বাম হস্তে জল লইয়া  
“ও অমুকগোত্রো নান্দীমুখি মাতরমুকি দেবি এতৎপিণ্ডং সযবোদকং তুভ্যং নমঃ”  
বলিয়া প্রথমাস্থত কুশমূলে প্রদান করিবে। এই ক্রমে পিতামহী ও প্রপিতামহী  
নাম উল্লেখ আস্থত কুশের মধ্য ও অগ্রভাগে দুইটী পিণ্ড প্রদান করিবে।

পিতৃপক্ষে;—পূৰ্ব্ববৎ পিণ্ড গ্রহণ করিয়া “ও অমুকগোত্রো নান্দীমুখি পিতর-  
মুকদেবশর্মন্ এতৎপিণ্ডং সযবোদকং তুভ্যং নমঃ” বলিয়া আস্থত কুশমূলে দিবে।  
পরে পিতামহ ও প্রপিতামহের নাম উল্লেখ করিয়া দুইটী পিণ্ড কুশের মধ্য ও  
অগ্রভাগে প্রদান করিবে।

অতঃপরে প্রত্যেক পিণ্ডের সমীপে পিণ্ডশেষ অন্ন প্রদান করিয়া  
কুশদ্বারা “ও অত্র লেপভূজো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়তাং” বলিয়া প্রপিতামহী  
পিণ্ডে হস্তলেপ প্রদান করিয়া কৃতাজলি ইহা “ও অত্র নান্দীমুখাঃ পিতরো  
মাদরশ্বং যথাভাগমাবুদায়শ্বং” ইহা পাঠ করত উত্তরমুখী হইয়া বাস নিরুদ্ধ করত  
“ও বসস্তায় নমস্তত্যং” ইত্যাদি মন্ত্র (৩০০ পৃ ১৭৭ দেখ) পাঠ করিয়া “ও অমী  
মদন্তো নান্দীমুখাঃ পিতরো যথাভাগমাবুদায়শ্বং” বলিয়া বাস ত্যাগ করিবে।

তৎপর পিণ্ডপাত্র প্রকালন করিয়া তজ্জলধারা প্রত্যেক পিণ্ডের উপর প্রত্যবনেজন প্রদান করিবে। যথা,—“ও অমুকগোত্র নান্দীমুখি মাতরমুকি দেবি এতদ্বানেজনং তুভ্যং নমঃ।” এই ক্রমে পিতামহী ও প্রপিতামহীর নাম উল্লেখ করিয়া প্রত্যবনেজন প্রদান করিবে।

পিতৃপক্ষে,—“ও অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্দ্বন্ এতদ্বানেজনং তুভ্যং নমঃ।” এই ক্রমে পিতামহ, প্রপিতামহ এবং মাতামহাদিভ্যের নাম উল্লেখ করিয়া প্রত্যবনেজন দিবে।

অতঃপর নীচী ত্যাগ করিয়া পিণ্ডোপরি ষড়ঙ্গলি মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা, “ও নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ শুভায় নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরুস্তপসে, নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো রনায় নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো যজ্ঞীং নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো ঘোরায় মনাবে পৃষ্ঠৈ নান্দীমুখাঃ পিতরো নমো বঃ।”

অনন্তর নূতন বা পুরাতন শুক্লবস্ত্র দশাভব সূতা গ্রহণ করিয়া “ও এতদ্বো নান্দীমুখাঃ পিতরো বাসঃ” বলিয়া প্রত্যেক পিণ্ডের উপর প্রদান করিয়া উৎসর্গ করিবে। যথা,—“ও অমুকগোত্র নান্দীমুখি মাতরমুকি দেবি এতদ্বাসন্তভ্যং নমঃ।” এই ক্রমে পিতামহী ও প্রপিতামহীর সম্বোধনান্ত নামাদি উল্লেখ করিয়া বাসসূত্র উৎসর্গ করিয়া দিবে।

পিতৃপক্ষে,—“ও অমুকগোত্র নান্দীমুখ পিতরমুকদেবশর্দ্বন্ এতদ্বাসন্তভ্যং নমঃ” বলিয়া উৎসর্গ করিবে। এই ক্রমে পিতামহ, প্রপিতামহ ও মাতামহাদিভ্যের ও নামাদি উল্লেখ করিয়া বাসসূত্র উৎসর্গ করিবে।

তৎপর “ও উর্জঃ বহস্তীরমৃতং স্তুতং শিখঃ কীলালঃ পরিশ্রুতং পুষ্ট্য স্থ তর্পয়ত মে নান্দীমুখান পিতৃন্।” এই মন্ত্র পড়িয়া সমস্ত পিণ্ডের উপর জলধারা প্রদান করিবে। পরে তুষ্ণীং গন্ধপুষ্প দ্বারা পিণ্ডের পূজা করিয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণে এক গণ্ডুষ জল প্রদান করিয়া কৃতাজলি হইয়া “ও পিণ্ডং সম্পন্নং” এই ব্রাহ্ম প্রতিব্রাহ্মণ-সমীপে জিজ্ঞাসা করিবে। পরে পুরোহিত “ও সম্পন্নং” বলিলে পিণ্ড আত্মাণ করিয়া পাত্রান্তরে স্থাপন করিবে।

তৎপর পিণ্ডস্থানে “ও সূমুপ্রোক্ষিতমন্ত” বলিয়া জল দিবে। পরে হৈবাদি ক্রমে ব্রাহ্মণহস্তে “ও শিবা আপঃ সন্ত” বলিয়া জল “ও সৌম্যনস্য মন্ত” বলিয়া পুষ্প এবং “ও অক্ষতকারিষ্টকান্ত” বলিয়া পুষ্প ও আলোচাউল দিবে। পুরোহিত “সন্ত” এবং “অন্ত” এই প্রতিবচন বলিবেন। দৈবে একবার ও স্বাক্ষরাদিতে তিন তিন বার দিবে।



পরে আবার পিণ্ডস্থানে “ও উর্জঃ বহন্তীঃ সূতাঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে উর্জধারা প্রদান করিয়া স্নাত্তকৃতপাত্র উত্তোলন করত সেই জল মন্তকে দিয়া দক্ষিণা করিবে ।

মাতৃপক্ষে,—দক্ষিণা দ্রব্য অর্চনা করিয়া “অদ্যোত্যাদি অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ষণঃ শুভামুককর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখ্য মা তুরমুকীদেব্যাঃ ইত্যাদি—কৃতৈতৎ অভ্যুদয়িকশ্রীকৃষ্ণঃ প্রতিহার্থং দক্ষিণামিদং ইত্যাদি।” বলিয়া দক্ষিণা করিবে ।

পরে ব্রাহ্মণ হস্তে “তয়া দক্ষিণা শ্রীকৃষ্ণমিদং সদক্ষিণমন্ত্ৰ” বলিয়া আবার জল দিবে ।

পিতৃপক্ষে,—“অদ্যোত্যাদি—অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখ্য পিতুরমুকদেবশর্ষণঃ ইত্যাদি।” বলিয়া ( ৪৪৩পৃ দেখ ) দক্ষিণা করত পূর্ববৎ ব্রাহ্মণহস্তে পুনর্বার জল দিবে ।

এই ক্রমে মাতামহপক্ষে ও দৈবে দক্ষিণা ( ৪৪৩পৃ দেখ ) প্রদান করিবে । পরে “ও বিশ্বদেবঃ প্রীয়হাঃ” বলিয়া দৈবব্রাহ্মণহস্তে জল প্রদান করিবে । পরে দৈবাদি ক্রমে “ও দেবতাভ্যঃ” ইত্যাদি মন্ত্র ( ৪৪২পৃ ১৪ পং দেখ ) পাঠ করিবে । তৎপর “ও বাজে বাজে” ইত্যাদি মন্ত্র ( ৪৩২ পৃ ১৩ পং দেখ ) পড়িয়া কুশমূল দ্বারা পিত্রাদি ব্রাহ্মণঃ পরে দেব-ব্রাহ্মণ বিসর্জন করিবে । পরে “ও অভিরম্যতাং ক্ষমস্ব” বলিয়া আসন সঞ্চালন করিয়া “ও আ মা বাজনা” ইত্যাদি মন্ত্র ( ৪৩২ পৃ ১৬পং দেখ ) পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণহস্তে সপুষ্প প্রদান করত প্রথমত পিতৃ ব্রাহ্মণ পরে দেবব্রাহ্মণকে প্রণাম করিবে । অতঃপর “ও ভবতাং কৃতার্থীকৃতঃ” ইহা বলিবে । পুরোহিত “ও কৃতার্থো ভব” ইহা বলিবেন ।

অতঃপর পিণ্ড সমাপণ করিয়া নিমিত্ত উল্লৈখ পূজক মাত্রাদির নাম করত অঙ্কিতাবধারণ করিবে । পরে বৈষ্ণব্য প্রশমন করিয়া শান্তি আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে ।

### চন্দনধেনু দান বিধি ।

সামবেদীবেৎ সকল কায্য করিবে, কেবল ধেনুপুচ্ছগলিত সড়িল জল দ্বারা নিম্ন লিখিত ঋগ্বেদ তর্পণ করিবে । এতদ্ব্যতীত সমস্তই সামবেদীয় ন্যায় ।



তর্পণ মন্ত্র যথা,—“অমুকগোত্রে প্রেতে অমুক দেবি ত্ পাঠেভক্তে সতিগ-  
ধেনুপুচ্ছগলিভোদকং নমঃ।”

### আদৈত্যকোদিত্তে শ্রাদ্ধপ্রয়োগ।

পূর্বদিন কোর কার্যাদি নির্বাহ করিয়া পর দিন সূর্যোদয়ানন্তর অব-  
গাহন স্নানান্তে আচমন করত হরিন্মরণ করিবে। পরে মক্ষাদি সমাপন করিয়া  
দক্ষিণাতিমুখী হইয়া দর্ভাসনে উপবেশন করত প্রদীপ প্রজ্জালিত করিয়া  
বাল্পুক্য ও যজ্ঞেত্বের পূজা করত ভূবায়ী পূজা বা তন্মূল্য প্রদান  
(সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ দেখ) করিবে।

অতঃপর দক্ষিণাতিমুখ প্রাচীনাবীতী ও পাতিত বামজানু হইয়া তিলাকীর্ণ  
দক্ষিণাষ্ট্রক দর্ভযুক্তাসনে কুশময় ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া সামবেদীয় আদৈ-  
কোদিত্তে শ্রাদ্ধমুহুরে আসন ছত্র পাছুকা জল দীপ ও শয্যা প্রভৃতি দান করিয়া  
কুশজিহ্ন জল গ্রহণ করত “বিষ্ণুরোম্ অদ্যোত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য  
অমুকদেবশর্ষণেহশোচান্তাং দ্বিতীয়েহহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুক-  
দেবশর্ষণ আদৈত্যকোদিত্তে শ্রাদ্ধং কর্ত্বং কুশময়ব্রাহ্মণমহং নিমন্ত্যে।” বলিয়া  
নিমন্ত্ৰণ করিবে। পরে পুরোহিত “ও নিমন্ত্ৰণপ্রসন্নোহহ্নি” এই বলিবেন।

অনন্তর কৃতাজলি হইয়া “ও অক্রোধনৈঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া “ও  
স্বাগতং ভবতাং” এই প্রশ্ন করিবে, পরে পুরোহিত “ও সুস্বাগতং” ইহা বলিলে,  
ব্রাহ্মণে পুনর্বার পান্য প্রদান করিয়া আসন ধারণ করত “ও সিদ্ধমিদমাসন-  
ব্রাহ্মণ্যতাং” ইহা বলিবে, পুরোহিত “ও আস্যতাং” বলিবেন। তৎপর ব্রাহ্মণে  
একগণ্ড জল প্রদান করিয়া কৃতাজলি হইয়া “ও দেবতাতাঃ” ইত্যাদি  
মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে।

পরে আসন ধারণ করিয়া গাঙ্গতী পাঠ করত ব্রাহ্মণে জলগণ্ড দিয়া  
তুলসীপত্রসহ মোটক গ্রহণ করিয়া অনুজ্ঞা করিবে। যথা -

“অদ্যোত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ষণেহশোচান্তাং দ্বিতীয়ে-  
হহ্নি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ষণ আদৈত্যকোদিত্তে শ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্ম-  
ণেহং করিষ্যে” বলিয়া অনুজ্ঞা লইলে পুরোহিত “ও কুশম” এই কথা  
বলিবেন।

অতঃপর সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধক্রমে যাবতীয় কার্য সম্পন্ন করিবে; কেবল  
পিতৃপদস্থানে প্রোতপদ উল্লেখ করিতে হইবে।

### মাসিক শ্রীক বিধি ।

ইহার পদ্ধতি ঠিক সাংবৎসরিক একোদ্বিষ্ট প্রার্থের স্থায় । কেবলমাত্র ষাক্যাদিতে পিতৃপদস্থানে প্রেতপদ এবং “একোদ্বিষ্টবিধিক সাংবৎসরিক-শ্রীক” স্থলে “প্রথমমাসিকৈকোদ্বিষ্টশ্রীক” বলিবে, এইরূপ “দ্বিতীয়মাসিকৈকোদ্বিষ্টশ্রীক” তৃতীয় মাসিক, চতুর্থমাসিক ইত্যাদি ক্রমে বলিবে । মন্ত্রাদিতে পিতৃপদস্থলে প্রেত শব্দ উচ্চারিত হইবে, কিন্তু “দেবতাত্যঃ পিতৃভ্যশ্চ” মধুবাত্তা প্রত্যয়তে, অামা বাজস্য” ইত্যাদি মন্ত্রহ পিতৃপদস্থলে প্রেতশব্দ উচ্চারিত হইবে না এবং প্রেতশ্রীকে “ও শাতারো নোভিবর্জিতাঃ” এই আশীর্বাদ শ্লোক প্রার্থনা মন্ত্রটি পাঠ করিবে না ।

যজুর্বৈদীয় শ্রীক প্রকরণ সমাপ্ত ।

## ঋগ্বেদীয় শ্রীক প্রকরণ ।

### পার্বণ শ্রীক প্রয়োগঃ ।

তত্র পূর্বাধিনে নিরানিষেকভক্তঃ স্বকর্তব্যানিশ্চয়ে তদ্বিহিতোহপি ততঃ পর-  
দিনে কৃতদেবপূজাক্রিয়ো দক্ষিণপ্লবনে দক্ষিণাভিমুখীভূয় কৃতপাদশৌচো দর্ভহস্তঃ  
প্রাঙ্গুথ উদজুথো বা দ্বিরাচম্য পাবণাদিহুতুং ত্যক্ত্বা দর্ভাসনে উপবিষ্ট  
তিসতৈলেন দীপং প্রজ্জালাৎভাজ্যোৎসর্গং কুর্ধ্যৎ ॥ ততঃ “ও বাস্তপুরুষায় নমঃ  
ইতি বাস্তপুরুষঃ সম্পূজ্য ও তদ্বিকোরিতি বিষ্ণুং সূত্বা যজ্ঞেধ্বরং সম্পূজ্য  
শ্রীদ্বীয়াগ্রভাগং তন্মৈ দত্তা পরকীয়ভূমৌ চেৎ তংসামিনে মূল্যং অথবা  
পিতৃরীত্যা ইদমন্নং এতৎ ভূস্বামিপিতৃভ্যঃ স্বধেতি দদ্যাৎ । ততঃ সর্কং  
দৈবকৃত্যং উত্তরামুখঃ পাতিতদক্ষিণজাহ্নুকপবীতী কুর্ধ্যৎ । সর্কঞ্চ পিতৃকৃত্যং  
দক্ষিণামুখঃ শ্রীচীনাবীতী পাতিতবামজাহ্নুক কুর্ধ্যৎ । দৈবে প্রাঙ্গুথঃ দ্বিভর্তৃকৃত-  
যবেদকপ্রোক্ষিতমাসনম্ । পৈত্রে দক্ষিণাগ্রৈকদর্ভযুক্ততিলোদকপ্রোক্ষিতকাসন-  
ধ্বরং দক্ষিণদিশ্চ পূকজ্যা প্রণবোক্তারণপূর্বকং সার্কদ্বিতয়বেটনযুক্তোদ্ধৃকেশশূল  
পকাত্তমনিশ্চিতং ব্রাহ্মণবটুত্রয়ম্ । দৈবে পশ্চিমাগ্রভেদে প্রাঙ্গুথম্ । এবং মাতা-  
নংসম্বন্ধিনম্ । দৈবে পিতৃমাতামহাসনেযু নিধায় দৈবে জলগণ্ডুষং দত্ত্বা ও  
অন্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষেহমমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্ত পিতৃরমুকদেবশর্মাণোহ-

মুকগোত্রস্য পিতামহস্যামুকদেবশৰ্মণঃ অমুকগোত্রস্ত্র প্রপিতামহস্যামুকদেব-  
 শৰ্মণোহমুকগোত্রস্ত্র মাতামহস্যামুকদেবশৰ্মণোহমুকগোত্রস্ত্র প্রমাতামহস্ত্র  
 অমুকদেবশৰ্মণোহমুকগোত্রস্ত্র বৃদ্ধপ্রমাতামহস্যামুকদেবশৰ্মণঃ পার্শ্বগণশ্রাদ্ধে কর্তব্যে  
 পুরোরবোমাত্রবসোৰ্কিষেবাং দেবানাং পার্শ্বগণশ্রাদ্ধং দৰ্ভময়ব্রাহ্মণেহহং করিষ্যে  
 ইতি পৃচ্ছেৎ । ও কুরুষেতি প্রতিবচনম্ । পরেত্তরপার্শ্বগণবিধিনা শ্রাদ্ধমিত্যেবাং  
 বোধ্যম্ । ততো দক্ষিণামুখঃ পাতিতবামজাহুঃ প্রাচীনাবীতী । ও অদ্যোত্যাদি  
 অমুকগোত্রস্ত্র পিতৃরমুকদেবশৰ্মণঃ এবং পিতামহস্য প্রপিতামহস্যামুকদেবশৰ্মণো-  
 হমুকনিমিত্তপার্শ্বগণশ্রাদ্ধং দৰ্ভময়ব্রাহ্মণেহহং করিষ্যে । ইতি পৃচ্ছেৎ । ও কুরুষেতি  
 প্রতিবচনম্ । ততো মাতামহাদিপক্ষে । ও অদ্যোত্যাদি অমুকগোত্রস্ত্র মাতামহস্য  
 অমুকদেবশৰ্মণঃ এবং প্রমাতামহবৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুকদেবশৰ্মণোহমুকনিমিত্ত-  
 কপার্শ্বগণশ্রাদ্ধং দৰ্ভময়ব্রাহ্মণেহহং করিষ্যে । ইতি পৃচ্ছেৎ । ও কুরুষেতি  
 প্রতিবচনম্ । তত উপবীতী সশ্রবণব্যাকৃতিকান্ গায়ত্রীং জপেৎ । ও দেবতাভ্যঃ  
 পিতৃভ্যশ্চ মহাবোগিত্য এব চ । নমঃ স্বধাতৈঃ স্বাহাতৈঃ নিত্যমেব নমো  
 নমঃ । ইতি ত্রিঃ পঠেৎ । ততঃ পুণ্ডরীকাকং সূত্রা মুচ্ছলেন শ্রাদ্ধীয়দ্রব্যপ্রোক্ষণং  
 ব্রহ্মাৰ্থমুদকপাত্রমেকদেপে স্থাপয়েৎ । ততঃ প্রাচীনাবীতী তিলহস্তঃ ও  
 অনুরা রক্ষাসি পিশাচাঃ প্রেক্ষয়ন্তী পৃথিবীমহু । অত্রাত্রেতা গচ্ছন্ত  
 বৈত্রেয়াং গতঃ মনঃ । ইতি সৰ্বত্র তিলান্ বিকীৰ্য্য । ও অসুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ ইমাং  
 পর্য্যটতে মহীং । অনুরাণাং বধার্থায় ভূমৌ সংস্থাপিতো ময়া । অনাদিনিধনজ্ঞান-  
 নিত্যানন্দো জনার্দনঃ । ময়ত্র শ্রাদ্ধে কর্তব্যো সন্নিধীভব কেশব । ও রক্ষসমসি  
 ইতি পঠেৎ । তত উত্তরামুখঃ দৈবব্রাহ্মণে জলগন্তুং দত্ত্বা ও পুরোরবোমাত্রবসৌ  
 বিশ্বদেবা ইদং বো দৰ্ভাসনং স্বাহা । ইতি ঋজুদৰ্ভাসনং যবোদকং দেবব্রাহ্মণ-  
 দক্ষিণপার্শ্বে দদ্যাৎ । তত আপো দত্ত্বা সর্কোপচারেণু আদ্যন্তরোদ্রাপো দত্ত্বাৎ ।  
 অধাত্তাক্ষিতায়াং ভুবি উদগগ্রান্ কুশানাত্তীৰ্য্য তেহু শুশ্লিলং পাত্রমাসাদ্য  
 উত্তানীকৃত্য তন্মিন্ ও পবিত্রে হো বৈষ্ণবো ইত্যনেনানথচ্ছিন্নম্ । ও  
 বিষ্ণুৰ্ধনমা পুতে স্ব ইত্যনেন প্রোক্ষিতঃ পবিত্রং বিতৃশ্যাপ আসিচ্য ও শর্দ্রো  
 দেবীরতিষ্ঠে ইত্যনেন শ্রাপিত্বা ও যবোসি ধান্যরাজোসি বাকণো মধুসংযুতঃ ।  
 নিগোদঃ সৰ্ব্বপাপানাং পবিত্রমৃষিভিঃ স্তুতম্ । ইত্যনেন যবান্ বিকীৰ্য্য  
 তুক্ষীং গন্ধপুষ্পে চ দত্ত্বা ও দেবপাত্রং সম্পন্নং স্তুতসম্পন্নমিতি ব্রাক্ষণেনোক্তে  
 যবান্ গৃহীত্বা ও বিশ্বান্ দেবানাবাহিষ্যে । ও আবাহয়েত্যহুজাতঃ । ও  
 বিশ্বদেবাস আগত শৃণুতাম্ ইমঃ হবঃ এমঃ বহিনিধীদত্ত । ও বিশ্বদেবা

শৃণুতেমং হবমিত্যাदि । ওঁ ওষধঃ সমবদন্তঃ সোমেন সহ রাজ্ঞা যশ্মৈ কৃণোতি  
 ব্রাহ্মণস্য রাজন্ পারয়ামসীতি কৃতাজ্জলিকপেৎ । ততঃ ওঁ বিশ্বায়াং দক্ষ-  
 কন্যায়াং জাতা যশ্মা মহাঅনঃ । বিশ্বদেবা ইতি খ্যাতা দেবপৰ্ণা মহাবলাঃ ।  
 শক্রেণ সহযোদ্ধুণাং বিজ্ঞেতারশ্চ রক্ষসাম্ । যম্মামশ্বরণাদেব প্রজবন্ত্যশুরাঃ  
 কৃণাৎ । বাণবাণাসনধরা বিভূজাঃ খেতবাসসঃ । কেশরিনঃ কুণ্ডলিনঃ  
 কিরীটকটকাবিতাঃ । শৌৰ্য্যাসৌন্দৰ্য্যসংযুক্তা দিব্যভ্রগমুলেপনাঃ । ইন্দ্রমাতু-  
 চরাঃ সৰ্কে গোষ্ঠারজ্জিদিবস্যা তে । ইতি বিশ্বান্ দেবান্ খ্যাত্বা ওঁ আগচ্ছত্ব  
 মহাভাগা বিশ্বদেবা বরপ্রদাঃ । যে চাত্ত্র বিহিতাঃ শ্রীকৃষ্ণে সাবধানা ভবন্ত তে ।  
 ইত্যুপস্থায় জলান্তরং পুষ্পান্তরঞ্চ দক্ষ্য পুষ্পান্তরেণ ওঁ শিরঃস্পৃহতি সৰ্ক-  
 গাক্ষেভ্যো নমঃ । ইতি সম্পূজ্য স্বাহা অৰ্ঘ্যা ইতি অৰ্ঘ্যং সন্ধৃশ্ণিবৈদ্য  
 অন্যাপো দক্ষা বামহস্তে অৰ্ঘ্যপাত্রমাদায় দক্ষিণহস্তেনাচ্ছাদ্য ওঁ পুরোরবো-  
 মাদ্রবসৌ বিশ্বদেবা ইদং বোধৰ্ঘ্যং স্বাহা ইতি দক্ষা ওঁ যা দিব্যা আপঃ  
 পৃথিবী সংবভূৰুর্হা অন্তরীক্ষা উত পার্থিবীৰ্য্যা হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞীয়াস্তা ন আপঃ  
 শিবা সংশ্যোনা সুহবা ভবন্ত । ইতি পঠেৎ । ততো গন্ধাদীনাদায় ওঁ  
 পুরোরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বদেবা এতানি বো গন্ধপুষ্পপদীপাচ্ছাদনানি স্বাহা ।  
 ইত্যুৎসৃজ্য এষ বো গন্ধঃ ঐতৰ্ঘ্যঃ পুষ্পং এষ বো ধূপঃ এষ বো দীপঃ এতৰ্ঘ্যঃ  
 আচ্ছাদনম্ ইত্যনেন প্রত্যেকং গন্ধাদীনি প্রতিপাদয়েৎ । ততঃ ওঁ বিশ্ব-  
 দেবাচ্চনং সম্পূৰ্ণং জাতমিতি পুচ্ছেৎ । ওঁ সম্পূৰ্ণং জাতমিতি প্রতিবচনম্ ।  
 ওঁ পিতৃর্জননমহং করিষ্যে । ওঁ কুরুবেতানুজাতঃ । ততঃ পিতৃর্জননং কুর্যাৎ ।  
 দক্ষিণাযুগং পাতিতবামজাহ্নুঃ প্রাচীনাবীণী ব্রাহ্মণে জলং দত্ত্বা ওঁ অমুকগোত্র  
 পিতৃমুকদেবশৰ্ম্মন্ এবং পিতৃমহং প্রপিতামহামুকদেবশৰ্ম্মন্নিদন্তে দৰ্ভাসনং  
 স্বধা নমঃ । ইত্যাসনমুৎসৃজ্য তিলোলকেন মোটকং পিতৃব্রাহ্মণবামপার্শ্বে  
 দদ্যাৎ । ততো মাতামহপক্ষে জলং দত্ত্বা ওঁ অমুকগোত্র মাতামহামুকদেব-  
 শৰ্ম্মন্ এবং প্রমাতামহব্রহ্মপ্রমাতামহামুকদেবশৰ্ম্মন্নিদন্তে দৰ্ভাসনং স্বধা নমঃ  
 মোটকং তিলোলকেন ব্রাহ্মণবামপার্শ্বে দদ্যাৎ । ততঃ পিতৃপক্ষে ব্রাহ্মণাগ্রে  
 প্রোক্ষিতায়াং ভূবি দক্ষিণাগ্রান্ দৰ্ভানাস্তীৰ্ঘা এবং মাতামহপক্ষেহপি দৰ্ভানা-  
 স্তীৰ্ঘা তেষু ত্রীণ্যৰ্ঘ্যপাত্রাণি মাতামহপক্ষেহপি ন্যায়িলানি ত্রীণি পাত্রাণি  
 উত্তানীকৃত্য ওঁ পবিত্রে হো বৈষ্ণবো ইত্যনেনানখচ্ছিন্নং ওঁ বিষ্ণুর্জনন  
 পূতে হ ইত্যনেন প্রোক্ষিতং পবিত্রমেকৈকশ্মিন্ পাত্রে একৈকং বিন্যস্য পাত্রেবু  
 ভূমীমাসিত্য ওঁ শরণে দেবীরভিষ্টয়ে আপো ভবন্ত পীতয়ে শংযোয়তিভবন্ত

নঃ । ইতি সৰুপমমন্ত্ৰ্য্য ঔ তিলোনি সৌমদৈবভ্যো গোযথো দেবনির্জিতঃ ।  
 ঐত্মমন্ত্ৰিঃ পুতঃ স্বধা পিতৃন্ লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বধা নমঃ । ইতি পিতৃ-  
 পাত্রে মন্ত্ৰায়ন্তেষু তিলান্ দধা গন্ধাদীন চ নিক্ষিপ্ত্বা ঔ পিতৃপাত্ৰং সম্পন্ন  
 ইত্যভিমুখ্য তিলহস্তঃ ঔ পিতৃনাবাহরিস্যে ইতি পৃচ্ছেৎ । ঔ আবাহয় ইত্যমু-  
 জাতঃ । ঔ উবন্ত্ৰেতি তিলান্ বিকীৰ্য্য ঔ আয়াস্ত নঃ পিতর ইত্যাদি  
 পঠিত্বা ঔ শুক্রাবরাঃ শুক্রগন্ধাঃ শুক্রবজ্রোপবীতিনঃ । আত্মনোহভিমুখাদীন  
 জ্ঞানমুদ্রা নিরায়ুধা ইতি বস্তুকরাদিত্যরূপতয়া ধ্যায়ী ঔ স্বধাৰ্য্য ইতি পবিত্ৰং  
 নিবেদ্য অন্যান্যো দধা অৰ্য্যমানার ও অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশৰ্ম্ম-  
 দন্তেহৰ্য্যং স্বধা নমঃ । ইত্যাহুজ্য ব্রাহ্মণে দধা ওঁ যা দিবা ইত্যহুমন্ত্ৰ্য্য  
 সংশ্রবসহিতং পাত্ৰং তথৈব স্থাপয়েৎ । এবং প্রত্যেকং জলং স্পৃষ্ট্বা পিতা-  
 মহাদিপকভ্যোহৰ্য্যং দধা ঔ যা দিবা ইতি প্রত্যেকমহুমন্ত্ৰ্য্য সংশ্রবসহিতং  
 পাত্ৰাণি যথাস্থানং সংস্থাপ্য যথাক্রমে পিতৃপাত্রে পিতামহাদিপকপাত্ৰসংশ্রব-  
 জলং গৃহীত্বা পিতৃপাত্ৰং প্রপিতামহপাত্রে নিধায় কর্তুর্কামপাৰ্শ্বে সমু-  
 দভৌপরি ঔ পিতৃভ্যঃ স্থানমর্নতি সংস্থাপ্য হুঃ জং ব. কুর্ঘ্যাৎ । অমুকগোত্র  
 পিতরমুকদেবশৰ্ম্মং এবং পিতামহং প্রপিতামহামুকামুকদেবশৰ্ম্মম্নেতানি তে গন্ধপুষ্প-  
 ধূপদীপাচ্ছাদনানি স্বধা নমঃ । ইত্যাহুজ্য এষ তে গন্ধঃ এতত্তে পুষ্পং  
 এষ তে ধূপঃ এষ তে দীপঃ এতত্তে আচ্ছাদনম্ ইতি নিবেদয়েৎ । এবং  
 মাতামহাদিত্যো গন্ধাদি দদ্যাৎ । ততঃ ঔ পিতৃভ্যঃ সম্পূৰ্ণং জাতমিতি পৃচ্ছেৎ  
 ঔ সম্পূৰ্ণং জাতমিতি প্রতিবচনম্ । ততো ঘৃতাক্তময়মানার ঔ অগ্নৌ করিস্যে  
 ইতি পৃচ্ছেৎ । কুৰ্ব্ব ইতি প্রতিবচনম্ । বিপ্রপার্বৌ জলে বা । ঔ সৌমায়  
 পিতৃমতে স্বধা নমঃ । ঔ অগ্নয়ে কবাবাহনায় স্বধা নমঃ । ইত্যাহুতিষয়ং কু-  
 র্যাৎ । স্বাহাস্তমন্ত্রপক্ষে উপবীতী অগ্নির্ভূকগ্ আহুতিষয়ং জুহুয়াৎ । বৃত্তিকার-  
 মন্তে নান্দীমুখ এব স্বাহাস্তমন্ত্রাত্ম্যং হোম ইতি । ততো ব্রাহ্মণস্যমুখস্থকুশাদি-  
 কমপনীয় দৈবে ঐশানীমারভ্য প্রাগগ্রয়ং দেথয়া দক্ষিণাবর্তেন চতুষ্কোণ-  
 মণ্ডলং কৃদ্য পিত্রে নৈঋতিমারভ্য দক্ষিণাগ্রয়াং দেথয়া বামাবর্তেন বৃত্তমণ্ডলং  
 কৃদ্য গোময়েনোপলিপ্য দৈবে সদবশালীকর্তান্ ন্যস্ত তদুপরি সৌবর্ণং পাত্ৰং  
 অশ্রুদ্বা অনিন্দ্যং পাত্ৰং নিধায় পিত্রে মণ্ডলোপরি সলিলদলিলান্ দর্ভান্ ন্যস্য  
 তদুপরি রজতাদিপাত্ৰং নিধায় আজ্যোনোপস্তীৰ্য্য ধৈবাদিকমেণাদ্বাদিকং দধা  
 পাত্ৰান্তরিতহস্তাভ্যাং পশ্চী স্বয়ং ৭ পরিবেশয়েৎ । উপকরণক পাত্ৰান্তরে  
 কবী কুমৌ সংস্থাপয়েৎ । নৈঋতহস্তেন কেন্দ্রহস্তাভ্যাং বা পরিবেশয়েৎ ।

নৈকব্যঞ্জনবৎ । ততোহন্যোপরি হৃতশেষঃ দদ্বা পিণ্ডার্থং কিঞ্চিদৃ স্থাপয়েৎ ।  
 ততো দৈবে উপবীতী অহুতানহুতাত্যাং পাত্রং ধৃষ্বা ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং  
 ভোঃ পিধানং ব্রাহ্মণস্য মুখে অমৃতে অমৃতং জুহোমি ব্রাহ্মণানাং বিদ্যাবতাং  
 প্রাণাপানদ্রোজুহোম্যুক্তিতমসি নমৈষাং ক্ষেষ্ঠা অমৃতাসুগিন্ লোকে । ইত্যন্তি-  
 মন্ত্র্য পিণ্ডে উত্তানহুতাত্যাং পাত্রং ধৃষ্বা ওঁ পৃথিবী তে পাত্রমিত্যাदि মন্ত্রং পঠেৎ ।  
 এবং মাতামহপক্ষেহপি । ততো দৈবে উপবীতী ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রে ত্রেখা  
 নিবধে পদং সমুচমস্য পাংগুলে । ইতি ব্রাহ্মণপাণ্যহুতমন্ত্রে নিবেশ্য ওঁ  
 বিষ্ণো হব্যং রক্ষস্ব ইত্যভ্যক্ষ্য তুণ্ডীং ধবান্ বিকীৰ্য্য সযবোদককুশপত্র-  
 ত্রয়মাদায় ওঁ পুরোরবোমাদ্রবসো বিশ্বদেবা ইদং বোহন্ন স্বাহা ॥  
 ইত্যুৎসৃজেৎ । ততঃ পিত্রে প্রাচীনাবীতী দক্ষিণামুখঃ । ওঁ ইদং বিষ্ণুরিতি  
 পাণ্যহুতমন্ত্রে নিবেশ্য ওঁ বিষ্ণো কব্যং রক্ষস্ব ইতি অভ্যক্ষ্য ওঁ অপহতা-  
 সুরা রক্ষাসি বেদীবদ ইমি তিলান্ বিকীৰ্য্য বামহস্তেনান্নপাত্রং ধৃষ্বা ওঁ  
 অমুকগোজ পিতরমুকদেবশর্শ্বন্ এবং পিতামহপ্রপিতামহামুকদেবশর্শ্বন্নিত্তে-  
 হন্নং সোপকরণং সজলং স্বধা নমঃ । ইত্যুৎসৃজেৎ । এবং মাতামহপক্ষেহপি ।  
 ততঃ প্রত্যেকং জলং দদ্বা অন্নে মধুসর্পিরাসিচ্য গায়ত্রীং ত্রিঃ সকৃদ্বা ওঁ মধু-  
 বাতেতি পঠিত্বা মধু মধ্বিতি অপেৎ । ওঁ অন্নহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ  
 যত্তবেৎ তৎ সর্কর্মহিহ্নমন্ত্র । ততঃ প্রত্যেকং পাঠয়েৎ তদ্বথা,—সপ্রণব-  
 ব্যাক্তিকং গায়ত্রীং । ওঁ অক্ষন্নমী মদন্ত হবপ্রিয়া অধ্বত অস্তোযত স্বতা-  
 নবো বিপ্রানবিষ্টয়া মতীয়ো যন্নিত্ত তে হরি । মধুবাতেতি মধু মধ্বিতি চ । ওঁ  
 যজ্ঞেখরো হব্য ইত্যাদি । ওঁ যোগীশ্বরমিত্যাঙ্গি যাজ্বল্যোক্তলোকত্রয়ং । ওঁ  
 তদ্বিকোরিত্যাदि । ওঁ দুর্যোধনো মহ্যময় ইত্যাদি । ওঁ যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়  
 ইত্যাদি । ওঁ সপ্তব্যাধা দশার্ণেযু ইত্যাদি । ওঁ ঈশানবিষ্ণুকমলাসনকার্ত্তি-  
 কেশবচ্ছিন্নমূর্করজনীশধনেশ্বরায়াম্ । ক্রৌঞ্চমিরেন্দ্রকলশোক্তবকাস্ত্রপানাং পাদা-  
 রম্যামি সততং পিতৃ মুক্তিহেতুন্ । ওঁ মধুবাতেতি ত্র্যচম্ । ওঁ অক্ষন্নমীতি  
 পঠেৎ । ততো দেবব্রাহ্মণে জলং দদ্বা প্রাচীনাবীতী পাতিতবামজাহ্নুঃ ওঁ  
 তৃণ্ডাঃ স্ব ইতি পৃচ্ছেৎ । ওঁ তৃণ্ডাঃ স্ব ইত্যহুজাতঃ । ওঁ শেষময়ং ক দেবমিতি  
 পৃচ্ছেৎ । ইষ্টেভ্যো দীপ্যতামিত্যহুজাতঃ । ওঁ সম্পন্নমিতি পৃচ্ছেৎ । ওঁ  
 সুসম্পন্নমিতি তৈকজ্ঞে তদা ব্রাহ্মং সমাপ্যোত্তরে ইষ্টৈঃ সহ ভূষীত ততো  
 ব্রাহ্মণেভ্য উত্তরাপোশানং দদ্যাৎ । তত আচায়েষু তেবনাচায়েষু বা পিণ্ডান্  
 দদ্যাৎ । ভুক্তশেষাং সর্কর্মবিধমন্নমুক্ত্যাহুতশিঠেন সহ একত্রীকৃত্য পিণ্ডার্থং

অভূততঃ বিকিরণার্থক স্বৰ্গ পৃথক্ স্থাপয়েৎ । অথ পিণ্ডানাম্ ।—ওঁ পিণ্ড-  
 দানমহং করিস্যে ওঁ কুরুঃসত্যমুজ্জাতঃ উপবীতী প্রাণুথঃ প্রণবাস্তভ্যঃ  
 সবাহুতিকং গায়ত্রীঃ । ওঁ দেবতাভ্য ইতি ত্রির্জুপিষা প্রাচীনাবীতী দক্ষিণা-  
 মুখঃ পাতিতবামজানুঃ ব্রাহ্মণাত্তিকে পিণ্ডহানম্পকৃত্য দৰ্ভমূলেণ ওঁ অপ-  
 হতেতি মস্ত্রেণ পিতৃব্রাহ্মণসম্মুখে দক্ষিণাগ্রামেকাং রেখাং উল্লিখ্য এবং  
 মাতামহসম্মুখেইপি রেখে অভিন্নভ্রাক্য তয়োৰূপরি দক্ষিণাগ্রান্ হস্তপ্রমাণান্  
 দৰ্ভানাত্তীৰ্য্য সতিলজলপুষ্পং গৃহীত্বা বামহস্তাধারকদক্ষিণহস্তেন পিতৃরেখা-  
 ত্তীর্ণকুশমূলেষু ওঁ শুক্লভ্যঃ পিতরঃ । কুশমধ্যে ওঁ শুক্লভ্যঃ পিতামহাঃ ।  
 কুশাগ্রে ওঁ শুক্লভ্যঃ প্রপিতামহাঃ । ইতি দত্ত্বা এবং দ্বিতীয়রেখাস্থকুশমূলেষু  
 ওঁ শুক্লভ্যঃ মাতামহা ইত্যাদি । ইতি সতিলপুষ্পং দদ্যাৎ । ততঃ পূৰ্ণস্থাপিতা-  
 য়েন ওঁ অক্ষরমীতি পঠিত্বা ওঁ মধুবাতেতি পিণ্ডান্ নির্মায় মন্ত্রপাঠস্ত ন  
 সূত্রকারসম্মতং শায়নাচার্য্যেণ লিখিতং মধ্বভিষারিতান্ কৃত্বা একং পিণ্ডং  
 দক্ষিণহস্তেনাদার সতিলজলাবিতং ভগ্নকুশপত্রদ্বয়েণ ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুক-  
 দেবশৰ্ম্ময়েষ তে পিণ্ডো যে চাত্র ভা মম তেভ্যশ্চ স্বধা নমঃ । ইতি বামহস্তা-  
 ধারকদক্ষিণহস্তেন প্রথমাত্তীর্ণকুশমূলেষু ত্রিলাঘুসিক্তে দেশে দদ্যাৎ । ততঃ  
 প্রত্যেকং জলস্পর্শপূৰ্ণকং পিতামহাদিব্রহ্মপ্রমাতামহাত্মনাং পঞ্চপিণ্ডান্  
 দদ্যাৎ । হস্তলেপঞ্চ পিতৃপক্ষাত্তীর্ণকুশমূলেণ । ওঁ লেপভুক্তঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তা-  
 মিতি করং নিঘূষ্য হস্তং প্রক্ষাল্যাচম্য হরিং স্মৃত্বা ওঁ পিতরো মানয়ধ্বং যথা-  
 ভাগ মানুবাযধ্বম্ ইতি জপেৎ । ততো বামাবর্তেনোদয়ুগীভূয় যথাক্তি  
 প্রাণান্ সংযম্য প্রত্যাহতা সৰ্গগ্ৰন্থং পিতৃন ভাস্করমূৰ্ত্তিকান্ তুষ্ঠান্ ধ্যান্ ওঁ  
 বসন্তায় নমস্তভ্যমিত্যাदि পঠিত্বা বড়ুৎকৃত্ত্বয়ম্বৃত্য ওঁ অমী মদন্তঃ পিতরো  
 যথাভাগমানুবাযিবত ইতি জপন্ স্বাসং মুকেৎ ॥ ততঃ পিণ্ডশেষমাদ্ভ্যায় হস্তে  
 প্রক্ষাল্যাচম্য পূৰ্ণবৎ শুক্লভ্যঃ পিতর ইতি পিণ্ডোপরি সতিলজলং দত্ত্বা এবং  
 ক্রমেণ পিতামহাদিব্রহ্মপ্রমাতামহাত্মনাং পঞ্চপিণ্ডোপরি মস্ত্রে উহেন সতিলজলং  
 দদ্যাৎ । ততো নীৰীং বিশংসা দ্বিরাচম্য ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশৰ্ম্ময়-  
 ভ্যজ্জ ইতি পিণ্ডোপরি দ্বুতং ত্রিলতৈলদ্বা দত্ত্বাৎ । এবং পিতামহাদিপঞ্চ-  
 পিণ্ডোপরি দত্ত্বাৎ । ততঃ ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশৰ্ম্ময়ভ্যজ্জ ইতি  
 পিণ্ডোপরি অজ্ঞনং দত্ত্বা এবং মাতামহাদিপক্ষানাং পিণ্ডোপরি দদ্যাৎ । ততো  
 নবমনবং বা শুক্লবস্ত্রদণ্ডাভবং বামহস্তাদক্ষিণহস্তে গৃহীত্বা ওঁ এতদ্বঃ পিতরো  
 বাণো মানভোহিহন্তং পিতরো গুণ্ধং তিতি পঠিত্বা ওঁ অমুকগোত্র পিতরমুক-

দেবশৰ্ম্ময়েতত্তে বাসঃ স্বধা নমঃ । ইত্যুৎসৃজ্য পিণ্ডোপরি দদ্যাৎ এবং  
 পিতামহাদি পঞ্চপিণ্ডোপরি দদ্যাৎ । ততঃ পিণ্ডেষু গন্ধাদিনা পুষ্পয়েৎ । ততঃ  
 কৃত্যঞ্জলিঃ—ও নমো বঃ পিতর ঈশে নমো বঃ পিতর উর্জ্জে নমো বঃ  
 পিতরঃ শুভায় নমো বঃ পিতরো ঘোরায নমো বঃ পিতরো জীবায় নমো বঃ  
 পিতরো রসায় স্বধা বঃ পিতরো নমো বঃ এতা যুগ্মকং পিতর ইমা অস্মাকং  
 জীবাবো জীবন্ত ইহ সন্ত শ্রাম । ও মনোব্রাহ্মণমহেনা রাগাংসেন সোমেন  
 পিতৃণাক্ষমস্তুভিঃ । ও আতী এতমনঃ পুনঃ কৃত্যেদক্ষায় জীবসে জ্যোক্ত  
 সৃধ্যং দৃশে । ও পুনর্নঃ পিতরো মনো দদ্যতু দৈবাক্ষনো জীবং ব্রাতং সচে-  
 মহি । ইতি তিস্তুভিঃ পিণ্ডেষু পুষ্পায় ও উর্জ্জং বহন্তীতি পঠিত্বা পিণ্ডেষু জলধারাং  
 দদমৎ ইদন্ত শায়নাচার্য্যলিখিতশৌনকব্যাখ্যানুসারেণ লিখিতং, ন তু হুত্বাকার-  
 দিসম্মতম্ । ততঃ ও পরেত নঃ পিতরঃ সৌম্যাসো গন্তীরেভিঃ পথিভিঃ  
 পূর্বেণেত্রিক্ষা অভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িক নঃ সর্গবীরং নিযচ্ছত । ইতি পিণ্ডান্  
 চালয়িত্বা পিণ্ডান্ প্রবাহয়েৎ । ততঃ পিণ্ডান্ গোক্ষবিপ্রৈস্তো দদ্যাদয়ো জলে বা  
 ক্ষিপেৎ । ততো ব্রাহ্মণমাচামেৎ । ততো বিকিরদানং ব্রাহ্মণগ্রতঃ প্রোক্ষিতায়াং  
 দক্ষিণাগ্রান্ কুশানাস্তীৰ্যা নতিবজ্রেন তান্ প্রোক্ষ্য পূৰ্ণস্থাপিতমগ্নং জল-  
 প্লাবিতং গৃহীত্বা ও যে অগ্নিদক্ষা যে অনগ্নিদক্ষা মধ্যে দিবঃ স্বধয়া মাদন্তো  
 তেভিঃ স্বধা লস্বনীতিমেভাং যথাবস্তুং তস্তুং কল্পয়স্ব । ইত্যগ্নং ভুবি বিকীৰ্য্য  
 ও যেহগ্নিদক্ষাঃ কুলে জাতা নাগ্নিদক্ষাঃ কুলে মম । ভূমৌ দন্তেন তৃপ্যন্ত  
 তৃপ্তা যান্ত পরাং গতিম্ । ও যেধাং ন মাতা ন পিতা ন বহুনৈবান-  
 সিদ্ধিন্তথায়মস্তু তত্তপ্তয়ে অগ্নং ভুবি দন্তমেভং, প্রযান্ত লোকায় সুধায় তস্তুং  
 ইতি সতিলজ্জলং দদ্যাৎ । পরিশিষ্টকারসম্মতোহয়ং মন্ত্রঃ শায়নাচার্য্যস্ত ও  
 অগ্নিদক্ষেতি মন্ত্রো ন লিখিতঃ । ততো হস্তং অক্ষালাচম্য হরিং স্মৃত্বা  
 প্রাচীনাবীতী ও স্মৃশ্বপ্রোক্ষিতমস্ত্রিতি ব্রাহ্মণগ্রভূমিমাংসি ততো দৈবপূৰ্ণকং  
 প্রত্যেকং জলং ও শিবা আপঃ সন্ত্রিতি ব্রাহ্মণে দদ্যাৎ । ও সন্ত্রিতি প্রতি-  
 বচনং । ও সৌমনস্তমস্ত্রিতি পুষ্পম্ । অস্ত্রিতি প্রতিবচনং । ও অক্ষতকারিষ্টকাস্ত  
 ইত্যক্ষতং অস্ত্রিতি প্রতিবচনম্ । ততস্ত্রিলাভ্যমুৎকল্লং গৃহীত্বা ও অদ্যেত্যাদি  
 অমুকগোত্রস্ত পিতুরমুকদেবশৰ্ম্মণো দত্তমিদমগ্নপানাদিকমক্ষ্যমস্ত ইতি  
 দদ্যাৎ । অস্ত্রিতি প্রতিবচনম্ । এবং পিতামহাদিপঞ্চভ্য ইতি দদ্যাৎ ।  
 ও অঘোরাঃ পিতরঃ সন্ত । সন্ত্রিতি প্রতিবচনম্ । ও গোত্রম্ বর্দ্ধতাং  
 বর্দ্ধতামিহুতরম্ । শ্রাজীকরণপক্ষে শ্রাজীকৃতপাত্রমুত্তানীকৃত্য ভজলং স্পৃষ্ট্বা



ব্রাহ্মণেভ্যস্তাম্রাদি দত্তা উপবীতী পিতৃপূর্বকং দক্ষিণাং দদ্যাৎ । অদ্যেভ্যাদি  
 অমুকগোত্রস্ত পিতৃমুকদেবশর্ষণোহমুকগোত্রস্ত পিতামহস্তামুকদেবশর্ষণো-  
 হমুকগোত্রস্ত প্রপিতামহস্তামুকদেবশর্ষণঃ কৃতৈতদমুকনিমিত্তকপার্ষণশ্রাদ্ধ-  
 কর্ষণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণাং রজতম্ভাং বিষ্ণুদৈবতং ব্রাহ্মণায়াহং দদামি ।  
 এবং মাতামহাদিগক্ষেহপি । ততঃ উত্তরাভিমুখঃ অদ্যেভ্যাদি অমুকগোত্রস্ত  
 পিতৃমুকদেবশর্ষণ ইত্যাদি বুদ্ধপ্রমাতামহপর্যন্তং ঐ পুরোরবোমাত্রবণো-  
 র্বিষেবাং দেবানাং কৃতৈতৎ অমুকনিমিত্তকপার্ষণশ্রাদ্ধকর্ষণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণাং  
 কাকনমূল্যমিত্যাদি । ইতি দক্ষিণাং দদ্যাৎ ততঃ প্রিয়োক্তিভিত্তান্ পরিতোষ্য  
 শ্রাদ্ধমিদং সম্পূর্ণং জাতমিতি পৃচ্ছেৎ । সম্পূর্ণং জাতমিতি "ব্রাহ্মণৈরুত্তে  
 ততঃ পবিত্রসংহিতান্ দর্ভান্ পিণ্ডস্থানে আস্তীর্ঘ্য ঐ স্বধাং বাচয়িষ্যে ইতি  
 প্রার্থয়েৎ । বাচ্যতামিতি প্রতিবচনম্ । ঐ পিতৃভ্যাঃ স্বধোচ্যতাং এবং  
 বুদ্ধপ্রপিতামহপর্যন্তং স্বধাং বাচয়িত্বা ব্রাহ্মণমুখাপয়েৎ । তেহপি স্বধেতি  
 ক্রবন্ত উত্তীতঃ ঐ বিস্মেদেবাঃ প্রীতস্তামিতি দৈবে বাচয়েৎ । প্রীতস্তামিত্যুক্ত্য  
 দৈবব্রাহ্মণাবুত্তীতাম্ । বাজে বাজে ইতি পঠিত্বা বিপ্রদেহহিতান্  
 পিতৃাদীন্ পিতৃপূর্বকং বিসর্জয়েৎ । ঐ আ মা বাজন্তেতি মন্ত্রেণ প্রদক্ষিণবারি-  
 ধারয়্য বেষ্টয়ন্ প্রণমেৎ । ততঃ কৃতাজলিং সূমনান্তম্ননা ভূত্বা দক্ষিণাং দিশং  
 পশ্চন্ পিতৃন্ যাচেৎ । ঐ দাতারো নোহতিবর্দ্ধন্তামিত্যাদিনা যাচেৎ । ততঃ  
 সপ্রববাজতিকং গায়ত্রীং দেবতাত্ম্য ইতি জপেৎ । শ্রাদ্ধায়স্বধাং ব্রাহ্মণে  
 দদ্যাদগৌ জলে বা কিপেৎ । ততো দক্ষিণপাণিনি দীপমাহ্বান্য হস্তৌ  
 প্রকাণ্যাচম্য এতৎ কর্ষ্যচ্ছিত্রমঙ্গিতি বদেৎ । অহিতি প্রতিবচনম্ ।  
 অদ্যেভ্যাদি কৃতৈতৎ শ্রাদ্ধবৈগুণ্যপ্রণমনকামো বিষ্ণুশ্রবণমহংকরিস্যে ইতি সঙ্কল্য  
 ঐ তদ্বিকোণিতি বিষ্ণুং স্মরেৎ ।

ইতি পার্শ্বশ্রাদ্ধপ্রয়োগঃ ॥

অথশৌচান্ত্বিতীয় দিন শ্রাদ্ধ প্রয়োগ ।

তত্র পূর্বদিনে কৌরাদিকং কৃত্বা পরদিনে স্বর্ঘ্যোদয়ানন্তরঃ স্নাত্বা ব্রাহ্মণঃ  
 শান্তিঃ কৃত্বা মদিল্যং দ্বতাহি স্পৃষ্ট্বা দ্বিরাচম্য দক্ষিণহস্তে ব্রাহ্মণান্ স্ততি  
 বাচয়িত্বা বৈগুণ্যং কৃত্বাজপ্রাশ্চিত্ত্যঃ কুর্য্যাৎ । ততঃ সঙ্ঘাতিং দেবপূজাতং  
 কৰ্ম্ম কৃত্বা যথাবল্লি দানাদিকং কৃত্বা দক্ষিণাভিমুখীভূয় কৃতপাদশৌচঃ দৰ্ভ-

হস্তঃ প্রাভুখো বা দ্বিরাচম্য উপলিঙ্ঘায়াং ভূমৌ মধ্যাহ্নে শ্রীকৃষ্ণপৰ্য্যায়শ্চেতস্র-  
কালে বা দৰ্ভাসনে চোপবিষ্ট তিলতৈলেন দীপং প্রজ্জাল্য ঐ বাস্তপুরুষায়  
নমঃ । ইতি বাস্তং সংপূজ্য ঐ তদ্বিকোরিত্তি বিষ্ণুং শ্রুত্বা যজ্ঞেশ্বরং সংপূজ্য  
প্রাক্কায়াগ্রভাগং তু্যৈ দত্ত্বা পরকীয়ভূমৌ চেৎ তদা ভূস্বামিনে মূল্যং দত্ত্বা  
অথবা পিতৃরীত্যা ইদমগ্রং ঐ এতভূস্বামিপিতৃভ্যাঃ স্বধা নমঃ । ইত্যাৎ-  
স্বজ্য দদ্যাৎ । ততো দক্ষিণামুখঃ পাতিতবামজাহ্নঃ প্রাচীনাবীতী সতিগজল-  
প্রোক্ষিতদক্ষিণাঐগ্রকদৰ্ভযুক্তসিনে দৰ্ভবটুং সংস্থাপ্য ব্রাহ্মণে জনগণ্ডুং  
দত্ত্বা ঐ অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মব্রিৎ ত্বামাসনমুপতিষ্ঠতাং ইত্যাৎ-  
স্বজ্য ঐ অত্রাসনে দেবরাজাত্যনুজ্ঞাতো বিশ্রাম্যতাং বিজবৰ্য্যানুগ্রহায় । প্রনাময়ে  
ত্বাসনং গুরু পুত্রং জ্ঞানাপ্নিপুত্রেণ করেণ বিপ্র । ইতি পঠেৎ । অমুকগোত্র প্রেতা-  
মুকদেবশর্ম্মব্রিৎ ত্বাং ছত্রমুপতিষ্ঠতামিতি দদ্যাৎ এবং উপানদম্বলং শয়নীয়ঞ্চ  
দত্ত্বাৎ । ততঃ ঐ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্যামুকদেবশর্ম্মণোহশৌচাত্মাদিতীয়েহিহি  
অমুকগোত্রস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ আদৈক্যোদিতীশাক্ষং দৰ্ভময়ব্রাহ্মণেহং করিষ্যে  
ইতি বদেৎ । ঐ কুরুষেতি প্রতিবচনং । ততঃ সপ্তবব্যাকৃতিকাং গায়ত্রীং ঐ  
দেবতাভ্য ইতি ত্রিঃ পঠেৎ । ততঃ পুণ্ডরীকাকং স্তব্ধা মূচ্ছলেন প্রাক্কায়া-  
দ্রব্যপ্রোক্ষণং কর্তব্যং রক্ষার্যমুদকপাত্রমেকদেশে স্থাপয়েৎ । ওঁ অঙ্কুষ্ঠমাজ্র-  
পুরুষ ইমাং পৰ্ব্বাটতে মহীং । অমুরাণাং বধার্থায়, ভূমৌ সংস্থাপিতো ময়া ।  
অনাদিনিধনজ্ঞাননিত্যানন্দজনাদিন । ময়াত্র শ্রীকৃষ্ণে কর্তব্যে সন্নিবীতব কেশব ।  
ঐ রক্ষোয়মসীতি পঠেৎ । ততঃ প্রেতাৰ্চনমহং করিষ্যে ইতি পৃচ্ছেৎ । ওঁ  
কুরুষেতি প্রতিবচনং কুৰ্য্যাক্ত । যথা ব্রাহ্মণে জনগণ্ডুং দত্ত্বা ঐ অমুকগোত্র  
প্রেতামুকদেবশর্ম্মব্রিৎ দৰ্ভাসনমুপতিষ্ঠতাং । ইতি মোটকসহিতং জলং ব্রাহ্মণ-  
বামপার্শ্বে দদ্যাৎ । ততো ব্রাহ্মণাগ্রভূমিমভূক্ষ্য দক্ষিণাগ্রকুশোপরি ন্যস্থিলাং  
পাত্রমুত্তানীকৃত্য পবিত্রমসি বৈষ্ণবীভ্যনেনানথচ্ছিন্নং ঐ বিষ্ণুর্মনসা পুতমসীতি  
প্রোক্ষিতঃ একদলং পবিত্রং তৎপাত্রে নিধায় ত্বক্ষীমসিচা ঐ শব্দো দেবীভ্যভিমম্ব্য  
ঐ তিলোসীভ্যনেন তুক্ষীং বা তিলান্ দত্ত্বা গন্ধাদীনী চ ক্ষিপ্ত্বা ঐ প্রেতপাত্রং  
সম্পন্নমিত্যভিমম্ব্য তুক্ষীং পবিত্রং দত্ত্বা অন্যাণো দত্ত্বা অৰ্ঘ্যাদায় ঐ অমুকগোত্র  
প্রেতামুকদেবশর্ম্মব্রিৎ ত্বাং অৰ্ঘ্যমুপতিষ্ঠতাং । ইত্যাৎস্বজ্য ব্রাহ্মণে দত্ত্বা তৎ-  
পাত্রং বামহস্ততলে সংস্থাপ্য দক্ষিণহস্তেনোচ্ছাচ্ছত্বা ঐ বা দিব্যা ইত্যনুমম্ব্য সংপ্র-  
সহিতং পাত্রং ঐ প্রেতায় স্তানমসি ইতি স্বধামে কুশোপরি স্তাজ্যং কুৰ্য্যাক্ত । ততঃ ঐ  
অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মব্রিৎতানি গন্ধপুষ্পধূপদীপ্যাহাদনানি স্থামুপতিষ্ঠতাং ।

ইত্যংস্বা এষ তে গন্ধঃ । এতন্তে পুষ্পঃ । এষ তে ধূপঃ । এষ তে দীপঃ ।  
 এতন্তে আচ্ছাদনং ইতি প্রত্যেকং নিবেদয়েৎ । ততঃ প্রোক্তানং সম্পূর্ণং  
 জ্ঞাতমিতি পৃচ্ছেৎ । ওঁ সম্পূর্ণং জ্ঞাতমিত্যাহুজাতঃ । শ্রাদ্ধীয়ান্নাদ্ব্যত্নাক্ষমন্নাদায়  
 ওঁ অমুকগোত্রায় প্রোতায়ামুকদেবশৰ্মণে স্বাহা । ইতি বিপ্রপাণৌ জলে বা  
 একাহতিং জুহুয়াৎ । ততো ব্রাহ্মণাঃ স্থিতকুশাদিকমপনীয় নৈৰ্দ্ধীতীমারভ্য  
 দক্ষিণাগ্রায়া জলরেখয়া বৃত্তমণ্ডলং কৃদ্বা তত্র সতিসসলিলান্ দৰ্ভান্ স্তম্য  
 তদুপরি ভোজনপাত্রং নিধায়াদিকং যথাসম্ভবং পাত্ৰান্তরিতহস্তাভ্যাং  
 পরিবেশয়েৎ । উপকরণঞ্চ পাত্ৰান্তরে কৃদ্বা ভূমৌ স্থাপয়েৎ এবং জলঞ্চ  
 পাত্ৰান্তরে দত্ত্বাৎ । পাত্ৰান্তরাসহে , ভোজনপাত্ৰোপরি দদ্যাৎ । ততো হত-  
 শেষং কিঞ্চিৎ অন্নোপরি দত্ত্বাৎ । অন্নস্তানহস্তাভ্যাং পাত্ৰং হৃদ্বা ওঁ পৃথিবী শ্ৰুত  
 পাত্ৰমিত্যাগত্য ইদং বিষ্ণুর্নিচক্রমে ইত্যনেনানথমক্ষুণ্ণং নিবেশ্য ওঁ বিক্ষো কব্যং  
 বক্ষস্বেত্যাক্ষ্য ওঁ অপহতেতি তিলান্ বিকীৰ্ণ্য ব্রাহ্মণে জলগণ্ডুষং দদ্বাম্  
 মধুসপিবী আসিত্য উপবীতী গায়ত্রীং ওঁ মধুবাতেতি মধু মধু মধ্বিতি চ । ওঁ  
 অন্নহীনং ক্রিয়াহীনমিতি জপ্ত্বা ওঁ ইদমন্নং ইমা আপঃ ইদং হবিঃ এতান্নাপকর-  
 গানি ইতি নিবেদ্য ওঁ ভগবান্ প্রাশংস্তু ইত্যাপোশানং দদ্বা ওঁ যথাসুখং জুয-  
 স্বেতি বদেৎ । ততো ভুক্তানে তপস্বিন্ শ্রাব্যং পঠেৎ । যথা সপ্রণবাং ব্যাহ-  
 তিকাং গায়ত্রীং ওঁ অক্ষন্নমীমদেষুতি ওঁ মধুবাতেতি ওঁ যজ্ঞেশ্বরা হব্যোতি ওঁ  
 যোগীশ্বরমিতি বাজবল্যলোকত্রয়ং ওঁ তদ্বিক্ষোয়িতি ওঁ জুহোধ্যনো মন্থাময়েতি  
 সপ্তব্যাদেতি ওঁ ঈশান বিষ্ণুকমলাসন ধ্বজেতি । ততঃ তপ্তং ক্ষাত্বা ওঁ মধুবাতেতি  
 ওঁ অক্ষন্নমীতি শ্রাবয়েৎ । ততঃ সম্পন্নমিতি পৃচ্ছেৎ । ওঁ সম্পন্নমিতি তেনোক্তে  
 সৰ্গস্বাং কিঞ্চিচ্ছৃত্য হতাবশিষ্টেন সহ একীকৃত্য পিণ্ডার্থং প্রভুততঃ  
 বিকিরণার্থং স্বল্পং পূৰ্বক্ স্থাপয়েৎ । ওঁ শেখমন্নং ক দেয়মিতি পৃচ্ছেৎ । ওঁ ইষ্টঃ  
 সহ ভুক্ত্যামিত্যাহুজাতঃ উত্তরাপোশানার্থং ব্রাহ্মণে জলগণ্ডুষং দদ্যাৎ ।

অথ পিণ্ডদানং । তত্র ঐ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে ইতি পৃচ্ছেৎ ওঁ কুৰ্ব্বেতি  
 অহুজাতঃ সপ্রণবব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং ওঁ দেবতাত্য ইতি ত্রিঃ পঠিষ্টা  
 দ্বিজাস্তে পিণ্ডস্থানুপন্যস্ত্য দৰ্ভমূলেন ওঁ অপহতেতানেন দক্ষিণাগ্রাং যথাসম্ভব্যা  
 তানিষ্টবৃত্তাক্য তদুপরি দক্ষিণাগ্রান্ দৰ্ভান্ আতীয়া হৃদ্বা তিলাধু দত্ত্বাৎ ।  
 বৃত্তিকারমতে ওঁ শুকতাং প্রোত ইত্যনেন । ততঃ পূৰ্ব্বস্থাপিতান্নেন ওঁ অক্ষন্নমী  
 মধুবাতেতি মন্ত্রাভ্যাং সুবৰ্ণমূলং ত্রিষোপমং পিণ্ডং নির্মায় মন্ত্রপাঠস্ত ন  
 সূত্রকারসম্মতঃ । বিণ্ডং তুয় কুশপত্রজয়সতিলজলসহিত বামাধারকক্ষিণং স্তেন

গৃহীতা ও অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মরিত্বাং পিণ্ডমুপতিষ্ঠতাং ইতি তিলামু-  
 সিক্তে দেশে দদ্যাৎ । ততো জলং স্পৃষ্ট্বা কৃতাজ্জলিঃ । ও অত্র প্রেত মাদয়স্ব  
 যথাভাগমাবুযায়েতি মন্ত্রেণ তুষ্ণীং বা পিণ্ডমমুমত্যা উদঙ্ মুখীভূয় যথাশক্তি  
 প্রাণান্ সংযম্য প্রেতং তুষ্ণং ভাস্করমূর্ক্তিকং ধ্যায়ন্ প্রত্যাহৃত্য ও বসত্যয়  
 নমস্ত্যামিতি পঠিষ্য ও অমীমদং প্রেত যথাভাগমাবুযায়েতি ইতি জপন্ স্বাসং  
 মুক্ষেৎ । ততঃ পিণ্ডশেষমাবুযাহন্তৌ প্রক্ষাল্যাচম্য ও অমুকগোত্র প্রেতামুক-  
 দেবশর্ম্মভাজ্জ ইতি পিণ্ডোপরি যুতং তিলতৈলং বা দদ্যাৎ । ও অমুকগোত্র  
 প্রেতামুকদেবশর্ম্মভাজ্জ ইত্যজ্ঞনং পিণ্ডোপরি দদ্যাৎ । ততো নবমনবং বা শুক্ল-  
 বস্ত্রদশাভবং যুজং গৃহীত্বা ও এতদ্বঃ প্রেতা বাসো মানতোহন্যং প্রেতা যুজং  
 ইতি পঠিষ্য ও অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্ম্মরিত্বাং বাস উপতিষ্ঠতাং ।  
 ইত্যুৎসম্য পিণ্ডোপরি দদ্যাৎ । ততো গন্ধাদিনা পিণ্ডং পূজয়েৎ । ততঃ  
 কৃতাজ্জলিঃ ও নমস্তে প্রেত ঈশে নমস্তে প্রেত উর্জ্জে নমস্তে প্রেত শুদ্রায়  
 নমস্তে প্রেত দোরায় নমস্তে প্রেত জীবায় নমস্তে প্রেত রসায় স্বধা  
 তে প্রেত নমস্তে প্রেত নমঃ । এতান্তব প্রেত ইমান্যাকং জীবা বো  
 জীবন্ত ইহ সন্তঃ স্তামঃ । ও মনেঃব্রাহ্মণমহে মারা সংদেন সৌমেন  
 প্রেতো মুক মনুভিঃ । ও অতএব মানঃ পুনঃ কৃতে দক্ষায় জীবয়সে হ্যোচ্ চ  
 স্বর্ঘ্যং দৃশে । ও পুনর্ন প্রেতো মানো দদাতু দৈবো জ্ঞানজীৱং ব্রতং সচেমহীতি  
 তিস্মৃতিঃ পিণ্ডমুপতিষ্ঠেৎ । ও উর্জ্জং বহন্তীতি মন্ত্রেণ পিণ্ডোপরি বারিকারাং  
 দদ্যাৎ । পিতরমিত্যত্র প্রেতং ইতি বদেৎ । ও পরেত ন প্রেত সৌম্য পত্নী-  
 য়েতিঃ পণিভিঃ পূর্বেণেতি দ্বিত্যস্ত্যং জবিলেহঁ তদ্রং রয়িক নঃ সর্ববীৱঃ  
 নিযচ্ছতঃ । ইত্যনেন পিণ্ডং চালয়েৎ । ততঃ পিণ্ডং গোহজবিপ্রেত্যো দদ্যা-  
 দয়ৌ জলে বা ক্ষিপেৎ । অথাত্ম্যক্ষিতায়াং ভূবি দৰ্ভানাতীৰ্য্য তান্ তিলজলেনা-  
 ভূক্ষ্য পূর্ব্বহাপিতপিণ্ডং জলপ্লাবিতং সতিলমোটকং গৃহীত্বা ও যেহ্নগ্নিদক্ষা  
 মধ্যে দিবঃ স্বধয়া মাদয়স্তু তেভিঃ স্বধাম সুনীতিমেতাং যথা বসং তনুং  
 কলয়স্ব । ইত্যনং ভূবি বিকীৰ্য্য ও যেহ্নগ্নিদক্ষাঃ কুলে জাতা নাগ্নিদক্ষাঃ কুলে  
 মম । ভূমৌ দন্তেন তৃপ্যন্ত তৃপ্য যান্ত পরাং গতিং । ও যেধাং ন মাতেতি মন্ত্রাভ্যায়  
 সতিলজলং দদ্যাৎ । ততো হন্তৌ প্রক্ষাল্যাচম্য হরিং স্বধা সুনুপ্রোক্ষিতমন্ত  
 ইতি ব্রাহ্মণাগ্রভূমি মাসিক্ষেৎ । ও অস্তিতি প্রতিবচনং । ও শিবা আপঃ সন্ত  
 ইতি জলং ও সন্তিতি প্রতিবচনং । ও সৌমনস্য মন্ত্ৰিতি পুঙ্খং ও অস্তিতি  
 প্রতিবচনং । ততস্তিনাজ্যমধুযুক্তজলং গ্রহীত্বা অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য

প্রোক্তামুকদেবশ্রুণো দত্তমিদমন্নপানাদিকমক্ষ্যমুপতিষ্ঠতাং । ইত্যামেন ব্রাহ্মণ-  
দক্ষিণহস্তে দদ্যাৎ । উপতিষ্ঠতামিতি প্রতিবচনং । অঘোরঃ প্রোতোহস্তিতি  
প্রতিবচনং । গোত্রম্নো বর্জতামিতি বদেৎ বর্জতামিতি প্রতিবচনং ততো জ্য-  
মুতানীকৃত্য বক্ষ্যমাণসমাপ্তিপৰ্য্যন্তং উপবীতী কুৰ্যাৎ । ব্রাহ্মণায় তাম্বূলাদিকং  
দত্ত্বা দক্ষিণাং কুৰ্যাৎ । অন্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য প্রোক্ত অমুকদেবশ্রুণোহ-  
শোচান্তাদ্বিতীয়েহি অমুকগোত্রস্ত প্রোক্ত অমুকদেবশ্রুণঃ কঠৈতদন্যৈকোদ্ধিষ্ট-  
শ্রাদ্ধকৰ্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠাৰ্থং দক্ষিণাং বজ্রতম্বুলাং যথাসম্ভবগোত্রনায়ে ব্রাহ্মণায়াং  
দদানীতি দক্ষিণাং দত্ত্বাৎ । ততঃ প্রিয়োক্তিভিব্রাহ্মণং পরিতোষ্য শ্রাদ্ধমিদং  
সংস্পৃশ্য জাতমিতি বদেৎ । জাতমিতি প্রতিবচনং । অভিরম্যতামিতি  
ব্রাহ্মণং বিসর্জয়েৎ । অভিরম্যত্ব ইত্যুক্ত্বা স উপতিষ্ঠেৎ । আ মা বাজন্তেতি  
বারিধারয়্য যেষ্টয়ন্ প্রণমেৎ । ততঃ কৃতাজ্জগিঃ ব্রাহ্মণহস্তে অক্ষতপুষ্পাণি  
দত্ত্বা ও দাতারো নোভিবর্জন্তাং ইত্যাদিকং পঠেৎ । ততো গাহব্রীঃ দেবতাভ্য-  
ইতি ত্রিঃ পঠেৎ । শ্রাদ্ধীয়দ্রব্যং ব্রাহ্মণে দদ্যাৎ জলে বা ক্ষিপেৎ । দক্ষিণ-  
পাণিনা দীপমাচ্ছাদ্য হস্তৌ প্রক্ষাল্যাচম্য অচ্ছিদাবধারণং কৃৎবা বিষ্ণুং স্মরেৎ ।  
ইতি আঠৈকোদ্ধিষ্টশ্রাদ্ধপ্রয়োগঃ এবমেব দ্বাদশমাসিকানি কুৰ্যাৎ ।

অথ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ প্রয়োগঃ ।

কৃতনিত্যক্রিয়ঃ কৰ্ত্তা প্রাযুথ উপবিশ্য তিলতৈলেন দীপং প্রক্ষাল্য শালগ্রামে  
বিষ্ণুং সংপূজ্য ও তৎসমিত্যুচ্চাৰ্য্য কুশপত্রত্রয়ং জলাদিপূরিততাত্রপাত্রমালায়  
অন্তেষ্ট্যাদি অমুকগোত্রামুকদেবশ্রুণোহমুককৰ্ম্মাভ্যুদয়ার্থং সগন্ধাধিপার্গোৰ্যাদি-  
ঘোড়শমাতৃকাপূজা বসুধারাসম্পাতিনাং স্যামহুং স্তুত্বজপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধানাহং  
করিষ্যে । ইত্যাচার্য্যং সংকল্পয়েৎ । স্বীয়কৰ্ত্তরি তু অমুকগোত্রান্তেষ্ট্যাহৌ প্রথমাস্তেন  
প্রয়োগঃ । ততঃ সপ্তযবপুঞ্জেনু গণপতিং গৌরীপদ্মাশচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া-  
জয়া দেবসেনা নদা স্বাহা শান্তি-পুষ্টি-বৃতি তুষ্টি আয়দেবতা কুলদেবতাঃ পূজ-  
য়েৎ । ও ভূভূবঃ স্বৰ্গপতে ইহাগচ্ছন্ত্যক্ত্বা পাত্ৰাদীন দত্ত্বাৎ । গৌৰ্যাদি-  
পূজনে তু গৌরি মাতরিহাগচ্ছন্ত্যাবাহ্য এতৎ পাত্ৰং ও গৌৰ্য্যে মাত্রে নমঃ এবং  
ক্রমেণ পূজয়িত্বা গৌরি মাতঃ ক্রমস্বেতি বিসর্জয়েৎ । ততো গোময়েনোপলিপ্ত-  
ভিস্তৌ প্রাযুথ উপবিশ্য ও আয়চ্ছতী ভূবিধারে পরমতী স্তুতে স্তুতং ॥ ১ ॥ ও  
সুচিব্রতে রাজস্বতী যতঃ ভূগনতঃ সৌদমী অপূপতঃ সিকিতং জম্বলুকতং ॥ ২ ॥  
ও কন্তা ইব বংকু মেঘাঃ অগ্ননানামচিচাকমীহি । যত্র সোমঃ জয়ন্তে তত্র

বজ্রোদ্বৃত্তা ধারা মধুমং প্রবত্তে ॥ ৩ ॥ ঔ স্তবতী ভুবনানামিত্যাদিঃ ৪ ॥ ঔ  
 শতধারা মুক্খীয়মাণং বিপশিতং বর্জ্যানং যোনিমদন্তং । পিত্রোৰুপশ্রিতং রোহসী  
 পিপ্তং সত্যবাচা ॥ ৫ ॥ ঔ শতধারং বায়ুসকং সর্ষিদং হুচক্ষুবন্তে হরিঃ । যেন  
 পুনন্তি পৃথচ্ছন্তি সঙ্গমেতে দক্ষিণাং স্বদ্বহসপ্তমাতরং ॥ ৬ ॥ ঔ বসোঃ পবিত্রমসি  
 শতধারং দেবতা সবিভা পুনাতু । বসোঃ পবিত্রমসি সহস্রধারং দেবতা সবিভা  
 পুনাতু বসোঃ পবিত্রেণ শতধারং স্রষ্টাকাম ধূজ্ঞ ॥ ৭ ॥ ইতি স্তোত্রেন সপ্তধারং  
 দত্তাং । ততঃ আয়ুয্যাহুস্তং জপেৎ । তদ্যথা,—ঔ আয়ুয্যং বর্জ্যং বায়ুস্পো-  
 যমৌদ্ভিদং । ইদং হিরণ্যং বর্জ্যজ্ঞেজ্যেয়াবি রেতাং ত্বমাং ॥ ১ ॥ উচ্চৈর্হাজি  
 পূতনাসাট সভাসাহং ধনজয়ং । সর্বাঃ সপ্রামঞ্চক্সো হিরণ্যোহস্মিন্ সমাহিতাঃ  
 ॥ ২ ॥ শুনমহং হিরণ্যে অপিতুর্হানে বজ্রগ্রভা । তেন মাং সূর্য্যাক্ষমকবং পুরয়  
 প্রিয়ং ॥ ৩ ॥ সম্রাজক নিজকাভিবিচয়া চ মে ক্রবা । লক্ষ্মীরাষ্ট্রস্ত যা মুখে  
 ভয়া মামিস্ত সংতাজ ॥ ৪ ॥ অগ্রে প্রজাতং পরিজগ্নিরণামমৃতং জজ্ঞে সুধি-  
 মর্ন্তেধু । যত্র কহেদগ ইদেনদ ইতি জরামৃত্যমর্ভবতি যো বিভক্তি ॥ ৫ ॥ যদেদ-  
 রাজা বরুণো যদা দেবী সরস্বতী । ইন্দ্রো যদ্বজ্রহা বেদ তস্মৈ বর্জস আয়ুষ্যে ।  
 তজ্জক্ষাসি ন পিশাচাশ্চরন্তি দেবানামোজঃ প্রথমং হেতং । যো বিভক্তি দাক্ষাণা  
 হিরণ্যং সন্দেহু কুণ্ডতে দীর্ঘমানুবে মন্ত্রযোবু কুণ্ডতে দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ৭ ॥ বদাবদন্দাক্ষায়  
 নাহিরণ্যং শতানীকায় স্তমসুধামানা । তস্মৈ আব্রামি শতে শারদায়ুস্থান্  
 জরদষ্টির্গথাসং ॥ ৮ ॥ যতাবদ্যুপ্ত মধুমসুবর্গং ধনজয়ং ধারয়িসু । ঋকসপ্তাদধ-  
 বাংশ্চক্লুং হসামহতে সৌভগায় ॥ ৯ ॥ প্রিয়ং মা কুরু দেবেবু প্রিয়ং রাজসু মা  
 কুরু । প্রিয়ং বিধেবু গোষ্ঠেষু মবি দেহি কচাফিটা ॥ ১০ ॥ অগ্নির্ঘোনাগ্নি বা  
 জতি সূর্যো যেন বিরাজতি । বিরাজে ন বিরাজতি তেনাস্মান্ ব্রাহ্মণস্পতে  
 বিরাজ সমিধং কুরু ॥ ১১ ॥

ততঃ আচম্য ঔ বাঈপুরুষায় নমঃ ইতি বাস্তং যজ্ঞধরক সংপূজা শ্রীকৃষ্ণা-  
 প্রভাং দক্ষা সর্ষদ উদয়ুধ উপবীতী পাতিত দক্ষিণজাহ্নুঃ কুশত্রয়েণ সযবোদকেন  
 কূর্য্যাং । পরভ্রমো তু এতদগ্নমেতং ভূম্যমিপিভূতাঃ স্বাহা ইতি দক্ষা দর্ভবটু-  
 মপবেশয়েৎ । তত্র ক্রমঃ । পশ্চিমে মাত্রাদীনীং তদুত্তরে পিত্রাদীনীং তদুত্তরে  
 মাক্ষামহানাং আসনানি প্রাগগ্রনর্ভদ্বয়যুক্তানি পরিক্রম্য দক্ষিণাধর্ভেন কর্ষ  
 কূর্য্যাং । ততো দৈবে জলগণ্ডুং দক্ষা অস্তেত্যাদি অমুকগোত্রামুকদেবশব্দ-  
 গোহমুককর্ষাভ্যাদ্যর্থং অমুকগোত্রায় নাক্ষীমুখ্যা স্নাতুয়কীদেব্যা অমুকগোত্রায়া  
 নাক্ষীমুখ্যাঃ পিতামহ্যা অঙ্কীদেব্যা অমুকগোত্রায় নাক্ষীমুখ্যাঃ প্রপিতামহ্যা

অমুকীদেব্যা অমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতৃরমুকদেবশর্মাণোহমুকগোত্রস্য  
 নান্দীমুখস্য পিতামহস্তামুকদেবশর্মাণোহমুকগোত্রস্য নান্দীমুখস্ত প্রপিতামহ-  
 তামুকদেবশর্মাণোহমুকগোত্রস্ত নান্দীমুখস্ত মাতামহস্তামুকদেবশর্মাণোহমুকগোত্রস্ত  
 নান্দীমুখস্ত প্রমাতামহস্তামুকদেবশর্মাণোহমুকগোত্রস্ত নান্দীমুখস্ত বৃদ্ধপ্রমাতামহ-  
 তামুকদেবশর্মাণ আভ্যাদয়িকৈঃ শ্রাদ্ধৈঃ কৰ্ত্তব্যে বসুসত্যায়োর্কিংশেবাং দেবানাং  
 আভ্যাদয়িকশ্রাদ্ধং দৰ্ভময়ব্রাক্ষণায়াহং করিষ্যে । ওঁ কুরুষেতি প্রতিবচনং । ততো  
 মাতৃপক্ষে জলগণ্ডুং দত্ত্বা অগ্নেত্যানি অমুকগোত্রস্তামুকদেবশর্মাণোহমুককর্ষাভ্য-  
 দয়ার্থং অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা নাতুরমুকীদেব্যা অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ  
 পিতামহ্যা অমুকীদেব্যা অমুকগোত্রাচাঃ নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহ্যা অমুকীদেব্যা  
 আভ্যাদয়িকশ্রাদ্ধং দৰ্ভময়ব্রাক্ষণায়াহং করিষ্যে । ওঁ কুরুষেতি প্রতিবচনং ।  
 পিতৃপক্ষমাতামহপক্ষয়োৱপি পুংলিঙ্গনির্দেশেন । ততঃ সপ্রণবব্যাক্তিকার  
 গায়ত্রীং পঠেৎ । ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মর্ধাবোগিভাঃ এব চ । নমঃ পুঠেত্যা  
 স্বাহাট্যৈ নিত্যমেব নমো নমঃ । ইতি পঠেৎ । ততঃ পুণ্ডরীকাকং সূত্ৰা যজ্ঞেন  
 শ্রাক্ষীয়দ্রব্যপ্রোক্ষণং ব্রক্ষার্থমুকপাত্রমেকদেশে স্থাপয়েৎ । ততো বদহস্তঃ  
 অমুরা ব্রক্ষাসি পিশাচাঃ প্রেক্ষয়ন্তি পৃথিবীমমুঃ অন্যত্রোতো গচ্ছন্ত  
 যত্রৈবাং গতং নমঃ । ইতি সৰ্বতো যবৈরবকীৰ্য্য অমুইমাত্রং পুরুষ ইমা  
 পর্য্যটতে মহীঃ । অমুরাণাং বধার্থায় ভূমৌ সংস্থাপিতো মহা অনাদিনিধনজ্ঞান  
 নিত্যানন্দ জনাৰ্দ্দন । ময়াত্র শ্রাদ্ধৈঃ কৰ্ত্তব্যে সন্নিবীতব কেশব । ইতি পঠেৎ ।  
 ততো দৈবে ব্রাক্ষণহস্তে জলগণ্ডুং দত্ত্বা কুশত্রয়েণ ওঁ বসুসত্যৌ বিশ্বদেবা এতদ্বো  
 দৰ্ভাসনং স্বাহা ইতি অঙ্কুশপত্রং সযবোদকং দৈবব্রাক্ষণদক্ষিণপার্শ্বে দদ্যাৎ ।  
 ততঃ আপো দত্ত্বা সর্কোপচারেদান্যহমোৱাপো দৃঢ়্যৎ । অথ অতুষ্কিতায়াং  
 ভূবি উদগগ্রান্ কুশানাতীৰ্য্য তেযু ন্যগ্ৰবিলং পাত্রমাশান্য উতানীকৃত্য তমিন্  
 পরিব্রে স্থো বৈকব্যাবিত্যেনেন প্রাদেশপ্রমাণং কৰ্ত্ত্বা বিধোৱ্গনসাপ্তে স্ব ইত্য-  
 নেন শ্রোক্তিতং বিজ্ঞাত্য আপ আসিচ্য শমো দেবীৱিভিষ্টয়ে ইতানেনামুহ্ম্য ওঁ  
 যবোৱসি ধান্যৱাজোৱসি বাক্ষণো মত্সংযুতঃ । নির্মোদঃ সৰ্ষাপানান্ পবিত্র-  
 মুষিভিঃ স্মৃতং । ইতি যবানারোপ্য গন্ধাদীনি চ ক্ষিপ্ত্বা দেবপাত্রং সম্পন্নং ইত্য-  
 তিমুখ্য শবহস্তঃ ওঁ বিশ্বান্ দেবানাবাহয়িষ্যে ইতি পঠেৎ । আবাহয় ইত্যুজাতঃ  
 ওঁ বিশ্বদেবাস আগত পুণ্ড্রাম ইমং হবং ইদং বহিনিবীদত । ইতি যবান্  
 বিকীৰ্য্য কৃতাজলিঃ ওঁ বিশ্বদেবাঃ পুণ্ড্রৈমং হবং যে মেহস্তরীক্ষে য উপাদানিষ্টয়ে  
 অগ্নিজিহ্বা উতবা যজ্ঞা আসান্যাস্মিন বহিষি মানহুবাং । ওঁ ওষধঃ সমবদক

সোমেন সহ রাজা যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্য যাজনপারায়ামসি ইতি পঠেৎ ।  
 ওঁ বিশ্বায়াং দক্ষকণ্ঠায়াং জাতা দক্ষা মহাত্মনঃ । বিশ্বদেবাঃ ইতি ধ্যাত্বা  
 দেবপৰ্ব্যা মহাবলাঃ । শুক্রেণ সহ যোদ্ধৃণাং বিজেতারশ্চ বক্ষসাং । যদ্রামশ্বর-  
 গাদেব প্রভবন্ত্যশ্বরাঃ কণাং । বাণবাণাসনধরা দ্বিতুজাঃ শ্বেতবাসসঃ । কেশু-  
 রিণঃ কুণ্ডলিনঃ কিরীটকটকাঘ্রিতাঃ । ধৈর্য্যসৌন্দর্য্যসংযুক্তা দিব্যস্ত্রগনুলেপনাঃ ।  
 ইন্দ্রভাঙ্গচরাঃ সর্কে গোষ্ঠারদ্বিবিম্বস্ত তে । ইতি বিশ্বান্ দেবান্ ধ্যাত্বা ওঁ  
 আগচ্ছন্ত মহাভাগা বিশ্বদেবা বরপ্রদাঃ । যে চাত্ত্র বিহিতাঃ শ্রাদ্ধে সাবধানা  
 ভবন্ত তে । ইত্যনেনোপস্থায় স্বাহা অৰ্ঘ্যা ইত্যৰ্ঘ্যমুভয়োঃ সক্রুরিবেদ্য প্রত্যেকং  
 প্রথমমভ্য আপো দত্ত্বা ব্রাহ্মণহস্তে কল্পাগ্রাণ্ডং পবিত্রং নিধায় জলাভ্যন্তরং  
 পুষ্পান্তরক দত্ত্বা শিরঃপ্রভৃতিসৰ্গগাত্রভ্যো নমঃ ইতি সংপূজ্য বামহস্তেনাৰ্ঘ্য-  
 মাদায় দক্ষিণহস্তেনাচ্ছাদ্য ওঁ বসুসত্যো বিশ্বদেবা ইদং বোহৰ্য্যং স্বাহা  
 ইতি দত্ত্বা ওঁ যা দিব্যা আপঃ পৃথিবী সংবভূবুধা অন্তরীক্ষা উত পার্থিবীৰ্ঘ্যা  
 ইত্যাদিনামুন্নম্য দ্বিতীয়ম্যাপ্যেবং দত্ত্বা অনুমন্ত্য গন্ধাদীনাং ওঁ বসুসত্যো  
 বিশ্বদেবাত্ত তানি তে গন্ধপুষ্পধ্বনীপাচ্ছাদনানি দ্বিতুতানি স্বাহা ইত্যা-  
 দ্বজ্ঞা এভৌ বৌ গন্ধৌ ইত্যাদিনা প্রত্যেকং গন্ধাদানি প্রতিপাদয়েৎ । ততো  
 বিশ্বদেবাচ্চনং সংপূর্ণং জাতং ইতি পৃচ্ছেৎ সংপূর্ণং জাতমিতি তৈকন্তে  
 ওঁ নান্দীমুখপিত্রচনমহং করিষ্যে ইতি পৃচ্ছেৎ । ওঁ কুরুষেত্যজ্ঞাতঃ  
 পিত্রচনং কুৰ্য্যৎ । যথা,—ব্রাহ্মণহস্তে জলগণ্ডুষং দত্ত্বা অনুকগোত্রে নান্দীমুখি  
 মাতরমুকি দেবি এবং পিতামহীপ্রপিতামহাবপি সোধো এতন্তে দর্ভানং  
 স্বাহা ইতি কুশপতজরাক্রমাসনং ব্রাহ্মণবামধায়ে সযবোদকেন দত্ত্বাৎ ।  
 ততঃ পুনরাপো দদ্যৎ । পিতৃপক্ষমাতামহপক্ষয়োবপ্যেবং পুংলিঙ্গনির্দেশেন ।  
 অথ ব্রাহ্মণাগ্রভূমিমভ্যক্ষ্য পূৰ্ব্বাগ্রকুশোপরি, পূৰ্ব্বদৰ্ঘ্যপাত্ৰাণি সংস্থাপ্য  
 ওঁ পবিত্রে শ্বে বৈষ্ণবস্রবিত্যাগ্নিনা প্রোক্ষিতঃ একৈকস্মিন্ পাত্রে একৈকং  
 বিস্তৃত্য পাত্রেষু আপ আসিচ্য ওঁ শরোদেবীরিতি সুরুদহুমন্ত্য ওঁ যবোদি  
 সোমদৈবত্যো গোষবো দেবনিমিত্তঃ । প্রভ্রমন্তিঃ প্তন্তঃ পুষ্ঠান্ নন্দীমুখান্  
 পিতৃনিমান্ লোকান্ প্রাণাঘি নঃ স্বাহা । ইতি পৃথক্ পৃথক্ পাত্রেষু  
 যবান্ দত্ত্বা গন্ধাদানি চ ক্ষিপ্ত্বা পিতৃপাত্ৰং সম্পন্নং ইত্যভিমুখ্য যবহস্তঃ  
 ওঁ নান্দীমুখান্ পিতৃনাবাহিষ্যে । আবাহয় ইত্যজ্ঞাতঃ । ওঁ এতে নান্দী-  
 মুখাঃ পিতরঃ সোম্যাসোঃ গন্ধীরেভিঃ পূৰ্ণৈর্গেজিদ্ভায়ামভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং  
 রথিক নঃ সৰ্ব্ববীরং নিবহন্তঃ । ওঁ উষন্তুয়া নিবীমহুশন্তুঃ সমিবীমহি উষন্তু



আবহ নান্দীমুখান্ পিতৃন্ হবিষ্যে অন্তবে । ওঁ আয়ান্ত নো নান্দীমুখাঃ  
 পিতরঃ সোম্যাসোহগ্নিস্বাতাঃ পথিভির্দেবযানৈঃ অগ্নিন্ যজ্ঞে পুষ্টা মনস্তো-  
 হবহয়ান্ । ওঁ শুক্রান্শ্রা শুক্রগন্ধাঃ শুক্রযজ্ঞোপবীতিনঃ । আশ্বনোতিমুখাসীনা  
 জ্ঞানমুদ্রা নিরামুখাঃ । ইতি বহুকণ্ঠাদিত্যরূপতয়া ধ্যাত্বা স্বাহা অৰ্ঘ্য ইত্যৰ্ঘ্যং  
 নিবেন্ত অন্য্য আপো দত্তা অৰ্ঘ্যমাদায় অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকি দেবি  
 ইদন্তেহৰ্ঘ্যং স্বাহা ইত্যংশজ্য ত্রাক্ষণে দত্তা ওঁ যা দিব্যা ইত্যমুমজ্য সংশ্রবসহিতং  
 পাত্ৰং তত্রৈব স্থাপয়েৎ । এবং ক্রমেণ পিতামহাদ্যষ্টভ্যো দত্তা যথাক্রমং পিতৃ-  
 পাত্রে পিতামহাদি পকপাত্রস্থসংশ্রবজলং নিধায় পিতৃপাত্ৰং প্রপিতামহপাত্রেণ  
 পিধায় স্বর্ভুর্ভামপার্শ্বে সমূলদভৌপর্য পিতৃভ্যাঃ স্থানমসীতি স্থাপয়েৎ ।  
 শ্রাজং কুর্য্যৎ । ততঃ অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকি দেবি এবং পিতামহী-  
 প্রপিতামহাবপি সৰ্বোধ্য এতানি তে গন্ধপুষ্পধূপদীপাচ্ছাদনানি দ্বিত্বীতানি  
 স্বাহা । ইত্যংশজ্য এষ তে গন্ধঃ ইত্যাদিনা প্রত্যেকং নিবেদয়েৎ । এবং  
 পিতৃপক্ষমাতামহপক্ষয়োরপি । ততঃ পিত্রর্চনং সাপূৰ্ণং ইতি পৃচ্ছেৎ  
 সম্পূৰ্ণং জাতং ইতি ব্রাহ্মণা ক্রযুঃ । ততো যুতাক্রমমাদায় অগ্নৌ  
 করিষ্যামি করবে করবাণি করিষ্যামীতি বা পৃচ্ছেৎ । কুরুব ক্রিয়তাং  
 কুরু ইতি বাহুজাতঃ অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা 'সোমায় পিতৃমতে স্বাহা  
 ইতি জুহুয়াৎ । ততো 'দৈবাদিক্রমেণ চতুরশ্রমশুলে গোময়োপলিঙে  
 সম্বসলিলান্ দত্তান্ ন্যস্ত তেবু ভোজনপাত্রাদি নিগায়ান্নাদিকং যথা-  
 সম্ভবং ব্রাহ্মণকন্মলানি ৫ পাত্রান্তরিতহস্তাভ্যাং বা পায়বেশয়েৎ । ততো  
 হতশেষং অগ্নৌপর্য কিঞ্চিদধীপিত্বাং কিঞ্চিৎ স্থাপয়েৎ । ততো দৈবেহুস্তা-  
 নহস্তাভ্যাং ওঁ পৃথিবী তে পাত্ৰং ত্তোরপিধানং ব্রাহ্মণয় যুগে অমতেহমৃতং  
 জুহোমি ব্রাহ্মণানাং বিদ্যাবতাং প্রাণাপানয়োজু গোমায়িক্তমমিঈষাং  
 কেষ্ঠা অমুদ্রানুগ্নিন্ লোকে । ইত্যভিমজ্য পিত্রে উতানহস্তাভ্যাং পাত্ৰং ধৃত্বা  
 পৃথিবী তে পাত্রমিতি মন্ত্রপাঠঃ কার্য্যঃ । ততোহগ্নে যধু দত্তা ইদং বিষ্ণুস্তি-  
 চক্রমে ইত্যাদিনা ব্রাহ্মণপাণ্যস্তুষ্টং অগ্নে নিবেদ্য বিক্ষো কব্যং বক্ষস  
 ইত্যভ্যাক্য দৈবে ভুঞ্জীং যবান্ বিকীৰ্য্য ওঁ অপহতাশ্বরাংকাংসি বৌদীবদ  
 ইতি পিত্রে যবান্ বিকীৰ্য্য উত্তারান্তিমুখো বামহস্তেন পাত্ৰং ধৃত্বা সম্বো-  
 দককূপপত্রত্রয়মাদায় ওঁ বহুসত্যৌ বিম্বোদেবা এতদ্বোহুয়ং স্বাহা । তত্র  
 মাতৃপক্ষে অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকি দেবি এবং পিতামহী-প্রপিতা-  
 মহাবপি সৰ্বোধ্য এতন্তেহমৃতং সোপকল্পণং স্বাহা ইত্যংশজ্যৎ । এবং

পিতৃপক্ষমাতামহপক্ষয়োঃপি । তন্তঃ প্রত্যেকং জলগণ্ডং দত্ত্বা অগ্নে  
 মধুসর্পি রাসিচ্য গায়ত্রীং জিঃ সঙ্ঘা মধু মধু মধ্বিতি চ জপেৎ । ১ ॥ ঐ উপাঠ্য  
 গায়ত্ৰা নরঃ পরমানায়োয়ন্দরে । অভিদেবাং ইয়কতে ॥ ১ ॥ যে বাহিকৃত্য  
 মথব্রহ্মবর্জিতোহি বেদবিরোযোগ ইষ্টৌ । যে তানু ন মনু বদন্তি বিপ্রাঃ বিপ্রেষু  
 মোং সগণৌ মরুতিঃ ॥ ২ ॥ জনিষ্ঠাঃ উগ্রাঃ সহাসত্ত্বায়া মল্লতু জিষ্ঠৌ বহুলা-  
 তিমানঃ । অবর্জয়িত্বা মল্লতশ্চিদ এমাতায় বীরন্দধনকনিষ্ঠা ॥ ৩ ॥ আতুন ইহ  
 ব্রহ্মস্বাক্ষরমর্কমাগহি মহামহীতি কতিভিঃ ॥ ৪ ॥ তমিস্ত্র পৃষ্ঠতি তুর্গি বিশ্বা  
 আসম্পৃথঃ । অসন্তিহা জনতা বিশ্বাহুরসিকৃত্যং তরুধ্যতঃ ॥ ৫ ॥ মধু মধু  
 মধ্বিতি । ঐ অক্ষরমীতি । অন্নহীনমিতি । ইদ মনঃ ইমা আপঃ ইদং হবিঃ  
 এতান্যুপকরণানি ইতি ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদ্য ভবন্তঃ প্রাশয়ন্তি আপোশানং দত্ত্বা  
 বধাস্থং জুবধং ইতি বদেৎ । ততো ভুঞ্জানেষু তেণু শ্রাব্যং পঠেৎ । তদ্বধা,—  
 সপ্রণবব্যাহৃতিকং গায়ত্রীং মধু মধু মধ্বিতি চ । ঐ উপাঠ্য গায়তানন ইতি  
 পঞ্চ মধুস্বং মধু মধু মধ্বিতি চ । ঐ যজ্ঞেঘরো হবা ইতি । ঐ যোগীশ্বর-  
 মিতাদি শ্লোকত্রয়ং । ঐ তদ্বিশোরিত ঐ দুর্ঘোষন ইত্যাদি । ঐ সপ্তবাধা  
 ইত্যাদি । ততো ব্রাহ্মণ জলগণ্ডং দত্ত্বা তপ্তাঃ হ ইতি পৃচ্ছেৎ । তপ্তাঃ শ্ব ইতি  
 তৈকক্ষে পূর্ববদগায়ত্রীং পঞ্চমধুস্বং অক্ষরমী মধু মধু মধ্বিতি চ জপেৎ । ঐ  
 শেষমন্ন মপ্যস্তাতি ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদয়েৎ । তে যদি স্বীকুর্নস্তি তদা তেভ্য এব  
 দেয়ং যদি চ ইষ্টেভ্যো দীপ্যতামিতানুজানন্তি তদা প্রাক্কোত্তরমিষ্টৈঃ সহ  
 ভুঞ্জীত । ততঃ পিণ্ডদানমহং করিষো ইতি পৃচ্ছেৎ কুরুষ ইত্যনুজাতঃ  
 ততঃ প্রণবাদ্যস্তাং সপ্রণবব্যাহৃতিকং গায়ত্রীং দেবভাভ্য ইতি ত্রির্জপিত্বা  
 ব্রাহ্মণসমুথে প্রাদেশমাগ্রং কুপপত্রবয়ং বামহস্তাদক্ষিণহস্তেনাদায় বামহস্তা-  
 দ্বারকদক্ষিণহস্তেন উত্তরাগ্ররেখাক্রয়ং মধ্যস্থানে ঐ অপহতেতি ঐ নিহন্নি সর্বং  
 ইত্যাদি মন্ত্রাভ্যাং কুর্ধ্যৎ । তদর্ভবয়মুত্তরস্যং দিশি কিপেৎ । তা রেখা  
 অস্তিরভ্যক্ষ্য রেপোপরি সাগ্রান্ সমূলান্ কুশানাস্তীর্থ্য সযবজলপুষ্পং বামহস্তা-  
 দক্ষিণহস্তেন গৃহীত্বা বামহস্তাদ্বারকদক্ষিণপাণিনা ঐ শুক্লস্তাং নান্দীমুখ্যো  
 যাতন ইতি কুশমূলে । ঐ শুক্লস্তাং নান্দীমুখ্যঃ পিতামহ্য ইতি কুশমুখ্যে ।  
 ঐ শুক্লস্তাং নান্দীমুখ্যঃ প্রপিতামহ্য ইতি কুশাগ্রেণ সযবজলপুষ্পং  
 দত্ত্বা এবং দ্বিতীয়রেখাশীর্ষকুশমূলমধ্যাগ্রদেশেণ পিত্রাদিভাঃ তৃতীয়রেখাশীর্ষ-  
 কুশমূলমধ্যাগ্রদেশেণ মাতামহাদিভ্যো অন্নোহেন সযবজলপুষ্পং দদ্যাৎ ।  
 ততোহমৌ করণশেষং ব্রাহ্মণেবক যবমধুপুষ্পদাজ্যগ্রন্থমেকমিহ্ন পাত্রে নিধায়

ততঃ কাকদ্বয়ং গৃহীত্বা ও অক্ষয়মীমদন্তেতি মধুবাতেতি চ পঠিত্বা পিণ্ডো  
নিৰ্ধায় ব্রতমধুবিদ্যাম্বিতৌ কৃৎবা দক্ষিণহস্তেনানায় ও অমুকগোত্রে নান্দীমুখি  
মাতরমুকি দেবি একৌ তে পিণ্ডৌ যে চাত্ত্বা স্বা মমু তেভ্যশ্চ স্বাহা  
ইতি বামাঘারকদক্ষিণহস্তেন পিতামহ্যাদ্যষ্টভ্যো লিক্কোহেন একৈক্যৈশ্চ  
যৌ যৌ পিণ্ডৌ দদ্যাৎ । ততঃ পিণ্ডোপরি পিণ্ডশেষং বিকীৰ্ণ্য ও লেপভূজো  
নান্দীমুখাঃ পিতরঃ প্রীয়ন্তামিতি করং নিঘৃণ্যাত্ম্য হরিং স্মৃক্ত্বা অত্র নান্দীমুখাঃ  
পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবুধায়ধ্বং ইতি অর্পিত্বা বামাবর্ন্তেনোত্তরাতিমুখী-  
ভূয় স্বাসং ধৃত্বা ও বসন্তায়ৈতি পঠিত্বা পরাবৃত্ত্য স্বাসং মুকুন্ ও অমী-  
মদন্ত নান্দীমুখাঃ পিতরো যথাভাগমাবুধায়িষত ইতি অর্পন স্বাসং  
মুকুৎ । ততঃ ও শুদ্ধস্তাং নান্দীমুখ্যো মাতর ইতি মাতৃপিণ্ডোপরি মধব-  
জলং দত্ত্বা পিতামহাদ্যষ্টানামপি পিণ্ডোপরি দদ্যাৎ । ততো নবমনবধা শুক্ল-  
বস্ত্রদশাভরণং সূত্রং বাসহস্তাদক্ষিণহস্তেন গৃহীত্বা ও এতদ্বো নান্দীমুখাঃ  
পিতরো বাসো মানতোহন্যন্নান্দীমুখাঃ পিতরো বৃদ্ধধ্বং ইতি পঠিত্বা  
ও অমুকগোত্রে নান্দীমুখি মাতরমুকি দেবি এতন্তে বাসং স্বাহা ইত্যুৎসৃজ্য  
পিণ্ডোপরি দদ্যাৎ । এবং পিতামহ্যাদ্যষ্টানামপি লিক্কোহেন পিণ্ডোপরি দদ্যাৎ ।  
ততঃ পিণ্ডেব গন্ধাদিনা পিচ্ছন্ পূজয়েৎ । ততঃ কৃতাজ্জলিঃ ও নমো বো  
নান্দীমুখাঃ পিতর ঈশে নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতর উর্জ্জে নমো বো নান্দীমুখাঃ  
পিতরঃ শুশ্রাৱ নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো ধোৱায় নমোবো নান্দীমুখাঃ  
পিতরো জীবায় নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো বসায় স্বাহা বো নান্দীমুখাঃ  
পিতরো নমো বো নান্দীমুখাঃ পিতরো নমঃ এতাশ্চাম্বাকং নান্দীমুখাঃ  
পিতরঃ ইমা অম্বাকং জীবাবো জীবান্ত ইহ সন্তঃ স্যাম ইতি নত্বা ও  
স্নোন্নোহবামহে নারায়ণসে নমো মেন নান্দীমুখানাং পিতৃণাঞ্চ মমুভিঃ ॥ ১ ॥  
ও আত এত নমঃ পুনঃ কৃতে দক্ষায় জীৱসে জ্যোক্ত চ সূৰ্য্যং  
দৃশে ॥ ২ ॥ পুনান্য অমীমুখাঃ পিতরো মনো দধাতু দৈব্যো জনঃ । জীৱঃ  
ব্রাতঃ সচেমহি ॥ ৩ ॥ ইতি তিস্তিঃ পিণ্ডেবৃপহায় ও উর্জ্জং  
বহন্তীরমতং ব্রতং পয়ঃ কীৰ্ণালং পরিষ্কৃতং । পুষ্ট্যা হ তর্পয়ত মে নান্দী-  
মুখান্ পিতৃন্ । ইতি মাতৃপক্ষে জলধারাং দত্ত্বাৎ এবং পিতৃপক্ষমাতামহ-  
পক্ষয়োরপি ও পরেতনো নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সোম্যাসো গভীরেভিঃ পূর্কো-  
ণেভির্দত্তায়াম্ভ্যং অবিণেহ তদ্রং রৈক নঃ সৰ্ব্ববীরং নিঘৃহত । ইতি পিতৃপক্ষ-  
চালয়িত্বা পিতৃন্ প্রবাহয়েৎ । ততো ব্রাহ্মণান্যাময়েৎ । ততো বিকিরণানং ।

ব্রাহ্মণাশ্রিতঃ প্রোক্ষিতায়াং ভূবি কুশানান্তীৰ্য্য তত্র যবান্ বিকীৰ্ণ্য ও য়েহ্মি-  
 দক্ষা য়ে নাগ্নিদক্ষা মধ্যে দিবঃ পৃষ্ঠ্যামাদয়ন্তে তেতিঃ পৃষ্ঠিন্ কুশীতিমেভান্  
 যথাবশং তসু কল্পয়ত । ইত্যয়ং ভূবি বিকীৰ্ণ্য ও য়েহ্মিদক্ষাঃ কুলে জ্ঞাতা  
 নাগ্নিদক্ষাঃ কুলে মম । ভূমৌ দন্তেন তৃপ্যন্ত তৃণা যান্ত পরাং গতিং । ইতি  
 সযবজলং দত্তাং । পরিশিষ্টকারসম্মতোহয়ং মন্ত্রঃ শায়নাচার্য্যাস্ত ও অগ্নিদক্ষাশ্চ  
 ইত্যাদিমন্ত্রঃ লিখিতঃ । ততঃ ও য়েবাং ন মাতা ন পিতা ইত্যাদিকং পঠেৎ ।  
 ততো হস্তৌ প্রফালাচম্য ও হৃশ্বপ্রোক্ষিতমন্ত ইতি ব্রাহ্মণাশ্রুতমি মাসিচ্য দেব-  
 পূৰ্ব্বকং প্রত্যেকং ও শিবা আপঃ সন্নিতি জলং দত্তাং । ও সন্নিতি প্রত্যাঙ্কিঃ ।  
 ও সৌমনস্তমর্ষিতি পুশ্পং ও অদ্বিতি প্রত্যাঙ্কিঃ । ও অক্ষতপারিষ্টকান্ত ইতি  
 যবান্ দত্তাং ও অদ্বিতি প্রত্যাঙ্কিঃ । ততো যবাক্ষয়ধুবুজ্জলং গৃহীত্বা অগ্নে-  
 তাদি অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুরমুকীদেব্যাঃ কৃতেহ্মিন্ আত্মাদয়িক-  
 শ্রাদ্ধে দত্তমিদমরণানাদিকমক্ষয়মন্ত এবং পিতামহাদীনামপি নামলিঙ্গোহেন  
 দাতব্যঃ । ও অবোরা নান্দীমুখাঃ পিতরঃ সন্ত । ও সন্নিতি প্রতিবচনং ।  
 ও গোত্রয়ো বর্দ্ধতাং ও বর্দ্ধতামিতি প্রতিবচনং । ততঃ আচ্ছাদনং বিধৃত্যভ্য-  
 ক্ষ্যোত্তানীকৃত্য ব্রাহ্মণেভ্যস্তান্ত্র্যাদিকং দত্ত্বা মাতৃব্রাহ্মণপূৰ্ব্বকং দক্ষিণাং দত্তাং ।  
 যথা অগ্নেতাদি অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যা মাতুরমুকীদেব্যা অমুকগোত্রায়া  
 নান্দীমুখ্যাঃ পিতামহ্যা অমুকীদেব্যা অমুকগোত্রায়া নান্দীমুখ্যাঃ প্রপিতামহ্যা  
 অমুকীদেব্যাঃ কৃতেতৎ আত্মাদয়িকশ্রাদ্ধপ্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং দ্রাক্ষামলকমূল্যং  
 বিষ্ণুদৈবতং যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায়াহং দদানি এবং পিতৃপক্ষমাতামহপ-  
 ক্ষয়োরপি নামলিঙ্গোহেন দক্ষিণাং দত্তাং । ততো দৈবে ওষধেতাদি বসু-  
 সত্যগোক্ষিণেবাং দেবানাং কৃতেতদীভ্যাদয়িকশ্রাদ্ধপ্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণাং কাকুনমূল্যং  
 বিষ্ণুদৈবতং যথানামগোত্রায় ব্রাহ্মণায়াহং দদানি । ততঃ পবিত্রসহিতান্ দর্ভান্  
 আন্তীৰ্য্য ও উপসম্পন্নমিত্যুক্ত্বা মাতৃপূৰ্ব্বং ব্রাহ্মণানুপায়েৎ । তেহপি সম্পন্ন-  
 মিতি ক্রবন্ত উত্তিষ্ঠেয়ুঃ । ও বিশ্বদেবাঃ প্রীয়ন্তামিত্যুক্ত্বা উপায়েৎ । ব্রাহ্মণা-  
 বপি প্রীয়ন্তামিতি বদন্ত্যবুপতিষ্ঠেতাং । ও বাজে বাজে ইতি কুশাগেণ তান্  
 তান্ পিতৃন্ বিশ্বজ্য পশাদ্দেবান্ বিসর্জয়েৎ । ও আ মা বাজন্ত ইত্যাদিমা  
 প্রদক্ষিণবারিধারয়া ব্রাহ্মণান্ প্রণমেৎ । ততঃ কৃতাজলিঃ শ্রমনান্তম্বনা ভূত্বা  
 দক্ষিণাং দিশং পশ্চান্ পিতৃন্ যাচেৎ । ও দাতারো নো বিবর্দ্ধন্তা দেবাঃ সন্ততি-  
 য়েব চ । শ্রদ্ধা চ নো মাতাগমদ্বহ দেয়ঞ্চ নোদ্বিতি । ইতি যাচেৎ । ততঃ  
 সপ্রণবব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং দেবভাত্য ইতি জপেৎ । ততঃ পিতৃান্ গোজ-

বিপ্রোভ্যো দত্তাং জলে বা ক্ষিপেৎ । প্রাচীন্নদ্রব্যং ত্রাক্ষণায় দত্তাং জলে বা  
ক্ষিপেৎ । ঐমন্ত্ৰেতাদি কৃত্তেতদাত্ত্যদয়িকপ্রাক্কর্ষাচ্ছিত্রমন্ত ইত্যচ্ছিত্রাব-  
ধারণং কুর্ধ্যাৎ । ততঃ অন্ত্ৰেতাদি কৃত্তেতদাত্ত্যদয়িকপ্রাক্কর্ষেণাপ্রশমনকামো  
বিষ্ণুশ্রবণমহং করিষ্যে । ইতি সংকল্য ঐ তদ্বিকুরিত্তি বিষ্ণুং স্মরেৎ ॥ ইতি  
অগ্নেদিনাষাত্ত্যদয়িকপ্রাক্কর্ষপ্রয়োগঃ ॥

### অথ পুরকপিণ্ডদানম্ ।

তত্রায়ং ক্রমঃ । প্রস্তুতিষয়মাত্রং তত্তুলং পঙ্ক্ । দক্ষিণামুখঃ প্রাচীনাবীতী  
পাতিতব্রামজানুঃ পিণ্ডস্থানমুপস্থতা ঐ অগ্নহতেতানেন দক্ষিণাগ্রাং স্নেথামুস্থিত্য  
তাং অস্ত্রিয়ভূক্ষ্য দক্ষিণাগ্রান্ দর্ভানাতীর্ষ্য ঐ শুক্লভ্যাং প্রেতা ইত্যনেন ঙ্গলং  
দত্তাৎ । ততঃ স্ত্রিলমধুষতদুগ্নমিশ্রং পিণ্ডং গৃহীত্বা ঐ অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্তামুক-  
দেবশর্শ্বণ এতৎ প্রথমপিণ্ডং শিরঃপুরকমুপতিষ্ঠতাম্ । ততঃ পিণ্ডপাত্রং  
প্রক্ষাল্য ঐ শুক্লভ্যাং প্রেতা ইতি পিণ্ডোপরি দত্তাৎ । তত উর্গাতস্তময়ং  
বাসঃ গৃহীত্বা ঐ এতদঃ প্রেতা বাসো নানতোজঃ প্রেতা যুগ্মং । ঐ  
অমুকগোত্র প্রেতামুকদেবশর্শ্বেরেতর্নাতস্তময়ং বাসস্তামুপতিষ্ঠতাম্ ইতি পিণ্ডো-  
পরি দত্তাৎ । গন্ধাদিনা পিণ্ডং পূজয়েৎ । ততো নীরায় নমঃ ক্ষীরায় নমঃ  
ইত্যর্চনং কৃহা ঐ অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্তামুকদেবশর্শ্বণ এতৎ স্নানার্থং নীর-  
মুপতিষ্ঠতাম্ । অত্র স্নাহীতি বদেৎ । ঐ অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্তামুকদেবশর্শ্বণঃ  
পানার্থমিদং ক্ষীরমুপতিষ্ঠতাং । ইদং পিব ইতি বদেৎ । ততঃ কৃত্তাজলিঃ ।—  
ঐ স্নানানলদ্বয়োহসি পরিত্যজ্যেহসি বাকুবৈঃ । ইদং নীরমিদং ক্ষীরমত্র স্নাহি  
ইদং পিব । ঐ আকাশস্থো নিরালস্যো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ । অত্র স্নাহা  
ইদং পীত্বা স্নাহা পীত্বা সুখী ভব । ততঃ কাকবনিঃ ।—বারসেভ্যঃ পাত্যাদিকং  
দত্তা উৎসৃজেৎ ;—অন্ত্ৰেতাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেতস্তামুকদেবশর্শ্বণপুণ্ড্রাখং যম-  
দ্বারারহিতনানাদিদেদশীযবায়সেভ্য এষ বলির্নমঃ । কৃত্তাজলিঃ,—ঐ কাক  
কং যমদূতোহসি গৃহাণ বলিমুদ্রম্ । যমলোকপতং প্রেতং স্নাপ্যায়িতুমর্হসি ।  
কাকায় কাকপুরুষায় বায়সায় স্মহাশ্রনে । অত্র পিণ্ডং প্রবচ্ছামি কথাতাং  
ধর্ম্মরাজনি । ইতি পঠেৎ । ততো বাস্পপাতপর্ঘ্যস্তঃ পিণ্ডং পশ্যেৎ । বাস্পে  
নিবৃন্তে পিণ্ডং জলে ক্ষিপেৎ । এবং দ্বিতীয়পিণ্ডং কর্ণাফিনাসাপুরকম্ ॥ ২ ॥  
তৃতীয়পিণ্ডং গলাংসতুজবকঃপুরকম্ ॥ ৩ ॥ চতুর্থপিণ্ডং নাভিলিঙ্গপুদ-  
পুরকম্ ॥ ৪ ॥ পঞ্চমপিণ্ডং জাহ্নবল্যপাদপুরকম্ ॥ ৫ ॥ ষষ্ঠপিণ্ডং সর্গবর্ষ-

পূরকম্ ॥ ৩ ॥ সপ্তমপিণ্ডঃ সৰ্ব্বনাড়ীপূরকম্ ॥ ৭ ॥ অষ্টমপিণ্ডঃ দন্তরোম-  
পূরকম্ ॥ ৮ ॥ নবমপিণ্ডঃ বীৰ্য্যপূরকম্ ॥ ৯ ॥ দশমপিণ্ডঃ পূৰ্ণভাত্ত্বিতাক্ষিপৰ্য্যায়-  
পূরকম্ ॥ ১০ ॥ অত্র একৈকস্মৈ একৈকাজ্ঞলয়ো বর্দ্ধন্তে মিলিত্বা বিংশত্যজ্ঞ-  
লয়ো ভবন্তি ॥

### অথ চতুর্ধাশান্তিঃ ।

অগ্নিঃ প্রজালা ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচ্য পাত্ৰচতুষ্টিয়ে জলং সংস্থাপ্য প্রথমপাত্রে  
হস্তং দত্ত্বা গায়ত্রীং পঠেৎ । ওঁ শ্যোনা পৃথিবীনোভবানৃক্ষা নিবেশনি যচ্ছানঃ  
শৰ্ম্ম সঃ প্রথা । ওঁ দ্যৌঃ শান্তিরন্তরীক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তি-  
রোবধয়ঃ শান্তির্ব্রনস্পত্যয়ঃ শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ ॥ ১ ॥ অপরপাত্রে হস্তং  
দত্ত্বা গায়ত্রীং পঠেৎ । ওঁ শন্নৌ দেবৌরিতি । ওঁ আপো হিঠেতি তিস্তিভিঃ ।  
ওঁ অন্নয়ো ন সহোবাচ বিজ্ঞাবতেহাস্তি হিরণ্যস্তোপাতং গোহস্বানাং দাসীনাং  
শ্রবরাণাং পরিধানানাং নানো ভবন্নহোরণং তস্তা পর্য্যস্তস্তা দ্যাবদাত্ত্বি ভূমিতি  
সর্বৈ গোত্মজীর্থেনেকাস্মা ইতু্যাপোযাস্তরমিতি বাচাহমন্ত্ৰেব পূৰ্ণমুপয়ন্তি সহো-  
বাপায়নকর্ত্তা উবাচ সহোবাচ দেবেনু বৈ গোতমতছুত্তরেষু মাং নৃষাণাং ক্রুহি  
অহিনার্জিসং । ওঁ দেহন্তী অশ্বংবং পিতৃণামহং দেবানামুত মর্ত্ত্যানাং তাত্যামিদং  
বিশ্ববেদসং যদন্তরং মাতরকরেভিঃ কতর ইতি প্রতিকাম্যাদাজহার । পুনর্গায়ত্রী  
ইতি দ্বিতীয়া শান্তিঃ ॥ ২ ॥ ততো বামহস্ততদে শৰ্ম্মরা কুলোথক গৃহীত্বা  
নিষ্ঠীবাচম্য তৃতীয়পাত্রে হস্তং দত্ত্বা গায়ত্রীং পঠিত্বা ওঁ শন্ন ইজ্রায়ী ভব-  
তামরোভিঃ শন্ন ইজ্রা বরুণা বাত্ৰিব্যা । শন্ন ইজ্রা পূষণা রাজসাতৌ  
সমেন্স্রা দেমা সবিতায় সংযোঃ । ওঁ শন্নোদেবৌ-রয়ঃ পাবকাঃ শন্নৌ  
বিব্যা আপঃ পৃথিবীষাতাশ্বাদিবো বিশ্বদেবা ভবন্ত নঃ শন্নঃ সন্ত  
যজ্ঞাঃ । ওঁ শ্যোনা পৃথিবীতি । ওঁ আপোহিঠেতি তিস্তিভিঃ । ওঁ দ্যৌঃ শান্তি-  
রিত্যাदि । ওঁ রত্নেদং মামিত্রপা চক্ষুবা সর্ক্সি ভূতানি সমীক্সতাং মিত্রজাহং  
চক্ষুবা সর্ক্সি ভূতানি সমীক্সে মিত্রজাহং চক্ষুবা সর্ক্সি ভূতানি সমীক্সামহে  
ওঁ ধ্রুতে দৃংহ মাচ্ছোভে সংদৃশী জীব্যাসং হোঙ্কে সংদৃশী জীব্যাসম্ । ওঁ  
নমস্তে হরসে শোচিষে নমস্তেহর্চিষে অত্রান্তে অশ্বস্তপয়ন্ত হেতয়ঃ পাবকো-  
অভ্যং শিষোভব । ওঁ নমস্তেহন্ত বিদ্যতে নমস্তে স্তনয়িত্ববে নমস্তে ভগ-  
বন্নমোহন্ত যতো যতঃ সমীহসে । ততো নো অভয়ং কুরু শন্নঃ কুরু প্রজাভ্যো

তন্ম নঃ পশুভ্যাঃ । ও সুমিত্রায়া ন আপ ওষধঃ সন্ত হুর্ষিত্রিয়া তন্মৈ সন্ত  
 যোহমান্ যেতি যক্ বধং দিয্যঃ । ও তল্লক্ষ্মদেবহিতং পূরতাঙ্কুক্রমুচ্চরং  
 পশ্চৈম শরদঃ শতং জীবৈম শরদঃ শতং শৃগ্ধ্যাম শরদঃ শতম্ । ও  
 তদন্ত মিত্রাবক্ণা স্বা মুকুতন্ত দেব্যা মানন্তা গৃহ্নাতু বিষেদেবাস্থা গৃহ্নাতু  
 বিষেদেবাস্থি জগাম ॥ ও গৃহা বৈ প্রতিষ্ঠাহুত্বং তং প্রতিষ্ঠিতং ময়া বাচা  
 সংস্তব্যং তস্মাদন্যবিহুর্দৈঃ পরং পশুনা লভতে গৃহাণে বৈ জিগমিষতি পশুনাং  
 প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা । গায়ত্রীঃ পঠেৎ ইতি তৃতীয়া শাস্তিঃ ॥ ৩ ॥ চতুর্থপাত্রে হস্তং  
 দক্ষা গায়ত্রীঃ পঠেৎ । ও শম্মা বাতেল্লজীব-যস্মাৎ কোষাৎ পৃথিবী শাস্তিরেব  
 তে যতোহান্যজীবঃ পরমাত্মা স ইন্দ্রো বাহুশোচমন্তঃ শৌচং দধাতু । ও  
 স্বসি নো তস্মাভিষিকামি । ও ভূভূবঃ স্বস্তস্মাভিষিকামি ব্রাহ্মণেভ্যো  
 দেবেভ্যঃ সর্ষেভ্যো ভূতেভ্যস্ত্বয়ি জগাম । ও ইন্দ্রঃ সুনীতিঃ সহ মা  
 পুনাতু সোমঃ স্বস্ত্যাবক্ণঃ সুনীত্যা যমো রাজা প্রমুগতিঃ পুনাতু মা  
 জাতবেদা মূর্জয়ন্ত্যা পুনাতু । ও যস্মাৎ কোষাৎ শতপাপমুগ্রং যজ্ঞায়মানস্ত  
 চ কিঞ্চিদন্ত্য । জাতস্ত যচ্চাপি চ বর্জতে মে তৎপাবমানীভিরহং পুনামি ।  
 ও গোয়াস্তকবধ্যাং স্ত্রীবধ্যাং যচ্চ কিঞ্চিৎ পাবকরণেনত্যন্তংপাবমানীভিরহং  
 পুনামি । ও অশ্বজাতা দেবজাতো গচ্ছ প্রতাদারং শত পাপমুগ্রমাবিষতি ।  
 ও দ্যৌঃ শাস্তিরত্তরীকং শাস্তিঃ পৃথিবী শাস্তিরাপঃ শাস্তিরোষধঃ শাস্তির্ন-  
 স্পতয়ঃ শাস্তিঃ শাস্তিরেব শাস্তিঃ পুনর্গায়ত্রীঃ পঠেৎ । ততঃশৈলৈকরূপৈঃ সর্ষানি  
 জব্যানি প্রোক্ষয়েয়ুঃ ।

ইতি অথৈদিচতুর্থাশাস্তিঃ ।

অথ ব্রহ্মোৎসর্গ পদ্ধতিঃ ।

কার্তিক্যাং পৌর্ণমাস্যাং বৈশাখ্যাং বা একাদশ্যাং হৈত্রপক্ষে ষষ্ঠাসে সধৎসরে  
 বা গোষ্ঠে গোশালায়াং বা পুণ্যেহুচ্ছি বা সুপ্রেক্ষালিতপাণিপাদঃ পুণ্যাহাদিকং  
 বাচয়িত্বা স্বস্তিবাচনং কৃৎসংকল্পং কুর্যাৎ । অগ্রেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত প্রেত-  
 তামুকদেবশর্ষণোহশৌচাত্তাদ্বিতীয়েহুচ্ছি অমুকগোত্রস্তামুকদেবশর্ষণঃ প্রেতলো-  
 কপরিভ্যাগপূর্ষকশর্ষণলোকগমনকামঃ সালঙ্কৃতবৎসতরীচতুট্টয়সহি শুব্রোৎসর্গম-  
 হত্বরিষ্যাবীতি সঙ্কল্প্য অশাখোক্তং সঙ্কল্পস্থতং পঠেৎ । নীলব্রহ্মে তু নীলপদ-  
 প্রোক্ষণঃ । ততোহহংখাষিধি ক্রমোচ্চাচ্ছিত্বা যথাক্রমেণাচার্যাদীন বরয়েৎ । অসিন্

মৎসকল্পিতবোৎসর্গকর্ণিৎ জং গুরুভবেতি করে জনং দীপ্যমানে ভাব্যীভ্যাক্তে  
 বধাক্রমেণ বরয়েৎ । ততো ব্রহ্মাণং তত্ত্বধারং সদন্তং যথাবিধি বরয়েৎ । ততঃ  
 আচাৰ্য্যঃ কৃতসকলীকরণার্থাণাং কৃতা ষ্ঠেতসৰ্বপেণ ওঁ বক্ষোহনো বল্গহনঃ  
 প্রোক্ষ্যামি বৈষ্ণবান্ বক্ষোহনো বল্গহনো বলয়ামি বৈষ্ণবান্ বক্ষহনো বল্প-  
 হনো বজ্জগামি বৈষ্ণবান্ বক্ষোহনো বল্গহনাবুপধামি বৈষ্ণবা বক্ষোহনো বল্গ-  
 হনো পর্য্যাহামি বৈষ্ণবী বৈষ্ণবমসি বৈষ্ণবা হুঃ । ইতি বক্ষাহুজেন বক্ষাং বিধায়  
 ভূতক্ৰুদ্ভাষিঃসার্ব্য পাবমানীহুজং পুরুষহুজং ( ১০৪।১০৭ পৃ জটব্য ) পঠেৎ ।  
 ততো হোতা পঞ্চবত্যং সংশোধ্য ( ৫২ পৃ দেখ ) তেন যাগভূমিং সংপ্রোক্ষ্য  
 ওঁ বেদ্যা বেদীঃ সমাপ্যতে বহিষা বহিরিচ্ছিয়ং যুপেন যুপ আপ্যায়তে প্রণী-  
 তোহগ্নিরগ্নিনা । ইতি বেদীং সংপ্রোক্ষ্য ওঁ বিমান এষ দীৰ্ঘো মধ্যান্ত আপ  
 শ্রিয়ান্ রোদসী অন্তরীক্ষং সবিশ্বাতীরতিচঠে স্বতাতীরন্তরা পূৰ্বমপরক কেতুং ।  
 ইতি বিতানং বক্ষ্য বেষ্টাঃ পূৰ্ব্বস্তাং পঞ্চঘটান্ স্থাপয়েৎ ( মন্ত্র ৬ পৃ দেখ ) ।  
 ততো বজ্রমানাতিবেকার্থং ওঁ সর্কে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাসি চ নদা হ্রদাঃ ।  
 আয়াস্ত যজ্ঞমানস্ত হরিতক্ষরকারকাঃ । ইত্যনেন চ শাস্তিকলসং স্থাপয়েৎ ।  
 ততস্তেযু ঘটেষু গণেশাদীন্ স্বশ্বমন্ত্ৰৈরাবাহ পূজয়েৎ । মন্ত্ৰাশ্চ তেনৈব ক্রমেণ । ওঁ  
 গণানাঙ্ক গণপতিং হবামহে কবিং কবীনা মুপমশ্রবন্তমং জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং  
 ব্রহ্মণশ্চ আ নঃ শ্রুয়ুতিভিঃ সীদ সাদনং ॥ গণেশস্য । ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে  
 ইত্যাদি । শিবস্য । ওঁ আকুঞ্জন বজ্রস্য ইত্যাদি—হৃদ্যস্য । ওঁ অগ্নিহুতং  
 বণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসং । অস্য যজস্য স্রুতুং ॥—অয়েঃ । ওঁ বিষ্ণো-  
 হুং বীৰ্য্যাদি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাসি । যোহুভায় হুতরং  
 সধস্থং বিচক্রমানস্ত্রেধোকুণারঃ ॥—বিষ্ণোঃ । ওঁ দেবীং বাচ মজয়ন্তং দেবাহু-  
 পহুঠে তু নঃ ॥—ভূগায়াঃ । ওঁ শ্রিয়ে জাত শ্রিয়য়া নির্ঘজেষং শ্রিয়ং বয়ো  
 জগ্নিহুভ্যো দদাতি । শ্রিয়ং বসানামমৃতত্বমায়ং ভবন্তি সত্যাসমিধ্যামিতত্ত্বো ॥  
 বক্ষ্যঃ । ওঁ সরস্বত্যাভিনো নেমিবস্তো মাবুধুরী । মান আদকজুষষ নঃ  
 সরস্বতীচমত্বা ক্ষেত্রান্যাবনানি জব ॥—সরস্বত্যাঃ । ওঁ বাস্তোঽপ্তে প্রত্তরণো  
 নমেধি নরহানো গোভিরবেতিরিদোঃ । অত্রবীসন্তে সখে স্যাম পিতের পুত্রান্  
 প্রতিভরোক্ত জুষষ ॥—বাস্তোঃ । ততো নবগ্রহান্ দিক্‌পালাংশ্চ পূজয়েৎ ।  
 ( মন্ত্র পঞ্চম কাণ্ড ৬৫ পৃ জটব্য ) । ততঃ বর্ষপলাকয়া সৰ্ব্বতোভদ্রবজ্রাণাং  
 ধিলিখ্য তত্র ক্রতং পূজয়েৎ । তদযথা—মণ্ডলে রাজ্যতীং প্রতিমাং তত্ত ওঁ  
 উর্দ্বা সমলোত্যাদিনা তাং সম্পূজ্য তদুপরি বর্ষচক্রমারোপ্য পদ্যভাষেয়াদিক্



ধর্মাদীন্ পূর্বাদিদ্ধি অধর্মাদীংশ্চ মধ্যে আধারশক্তয়ে ব্রহ্মণে অনন্তায় কল্পবক্ষ্য  
 কারসমুদায় সদায় রজসে তমসে আস্ত্রনে অন্তর্যাস্ত্রনে জ্ঞানাস্ত্রনে অর্কসৌমবহ্নি-  
 মণ্ডলোভাঃ বামারৈ জ্যোষ্ঠারৈ মৌলৈঃ কালৈঃ বালবিকারিণ্যৈঃ বলবিকারিণ্যৈঃ  
 বলপ্রমাণিষ্ঠৈঃ সর্বভূতদমিষ্ঠৈঃ এতান্ প্রণবাদিনমোহন্তেন পূজয়েৎ । কোণেবু  
 নিবৃত্তিং প্রতিষ্ঠাং বিদ্যাং শান্তিং কেশবৈবু হাং হৃদয়ায় নম ইতি বড়ঙ্গং সংপূজ্য  
 ভূতভুজিপ্রাণারামং কৃতা ঋষাদিত্যাসং কুর্ধ্যাং । শিরসি বামনেবক্ষ্যয়ে নমঃ । মুখে  
 পঙ্কজকলসে নমঃ । হৃদি রুদ্রদেবতায়ৈ নমঃ । ততো হাং অমৃত্যুষ্ঠাভ্যাম্  
 নমঃ ইত্যাদিনা করাস্ত্রাসৌ কৃতা ধ্যেয়েৎ । ও মূক্তাপীতপয়োদমৌক্তিক-  
 জবাধৈর্লুপ্তৈঃ পঙ্কতিস্ত্যক্ষৈরদ্ধিতমীশমিন্দ্রমুকুটং পূর্ণেন্দুকোটিপ্রভং ।  
 শূলং টককপালবজ্রদহনান্নাগেষস্ত্রঘটাঙ্কশান্ পাশং ভীতিহরং দধানমমিতাকল্লো-  
 জ্জলাঙ্গং ভজে ॥ ইতি ধ্যাত্বা মানসোপচারৈঃ সংপূজ্যার্য্যং সংস্থাপ্য পুনর্ধ্যাত্বা-  
 বাহু প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃতা মূলমূক্তার্য্য এতৎ পান্যং শ্রীকৃদায় নমঃ ইতি যথাসম্ভবো-  
 পচারৈঃ পূজয়েৎ । ততো বৃষস্য দক্ষিণকলকে ও মানসোপকারে তনয়ে মান আয়ৌ  
 ষানো গোবু মানোহেষবু রীরিষঃ । বীরঃ ষানো রুদ্রভামিনো বহির্বিষ্মন্তঃ  
 সদমিত্তা হবামহে । ইত্যেনেত্রিংশং বামে চ ও ঋতং নাস মানানং সপন্নানং  
 বিবাহিং । হস্তারং শঙ্কুং কৃধি বিরাজং গোপতিং গবাং । ইত্যেনেত্রিংশং লিখৎ ।  
 তত ও আপ ইত্বা উভেবজ্যস্তাস্তে কৃষ্ণস্তে ভেবজ্যঃ । ও আপো হিষ্ঠেতি । ও  
 যোবঃ শিবেতি । ও তস্মা অরজেতি । ও যাসাং দেবা য়া দিবি কৃষ্ণস্তি ভক্ষ্যং  
 বা অন্তরীক্ষে বহধা ভবন্তি । যাগিং গর্তং দধিরে সুপর্ণাস্তা আপো দেবীরিহ  
 মা মবন্ত । ও যাসাং রাজা ধকুনো যতি মধ্যে সত্যানুতেতবপশ্যাজনানং ।  
 যাগিং গর্তং দধিরে সুপর্ণাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্ত । এতেনৈকমষ্টৈর্বর্ষং  
 নাপয়েৎ । ততো রুদ্রহৃতং প্রাবয়িত্বা বৃষং সমিহিতে স্থাপয়েৎ ।

রুদ্রহৃতং বধা ।—ও কক্রদ্রায় প্রচেতসে মিদ্‌হৃষ্টমায় তব্যাগে । বোচেমং  
 সন্তমং হৃদে ॥ যথা নোহনিত্তিঃ করং পশ্বে নৃত্যো যথা গবে । যথা ভোকায়  
 রুদ্রিরং ॥ যথা নো মিত্তো বরুণো যথা রুদ্রশিক্তেতত্তি । যথা বিশ্বে সজোবসঃ ॥  
 গাধপতিং মেধপতিং রুদ্রং জলাদৈবজং । তচ্ছঃষোঃ । সুরমীমহে ॥ যঃ শুক্রে ইব  
 ত্বর্য্যো হিরণ্যমিব রোচতে । প্রেটো দেবানাং বসুঃ ॥ শন্নঃ করতাকর্ষতে স্তুগং  
 মেবায় মেঘ্যে । নৃত্যো নারীভ্যো গবে ॥ অশ্বে সোম প্রিয় মধি নি ধেহি  
 শতস্য নৃণাং । বহিঃপ্রবক্ত বিনুয়ং ॥ মানঃ সোম পরিবোধো মারাতমো জুহবন্ত ।  
 আ ন ইন্দো বাজে ভজ ॥ যাতে প্রজা অনৃতস্য পশ্যসিদ্ধামৃতস্য । মুচ্চা নাভা

সোম বেন অভূষন্তীঃ সোম বেনঃ ॥ সোমাক্রুদা দারয়েথা মনুষ্যাঃ প্রবামিষ্টয়োহ-  
 রগুবন্ত । দমে দমে সপ্ত রহা দধানা শম্নোভূতঃ দ্বিপদে শঃ চতুষ্পদে ॥ সোমাক্রুদা  
 বি বৃহতঃ বিবৃচীমমীবা যানোগয়মাবিবেশ । আরে বাধেধাঃ নিষ্ঠাতিং পরাটৈ-  
 রন্থে ভদ্রা সৌক্ৰবশানি সন্ত ॥ সোমাক্রুদা যুবনোভাশ্বশ্বে বিধা ভঙ্কু  
 ভেষজানি ধন্তং । অব স্যাতং মুঞ্চতং যম্নোহস্তি তনুসু বদ্ধং কৃতমে-  
 নোহস্যং । তীক্ষ্ণায়ুধৌ তীক্ষ্ণহেতী কুশেবৌ সোমাক্রুদা বিহ স্ত্র মৃগতং নঃ ॥  
 প্র নো মুঞ্চতং বন্ধনশ্চ পাশাদ্গোপায়তং নঃ স্ত্রমনস্যমানা ॥ ইমা ক্রুদায় তবসে  
 কপর্দিনে ক্ষয়দ্বীরায় প্র ভরামহে মৃতীঃ । যথা শমসদ্বিপদে চতুষ্পদে বিধ্বং  
 পুষ্টং গ্রামেশ্বিনানাভুরং ॥ মৃড়ানো ক্রুদোত নো মরস্থবি ক্ষয়দ্বীরায় নমস্বা বিধেম  
 তে । বজ্রঞ্চ ঘোশ্চ নকুরায়জ্ঞে পিতা তদশাম তব ক্রুদ প্রণীতিসু ॥ অশ্বান ভে  
 স্ত্রমতিন্দ্রেবজায়াক্ষয়দ্বীরস্য ভব ক্রুদমীঢ়ঃ । স্ত্রম্নানমিধিশো অশ্বাকমা চরারিষ্ট-  
 বীর্য জুহবাম তে হবিঃ । রেবং বরীং ক্রুদং বজ্রসাধঃ বজুং কথি মবসে নি হ্রবা-  
 মহে । আরেহস্তদ্বীপাং হেলোহস্য তু স্ত্রমতিমিধ্বমস্যা বৃণীমহে । দিবো  
 বরাহমক্ৰবাঃ কপর্দিনঃ ভেষং রূপং নমসা নি হ্রবামহে । হস্তে বিভ্রুদেষজা  
 বার্থ্যানি শর্ষ বশ্চ ছর্দিব্রমভাং বং সৎ ॥ ইনং পিঙ্গেনরুতা মুচ্যতে বচঃ স্বদোঃ  
 স্বাদীয়ো ক্রুদায় বন্ধনং । রাবো চ নোহমৃত মর্গ ভোজনং অনে তোকায় তনয়ায়  
 মূল ॥ মানো মহান্ত মৃত মানোহর্ভকয়ঃ ন উক্ন্তমৃত মান-উক্ন্ততং । মা নো  
 বধীঃ পিতরং মোত মাতরায়ানঃ প্রিরাপ্তধেঃ ক্রুদরীরিষঃ ॥ মা নন্তোকে তনয়ে  
 মা ন অবৌ মানো গোবু মানোহশ্বেনু রীরিষঃ । বীর্যমানো ক্রুদ তামিতো  
 বধীঃ বিদ্বন্তঃ সদমিদ্ধা হবামহে ॥ উপ তে স্তোমান্ পশুপা ইবাকরং রথ্য  
 পিতৃশ্রুতাং স্ত্রমমশে । ভদ্রা হি তে স্ত্রমতিমূলগন্তমাবা বয়মব ইত্তে বৃণীমহে ॥  
 আরে তে গোয়মৃত পুরুষয়ঃ ক্ষয়দ্বীর স্ত্রমমশে তেহস্ত । মূলা চ নোহধি চ ক্রুহি  
 দেবধাচ নঃ শর্ষ যজু দিবহাঃ ॥ অবোচাম নমোহস্য অবস্যবঃ শৃণোতু নো  
 হং ক্রুদো মক্ৰদ্যান্ । তন্মোমিত্রো বরুণো মা মহন্তামদিতিঃ দিধুঃ পৃথিবী উত  
 দ্যোঃ ইমা ক্রুদায় স্থিরধ্বনে গিরঃ ক্ষিপ্রেবধে দেবায় স্বধাবৌ । অষাড্‌হায়  
 সহমানায় বেধসে তিষ্ণায়ুধায় ভরতা মশৃণোতু নঃ ॥ স হি ক্ষয়েণ ক্ষমাস্য জ্ঞানঃ  
 সাম্রাজ্ঞান দিধাস্য চেততি । অবব্রবন্তীকৃপ নো হৃশ্চরানমীবো ক্রুদ জাসু নো  
 ভব ॥ যা তে দিহাদবস্ত্রৌ দিবস্পরি ক্ষয়া চরতি পরি সা বৃণক্তু নঃ ।  
 সহস্রস্তে অপিবাত ভেষজমা নন্তোকেসু তনয়েষু রীরিষঃ ॥ মা নো বধী ক্রুদ মা  
 পরা দাম তে ভূম প্রমিতৌ হীলিতস্য । আ নো ভজং বহিষি জীবশংসে

যুগং পাত অতিভিঃ সদা নঃ । আ তে পিতমকতাং স্তম্ভমেতু মা নঃ  
 স্বর্গ্যস্ত সন্দ্রশো যুধোখাঃ । অতি নো বীরোহরুতি কমেত প্রজায়েমহি ক্রত  
 প্রজাভিঃ ॥ তদাত্তেতিক্রম সন্তমেতিঃ শতং হিমা অশীয ভেষজ্জৈভিঃ ।  
 বাস্মদ্বৈষো বিতরংব্যংহো বমীবাশ্চাতয়স্থা বিষূচীঃ ॥ প্রেষ্ঠো জাতস্যা ক্রত  
 শ্রিরাশি তবস্তমস্তবসাং বজ্রবাহোপৰিণঃ পরমংহসঃ অতি বিখ্যাতীতীরপসো  
 যুধোবি ॥ মা ত্বা ক্রত চুক্রুধামা নমোভির্মা ত্বষ্টীতী যুযত মা সহতি ।  
 উম্মো বীর্য অর্পর ভেষজ্জৈভির্ভিষক্তমত্বা ভিষজাং শৃণোমি ॥ হবীমভিহ বাতে  
 যো হবিত্তিরব স্তোমেভীক্লমং দিবীয় । অদূদরঃ সুহবো মা নো বক্রঃ  
 সুশিপ্রো রীরধন্যনায়ৈ ॥ উম্মা মমন্দ যুযভো মরুদ্বাত্তক্ষীয়া বয়সা  
 নাধমানং । ঘৃণীব ছায়ামরপা অশীয়া বিবাসেয়ঃ ক্রদস্য স্তম্ভঃ ॥ ক্রত  
 তে ক্রত মূল্যাকুহন্তো যোন্তি ভেষজো জলাঘঃ । অপভর্তা রূপসো দৈব্যত্যাতি  
 লুমাবুযত চক্রমীখাঃ ॥ প্রবজ্রবে যুযভায় শিতীচৈমহো মহীং স্তষ্টীতি মীরয়ামি ।  
 নমস্তা কামলীকিনং নমোভিগৃণীমসি ত্বেষং ক্রদস্য নাম ॥ হিরেভিরদৈঃ  
 পুরুরূপ উগ্রো বক্রঃ শুক্রেভিঃ পিপিশে হিরণ্যৈঃ । ঈশানা দস্ত ভুবনস্ত  
 ভূরেন বাউ যৌবক্রতানস্ব্যং ॥ অহ্নিতির্ষি সায়কানি ধবাহং নিকং যজ্ঞতং  
 বিগুরুপং । অহ্নিতিকন্দয়সে বিশ্বমভুং ন বা ওজীয়ো ক্রদতদন্তি ॥ তুহি এতং  
 গর্তসদং যুবানং যুগং নভীমপহত্ব যুগং । মূল্য জরিভে ক্রত স্তবানোহন্তস্তেহম্মি  
 বপস্ত নেনাঃ । কুমারশ্চিৎপিতরং বন্দমানং প্রতি নানাম ক্রতোপয়স্তং ।  
 ভূরেক্ষাতারং সম্পতং গৃণীষে স্ততস্তং ভেষজা রাজশ্বে ॥ যাবো ভেষজা মরুতঃ  
 শুচীনি বা শস্তমা যুধণো বা ময়ৌতু । যানি মহুবনীতা পিতা নস্তা শকযোশ্চ  
 ক্রদস্য বন্দি ॥ পরিণো হেতী ক্রদস্য যুগ্যাং পরিভেষজ্য ত্বষ্টীতিহী গাং ।  
 অহ্নিত্বা মঘদস্তাত্তম্ব মিতৃস্তোকাগ তনয়ায় মূল ॥ এবা বক্রো যুযত চেকি-  
 তান যথা দেব ন কৃণীষে ন হংসি । হবনক্রমো ক্রদেহ বোবি বৃহদেমে  
 বিদগে স্ববীর্যঃ ॥ ধারাবমাক্তো প্রুফবো যশঃ ॥ ইতি ক্রদস্বজ্ঞং সমাপ্তং ॥

ততো হোত্র বাহমাত্রং স্থণ্ডিলং গোময়েনোপলিপ্য তদগত্যঃ কুশমূলেনো-  
 দকপ্রাগগ্রা বড়ুরেখা উল্লিখৎ । তত্র প্রথমা প্রাদেশমাত্রা স্তম্ভা উপর্যাস্তমোর্ধে  
 প্রাগগ্রে ত্রয়োব্রহ্মো তিভ্রঃ প্রাগগ্রা উদকসংস্থা অসংশ্লিষ্টাশ্চাত্যাক্য অগ্নি-  
 স্থাপনাং আভ্যভাগান্তং কর্ণ্য কুণ্ডাং ( সাধারণ কুশাণ্ডিকা ১ম কাণ্ড ২০ পৃ  
 ৫৮তে ২৫ পৃ ১০ পং পর্য্যন্ত দেখ ) । ততোহবদানধর্ষণে অচি চক্রমালায় ঐ ক্রদ-  
 ক্রদায় প্রবেশ্যসে মিচ্ ষ্টমায় স্তব্যসে বোচেম সন্তমং ক্রদে স্বাহা । ইতি ক্রতয়াং

এবং সৌমাং পায়সং তথৈব গৃহীত্বা ওঁ সৌম্যোক্তা ধারয়েধামমুখ্যং  
 এবামিষ্টয়োহবমুখ্যং দমোদমে সন্ত রত্না দখানঃ শমো ভূতঃ দ্বিপদে শং চতুষ্পদে  
 স্বাহা । ততঃ ত্রৈলোক্যং বাবকং তথৈব গৃহীত্বা ওঁ ইন্দ্রায়ৈশ্রো মনুভূতে পবন  
 মধুমণ্ডমং আরত্নাক্ষো নিমৃতভ্রাসীদং স্বাহা । ইতি হত্বা তোকন্তোকেন  
 ওঁ ভৌমায় দিব্যায় অন্তরীক্ষায় পৃথিব্যৈ মহতে চ স্বাহা । অন্তে চ  
 রুদ্রেভ্যঃ । ততঃ আভ্যোন রুদ্রনবগ্রহদিকৃপাল-সোম-ভূর্গা-বাতপুরুষাণাং  
 স্বশ্বমষ্টৈ হোমঃ কার্য্যঃ । ততঃ প্রায়শ্চিত্তহোমঃ । তত্রাদৌ অথোতাদি  
 কৃতৈতৎ সোপকরণবৎসতরীচতুষ্টিয়সংহিতব্রহ্মোৎসর্গকর্ম্মাভূতংগোমকর্ম্মণি যদ্-  
 বৈশ্বাণং জাতং তদোষপ্রশমনায় প্রায়শ্চিত্তহোমমহং কুর্য্যৈ ইতি স্কন্ধয়েৎ ।  
 ততো বিধুনামানমগ্নিমভ্যর্চ্য্য শ্রবণোজোন তত্ত্বমষ্টৈ জুহুয়াৎ । (১মকাণ্ড  
 ৯৫ পৃ ১৪ পং দেখ) । ততঃ ষষ্টিকুদ্রোঃ । তত্রাবদানধর্ম্মেণ শ্রুতি চরুমানায়  
 হিরণ্যমর্ভগ্ন্যবর্ণায়ত্রাক্ষনোহগ্নিষষ্টিক-কবতে ষষ্টিককোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ যদশু  
 কশ্মনোহত্যারীরিৎ যদা ন্যূনমিহাকরং । অগ্নিতং ষষ্টিকুদ্রিহান্ সর্কং ষষ্টিং  
 করোতু মে । অগ্নয়ে ষষ্টিকুতে স্নততহতয়ে সর্ষপ্রায়শ্চিত্তব্রাহ্মীনাং কামানাং  
 সম্বন্ধযিজে সর্কান্নঃ কামান্ সম্বন্ধয় স্বাহা । ইদমগ্নয়ে ষষ্টিকুতে । ইতি  
 হত্বা ওঁ রুদ্রায় স্বাহা ইতি ইন্দ্রবন্ধনীং রজ্জুং বিপ্রংস্যা যতাক্তাং জুহুয়াৎ ।  
 স্বয়ং হোতৃপক্ষে আয়নঃ শিরসি অশ্বশ্চেন্দ্রযজ্ঞমানস্ব বহিঃ বি প্রণীতামানীয়  
 তেনোদকৈন কুশৈরভিষিক্তেৎ । ওঁ সুমিত্রিয়ান আপ ওযবয়ঃ সন্তু হার্ম্মিত্রিয়া-  
 ত্তমৈঃ সন্তু যোহস্মান দেষ্টি যক্ষ বয়ং দ্বিয়ঃ । সিন্ধুদ্বিপঋষিরমুপ্পূছন্দ আপো  
 দেবতা মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ । ইদমাপঃ প্রবর্ত্তিত যৎকিঞ্চিদুরিতং ময়ি ।  
 যদাহমভিহুদ্রোহ যদা শেফ উত্থমতং । প্রজাপতিঋষিত্তপ্পূছন্দো আপো  
 দেবতা মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ । ওঁ আপোহস্মান্ নাতরঃ শুক্রয়ন্ত যুতেন যো যতপুঃ  
 পুনহ । বিদ্বং হি কিপ্রং প্রবহন্তি দেবীকদিভাতাঃ শুচিরাপুতয়েমি ।  
 ইত্যভিষিচ্য ওঁ পূর্ণমসীত্যানেন পরিসমূহনপর্য্যাক্ষণে কুর্ধ্যাৎ ।

ততো ব্রবস্যারুণগন্ধাক্ষিতমক্ষয়ং গোপালকপ্রধাপিতেন লৌহেন স্পষ্টং  
 কুর্ধ্যাৎ । ততো বৎসতরীচতুষ্টিয়সংহিতং ব্রহ্মঃ পকশস্যচূর্ণসন্দৌষধিজলৈঃ  
 প্রাপয়েৎ । ওঁ ইদমাপ প্রবহত ইত্যাদি । ওঁ রূপদাদিবেতি । ওঁ বাসং রাজা  
 বরুণো ষাতি মধ্যে সত্যানুতে অবপশ্যজ্ঞানানং । যা অগ্নিং গর্ত্তং দধিরে সুপর্ণাতা  
 আপো দেবীরিহ মামবহ । ওঁ বাসং দেবাদি রিকৃষন্তি ভক্ষ্যং বা অন্তরীক্ষে  
 বহবা ভবন্তি । যা অগ্নিং গর্ত্তং দধিরে সুপর্ণাতা আপো দেবীরিহ মামবহ ।

ও আপোহত্বাচ্চাৰং ব্রসেন সমগমহি । পয়স্মানম্ আগহি তথা সংসৃজ বর্চসা ।  
 ও দেবীরাপোহগ্রে পুরঃ অগ্রহর মর্ত্যব্রহ্ম নমস্বধা যজ্ঞপতিং দেবস্বধায়ুধং ।  
 ও আপো হিষ্ঠেত্যাদি তিস্তিভিঃ সংস্রাপ্য সিতধোতবাসসা জলমপনীয় গন্ধপুস্পাজ-  
 নসিন্দুরগোরোচনাদিত্তির্শূলজবৈব্যঃ স্বর্শূলরজতকুর-বীরপট্ট-রজতত্রিশূল-তাম্রপৃষ্ঠ-  
 কাংস্যাক্রোড়-ঘণ্টা-চামর-দর্পণৈবুধং বৎসতরীচতুষ্টিয়কালকুর্ঘ্যং । অলঙ্কার-  
 ন্যাসমস্তো যথা ।—ও চত্বারি শৃঙ্গাস্ত্রয়োসা পান ইতি স্বর্শূলস্য । ও রাজতং  
 তমধ্বানং গোপামৃতস্য দীদিবং । সংগচ্ছ ত্বং সদিবং বর্ধমানং দিনে দিনে ।  
 ইতি রজতকুরস্য । ও অসৌ যস্তাদ্রোহকণ উত বক্রঃ সূক্ষ্মগণঃ । যে চৈনং  
 কুহাভিত্তো দিকু শ্রিতাঃ সহস্রশো দৈ য়ং হেলঈমহে । ইতি তাম্রপৃষ্ঠস্য । ও  
 কাংস্যোমিতাং হিরণ্যপ্রকারাং আদ্রাং জগন্তীং তৃপাতাং তর্পয়ন্তী পদ্মে স্থিতাং  
 পদ্মবর্ণাং ত্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ং । ইতি কাংস্যাক্রোড়স্য । ও রুদ্রকুদ্রায়েতি  
 রজতত্রিশূলস্য । ও বিকোকাঁরাটমসি বিকোঃ সূক্শে হো বিকোঃ সুরনি  
 বিকোক্রবোদি বৈকবমসি বিকবে ত্বা । ইতি চক্রস্য । ও আকুঞ্চেনেতি  
 দর্পণস্য । ও মামো নয়েমু তিগাং বিশ্বস্য বস্বানাজবন্তাং অয়ঃ শর্য্যাক্তিস্ত বিনি-  
 য়োহস্য্যং ত্রীণিতাদিশজন্তো । ইতি ঘণ্টায়াঃ । ততো গায়ত্রীং ও ঋতক  
 মত্যাঁভীকান্তপনোদোত্যাদি ৫ পঠেৎ । ততো যুপং প্রক্ষাল্য যথাবিধি  
 সম্পূজ্য একহস্তমিতে গর্ভে-অবরোপ্য ও যুপরক্ষয় উত্তরে যুপ বাহ্যশাণং ।  
 যেহন্থযুপায় তকতি যে চার্কতে পচনং সম্ভবন্ত তে তেযামভিষ্ঠিঃ ন দৈন্দতু ।  
 ইতি বৃষং সংবোধ্য ও ত্রিরোভবেতি ত্রিণীপত্য মৃতিঃ পূরয়িত্বা তত্রৈব বৃষং বদী-  
 য়াৎ । অন্য চতুর্দিকু উপযুপষ্ঠকুষ্ঠং তাপয়িত্বা বৎসতরীচতুষ্টিং বদায়্যৎ । ততঃ  
 কৃতাজ্জলির্জমানঃ । ও ইড়াসি কান্যামিডস্তাসি সত্ত্বতাসি মহাসি প্রতিরম্যতি  
 মজ্জং পঠন্ বৎসতরীচতুষ্টিবসহিতং বৃষং প্রদক্ষিণং কুর্ঘ্যৎ । ততো বৃষস্য দক্ষিণ-  
 কর্ণে প্রজাপতির্জাধিঃ পঙ্ক্তিহন্দো ব্রবো দেবতা ব্রহ্মহজ্ঞশ্চে পিনিয়োগতঃ ।  
 ও ঋতং মাসমানবং বিমাসহিৎ । হস্তারং শত্ৰুণাং ক্রপি বিব্রাজং গোপিতং  
 গবং । অহমস্মি সপত্নিত্তেজ্জ ইবাক্ষোহক্ষত । অপঃ সগত্বামেপদো বিগ  
 সর্কেধিতীষ্ঠতা । অত্রৈব যোপনহস্য আদ্রীভে ইবেজ্যথা । বাস্তোপ্পতে নিষেবেযে-  
 ত্থা সদধনদানঃ । অভিদুব্রহ্মাগমং বিশ্বকর্মণে পান্না । আরশিত্তমারো বৃত  
 নরহং সমিধন্দধে । বোগক্ষেমং ধ আদাঃ ভূয়ামন্তমমারো মুর্দানমক্রমীৎ ।  
 অউপদান উরদন্তমকণ্ডুকা ইবোদকাকণ্ডুকা উদকাদিব । ইতি বৃষহজ্ঞং ।  
 এতো বৎসতরীচতুষ্টিবসহিতং বৃষং পাণ্ড্যাদিত্তিরজ্যচ্চ ও পিত্ত বৎসান্যং পতি-

রয়ানামথো পিতা মহতাং গর্গরাণাং । গর্ভো জরায়ুঃ প্রীতিধূক পীব্যু আমিক্সা  
 যুতং তস্য রেতঃ । ওঁ রবোমি ভগবান্ ধর্মশ্চতুস্পাদঃ প্রকীর্তিতঃ । রূপোমি তমহং  
 ভক্ত্যা স মাং বক্ষতু সর্বতঃ । ইতি পঠেৎ । ততস্তিলকুশজলাভাদায় ওমস্তোত্র্যানি  
 অমুকগোত্রস্য প্রেতস্যামুকদেবশর্মাণোহশৌচান্তাদ্বিতীয়েহহি অমুকগোত্রস্য  
 প্রেতস্যামুকদেবশর্মাণঃ প্রেতলোকপরিভ্যাগপূর্বকস্বর্গলোকগমনকামঃ সাল-  
 ক্ষতবৎসতরী চতুষ্ঠয়নহিতবৃষমহমুৎসজামি । ওঁ এনং যুবানং পতিং বো  
 দদানি তেম ক্রীড়ন্তীশচরথ প্রিয়েণ মানঃ সাপ্তজন্মবা সুভগা রায়পোষণে সমিষা  
 হিগোমি । ওঁ শান্তা পৃথিবী দিবমন্তরাংকং জ্যোতী দৈব্য ভবনোহস্ত  
 শিবা দিশঃ প্রদিশত দিশোন আপা দিব্যত পরিপান্ত সর্বাং ।  
 ইত্যভ্যামেবোৎসজ্য তজ্জলং পকানাং পৃষ্ঠেষ্ণ দত্যাৎ । ততঃ ওঁ ঋষভং  
 মাসমানানামিত্যাদি রবহুক্তং । ততঃ ওঁ মরো ভুরাপো দেবী প্রথমজাহকুতে  
 সোমো রাজা প্রথমো ব্রহ্মজায়াং পুনঃ প্রায়চ্ছদহুনীয়মানঃ ওঁ ইরাবতী  
 ধেনুমতী, হি ভূয়ঃ হর বশিনী মনবেদসস্তাঃ । ব্যস্তভা রোদসী বিষ্ণুরেতে-  
 দাধর্ষ পৃথিবীমভিতোময়ুধৈঃ । ওঁ যদ্বাংদন্ত্য বিচিত্রগানিরাষ্ট্রাং দেবানাং  
 নিষসাদ মন্তাঃ । চতস্র উর্দ্ধুদ্বহে পথাসিং হৃদ্বিস্তাঃ পরমং জগাম । ইতি  
 মরো ভূবং বৎসতরীহুক্তং । ততো রুদ্রহুক্তং পুরুষহুক্তং পঠেৎ । ততঃ ওঁ  
 সন্মলী পারয়ন্তে তমুক্ষুধন্তীবচো যথা । আভ্যাবন্তং যমাস্তং যত্র বেদমিতি  
 ক্রবন্ । জামাকেতুং পুরস্পৃহং ভারতী ব্রহ্মবর্জিনী । সঞ্জানানামহিমাতা যত্র  
 বেদমিতি ক্রবন্ । ইন্দ্র স্তং কিং বিভূং প্রভূং ভানুনাং সরস্বতীং ।  
 তেন সূর্য্যামরোচয়দ্বেনো বম রোদসী উভো জুবধাশ্বেদ্বিরসঃ কাং  
 মেধ্যাতিবাং । মাত্তা সোমুস্ত বা বৃহৎসুতস্ত মধুমন্তমঃ । জুবধাশ্বে আদ্বিরসঃ  
 শৌভমুর্দেববিস্তমঃ । আসন্তমাসন্তমাভিঃ মা শান্তিং যন্তি মকুর্ষতঃ শন্নঃ কনি-  
 ক্রবন্দেবঃ পর্য্যজ্যোহতিষধুঃ ওষধয়ঃ প্রতীবস্তাঃ শন্নো জাবা পৃথিবী ।  
 ঋপ্রজাভাঃ শন্নোহস্ত দিশাদে শং চতুস্পদে ॥ ইতি শান্তিহুক্তং শ্রাবয়েৎ ।  
 ততস্তপণং । ওঁ অমুকগোত্রং প্রেতমুকদেবশর্মাণমেতৎ সতিলবৃষপুচ্ছগলিতো-  
 দকেন তর্পয়ামি । এবং বারত্ৱয়ং ওঁ স্বধা পিতৃভ্যো মাতৃভ্যো বজ্রভাশ্চাপি  
 তপ্তয়ে । মাতৃপক্ষাশ্চ যে কেচিদ্যে চাত্রে পিতৃপক্ষজাঃ । গুরুশ্চ গুরুবন্ধুনাং  
 যে কুলেষ্ণ সমুদভবাঃ । যে প্রেতভাবমাপন্য যে চাত্রে শ্রীকৃষ্ণজিজ্ঞীষাঃ । রবোহ-  
 সর্গেণ তে মর্ষে লভস্তাং প্রীতি মুক্তমাং । ইতি তর্পয়েৎ । ততো  
 এবং মধোবা পঠেৎ । ওঁ রবোমি স্বং চতুস্পাদঃ পিতৃভূতষিপোষকঃ । স্বমি

মুক্তেহক্ষয়া লোকা মম সন্ত নিরাময়াঃ । ও ধর্মোঁসি ত্বং চতুষ্পাদঃ চতুস্তে  
 প্রিয়ান্তিমাঃ । চতুর্থাং পোষণার্থং মরোৎসৃষ্টাঙ্কয়া সহ । ও দেবানাক পিতৃণাক  
 মনুষ্যাণাক যোষিতঃ । ভূতানাং তৃপ্তিজননাস্তয়া সাক্ষং ব্রজক্ষিমাঃ । ও নমো  
 ব্রহ্মণ্যদেবেণ পিতৃভূতর্ষিপোষকঃ । অগ্নি মুক্তেহক্ষয়া লোকা মম সন্ত নিরাময়াঃ ।  
 ও মা মে ঋণোক্ত দৈবোথ পৈত্রো ভূতোহথ মাতৃবঃ । ধর্ম্যস্ত্বং ত্বৎপ্রপন্নস্ত  
 যা গতিঃ সান্ত মে ধ্রুবা । যাবন্তি তব রোমাণি শরীরে সন্তবন্তি হি ।  
 তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে বায়োহস্ত মে পিতুঃ । গাবো মে মাতরঃ সর্কী  
 পোতুষ্মা পিতরো মম । উৎসৃষ্টে তু বৃষে যাস্ত স্বর্গে পিতৃগণা মম । ও পুণ্য-  
 ক্ষয়াদিহাগৃভ্য পিতা মে সর্কধর্ম্যবিৎ । শতজন্মানি বিপ্রতঃ প্রাপ্য শ্রোতক্রিয়া-  
 রতঃ । ততঃ প্রক্ষীণকর্মাসৌ মুক্তিং বাসাত্যনঃশয়ঃ । যোচিতোঁসি ময়া নাথ  
 স্বচ্ছন্দা গতি ব্রজ তে । মৎপিতুঃ স্বর্গসিদ্ধার্থং ত্বরি স্বং ভবমাগয়ে ।  
 ও ন ঋদেঃ পরশস্তানি নাক্রামে গর্ভিনীক গাং । ততোহগ্নিসমীপং গচ্ছা পূর্বাং  
 দত্তাৎ । ষথা—মৃডনামানমগ্নি মভ্যর্চ্য বাগদেব্য ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতা  
 পূর্ণহোমে বিনিয়োগঃ । ও মূর্দ্ধানন্নিবোহরতিং ইত্যাদি । ইদমন্ত্যঃ । ও বাম-  
 দেব ঋষির্জগতীচ্ছন্দ আপো দেবতা পূর্ণহোমে বিনিয়োগঃ । ও মেধাস্তবিশং  
 ভুবনমধিশ্রিতবন্তঃ সমুদ্রেহ্যস্তরায়ুধি । অপামনীকে সর্নিধেয় আভূত-  
 স্তমস্যাম মধুবন্ত উর্ধ্বি স্বাহা । ইদমন্ত্যঃ ততো বজ্রঃ সূবজ্রঃ শ্রতবজ্রবিশ্ববজ্র-  
 র্গোপায়না ঋষয়ো বিব্রটীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতায়ুপস্থাপনে বিনিয়োগঃ । ও  
 চমেধরশ্চ মে যজ্ঞোপচতে মনশ্চ যন্তে ন্যূনং তস্মৈ তদুপযন্তেহরিক্তং তস্মৈ  
 তে নমঃ । ও যজ্ঞং যজ্ঞপতিং গচ্ছ স্বাং যোনিং গচ্ছ স্বাহা । এব তে যজ্ঞো যজ্ঞপতে  
 লহ সৃক্তয়া কেবু ধীরং জুষস্ব স্বাহা । ইত্যুখায়গ্নি মুপস্থায় ও শ্রদ্ধাঃ  
 মেধাঃ যশঃ প্রজ্ঞাঃ বিদ্যাং বুদ্ধিং গ্রিয়ং বলং । আয়ব্যং তেজ আয়োগাং  
 দেহি মে হব্যবাহন । ইতি প্রণমেৎ । ততঃ স্থালীপাকদ্বয়ভেদে সর্কান্  
 পরিস্তরনকুশান্ ও সর্গেভ্যঃ স্বাহেতি জুহুয়াৎ । ততোহগ্নেঃ সকালঃ  
 ঋবাগ্রো ভস্মানীয় অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং গৃহীত্ব ও কুৎসর্কযজ্ঞগতীচ্ছন্দো রুদ্রো  
 দেবতা ব্রহ্মাকরণে বিনিয়োগঃ । ও মানস্তোকে তনয়ে মান আয়ৌ মানোহশ্বেষু  
 রীরিষঃ । বীরায়ানো রুদ্রভামিতোহবধীর্হবিশস্তঃ সদমিত্বা হবানহে । ইতি মন্ত্রেণ  
 তদভিমন্ত্য ও ত্রায়ুং যং জমদগ্নেঃ ইতি ললাটে । কণ্যাপম্য ত্রায়ুর্মমিতি যদি ।  
 অগন্ত্যস্য ত্রায়ুর্মমিতি কাছমূলরোঃ । যদেবানাং ত্রায়ুর্মমিতি কণ্ঠমূলে । তমো-  
 বজ্র ত্রায়ুর্মমিতি প্রাকরাজে দত্তাৎ । ততোহগ্নিং বিসর্জয়েৎ । অত্রিকর্ষির্গায়ত্রীচ্ছ-

ন্দোহ্মির্দেবতান্নিবিমর্জনে বিনিয়োগঃ । ওঁ অভ্যাবমিতদ্রয়ো নিবিক্রং পুঙ্করে  
মধু অবতস্য বিমর্জনে । ততো দক্ষিণাং দত্তাৎ । ব্রহ্মণে পূর্ণপাত্রং গুরবে কাংস্তা-  
ধারবদ্বগুণ্যগোহিরণ্যানি তন্মূল্যং বা দত্তাৎ । ব্রহ্মোৎসর্গপ্রতিষ্ঠার্থং উৎসৃষ্ট-  
বৃষতুল্যবৃষং তন্মূল্যং বা আচার্য্যায় দত্তাৎ । ততো গচ্ছধ্বময়াঃ সর্কে গৃহী-  
ত্বার্জাং স্বমালয়ং । সন্তুষ্টা বদ্বমস্বাকং দধেদানীং সুপুজিতাঃ । ইতি দেবান্  
বিসৃজ্য ওঁ প্রীরতাং পুণ্ডরীকাকং সর্বষজ্জেষরো হরিত্ত্বিংস্তষ্টে জগতুঃ  
প্রীণিতৈ প্রীণিতং জগৎ । ইতি পঠেৎ । ওঁ সন্নদীত্যাদিনা শান্তিং কৃত্বা অচ্ছি-  
দ্যাবধারণং বিমৃশরণকং কুর্যাৎ ।

ইতি ঋগ্বেদিনাং ব্রহ্মোৎসর্গপ্রয়োগঃ ॥

ঋগ্বেদি-শ্রীকৃষ্ণপ্রকরণ সমাপ্ত ।

গোগ্রাস ।

পূর্বমুখ হইয়া স্বীয় বা পরকীয় গোকৈ “ওঁ সৌরভেভ্যঃ সর্কহিতাঃ  
পবিত্রাঃ পুণারীশয়ঃ । প্রতিগৃহস্ত মে গ্রাণং গাবৈল্ললোক্যামাতরঃ” ॥ এইমন্ত্র  
পাঠ করিয়া গ্রাসদ্রব্য প্রদান করিবে ।

তৎপর “ওঁ নমো গোভাঃ ক্রীমতীভ্যঃ সৌরভেভীভ্য এব চ । নমো  
ব্রহ্মতাত্যশ্চ পবিত্রাত্যো নমো নমঃ ॥” বলিয়া নমস্কার করিবে । ত্রিবে-  
দীয়েৱাই এইরূপে গো-গ্রাস দান করিবেন ।

উল্লাদান ।

দীপাবিত্তা অমাবস্তার উভয় দিনে কুশহস্তে আচমন করত দক্ষিণাভিমুখ ও  
প্রাচীনাবীতী হইয়া “ওঁ শত্ৰাশস্ত্রহতানাক তুতানাং ভূতদর্শনোঃ । উচ্ছল-  
জ্যোতিষা ধেহং দহেরং ব্যোমবহিনা ॥” এই মন্ত্রে উল্লাগ্রহণ করিয়া “ওঁ  
অগ্নিদক্ষাশ্চ যে জীবা যেহপ্যদক্ষাঃ কুলে মম । উচ্ছলজ্যোতিষা দক্ষান্তে যান্ত  
পরমাং পতিং ॥” এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া “ওঁ যমলোকং পরিত্যজ্য  
আগতা মে মহাপথে । উচ্ছলজ্যোতিষা বসন্ত প্রাপ্যন্তে ব্রহ্মস্ব ভু ॥” ইহা



পাঠ করিয়া পিতৃগণের পথ দর্শন করাইয়া উচ্চা বিসর্জন করিবে । ত্রিবে-  
দীয়েরাই এই প্রকার উচ্চা দান করিবেন ।

### মঘাপিণ্ডদান ব্যবস্থা ।

অশ্বত্থ-কৃষ্ণপক্ষের মঘানক্ষত্রসূক্ত ত্রয়োদশী তিথিতে পক্ষপ্রাদ্ব্যধিকারি-  
গণেরও শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য এবং অবিভক্ত ভাতৃগণেরও পৃথক্ পৃথক্ শ্রাদ্ধ  
করা উচিত । ইহাতে অন্নবিকিরণ ও মধু মধু (মধুবাতা ইত্যাদি মন্ত্র) জপ  
পর্যন্ত করিয়া পিণ্ডদানের অঙ্গীয় কোন কার্য্য করিবে না ; কিন্তু “ও  
স্বপ্নপ্রোক্ষিতমন্ত্ৰ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে ।

পুত্রবান্ ব্যক্তি মঘাত্রয়োদশীতে অপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিবেন । পুত্রবান্ ব্যক্তি  
যদি পক্ষপ্রাদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তবে অপিণ্ডক মঘাপ্রাদ্ধেই  
তাঁহার পক্ষশ্রাদ্ধ সিদ্ধ হইবে ।

### চতুর্থকাণ্ড সমাপ্তঃ

# সত্যিক পুরোহিত-সর্বস্ব ।

পঞ্চম কাণ্ড ।

প্রকীর্ত্তাংশ ।

দীক্ষা পদ্ধতি ।

এই বাসনাসমূহ সংসারে দীক্ষা ব্যতীত মানবের সংসার-পাশ হইতে উদ্ধার হইবার আর অন্য উপায় নাই । তত্ত্ব শাস্ত্রই সেই দীক্ষার গুরু । তত্ত্বশাস্ত্র অতীব দুর্গম বিষয়, সুতরাং সমুদয়গুরু গুরুর আবশ্যক, আবার কেবল সমুদয়গুরু গুরু হইলেই হইবে না, শিষ্যের ও বিশেষ উপযুক্ততা আবশ্যক ; সেই জন্য প্রথমতঃ গুরু ও শিষ্যের লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে ।—

শাস্ত্রো দান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্ ।

শুভাচাৰ্যঃ সূত্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্ ।

আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ তত্ত্বমত্ৰবিশারদুঃ ।

নিগ্রহাঙ্গুষ্ঠোক্তো গুরুরিত্যতিবীৰ্যতে,

উক্তৈবৈব সপুত্রৈঃ সর্মথো বাক্যগোস্তমঃ ।

তপস্বী সত্যবানী চ গৃহস্থো গুরুরন্যতে ॥

যিনি শাস্ত্র ( শ্রীমদ-মনন-নিদিধ্যাসন-রূপ বিষয়াতিরিক্ত সাংসারিক ধর্মমতীর বিষয় হইতে মনের নিগ্রহবান ), দান্ত ( শ্রবণাদি-বিষয়াতিরিক্ত বিষয় হইতে বাহ্য দশ ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহবান ), কুলীন, \* বিনীত, শুদ্ধবেশসম্পন্ন, বিজ্ঞাচাৰ্য, সূত্রতিষ্ঠ ( সংকাৰ্যাদি দ্বারা যশস্বী ) পবিত্রব্রতাব, জিয়ানিপুণ, সুবুদ্ধিসম্পন্ন গৃহস্থাদি আশ্রমস্থিত—অর্থাৎ উদাসীন নহেন, যিনি ঈশ্বর-

\* আচার্যো বিষয়ো বিদাঃ সূত্রতিষ্ঠা জীর্ণদশনঃ । নিষ্ঠা, শাস্ত্রভণ্ডো দানং নবদা

ধ্যানপরায়ণ, তত্ত্ব-মন্ত্রবিষয়ে পণ্ডিত, যিনি প্রভৃতি শাসন ও অনুগ্রহ করিতে সমর্থ এবং মন্ত্রপ্রণালাদি দ্বারা সংসার হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ ও শাপাদি দ্বারা বিনাশ করিতেও পারেন, তাদৃশ তপসসম্পন্ন মন্ত্যবাদী গৃহস্থ ব্রাহ্মণই গুরু বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

নিগমকল্পক্রমে কথিত হইয়াছে,—“গুরু বিদ্বান্ হউন, অথবা বিদ্যাহীন হউন, তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিবে এবং তিনি সংপথাবলম্বী হউন, অথবা অসংপথাবলম্বী হউন, তদ্বিন্ন অন্য পতি নাই।”

নিম্নাং গুরু লক্ষণ,—খিজী চৈব গলংকুষ্ঠী নেত্ররোগী চ বামনঃ ।

কুনথী শ্রাবদন্তশ্চ ক্রীড়িতশ্চাধিকাজকঃ ।

হীনাঙ্গঃ কপটী রোগী বহুভোক্তা বহুভাবী ।

এতৈর্দোষৈবিমুক্তো যঃ স গুরুঃ শিষ্যসম্রতঃ ॥ জিহ্বাসারসমুচ্চয়ে ।

যে প্রকার গুরুকে বর্জন করিতে হইবে, তাহা জিহ্বাসারসমুচ্চয় গ্রহে বলিয়াছেন,—“যাহার শরীরে খিজিরোগ, গলংকুষ্ঠ রোগ বা নেত্ররোগ আছে, যে ব্যক্তি বামন, যাহার কুনথরোগ আছে, যে শ্রাবদন্ত, ক্রী-বশীভূত, অধিকাজ বা হীনাঙ্গ, কপটী, চিররোগী, বহুভোক্তা এবং বহুভাবী, তাদৃশ ব্যক্তিকে গুরু করিবে না। যিনি এই সমস্ত দোষশূন্য, তাঁহাকে, সংগুরু বলিয়া জানিবে।

অনন্তর সংশিষ্য-লক্ষণ কথিত হইতেছে,—

শান্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণকমঃ ।

সমর্থশ্চ কুণীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতিঃ ।

এবমাদিশুণৈষু ভূতঃ শিষ্যো ভবতি নানথা ।

পুণ্যবান্ ধার্মিকঃ শুদ্ধো গুরুভক্তে ভক্তিস্থিরঃ ।

শিষ্যযোগ্যো ভবেৎ সো হি দান-ব্যানপরায়ণঃ ॥

শমাদিশুণবৃদ্ধ, বিনয়ী, বিশুদ্ধব্রতাব, শ্রদ্ধাবান্ বৈরাগী, সর্লকস্বসমর্থ, সহংশজাত, অভিজ্ঞ, সচ্চরিত্র এবং যত্যাচারবৃদ্ধ ব্যক্তি প্রকৃত শিষ্যপদবাচ্য, ইহার বিপরীত ব্যক্তিকে শিষ্য করিবে না। অন্যত্র বলিয়াছেন,—যে ব্যক্তি পুণ্যবান্, ধার্মিক, শুদ্ধাত্মকরণ, গুরুভক্ত, ভক্তিস্থির, দানশীল ও উপকারার্থ-পরায়ণ, তাদৃশ ব্যক্তি যথার্থ শিষ্যপদবাচ্য।

পিতাদির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবে না। মাতার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা হইতে পারে। পতি স্বীয় ভাষাকে, পিতা পুত্রকন্যাকে ও ভ্রাতা সহোদরকে দীক্ষিত করিবে না। পতি যদি সিদ্ধমন্ত্র হন, অর্থাৎ

পুরস্কারাদি দ্বারা মন্থ সিদ্ধি করিয়া থাকেন, তবে পরীক্ষা বীক্ষিতা করিতে পারেন, কিন্তু তাহাকে স্মরণ শক্তিরূপে গ্রহণ করিবেন, তাহার সহিত পুত্রিকাবৎ ব্যবহার করিবেন না। পিতা ও মাতারহ ও যদি উক্তরূপ নিরুন্নয়ন হন, তবে তাঁহাদের নিকট ও মন্থগ্রহণ করা যাইতে পারে।

সাক্ষী, সদাচারপরায়ণ, গুরুভক্ত, সর্বমঙ্গলার্থভক্ষা, সুশীল, জিতেপ্রিয় ও পুণ্যাদিকার্যে অহুস্রজ্ঞা গ্রীকে সহজক বলিয়া জানিবে। বিধবা স্ত্রী উক্তরূপ জ্ঞানশালিনী হইলেও তাহাকে ত্যাগ করিবে।

বীজ সকলের মরণ-উচ্চারণাদি-দ্বারা সংসার হইতে জ্ঞান পাওয়া যায়, এই নিমিত্ত উহাকে মন্থ বলে। অন্তর্গত নক্ষত্র চক্র ও রাশিচক্র বিচার করিয়া যাহা অহুকুল মন্থ, তাহার ভজন্য করিবে। বারাহী তন্ত্রে কথিত হইয়াছে,—ভার্যচক্র, রাশিচক্র এবং নামচক্র বিচারে যদি মন্থ অহুকুল হয়, তবে অন্ত চক্র বিচারের আশ্রয় আশ্রয়্যক নাই। কিন্তু ধনীমন্থ ও অকুল মন্থ গ্রহণ করিবে না, ইত্যাদি নিষেধ বাক্য থাকায়, খণীধনীচক্র ও কুলকুলচক্রের বিচারে ও আবশ্যিকতা বুঝা যাইতেছে।

### কুলকুলচক্র ।

বার	অগ্নি	ভূ	জল	আকাশ
অ অ।	ই ঈ	উ ঊ	ঋ ঌ	৳
এ	ঋ ঌ	ও	ঐ	অং
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	শ
হ	ক	খ	গ	হ

নিবন্ধে লিখিত হইয়াছে, — বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, জল ও আকাশ এই সকল-  
ভূতময় পঞ্চসম্বৰ্ণ ক্রমশঃ বায়ুনা কুলাকুল নির্ণয় করিবে। পাঁচটা দ্রব্য, পাঁচটা  
দীর্ঘ, বিদ্যুৎ (অক্ষর)। সম্ভাব্য অর্থঃ এ, ঐ, ও, উ, এই সকল স্ববৰ্ণ  
ও ককারাদি ব্যঞ্জনবর্ণ সহিত বিচার করিবে। অক্ষা এক চ ট উ প য ব  
এই সকল বর্ণ সাক্ষর। ই ঐ ঐ খ ঙ ঠ ঠ ক ক এই সকল বর্ণ আধেয়,  
উ উ ও ঙ ঙ ঙ ঙ ঙ এই সকল বর্ণ পার্শ্ব। ঙ ঙ ঙ ঙ ঙ ঙ ঙ  
স এই সকল বর্ণ বাহ্য। ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ এই সকল বর্ণ  
আকাশ। এইরূপে বর্ণ সকল বিন্যস্ত করিয়া কুলাকুল বিচার করিবে।  
এই কুলাকুলচক্র বিচারের বোধ সৌকর্যার্থে উপরে একটি চক্র অঙ্কিত  
করা হইল।

সাধক অর্থাৎ মন্ত্রগ্রহীতার আদ্যাকর ও যে মন্ত্র গ্রহণ করিবে, সেই মন্ত্রের আদ্যাকর, এই দুই অক্ষর যদি একত্ব হই বা একই নৈবত হয়, তবে সেই মন্ত্র শুক্ল জানিবে, অস্তথা অক্ল হইবে। যদি মন্ত্রগ্রহীতার নামের আদিবর্ণ ও মন্ত্রের আদিবর্ণ, এককোটি হইয়া তবে সেই মন্ত্র গ্রহণে শুভ জানিবে। বাক্ষ্য বা জল বর্ণ ভৌম বর্ণের এবং মাক্ষ্য বর্ণ আগ্নেয় বর্ণের মিত্র, মাক্ষ্যবর্ণ পাথির বর্ণের, আগ্নেয়বর্ণ বাক্ষ্য বর্ণের ও পাথির বর্ণের শত্রু বলিয়া কথিত হইয়াছে। আকাশ বর্ণ সর্ষপবর্ণের মিত্র। এই প্রকারে শত্রু মিত্র জানিয়া মিত্র মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

উদাহরণ।—ভারা পদ ময় গ্রহীতা, সে কালী ময় গ্রহণ করিতে পারে কি না? ভারাপদের আন্তরক 'ভ' আর ময়ের আন্তরক 'ক' উভয় বর্ণ এক কোঠের মধ্যে অবস্থিত অর্থাৎ একতৃত্যু সূতরাং ভারাপদ "কালী" ময় গ্রহণ করিতে পারে। ভারাপদ মায় ময় গ্রহণ করিতে পারে কি না? ভাটও পারে—যদিও 'র' ও 'ত' এক কোঠাশ্রিত নহে, কিন্তু বাহুবর্ণও এবং জায়ের বর্ণ 'র' এই দুয়ের মিজতা থাকায় ভারাপদের "মায়" এই ময় গ্রহণে যোগ হইবে না।

ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਕ ਬੰਨਾ ਸਾਹਿਤਕ।

ত্রৈলোক্যং পূৰ্ণময়ং কৰ্মাভিলাষাতো ধাম্যকুৰেভবান্ । ঐকবদীশান-  
 নিৰ্গাচরে তু হস্তাশবাবৌধিলিখিতভোহীন্ । বেদাশি-বহিঃপুল-প্রবণাশি-  
 সংখ্যান পুত্ৰমুবাশিষ পকসুতাষ্টবর্গান্ । যোগাশিতঃ প্রাণিলিখিতঃ সৰ্বজাত বর্গান্ ।  
 কৰ্মাশিতান্ পশিলিখিতং শাশিবর্গান্ ॥ কল্পতপে ।



এই চারি বর্ষ লিখিতে হইবে। এইরূপে অকারাদি পঞ্চাশবর্ষ সংস্থাপন করিয়া বিচার করিবে। বীর রাশির অক্ষুণ্ণ মন্ত্র ভজনা করিবে। অতএব রাশিচক্রগুণে মন্ত্রই গ্রহণ করিবে। এই ক্ষণ রাশি চক্র দ্বারা মন্ত্র শুদ্ধির বিষয় বলা যাইতেছে। যথা,—মন্ত্রগ্রহীতার জন্মরাশি হইতে মংরাশি—অর্থাৎ যে রাশিতে যন্ত্রের আদিবর্ষ দৃষ্ট হইবে, সেই রাশি পর্য্যন্ত গণনা করিবে। যদি জন্ম-কালীয় রাশি জানা না থাকে, তবে নামের আত্মকর সম্বন্ধীয় রাশি গ্রহণ পূর্বক গণনা করিবে। এইরূপ গণনা করিলে, যদি মন্ত্ররাশি জন্মরাশি হইতে ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ হয় তবে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। কারণ, ষষ্ঠাদি-রাশিগত রিপুমন্ত্র গ্রহণ করিলে গ্রহীতার অনিষ্ট হয়। রামাচ্চনচন্দ্রিকায় কথিত হইয়াছে,—এক, পঞ্চম ও নবমরাশিগত মন্ত্র বন্ধুর জায় হিতকারী, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও দশমরাশিগত মন্ত্র সেবক, তৃতীয়, একাদশ ও সপ্তমরাশিগত মন্ত্র পুষ্টিকর। দ্বাদশ, অষ্টম ও চতুর্থরাশিগত মন্ত্র ষাতক। চতুর্থমন্ত্র ষাতক ইহা বিষ্ণুমন্ত্রবিষয়ে জানিবে। শক্তিমন্ত্র গ্রহণে ষষ্ঠ মন্ত্রও অবশ্য পরিভাগ করিবে। তত্রাত্ময়ে উক্ত হইয়াছে,—লগ্ন, ধন, ভ্রাতৃ, বন্ধু, পুত্র, শত্রু, কন্য, মৃত্যু, ধর্ম, কর্ম, আয় ও ব্যয়, মেবাদি দ্বাদশ রাশির এই দ্বাদশ সংজ্ঞা জানিবে। এই সংজ্ঞানুসারে ইহাদিগের গুণগুণ্ড ফল নির্ণীত হইয়া থাকে। বিষ্ণুমন্ত্র বিধানে বন্ধুহানে শত্রু ও শত্রুহানে বন্ধু এইরূপ পাঠ নিকিষ্ট হইয়াছে। এই ক্ষণে কোন্ কোন্ স্থানস্থিত মন্ত্রগ্রহণে কিরূপ ফল হইবে, তাহা বলা যাইতেছে। “লগ্নরাশিগত মন্ত্র গ্রহণে মন্ত্রমিদ্ধি, ধনস্থানস্থিত মন্ত্রগ্রহণে ধনমিদ্ধি, ভ্রাতৃ-স্থানস্থিত মন্ত্রগ্রহণে ভ্রাতৃমিদ্ধি, বন্ধুস্থানস্থিত মন্ত্র গ্রহণে বন্ধুপ্রিয়তা, পুত্রস্থানস্থিত মন্ত্রগ্রহণে পুত্রমিদ্ধি, শত্রুস্থানস্থিত মন্ত্র গ্রহণে শত্রুমিদ্ধি, কন্যস্থানস্থিত মন্ত্র গ্রহণে মধ্যমিধ ফল, মৃত্যুস্থানস্থিত মন্ত্র গ্রহণে মৃত্যু, ধর্মস্থানস্থিত মন্ত্র গ্রহণে ধর্ম মিদ্ধি, কর্মস্থানস্থিত মন্ত্রে কার্য মিদ্ধি, আয়স্থান স্থিত মন্ত্র গ্রহণে ধনসম্পত্তি এবং ব্যয়-স্থানস্থিত মন্ত্র গ্রহণে সঙ্কিত ধনের ব্যয় হয়। অতঃপর নক্ষত্র চক্র বলা যাইতেছে।

উত্তরাদিক্রিয়াগ্রাণ্ড রেখাং কুর্ধ্যাক্রতুর্ভয়ীং। দশরেখাঃ পশ্চিমাগ্রাঃ কর্তব্য। বীরবল্লভে। অশ্বিন্যাদিক্রমেণৈব বিশিষ্টভারকাঃ পুনঃ। অকারাদি ককা-রাষ্টান্ বিচন্দ্রবহ্নিবৎকান্। ভূমীশূ-নেত্রচন্দ্রাংশ্চ অশ্লেষাভ্যং ধগৌ প্রিয়ে। দ্বিত্বনেত্র-নেত্রব্যাংশ্চেন্দ্রেনত্রাশি-মুগকান্। মবাদিকোহপি জ্যেষ্ঠাভ্যং দ্বিতীয়ং নবভারকং। বহ্নীশূ-চন্দ্রাংশ্চ যুগেন্দ্রেনত্রাহিকান্। বেদেন ভেদিতান্ বর্ষান্ রেবত্যন্তং গতান্ ক্রমাৎ—বৃহৎক্রমে।

## নক্ষত্র চক্র ।

অশ্বিনী	ভরণী	কৃত্তিকা	রোহিণী	মৃগশিরা	আর্দ্রা	পুনর্ভসু	পুষ্যা	অশ্লেষা
অ আ	ই	ঈ উ ঊ	ঋ ঌ ৯ ৫	এ	ঐ	ও ঔ	ক	খ গ
দেবঃ	মানুষঃ	রাক্ষসঃ	মানুষঃ	দেবঃ	মানুষঃ	দেবঃ	দেবঃ	রাক্ষসঃ
মঘা	পূর্বফল্গুনী	উত্তরফল্গুনী	হস্তা	চিত্রা	স্বাতী	বিশাখা	অনুরাধা	জ্যেষ্ঠা
ঘ ঙ	চ	ছ জ	ঝ ঞ	ট ঠ	ড	ঢ ণ	ত থ দ	ধ
রাক্ষসঃ	মানুষঃ	মানুষঃ	দেবঃ	রাক্ষসঃ	দেবঃ	রাক্ষসঃ	দেবঃ	রাক্ষসঃ
মূল্য	পূর্বাষাঢ়া	উত্তরাষাঢ়া	শ্রবণা	ধনিষ্ঠা	শতভিষা	পূর্বভাদ্র	উত্তর-ভাদ্র	রেবতী
ন প ফ	ব	ভ	ম	য র	ল	ব শ	ষ স হ	অং অঃ
রাক্ষসঃ	মানুষঃ	মানুষঃ	দেবঃ	রাক্ষসঃ	রাক্ষসঃ	মানুষঃ	মানুষঃ	দেবঃ

উত্তর হইতে দক্ষিণাংশে চারিটি রেখা অঙ্কিত করিয়া তাহাদের মধ্যে পূর্ব হইতে পশ্চিমাংশ দশটি রেখা অঙ্কিত করিলে, তিন শ্রেণীতে সপ্তবিংশতি কোষ্ঠায় বিভক্ত একটি চক্র অঙ্কিত হইবে। (উপরে প্রতিকৃতি দেখ)।

অনন্তর এই সপ্তবিংশতি কোষ্ঠায় অশ্বিনী-আর্দ্রা সপ্তবিংশতি নক্ষত্র স্থাপন করিয়া অ-কারাদি ক্ষ পর্য্যন্ত বর্ণ সকল বিস্থাপন করিবে। কোন্ কোন্ নক্ষত্রে কি কি বর্ণ ও কি কি গণ লিখিতে হইবে, তাহা বলা যাইতেছে, অশ্বিনীনক্ষত্র দেবগণ, ইহাতে অ আ, বর্ণদ্বয় লিখিবে, ভরণীনক্ষত্র মানুষগণ, ইহাতেই বর্ণ লিখিবে, কৃত্তিকা রাক্ষসগণ, ইহাতে ঈ উ ঊ,—রোহিণী মানুষগণ, ইহাতে ঋ ঌ ৯ ৫—মৃগশিরা দেবগণ, ইহাতে এ, আর্দ্রা মানুষগণ, ইহাতে ঐ,—পুনর্ভসু দেবগণ, ইহাতে ও ঔ,—পুষ্যা দেবগণ, ইহাতে ক,—অশ্লেষা রাক্ষসগণ, ইহাতে খ গ,—মঘা রাক্ষসগণ, ইহাতে ঘ ঙ,—পূর্বফল্গুনী মানুষগণ, ইহাতে চ, উত্তরফল্গুনী মানুষ, ইহাতে ছ জ,—হস্তা দেবগণ, ইহাতে ঝ ঞ,—এই দুই বর্ণ; চিত্রা রাক্ষসগণ, ইহাতে ট ঠ, বর্ণ;—স্বাতী দেবগণ, ইহাতে ড,—বিশাখা রাক্ষসগণ, ইহাতে, ঢ ণ,—অনুরাধা দেবগণ, ইহাতে ত থ দ,—জ্যেষ্ঠা রাক্ষসগণ, ইহাতে ধ,—মূল্য,



রাক্ষসগণ, ইহাতে ন পক;—পুনঃবাচ্য মাহুগণ, ইহাতে ব;—  
মাহুগণ, ইহাতে ভ—বর্ণ, শ্রবণা দেবগণ, ইহাতে ম বর্ণ,—যনিষ্ঠা রাক্ষসগণ,  
ইহাতে ব র;—শতভিষা রাক্ষসগণ, ইহাতে ল; পুনঃভাদ্রপদ মাহুগণ,  
ইহাতে ব ন;—উত্তভাদ্রপদ মাহুগণ, ইহাতে ব স হ এবং রেবতী দেবগণ,  
ইহাতে ল ক অং অঃ বর্ণ লিখিতে হইবে।

যজ্ঞান্তিতে পরমগ্রীতি, তিহ জাতিতে মধ্যমগ্রীতি, রাক্ষসও যজ্ঞো  
বিনাশ এবং রাক্ষস ও দেবগণে শত্রুতা জানিবে। যজ্ঞগ্রহীতার জন্ম নক্ষত্র  
এবং যজ্ঞের জাদি অক্ষর যে গৃহে পড়িবে, সেই গৃহগত নক্ষত্র এই জুই  
নক্ষত্র লইয়া গণনা করিবে। যদি মন্ত্র ও যজ্ঞগ্রহীতার এক গণ হয়, তবে সেই  
যজ্ঞগ্রহণে শুভ জানিবে এবং যাহার যজ্ঞব্যগণ, সে দেবগণমন্ত্র গ্রহণ করিতে  
পারে। মাহুগণ ও রাক্ষসগণে এবং রাক্ষসগণ ও দেবগণে শত্রুতা হয়,  
শ্রুতসং ভাদ্র মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। জন্ম, সম্পৎ, বিপদ, ক্ষেম, প্রভাবি,  
সাধক, বধ, মিত্র ও পরমমিত্র, এই নয়টি নক্ষত্রের নাম নির্দিষ্ট করিয়াছেন।  
যজ্ঞগ্রহীতায় জন্মনক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া যজ্ঞনক্ষত্র পর্যন্ত—অর্থাৎ যে  
নক্ষত্রে যজ্ঞের জাদি অক্ষর আছে, সেই নক্ষত্র পর্যন্ত জন্ম সম্পদাদি  
ক্রমে পুনঃ পুনঃ গণনা করিবে। যদি জন্ম নক্ষত্র হইতে যজ্ঞনক্ষত্র জন্ম,  
তৃতীয়, পঞ্চম কিংবা সপ্তম হয়, তবে সেই যজ্ঞ পরিত্যাগ করিবে। এই  
যজ্ঞই কথিত হইয়াছে যে,—যষ্ঠ, অষ্টম, নবম কিংবা চতুর্থ যজ্ঞ শুভ, অষ্টম  
যজ্ঞ অশুভ। যজ্ঞ-গ্রহীতার জন্ম নক্ষত্র হইতে গণনা করিবে। যদি জন্ম নক্ষত্র  
জানি না থাকে, তবে গ্রহীতার নামের আত্মকর-সম্বন্ধী নক্ষত্র গ্রহণ করিবে।

অকথ্য চক্র ।

অ ক থ হ	উ ঙ প	আ থ দ	উ চ ক
ও ঙ ব	৯ খ ম	ঔ চ শ	ঈ ঞ য
ই ব ন	১০ জ ভ	ই গ ধ	ঋ হ ব
অঃ ত স	ঐ ঠ ল	অং গ র	এ ট র

চতুষ্কোণ একটি ক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া তাহা চারি কোণে বিভক্ত করত তাহার চারিকোণের এক এক কোণকে চারিভাগে বিভক্ত করিলে ষোড়শ কোণে বিভক্ত একটি চক্র অঙ্কিত হইবে। এই চক্রের নাম অকথহ চক্র (৮পৃ দেখ)

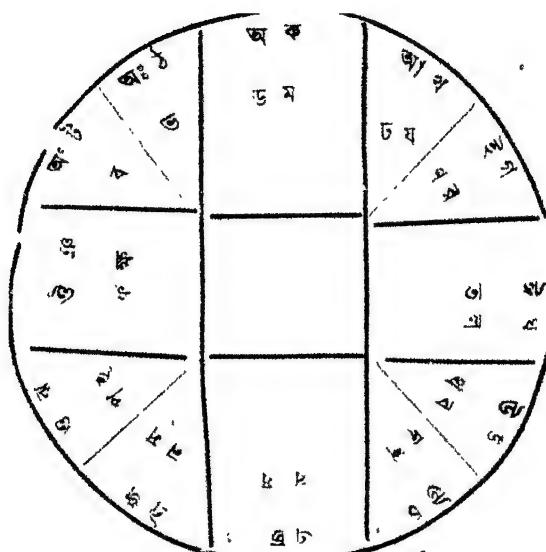
অনন্তর উক্ত ষোড়শ কোণে অকারাদি বর্ণ সকল প্রদক্ষিণক্রমে লিখিবে, প্রথম কোণে অ, তৃতীয় কোণে আ, একাদশে ই, নবমে ঈ, দ্বিতীয়ে উ, চতুর্থো উ, দ্বাদশে ঋ, দশমে ঌ, ষষ্ঠে ঞ, অষ্টমে ঋ, ষোড়শে এ, চতুর্দশে ঐ, পঞ্চমে ও, সপ্তমে ঔ, পঞ্চদশে ঋ এবং ত্রয়োদশ কোণে অঃ বর্ণ লিখিবে। এইরূপে ষোড়শ কোণে ষোড়শ স্বরবর্ণ লিখিয়া পুনরায় উক্ত নিয়মে ক হইতে হ পর্য্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণ সকল লিখিবে,—যাবৎ পর্য্যন্ত বর্ণ সকল শেষ না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত উক্ত ক্রমে বর্ণগাত করিবে। এইরূপে সমস্ত কোণে সমস্ত বর্ণ লিখিবে। কোন্ কোণে কোন্ বর্ণ বিন্যস্ত হইবে তাহা ৮ পৃষ্ঠার অঙ্কিত চক্র দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এইরূপে চক্র অঙ্কিত করিয়া মন্ত্রগ্রহীতার নামের আত্মক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্রের আদি অক্ষর পর্য্যন্ত সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অসি এইরূপে গণনা করিবে। এক কোণেতে নাম ও মন্ত্রের আদি বর্ণ হইলে তাহাতেও ঐরূপ বর্ণ গণনা করিবে। উক্ত চক্রে বর্ণ বিস্তার ও গণনা দক্ষিণাবর্ত্তে করিতে হইবে। এক্ষণে কোন্ মন্ত্রগ্রহণে কিরূপ ফল হয়, তাহা বলা যাইতেছে,—সিদ্ধমন্ত্রগ্রহণ করিলে মন্ত্র স্বয়ং সিদ্ধ হয়, সাধ্য-মন্ত্র গ্রহণে জপ-হোমাদি দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধ হয়, সুসিদ্ধ মন্ত্র গ্রহণে তৎক্ষণাৎ মন্ত্রসিদ্ধি হয় এবং অসিমন্ত্র গ্রহণে সমস্ত বংশ বিনাশ হয়। কদাচ অসিমন্ত্র গ্রহণ করিতে নাই, ত্রাস প্রমাদ বশতঃ অসি মন্ত্র গ্রহণ করিলে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় অত্র মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

অসি মন্ত্র যেরূপ প্রকারে পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহার প্রণালী এইরূপ—এক দোণপরিমিত গব্যদুগ্ধোপরি একশত আটবার সেই অসিমন্ত্র জপ করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিবে। পুনরায় একশত আটবার সেই মন্ত্র জপ করিয়া মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পরিত্যাগ কারবে। এইরূপ বিধান বৈরিমন্ত্র পরিত্যাগ করিবে। অকডমচক্র যথা,—

পূর্ব্ব পশ্চিমে দুইটি রেখা অঙ্কিত করিয়া পরে উত্তর ও দক্ষিণায়ত আর দুইটি রেখা অঙ্কিত করবে। পরে, ঈশানাদি চতুষ্কোণে চারিটি রেখা দ্বারা একটি বাণচক্র করিবে। এই চক্রে মেঘাদি বুধ পর্য্যন্ত দক্ষিণাবর্ত্তে

ক্রমে অকারাদি ক পর্যন্ত সমুদায় বর্ণাবলী এক একটি করিয়া লিখিবে। কিন্তু যখন এই চারি ক্রীবর্ণ, ইহা পরিভাগ করিয়া বাবৎ সকল বর্ণ শেষ না হয়, তাবৎ পুনঃপুনঃ বর্ণ সকল লিখিবে। এইরূপে বর্ণ বিভাস করিতে করিতে, কোন্ কোন্ ঘরে কি বর্ণ বিভাস্ত হইবে, তাহা নিম্ন অঙ্কিত চক্র দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারিবে।

অকডমচক্র।



এক্ষণে চকের গণনা প্রণালী বলা যাইতেছে,—সাধকের নামের আত্মকর হইতে নামের আদি অক্ষর পর্যন্ত দক্ষিণাবর্তে সিদ্ধ, সাধা, সুসিদ্ধ ও অগ্নি এই রূপে পুনঃপুনঃ গণনা করিবে। কিন্তু যদি মেন হইতে মীন পর্যন্ত—অর্থাৎ বামাবর্তে মন্ত্র সমুদয় লিখিত হয়, তবে গণনাও বামাবর্তেই করিতে হইবে। এই চক্রে পুনঃপুনঃ সিদ্ধ-সাধাদি গণনার কোন্ কোন্ কোষ্ঠ সিদ্ধ, কোন্ কোন্ কোষ্ঠ সাধা ইত্যাদি স্পষ্ট করিয়া লিখিত হইয়াছে। যথা,—নবম, এক ও পঞ্চম সিদ্ধ-গৃহ; ষট্, দশম ও দ্বিতীয় গৃহ সাধা; তৃতীয়, সপ্তম ও একাদশ গৃহ সুসিদ্ধ এবং চতুর্থ, অষ্টম ও বাদশ গৃহ পূত্র জানিবে। এই চকের গণনায় মন্ত্র সিদ্ধ, সাধা কিবা সুসিদ্ধ হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণে শুভ ফল হইবে। অরিমন্ত্র গ্রহণে অশুভ ফল হইয়া থাকে, অতএব কদাচ শত্রু মন্ত্র গ্রহণ করিবে না।

## ঋণী-ধনী চক্র ।

৬	৬	৬	০	৩	৪	৪	০	০	০	৩
অ আ	ই ঈ	উ ঊ	ঋ ঋ	৳ ৳	এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট
ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন	প	ফ
ব	ভ	ম	য	র	ল	ব	শ	ষ	স	হ
২	২	৫	০	০	২	১	০	৪	৪	১

এই চক্র অঙ্কিত করিতে হইলে, প্রথমতঃ একাদশ কোষ্ঠ অঙ্কিত করিয়া তাহাদিগকে চারি কোষ্ঠদ্বারা পূরণ করিয়া একটি চক্র অঙ্কিত করিবে। এই চক্রের প্রথম পংকতিতে একটি হ্রস্ব ও একটি দীর্ঘ, এইরূপে দুই দুইটি করিয়া অকারাদি দশটি স্বরবর্ণ লিখিবে, পরে অকারাদি স্বরবর্ণ ও ককারাদি হ্রস্বান্ত ব্যঞ্জনবর্ণ সমুদায় এক এক কোষ্ঠে এক একটি করিয়া লিখিবে। এই চক্রের উপরিভাগস্থিত একাদশটি অক্ষরের নাম সাধ্যাক্ষ। মন্ত্বের অক্ষর গণনাকালে এই সকল অক্ষর-অনুসারে গণনা করিবে। এই চক্রের নিম্নভাগস্থ অক্ষর সাধাক্ষ। সাধকেব, নামাক্ষর গণনাকালে এই অক্ষর লইবে।

• এখন এই চক্রের দ্বারা কি প্রকারে শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার করিতে হয়, তাহা বলা যাইতেছে ;—মন্ত্বের স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ সমুদায় পৃথক পৃথক করিয়া রাখিবে। এইরূপ করিলে যে যে বর্ণ চক্রের যে যে কোষ্ঠে আছে, সেই সেই কোষ্ঠের উপরিভাগে যে সকল অক্ষর দেখিবে, প্রত্যেক বর্ণের সেই সকল অক্ষর লইয়া একত্র যোগ করিলে যত অক্ষর হইবে, তাহাকে চ দিয়া হরণপূর্বক অবশিষ্ট অক্ষর এক স্থানে রাখিবে। এইরূপে মন্ত্বের প্রতীকার নামের সমস্ত স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ সকল পৃথক পৃথক করিয়া উক্তরূপে অঙ্ক লইয়া যোগ ও আট দিয়া ভাগ করিয়া

অবশিষ্ট অঙ্ক গ্রহণ করিবে। এইরূপে মন্ত্রের ভাগলব্ধ অঙ্ক এবং মন্ত্রগ্রহীতার নামের ভাগলব্ধ অঙ্ক লইয়া বিচার করিবে। যে অঙ্ক অধিক হইবে, তাহা ঋণী এবং যে অঙ্ক নূন হইবে, তাহাই ধনী। যদি মন্ত্র ঋণী হয়, তবে তাহা গ্রহণ করিবে, আর যদি মন্ত্র ধনী হয়, তবে তাহা কদাচ গ্রহণ করিবে না। মন্ত্রাঙ্ক ও নামাঙ্ক সমান হইলেও সেই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে। মন্ত্রাঙ্ক ও নামাঙ্কের ভাগকল কিছু না থাকিলে তাহা গ্রহণ করিবে না। সেই মন্ত্র গ্রহণে সাধকের মৃত্যু হয়, সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করিবে।

গণনা সহজে বোধগম্য হওয়ার নিমিত্ত একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া গাইতেছে,— যেমন ‘কালীরাম’ নামক ব্যক্তি ‘হর’ এই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে কি না? এই স্থলে কালীরাম নামের প্রত্যেক স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের চক্রানুসারে অঙ্ক গ্রহণ করাতে হইবে। এইস্থলে প্রথমতঃ “হর” মন্ত্রের প্রত্যেক স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ পৃথক পৃথক করিয়া রাখিলে হ, অ, র, অ এই চারিটী বর্ণ হইল। ইহাদের অঙ্ক যথা,—হ × ৩ = অ × ৬ = র × ৩ = অ × ৬। এই সমস্ত অঙ্ক যোগ করিলে ১৮ হইল, এবং ইহাকে ৮ দ্বারা ভাগ করিলে ২ অবশিষ্ট থাকিল। ইহাকে সাধ্যাক্ষ বলে। এখন সাধ্যাক্ষ দেখিতে হইবে, কালীরাম এই নামটীতে ক, খা, ল, ঙ, র, আ, ম, অ এই আটটি বর্ণ আছে, ইহাদের অঙ্ক ক × ২ = খা × ২ = ল × ২ = ঙ × ২ = র × ১ = আ × ২ = ম × ১ = অ × ২। এই সমুদয় যোগ করিলে ১৭ হইল এবং ইহাকে ৮ দ্বারা ভাগ করিলে ভাগকল ১ অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সাধ্যাক্ষ অর্থাৎ মন্ত্রাঙ্ক অধিক (ঋণী) হইতেছে; আর সাধকাক্ষ অর্থাৎ মন্ত্রগ্রহীতার অঙ্ক কন্যাধীন। সুতরাং কালীরাম নামক ব্যক্তি ‘হর’ মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে।

সাধকের নাম-গ্রহণ প্রণালী বলা যাইতেছে।—কদম্বজামলে বলা হইয়াছে,— যে নাম দ্বারা মনোদমন করিলে নিদ্রিত ব্যক্তি জাগরিত হয়, দূর হইতে প্রত্যুত্তর করে এবং যে নাম লইয়া আহ্বান করিলে অজ্ঞ মনুষ্য অবস্থার প্রত্যুত্তর প্রদান করে, সেই নাম গ্রহণ করিয়া দীক্ষাকার্য্য সমস্ত অকুষ্ঠান করিবে। সনৎকুমারীয়া তন্ত্রে লিখিত আছে, পিতা মাতা যে নাম নিদ্রিষ্ট করিয়া রাখেন, সেই নামের দেবশাস্ত্র প্রভৃতি উপাধি ও স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞবর্ণ সকল লইবে।

দীক্ষা গ্রহণে নাম নির্ণয়.—চৈব সাংসে মন্ত্র গ্রহণ করিলে সমস্ত পুণ্যার্থ শিষ্ট হয়। বৈশাখ মাসে বহু লাভ। জ্যৈষ্ঠে মৃত্যু। আশাঢ়ে বহুনাশ, শোবণে

পূর্ণায়ু প্রাপ্তি, ভাজে প্রজানাশ, অস্থিরে রত্ন সঞ্চয়, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণে মন্ত্র সিদ্ধি, পৌষে শত্রুপীড়া, মাঘে মেধা বৃদ্ধি ও ফাল্গুন মাসে সৰ্ব্বকামনা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে । উক্ত বিহিত মাসে ও মলমাস হইলে মন্ত্র গ্রহণ করিতে নাই । পূর্বে যে চৈত্র মাসেন্দীক্ষা গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে, তাহা গোপালের মন্ত্র গ্রহণ বিষয়েই জানিবে । কারণ, অত্র বলা হইয়াছে, চৈত্রমাসে মন্ত্রগ্রহণে মৃত্যু ও দুঃখ হয় । আষাঢ় মাসে ত্রীবিষ্ণুর মন্ত্র গ্রহণে দোষ নাই । দীক্ষা বিষয়ে সৌর মাসই ধরিতে হইবে ।

দীক্ষা সম্বন্ধে বার নির্ণয়, রবিবারে দীক্ষা গ্রহণে বিত্ত-সঞ্চয়, সোমবারে শাস্তি, মঙ্গলবারে আয়ুঃক্ষয়, বুধবারে সৌন্দর্য্যপ্রাপ্তি, বৃহস্পতিবারে জ্ঞানলাভ, শুক্রবারে সৌভাগ্যপ্রাপ্তি এবং শনিবারে যশোনাশ হয় ।

দীক্ষা গ্রহণে তিথি নির্ণয়,—প্রতিপদে দীক্ষা লইলে জ্ঞাননাশ, দ্বিতীয়ায় জ্ঞান, তৃতীয়ায় পবিত্রতা, চতুর্থীতে বিত্তনাশ, পঞ্চমীতে বুদ্ধিবৃদ্ধি, ষষ্ঠীতে জ্ঞান হানি, সপ্তমীতে স্তম্ভ, অষ্টমীতে বুদ্ধিনাশ, নবমীতে শরীরক্ষয়, দশমীতে রাজবৎ সৌভাগ্য লাভ, একাদশীতে পবিত্রতা, দ্বাদশীতে সৰ্ব্বসিদ্ধি, ত্রয়োদশীতে দরিদ্রতা, চতুর্দশীতে তির্মাগ্‌যোনি প্রাপ্তি, অমাবস্যায় মানহানি এবং পূর্ণিমা তিথিতে বশুবৃদ্ধি হয় । বিষ্ণু-মন্ত্র লইতে হইলে ষষ্ঠী ও ত্রয়োদশী তিথি গ্রহণ করিবে । কিন্তু এই সকল তিথির মধ্যে অস্বাধ্যায় তিথি বর্জন করিবে । অস্বাধ্যায় তিথি যথা—যে দিন সন্ধ্যাপর্জন, ভূমিকম্প ও উল্কাপাত হয় এবং বেদোক্ত অত্যাশ্রয় অস্বাধ্যায় দিন দীক্ষা কার্য্যে বর্জন করিবে ।

দীক্ষা সম্বন্ধে 'নক্ষত্র' নির্ণয়,—অশ্বিনী নক্ষত্রে দীক্ষা লইলে সুখ, ভরণীতে মৃত্যু, কৃত্তিকায় দুঃখ, রৌহিনীতে বাক্পতিত্ব, মৃগশীর্ষে সুখপ্রাপ্তি, অর্জুনায় বন্ধনাশ, পুনর্নসুতে বনসম্পত্তি, পুষ্যায় শত্রুনাশ, অশ্লেষায় মৃত্যু, মঘায় দুঃখ নাশ, পূর্নকল্পনীতে সৌন্দর্য্যপ্রাপ্তি, উত্তরকল্পনীতে জ্ঞান, হস্তায় ধন, চিত্রায় জ্ঞানসিদ্ধি, স্বাতিতে শত্রুনাশ, বিশাখায় সুখ, অহুরাধায় বহুবুদ্ধি, জ্যেষ্ঠায় স্মৃতহানি, মূলায় কীর্ত্তিবৃদ্ধি, পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়ায় কীর্ত্তি, শ্রবণায় দুঃখ, ধনিষ্ঠায় দারিদ্র্য, শতভিষায় জ্ঞান, পূর্বভাদ্র ও উত্তরভাদ্রে সুখ এবং রেবতী নক্ষত্রে কীর্ত্তিবৃদ্ধি হয় । কিন্তু শিব ও বহি মন্ত্র লইলে আর্দ্রা ও কৃত্তিকা বর্জনীয় নহে । রামমন্ত্র লইলে জ্যেষ্ঠা ও ভরণী নক্ষত্র বিহিত জানিবে ।

দীক্ষা সম্বন্ধে যোগ নির্ণয়,—শুভ, সিদ্ধ, আয়ুযান, ধ্রুব, প্রীতি, সৌভাগ্য, বুদ্ধি এবং ধ্বংস যোগ দীক্ষা কার্য্যে শুভপ্রদ ।

দীক্ষা বিষয়ে কর্ত্ত্ব নির্ণয়,—বব, কোলব, তৈতিল ও বণিজ এই সকল কর্ত্ত্ব দীক্ষাকার্য্যে শুভাবহ জানিবে ।

দীক্ষা গ্রহণে লগ্ন নির্ণয়,—বৃষ, সিংহ, কন্ডা, ধনু ও মীন এই সকল লগ্নে এবং চন্দ্র তারা শুদ্ধিতে দীক্ষাকার্য্য করিবে । বিষ্ণু-মন্ত্র গ্রহণে স্থির লগ্ন অর্থাৎ বৃষ, সিংহ বৃশ্চিক ও কুম্ভ এই লগ্ন চতুষ্ঠয় প্রশস্ত । শিব-মন্ত্র লইলে চন্দ্রলগ্ন অর্থাৎ মেঘ, কর্কট, তুলা ও মকর এই চারিলগ্ন এবং শক্তি-মন্ত্র-দীক্ষাতে দ্ব্যায়ক লগ্ন অর্থাৎ মিথুন, কন্ডা, ধনু ও মীন এই লগ্ন চতুষ্ঠয় প্রশস্ত । অগস্ত্য সংহিতায় লিখিত আছে যে, লগ্নের তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একাদশ স্থানে পাপগ্রহ এবং লগ্ন, 'চতুর্থ, সপ্তম, দশম, নবম ও পঞ্চমস্থানে শুভগ্রহ থাকিলে মন্ত্র গ্রহণে শুভ ফল হয়, কিন্তু দীক্ষাকার্য্যে বক্রগ্রহ অনিষ্টকারী; সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করিবে ।

দীক্ষা বিষয়ে পক্ষ নির্ণয়,—শুরুপক্ষে দীক্ষা শুভ ফল প্রদান করে এবং কৃষ্ণপক্ষের পক্ষমীপর্যন্ত দীক্ষা প্রশস্ত । অগস্ত্য সংহিতায় লিখিত আছে,—শুরু কৃষ্ণ উত্তরপক্ষই দীক্ষা কার্য্যে প্রশস্ত । কালোত্তরে লিখিত আছে,—সম্প্রতিকামী ব্যক্তি শুরুপক্ষে এবং মুক্তিকামী ব্যক্তি কৃষ্ণ পক্ষে দীক্ষা লইবে । পুরোহিত নিবদ্ধ মাস ও তিথিতেও মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে । এই বিষয়ে রত্নাবলী গ্রন্থে লিখিত আছে ।—ভাদ্রমাসের ষষ্ঠী, আশ্বিনমাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী, কার্ত্তিকের শুক্লা নবমী, অগ্রহায়ণের শুক্লা তৃতীয়া, পৌষের শুক্লা নবমী, মাঘের শুক্লা চতুর্থী ফাল্গুনের শুক্লা নবমী, চৈত্রমাসের কাম্যচতুর্দশী (কেহ ত্রয়োদশীও বলিয়া থাকেন) বৈশাখের অক্ষয়া তৃতীয়া, জ্যৈষ্ঠের দশহরা, আষাঢ়ের শুক্লা পক্ষমী ও শ্রাবণের কৃষ্ণা পক্ষমী এই সকল দেবপক্ষ, ইহাতে মন্ত্র লইলে তীর্থস্থানে মন্ত্র গ্রহণের ত্রায় কোটিগুণ ফল হয় । এই দেবপক্ষের মন্ত্র লইলে মাস, নক্ষত্র তিথিযোগ করণাদি কিছুই বিচার আবশ্যক হইবে না, ইহা শরৎ স্বয়ং বলিয়াছেন । অগ্র মতে চৈত্রের শুক্লা ত্রয়োদশী, বৈশাখের শুক্লা একাদশী, জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা চতুর্দশী, আষাঢ়ের নাগপক্ষমী, শ্রাবণের একাদশী, ভাদ্রের দোহিনী নক্ষত্রযুক্তা জ্যৈষ্ঠমী, আশ্বিনের মহাষ্টমী, কার্ত্তিকের শুক্লা নবমী, অগ্রহায়ণের শুক্লা ষষ্ঠী, পৌষের শুক্লা চতুর্দশী, মাঘের শুক্লা একাদশী, ফাল্গুনের শুক্লা ষষ্ঠী এই সমস্ত তিথি দীক্ষাকার্য্যে প্রশস্ত । বোগিনীতন্ত্রে লিখিত হইয়াছে,—হে সুরেশ্বর ! উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নাদি সংক্রান্ত দিন, চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণ, যুগাদ্যা

ও মনস্করা তিথি এবং মহাপূজা দিনে দীক্ষাকার্য্য শুভপ্রদ । যাহলে লিখিত হইয়াছে,—গঙ্গাদি পুণ্যতীর্থ, কুরুক্ষেত্র, পীঠস্থান, প্রয়াগ, কৈলাসপর্বত ও কাশীক্ষেত্রে মন্ত্র গ্রহণে কালাকালশুদ্ধির প্রয়োজন নাই । বিষ্ণু-যামলে কথিত হইয়াছে,—দেবীর বোধন হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত যত তিথি, তাহার প্রত্যেক তিথিই প্রশস্ত । দুর্গাদেবীর বোধনে, অশোকাষ্টমীত, রাম নবমীদিনে এবং গুরুর আষ্টাক্রমে দীক্ষা লইতে কালাকালাদি বিচার করিবে না । মঙ্গলবার, চতুর্থী এবং ত্র্যাম্পর্শ দিনে লগ্নাদি বিবেচনা না করিয়া মন্ত্রগ্রহণ করিতে পারে ।

দীক্ষা স্থান নির্ণয়,—গোশালা, গুরুর ভবন, দেবালয়, কানন, পুণ্যক্ষেত্র, উদ্যান, নদীতট, আমলকী ও বিল্বক্ষের সমীপ, পর্বতাগ্র, পর্বতগুহা ও গঙ্গাতট । এই সকল স্থানে দীক্ষা লইলে কোটিগুণ ফল লাভ হয় । মন্ত্র গ্রহণে নিষিদ্ধ স্থান যথা,—গঙ্গা, ভাস্কর-ক্ষেত্র, বিরজাতীর্থ, চন্দ্রপর্বত, চট্টগ্রাম, মতঙ্গদেশ ও কপমুনির আশ্রম ।

### সংক্ষেপদীক্ষাবিধি

শিষ্য দীক্ষার পূর্বদিনে উপবাসী থাকিয়া পরদিন নিত্য ক্রিয়াদি সমাপনপূর্বক (ব্রাহ্মণ হইলে জ্ঞানাজ্ঞানকৃত পাণ্ডু কয় কামনায় একশত আটবার গায়ত্রী জপ করিয়া আচমন করত স্বস্তিবাচন করিয়া সন্মত করিবে । যথা—“অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা ধর্ম্মার্থকামমৌকপ্রাপ্তিকামঃ অমুকদেবতয়া ইদংনংখ্যাতার্ক্যমন্ত্র গ্রহণমহং করিষ্যে ।”

পরে স্বশাখোক্ত সঙ্কল্পক পাঠ করিয়া গুরু বরণ করিবে । যথা—কৃতাজলি হইয়া গুরুকে বলিবে—“ও সাধু ভদ্রানন্তঃ” । গুরু বলিবেন. “ও সাধবহমাসে ।” শিষ্য—“ও অচ্চয়িষ্যামো ভবন্তু । গুরু—“ও অচ্চয়” এই বাক্য বলিবেন । পরে শিষ্য গন্ধপুষ্প বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা গুরুকে অর্চনা করিয়া দক্ষিণে পুষ্পদ্বারা গুরুর দক্ষিণ-জাহ্নু ধরিয়া পাঠ করিবে,—“অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকদেবতয়া ইদংকরমন্ত্র-গ্রহণকর্ম্মণি গুরুকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মাণং এভিঃ গঙ্গা-দিভিরভ্যাজ্য গুরুভেন ভবন্তুমহং বুধে” । গুরু—“ও বুতোহস্মি ।” এই বাক্য বলিলে, শিষ্য—“ও যথাবিহিতং গুরুকর্ম্ম কুরু ।” ইহা বলিবে, গুরু—“ও যথা-জানতঃ করবাণি ।” ইহা বলিবেন ।



তদনন্তর গুরু আচমন করিয়া সামান্যার্থ স্থাপন (২য় কাণ্ড ৭ পৃ দেখ) করত সৰ্ব্বতোভদ্র মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তত্পরি পঞ্চপল্লাবায়িত মৃদয়, স্বর্ণ বা তাম্রনির্মিত ঘটস্থাপন করত ভূমিগত বিষ দূরীকরণ, ভূতাপসারণ, আসন শোষণ, গুরুপাঞ্জি নমস্কার, ছোট নং দ্বারা সান্নিধ্যজন, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকাস্ত্রাস প্রাণায়াম, পীঠস্থাপন, ঋষ্যাদিভাস, মন্ত্রাদিভাস, মন্ত্রাদিপ্রদর্শন, ধ্যান ও মানস পূজা করিয়া বিশেষার্থ স্থাপন করিবে। তৎপরে পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন করত বোড়শোপচারে আরাধ্য দেবতার পূজা কারবে। অনন্তর স্তুতিপাঠ ও নমস্কার করিয়া মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করত, জপ-সমর্পণ করিবেন। তৎপরে তন্ত্রোক্ত ক্রমে কুশণ্ডিকা করিয়া হোম করিবেন।

তৎপরে দেয় মন্ত্রের দশসংস্কার \* করিয়া গুরু শিষ্যকে সম্মুখে আনয়ন করত দর্ভাসনে শিষ্যকে উপবেশন করাইয়া মাতৃকামন্ত্র মনে মনে স্মরণ করত মূলমন্ত্রে অভ্যন্তরিত জলদ্বারা অভিষিক্ত করিবেন। পরে “ও মহেশ্বরে হং কট্” এই মন্ত্রে শিষ্যের শিষ্যাবন্ধন করিয়া শিষ্য শরীরে কলসস্ত্রাস করিবেন। যথা,—তিনটি কুশপত্র দ্বারা পাদতল হইতে জঙ্ঘাপর্ধ্যন্ত “ও নিবৃত্ত্যৈ নমঃ” এইরূপ জাহ্নু হইতে নাভি পর্য্যন্ত “ও প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ”, নাভি হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত “ও বিদ্যায়ৈ নমঃ” কণ্ঠ হইতে ললাট পর্য্যন্ত “ও শান্ত্যৈ নমঃ”, ললাট হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত “ও শাস্ত্যভীতায়ৈ নমঃ।” এই প্রকারে স্ত্রাস করিয়া পুনরায় ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ললাট পর্য্যন্ত “ও শাস্ত্যভীতায়ৈ নমঃ, ললাট হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত “ও শান্ত্যৈ নমঃ, কণ্ঠ হইতে নাভি পর্য্যন্ত “ও বিদ্যায়ৈ নমঃ”, নাভি হইতে জাহ্নু পর্য্যন্ত “ও প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ”, জাহ্নু হইতে পাদতল পর্য্যন্ত “ও নিবৃত্ত্যৈ নমঃ” এই প্রকারে স্ত্রাস করিবে।

অনন্তর শিষ্যের মস্তকে হস্ত দিয়া দেয় মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপ করিয়া “অমুকমন্ত্ৰং তেহং দদামি” বলিয়া শিষ্যের হস্তে জল দিবে। তৎপরে শিষ্য “দদম্” এই বাক্য বলিবে। পরে গুরু পূর্ব্বমুখে বলিয়া পশ্চিমাভিমুখী শিষ্যের শরীরে ঋষ্যাদিভাস করিয়া দ্বিজাতি শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে তিনবার এবং বাম কর্ণে একবার; দ্বী ও শূদ্রের বাম কর্ণে তিনবার এবং দক্ষিণ কর্ণে একবার দেয় মন্ত্র বলিবেন। অনন্তর শিষ্য একশত আটবার মন্ত্র জপ করিবে।

অন্তঃপরে শিষ্য গুরুচরণে পতিত হইয়া “ও যেনপ্রসাদহং দেব কৃতকৃত্যো-

হস্মি সৰ্ব্বতঃ । বায়া-মৃত্যু-নহাপাশাং বিমুক্তোহস্মি শিবোহস্মি চ ।” ইহা পাঠ করিবে ।

তখন গুরু শিষ্যের হস্তধারণ করিয়া “ও উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোহস্মি সমাগাচার-বান্ ভব । কীর্ত্তিপ্রীকান্তিপুত্রাবুর্কলারোগ্যঃ সদাস্ত ভে ।” বলিয়া উত্থাপিত করিবেন । অনন্তর শিষ্য দক্ষিণা দান করিবে । বাক্য যথা,—“অনুভূত্যা—কুতৈতৎ-অমুকদেবতায়ামমুকমন্ত্রগ্রহণকর্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামেতৎ সুবর্নমুলাং রত্নভূমির্জিতং শ্রীবিষ্ণুদেবতং অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে গুরুবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে ।”

অনন্তর গুরু স্থাপিত বটের জন দ্বারা শাস্তি প্রদান করিয়া আশীর্বাদ প্রদান করিবেন ।

অতঃপর শিষ্য গুরু ও ব্রাহ্মণদ্বিকৈ ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিবে । এই দিবস গুরু শিষ্য কেহই উপবাসী থাকিবেন না ।

### পুরস্চরণ ।

উদ্ধৃষ্টকরণ মানন গুরুর আজ্ঞাগ্রহণ করিয়া মন্ত্র সিদ্ধির জন্ত পুরস্চরণ করিবে । মন্ত্রসিদ্ধির জন্ত জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণভোজন । এই পঞ্চাঙ্গ কর্ম্মকে পুরস্চরণ কহে । যে রূপ জীব-হীন দেহী সর্ব্বকাৰ্য্যে অক্ষম, সেই প্রকার পুরস্চরণ-হীন মন্ত্র সিদ্ধি প্রদানে অক্ষম । সুতরাং সাধক স্বয়ং কিম্বা গুরুর দ্বারা পুরস্চরণ করিবে । গুরুর ভাবে শাস্ত্রবেত্তা, সর্ব্বপ্রাণীর হিতকারী, নানাগুণসম্পন্ন সদব্রাহ্মণ দ্বারা কিম্বা গুণশালিনী পুত্রবতী স্ত্রী-গুরু দ্বারা পুরস্চরণ করাইবে ।

গৌতমীয়তন্ত্রে পুরস্চরণের স্থান কথিত হইয়াছে,—পুণ্যক্ষেত্র, নদীতীর, গুহা, পর্ব্বতের উপরিভাগ, তীর্থস্থান এবং নদীসঙ্গম স্থল পুরস্চরণ-কাৰ্য্যে প্রশস্ত এবং উদ্যান, নির্জ্জন স্থান, বিষমূল, পক্ষাত-ভট, তুলসীকানন, গোষ্ঠস্থান, বৃষশূ শিবালয়, অশ্বখ ও আমলকী বৃক্ষের মূল, গোশালা, জলমধ্য-বর্তী স্থান, দেবালয়, সমুদ্রতীর ও নিজগৃহ, এই সকল স্থান সাধনাকাৰ্য্যে প্রশস্ত । সূর্য্য, অগ্নি, শুক্র, চন্দ্র, প্রদীপ, জল, ব্রাহ্মণ এবং গো সন্নিধানেও জপ প্রশস্ত জানিবে ।

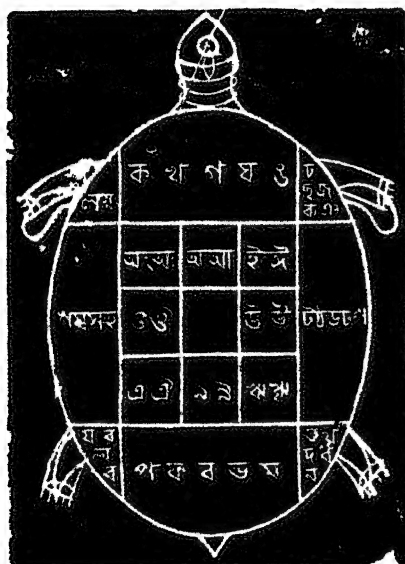
গৌতমীয়তন্ত্রে কথিত হইয়াছে,—গ্রামে এক কারণে কৃষ্ণ-চক্রের

বিচার করিতে হয়। কিন্তু পক্ষিত, সমুদ্রভাঁও, পুন্যারণা এবং নদীতে পুরস্চরণ করিলে, কুৰ্মচক্র বিচার করিতে হয় না।

পুরস্চরণকারী ব্যক্তি হবিষ্যাপী হইবে। গব্য ছগ্ন, দধি, স্নাত, ইক্ষু চিনি, তিল, শ্বেতসুগ, কেমুকাভিন্ন মূল, নারিকেল, কদলী, নোনাকল, আম্র, আমলকী, কাঠাল ও হরীতকী ব্রতের প্রারম্ভে হবিষ্য বলিয়া প্রাপ্ত।

পুরস্চরণকালে লবণ, ফারদব্য, মধু, মনের কুটিলতা, ক্ষোরকাৰ্য্য, তৈলমর্দন, অনিবেশিত অন্নভোজন; অসঙ্কলিত কাষা, মৈথুন, মৈথুনালাপ, পদ্যুঘিতাম্ভ-ভোজন, এবং গাজ-মার্জ্জনাদি পরিভ্যাগ করিবে।

কুৰ্মচক্র।



দীপস্থানকে আগ্রয় করিয়া কার্য্য করিলে সেই কৰ্ম ফলপ্রসূ হয়। যেস্থানে পুরুষ দীপ্যমান হয়, তাহাকে দীপস্থান বলে। অগ্নিপূজাদি কার্য্যের উপযুক্ত স্থান মনোনীত করিয়া সেই স্থানে একটী চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। পরে ঐ চতুরঙ্গকে নবকোষ্ঠে বিভক্ত করিয়া একটী কুৰ্মাকার চক্র নির্মাণ করিবে। এই চক্রে পূৰ্বাদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্ত কোষ্ঠে সপ্তবার্গ এবং ঈশানকোণে ল

ক এই ছইবার্গ লিখিবে। চতুরঙ্গ-মধ্যস্থিত নবকোষ্ঠের মধ্যে অষ্টকোষ্ঠে এইরূপ পূৰ্বাদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া ছই ছইটী করিয়া বোড়শ স্বরবার্গ লিখিবে। এই চক্রের যে স্থানে ক্ষেত্র—অর্থাৎ গ্রামের আদ্য-অক্ষর দৃষ্ট হইবে, সেই স্থানে কুৰ্মের মূখ নিশ্চয় করিবে। মুখের উভয় পার্শ্বে যে ছই কোষ্ঠ, তাহা ছই হস্ত; হস্তদ্বয়ের নিম্নে যে ছই কোষ্ঠ, তাহা কুৰ্মের কুক্ষি; এবং সৰ্ব্বনিম্নে যে তিনটী কোষ্ঠ দেখিতে পাইবে, তাহার ছই পার্শ্বের ছই কোষ্ঠ ছইপদ ও অবশিষ্ট কোষ্ঠ কুৰ্মের পৃষ্ঠরূপ জানিবে। মধ্যস্থ নবকোষ্ঠকেও ঐরূপে মুখ-হস্তাদিতে বিভক্ত করিতে হইবে। অগ্নিপূজাদিমণ্ডপে উক্তরূপে কুৰ্মচক্র

অঙ্কিত করিয়া উপবেশন স্থান স্থির করিয়া লইবে। মণ্ডপের যে ভাগে কূর্ম্মের মুখ, সেই ভাগে বসিয়া জপ পূজাদি করিলে মন্ত্র-সিদ্ধি হয় এবং করস্থ হইয়া কার্য্য করিলে অন্নজীবী, কৃষ্ণিতে উদাসীন, পাদদ্বয়ে হ্রঃখী ও পুচ্ছস্থ হইয়া কার্য্য করিলে সাধক বন্ধন ও উচ্চাটনাদি দ্বারা পীড়িত হয়। যদি কূর্ম্মচক্র পরিজ্ঞাত না হইয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে সেই জপপূজাদি কার্য্যের কোন ফল হয় না। বরং সর্ব্বপ্রকার অন্ত্রিষ্ট হইয়া থাকে। (বোধসৌকর্য্য উপরে একটী চক্র অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইল)।

পূরশ্চরণস্থান নির্দিষ্ট করিয়া, পূরশ্চরণ করিবার পূর্বে তৃতীয় দিবসে কোরাদি হইয়া যে স্থানে মন সম্বৃত্ত হয়, এমন স্থানে কার্য্যক্ষেত্রে স্থির করিয়া কূর্ম্মচক্রানুসারে কুটীর নির্মাণ করত তন্মধ্যে বেদিকা প্রস্তুত করিবে। এই বেদীর চতুর্দিকে এক বা দুই ক্রোশ পরিমিত স্থান নিজ আহার-বিহারার্থ কল্লনা করিয়া রাখিবে, এবং পূরশ্চরণ আরম্ভ করিয়া সমাপন না হওয়া পর্য্যন্ত সেই কলিত স্থান অতিক্রম করিবে না। বেদীর-পূর্বাদিকে শুণ্ডিল-প্রমাণ ভূমি কুণ্ডবৎ ঈষৎ নিম্ন করিয়া রাখিবে, এবং এই দিবস একাহার করিয়া থাকিবে।

পরদিন প্রভাতে স্থানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে বট, অশ্বখ, যজ্ঞদ্রুম ও পাকুর, ইহার মধ্যে কোন এক বৃক্ষের দ্বাদশাঙ্গুল প্রমাণ দশটি কীলক নির্মাণ করিয়া তদুপরি—“ওঁ নমঃ সূর্যদর্শনায় অস্মায় দট্” এই মন্ত্র একশত আটবার জপ করিয়া বেদিকার দশদিকে “ওঁ যে চাত্ত্র বিশ্বকর্তারো ভূবি দিব্যস্তরীক্ষণাঃ। বিঘ্নভূতশ্চ যে চান্যে সম মনস্য সিদ্ধিঃ। মণ্ডিতং কীলিতং ক্ষেত্রং পরিত্যজ্য বিদূরতঃ। অপসর্গন্তু তে সর্ব্বৈ নির্ক্লিষ্টং সিদ্ধিরস্ত মে।” এই মন্ত্রে গর্ভ করিয়া তাহাতে প্রোথিত করিবে।

তদনন্তর “ওঁ নমঃ সূর্যদর্শনায় অস্মায় দট্” এই মন্ত্রে কীলক অচ্চনা করিয়া তদুপরি “ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ ইন্দ্রাদিলোকপাল ইহাগচ্ছাগচ্ছ” ইত্যাদি ক্রমে আবাহনপূর্ব্বক পূর্বাদিক্রমে—“ওঁ শং ইন্দ্রায় লোকপালায় নমঃ।” (এই ক্রমে),—রাং অশ্বয়ে, বাং ধমায়, ক্রাং নৈঋতায়, বাং বরুণায়, যাং বায়বে, সাং কুবেরায়, তাং ঈশানায়, (নৈঋত ও পশ্চিম কোণের মধ্যে) জ্বীং অনন্তায়, (পূর্ব ও ঈশান কোণের মধ্যে) ওঁ আং ব্রহ্মণে, (বেদি মধ্যস্থলে) ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ, ওঁ ঈশানায় নমঃ” ইহাদিগের পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করত মাষভক্তবলি নিবেদন করিয়া দিবে,—“এম মাষভক্তবলিঃ ওঁ ক্ষেত্রো ক্ষেত্রপালায় নমঃ।” “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাস্তুশায় নমঃ” অনন্তর

সর্ববিষয় বিনাশার্থ “অদ্যোত্যাতি—মংকর্তব্যামুকদেবতারা অমুকমন্ত পুরশ্চরণ-  
কর্ণণি বিষয়বিনাশার্থং গণেশপূজামহং করিষ্যে” এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ধ্যান  
পাঠপূর্বক দশোপচারে গণেশের পূজা করিবে। পরে—“ও ইন্দ্রাদিত্যক্-  
পালেভ্যো নমঃ। ও যে রৌদ্রা রৌদ্রকর্ণাণো রৌদ্রহাননিবাসিনঃ। মাতরো-  
প্যগ্ররূপাশ্চ গণাধিপত্যশ্চ বে। বিদ্যীভূতাশ্চ যে চান্নো দিগ্দিগ্ধিক সমাশ্রিতাঃ।  
সর্কে তে প্রীতমনসঃ প্রতিগৃহ্যন্তি বসিঃ। এষ মাষভক্তবলিঃ ও ভূতেভ্যো  
নমঃ।” বলিয়া বেদিকার দশদিকে ক্ষেত্রপালাদি দেবতাকে মাষভক্তবলি  
দিবে। তৎপরদিবস নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে জ্ঞাতাজ্ঞাত পাপক্ষমার্থ “অদ্যোত্যাতি  
অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা ক্রীতাজ্ঞাত-সম্পাপক্ষম-কামোইষ্টোত্তর-সইশ্র-  
সংখ্যক গায়ত্রী জপমহং করিষ্যে।” এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া যে দেবতার পুরশ্চরণ  
করিবে, সেই দেবতার গায়ত্রী ১০০৮ বার জপ করিবে। অশক্ত পক্ষে ১০৮ বার  
জপ করিবে। এই দিনে গুরু এবং ব্রাহ্মকে বস্ত্রাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিবে ও একটি  
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এবং স্বয়ং হবিষ্যের ভোজন কিম্বা উপবাস করিবে।

পুরশ্চরণদিনে প্রাতঃস্থানাদি নিত্যক্রিয়া সম্পন্ন করত আচমনপূর্বক  
সস্ত্রিবাচন করিয়া, সংকল্প করিবে,—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমস্য অমুকে মাসি  
অমুকরাশিস্থে ভান্নরে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা  
শ্রীমদমুকদেবতারা অমুকমন্তসিদ্ধিপ্রতিবন্ধকশেষবহুরিতক্ষয় পূর্বক তম্ব-  
দিক্ধিকামোহহারভা যাবৎকালেন সেন্যতি তাবৎকালং অমুকমন্তস্য  
ইয়ংসংখ্যক-জপতদংশঃপঠোম-তদংশঃশতপদ-তদংশঃশাতিষেক-তদংশঃশতাক্ষ-  
ভোজনরূপং পুরশ্চরণমহং করিষ্যে॥” অতঃপর সংকল্পস্বক পড়িয়া; সামান্যার্ঘ্য  
স্থাপন করিয়া “ও দারদেবতাভ্যো নমঃ” বলিয়া পূজা করত স্থান-শোধনাদি  
করিবে। বলা—মূল মন্ত্রে বীজম্, ‘কট্’ মন্ত্রে প্রোক্ষণ, ‘ই’ মন্ত্রে তাড়ন, ‘ও’  
মন্ত্রে অভ্যঙ্গ্য করিষ্য; অসনশুদ্ধিপূর্বক ভূতশুদ্ধি; আশাশ্রম, শয্যাাদিস্থাপন;  
অহস্তাস ও কন্যাশ্রাদি এবং যথাশক্তি অশীষ্টদেবতার পূজাপূর্বক গুরু,  
দেবতা ও মন্ত্ৰের এক্য চিন্তা করিয়া, প্রাতঃকাল হইতে আব্রহ্ম করিয়া  
মধ্যাহ্ন কাল পর্যন্ত জপবিধানক্রমে প্রতিদিন জপ করিবে।

দেবতাভেদে জপের ক্রমভেদ আছে, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ অনন্তব্য।  
মন্ত্রপ্রদর্শিত “তথসার” নামক গল্পে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

জপসমাপনান্তে “গুহ্যং” মন্ত্র পাঠ করিয়া, অথবা কিম্বা পুষ্পসক জপ এইঃ  
তেজোময় অশ্রুত দেবতার দাক্ষ্য বহুর্গ শক্তিবিষয়ক বসনান্তে) সমর্পণ

করিবে। এইরূপ প্রতিদিন জপ করিয়া জপ সম্পূর্ণ হইলে, তদ্ব্যক্তমতে বহিঃস্থাপনাদি করিয়া দেবতাবিশেষে বিহিত সনিধ দ্বারা জপের দশাংশসংখ্যক হোম করিয়া; উদিত্যাক্ষ কৰ্ম্ম করিবে। তৎপরে তর্পণাদি করিবে।

তর্পণ।—নদী প্রভৃতিতে স্নান করিয়া তীরে বসিয়া, দেবতাকে ধ্যান করত, উদকাস্ত্রক পানদাদি দ্বারা পূজা করিয়া মূল উচ্চারণপূর্ব্বক “নমঃ অমুকদেবতামহং তর্পয়ামি” এইক্রমে হোমের দশাংশসংখ্যকবার তর্পণ করিবে।

অভিষেক।—স্বীয় মস্তকে দেবতাকে মানসিক চিন্তা করিয়া মূল উচ্চারণপূর্ব্বক “নমঃ অমুকদেবতামহমভিষিক্যামি” এই মন্ত্রে কলনমুদ্রা দ্বারা জল গ্রহণ করিয়া তর্পণের দশাংশসংখ্যক বার স্বীয় মস্তকে দেবতার, অভিষেক করিবে \*।

ব্রাহ্মণভোজন।—অভিষেক-দশাংশসংখ্যক দীক্ষিত ব্রাহ্মণদিগকে সম্মানপূর্ব্বক ভোজন করাইবে।

দক্ষিণা।—“অদ্যেত্যাদি কঠৈতৎ-শ্রীঅমুকদেবতায়। অমুকমন্ত্রপুস্তচরণকর্ম্মণঃ সাক্ষ্যতার্থং দক্ষিণামিদং কাননং তন্মৃগাং বা শ্রীবিষ্ণুদেবতং অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে প্রদেবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে।” পরে অচ্ছিত্রাবধারণ ও বৈগুণ্য প্রশমন করিবে।

গ্রহপুস্তচরণ।—“অদ্যেত্যাদি রাহুগ্রন্থে দিবাকরে নিশাকরে বা অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকদেবতায়। অমুকমন্ত্রসিদ্ধিকামো গ্রাসাদ্বিমুক্তিপর্গাণ্ডং অমুকমন্ত্রজপকপ পুস্তচরণমহং করিষ্যে।” এই প্রকার সঙ্কলন করিয়া গ্রাস হইতে বিমুক্তি পয়ান্ত জপ করিবে।

অনন্তর সেই দিন বা তৎপরে দিন স্নানাদি করিয়া “অদ্যেত্যাদি কঠৈতৎগ্রহণকালীন ইয়ং-সংখ্যক-জপ-তদ্রশাংশহোম-তদ্রশাংশতর্পণ-তদ্রশাংশাভিষেক-তদ্রশাংশব্রাহ্মণভোজনকর্ম্মাহং করিষ্যে।” এই রূপ সঙ্কলন করত পুনর্ব্বং হোমাদি করিয়া দক্ষিণা করিবে।

কুলন বাত্রা। ( হিন্দোল )

শ্রাবণের শুক্লা একাদশীতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পাঁচ দিন

\* নীল বস্ত্রে লিখিত আছে,—শক্তিবিশেষ মূল মন্ত্রের পর দেবতার নাম উচ্চারণ করিয়া “মস্তিষিক্যামি নমঃ” এইরূপ বাবদ্যদ্বারা তর্পণাদি করিবে।

এই উৎসব করিতে হয় । একাদশী হইতে পৌৰ্ণমাসী পর্য্যন্ত প্রতিদিনই নিম্নলিখিত রূপে পূজা ও উৎসবাদি করিবে ।

কৃতনিত্যাক্রিয় যজমান শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমনপূর্বক স্বস্তিবাচন করিয়া “ওঁ স্ব্যঃ সোমো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে । তৎপরে সঙ্কল্প করিবে । যথা,—“অন্তেত্যাদি শ্রাবণে মাসি শুক্ল পক্ষে একাদশ্যান্তিথাবারভ্য দিনপঞ্চকং ( দিনত্রয়ং বা ) যাবৎ শ্রীভগবদগোবিন্দশ্রীতীক্ৰামো বুলনোৎসবধাত্রামহং করিষ্যে ।” এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া দশাখোক্ত হুক্তপাঠ করিবে । পরে আসনশুদ্ধাদি করিয়া গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল ও মংস্তাদি দশাবতারের ‘পূজাপূর্বক “গাং হৃদয়ায়নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গস্তাস ও করস্তাস করিয়া গোবিন্দের ধ্যান করিবে ।—“ওঁ কুলেন্দ্রী-বরকান্তিমিন্দুবদনং” ইত্যাদি ( ২৯ পৃ দেখ ) ধ্যানপূর্বক নিজের মস্তকে পুষ্প-দিয়া বিশেষার্থ্য স্থাপন করত পুনরায় ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে গোবিন্দের পূজা করিবে । তদনন্তর শঙ্খধ্বনি ও বাজাদি সহকারে অগ্রে মণ্ডপে লইয়া ঘাইয়া দোলায় রাখিয়া পরে ভদ্রাসনে স্থাপন করিবে । তৎপরে “ওঁ আগচ্ছ তদা দেবাঃ পিতামহপুরোগমঃ । জহুং ঋষিগণৈঃ সার্কঃ গোবিন্দস্য মহোৎ-সবম্ ।” ইহা পাঠ করিবে । পরে ষোড়শোপচারে লক্ষীর পূজা করিয়া আবরণ-দেবতার পূজা করিবে । আবরণ-দেবতা যথা,—বসুদেব, দেবকী, রোহিণী, বলদেব, নন্দ ও যশোদা । অনন্তর স্তোত্র পাঠ করিবে ।

স্তোত্র যথা,—“সরস্বমুকুটঃ তারহারশোভিতবক্ষসম্ । অনন্তরহৃজ্জড়িতকুণ্ড-লোক্তাসিতশ্রুতিম্ । যথাস্থানং যথ্যশোভং দিবালঙ্কারভাজনং । বিকচাস্জমধ্যস্থং বিষ্ণুং ধ্যান্য শ্রিয়া যুতম্ । শ্রীচক্রগদাপদ্মধারিণং বনমালিনম্ । সুপ্রসঙ্গং সুনী-সাক্ষপীনবকঃস্থলোজ্জ্বলম্ । পুরোদ্যানস্থিতৈদেং বৈব্রজাদৈর্ন্যতকঙ্করৈঃ । কুতা-ঞ্জলিপুটৈ ভূত্বা জয়শব্দৈরভিষ্টুতম্ । গঙ্কটৈর্বরপরাভির্শ কিসরৈঃ সিন্ধুচারণৈঃ । হাঃ-হু-হু-প্রভৃতিভিঃ সন্নিবন্ধসুগায়কৈঃ । অহংপূর্বিকয়া নৃত্যগীতবাজাদি-ভিত্তয়া । নেত্রাসুজসহৈস্ত্রস্ত পূজ্যমানং সুসংযুতম্ । বিকিরভিঃ সর্কদিক্ গঙ্ক-চন্দনজং রজঃ ।” এইরূপে গোবিন্দকে দোলায় উপবেশন করা ইহা পাঠ করিবে । “বলবীৰন্দমধ্যস্থং কদম্বতকমধ্যগম্ । হাবহাঃবিলাসৈস্ত জীড়নান্তিকীনান্তরে । গোপিত্তৈশ্চ গোপাটৈলীলাদোলিকায়ং গতম্ । নম্যামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং লসৎকুণ্ডলং গোকুলে লাজমানম্ । যশোদাভিষোলুপ্তে ধাবমানম্ । রুদন্তং মুহনেত্রমুখং মজন্তং করাস্তোজমুখেন সাতঙ্গনেত্রম্ । মজন্তামকং প্রজিবেগাদ-

কণ্ঠং স্থিতং নোমি দামোদরং ভক্তিবন্ধাম্ । ইতীদৃক্‌স্থলীলাভিন্নানন্দসিক্কো  
সঘোষণং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্ । তদীয়েষ্পিত্তজ্জেষু ভট্টকর্জিতঞ্চ পুনঃ প্রেম-  
ভক্ত্যাং শতাবৃত্তি বন্দে । বরং দেব দেহীশ মোক্ষাবধিঃ বা ন চান্তঃ বৃণেহহং  
বরেশাপীহ ইদন্তে নপুনরি গোপালবাংলঃ সদা মে মনস্তাবিরাস্ত্যাং কিমন্তৈঃ ।  
ইদন্তে মুখাস্তোজমত্যন্তনীলৈরবৃত্তং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধবক্রৈশ্চ গোপ্যা । মুহুশ্চুস্মিতং  
বিস্ময়ক্কাধরং মে মনস্তাবিরাস্ত্যামলং লক্ষ্মলাটৈঃ । নমো দেব দামোদরানন্ত  
বিকো প্রসাদ প্রভো দুঃখজলাক্ৰিমগ্রম্ । রূপাদৃষ্টিবৃষ্টাতিদীনং বতানুগ্ৰহাণেশ  
নাগজমবাক্শিদৃশাম্ । কুবেরাশ্বজ্যে বৃক্ষমূর্ত্তী চ যদ্বদ্য মোচিতো ভক্তি-  
ভাজ্যো রুতো চ । তথা প্রেমভক্তিঃ স্বকাং মে প্রযচ্ছ ন মোক্ষে গ্রহো  
মেহঁস্তি দামোদরেহ । নমস্তে সুদায়ে সুবদীপ্তধায়ে তদীয়েদম্মায়াথ বিশ্বস্ত  
ধায়ে । নমো রাবিকায়ৈ তদীয়প্রিয়ায়ৈ নমোহনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যাম্ ।”

পরে মালাদি দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অর্চনা করিয়া বীরে বীরে সম্ভবার  
দোল দিবে । তৎপরে স্বশাখোক্ত-ক্রমে বহি স্থাপন করত এক শত আট বা  
অষ্টাবিংশতি সংখ্যক ঔড়ুম্বর-সমিধ্ দ্বারা “ওঁ ক্লীং স্বাহা” এই মন্ত্রে হোম  
করিবে এবং হোমাস্তে দক্ষিণা, অছিদ্রাবধারণ ও বৈশ্ণব্য প্রশমন করিবে ।

### সুবচনী পূজাবিধি ।

কৃতনিত্যক্রিয় পুরোহিত শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমনান্তে স্বস্তিবাচনাদি  
করিয়া সঙ্কল্প করিবেন, —“অন্যোত্যাদি—অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক-  
তিথৌ অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীমত্যা অমুকদেব্যোঃ সর্বাপছান্তিপূর্ব্বক শ্রীসুবচনীভূগী-  
পূজনমহং করিষ্যামি ।”

অনন্তর সঙ্কল্পস্থ পাঠ করত ঘটস্থাপনপুষ্পক গণেশাদি দেবতাগণের  
পূজা করিয়া, অঙ্গস্থান, করস্থান, ভূতশক্তি ও মাতৃকাস্তানাদি করিয়া ধ্যান  
পাঠ করিবে । যথা,—

“ওঁ রক্তপদ্মচতুর্ভুখী ত্রিনয়না চাম্বিকালকূতা পীনোত্তুঙ্গকুচা হ্রুৎলবননা  
হংসারূঢ়া পরা ব্রহ্মানন্দময়ী কমণ্ডলুকরা ক্ষমাভীতিহস্তা শিবা ধোয়া সা ভক্ত্যা  
সুবচনী ত্রিভুগম্মাতাপদুচ্ছারিণী ॥”

এইরূপ ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে । তৎপরে তৈল হস্তিভা  
ধৈ মৃৎকী প্রভৃতি দেবীকে নিবেদন করিয়া দিয়া দক্ষিণান্ত করিয়া সখর  
ত্রীগণকে ঐ প্রভৃতি বিতরণ করিয়া দিবে । তৎপরে রীত্যনুসারে কথা শুনিবে ।



## স্মৃতিকার্য পূজাবিধি।

পুত্র জন্মবার পর ষষ্ঠদিবসে সায়ংকালে পিতা নিত্যক্রিয়াদি সমাপনান্তে আচমনপূর্বক উত্তরমুখী হইয়া স্বস্তিবাচন করিয়া “ওঁ স্ব্যঃ সোমো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবেন—“ওঁ অদ্যোত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকগোত্রঃ শ্রীমতো মমাজিতনবকুমারস্য সংরক্ষণকামঃ ( সর্বারিষ্টপ্রশমন-পূর্বকদীর্ঘায়ুষ্কামো বা ) বহির্বলিদানান্তরং গর্বেশবর্জ্যাদিদেবতাপূজনকন্যাহং করিষ্যে ।” পরে স্বশাখোক্ত যুক্ত পাঠ করিয়া বাহিরে সাতটা মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহার উপর কুশ আস্তৃত করিয়া তৎপরি বটপত্র মাষভক্তবলি দিবে । যথা—ক্ষেত্রপালগণকে “ওঁ ক্ষেত্রপালা ইহাগচ্ছত” ইত্যাদিরূপে আবাহন করত পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া “ওঁ ক্ষেত্রপালা নমো বোহস্ত সর্কশজিকলপ্রদাঃ । বালস্ত বিঘ্ননাশায় প্রতিগৃহ্যামঃ বলিম্ । এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ক্ষেত্রপালেভ্যো নমঃ” বলিয়া এবং পূর্বাদিদিক্স্থ ভূতদিগকে আবাহন করিয়া পূজা করত “ওঁ পূর্বাদিদিক্স্থ বিভাগেহু স্বহানপ্রতিবাসিনঃ । শান্তিং কুর্ক্স্ব তে সর্কে প্রতিগৃহ্যামঃ বলিম্ । এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ পূর্বাদিদিক্স্থ বিভাগেহুভ্যো নমঃ” বলিয়া মাষভক্ত বলি দিবে । তদনন্তর ভূতদৈত্যাপিশাচগণকে আবাহনপূর্বক পূজা করিয়া “ওঁ ভূতদৈত্যাপিশাচাঃ গজকর্কষক্ষরক্ষসঃ । শান্তিং কুর্ক্স্ব তে সর্কে মম গৃহ্যামঃ বলিম্ । এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ভূতদৈত্যাপিশাচাদেভ্যো নমঃ ।” বলিয়া মাষভক্ত বলি দিবে । পরে মাতৃগণকে পূজা করিয়া—“ওঁ নানারূপধরাঃ নরী মাভরো দেবদেবর্যঃ । স্বয়ং ব্রহ্মস্ব মে পুত্রং তুষ্টা গৃহ্যামঃ বলিম্ । এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ মাভরো নমঃ ।” বলিয়া দিবে । তৎপর আদিত্যাদি নবগ্রহকে আবাহনপূর্বক পূজা করত “ওঁ আদিত্যাদিগ্রহা যৈচ স্বহানপ্রতিবাসিনঃ । শান্তিং কুর্ক্স্ব তে সর্কে মম গৃহ্যামঃ বলিম্ । এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ ।” বলিয়া দিয়া যোগিত্যাদিকে আবাহনপূর্বক পূজা করিয়া “ওঁ যোগিনী ডাকিনী চৈব মাভরো নিবসন্তি য়াঃ । শান্তিং কুর্ক্স্ব তাঃ সর্কা মম গৃহ্যামঃ বলিম্ । এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ যোগিত্যাদিভ্যো নমঃ ।” বলিয়া দিবে । পরে দিক্‌পালদিগকে আবাহনপূর্বক পূজা করিয়া “ওঁ দিক্‌পালাঃ তবেশ্রান্তাঃ স্বহানপ্রতিবাসিনঃ । শান্তিং কুর্ক্স্ব তে সর্কে মম গৃহ্যামঃ বলিম্ । এষ মাষভক্তবলিঃ ওঁ ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যো নমঃ ।” বলিয়া মাষভক্ত বলি প্রদান করিবে । তৎপরে দ্বারদেশে সমন করিয়া “ওঁ

দ্বারপালায় নমঃ” বলিয়া পূজা করিয়া ও দ্বারপাল নমস্তভ্যং সৰ্ব্ব-শান্তি-  
ফলপ্রদ । বলিবিঘ্নবিনাশায় পূজাং গৃহ সুরোত্তম ॥ ও খড়্গপাণে নমস্তভ্যং  
সৰ্ব্ববিঘ্নবিনাশন । ত্বৎপ্রসাদাদবিঘ্নেন চিরং জীবতু বালকঃ ॥” অনন্তর  
ঘটস্থাপনপূর্ব্বক “গাং হৃদয়ায় নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস  
করিয়া গণেশের ধ্যান করিয়া “ও গণেশ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি ক্রমে আবাহন  
করত পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া ও সৰ্ব্ববিঘ্নহরোহসি তমে কদন্তো গজাননঃ ।  
যষ্ঠীগেহেহর্চিতঃ প্রীত্যা শিতং দীর্ঘায়ুষং কুরু ॥ লঙ্ঘোদয় মহাভাগ সর্বোপদ্র-  
বনাশন । ত্বৎপ্রসাদাদবিঘ্নেন চিরং জীবতু বালকঃ ॥” বলিয়া প্রণাম করিবে ।  
অনন্তর “ধাং অমৃত্যুভ্যং নমঃ” এই ক্রমে করাজ্ঞাস করিয়া যষ্টির ধ্যান  
করিবে।—“ও দ্বিজাং হেমগোবিন্দো রত্নালঙ্কারভূষিতাম্ । বরদাভয়হস্তাক-  
শরজঙ্ঘনিতাননাম্ । পীতবস্ত্রপরীধানাং পীনোন্নতপমোদরান্ । অক্ষাপিতশূভাং  
যষ্টিমম্বুজস্থং বিচিন্তয়েৎ ।” এই ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করত পীঠ  
দেবতার পূজা করিবে । যথা,—“ও জয়ান্নৈ নমঃ” এই বলিয়া গন্ধ ও পুষ্পাদি দ্বারা  
পূজা করিবে । এইক্রমে ও বিজয়ান্নৈ নমঃ । ও অজিতান্নৈ নমঃ, অপব্যাজিতান্নৈ  
নমঃ, ও কাট্যৈ নমঃ, ও ভদ্রকাট্যৈ নমঃ, ও মঙ্গলায়ৈ নমঃ, ও সিদ্ধায়ৈ নমঃ,  
ও লোহিতায়ৈ নমঃ, ও ষ্টিয়াণায়ৈ নমঃ । পরে পূর্ব্বং ধ্যান করিয়া আবাহন  
করিবে—“ও আরাহি বরদে দেবি যষ্টি যষ্টিতি বিস্তুতে । ধাত্রীকপেণ মে পুত্রং  
রক্ষ জগিবাসরে । যষ্ঠীদেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ” ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া  
“ও যষ্ট্যৈ নমঃ” এই মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে । পরে পুষ্পাঞ্জলি  
দিয়া স্তবপাঠপূর্ব্বক প্রণাম করিবে । যথা—“ও জগন্মাতর্জগদ্ধাত্রী ( জয় দেবি  
জগন্মাতঃ ) জগদানন্দকারিণি । পুসীদ মম দেবেশি যষ্ঠীদেবি নমোহস্ত তে । ও  
শক্তিস্ত্বং সর্বদেবানাং লোকানাং হিতকারিণি । ত্বমিমাং রক্ষ মে বালং মহাযষ্টি  
নমোহস্ত তে । ও ভূতদৈতাপিশাচেষু ডাকিনীযোগিনীষু চ । মাতের রক্ষ  
মে পুত্রং ধাপদে পরগেষু চ । যষ্ঠীদেবি মহাভাগে ভক্তানাং ভয়প্রদে । বরদে ত্বৎ-  
প্রসাদেন চিরং জীবতু বালকঃ । অস্মিন্স্থ স্মৃতিকাগারে দেবীভিঃ পরিবারিতে ।  
রক্ষাং কুরু মহাভাগে সর্বোপদ্রবনাশিনি ।” অনন্তর “ও ত্রিশরণায়ৈ নমঃ ।” এই  
বলিয়া পূজা করিবে । এইরূপে বৃদ্ধমাতা, গোরী, চকটপুতনা, পূজিতহারিণী,  
জাতহারিণী, ইহাদিগকে পূজা করিবে । জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী,  
কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্রমা, ধাত্রী, স্বাহা ও স্বধা, ইহাদিগকে পূজা করিবে ।  
পরে গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা,

শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, আশ্বদেবতা ও কুলদেবতার পূজা করিবে। অতঃপর “ও জগদাদ্যৈ নমঃ” বলিয়া জগদাদ্য পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। যথা—“ও যা জগদেতি বিখ্যাতা শুভনা ভূবি পূজিতা। করোতু সৰ্বদা রক্ষাং বালন্ত হৃদিকাগৃহে ॥” অনন্তর মার্কণ্ডেয়কে ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। পুষ্পাঞ্জলি দিবার মন্ত্র যথা—“ও মার্কণ্ডেয় মহাবাহো প্রার্থয়েহহং কৃতাজলিঃ। চিরজীবী যথা হং ভোক্তৃধা ভবতু মে সূতঃ ॥” অনন্তর ব্যাসাদি মন্ত্রচিরজীবীগণকে \* পূজা করিবে। পরে ও নারদাদিত্যো নমঃ। এইক্রমে “গন্ধাঠৈ, জুর্গাঠৈ, মহা-লক্ষ্ম্যৈ, সরস্বত্যা, অগ্নিতাদিনকত্রৈভ্যঃ, বিকুন্তাদিযোগৈভ্যঃ, ববাদি করণৈভ্যঃ, প্রতিপদাদিতিথিভ্যঃ, সূর্য্যাদিবারৈভ্যঃ।” ইহাদিগের পূজা করিবে। পরে স্বাক্ষকে আবাহনপূর্ব্বক পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া “ও কার্ত্তিকেয় মহাভাগ গৌরীজন্মধনন্দন। বালং মে রক্ষ ভীতিভ্যঃ মদানন নমোহস্ত তে।” বলিয়া নমস্কার করিবে। পরে মদাননেশ্বর পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। যথা,— “ও মদাননমরোহসি হং মখিতঃ সাগরজয়া। তথা মমাপি পুত্রস্ত মখ বিয়া নমোহস্ত তে।” তৎপর বাসুদেবকে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। যথা,—“ও বাসুদেব নমস্তে তু শঙ্খচক্রগদাধর। কুমারং রক্ষ ভীতিভ্যঃ শান্তিং কুরু নমোহস্ত তে ॥ ও ত্রৈলোক্যপূজিত শ্রীমন্ নৈত্যচক্রবিমর্দন। শান্তিং কুরু গদাপাণে নারায়ণ নমোহস্ত তে ॥” অতঃপর পুনরায় মাঘভক্তবলি দিবে। —“ও বালং গুরুস্ত মে দেগা আদিভ্যা বসবস্তথা। মরুতচর্চাশ্রিনৌ দেবাঃ সূপর্ণঃ পক্ষগা গ্রহাঃ। অশুরা বাতুগনাশ রথশ্চ দেবতাশ্চ য়াঃ। দিবীষ্টা লোকপালাশ্চ য়ে চ বিঘ্নবিনাশকাঃ। সর্পিতঃ স্থিতি কুর্ত্ত্ব দিব্যা মহর্ষয়স্তথা। স্তুতস্ত রক্ষাং কুর্ত্ত্ব শান্তিং পুষ্টিং ধৃতিস্তথা। এষ মাঘভক্তবলিঃ সর্বেভ্যঃ দেবেভ্যো নমঃ।” বলিয়া দিবে। পরে যে রৌদ্রা রৌদ্রঋণো রৌদ্রস্থাননিবাসিনঃ। সৌম্যাস্টেব তু যে কেচিৎ সৌম্যস্থাননিবাসিনঃ। যাতরো রৌদ্ররূপাশ্চ গণানামধিপাশ্চ য়ে। বিরভূতান্তথা চান্তে দিগ্বিদিক্ সমাশ্রিতাঃ। সর্কো তে প্রীতমনসঃ প্রতিগৃহ্ণন্তিমং বলিং। দিক্দিগ্দিগন্ত মে পুত্রং ভয়েভ্যঃ পাশ্চ মে সদা। এষ মাঘভক্তবলিঃ ও ভূতেভ্যো নমঃ।” বলিয়া দিবে। অনন্তর বালককে বস্ত্রাবৃত ব্যক্তনের উপর রাখিয়া বস্ত্রীয় পদে অর্পণ করিবে। —“ও দেবানাক ঋষীণাক তজ্জানান্ ভক্তবৎসলে। যাতব রক্ষ মে পুত্রং মহাবলী নমোহস্ত তে। জননী সর্গভূতানান্ বাগানাক বিশেষতঃ। নারায়ণীশ্বরপেণ স্তুতঃ মে রক্ষ সর্গভূতঃ। জগদাদ্যো জগদাত-

\* অগ্নিপাম বসিষ্ঠাদ্যো হরুমাশ্চ বিভীষণঃ। কৃপঃ পরশুধামশ্চ মনুস্তে চিরজীবিনঃ ॥

অগদানন্দকারিণি । সমর্পিতো ময়া দেবি পাদয়োন্তব মে স্নাতঃ । নিজপুস্তকদানং  
কু কু দীর্ঘায়ুসং সদা । অয়ং মম কুলোৎপন্নো রক্ষার্থং পাদয়োন্তব ॥ নীতো  
মহামহাভাগে চিরং জীবতু বাসকঃ ॥ তৎপর পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিবে ।  
বথা,—“ওঁ মাহেশ্বর্যি শিবে নিত্যং শিবদে শিবনায়িকে । স্নাতং মে রক্ষ  
পদ্মাক্ষি শিবে ভবতু মে স্নাতঃ ॥” পরে বালকের গাত্রে স্নেহ সর্ষপ বিকিরণ  
করিয়া পাঠ করিবে,—“ওঁ বেতালাশচ পিশাচাশচ রাক্ষসাশচ সরীসৃপাঃ ।  
অপসর্পন্ত তে ভূতা যে ভূতা বিঘ্নকারকাঃ ॥ বিনায়কা বিঘ্নকরা মহোপ্রা  
যজ্ঞদ্বিষো যে পিশিতাশনাশচ । সিদ্ধার্থৈকবজ্রসমানকঠৈর্ময়া নিরস্তা বিদিশঃ  
প্রয়াস্ত ॥” অনন্তর দক্ষিণাস্ত করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য শাস্তি করিবে ।  
পরে ধনুঃকাণ্ড গৃহে রাখিয়া আচারহেতু বকুলপত্রাবরা হোম করিবে । পরে  
বিষ্ণুর দ্বাদশনাম কুঙ্কম বাহরিয়া দ্বারা নূতন বস্ত্রে লিখিয়া বালক ও  
প্রসূতিব শিরোদেশে স্থাপন করিবে ।

### জানযাত্রা ।

চতুর্দশীর রাত্রিতে ইষ্টিকারচিত মঞ্চে শ্রীকৃষ্ণ দেবের পূজা করিয়া অধিবাস  
করিবে । পরদিন পৌর্ণমাসাতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে স্বস্তিবাচনাদি  
করত “ওঁ স্বস্ত্যঃ সোমো” ইত্যাদি পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবে । বথা —“বিষ্ণুরোম্  
তৎসদদা ঠৈজাঠে মাসি গুপ্তে পক্ষে পৌর্ণমাস্যাভিষৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেব-  
শম্মা চতুর্দশীপ্রাপ্তিকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রাণীকামো বা শ্রীকৃষ্ণানবাভ্রামহং  
করিষো ।” পরে স্তবপাঠ করিয়া যথাশক্তি উপচার দ্বারা পূজা করিয়া  
মহান্নন করাইবে । প্রথমে শজা জল দ্বারা—“ওঁ পুণ্যন্তং শম্ম পুণ্যানাং মঙ্গ-  
লানাঞ্চ মঙ্গলং । বিষ্ণুনা বিধূতো নিত্যং মহাশান্তিং প্রযচ্ছ মে ।” তৎপর  
গোময়দ্বারা —“ওঁ গঙ্গদ্বারাং ছুরাপবাং নিত্যপুষ্টিং করীষিণীং । ঈশ্বরীং মরু-  
ভূতানাং ধামিহোপাহ্বয়ে শ্রিয়ং ।” অতঃপর গোমূত্র দ্বারা—গায়ত্রীপাঠ  
করিয়া । পরে হৃদ্র দ্বারা—“ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবিষ্টাং ভবা-  
বাক্স্য সঙ্কথে ।” দধি দ্বারা—“ওঁ দধি ক্রাবৌ অকাধং জিফোরুদ্বম্য বাঞ্জিনঃ  
স্বরভিনো মুধাকুরাং প্রণতায়ুঃষিতাধ্বং ।” অনন্তর ঘৃত দ্বারা—“ওঁ তেজোদি  
ইত্যাদি ।” অতঃপর গায়ত্রীপাঠপূর্ব্বক গোময় গোমূত্রাদি একত্র করিয়া—“ওঁ  
ভক্তিমোঃ পরমং পদং ইত্যাদি ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ।” এই মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে

জ্ঞান করাইবে। পরে পঞ্চমুখ দ্বারা জ্ঞান করাইবে। তৎপরে অষ্টমুখ দ্বারা জ্ঞান করাইয়া পুণ্ডরীক মন্ত্র দ্বারা এবং অন্তে স্বাহা যোগ করিয়া “ওঁ সহস্রশীর্ষা” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক জ্ঞান করাইবে।

এই সকল মন্ত্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞান করাইয়া ষোড়শোপচার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা (দেবপ্রতিষ্ঠা দেখ) করিয়া স্তব পাঠান্তে প্রণাম করিবে।—“ওঁ জয়ন্ত রাম-কৃষ্ণেতি জয়তদ্বৈতি যো বদেৎ। জ্ঞানকালে স বৈ মুক্তিং প্রযাতি বিজয়ন্তমঃ।” তৎপরে ভগবান্কে দর্শন করিয়া দক্ষিণা বাক্য করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

### ধর্ম্যষ্টব্রত।

এই ব্রত চৈত্রমাসের সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখ মাসের সংক্রান্তিপর্যন্ত করিতে হয়। প্রতিদিন একটী করিয়া ষট উৎসর্গ করত ব্রাহ্মণকে দান কুরিতে হয়। এইপ্রকার চারিবৎসর ব্রত আচরণ করিয়া উদ্ঘাপন করিবে।

পূজা বিধি।—প্রথমতঃ পুরোহিত নিত্যক্রিয়াদি সমাপনান্তে শুদ্ধাসনে উপবেশন পূর্বক স্বস্তিবাচনাদি করিয়া ব্রতকারিণী রমণীকে সঙ্কল্প করাইবেন। যথা,—বিষ্ণুর্নমোহস্য বৈশাখে মাসি মেঘরাশিহে ভাস্করে তামুকে পক্ষে অমুকতিথৌ মহাবিশুবসংক্রান্ত্যামারভ্য বিষ্ণুপদীসংক্রান্তিং যাবৎ প্রাতঃ অমুক-গোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী বিষ্ণুধর্মোত্তরোক্ত দ্ব্যুতসত্তরগনিরাময়াক্ষয়ধ্বর্গলোক-সুশীতলত্ব-সকলমনোরথ প্রাপ্তিপূর্বক-ভূতাসাগরস্থতসত্তরগকামা গণপত্যাदि-নানাদেবতাপূজাপূর্বক সলক্ষীকবিষ্ণুপূজাশীতলোদকপুত্রিত-ঋটদানরূপং ধর্ম-ষট ব্রতমহং করিষ্যে।”

এইরূপ সংকল্প করাইয়া পুরোহিত স্বয়ং সংকল্পস্থত পাঠ করিয়া ব্রতকারিণীকে “ইদং ব্রতং” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বয় পাঠ করাইয়া আসন দ্বাদ্যাদিকরত গণেশাদির পূজা করিয়া বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা পূর্বক আবরণ দেবতাগণের ( তৃতীয় কাণ্ড ২৯২ পৃ দেখ ) পূজা করিয়া ষটে চন্দন লেপন করত ব্রতকারিণী রমণীকে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করাইবেন। যথা,—“ওঁ এহেহি ভগবন্ ধর্ম্য ভায়মেতৎ সমাশিষ। সহিতো লোকপালৈশ্চ বধ্য-দিত্যমরুদগণৈঃ” এইরূপে ষটে আবাহন করাইয়া “এতস্মৈ সন্তোজাশীতলোদক-পুত্রিতধর্ম্যষটায় নমঃ” বলিয়া তিনবার অর্জনা করিবে। পরে গন্ধপুষ্পদ্বারা “এতদধিপত্যেহৈ শ্রীবিমলেশ নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া

পূজা করত বামহস্তে ঘটধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণহস্ত জলপূরিত কোণার মধ্যে রাখিয়া নিম্নলিখিত বাক্যে ঘট উৎসর্গ করিবে। যথা,—

“বিষ্ণুনমোহদ্যোত্যাদি অমুকগোত্রা ত্রীঅমুকী দেবী বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্তদ্বুক্ত-  
সম্ভরণ-নিরাময়স্বর্গলোকসুশীতলত্ব-সকলমনোরথ-প্রাপ্তি পূর্ব্বক-তৃণাসাগর-সুখ-  
সম্ভরণকামা ইমং সন্ডোজ্যাচ্ছাদনশীতলোদকপূরিতং . ধর্ম্মঘটং ধর্ম্মদৈবতং  
গন্ধাদাচ্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্ভ্রাদদে ।”

পরে কৃতাজ্জলিপূর্ব্বক পাঠ করিবে।—“নমঃ ধর্ম্ম ত্বং ঘটরূপেণ ব্রহ্মণা  
নির্ম্মিতঃ পুরা । ত্বয়ি দত্তেহক্ষরা লোকাচ্চন্দনৈঃ সর্ব্বদেবতাঃ । ঘট ত্বং ধর্ম্মরূপেণ  
ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা । ত্বয়ি দত্তেহক্ষরা লোকা মম সন্ত নিরাময়াঃ । যথা ত্বং  
শীতলো নিত্যং সংপূর্ণঃ শীতবারিণা । তথা মাং হুংখসন্তপ্তং শীতলং কুঞ্চ ধর্ম্ম-  
য়াট্ । পুত্রদারসমেতক আত্মানক বিশেষতঃ । ত্রাহি মাং ভগবন্নাথ তৃণাসাগর-  
মধ্যতঃ । এষ ধর্ম্মঘটো দত্তো ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকঃ । অস্ত্র প্রদানাং সফলা মম সন্ত  
মনোরথাঃ ॥” অতঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিন্নাবধারণাদি করিয়া কথা শ্রবণ করিবে ।

ব্রতকথা ।—রাজোবাচ । কেন ব্রতেন দেবেশ ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদয়ঃ । তৃণাশ্চ  
বরদাশ্চৈব রক্ষাং কুর্নস্তুি সর্ব্বতঃ ॥ কেন সুশীতলং বাপি কেন তুষ্টঃ পিতামহঃ ।  
সদা মনোরথং পূর্ণং কেন তৃণাং তরেং সদা ॥ চিরজীবী জয়ী কেন পরত্র  
গতিকৃত্বমা । এতৎ সমস্তং দিস্তার্থ্য কথয়স্ব হরেমম ॥ ত্রীকৃষ্ণ উবাচ । শৃণু  
রাজন্ প্রবক্ষ্যামি ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং । অস্তি ধর্ম্মঘটং নাম বৈকবং সমুদাহৃতং ।  
রবিসংক্রমণে শেষে শুভে কালে বিশেষতঃ । তত্রৈব ব্রতমাধভ্য রাজশার্দ্ধূল  
ধর্ম্ময়াট্ ॥ বৈকবং “ব্রতমার্থ্যাং হুত্ব ভং ভুবনৈর্বাপি । দ্বুক্ততরণং নাম তৃণা-  
সাগরতপ্তিদং ॥ সুগন্ধি শীতলং বীরি পুরয়িত্বা ঘটোৎপিচ । গন্ধচন্দনসংযুক্তং  
বস্ত্রাচ্ছাদিতমেব চ ॥ তত্রৈব শোভনং ভোজ্যং স্থাপয়িত্বা দিনে দিনে ।  
দদ্যাৎ প্রায় বৈশাখে অক্ষয়তৃপ্তিহেতবে ॥ তস্য প্রদানাং সফলাঃ সিদ্ধাঃ  
সন্ত মনোরথাঃ । সদা তুষ্টিং দেবানাং সদা তৃপ্তিঃ পিতৃভবৎ ॥ সদা সুশীতলং  
যান্তি সদা বিজয়বর্জনং । পুত্রদারসমেতক তৃণাসাগরমুত্তরেং । অন্নোগী চির-  
জীবী চ বিদ্যাশ্চৈব জিতেজিরঃ । ধনবান্ পুত্রবাশ্চৈব কামচারো ভবেন্নয়ঃ ॥  
বসবো লোকপালাশ্চ আদিত্যাশ্চ মরুৎগণাঃ । রক্ষাং কুর্নস্তুি তে সর্ব্বৈ  
বঠমানশ্রাসাদতঃ ॥ কথা সুশীতলো চক্ষো যথা বারি সুশীতলং । তথা সুশীতলো  
হুংখাং ব্রতস্যাস্য প্রসাদতঃ ॥ ইহ লোকে সুখী ভূত্বা পরত্র গতিকৃত্বমা ।  
অস্তে বিষ্ণুপুং গচ্ছং হস্তেতিষ্ঠতি সন্নিধৌ ॥ দিনে দিনে নরশ্রেষ্ঠ শৃণোতি

তৎকথাং ততাং । পীঠা পাদোদকং বিষ্ণোর্বিস্মাশী ব্রতকরেং ॥ এবং  
কুৰ্ঘ্যাকুৰ্জস্বং ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং ॥ ইত্যোতং কথিতং যদ্বাং কুরু গম্বা নিজা-  
লয়ং । ওষাদ্ওষতরং কাৰ্য্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন ॥

ইতি—ঐক্সযুধিষ্ঠির সংবাদে ধৰ্ম্মঘটব্রতকথা সমাপ্তা ॥

### যজুৰ্বেদীয় ব্রতপ্রতিষ্ঠা প্রয়োগ ।

ব্রতকারিণী রমণী পূৰ্ব্বেদিবস উপবাসী থাকিয়া পত্নিদিবস নিত্যক্রিয়া  
সমাপনান্তে প্রতিবর্ষীয় করণীয় ব্রত সমাপনপূৰ্ব্বক দেবতার প্রীতিহেতুক  
যথাশক্তি দানাদি করিয়া ব্রাহ্মণগণকে পুণ্যাহাদি বাচন করাইয়া স্বস্তিবাচন  
পূৰ্ব্বক “ও হৃষ্যঃ সোমো” ইত্যাদি পাঠ করাইয়া বিষ্ণুস্মরণ করত সঙ্কল  
করিবে ( ২য় কাণ্ড ১৪৪ পৃ সামবেদী ব্রতপ্রতিষ্ঠা দেখ ) ।

এইরূপ সঙ্কল করিয়া সঙ্কলসূক্ত পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বরণ  
( ২য় কাণ্ড ৪৪ । ৪৫পৃ দেখ ) করিবে ।

অতঃপর হোতা পক্ষগব্য শোধন ( ২য় কাণ্ড ৫২ পৃ দেখ ) করত গায়ত্রী  
পাঠপূৰ্ব্বক সমস্ত একত্রিত করিয়া “ও বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিষা বর্হিরি-  
ক্রিয়ং যুপেন যুপ আপ্যায়তে প্রণীতোহগ্নিরগ্নিনা” এই মন্ত্র পড়িয়া অথবা  
গায়ত্রী পাঠ করিয়া বেদী অভ্যাস করত তত্পরি সর্কিতোত্তমগুল অঙ্কিত  
করিয়া তাহার পূৰ্ব্বেদিকে পক্ষঘট ও শাস্তিকুল স্থাপন করিবে । পরে “ও  
বিতান এষ দিবো মধ্যান্ত আপঃ প্রবহান্ বোদনী অন্তরীক্ষং সবিষ্মাচীর-  
ভিত্তিষ্ঠদ্বতীচীরত্বরা পূৰ্ব্বমপরক কেতুং ।” এই মন্ত্রে বেদীর উপর বিতান  
বন্ধন করিবে ।

অতঃপর ঘটস্থাপন ( ২য় কাণ্ড ৭৭ পৃ দেখ ) করিয়া সামান্যার্থাদি স্থাপন  
পূৰ্ব্বক ভূতশুদ্ধাদি করিয়া প্রথমঘটে,—গণেশ ও সূর্য; দ্বিতীয়ঘটে,—শিব ও  
দুর্গা; তৃতীয় ঘটে,—বিষ্ণু ও লক্ষ্মী,—চতুর্থ ঘটে,—অগ্নি, বাস্তুপুরুষ,—ক্ষেত্রপাল-  
গণ, কার্তিকেয় ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়; পঞ্চমঘটে,—নবগ্রহ ও দিকপালগণের পূজা  
করিবে ।

অনন্তর প্রতিমাঘর আনয়ন করত পক্ষগব্য দ্বারা সেই সেই মন্ত্রে স্নান  
করাইবে । পরে গঙ্গাজলদ্বারা “ও এতোদ্বিস্রং স্তবাম শুভং” ইত্যাদি শুক-  
পতিসূক্ত দ্বারা ( ২য় কাণ্ড ১০৮ পৃ দেখ ) স্নান করাইয়া “ও মহম্মশীষা” ইত্যাদি

“ও আপোহিষ্ঠা” ইত্যাদি । “ও যো বঃ শিবতয়ো” ইত্যাদি । “ও তন্মা অন্নদ্যম  
বো” ইত্যাদি । “ও সমুদৌহম্মি ভস্মনার্জ্জ্ব শস্তুময়ো ভূতি বাবহি স্বাহা”  
মন্ত্রে জ্ঞান করাইবে । পরে গন্ধোদক দ্বারা—“ও গন্ধদ্বারাং” ইত্যাদি । পুষ্পোদক  
দ্বারা “ও শ্রীশ্চ তে” ইত্যাদি । ফলোদক দ্বারা—“ও যাঃ ফলিনীর্ধা” ইত্যাদি  
“ও অগ্নিমৌলে পুরোহিতঃ” ইত্যাদি বৈদিকমন্ত্র চতুষ্ঠয়দ্বারা জ্ঞান করাইয়া  
শ্রীহৃৎ ( ২য় কাণ্ড ১০৫পৃ দেখ ) পুরুষসূক্ত ( ২য় কাণ্ড ১০৪পৃ দেখ ) এবং পাব-  
মানীসূক্ত ( ২য় কাণ্ড ১০৭পৃ দেখ ) দ্বারা জ্ঞান করাইবে ।

অতঃপর “ও ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্চোমাকর্ভিবজ্রভাঃ ।  
হিষ্টৈরৈকৈশ্চত্বৈবাংসন্তুভির্বাসেম দেবহিতং যদাযুঃ ।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া  
ভদ্রাসনে প্রতিমাত্রয় স্থাপন করিবে । পরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ( ২য় কাণ্ড ১৭  
পৃ দেখ ) “ও নমস্তেহর্জেয় সুরেশানি প্রণীতে বিশ্বকর্ষণা । প্রভাবিতাশেষ-  
জগন্তুভাং নিতাং নমো নমঃ । ঔয়ি সংপূজয়ামৌশ নারায়ণমনাময়ং । রহিতা  
শিল্পদৌষৈশ্চমুদ্বিগুস্তা সদা ভবা ।” ইহা পাঠ করিবে \* । অনন্তর লক্ষীর জীবন্যাস  
করিয়া বিষ্ণুর, ধ্যান ( ২য় কাণ্ড ১৪৫ পৃ দেখ ) করত বিশেষার্থ্য স্থাপন  
করিয়া মণ্ডলমধ্যে পীঠস্থাস ক্রমে পীঠশক্তি ( ২য় কাণ্ড ১৫ পৃ দেখ )  
পূজা করিবে । পরে পুনর্বার ধ্যান করত আবাহনপূর্বক ষোড়শোপচারে  
বিষ্ণুর পূজা ( ২য় কাণ্ড দেবপ্রতিষ্ঠা দেখ ) করিবে । অতঃপর বর্ধাশক্তি  
লক্ষীর ধ্যান ( ২য় কাণ্ড ১৪৬ পৃ দেখ ) করিয়া ( ১ ) অগ্নিহোক্ত বিধানে  
ব্রহ্মস্থাপনান্ত কুশভিত্তিকা করিয়া চক্রপাক ( মঠপ্রতিষ্ঠা দেখ ) করিবে । অনন্তর  
আজ্ঞাভাগান্ত হোম শেষ করিয়া অগ্নির ধ্যান করত সাহস নামক অগ্নির আবাহন  
করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিদ্ তুষ্ণীং অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া মেক্ষণ  
দ্বারা চক্রগ্রহণ করত “ও তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং” ইত্যাদি স্বাহাস্ত মন্ত্রে আহুতি  
দিয়া “ইদং বিক্ষবে” বলিয়া প্রত্যাহুতি দিবে এবং “ও ভূঃ স্বাহা, ইদং  
অর্ঘ্যে । ও ভুবঃ স্বাহা, ইদং বায়বে । ও স্বঃ স্বাহা, ইদং সূর্যায় ।” অতঃপর  
দেবতার স্বাহাস্ত গায়ত্রী পাঠ করিয়া আহুতি দিয়া “ইদং সূর্যায়”  
বলিয়া প্রত্যাহুতি দিবে । অনন্তর “ও তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যাবো আগৃহাংসঃ  
সমিক্তে বিক্ষোঃ পরমং পদং স্বাহা—ইদং বিক্ষবে । ও বিশ্বত্চক্রকৃত

\* লক্ষী প্রতিমায় “নারায়ণমনাময়ং” স্থলে “অগ্নিং দেবীমনাময়ঃ” এইরূপ পাঠ করিবে ।

( ১ ) শিবহর্গাধিযমে ধ্যানাদি ২য় কাণ্ড ১৪৬ পৃ দেখ )



বিশ্বতো যুধো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাং । সংবাহত্যাং ধমতি সংপতজ্জৈ  
দ্যাংবা ভূমিং জনয়ন্ দেব একঃ স্বাহা—ইদং বিশ্বতবে । ও অগ্নিমীলে ইত্যাদি  
স্বাহা—ইদং অগ্নয়ে । ও ইবে ত্বোজ্জৈহা ইত্যাদি স্বাহা—ইদং বায়বে । ও  
অগ্ন আয়াহি ইত্যাদি স্বাহা—ইদমগ্নয়ে ॥ ও শ্রো দেবী ইত্যাদি স্বাহা—ইদং  
বরুণায় । ও ভূরগ্নয়ে স্বাহা ও সূর্য্যায় স্বাহা । ও অন্তরীক্ষায় স্বাহা । ও  
দ্যোঃ স্বাহা । ও ব্রহ্মণে স্বাহা । ও পৃথিব্যে স্বাহা । মহারাজায় স্বাহা ।  
ইহাদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করিয়া প্রত্যাহতি দিবে ।

অতঃপর দিক্‌পাল হোম ও নবগ্রহ হোম করিবে ।

দিক্‌পালহোম ।—“ও ত্রতারিমিস্ত্রমবিতারিমিস্ত্রং হবে হবে হুদং শুরমিস্ত্রং ।  
হ্রসমি শক্রং পুরহুতমিস্ত্রং স্বস্তি নো মঘবা ধাতিল্লঃ স্বাহা—ইদমিস্ত্রায় ॥ ১ ॥  
ও বৈখানরো ন উতয়ে আগ্রয়াত পরাবত অগ্নিককে থনাবাহসা । উপরায়  
গৃহীতোহস্মি বৈখানরায় তৈষতে যোনিরৈকানরায় ত্বা স্বাহা—ইদমগ্নয়ে ॥ ২ ॥  
ও অসিযমোহস্যাদিত্যো অর্করসি ত্রিতো গুহেন ব্রতেন অসি সোমেন সময়বি-  
পৃক্তা আহুতে জীণি দিবি বন্দনানি স্বাহা—ইদং যমায় ॥ ৩ ॥ ও যন্তে দেবী  
নিষ্ঠাতিরাববন্ধু ক্রুপাং গ্রীবাসু বিবৃত্যং । তন্তুরিষ্যাম্যযুধো ন মধ্যানধৈনং  
পিঙ্গমচ্চি প্রস্তুতো নমো ভূতৈ এদঞ্চকার স্বাহা—ইদং নিষ্ঠাতয়ে ॥ ৪ ॥ ও বরু-  
ণতোন্তন্তনমসি ইত্যাদি স্বাহা—ইদং বরুণায় ॥ ৫ ॥ ও বাতো বাবো মনো বা  
গন্ধর্বাঃ সপ্তবিশতি তে অগ্নে সময়ং জগ্মু স্তেহস্তি ন ভয়মাদধুঃ স্বাহা—ইদং  
বায়বে ॥ ৬ ॥ ও কুবিরমঙ্গবরবতোযবকি মুখাদান্ত্যুপূর্ণঃ বিপুয় ইহৈবাং  
কণ্ঠি ভোজনানি যে বহির্ভো নম উক্তিং ন জগ্মুঃ স্বাহা—ইদং কুবেরায় ॥ ৭ ॥  
ও ভমীশানং জগতন্তুযুষ্পতিং বিরিকিরমবলে ভয়সে বয়ং পূবাণো যথাবেদ  
সামসন্ধে রক্ষিতাসো পায়ুরনুদকঃ স্বস্তয়ে স্বাহা—ইদমীশানায় ॥ ৮ ॥ ও  
আব্রহ্মন ব্রহ্মণো ব্রহ্মবর্জসী জায়তামারাষ্ট্রে রাজন্যঃ শুর ইবম্যো ইতি ব্যাধী-  
মহারণো জয়তাং স্বাহা—ইদং ব্রহ্মণে ॥ ৯ ॥ ও নমোহস্ত সর্পেভ্যো যে কে  
চ পৃথিবীমহু । যে অন্তরীক্ষে বে দিবি ভেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ স্বাহা ।—  
ইদমনস্তায় ॥ ১০ ॥

নবগ্রহ হোম ।—“ও আক্কেন রজসা ইত্যাদি স্বাহা—ইদং আদিত্যায়  
॥ ১ ॥ ও আপ্যায়স্ব সমে তু তে ইত্যাদি স্বাহা—ইদং সোমায় ॥ ২ ॥ ও অগ্নি-  
মূর্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়মপাং রেতাংসি জিহ্বতি স্বাহা—ইদং মঙ্গলায়  
॥ ৩ ॥ ও উদ্যুদায়ে প্রতিজাগৃহি যমিষ্টাপূর্ভে সংহজেধামদক অগ্নিন্ সখয়ে

অধ্যস্তরশ্বিন্ বিবেদেবা বজ্রমানন্ত সীদতি স্বাহা ।—ইদং বৃধায় ॥ ৪ ॥ ও  
বৃহস্পতে অতি অদৰ্ঘ্যো অর্হাদ্ভ্যামরিভাতিক্রতুমজ্ঞেনেধু . বদীদয়ব্রহ্মস। ঋত-  
প্রজাত তদশ্বানু জ্বিণং বেহি চিত্রং স্বাহা ।—ইদং বৃহস্পতয়ে ॥ ৫ ॥ ও অন্নাত  
পরিষ্কতোয়সং ব্রহ্মণ ব্যাপিবৎ ক্ষেত্রং পরঃ সোমং প্রজাপতির্জাতেন সত্যমি-  
ন্দ্রিয়ং । বিপানং শুক্রয়জ্ঞস ইন্দ্রস্যোন্দ্রিয়মিদং পয়োহমৃতং মধু স্বাহা ।—ইদং  
শুক্লায় ॥ ৬ ॥ ও শমোদেবীরুতিষ্টয়ে ইত্যাদি স্বাহা ।—ইদং শনৈশ্চরায় ॥ ৭ ॥  
ও কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ ইত্যাদি স্বাহা ।—ইদং রাহবে ॥ ৮ ॥ ও কেতুং রুধ্নকেতবে  
পেযোমৰ্ঘ্যো অপেশসে সমুদ্ভিস্বজায়থাঃ স্বাহা ।—ইদং কেতবে ॥ ৯ ॥

এই প্রকারে চরুহোম শেষ করিয়া মেঘপ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে । পরে  
চরুশেষ দ্বারা দশদিগ্ বলি প্রদান করিবে । যথা,—

“এম পায়সবলিঃ ও প্রাট্যে দিশে নমঃ ।” এই ক্রমে—“আগ্নেঐষ্যে দিশে  
নমঃ । যাত্মৈ, নৈকাত্মৈ, প্রতীত্মৈ, বায়ত্মৈ, উদিত্মৈ, ঐশানত্মৈ, উর্জুদিশে,  
অধোদিশে ।” অনন্তর পলাস সমিধ্ তদভাবে উডুস্বর সমিধ্ দ্বারা অষ্টোত্তর  
শত হোম করিবে । যথা,—

“অত্তেত্যাদি অমুকগোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকদেবাঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ ইয়দ্বধনি-  
ল্লাদিত সঙ্কলিতামুকপুর্নাত্মাত্মকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্ষণি সাজ্য উডুস্বরসমিধিঃ ও  
তদ্বিকোরিত্যাদি মন্ত্রেণ অষ্টোত্তরশতসংখ্যকহোমমক্ করিব্যামি ।”

এইরূপ সংকল্প করিয়া “ও তদ্বিকোঃ পরমং পদং” ইত্যাদি মন্ত্রে ঘৃতাক্ত  
সমিধ্ দ্বারা হোম করিয়া প্রতিবারে “ইদং বিষ্ণবে” বলিয়া প্রত্যাহতি দিবে  
এবং লক্ষ্মীর হোম করিয়া পূর্বোক্ত চরুহোম মন্ত্রে সেই সেই সমস্ত দেবতার  
আজ্যহোম করিবে । অতঃপর পুরুষ হুক্তোক্ত “ও সহস্রাধীর্ঘা” ইত্যাদি  
“সাপ্যঃ সন্তি দেবাঃ” পর্য্যন্ত ষোলটা মন্ত্রদ্বারা ( ২য় কাণ্ড ১০৪।১০৫ পৃ দেখ )  
আজ্যহোম করিয়া “ও ইরাবতী ধেনুমতী” ইত্যাদি মন্ত্রে ( ২য় কাণ্ড ১৪৭ পৃ  
২৫ পং দেখ ) আজ্যহোম করিবে । পরে পূর্বোক্ত নবগ্রহ ও দিকপালমন্ত্রে  
একবার আহতি দিয়া তিলযুক্ত ঘৃত দ্বারা “ও পর্বতেভ্যঃ স্বাহা । ও নদীভ্যঃ  
স্বাহা । ও সমুদ্রেভ্যঃ স্বাহা ।” বলিয়া আহতি প্রদান করত মহাব্যাহতি হোম  
করিয়া প্রায়শ্চিত্তহোম করিবে । তদর্থে সঙ্কল্প যথা,—

“অত্তেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (হোতার গোত্র ও নাম) অশ্বিন্  
হোমকর্ষণি যদবৈগুণ্যং জাতং তদোষপ্রশমনায় “ও ব্রহ্মোহগ্নে” ইত্যাদিভিঃ  
পঞ্চভির্ষষ্টৈঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যে ।”

এইরূপ সংকল্প করিয়া “ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি” বলিয়া অগ্নির নামকরণ, আবাহন ও পূজা করত “ওঁ ত্বম্নোহগ্নে বরুণস্য বিধান্ দেবস্য হেলো অবধা-  
সিসীষ্টাঃ । যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোণুচানো বিধান্ দেবান্ প্রমুদ্যসং স্বাহা ।—  
ইদমগ্নীবরুণাত্যাং ॥ ১ ॥ ওঁ সব্রহ্মোহগ্নেঃ বমো ভবতী নেদিষ্ঠোহস্তা উবসো  
বুষ্ঠৌ অবধক্ণুণো বরুণঞ্চ রর্যণো ব্রীহিমূলিকং সুহবো ন এধি স্বাহা ॥  
ইদমগ্নীবরুণাত্যাং ॥ ২ ॥ ওঁ অর্যাস্তাগ্নেঃ স্তনভিস্তিস্তিপাশ্চ সত্যমিথ ময়া অসি ।  
অয়ানো যজ্ঞং বহাস্তায়ানো ধেহি ভেবজং শতক্রতো স্বাহা ।—ইদমগ্নয়ে ॥ ৩ ॥  
ওঁ যে তে শতং বরুণ যে সহস্রং যজিষ্ঠাঃ পাশা বিততা মহাস্তন্তেভিনোহস্ত  
সবিতোত বিষ্ণুর্বিধে মুকতু মরুতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা ।—ইদং বরুণায় ॥ ৪ ॥ ওঁ  
উত্থমং বরুণপাশমশ্বদবধমং বিমধ্যমং ত্রথায় । অধাবয়মানিত্যব্রতে  
তবানাগসোহদিতয়ে গ্রামঃ স্বাহা ।—ইদং বরুণায় ॥ ৫ ॥

অনন্তর “ওঁ অগ্নে ত্বং মৃডুনামাসি” বলিয়া অগ্নির নাম করণ, আবাহন ও  
পূজা করিয়া “ওঁ তদ্বিকোঃ পরমং” ইত্যাদি বোধউক্ত মন্ত্রে পূর্ণাতি দিয়া  
আচার বশতঃ “ওঁ পৃথি ত্বং শীতলা ভব” বলিয়া অগ্নির ঔশানকোণে দ্রু-  
নিক্লেপ করিয়া তিলকান্ত কল্প করিবে ।

তৎপর ডালা উৎসর্গ করিবে । যথা,—কলবস্ত্রাদিযুক্ত ডালা সম্মুখে  
আনয়ন করত “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সব্রহ্মোপকরণভল্লকায় নমঃ” বলিয়া  
তিনবার ডালা অর্চনা করিয়া “এতদবিপত্যে ত্রিবিম্ববে নমঃ, এতং সম্প্র-  
দানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ” বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া “অদ্যোতাদি অমুক-  
গোজ্ঞা ত্রীঅমুকী দেবী কৃতৈতৎ অমুকপুরাণোক্তামুকব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্মণঃ সাঙ্গ-  
তার্থমিদং সব্রহ্মোপকরণভল্লকং বিষ্ণুদৈবতং ভগবতে অমুকদেবায় অহং দদে ।”  
বলিয়া উৎসর্গ করিবে । পরে এইরূপে অপর দুইটা ডালা লক্ষ্মী ও গুরুকে দান  
করিয়া বিষ্ণুপ্রভৃতিকে নমস্কার ( ২য় কাণ্ড ১৪৮ পৃঃ ১৫ পং দেখ ) করিয়া  
“মৎকৃতামুকব্রতং শ্রীমতি ভগবতি বিধৌ ত্ব্যাহং উপযেমে” বলিয়া ডালা মস্তকে  
ধারণ করিবে ।

অন্তঃপর যথাশক্তি দানাদি করিবে । পরে ব্রহ্মদক্ষিণা করিয়া আচার্য্য  
দক্ষিণা করিবে । যথা,—“কৃতৈতৎ ইরধ্বনিম্পাদিতামুকপুরাণোক্তামুক-  
ব্রতপ্রতিষ্ঠাকর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং অমুকগোজ্ঞায় অমুক-  
দেবপশ্মণে ব্রাহ্মণায় আচার্য্যায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে ।

অনন্তর তদ্ব্যধার ও সীদস্ত দক্ষিণা করিবে । পরে আচার্য্য “ওঁ উত্তিষ্ঠ

ব্রহ্মস্পতে দেবা বজ্রস্তে মহে উপগ্রাস্ত মরুতঃ সদানব ইন্দ্রঃ প্রোত্ত্বাসচা” এই মন্ত্রে শান্তিকুন্ত উৎখাপিত করিয়া “ওঁ যান্ত দেবগণাঃ সর্বে পূজামাদায় যজ্ঞিকাং । সঙ্ঘট্টা বরমম্বাকং দধেদানীং সুপূজিতাঃ ।” বলিয়া পূজিত দেবতা-গণকে বিসর্জন করিবে ।

তৎপর আচার্য্য অচ্ছিন্নানধারণ ও বিষ্ণুময়ণ করত শান্তিকুন্ত হ্র জলধারা শান্তি করিয়া আশীর্বাদ প্রদান করিবেন ।

এই দিবস ব্রতকর্ত্তী চক্ষুশৈব ভোজন করিবে, তদভাবে একবার হবিষ্যন্ন ভোজন করিবে ।

যজুর্বেদীয় ব্রতপ্রতিষ্ঠা সমাপ্তা ।

দত্তকপুত্র-গ্রহণ বিধি ।

শুভকালে বাৎসবের পিতৃ-মাতৃবন্ধু, গুরু, পুরোহিত ও ভৃত্যাদির সহিত বালকে যাগমণ্ডপে আনয়ন করত শালগ্রামশীলা বা ঘটস্থাপন করিবে । গ্রহীতৃপক্ষীয়গণ পূর্বমুখ ও দাতৃপক্ষীয় ব্যক্তিগণ পশ্চিমমুখ হইয়া বসিবে ।

উভয় পক্ষ দশ দশ জন করিয়া ব্রাহ্মণ স্থাপন করত গন্ধবস্ত্রাদি দ্বারা অর্চনাপূর্বক গ্রহীতা কৃতাজ্জলিপূরণের “ওঁ সাধু ভবন্ত আসতাং” ইহা বলিবে, ব্রাহ্মণগণ,—“ওঁ সাধু বয়মাম্যহে” ইহা বলিবেন । গ্রহীতা—“ওঁ অর্চ-য়িষ্যাম্যো ভবতঃ” ব্রাহ্মণগণ,—“ওঁ অর্চয়” বলিবেন । পরে “ওঁ অজ্ঞে-ত্যা দম্পত্যোরাবরোঃ কুর্ন্তব্যদত্তকপুত্রগ্রহণকরণি শুভং শুভমিত্যা দি বাক্য-কথনায় যথাসম্ভবগোত্রনাম্নো দশ ব্রাহ্মণান্ এতিগন্ধাদিভিরভ্যর্চ্য ভবত আবাং বৃণীবহে ।” বলিবে, ব্রাহ্মণগণ “ওঁ ব্রতাঃ স্বঃ” ইহা বলিবেন । গ্রহীতা,—“ওঁ যথাবিহিতং শুভং শুভমিতি বাক্যকথনং কুরুত” ব্রাহ্মণগণ—“ওঁ যথাবিহিতং করবাম” বলিবেন । এই প্রকারে দাতাও বরণ করিবে ।

অতঃপর গ্রহীতা স্বর্ঘ্যার্ঘ্য প্রদানপূর্বক সন্তিবাচন করত সংকল্প করিবে । যথা,—

“অশ্চেত্যা দি অমুকগোত্রো অমুকী-অমুকৌ দম্পতী দত্তকপুত্রকামৌ দত্তক-পুত্রগ্রহণমাংসং করিষ্যামহে ।”

এই প্রকারে সংকল্প করিয়া স্বশাখোক্ত সূক্ত পাঠ করিবে । অতঃপর ব্রাহ্মণত্রয়কে বস্ত্রাদি দ্বারা অর্চনা করিয়া “ওমদ্য অম্মং সঙ্করিত দত্তকপুত্র-

ଗ୍ରହକର୍ମାଣି ପୁଣ୍ୟାହଃ ଉପସ୍ଥାପୟତ୍ ।” ବଳିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ “ଓଁ ପୁଣ୍ୟାହଃ” ଏହିରୂପ ତିନିବାର ବଳିବେନ । ଏହି ଶ୍ରୀକାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧିବାଚନ କରାହୁଅ ବ୍ରହ୍ମବରଣ କରିବେ । ଯଥା,—

ଗ୍ରହୀତା କରଯୋଡ଼େ,—“ଓଁ ସାଧୁ ଉପାସାନ୍ତାଃ” ଇତ୍ୟାଦି ବଳିୟା “ଓମନ୍ତ୍ୟ ଅମ୍ବ-  
ସକ୍ରିତସଦ୍‌ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ରହକର୍ମାନ୍ନାମକର୍ମାଣି ବ୍ରହ୍ମକର୍ମକରଣାୟ ଅମୁକଗୋତ୍ରଂ  
ଇତ୍ୟାଦି ।” ଏହି କ୍ରମେ ହୋତା, ଉତ୍ତରାଧିପତି ଓ ସମସ୍ୟବରଣ ( ୨୨ କାଠ ୫୫ ପୃ. ନେତ୍ର )  
କରିବେ । ଅତଃପର ହୋତା ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଶୋଧନ କରିୟା ହାତ ଅଭ୍ୟାସପୂର୍ବକ  
ପଞ୍ଚକଟାଦି ହାତନ କରତ ଗଣେଶ, ଶିବାଦିପଞ୍ଚଦେବତା, ଆଦିତ୍ୟାଦି ନବଗ୍ରହ,  
ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦଶଦିକ୍‌ପାଳ, ମଂତ୍ରାଦି ଦଶାବତାର, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପୂଜା କରିୟା ଉତ୍ତ-  
ରାଦି କରତ ଶ୍ରୀଜାପତିର ପୂଜା କରିବେନ ।

ଧ୍ୟାନ ଯଥା,—“ଓଁ ବ୍ରହ୍ମା ନୋମୋ ବ୍ରତୀ କାର୍ଯ୍ୟୋ ଜଟିଳଃ ପିଙ୍ଗଳୋଚନଃ । ଚତୁ-  
ର୍ଭୁଜଃଚତୁର୍ଭୁଜୋଽକ୍ଷୟଃ । ମହୋଦରଃ ॥ ହଂସାରୂପଃ ଶୁକ୍ରପଟୋ ଯୋଗପଟୁସମସ୍ଥିତଃ ।  
ଚର୍ମଛନ୍ଦୋ ରକ୍ତବାସା ଶୁକ୍ରଯଜ୍ଞୋପବୀତକଃ । ଅକ୍ଷମାଳାଶ୍ରୟୋ ମାତାଂ ବାମଦକ୍ଷିଣ-  
ହସ୍ତଯୋଃ ॥ କମ୍ବୁନୁଶ୍ରୁତୋ ଚାନୋଽର୍ଦ୍ଧାକ୍ଷତତ୍ତ୍ବଟାସ୍ଥିତଃ । ହସ୍ତେ କୃଷ୍ଣାଞ୍ଜନଂ ଦେୟଂ  
ବସ୍ତ୍ରଂ ବା ଶୋଭନସ୍ଥିତଃ ॥”

ଏହି ଶ୍ରୀକାରେ ଧ୍ୟାନ କରିୟା ଯଥାଶକ୍ତି ଉପକାରେ ଗୂଞ୍ଜା କରିବେନ । ଅତଃପର  
ସ୍ବଗୃହୋକ୍ତବିଧାନେ “ପ୍ରାଗ୍‌ଗୁତ” ନାମକ ଅଗ୍ନି ହାତନ କରିୟା କୁଶଘଣ୍ଟିକା  
ସମାପନପୂର୍ବକ ନୈମିତ୍ତିକ ମହାବ୍ୟାଞ୍ଜିତ ହୋମ କରିବେନ ।

ପରେ ଶୁକ୍ରଧ୍ୟାନ, ମଂତ୍ର, ନମ୍ର, ଦବି, ସିନ୍ଦୂର, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର, ଦୁର୍ଗା, ଆତପତ୍ତଣ ଓ  
ହୃତ ସଂଗ୍ରହ କରିବେନ । ତତ୍ପର ଗ୍ରହୀତା ଦେବତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଜ୍ଞାତିବର୍ଗକେ ଶ୍ରୀଗାମ-  
ପୂର୍ବକ ଗାତ୍ରୋତ୍ଥାନ କରତ ଯୋଗାକ୍ତିଗାତ୍ରୋ କରପୁଟେ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ମନ୍ତ୍ର ସର୍ବସମାକ୍ଷେ-  
ପାଠ କରିବେ । ଯଥା,—

“ଓଁ ପିତୃମନ୍ତ୍ରୋର୍ଦ୍ଧେବମନ୍ତ୍ରୋର୍ଦ୍ଧେବ ଜାତଃ ସ୍ବତୋ ନ ହି । ପତ୍ନୀପାତ୍ନୀୟାପାତ୍ନୀୟଃ  
କର୍ମାନ୍ତଃ ବିଶେଷତଃ ॥ ଏତଂ ସର୍ବଂ ନ ଜ୍ଞାନାମି ଜ୍ଞାନାତି ଦର୍ଶ୍ୟ ଏବ ଚ । ହ୍ୟହ୍ୟହ୍ୟ-  
ବିଚାରେଣ କିମର୍ଥଂ ବଞ୍ଚିତଂ କଳଂ ॥ ରକ୍ତେ ପିତୃପିଣ୍ଡୋଽଃ ଅନାମପରିରକ୍ତେନ ।  
ଗୋବ୍ରାହ୍ମଣ କରିୟାମି ସର୍ବେଷାଂ ସାକ୍ଷିସମ୍ପ୍ରତିଂ ॥”

ଏହି ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିୟା ଜ୍ଞାତି, ବନ୍ଧୁ ଓ ସ୍ବଜଗଣ “କୃତଂ କୃତଂ” ଇହା ବଳିବେନ ।

ଅତଃପର ଦାତା ଉଦ୍ଧୃତ ହୁଅ ସକଳକେ ଶ୍ରୀଗାମପୂର୍ବକ ବଳିବେ ।—“ଓଁ ସର୍ବେ  
ତେ ସାକ୍ଷିଣୋ ଭୂୟୋ ବଦିୟାମି ପୁନଃପୁନଃ । ନ ଜ୍ଞାତେନ ନ ଜ୍ଞାତେନ ରୋଗବାତ୍-  
ପମ୍ବୁନାଂ ନ ପୋଷାନ୍‌କ୍ଷମାକ୍ଷେବ ଜ୍ଞାତୀନାଂ ପରିପୀଡ଼ନାଂ । ନ ଚାୟହେତୁତୋ

বাণি কুর্সেহং কথং সৈদৃশং ॥ ধর্ম্মাগ্নিচন্দ্রস্বর্ধ্যাদেববিপ্রা অত্র সাক্ষিণো ভবন্তু ॥”  
পরে উভয়পক্ষীয় ব্যক্তিগণ বলিবে,—“দাত্তসি, দাত্তসি, দাত্তসি।”  
দাতা—“দাত্তামি” ইহা তিনবার বলিলে, উভয়পক্ষীয় ব্যক্তিগণ “গৃহাণ”  
এইরূপ তিনবার বলিবে।

অতঃপর উভয়পক্ষীয় ব্রাহ্মণ ও জাতিবহুগণ “তোমার জীকে জিজ্ঞাসা কর”  
ইহা বলিয়া দাতাকে তাহার জীর নিকট প্রেরণ করিবে। দাতার জী  
জীদিগকে সাক্ষী করিয়া “দাত্তামি” ইহা বলিয়া লেখনী-দণ্ড গ্রহণ করত পতির  
হস্তে দিয়া “দদশ্ব ত্বং দদশ্ব ত্বং দদশ্ব ত্বং মদীয়োহয়ং ন পুত্রঃ” ইহা বলিবে।

অনন্তর গুরু বা পুরোহিত পত্রিকা লিখিবে। যথা,—

“স্বস্তি সকল মঙ্গলক—

অমুকগোত্রাভ্যাং অমুকপ্রবরাভ্যাং অমুকী-অমুকোভ্যাং দম্পতিভ্যাং  
সুবাভ্যাং অমুকগোত্রৌ অমুকপ্রবরৌ অমুকী-অমুকৌ দম্পতী আব্যাং  
অমুকগোত্রস্য অমুকস্য প্রপৌত্রং, অমুকগোত্রস্য অমুকস্য পৌত্রং,  
অমুকগোত্রয়োঃ অমুকী-অমুকয়োরাবয়োঃ পুত্রমিমং দত্তকপুত্রত্বেন সম্প্রদদম্হে।  
নাম্বিন্ পুত্রে স্বত্বমস্তি ন বা পিণ্ডাধিকারিতা। ধর্ম্মেণাপি চ লিপ্তঃ স্ত্রা-  
ধর্ম্মেণাপি লিপ্তকঃ। ক্রিয়াক্রিয়ায়াং লিপ্তো ন মদগোত্রে নাস্তি বান্ধবঃ।  
স্বত্বদ্ব্যধেন ন প্রাপ্তিরিতি সত্যং করোম্যহং ॥”

এই প্রকার লিখিয়া দাতার জীর হস্তে প্রদান করিবে। যদি দাতার জী  
লিখিতে অশক্ত হন, তবে পত্রিকাতে তিনটী রেখা পাত করিয়া দিবে, পতি  
নিজহস্তে তাহার নাম লিখিয়া দিবে।

পুনরায় জীগণ দাতার জীকে জিজ্ঞাসা করিবে,—“অন্তোহপি তে  
পুত্রোহস্তি কিমমুং দদাসি ?”

হৃষ্টচিত্তে দাতার জী বলিবে,—“অন্তোহস্তি মে পুত্রকঃ হৃষ্টচিত্তপূর্ব্বকং  
দদামি অস্য মাস্তি পুত্রঃ।” পরে পতি ও পত্নী পুত্রের হস্তধারণ করত শালগ্রাম-  
শীলা, ব্রাহ্মণ ও অগ্নি-সমীপে মঙ্গলধ্বনিপূর্ব্বক বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিবে।  
যথা,—“অস্য গোত্রবর্জনায় পিণ্ডরক্ষণায় ধর্ম্মপালনায় দদামি সর্ক্সাসাং  
জীগাং সাক্ষি-সম্ভবাঃ। ন লোভেন ন মোহেন ন ক্ষোভেন ন ক্রোধেন  
নাত্তহেতুনা।”

অতঃপর পত্নীর সহিত উপবেশন করিয়া আশ্রয়মধ্যে হস্ত স্থাপন করত  
প্রথমত পুত্র এবং পরে পত্রিকা গ্রহণ করিয়া গ্রহীড়-দম্পতির হস্তে অল দিবে।

পরে বালকের বাম হস্ত পতি ও দক্ষিণ হস্ত পত্নী ধারণ করিয়া গ্রহীতৃদম্পতির ক্রোড়ে পুত্র প্রদান করিবে। এই সময় দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম-পূৰ্ব্বক বাদ্যধ্বনি সহকারে মঙ্গলশব্দ করিবে। পরে, সকলকে মিষ্টান্ন প্রদান করিয়া একটি ব্রাহ্মণসাক্ষাতে পুত্র রক্ষা করিবে। তৎপর পিতৃঋণ ও মাতৃঋণ দিবে। যদি সহস্র মুদ্রা দান করে, তবে পুত্রই ভাব নষ্ট হইয়া ভৃত্যত্ব ভাব জন্মে। শরীর-দক্ষিণার্থ স্বর্ণ, পঞ্চতন্ত্র এবং প্রত্যঙ্গ পরিবর্তনার্থ অন্যান্য দ্রব্য \* দান করিবে।

স্বর্ণদান বাক্য।—“অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রৌ অমুকী-অমুকৌ দম্পতী আবাং অশ্বদগ্ৰহীতব্যদন্তকপুত্রস্য শরীরদক্ষিণামিদং স্বর্ণৈকং অমুকগোত্রাত্যাং অমুকী-অমুকাত্যাং (দাতৃদম্পতির নাম) অশ্বদগ্ৰহীতব্যদন্তকপুত্রজনকাত্যাং যুবাভ্যাং সম্প্রদদ্যহে।” বলিয়া পুত্রজনক-জননীহস্তে দিবে। তাহার উভয়ে “বন্তি” বলিয়া গ্রহণ করিবে।

পঞ্চতন্ত্রদান বাক্য,—“অদ্যেত্যাদি অশ্বদগ্ৰহীতব্যদন্তকপুত্র-শরীরগত-মেদন্তেজোবায়ুনভোবক্ষণার্থানি মেদিনাগ্নিব্যজনঘটজনানি অমুকগোত্রাত্যাং ইত্যাদি”। প্রত্যঙ্গপরিবর্তনর্থদান বাক্য,—“অদ্যেত্যাদি অশ্বদগ্ৰহীতব্যদন্তকপুত্রে নৈত্র-কেশনখ-দণ্ড-নাসা-চৰ্ম্ম-কর্ণ-বস্ত্র-হস্ত-পাদ-মাংস-প্রত্যঙ্গ-শরীর-পরিবর্তনে দৰ্পণ-চামর-রৌপ্যপাত্র-মৌক্তিক-গন্ধক-রক্তবস্ত্র-শাখ-বস্ত্রান্তপাত্ৰকাপূৰ্ব-কুস্তান্ অমুকগোত্রাত্যাং অমুকী-অমুকাত্যাং যুবাভ্যাং আবাং সম্প্রদদ্যহে।”

উক্তপ্রকারে সমস্ত দ্রব্য দান করিয়া দাতৃ-দম্পতির হস্তে প্রত্যেক দ্রব্য দিবে। তাহার উভয়ে সৰ্বত্র “বন্তি” বলিয়া গ্রহণ করিবে।

\* স্বর্ণৈকং দক্ষিণাং দদ্যাচ্চদক্ষিণাচ্চ পঞ্চ হস্তকং । মেদন্তার্থে মেদিনীং দদ্যাচ্চতেজোহর্থৈ বক্ষিমেব চ ॥ বাতার্থে ব্যজনং দদ্যাচ্চভোহর্থৈ ঘটমেব চ । বরুণার্থে দণ্ডং দদ্যাচ্চানি তথানি পঞ্চ চ ॥ ইতি পঞ্চতন্ত্রানি ॥ \* । নেত্রার্থে দৰ্পণং দদ্যাৎ কেশার্থে চামরং তথা । নখার্থে রৌপ্যপাত্ৰকু দস্তার্থে মৌক্তিকং তথা ॥ নাসার্থে গন্ধকং দদ্যাচ্চকর্ণার্থে রক্তবস্ত্রকং । কর্ণার্থে শাখকং দদ্যা-বস্ত্রার্থে বস্ত্রকং দদেৎ ॥ হস্তার্থে অঙ্গকৌশল পাদার্থে পাত্ৰকাং তথা । মাংসার্থে মৃত্তিকাসং দদ্যাৎ সৰ্ব্বার্থে পূৰ্ণকুস্তকং ॥ ইতি প্রত্যঙ্গপরিবর্তনদ্রব্যানি ।

দক্ষিণার্থ স্বর্ণ, মেদোর্থ মেদিনী, তেজোর্থ বক্ষি, বাতার্থে ব্যজন, নভোর্থ ঘট ও বরুণার্থে দণ্ড, এই পঞ্চতন্ত্র এবং নেত্রার্থে দৰ্পণ, কেশার্থে চামর, নখার্থে রৌপ্যপাত্র, দস্তার্থে মুক্তা, নাসিকার জন্য গন্ধক, চৰ্ম্মজন্য রক্তবস্ত্র, কর্ণ নিমিত্ত শাখ, হৃৎকের জন্য ঘৃত, হস্তনিমিত্ত অঙ্গ, পাদজন্য পাত্ৰকা, মাংসজন্য মৃত্তিকা ও সৰ্ব্বার্থে পূৰ্ণকুস্ত প্রদান করিবে।

অতঃপর বালকের পিতা তিলকুশযুক্ত জল গ্রহণ করত পত্রিকায় লিখিতবৎ  
বাঁক্য করিয়া পুস্তকান করিবে । পরে দান দক্ষিণার্থ কিঞ্চিৎ স্বর্ণদান করিবে ।

অনন্তর গ্রহীতার হস্তপরিমিত স্থণ্ডিল করিয়া প্রজাপতি-যজ্ঞ করিবে ।  
তদর্থে বরদনায়া অগ্নি নামকরণ, আবাহন ও পূজা করিয়া সংকল্প করিবে ।  
যথা,—“অদ্যোত্যাদি অমুকগোত্রো অমুকী-অমুকো দত্তকপুত্রত্বেন তবন্তমাবাং  
ব্রূণীষহে” এইপ্রকার সংকল্প করিয়া দত্তক পুত্রের গাজে পুষ্প দিবে । পরে তিল  
কুশ জল পঞ্চগব্য পঞ্চায়ত সংযুক্ত পাত্র গ্রহণ করিয়া “অদ্যোত্যাদি অমুকগোত্রঃ  
অমুকঃ সপত্নীকো ধর্ম্মার্থকামমোক্ষকল, সিদ্ধিপ্রমোজনক-পুত্রকামো দত্তকপুত্র-  
গ্রহণকর্ম্মাঙ্গভূতং প্রজাপতিযজ্ঞমহং করিষো ।” এইরূপ সংকল্প করিয়া হোতৃবরণ  
করিবে । পরে হোতা প্রজাপতি-যজ্ঞ করিবেন ।

অতঃপর অগ্নির উত্তরদিকে পঞ্চবিংশতি ( ২৫ ) অগ্ন্যংগলবোপরি বালককে  
উপবেশন করাইয়া কেশবন্ধন ও ভূবীদি বর্জ্জন পূর্বক হরিজাতক বস্ত্র পরিধান  
করাইবে । সম্মুখে দখ্যাদি মাস্তনিক দ্রব্যযুক্ত পূর্ণকুন্ত স্থাপন করত পঞ্চবিংশতি  
কুশপত্র দ্বারা বিষ্টর নির্মাণ করিয়া অভিষেক করিবে । তদর্থে সার্বণ, শাণ্ডিল্য,  
কাশ্যপ, ভরদ্বাজ ও বাৎস্য গোত্রীয় পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনয়নপূর্বক তাঁহা-  
দিগকে বরণ করিয়া শাণ্ডিল্যকে বিষ্টর, সার্বণকে ঔড়ুম্বর, কাশ্যপকে পুষ্প, ভর-  
দ্বাজকে অশ্বখ সমিধ্ এবং বাৎস্যকে দূর্ধ্বা দিবে; তাঁহারা সঙ্কল্পপূর্বক উক্ত  
দ্রব্য সংযোগে কুন্তস্থ জলদ্বারা অভিষেক করিবেন । যথা,—

“অদ্যোত্যাদি অমুকগোত্রঃ সপত্নিকঃ অমুকঃ সার্বণ-শাণ্ডিল্য-কাশ্যপ-  
ভরদ্বাজ-বাৎস্যাপঞ্চগোত্রৈশ্চত্রাক্ষিণৈঃ ধর্ম্মার্থসমাখ্যাতা হং হং যং যং লং বং শং  
প্রাণান্ শুক্লয়ামি স্বাহা । শ্রীং, শ্রীং শাং শীং শৃং শৈং শৌং শঃ বীজং শুক্লয়ামি  
দেহং পবিত্রয় পবিত্রয় নানাকুলোদ্ভববিকারদোষজাতঃ পরামৃতক্ষণাৎ পর-  
রমণীক্ৰোড়সংস্থিতভূতং পরগভজাতোহসি যস্যাত্তনপানং কৃত্বা যস্যান্ যোনি্যাবী-  
তোসি তন্তাঃ কস্মাণি সর্মাণি ছিন্দি ছিন্দি দংশয় দংশয় নাশয় নাশয় অশ্বৎ-  
কুলোদ্ভব মদীয় পুত্রস্বমসি মম রমণ্যা যয়া জাতোহসি পরশুত্রে যো জাত-  
স্তম্ভিন সর্কং চূর্ণয় চূর্ণয় সর্কং নিপাতয় নিপাতয় যস্য ঋধিরাচ্ছরীরং মেঘো  
জাতং তৎসর্কং শোষয় শোষয় অস্মাকং শুক্রস্পর্শনাদহি যাতু যাতু ময়া  
রমণী ঋতুরক্ষিতঃ তৎসলিলে সলিলং যাতু যাতু পূর্বগভসলিলং শোষয় শোষয়  
ও চাং চীং চুং চৈং চৌং চঃ চন্দ্রার্থে চন্দ্রো জাতশ্চন্দ্রপ্রভশ্চন্দ্রোদ্ভবো যশ্চন্দ্রঃ  
স চন্দ্রঃ অহং নদানি অশ্বাকঞ্চ পুত্রস্বং ভূমী ভূমী মদীয় পিতৃন্ সর্কান্ নানয়



মানস বাস্ত বাস্ত বর্জয় বর্জয় কানান্ ক্রোধান্ কাং কীং কুং কৈং কোং কঃ  
 কামাং ক্রোধাং কুবুজি কুকর্ষ কুক্তিয়া কুলাচারহীন রূপগদোষবিবর্জিত-  
 কলাচারান্ত্যজ ত্যজ নিকামঃ কামভূয় কাম্যজ্জাতঃ ক উত্তবঃ কশ্মিন্ কুলে  
 কুলাশ্রয়ঃ হং হং স্বাহা গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা স্ত্রীহত্যা স্বমাতৃগমনে গুরুপত্নী-  
 লজ্জনে সীমালজ্জনে মিথ্যাবাক্যকথনে জ্ঞাতিনিন্দা জ্ঞাতিহিংসা জ্ঞাতিবাদকরস্যা  
 চ দ্বিজহিংসা দ্বিজনিন্দা দ্বিজবাদকরস্যা গুরুনিন্দা গুরুহিংসা স্ত্রীনিন্দা চ  
 স্ত্রীভাডনং পিতৃস্মাতৃশূচ সেবয়া বর্জ্যতঃ স্তূপরীক্ষণীয়া পরদারাহুগ্রহরতো  
 হস্তঃ দক্ষঃ ন করোষি মিথ্যাবাক্যং ন শূণোষি মিথ্যাসাক্যং ন দদাসি  
 জিহ্বাং দধ্যাং ন করোষি অপজাত্যয়ং ন গৃহ্নাসি পাদবিক্ষেপণং পরসীমায়াং  
 নাস্তি অন্যদন্তব্রতো নাস্তি বিপ্রস্য পাদ-বিক্ষেপঃ । দ্বিজস্তুকবিপ্রস্য মধ্যে  
 ন গময় পরপত্নীং ন সেবয় দেহং তত্র মথয় কুকর্ষ ন কৃতং স্যাৎ  
 কুলং দধ্যং ন কারয় কঠোরাং বাণীং ন বদ বিপ্রান্ বান্ধবান্ দরিদ্রান্  
 শরণাগতান্ ন ত্যজ স্বজায়াং ন ত্যজ ধনলোভেন পরান্ ন নষ্টয় নীচসং-  
 সর্গং ন কারয় ন কারয় ন দ্বিতার্যাং ন কারয় কারয় সভায়াং ন পক্ষাপক্ষং  
 দ্বিজেনাপি হতাদরং মা হিংসাং প্রাণিবধায় যজ্ঞং বিনা পিতৃকর্ষ ন কুর্যাৎ  
 পরধনে ন মূৰ্ধেঃ সহ নাস্তি প্রেমাপ্রিয়তোদ্বিতা নেকাসনা নেকগৃহা গুপ্তিণী  
 নাপি লজ্জিতা পিত্রাজ্ঞানবিবর্জিতা যবনী ন স্পৃশ্য স্বপাকাদিন কারয়িতব্যঃ  
 ভক্তয়াগং ন সঙ্গী স্যাৎ পরদ্রব্যে ন স্পৃহা ন বা দ্বিজধনে ন ন্যেনে বাধিকা  
 ন বা ক্রোধাদিকবশঃ স্বজনিদ্রা সমুচিতা ন দিবা ন সঙ্ক্ৰায়াং ন ত্রিশা বশো  
 গোপ্যবাণী বয়োধিকা নারী ন রম্যতাং ন সকলেন সমতা ধস্য  
 তস্য পঙ্ক্তৌ ন ভক্ষয় নদ্যাং নাস্তি পাদবিক্ষেপঃ মাদকদ্রব্যং ন ভক্ষয় গুরু-  
 দ্বিজ-পিতৃ-মাতৃ-ভক্তিতাহনদীষ্টং-সকিস্তনীয়ং জিহ্বায়াং নামজনীয়ং করে মালা  
 ব্রহ্মণীয়া স্বরণাং দ্বিজানর-পিতৃ তর্পণং পূজনমেব ন কারয় কর্ষকরণেন তাড়নৈঃ ।  
 পরবিত্তং ন হারয়েৎ পুংসং বিনা পরনিন্দাং ন অবনীয়া ন করণীয়া মিত্রকাত্তা পর-  
 কাত্তা চ বিলোকনীয়া শত্রুবাগয়ে ন বহুকালং স্বাতব্যং দুঃখে মিত্রালয়ে ন গন্তব্যং  
 বিদ্যায়া স্ববিদ্যা পরিরক্ষণীয়া বিদ্যাবিদেশগামিনী বিদ্যাং সমাশ্রয় বহুদূরং ন  
 গন্তব্যং তীর্থং বিনা শত্রৌ মিত্রে ন সমতা শত্রুভূতলে যমং বিনা ইথং  
 ভাবয়িত্বা তদ্বজ্ঞং করোতি ।

কামাং ক্রোধাং মোহাং সর্বং সমুদভবতি ন ধৈর্য্যমোতি হং হং ৬ট্  
 স্বাহা । ইথং জন্মপূর্বং জন্মপ্রপূর্বং জন্মপরং জন্মপরাপরজন্ম যং পাপমকারীঃ

কিং কৰ্ম্ম ঐহৈবলকণাং যং কৃতোহসি তং পাপং হন হন পচ পচ দহ দহ  
নাশয় নাশয় জনকপাপং জননীপাপং ভৃত্যানাং পাপং বৃষলীপাপং বাঙ্কব-  
পাপং স্ত্রিয়াঃ পাপং সূতন্যাপি পাপং গ্রামিণস্যাপি পাপং কুলস্যাপি  
তথা পাপানি সৰ্ব্বাণি নাশয় নাশয় রোগান্ কৰ্ম্মজ-পাপজ-বৈদিক-লৌকিক-  
ভৌতিক-ঐশাচিক-বাতিক-পৈত্তিক-শ্লেষ্মিক-কারিক-নাড়ীমাংস-চৰ্ম্মাভিভেদিনো  
রোগান্ দেবমহাতঃ পিতৃমহাতঃ জ্ঞাতিমহাতঃ বিপ্রমহাতঃ ক্রীমহাতঃ  
স্মাশিনক্ষত্রজ্ঞনিতানি সৰ্ব্বাণি \*হন হন আয়ুধান্ বলবান্ যশঃ শ্রী-বুদ্ধি-মেগা-  
তুষ্টি-পুষ্পি-বিদ্যা-জয়যুক্তোহসি জনাদরৈর্ধনবর্দ্ধনাম্ পতিভব যজ্ঞপতিভব  
ক্ষিতিপতি ভব বাণীকঠসমাপ্রিতা হৃদিস্থা \*গৃহে লক্ষ্মীঃ । উদরে চ উমা পাতু  
জিহ্বাং পাতু জনাৰ্দ্ধনঃ । কপোলে চৈশ্বরঃ পাতু পৃষ্ঠে চ পর্শভেশ্বরঃ । বাহু পাতু  
বাসুদেবঃ কন্দৰ্পঃ পাতু শিখকং । জাহ্নু নারায়ণঃ পাতু গুহে পাতু প্রজাপতিঃ ।  
পাদয়োঃ পৃথিবী পাতু সৰ্ব্বাঙ্গে পিতৃভ্রাতৃপুত্রস্তথা ॥”\*

অনন্তর পঞ্চমুত, পঞ্চগব্য, পঞ্চস্যা, পঞ্চগন্ধ ও পঞ্চপুষ্পদ্বারা পঞ্চ বিপ্র  
গায়ত্রী পাঠপূর্বক মন্তক হইতে পাদপৰ্য্যন্ত তিনবার মার্জনা করিবেন ।

পুনরপি “ও বজ্রেনাপি ন ভেদঃ সাক্ষীলেনাপি ন তাড়নং ।  
দাত্রেণাপি ন ভেদঃ স্তাৎ ঋত্বেগেনাপি ন তাড়নং । তাড়নং বৃদ্ধগেণাপি  
পাশেনাপি ন বন্ধনং । কৰ্ম্মপাঠেন বন্ধঃ স্তাৎ পশুপাঠেন নিগৃহকঃ । পাপমুক্তো  
ভব স্বস্থো ভয়ী ভব অনিশ্চিতং । দীর্ঘায়ুর্ভব বংপূর্ণোহুহিত্রা চ সূতেন চ ।  
অকালে নাপি মৃত্যুঃ স্যাম্যাপমৃত্যুশ্চ কহিচিৎ । পূর্বাঙ্ক্য কুলধর্ম্মঃ স্তাদ্ যজ্ঞজাত্য  
কুলবর্দ্ধনং । কান্ত্য ভবতু সাধ্ব্যস্ত ন হি বিশ্বাস্ত্রাতিকা । পতিসেবানিয়ুক্তা  
যা তংকান্ত্য মুক্তিক্রপিনী । দেবকারণ্যে পিতৃকার্য্যে তীর্থে চ মতিমান্ ভব । মহে-  
শ্বরশ্চ বিশ্বশ্চ ব্রহ্মা চ পার্শ্বতী তথা । সাবিত্রী চাহোরাত্রক চ দ্রাকাবগ্নিবাকর্ণী ।  
তে নর্ষে তব ব্রহ্মস্ব সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ।” ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ববৎ গাত্রে  
হস্তামর্ষণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ আশীর্বাদ প্রদান করিবেন ।

অতঃপর ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে । পরে  
নৃত্যগীত বাদ্যাদিদ্বারা মঙ্গল কার্য্য করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করিবে । তৎপর নাপিত-  
দ্বারা শালকের ক্ষৌরকার্য্যাদি করাইয়া পুনর্বার স্নান করাইবে এবং অলঙ্কার  
ও রক্তবস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া বামহস্তে জীকে ধারণ করিয়া দক্ষিণহস্ত জীর

\* ইতি তে কথিতং কাণ্ডে পুত্রাভিষেকলক্ষণং । ইংক কৃতমাত্রেন পুত্রত্বক অনিশ্চিতং ॥  
অভিষেকবিহীনকঃ পুত্রঃ একায়বঃ । ন তৎ পুত্রস্য পুত্রত্বং সত্যং সত্যং হি পার্শ্বতি ॥

উদরে প্রদান করিয়া “ও ক্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং হং হং ফট্ । ও গর্ভং দেধি সিনীবানী গর্ভং দেহি সরস্বতী । গর্ভং দেহি মহেশশ্চ গর্ভং দেহি প্রজাপতিঃ । গর্ভং দেহি চ মে দেবঃ সনোবর্ষাঃ সনাতনঃ । ধর্ম্যধর্ম্য হবির্দীপ্ত আত্মারোমনসা ক্ষচ্য । সুমুগ্ধা বস্ত্রনা নিতামক্ষবুভিজুহোমাহং ।” -এই মন্ত্র পাঠ করত পত্নীর হস্তে বালককে দিবে । পত্নী পতিকে প্রণাম পূর্বক সমস্ত দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিবে । পরে পতি বক্ষ্যমাণ মন্ত্রপাঠ করিবে । “অদ্য মে সফলং জন্ম পশ্যামি পুত্রবজ্জকং । নিস্তারঃ পিতৃকর্মভ্যো নিস্তারঃ স্ত্রীকণাতুধা । সর্বং সংপূর্ণং পুত্রেহস্মিন্ যথাধর্ম্যং কুরুষ মে ।”

অতঃপর পিতা দানাদি বিতরণ করত পিতৃনামপূর্বাঙ্কর দ্বারা বালকের নামকরণ করিবে । পরে পিতা স্বর্ণ ও ভূমি দান করিবে । মাতা স্তনদান ও বান্ধবগণ স্টম্ভচিত্তে ধনদ্বারা আশীর্বাদ করিবেন । তৎপর স্ত্রীগণ বালকের মাতাকে “কিং নাম তব পুত্রস্য মুখং পশ্যামি দেহি মে” ইহা তিনবার বলিয়া কেহ মুখচুষন, কেহবা ক্রোড়ে অনয়ন করিবেন ।

অতঃপর দক্ষিণা ও অচ্ছিদাবধারণাদি করিবেন । অনন্তর কুমারের পিতা বালক ও স্ত্রীতিনবার সহ ও মাতা স্ত্রীগণসহ নানাবিধ সুস্বাদু দ্রব্য ভোজন করিবে ।

দন্তকপুজ্ঞ গ্রহণ বিধি সমাপ্ত ।

‘দানসাগর বিধি ।

প্রথমত আচমন পূর্বক “ও কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গাপ্রভাসপুষ্করাণি চ । তীর্ণান্যোতানি পুণ্যানি দানকালে ভবন্তিহ ।” ইহা পাঠ করিয়া ভূমির অচ্ছিন্না করিবে । যথা,—

“এতে গন্ধপুষ্পে ও সাক্ষাদনৈতজসাধারমশস্যপ্রিয়দন্ততদ্বৃক্ষমীভ্যো নমঃ” বলিয়া তিনবার অচ্ছিন্না করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে ও বিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ও এতৎসম্প্রদানব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ” বলিয়া পূজা করত কৃতাজলি পূর্বক পাঠ করিবে।—“ও পৃথিবী বৈষ্ণবী প্রোক্তা পৃথিবী বিষ্ণুপুজিতা । পৃথিব্যন্ত প্রদানেন প্রীয়তাং মে স্তন্যদানঃ ।”

পরে কুশজলদ্বারা ভূমি প্রোক্ষণ করিয়া বামহস্ত দ্বারা অচ্ছিন্ন দ্রব্য ধারণ করত দক্ষিণ হস্তে কুশতিলকৃত জল গ্রহণপূর্বক “বিষ্ণুরায় তৎসদন্য

অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য' প্রেতস্য অমুকদেব-  
পর্য্যপোহশৌচাভ্যাদিতীয়েহহি অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবপর্য্যপঃ স্বর্গ-  
কামতাঃ সাচ্ছাদনমশস্যপ্রিয়দত্তা ভূমীঃ বিষ্ণুদেবতাকাঃ যথাসম্ভবগোত্রনামভ্যো  
ব্রাহ্মণেভ্যোহহং দদানি ।" বলিয়া দক্ষিণ হস্তস্থ জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে ।

দক্ষিণা,—“অদ্যেত্যাদি কৃত্তেতৎ সাচ্ছাদনমশস্যপ্রিয়দত্তভূমিদানকর্ম্মণঃ  
সাস্ত্যর্থং দক্ষিণাকাকনমূল্যেত্যানু কপর্দকান যথাসম্ভবগোত্রনামভ্যো ব্রাহ্মণে-  
ভ্যোহহং দদানি ।" পরে অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে ।

আসন ।—“এতে গন্ধপুষ্পে শু সাচ্ছাদনদার্ক্যাসনেভ্যো নমঃ” বলিয়া  
অর্চনা করত পূর্ব্ববৎ বিষ্ণু ও সম্প্রদান ব্রাহ্মণের অর্চনা করিয়া কৃতাজলি  
হইয়া পাঠ করিবে ।—“শু আসনং সর্কলোকানাং পরমং সুখসাধনং । তাস্য  
শৌর্য্যং কাকনকশ্রেষ্ঠং শ্রেষ্ঠতরং শুভং ॥” পরে বাক্য করিয়া উৎসর্গ করিবে ।—  
“অদ্যেত্যাদি ইমানি সাচ্ছাদনদার্ক্যাসনানি বিষ্ণুদেবতানি যথাসম্ভব” ইত্যাদি ।  
অতঃপর দক্ষিণা শু অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে ।

সমস্ত দ্রব্যই পূর্ব্ববৎ অর্চনা করিয়া উৎসর্গ করিতে হইবে । অর্চনার  
এবং উৎসর্গ বাক্যে দানীয় দ্রব্যের নাম উল্লেখ ব্যতীত আর সমস্তই এক-  
প্রকার জানিবে, সূত্রের তাহা আর বার বার উল্লেখ করা নিম্নয়োজন । কেবল  
উৎসর্গের পূর্ব্বক কৃতাজলি পূর্ব্বক যে প্রার্থনা মন্ত্রটি পাঠ করিতে হইবে, অতঃপর  
তাহাই লিখিত হইতেছে,—

জল ।—“শু পানীয়ং প্রাণিণঃ প্রাণাঃ পানীয়ং পাবনং মহৎ । পানীয়স্ত  
প্রদানেন বরুণ প্রীয়তাং মম” ॥ ৩ ॥

বহ্নি ।—“শু দেবতানানৃষীণাক পিতৃণাং যৎ পিধানকং । পাবনং পরমং  
লৌকে শোধনং বননং মহৎ” ॥ ৪ ॥

দীপ ।—“শু জ্ঞানচক্ষুঃপ্রদো নিতাঃ অন্ধকারবিভেদকঃ । তস্মাদীপশ্চ  
ভাবানু প্রীয়তাং মে হস্তাশনঃ” ॥ ৫ ॥

অন্ন ।—“শু অগ্নে প্রতিষ্ঠিতা দেবা অন্নমাজস্বরং পরং । তস্মাদন্নপ্রদানেন  
প্রীয়তাং মে প্রজাপতিঃ” ॥ ৬ ॥

তাম্বূল ।—“শু রসাত্যং সর্কলোকানাং মঙ্গলাং সুখসাধনং । তাম্বূলং  
দেবতানাক পরমং প্রৌতিকারকং” ॥ ৭ ॥

ছত্র ।—“শু যমদধিপ্রদানাগং হৃদৌর্নৈব যিনির্নির্ভিতঃ । সর্ম্মবধাতপক্লেশ-  
নাশনং চত্বস্তুতমং” ॥ ৮ ॥

সক ।—“ওঁ গন্ধে হুঁ গন্ধতরুণো মাকল্যক মহাঅনাং । দেবতানাং প্রিয়ে  
বস্মাতস্মাং পঙ্কঃ প্রসীদতু” ॥ ৯ ॥

মাল্য ।—“ওঁ দেবৈৰ্ব্যাহ্মিহিরোধাৰ্হিঃ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিভিঃ । লক্ষ্মীৰ্ক্ষসতি  
পুষ্পেযু লক্ষ্মীৰ্ক্ষসতি পুষ্পরে” ॥ ১০ ॥

ফল ।—“ওঁ প্রাণিনামুপকারার্থং পকভূতানি নিৰ্ম্মমে । এতানি ফলরূপেণ  
প্রাণিনাং প্রাণধরাণি হি” ॥ ১১ ॥

শয্যা—“ওঁ যস্মাৎ শয্যা শয়নীযং কেশবস্ত শিবস্য চ । শয্যাঃ সমাপ্য  
পুণ্যান্ত শয্যারৈ জয় অগ্নিনি” ॥ ১২ ॥

পাছকা ।—“ওঁ পাতুকে সৰ্ক্ষলোকানাং পাদসম্বাহনায় চ । লেবানাং প্রীণ-  
নার্থাচ্চ বিশ্বকর্মা বিনির্মিত্তা” ॥ ১৩ ॥

পো —“ওঁ বা লক্ষ্মীঃ সৰ্ক্ষভূতানাং যা চ দেবেষবন্তিতা । ধেনুরূপেণ সা  
দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু ॥ ওঁ দেবতা যা চ ঋদাণী শঙ্করস্য চ যা প্রিয়া । ধেনু-  
রূপেণ সা দেবী মম শান্তিং প্রযচ্ছতু ॥ ওঁ বিষ্ণোকর্ক্ষসি যা লক্ষ্মী যা লক্ষ্মীধনদস্য  
চ । যা লক্ষ্মীলৌকপালনাং সা ধেনুররদাস্ত মে ॥ ওঁ চতুর্মুখস্য যা লক্ষ্মীঃ  
স্বাহা যা চ বিভাবসোঃ । চতুর্কশকশক্তিধা ধেনুকপাস্ত সা প্রিয়ে । ওঁ  
স্বধা স্বং পিতৃমুখানাং স্বাহা কৃতভূজাং যতঃ । সৰ্কপাপহরা ধেনুস্তমাচ্ছান্তিং  
প্রযচ্ছ মে ॥ ওঁ সৰ্কদেবময়ীঃ দেবীঃ সৰ্কদেবময়ীং তথা । সৰ্কলৌকনিমিত্তায়  
সৰ্কপাপক্ষয়ায় চ ॥ সৰ্কধনুপ্রদাঃ নিতাং সৰ্কলোকনমস্কতাং । প্রযচ্ছাসি  
মহাভাগামক্ষয়ায় শুভায় তাং” ॥ ১৪ ॥

কাকন ।—“ওঁ সুবর্ণং পরমং দানং সুবর্ণং দক্ষিণাং পরং । এতৎ পবিত্রং  
পরমমেতৎ স্বপ্তায়নং বৃহৎ ॥ হিরণ্যসৰ্কদসৰ্কস্বঃ হেমবাক্সঃ বিভাবসোঃ । অন্তঃ-  
পুণ্যং ফলদং তস্মাচ্ছান্তিং প্রযচ্ছতু” ॥ ১৫ ॥

ব্রজত ।—“ওঁ দশনং ব্রজতং যস্মাৎ মুনীনাঞ্চ সদা প্রিয়ং । তস্মাৎ ব্রজতদানেন  
প্রীয়াস্তাং পিতরো মম” ॥ ১৬ ॥

অতঃপর বিশিষ্টরূপে ভোজ্য দান করিবে । ঘোড়াদানের পর বিলক্ষণা শয্যা  
দান করিবে ।

• বিলক্ষণা শযাদান-বিধি । \*

প্রথমত ব্রাহ্মণ দম্পতিকে বজ্রালঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া “এতৎ পাদ্যং ওঁ দ্বিজদম্পতিভ্যাং যুবাভ্যাং নমঃ” এইক্রমে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে।

পরে “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সাচ্ছাদনফলবস্ত্রসমম্বিতকাঞ্চনপুরুষযুতবিলক্ষণ-শযাঃ নমঃ।” বলিয়া তিনবার শয্যার অর্চনা করত বিষ্ণুর অর্চনা করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে অমুকগোত্রাভ্যাং শ্রীঅমুকদেবী-অমুকদেবশর্মাভ্যাং দ্বিজ-দম্পতিভ্যাং যুবাভ্যাং নমঃ” বলিয়া দ্বিজ দম্পতির অর্চনা করিবে। পরে নিম্নলিখিতরূপ বাক্য করিয়া শয্যা উৎসর্গ করিবে। যথা,—

“অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্যা প্রেতস্যা অমুকদেবশর্ম্মণোহশৌচাস্তাদ্বিতীয়েহহি অমুকগোত্রস্যা প্রেতস্যা অমুকদেবশর্ম্মণঃ স্বর্গকাম ইমামচ্চিত্তাং বিষ্ণুদেবতাকাং সাচ্ছাদনফলবস্ত্রসমম্বিতকাঞ্চনপুরুষযুতবিলক্ষণশয্যাং অমুকগোত্রাভ্যাং দ্বিজ-দম্পতিভ্যাং যুবাভ্যাং অহং সম্প্রদদে।”

পরে দক্ষিণা করিবে।—“অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ সাচ্ছাদনফলবস্ত্রসমম্বিত-কাঞ্চনপুরুষযুতবিলক্ষণশযাদানকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণাং কাঞ্চনমূল্যমিদং রজতখণ্ডং অমুকগোত্রাভ্যাং শ্রীঅমুকদেবী-শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণ্যোঃ দ্বিজদম্পতিভ্যাং যুবাভ্যাং অহং সম্প্রদদে।”

অতঃপর দ্বিজদম্পতি শয্যায় আরোহণ করিয়া কৌতুকাদি করিবেন। পরে অচ্ছিন্নাবধারণ ও-বৈগুণ্য প্রশমন করিবে।

• তোরণ পূজা।

পূর্ব্বদ্বারে মণ্ডপ হইতে এক হস্ত মাত্র দূরে উত্তরমুখ হইয়া “ওঁ শ্যোনা পৃথিবী নো ভবানৃক বা নিবেদিনী যদানঃ শর্ম্ম স পৃথা।” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পঞ্চহস্ত প্রমাণ অথথ শাখা অধোমূল করত উত্তরদিকের গর্ভে একহস্ত পরিমাণ পুতিবে। অপর আর একটা শাখা গ্রহণ করিয়া দুইহস্ত প্রমাণ দক্ষিণে অপর গর্ভে উক্তক্রমে নিখাত করিবে। তৎপর সাক্ষিবিহস্ত প্রমাণ অপর

• অশৌচাস্তাদ্বিতীয়েহহি শয্যাং দদ্যাদিলক্ষণাং । কাঞ্চনং পুরুষং উত্তমং ফলবস্ত্রসমম্বিতং ॥ সংপূজ্য দ্বিজদম্পতৌ নানান্দরণভূষণৈঃ । যুবাংসর্গশ্চ-কর্ত্তব্যো দেয়্য চ কপিল । শুভা ॥ উপবেশ্য চ শয্যায়াং মধুপকং তথো দদেৎ ॥ ইতি মঙ্গলাপুরাণে ।

একটী বক্রশাখা শুভঘণ্টের উপর স্থাপন করিবে । মন্ত্র একবারই পাঠ করিবে । তৎপরে তোরণ বস্ত্রযুগ্মদ্বারা বেষ্টিত করিয়া দৰ্ভপিল্লী ও পুষ্পমাল্যদ্বারা বিভূষিত করিবে এবং শুভঘণ্ট মূলে আত্মপল্লবাবৃত মধ্যাক্ত চন্দন পুষ্পমাল্য যুক্ত বক্রাচ্ছাদিত সপ্তদীপ একশরায়বযুক্ত কুন্তলময় “ও আজিষ্মকলমঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া “ও হুং ফট্” বলিয়া স্থাপন করিবে । বক্রাকৃতি শাখার মধ্যভাগে একটী ছিন্ন করিয়া তাহাতে বড়গুল প্রমাণ দাক্ষয় বা লৌহময় সুদর্শন চক্র স্থাপন করিবে । এই ক্রমে দক্ষিণে যজ্ঞভূমির শাখা, পশ্চিমে বটশাখা এবং উত্তরে পাকুড় শাখা দ্বারা তোরণ নির্মাণ করিবে । পরে আচারক্রমে আত্মপল্লবযুক্ত কুশ বিগুণীকৃত যজ্ঞদ্বারা তোরণ বেষ্টন করিতে হইবে ।

অতঃপর পূর্বতোরণে “ও অগ্নিমীলে” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া “ও সুশোভন তোরণ ইহাবহ ইহাবহ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ” বলিয়া আবাহন করত “ও সুশোভনায় তোরণায় নমঃ” এই মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে ।

দক্ষিণ তোরণে ।—“ও ইষে হোৰ্জ্জ্বতা” ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া “ও সুভদ্র-তোরণ ইহাবহ” ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া “ও সুভদ্রায় তোরণায় নমঃ” মন্ত্রে পূর্ববৎ পূজা করিবে ।

পশ্চিম তোরণে —“ও অর্থ আয়াহি বীতয়ে” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া “ও সুকর্মতোরণ ইহাবহ” ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া “ও সুকর্মতোরণায় নমঃ” মন্ত্রে পূর্ববৎ পূজা করিবে ।

উত্তর তোরণে ।—“ও শরো দেবী” ইত্যাদি মন্ত্র গড়িয়া “ও সুহোত্রতোরণ ইহাবহ” ইত্যাদি ক্রমে আবাহন করিয়া “ও সুহোত্রতোরণায় নমঃ” এই মন্ত্রে পূর্ববৎ পূজা করিবে । \*

তোরণ রম্যোৎসর্গে তোরণের পূজা করিতে হয়, ইহাই বিশেষ ।

তোরণপূজা সমাপ্তা ।

\* তোরণ প্রমাণ । অৰখোভুস্বয়শ্চৈব ন্যাগ্রোণঃ প্লক এব চ । তোরণার্বে তু কথিতাঃ পূর্বাদিনু যথাক্রমঃ ॥ হরদীর্ঘে । সুশোভনং ভবেৎ পূর্বে সুভদ্রং দক্ষিণে তথা । সুকর্ম্য পশ্চিমে ক্ষেয়ঃ সুহোত্রস্ত তথোত্তরে । অগ্নিমী-  
লোতি মন্ত্রেণ প্রথমং পূর্বতো ন্যাসেৎ । ইষে হোৰ্জ্জ্বতোতি মন্ত্রেণ দক্ষিণস্যানং দ্বিতী-

## ব্যবস্থা সংগ্রহ ।

রাত্রি, সন্ধ্যা ও রাক্ষসী বেলা প্রভৃতি পর্য্যায়ান্ত কাল ( বাহাতে কার্য্য করিলে ফল বা প্রত্যাবার কিছুই হয় না ) ভিন্ন অত্র সময় কর্ম্মযোগ্য, কিন্তু পূর্বাছাদি মুখ্য কাল লাভ হইলে তাহাতেই কার্য্য করিবে ।

দিনমানকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথম ভাগ পূর্বাঙ্ক, দেবপূজাদিতে প্রশস্ত, দ্বিতীয় ভাগ ( মধ্যভাগ ) মধ্যাঙ্ক, ভোজনাদিতে প্রশস্ত এবং অপর ভাগ অপরাহ্ন পার্শ্বাদি প্রাক্কারণ্যে প্রশস্ত জানিবে ।

প্রতিপদ ।—সুক্রা প্রতিপৎ যুগ্মযেতুক অমাবস্যা যুক্তই গ্রহণ করিবে এবং কৃষ্ণা প্রতিপৎ দ্বিতীয়া যুক্তই গ্রহণ করিতে হইবে ।

দ্বিতীয়া ।—সুক্লপক্ষেয় দ্বিতীয়া যুগ্মশাস্ত্র দ্বারা তৃতীয়া যুক্ত এবং কৃষ্ণা-দ্বিতীয়া প্রতিপৎ যুক্ত গ্রহণ করিবে ।

কার্ত্তিকে তু দ্বিতীয়ায়াং শুক্লায়াং ভ্রাতৃপূজনং ।

যা ন কুর্য়াদ্বিনশ্চিন্তি ভ্রাতরঃ সপ্তজগ্নি ॥ মহাভারতে ।

কার্ত্তিক মাসের শুক্লাদ্বিতীয়াকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বলে, ঐ দিনে যে রমণী ভ্রাতৃপূজা না করে, তাহার সপ্তজগ্ন্য পর্য্যন্ত ভ্রাতৃনিধন হইয়া থাকে ।

দ্বিতীয়া যে দিন পক্ষমধ্যমার্কি ব্যাপিনী হইবে, সেই দিন ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার কার্য্য করিবে, উভয়দিনে পক্ষমধ্যমার্কি কর্ম্মযোগ্য কাল পাইলে, কিম্বা এক দিনও না পাইলে দুখতা নিবন্ধন পরদিনই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কুর্য়্য করিতে হইবে ।

আষাঢ় মাসে শুক্লাদ্বিতীয়াতে পুষ্যানক্ষত্র যোগ হইলে রথ যাত্রা করিবে । নক্ষত্র যোগ না হইলেও ঐ দিনে যাত্রাসম্ব করিবে ।

রথং ॥ অথ আশ্বাহীতি মজ্জেন পশ্চিমায়াং তৃতীয়কং । শম্ভো দেবীতি মজ্জেন উত্তরমায়াং চতুর্থকং । একহস্তং ন্যসেন্ত্রমৌ চতুর্হস্তং তথোচ্চ্রয়েৎ । দ্বিহস্তান্তরম-  
তোহাং তোরণং সংপ্রকল্পয়েৎ । তির্ধ্যাকুলকমানং স্যাৎ স্তম্ভানামর্কমানভঃ ॥  
জোনা পৃথিবীতি মজ্জেন স্থাপ্যাঃ পূজ্যান্ত তোরণাঃ ॥ শুক্রবস্ত্রযুগল্লম্বান্ দর্ভপিঞ্জল-  
সংযুতান্ । পুষ্পমালাপরিষ্কিণ্তান্ তোরণান্ সংপ্রকল্পয়েৎ । বৃন্তবা চতুরশ্রদ্বা  
দ্বিঘট্কাষ্টাঙ্গুলস্ত বৎ । ঘট্ চতুর্কাঙ্গুলং কার্গ্যং তোরণং নিব্রণং সমং ॥ তোরণ-  
স্তম্ভমূলে তু কলসাম্বলগাঙ্করান্ । প্রদক্ষ্যাকোপরিষ্ঠাচ্চ কুর্য়্যাক্রমং সুদর্শনং ॥  
কলসং বর্কমানস্বা বসুনাগেন কল্পয়েৎ ॥ ইতি শাক্তভেদে ।



তৃতীয়া ।—রজ্জ্বাৱত ব্যতীত অল্প কার্য্যে চতুর্থী যুক্ত তৃতীয়া গৃহীত হইবে, রজ্জ্বাৱতীয়াতে যুগ্ম অর্থাৎ দ্বিতীয়াযুক্ত তৃতীয়া গ্রহণ করিবে ।

বৈশাখে মাসি রজ্জ্বজল ! শুক্লপক্ষে তৃতীয়িকা ।

অক্ষয়া সা তিথিঃ প্রোক্ষ্য কৃত্তিকা রোহিণীযুক্তা ॥

হে স্বাজ্জল ! বৈশাখ মাসের কৃত্তিকা ও রোহিণীযুক্তা শুক্ল তৃতীয়া তিথিকে অক্ষয় তৃতীয়া বলে ।

ঐ তৃতীয়া উভয় দিনে পূর্বাহ্নে লাভ হইয়া পূর্ব দিবস নক্ষত্রযোগ হইলেও তাহাতে অক্ষয় তৃতীয়া করা হইবে না, কেন না “নক্ষত্রযোগঃ ফলাতিশয়ার্থঃ ন তু নক্ষত্রবিশিষ্টবিশিঃ”—নক্ষত্র ঘটিত তৃতীয়া বিহিত নহে, নক্ষত্রযোগ ফলাতিশয়ার্থ । যুগ্মাদি শাস্ত্র দ্বারাও ইহার ব্যবস্থা হইবে না, উভয়দিনে কৰ্ম্মযোগ্য কালে তৃতীয়া থাকিলে উদয়গামিনী তিথি গ্রহণ করিয়া পরদিন বস কৃত্য করিতে হইবে ।

চতুর্থী ।—“চতুর্থী পক্ষমীযুক্তা গ্রাহা যুগ্মাৎ ।” যুগ্মাদয় হেতুক পক্ষমীযুক্তা চতুর্থী গ্রহণ করিবে ।

“পক্ষমী ।—উভয় পক্ষীয় পক্ষমী চতুর্থীযুক্তা গ্রাহা যুগ্মাৎ ।” যুগ্মাদয় হেতুক উভয় পক্ষের পক্ষমী চতুর্থীযুক্ত গ্রহণ করিবে ।

ষষ্ঠী ।—“ষষ্ঠী পরযুক্তা গ্রাহা যুগ্মাৎ ।” ষষ্ঠী সপ্তমীযুক্ত গ্রাহ । স্বম্বষষ্ঠী পূর্বযুক্ত গ্রহণ করিবে, কেন না “তিথ্যন্তে পারণ্য ভবেৎ” এই বচন অনুসারে পর দিন পারণ করিতে হইবে ।

সপ্তমী ।—“উভয়পক্ষীয়সপ্তমী চ পূর্বযুক্তা গ্রাহা যুগ্মাৎ ।” উভয় পক্ষীয় সপ্তমী পূর্বযুক্তা গ্রহণ করিবে । অকণোদয় স্থানে উভয়দিন, সপ্তমী অকণোদয় কালে লাভ হইলে বা অকণোদয় কাল একদিনও না পাইলে পূর্বদিন স্থান করিতে হইবে ।

অষ্টমী ।—শুক্লপক্ষের অষ্টমী নবমীবিকা এবং কৃষ্ণাষ্টমী সপ্তমী যুক্ত গ্রহণ করিবে । বৃহস্পতির বচনানুসারে দূর্কাষ্টমী সপ্তমীযুক্তা গ্রহণ করিবে ।

নবমী ।—“নবমী চাষ্টমীযুক্তা গ্রাহা যুগ্মাৎ”—যুগ্মাদয় হেতু অষ্টমীযুক্তা নবমী গ্রহণ করিবে ।

স্বামনবমীর উপবাসে দশমীতে যদি পারণযোগ্য কাল পায়, তবে কেহই অষ্টমী বিদ্ধা নবমীতে উপবাস করিবে না । যদি দশমীতে পারণযোগ্য কাল না পড়ে, তবে “দশমীন্তে পারণ করিবে না” এই অনুবোধে অষ্টমীযুক্তা নবমীতে পারণ করিবে ।

দশমী ।—সুখাদ দশমী একাদশীযুক্ত এবং কৃষ্ণা দশমী নবমীযুক্ত গ্রহণ করিবে ।

একাদশী ।—যুগ্মাদর হেতুক দ্বাদশীযুক্ত একাদশী গ্রহণ করিতে হইবে । গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী ও ষাণ্ডিক প্রভৃতি সকলেই উত্তর পক্ষের একাদশীতে উপবাস করিবেন, কিন্তু পুত্রবান্ গৃহী কৃষ্ণা একাদশীতে উপবাস করিবেন না । শ্রীহরির শয়নমধ্যে যে সকল কৃষ্ণা একাদশী আছে, তাহাতে পুত্রবান্ গৃহীও উপবাস করিবেন \* । পুত্রবান্ গৃহী যদি বৈক্য হয়, তবে সকল কৃষ্ণা একাদশীতেই উপবাস করিতে হইবে । বিধবার সকল একাদশীতেই উপবাস করিতে হইবে । উপবাস না করিলে পুণ্য নষ্ট হয় এবং ভ্রূণ হত্যার পাতক জন্মিয়া থাকে ( ক ) । আট বৎসরের অধিক এবং অশীতি বর্ষের নূন বয়স্ক মানবের একাদশী ব্রত নিত্য কর্তব্য, না করিলে পাতক জন্মিবে ।

পূর্ণা একাদশীর পর দ্বাদশীদিনে পারণযোগ্য কাললাভ হইলে, পূর্ণা একাদশী ত্যাগ করত খণ্ডাতে ( বাইটের বন্ধিতে ) সকলেই উপবাস করিবে । কিন্তু যদি দ্বাদশীতে পারণকাললাভ না ঘটে, তবে গৃহস্থ ব্যক্তি পূর্ণা একাদশীতে, যতি, বানপ্রস্থ ও বিধবা প্রভৃতি খণ্ডা একাদশীতে উপবাস করিবেন । সূর্য্যোদয়ের পূর্বে দশমী বিক্রা একাদশী লাভ হইয়া দ্বাদশীদিনে যদি একাদশী কিছুকাল নাও পায়, তবে একাদশী দিনেই উপবাস করিতে হইবে । যদি ঐ প্রকার একাদশী দ্বাদশীদিনে কিছু পায় এবং তৎপর দিবস দ্বাদশী থাকে, তবে দশমী যুক্ত একাদশী ত্যাগ করিয়া খণ্ডা একাদশীতে উপবাস করত দ্বাদশীতে পারণ করিবে । দশমীযুক্ত একাদশীতে উপবাস করিবে না, দ্বাদশী যুক্ত একাদশীতে বা শুক্লা দ্বাদশীতে উপবাস করিবে ।

দ্বাদশী ।—যুগ্মাদর হেতুক একাদশীযুক্ত দ্বাদশী গ্রাহ্য । কিন্তু পিপীতকী দ্বাদশীতে যুগ্মাদর নাই । একাদশী উপবাসের পরদিবসই ব্রত আচরণ করিতে হইবে । যেখানে দ্বাদশীর ক্ষয় অথবা মুহূর্ত্তের নূন দ্বাদশী থাকিবে, অগত্যা সেই স্থানে একাদশীর উপবাসের দিনই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে । উত্তর দিনে শ্রবণানক্ষত্র যুক্ত দ্বাদশী লাভ হইলে একাদশী যুক্ত দ্বাদশী গ্রহণ করিবে ।

\* কৃষ্ণা একাদশীতে পুত্রবতো গৃহস্থস্য নাধিকারঃ, হরিশয়নভ্যস্তরে তস্যামপ্যধিকারঃ । ইতি শ্রীমতঃ ।

( ক ) বিধবা বা ভবেয়াসী ভূগ্নীত একাদশীদিনে । তস্যাস্ত মুকৃতং নশ্যেৎক্রমহত্যা দিনে দিনে ॥ ইতি কাত্যায়নঃ ।

অবশ্য নক্ষত্র যদি একাদশীতে যুক্ত না হইয়া দ্বাদশীযুক্ত হয়, তবে পূর্বদিন একাদশীর উপবাস করিয়া পরদিন দ্বাদশীতে উপবাস করিতে হইবে।

ত্রয়োদশী।—গুরু ত্রয়োদশী দ্বাদশী যুক্ত এবং কৃষ্ণ ত্রয়োদশী চতুর্দশী যুক্ত গ্রহণ করিবে।

চতুর্দশী।—গুরু চতুর্দশী পূর্ণিমাযুক্ত এবং কৃষ্ণ চতুর্দশী ত্রয়োদশী যুক্ত গ্রহণ করিতে হইবে। গুরুপক্ষেও যদি পূর্ব দিবস অপরাহ্নব্যাপিনী চতুর্দশী হয়, তবে ত্রয়োদশী যুক্ত গ্রহণ করিবে। ত্রয়োদশীদিন দিবাতমুহুর্ত্তে যদি কৃষ্ণ চতুর্দশী লাভ না হয়, তবে অমাবস্যাযুক্ত চতুর্দশীতে কাধ্য করিবে।

যে দিবস মুহুর্ত্তের অন্তর চতুর্দশী প্রদোষকালে লাভ হইবে সেই দিন সাবিত্রীব্রত অনুষ্ঠান করিবে। পূর্বদিবস মুহুর্ত্তের অন্তর চতুর্দশী পাইয়া যদি পর দিন ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী হয়, তবে পর দিন ব্রতচরণ করিবে। আর যদি এক দিনও অপরাহ্নে চতুর্দশী লাভ না হয়, তবে পর দিন ব্রত করিতে হইবে।

যে দিবস পূর্বাঙ্কে চতুর্দশী লাভ হইবে, সেই দিন অনন্ত ব্রতচরণ করিবে। উভয় দিন পূর্বাঙ্কে চতুর্দশী লাভ হইলে যথাদর হেতু পরদিন ব্রত করিবে।

পূর্ণিমা।—পূর্ণিমা চতুর্দশীযুক্ত গ্রাহ্য। যে দিন প্রদোষ এবং নিশীথ এই উভয়কালে পূর্ণিমা লাভ হইবে, সেই দিন কোঁজাগরলক্ষ্মীপূজা হইবে। যেখানে পূর্বদিন নিশীথ পাইয়া পরদিন প্রদোষ লাভ হয়, এইরূপ স্থলে পর দিন প্রদোষে কৃত্য করিবে। যদি পরদিনে প্রদোষ না পাইয়া পূর্বদিন অর্দ্ধরাত্রি-মাত্র পাওয়া যায় তবে কায়েই পূর্বদিন কোঁজাগর কৃত্য করিতে হইবে।

অমাবস্যা।—“অমাবস্যা প্রতিপদযুক্ত গ্রাহ্য যুগ্মাৎ।” যুগ্মাদর হেতু অমাবস্যা প্রতিপদযুক্ত গ্রহণ করিবে।

### অশৌচ-ব্যবস্থা।

নপিগাশৌচ।—শুভ্যোহিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।

বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥ মনুঃ।

ব্রাহ্মণের জাতকশৌচ ও মৃতশৌচ দশদিন; ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ দিন বৈশ্যের পনরদিন এবং শূদ্রের একমাস হয়।

মঙ্গল পুরুষের পর দশম পুরুষ পর্য্যন্ত সকল বর্ণের ত্রিরাত্র, দশম পুরুষের পর চতুর্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত পক্ষিণী অর্থাৎ দ্বাদশগ্রহের পর্য্যন্ত অশৌচ থাকিবে।

এবং রাত্রিতে অশৌচ হইলে তৎপর দিবস সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশৌচ প্রতিপালন করা উচিত । চতুর্দশ পুরুষের পর যদি এই জ্ঞান থাকে যে “অমুক ব্যক্তি হইতে সম্ভ্রান্ত হইয়াছে” তবে এক রাত্রি অশৌচ প্রতিপালন করিতে হইবে । সগোত্র জনন-মরণে স্নানান্তেই শুদ্ধি জানিবে ।

কৃত্তা জন্মিলে তিন পুরুষের ( পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের সম্ভতির ) সম্পূর্ণাশৌচ হইবে এবং পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের সম্ভতির জন্ম মরণে কৃত্তারও সম্পূর্ণাশৌচ হইবে । বৃদ্ধপ্রপিতামহের সহিত কৃত্তার সপিণ্ডতা নাই; সুতরাং প্রপিতামহের ভ্রাতা কি তাঁহার সম্ভানের সহিত সপিণ্ডতা না থাকাত্তে কৃত্তার জন্ম কি মৃত্যুতে তাঁহাদের সমানোদকতানিবন্ধন অশৌচ হইবে এবং তাঁহাদের জনন-মরণে কৃত্তারও ঐরূপ অশৌচ হইয়া থাকে । ইহা শূলপাণি বলিয়াছেন ।

স্ত্রী-অশৌচ ।—কন্যা জন্মিয়া দুই বৎসরের মধ্যে মরিলে সকল বর্ষেরই সদ্যঃশৌচ হইবে । দুই বৎসরের পর বাগ্‌দান না করা পর্য্যন্ত একরাত্র, বাগ্‌দানের পর বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত পিতৃ-কুলের সপিণ্ডের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে । বিবাহানন্তর কেবল পতি-বংশেরই সংপূর্ণাশৌচ হইয়া থাকে, পিতৃবংশে অশৌচ হয় না ।

ভগিনীর জন্ম হইতে ষষ্ঠমাসमध्ये মৃত্যু হইলে সন্তানের ভ্রাতার সদ্যঃশৌচ ( স্নান করিলেই শুদ্ধি ), ছয় মাসের পর দুইবৎসর পর্য্যন্ত একরাত্র, তৎপর বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে । দত্তা কৃত্তা পিতৃগৃহে প্রবেশ করিলে কিম্বা পিতৃগৃহে তাহার মরণ হইলে পিতা মাতা কোন সংসর্গ না করিলেও ত্রিরাত্র অশৌচ ভোগ করিবেন এবং ভ্রাতার এক রাত্র অশৌচ ভোগ করিতে হইবে ।

রজস্বলাশৌচ ।—রজস্বলা রমণী স্নানের পর সপ্তদশদিনের মধ্যে পুনরাব্র রজস্বলা হইলে অশৌচ হইবে না । অষ্টাদশ দিনमध्ये পুনর্বার রজস্বলা হইলে একদিন, উনবিংশতিদিনের মধ্যে দুইদিন এবং বিংশতিদিন হইতে রজস্বলা হইলে তিনদিন অশুচি থাকিবে ।

গর্ভস্রাবাশৌচ ।—অর্ধাক্ষমাসতঃ স্ত্রীণাং যদি মাত্যং গর্ভসংস্রবঃ । তদা মাসসমৈস্তাসাং দ্বিবসৈঃ শুদ্ধিরিযাতে ॥ কুর্শ্বপূরণং ।

স্ত্রীলোকের প্রথমমাসীয় গর্ভস্রাবে রজস্বলাশৌচ হয়, দ্বিতীয় মাস হইতে ষষ্ঠমাসপর্য্যন্ত গর্ভস্রাব হইলে লৌকিক কার্য্যে মাসসমসংখ্যক এবং দৈব ও

পৈত্র কৰ্মে মাসসংখ্যক দিনের পর হইতে ত্র্যাক্ষণীয় একদিন, কজ্জিয়ার দুই দিন, বৈশ্যার তিন দিন এবং শূদ্রার ছয় দিন অধিক অশৌচ হইবে। সপ্তম কি অষ্টম মাসে গর্ভজাব হইলে জীর সংপূর্ণ অশৌচ এবং সপ্তিগের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।

সপ্তম কি অষ্টম মাসে বালক জন্মিয়া যদি সেই দিন মৃত হয়, তবে সপ্তম ও অষ্টম মাসের গর্ভজাব অশৌচবৎ অশৌচ হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় দিবসে বা তৎপরে মরিলে নবমাদি মাসে বালক জন্মিয়া মরিলে যে অশৌচ, তাহা হইয়া থাকে।

বাল্যশৌচ।—বালক জন্মিয়া মরিলে পিতামাতার অশ্লশ্যধরুক অশৌচ জন্মে, সপ্তিগবর্গের ও সহোদরের সদ্যশৌচ হইয়া থাকে। জন্মিয়া দশাহ মধ্যে মরিলে মরণ জ্ঞাত অশৌচ হইবে না, কিন্তু জনক জননীর জননাশৌচ হইবে, স্তত্রাং বালক জন্মিয়া সেই অশৌচমধ্যে মরিলে পিতামাতার জননাশৌচ হইবে, জ্ঞাতবর্গের অশৌচ হইবে না। নবম ও দশম প্রভৃতি মাসে মৃত পুত্র কি কন্যা জন্মিলে সপ্তিগবর্গের সম্পূর্ণ জাতকাশৌচ হইবে।

জাতকাশৌচের পর ষষ্ঠমাস মধ্যে বালকের মৃত্যু হইলে মাতাপিতার একরাত্র এবং ছয় মাসের মধ্যেও যদি দত্ত জন্মিয়া বালকের মৃত্যু হয়, তবে পিতামাতার ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।

ছয় মাসের পর দুই বৎসরের মধ্যে বালক মরিলে পিতামাতার তিনরাত্র এবং উক্ত মাসের মধ্যে অকৃতচূড় বালক মরিলে সপ্তিগবর্গের একরাত্র অশৌচ হইয়া থাকে। দুই বৎসরের পর ছয়বৎসর তিন মাসের মধ্যে বালক মরিলে পিতামাতা প্রভৃতি সপ্তিগবর্গের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। ইহা পর উপনয়ন হউক বা না হউক বালকের মৃত্যু হইলে সপ্তিগবর্গের দশাহ এবং পাঁচ বৎসরের উপনীত বালক মরিলেও সপ্তিগসমূহের দশদিন অশৌচ হইবে।

জাতকাশৌচের পর ছয় মাস মধ্যে অজাত-দত্ত শূদ্র-বালক মরিলে সপ্তিগবর্গের ত্রিরাত্র অশৌচ হয়, ছয়মাসের পর দুই বৎসর মধ্যে পাঁচ দিন, দুই বৎসর পর ষষ্ঠবর্ষ মধ্যে বার দিন এবং তৎপর পূর্ণাশৌচ হইবে।

অসপ্তিগশৌচ।—মাতামহ মরিলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। শূদ্র শাস্ত্রী নিকটে মরিলে ত্রিরাত্র, মাতৃভগিনীপুত্র, পিতৃভগিনীপুত্র, ভাগিনেয়, পিতামহ-ভগিনীপুত্র, পিতামহীভগিনীপুত্র, পিতামহীজাতপুত্র মরিলে পক্ষিণী অশৌচ হয় এবং শূদ্র শাস্ত্রী এক গ্রামে মরিলে পক্ষিণী অশৌচ হইয়া থাকে।

ভগিনী, মাতুলানী, মাতুল, পিতৃমাতৃ-ভগিনী, গুরুপত্নী এবং মাতামহী মরিলে পক্ষিনী অশৌচ হইবে। মাসী, মাতুল, স্বশুর, শাশুরী, গুরু. পুরোহিত এবং শিষ্য যদি নিকটে বা নিজের গৃহে মরে তবে তিন রাত্র অশৌচ হইবে। সকুলা (দশমপুরুষ পর্য্যন্ত) মরিলে জিরাত্র, গোত্রজ (চতুর্দশ পুরুষের পর) এক রাত্র, ঔরসব্যতীত পুত্রের জন্মমরণে ও আচার্য্যগুরু মরণে জিরাত্র, বিবাহিতা কস্তার পিতৃমাতৃবিয়োগে জিরাত্র। আচার্য্যপুত্র, আচার্য্য-পত্নী, স্বগ্রামস্থ উপাধ্যায়, বন্ধু ও সহাধ্যায়ী মরিলে একরাত্রি অশৌচ হইবে।

বিদেশস্থ অশৌচ।—স্ব স্ব জাত্যুক্ত অশৌচকাল মধ্যে বিদেশস্থ অশৌচ শুনিলে শেষ যে কয়েক দিন থাকে, তাহাতেই অশৌচ বাইবে। জননাশৌচ অতীত হইলে যদি শ্রবণ করা যায়, তবে তাহাতে অশৌচ হইবে না। সংপূর্ণ মৃত্যুশৌচ অতীত হইলে এক বৎসর মধ্যে শুনিলে সপিণ্ডবর্গের জিরাত্র, তৎপর শ্রবণ করিলে মদ্যঃশৌচ হইবে।

সঙ্করশৌচ।—জাতকাশৌচের মধ্যে অন্য তুল্য জননাশৌচ হইলে পূর্ক অশৌচের সহিত বাইবে। তুল্য মরণশৌচ সম্বন্ধে ও ঐরূপ ব্যবস্থা। সংপূর্ণ জাতকাশৌচের শেষ দিন অপর সংপূর্ণজননাশৌচ হইলে অথবা সংপূর্ণ মৃত্যুশৌচের শেষ দিন অত্র মৃত্যুশৌচ হইলে পূর্কশৌচ ছই দিন বৃদ্ধি হইবে। সংপূর্ণ অশৌচের শেষ দিন রাত্রি প্রভাতে (অরুণোদয় হইতে সূর্যোদয়ের পূর্কে) অত্র পূর্কশৌচ হইলে সূর্য উদয় হইতে তিন দিন অশৌচ বৃদ্ধি হইবে।

পূর্কোক্ত ছই কি তিন দিন বর্দ্ধিত অশৌচের মধ্যে অত্র পূর্ণাশৌচ হইলেও পূর্কশৌচের মধ্যেই বাইবে। সপিণ্ডমরণশৌচের শেষ দিন, কি প্রভাতে সূর্যোদয়ের পূর্কে পিতা, মাতা কি পতির মৃত্যু হইলে পূর্কশৌচের সহিত বাইবে না। পূর্ণাশৌচ প্রতিপালন করিতে হইবে।

সংপূর্ণ জননাশৌচের পূর্কোক্ত স্বীয় পুত্র জন্মিলে সপিণ্ডাশৌচের সহিত ঐ অশৌচ বাইবে, কিন্তু পরোক্ত পুত্র জন্মিলে পুত্রের জন্মদিনাবধি পূর্ণাশৌচ হইবে।

স্বীয় পুত্র জন্মিলে অশৌচান্ত দিবসে কি সূর্যোদয়ের পূর্কে সপিণ্ডজাতি জন্মিলে এবং পিতা, মাতা বা পতির মরণের অশৌচান্ত দিনে প্রভাতে সপিণ্ডজাতি মরিলে, ছই-তিন দিন বৃদ্ধি হইবে না।

জাতকাশৌচের মধ্যে অত্র জননাশৌচ হইয়া যদি পূর্কজাত বালকের স্বীয় জাতকাশৌচের মধ্যে মৃত্যু হয় তবে পিতা মাতার জাতকাশৌচ থাকিবে,

সপিণ্ডগণের পূর্বাশৌচের সহিত পর জাতকাশৌচ যাইবে, কিন্তু পর জাত বাগকেব পিতা মাতার অশৌচ থাকিবে । পরন্তু পরজাত বাগকেব মৃত্যু হইলে তাহাতে অশৌচ যাইবে না ।

দিন-সংখ্যাতে সমান এই রূপ সাধারণ জাতকাশৌচ মরণাশৌচের সহিত মিলিত হইলে অথবা মরণাশৌচ জননাশৌচের সহিত যোগ হইলে, মৃত্যুশৌচ অতীতে শুদ্ধ হইবে । দিনসংখ্যায় ন্যূনাধিক অশৌচ যোগ হইলে যে অশৌচ দিন-সংখ্যায় অধিক সেই অশৌচাতীতে শুদ্ধ হইবে ।

### দাহাদিকারী নিরূপণ ।

জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতার মৃত্যু হইলে দাহাদিকার্য্যে অধিকারী । তৎপর জ্যেষ্ঠ-পুত্রের অভাবে কনিষ্ঠপুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, অপুত্রা পত্নী, সপুত্রা পত্নী, অদন্তা কন্তা, বাগ্‌দন্তা কন্তা, দন্তা কন্তা, তদভাবে দৌহিত্র, কনিষ্ঠ-সহোদর, জ্যেষ্ঠ-সহোদর, কনিষ্ঠ-বৈমাত্রেয়, জ্যেষ্ঠ-বৈমাত্রেয়, কনিষ্ঠ-সহোদর-পুত্র, জ্যেষ্ঠ-সহোদর-পুত্র, কনিষ্ঠ-বৈমাত্রেয়-পুত্র, জ্যেষ্ঠ-বৈমাত্রেয়-পুত্র, তদভাবে পিতা, মাতা, পুত্রবধূ, পৌত্রী, দন্তা-পৌত্রী, প্রপৌত্র-স্ত্রী, প্রপৌত্রী, পিতামহ, পিতামহী, পিতৃব্যাদি, সপিণ্ড, সমানোদক, সগোত্র, তদভাবে মাতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, মাতামহ-সপিণ্ড, মাতামহ-সমানোদক, অসবর্ণা ভাৰ্য্যা, বাগ্‌দন্তা অপরিণীতা স্ত্রী, স্বশ্রব, জামাতা, পিতামহী-ভ্রাতা, শিষ্য, পুরোহিত, আচার্য্য, সখা, পিতৃ-মিত্র ও স্বজাতি দাহাদি কার্য্যে অধিকারী ।

### স্বীজাতির দাহাদিকারী নির্ণয় ।

জ্যেষ্ঠপুত্র, তদভাবে কনিষ্ঠপুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, কন্তা, বাগ্‌দন্তা কন্তা, দন্তা-কন্তা, দৌহিত্র, সপত্নীপুত্র, পতি, পুত্রবধূ, সপিণ্ড ও সমানোদক, সগোত্র, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনীপুত্র, স্বামীর ভাগিনেয়, ভ্রাতৃপুত্র, জামাতা, পতির মাতুল, পতির শিষ্য, পিতৃসমানোদক, পিতৃবংশ এবং মাতৃসমানোদক, মাতৃবংশ এবং স্বজাতি, স্ত্রীর দাহাদি কার্য্যে অধিকারী ।

### পিণ্ড-দানাদিকারী ।

অসগোত্র কিংবা সগোত্র স্ত্রী অথবা পুরুষ যিনিই মৃতের মুখারি করিবেন, তিনিই দশপিণ্ড দান করিবেন ।

দাহকস্য তসামর্থ্যে পিণ্ডং দেয়ং সূতাদিনা—ইতি স্মার্তঃ ।

দাহক—অর্থাৎ যে ব্যক্তি মৃগায় করিয়াছে, সে যদি কোন কারণে পূরক পিণ্ডদানে অনমর্থ হইল, তবে অধিকারিক্রমে পুত্রাদি পিণ্ড দান করিবে ।

### প্রায়চিত্ত ব্যবস্থা

ভপন্য, দান ও ব্রত প্রভৃতি যে সকল কর্মদ্বারা সঙ্কিত পাপ নাশ হয়, সেই কার্যের নাম প্রায়শ্চিত্ত ।

পাতক নববিধ,—অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক, উপপাতক, জাতি-ভ্রংশকর, সঙ্করীকরণ, অপাত্তীকরণ, মলাবহ ও প্রকীর্ণ ।

অতিপাতক,—জননী, কন্যা ও পুত্রবধূগমন । মহাপাতক,—ব্রহ্মহত্যা, সূরা, (মদ্য) পান, স্তের (অশীতিরতিকা সূর্যহরণ), গুরুপত্নী ও মাতৃসপত্নীগমন । অনুপাতক,—পিতৃব্যপত্নী, মাতামহী, মাতুলানী, শাশুরী, রাজপত্নী, পিতৃ-মাতৃ-ভগিনী, শ্রোত্ৰীপত্নী পুরোহিতপত্নী, অধ্যাপকপত্নী, বন্ধুত্বী, ভগিনীর সখী, সগোত্রা স্ত্রী, চাণালী, রজমলা ও শরণাগত স্ত্রী গমন, জাতির উৎকর্ষার্থ মিথ্যা বাক্য বলা এবং গুরু (পিতৃ) সম্বন্ধে মিথ্যা বাক্য বলা । উপপাতক,—গোবধ, অযাজ, যাজন (পোরোহিত্য), পরস্ত্রী-গমন, গুরুজনের সেবা না করা ও পুত্রাদির অপরিপালন । জাতিভ্রংশ,—ব্রাহ্মণপীড়ন, মিত্র-প্রবন্ধনা, মদ্যের আবাদ লওন ও পুরুষমৈথুন । সঙ্করীকরণ,—গর্ভভ, উষ্ট্র ও অশ্বাদি জন্তু বধ । অপাত্তীকরণ,—কুৎসিতবাণিজ্যকরণ, শূদ্রসেবা ও মিথ্যা বাক্য কথন । মলাবহ পাতক,—কুমি, কীট ও পক্ষি বধ, মৃত্ত সংসৃষ্ট মাংস ভক্ষণ, পুণ্ড ও কাষ্ঠ হরণ । প্রকীর্ণ পাতক,—যে সকল পাপের বিশেষ নামান্তর নাই ।

অপালননিমিত্ত গোবধ ব্যবস্থা।—অপালননিমিত্ত গোবধ হইলে ব্রাহ্মণ গোস্থানী একটি প্রাজাপত্য ব্রত করিবেন । তদনন্তে একটি বেহুদ্যান কি ভিন কাহন বরাটক দান কর্তব্য । শূদ্রের যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণার সহিত দুইটী প্রাজাপত্য, তদনন্তে ছয় কাহন বরাটক দান কর্তব্য ।

অপালননিমিত্ত গোবধের ব্যবস্থাপত্র,—“অপালন নিমিত্তক গোবধজনিত পাপক্ষয়ার্থিনা ব্রাহ্মণাদিনা ব্রতাদ্যা-চরণান্তর্ভুক্তো ষট্ কাষাপণ কপর্দক-দক্ষিণক-ষট্ কাষাপণকপর্দকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি ব্যবস্থা ।”

শূদ্রপক্ষে,—“অপালননিমিত্তক গোবধজনিতপাপক্ষয়ার্থিনা শূদ্রেণ ব্রত-



দ্যাচরণাশঙ্কো যৎকিঞ্চিদক্ষিণকমটকাবাণকপদকদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়মিতি ব্যবস্থা ।”

উপবীতচ্ছেদন প্রায়শ্চিত্ত ।—ব্রাহ্মণ যদি অজ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করে, তবে মনস্তাপপূর্বক গুরু হইবে, জ্ঞানতঃ করিলে প্রাণায়ামত্রয় করিয়া একদিন উপবাসী থাকিবে ।

গোমাংস ভক্ষণ প্রায়শ্চিত্ত ।—ব্রাহ্মণ অজ্ঞানপূর্বক এক বার গোমাংস ভক্ষণ করিলে প্রাজাপত্য বা তিন কাহন বরটক দান করিবে ।

বেশ্যাগমন প্রায়শ্চিত্ত ।—জ্ঞানতঃ একবার বেশ্যাগমনে সৎল জাতিরই প্রাজাপত্য করিতে হয়, তদনন্তে দেখুদান কি তন্মূল্য তিন কাহন কড়ি দান করিতে হইবে ।

### সামান্য শ্রাদ্ধ কাল ব্যবস্থা ।

রাত্রি, সন্ধ্যা ও রাক্ষসীবেলার ইতর কালই শ্রাদ্ধের সামান্য কাল সংক্রান্তি ও গ্রহণাদিতে রাত্রি, রাক্ষসীবেলা এবং সন্ধ্যাকালে ও শ্রাদ্ধ করিতে পারা যায় ।

শুক্লপক্ষ নিমিত্তক পার্শ্ব শ্রাদ্ধ জিহা বিভক্তদিনের পূর্নাহ্নে, একোদ্ভিষ্ট শ্রাদ্ধ পক্ষা বিভক্ত দিনের তৃতীয় ভাগে ( মধ্যাহ্নে ), কৃষ্ণপক্ষ নিমিত্তক বাবতীয় পার্শ্বশ্রাদ্ধ, বিকৃতপার্ষণ এবং সপিত্তীকরণ উক্ত দিনের চতুর্থ ভাগে ( অপরাহ্নে ) এবং বৃদ্ধিনিমিত্তক শ্রাদ্ধ প্রাতঃকালে করিবে । বিবাহ ও পুত্রজন্ম-নিমিত্তক বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ রাত্রি, সন্ধ্যা ও রাক্ষসীবেলাতে ও করিতে পারিবে । উভয় দিনে অপরাহ্নলাভ হইলে পার্শ্বাদি শ্রাদ্ধ পূৰ্ব্বেদিবস করিবে । আর যদি কোন দিনই অপরাহ্ন লাভ না হয়, তবে অষ্টম ও নবম মুহূর্ত্তে ( গোণাপরাহ্নে ) করিবে । উভয় দিন পূর্নাহ্ন লাভ হইলে শুক্লপক্ষ নিমিত্তক পার্শ্ব শ্রাদ্ধ পক্ষভেদে ব্যবস্থা করিয়া পর দিনে করিতে হইবে ।

অমাবস্যা শ্রাদ্ধ কাল ব্যবস্থা—যেখানে পক্ষা বিভক্ত দিনের অপরাহ্নে একাদশ, দ্বাদশ বা ইহার অন্যতর যে কোন মুহূর্ত্ত অমাবস্যাতে লাভ হইবে, সেই দিনই অমাবস্যা নিমিত্তক পার্শ্ব শ্রাদ্ধ হইবে ।

পূৰ্ব্বেদিনে ত্রয়োদশ; চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ অথবা চতুর্দশ ও পঞ্চদশ মুহূর্ত্ত-ব্যাপিনী কীর্ণা অমাবস্যা হইয়া পরদিন মুখ্যাপরাহ্ন না পায়, তবে পূৰ্ব্বেদিন

শ্রাদ্ধ করিবে। পূর্নদিন তিন মুহূর্ত্তব্যাপিনী অমাবস্যা হইয়া পর দিন এ কাশ্য মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পাইলে পরদিনই শ্রাদ্ধের কাল হইবে।

উত্তর দিন মুখ্যপরাহ কাল পাইয়া অমাবস্যা যদি চতুর্দশীর সম্যককাল-ব্যাপিনী হয়, তবে অমাবস্যা পূর্নদিন, যজুর্বেদী পরদিন, সামবেদী বে দিন ইচ্ছা, সেই দিনই শ্রাদ্ধ করিবে।

একোদ্ধিষ্ট শ্রাদ্ধকাল,—একোদ্ধিষ্ট শ্রাদ্ধকাল মধ্যাহ্ন। \* তন্মধ্যে অষ্টম ও নবম মুহূর্ত্ত অতিশয় প্রশস্ত। † যেদিন অষ্টম ও নবম মুহূর্ত্ত লাভ হইবে, সেই দিনই শ্রাদ্ধ হইবে। উত্তরদিন অষ্টম ও নবম মুহূর্ত্ত লাভ হইলে গুরুপক্ষে পরদিন এবং ক্রুৎপক্ষে পূর্নদিন একোদ্ধিষ্ট শ্রাদ্ধ হইবে।

মৃত তিথির অজ্ঞানে শ্রাদ্ধকাল।—কোন ব্যক্তি বিদেশে মরিলে তাহার মৃত-তিথি জানিতে না পারিলে অথচ মাস জানা থাকিলে, সেই মাসের অমাবস্যাকে মৃততিথি জ্ঞান করিয়া তাহাতেই মাস্টিকেকোদ্ধিষ্ট শ্রাদ্ধাদি করিবে। তিথি জানা আছে, মাস জানা নাই, একপ স্থলে অগ্রহায়ণ, মাঘ ও ভাদ্রমাসের অন্যতম মাসে সেই তিথিতে শ্রাদ্ধ করিবে।

আত্মদায়িক শ্রাদ্ধ ব্যবস্থা।—পুত্রের অস্বাস্থ্য, চূড়াকরণ, উপনয়ন এবং বিবাহাদি সংস্কার কার্যে এবং কস্তার বিবাহে পিতা আত্মদায়িক শ্রাদ্ধ করিবেন। কস্তার বিবাহ ব্যতীত অগ্নি কার্যে আত্মদায়িক শ্রাদ্ধ নাই। পুত্রের দ্বিতীয় বার বা ততোধিক বার বিবাহ হইলে পিতা আত্মদায়িক শ্রাদ্ধ করিবেন না। পিতা বিদেশবাদী হইলে পুত্র প্রতিনিধিরূপে পিতার পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিতে পারেন। পিতামহ প্রভৃতি কস্তাদানে অধিকারী হইলেও আত্মদায়িক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। কেহস্থলে মাতা কস্তাদানাদিকারিণী, সেই স্থলে আত্মদায়িক শ্রাদ্ধ ব্যতীতই বিবাহ সম্পন্ন হইবে, কেন না জীলোকের শ্রাদ্ধে অধিকার নাই।

• একদিবস বহুকর্ম্মের যদি এক কষ্ঠা হন, তবে একবার মাতৃকাপূজা ও বহুশ্রাদ্ধ করিলে সকল কার্য করিতে পারিবেন। কিন্তু অবিভক্ত সহোদর ভ্রাতারা একদিনে নিজ নিজ পুত্রের সংস্কার কার্যে পৃথক্ পৃথক্ বহুশ্রাদ্ধ করিবেন। যাহার পিতা অবর্ত্তমান অথবা অনধিকারী এই প্রকার অকৃত চূড় বালকের চূড়োপনয়নাদি সংস্কার কার্য উপস্থিত হইলে সহোদর ভ্রাতারাও

\* দিনমানকে পন্যমানে বিভক্ত করিয়া তাহার সপ্তম, অষ্টম ও নবম ভাগের নাম রাখা হইবে।

যদি আত্মদৈবিক আশঙ্ক করেন, তথাপি বাক্যে “অমুকস্য পিতৃঃ” ইত্যাদি উল্লেখ করত পিতৃপিতৃসহাদির নাম উল্লেখ করিতে হইবে। সামবেদীর নান্দীমুখ্যশ্রাঙ্কে মাহুপক নাই।

আত্মদৈবিক আশঙ্কের কাল।—স্বর্গোদয় হইতে এক সহস্রতের পর দুই সহস্র মূখ্য কাল এবং রাক্ষসী বেলা তিন দিবাতে অস্তকালেও করিতে পারিবে। বিবাহাদি নিষিদ্ধক আত্মদৈবিকশ্রাঙ্ক রাক্ষসী বেলা, সক্যা এবং রাত্রিতে ও করিতে পারিবে।

সপিণ্ডীকরণ ব্যবস্থা—সপিণ্ডীকরণের কাল পূর্ণ সংবৎসরে মৃত সজাতীয় ভিত্তিতে মূখ্য। বর্ষমাস, ত্রিংশক অথবা বৃদ্ধি উপস্থিত হইলেও করিতে পারিবে।

### বিবাহ-ব্যবস্থা ।

যে কত্তা মাতামহের ও পিতার সপিণ্ডা কি সগোত্রা না হয়, তাহাকে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেই বিবাহ করিতে পারিবে। শূদ্রের সগোত্রা বিবাহ দোষাবহ হইবে না।

পিতৃপক্ষে সপ্তমী কত্তা ও মাতামহ পক্ষে পঞ্চমী কত্তা পর্যন্ত ভ্যাগ করিয়া বিবাহ করিবে।

পিতৃভগিনী কত্তা, মাতৃভগিনী কত্তা, মাতুলকন্যা, মাতৃসগোত্রা, কিং সমান-প্রবরা ইহাদিগকে বিবাহ করিলে চাত্তায়ণ করিতে হয়। মাতার গোত্রনীয় নামবিশিষ্টা কি প্রসিদ্ধ নাম যুক্ত কন্যা বিবাহ করিবে না। অবিবাহিত স্নেহী ভ্রাতা বর্জ্যমানে কনিষ্ঠ বিবাহ করিবে না। একদিবসে সহোদরদ্বয় ও কন্যা-দ্বয়ের বিবাহ দিবে না।

দশমবর্ষের মধ্যে কন্যাদান করিবে, দ্বাদশবর্ষের মধ্যে যদি কন্যার বিবাহ না হয় এবং পিতৃগৃহে অবিবাহিতা কন্যা বৃদ্ধবলা হয়, তবে তাহার পিতার জগদত্যা অনিত পাতক জন্মে।

কন্যাদানাদিকারী নিয়মণ।—প্রথমতঃ পিতা, তদভাবে পিতামহ, তদভাবে ভ্রাতা, তদভাবে সন্তুল্য, তদভাবে মাতামহ, তদভাবে মাতা অধিকারিণী হইবেন।

ব্যবস্থা সংগ্রহ সমাপ্ত ।

### বিবিধ প্রমাণ সংগ্রহ ।

ব্রহ্মোৎসর্গ বল ।—একাদশাহে প্রেতস্য বসন্ত চোৎসর্গ্যতে ব্রহ্মঃ ।

প্রেতলোকং বিমুক্তঃ সঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ স্মৃতিঃ

প্রেতের (ব্রতব্যক্তির) একাদশাহে ব্রহ্ম উৎসর্গ করিলে, সেই ব্যক্তি প্রেত-লোক হইতে বিমুক্তিপূর্ব্বক স্বর্গলোকে গমন করে ।

নীল ব্রহ্ম লক্ষণ ।—লোহিতো যন্ত বর্ণেন মুখে গুহে চ পাণ্ডুরঃ ।

যেতঃ কুরবিবাণাভ্যাং স নীলো ব্রহ্ম উচ্যতে । শব্দঃ ।

যে, ব্রহ্মের বর্ণ রক্ত, মুখ ও গুহ পাণ্ডুর বর্ণ এবং কুর ও শব্দ যেতবর্ণ, তাহাকেই নীলব্রহ্ম বলা যায় ।

বৎসতরী লক্ষণ ।—রক্তা নীলা পাণ্ডুরা চ কৃষ্ণা বৎসতরী স্মৃতা ॥ স্মৃতিঃ ।

রক্ত, নীল, পাণ্ডুর ও কৃষ্ণবর্ণা বৎসতরী প্রাচ্যে উক্ত জানিবে ।

বর্জ্জনীয় ব্রহ্ম লক্ষণ ।—কৃষ্ণভাবৈষ্ঠিদশনা কৃষ্ণশৃঙ্গাকাশে য়ে ।

অশক্তদন্তা জ্বাশ্চ ব্যাঘ্রভয়নিভাশ্চ য়ে ।

ধ্বজকৃষ্ণসবর্ণাশ্চ তথা সূরিকসমিভাশ্চ ।

কুজাঃ কাণাশ্চ খল্লাশ্চ কেকরাশ্চ তথৈব চ ॥

অত্যন্তযেতপাদাশ্চ উদ্ভ্রান্তনয়নাশ্চ য়ে ।

নৈতে ব্রহ্মাঃ প্রয়োক্তব্য্য ব্রহ্মোৎসর্গে কথকন ॥

যাঁহার কৃষ্ণ ও ভাস্করবর্ণ দশন, কুর ও শব্দ অসিদ্ধ, পতিত ও সর্পাকার দন্ত, ব্যাঘ্র ও ভয়াকার আভা, কাক, ও সূরিক (ইন্দ্র) ও গৃধ্রিনীর ন্যায় বর্ণ, কুজ, কাণা, খল্ল ও টেরা চক্ক, অত্যন্ত যেতবর্ণ লীন এবং উদ্ভ্রান্ত, এই প্রকার ব্রহ্ম ব্রহ্মোৎসর্গে বর্জ্জনীয় জানিবে ।

মণ্ডপ প্রমাণ ।—উত্তমঃ চাটুভিজ্ঞেয়ং হস্তৈঃ যদ্ভূতিশ্চ মধ্যমঃ ।

চতুর্ভির্দণ্ডপং হীনং ব্রহ্মোৎসর্গে চ কর্ম্মণি ॥

ব্রহ্মোৎসর্গে চ কার্য্যে চ চতুহস্তস্ত বৈদিকা ।

হস্তমাত্রোচ্ছ্রিতা সম্যক্ পূর্ব্বোক্তরূপা তথা ॥

ব্রহ্মোৎসর্গ কার্য্যে অষ্ট হস্ত প্রমাণ মণ্ডপ উত্তম, ছয় হস্ত প্রমাণ মধ্যম এবং চতুহস্ত প্রমাণ মণ্ডপ হীন জানিবে । ব্রহ্মোৎসর্গে দীর্ঘপ্রস্থে চারি হাত এবং উচ্চতায় একহাত প্রমাণ বৈদী করিবে এবং বৈদীর পূর্ব ও উত্তরদিক্ কিঞ্চিৎ নিম্ন করিতে হইবে ।

দেবপ্রতিষ্ঠাদি কার্য্যে ।—দশাষ্ট্রহস্তং হীনস্ত মধ্যং দ্বাদশবোদ্ধনং ।

ত্রিংশৎ হস্তকোণমণ্ড চতুর্কিংশং তদুত্তমং ॥

চতুরস্রং চতুর্দ্বারং মধ্যে ভক্তচতুর্দ্বয়ং ।

সুদৃঢ়ং ছাদিতং রম্যং স্তম্ভৈঃ ষোড়শভিবৃত্তং ॥

দেবাদি প্রতিষ্ঠাকার্যে দশ ও অষ্টহস্ত প্রমাণ মণ্ডপ হীন, দ্বাদশ ও ষোড়শ হস্ত প্রমাণ মধ্যম, ত্রিংশৎ হস্ত প্রমাণ উত্তম এবং চতুর্কিংশ হস্ত প্রমাণ মণ্ডপ তদপেক্ষা উত্তম জানিবে। মণ্ডপ নির্মাণার্থ চতুরস্র করিয়া তাহাতে চারিটী দ্বার করিবে এবং মধ্যে চারিটী ও চতুর্দিকে চারিটী চারিটী করিয়া ষোড়শী স্তম্ভ রোপণ করত দৃঢ় করিয়া আচ্ছাদিত ও সুরমা করিবে।

মঠাদি প্রতিষ্ঠায়।—প্রাসাদন্যাপ্রভু কুর্বাণমণ্ডপং দশহস্তকং ।

কুর্বাণদ্বাদশহস্তং বা স্তম্ভৈঃ ষোড়শভিবৃত্তং ॥

ধ্বজাষ্টকৈশ্চতুর্দ্বারং মধ্যে পেশীক কারয়েৎ ।

নারিকে নদ্যৈঃ সিন্ধুদেবেভ্যং সমস্ততঃ ॥

মঠাদি প্রতিষ্ঠা কার্যে প্রাসাদের অগ্রে ষোড়শ স্তম্ভাঙ্ক দশ বা দ্বাদশ হস্ত প্রমাণ মণ্ডপ করিবে। তন্মধ্যে চতুর্দ্বারপ্রমাণ বেদী নির্মাণ করিয়া তাহাতে অষ্টকী ধ্বজ দিবে এবং নারিকো পত্রদ্বারা মণ্ডপের ছাউনি দিবে।

ব্রতপ্রতিষ্ঠাতে।—নবহস্ত প্রমাণং বা নবদ্বারমুপাধিযা ।

পঞ্চদ্বপ্রমাণং বা চতুরস্রং সমস্ততঃ ॥

ব্রতপ্রতিষ্ঠা কার্যে নব হাত, সাত হাত বা পাঁচ হাত প্রমাণ মণ্ডপ করিয়া চতুর্দিকে চতুর্কোণ পেশী করিবে।

অঙ্গুলি গণনা।—অঙ্গুষ্ঠোদ্যমধ্যে তু যথো যম বিবর্তয়েৎ ।

তেন মানেন চাঙ্গুষ্ঠঃ প্রমাণমিহ কথ্যতে ॥

অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির মধ্য স্থানে যে ঘবর্তি আছে, সেই স্থানের প্রমাণে এক অঙ্গুষ্ঠ জানিবে।

হস্তপ্রমাণ।—চতুর্কিংশাঙ্গুলো হস্তঃ স হস্তো ব্যবসংজ্ঞকঃ ।

চতুর্কিংশাঙ্গুলশ্চানাং দ্বাঙ্গুঠেন চ সঙ্গীতঃ ॥

চতুরঙ্গুলমণ্ডুভঃ স হস্তঃ পদ্যসংজ্ঞকঃ ।

অতিহস্তঃ প্রকুর্ষীত যোগমণ্ডপকুণ্ডকঃ ॥ কপিলপত্রায়ে

চতুর্কিংশাঙ্গুল প্রমাণ হস্তকে যবহস্ত বলে এবং চতুর্কিংশাঙ্গুল হস্তের সহিত আর চারি অঙ্গুলী যোগ করিলে তাহাকে পদ্য হস্ত বলে, এই হস্তদ্বারা যোগ মণ্ডপ ও কুণ্ডাদি নির্মাণ করিবে।

অষ্টমঙ্গল ।—বচং গোবোচনা কুষ্ঠং হরিদ্রা কুঙ্কমং তথা ।

দূর্কাদারুণমায়ুক্ষং বটাগ্রং চাষ্টমঙ্গলং ॥

একত্র মিলিত বচ, গোবোচনা, কুড়, হরিদ্রা, কুঙ্কম, দূর্কা, দেবদারু এবং বটাগ্রক অষ্টমঙ্গল বলে ।

শয়নবিধি ।—ষথুহে দক্ষিণশিরাঃ প্রাক্শিরাঃ ঋগুরালয়ে ।

প্রবাসে পশ্চিমশিরা ন কদাচিহ্নবক্শিরাঃ ॥

প্রাক্শিরাঃ শয়নে বিভাদধনমায়ুশ্চ দক্ষিণে ।

পশ্চিমে প্রবস্থাঃ চিস্তাঃ হানিং মৃত্যুং তথোত্তরে ॥

নিজের গৃহে দক্ষিণ শিরা, ঋগুরালয়ে পূর্বাশিরা এবং প্রবাসে পশ্চিম-শিরা হইয়া শয়ন করিবে । কিন্তু কদাচ উত্তর শিরা হইয়া শয়ন করিবে না । পূর্বাশিরা ও দক্ষিণশিরা হইয়া শয়ন করিলে বন এবং আয়ু লাভ হয়, পশ্চিম-শিরা হইয়া শয়ন করিলে প্রবল চিস্তা ও উত্তরশিরা হইয়া শয়ন করিলে হানি এবং মৃত্যু হইয়া থাকে ।

প্রণামানন্তর জিজ্ঞাসা । ব্রাহ্মণান্ কুশলং পৃচ্ছেৎ ক্ষত্রবক্ষুমনামহং ।

বৈশ্যঃ ক্ষেমাং সমাগম্য শূদ্রমারোগ্যমেব চ ॥

ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ নমস্কার করিলে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে, ক্ষত্রিয়কে অনাম্য, বৈশ্যকে ক্ষেমাং এবং শূদ্রকে আরোগ্য সমাচার জিজ্ঞাসা করিবে ।

শান্তিকুস্ত প্রমাণ ।—ঐহং যোধ্যং তথা তাসং মার্ভিক্যং বা স্বশক্তিতঃ ।

বিত্তশাঠ্যং ন কুর্কীত ক্লেভে নিফলমাপ্নুয়াৎ ॥

ষট্ ত্রিংশদঙ্গুলং কুস্তং বিত্তারোহতিশালিনং ।

ষোড়শং দ্বাদশং বাপি অতো নূনং ন কারয়েৎ ॥

শান্ত্যর্থ স্থাপয়েৎ কুস্তমৈশাঠ্যং দিশি দেশিকঃ ॥ গৌতমীয়ে বর্গ, বৌধ্য, তাম্র বা যুক্তিকা দ্বারা স্বীয় শক্তি অনুসারে শান্তিকুস্ত ত্রিংশদঙ্গুল করিবে, কদাচ বিত্তশাঠ্য করিবে না; করিলে কন্ম নিফল হইবে । কুস্ত বস্ত্রাশ অঙ্গুলি প্রমাণ উন্নত এবং তদ্রূপ বিস্তার করিবে; অথবা ষোড়শ বা দ্বাদশ অঙ্গুলি প্রমাণ করিবে, কিন্তু ইহার নূন কদাচ করিবে না । এই শান্তিকুস্ত শান্তির জন্য কৈশান কোণে স্থাপন করিবে ।

উক্ৰীষ প্রমাণ ।—নবেন শুক্রবস্ত্রেণ চোক্ষীবাং কারয়েদ্বধঃ ।

অষ্টাবিংশতিরষ্টৌ বা দৈর্ঘ্যমানং প্রকীর্ত্তিতং ॥

উক্ৰীষেণ বিনা যক্ হৃদয়ে চ হতাশনে ।

কর্তৃব্যজ্ঞকলং নাস্তি হোতা চ নরকং ভজেৎ ॥

নূতন ওক্ বস্ত্র দ্বারা অষ্টাবিংশতি হস্ত বা অষ্ট হস্ত প্রমাণ দীর্ঘ উকীদ (শিরোবেষ্টন বস্ত্র) প্রস্তুত করিবে। উকীদ ব্যতীত হোম করিলে কর্তব্য যজ্ঞকল নষ্ট হয় এবং হোতা নরকে গমন করে।

বিতান প্রমাণ।—নবেন চিজবস্ত্রেণ বিতানং কারয়েচ্ছূভং ।

অথবা শুক্লবস্ত্রেণ যথো জলদভূষিতং ॥

নূতন বিচিত্র বস্ত্র দ্বারা বিতান (চাদোরা) প্রস্তুত করিবে। অথবা শুক্ল বস্ত্র দ্বারা বিতান নির্মাণ করিয়া উহার মধ্যদেশে মেষবর্ণ বিশিষ্ট করিবে।

পঞ্চবট লক্ষণ।—ভৌরপূর্ণান্ ঘটীন্ পঞ্চ স্থাপয়েৎ পূর্বতঃ সূর্য্যঃ ।

একৈকং বস্ত্রযুগ্মেন ছাদিতাসাং সপল্লবং ॥

অশক্তৌ ছাদয়েদ্বিপ্র এতৈকেন চ বাসসা ।

কদাচিদপি নৈকেন সন্নানাহাদিসেবুধঃ ॥

অনাচ্ছাদিত-নিস্তোয়ান্ স্থাপয়িত্ব ব্রজভাধঃ ।

পূর্বদিকে জনপূর্ণ পঞ্চবট স্থাপন করিবে। যুগ্ম বস্ত্র দ্বারা পল্লবাসা এক একটী ঘট আচ্ছাদন করিবে। অশক্ত পক্ষে এক একখানি বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে, কিন্তু কদাপি এক খানি বস্ত্র দ্বারা সমস্ত ঘট আচ্ছাদন করিবে না এবং অনাচ্ছাদিত জনহীন ঘট স্থাপন করিবে না।

পবিত্র প্রমাণ।—কুশৌ সমাবনীৰ্য্যাত্নৌ জেরৌ প্রাদেশমাত্রকৌ ।

কুশান্তরেণ ত্রিব্রজৌ পবিত্রমিহ কথ্যতে ॥

প্রাদেশ প্রমাণ সাগ্ৰ (পঙীভূত) কুশপত্রদ্বয়কে কুশান্তর দ্বারা তিনবার বেষ্টন করিবে, ইহা কেউ পবিত্র বলে।

কুশব্রহ্মাদি প্রমাণ।—পকাশদৃষ্টিঃ কুশব্রহ্মা তদর্শেন তু বিষ্টরঃ ॥

তদর্শেনোপযমনং তদর্শেন কুশবিষ্ণুঃ ॥

পকাশ গাছ কুশদ্বারা ব্রহ্মা নির্মাণ করিবে। তদর্শ কুশ দ্বারা বিষ্টর, বিষ্টরাক্ষ দ্বারা উপযমন এবং তদর্শ দ্বারা কুশময় ব্রাহ্মণ নির্মাণ করিবে।

উপযমনাদি কুশ প্রমাণ।—ত্রয়োদশকুণৈনৈব তথোপযমনং স্মৃতং ।

সাগ্ৰমূলৈশ্চ দর্ভৈশ্চ বড়্ভিঃ সম্মার্জনং কবেৎ ॥

এয়োদশ কুশদ্বারা উপযমন এবং সাগ্ৰ সমূহ বট, কুশদ্বারা সম্মার্জন করিবে।

পূর্ণপাত্র প্রমাণ।—অষ্টমূলৈর্ভবেৎ কৃষ্ণিঃ কৃকয়োহষ্টৌ চ পুঙ্কলং ।

পুঙ্কলানি চ চত্বারি পূর্ণপাত্রং প্রচক্যতে ॥

আটমুষ্টিতে এককুকি, অষ্টকুকিতে এক পুকল এবং চারি পুকলে এক পূর্ণ-  
পাত্র জানিবে ।

যূপ প্রমাণ । - চতুর্হস্তো ভবেদযূপো যজ্ঞবৃক্ষসমুত্তমঃ ।

বর্জুলঃ শোভনঃ স্থূলঃ কর্তব্যো যুষ্মোলিকঃ ॥ স্মৃতিঃ

বিধস্য বকুলসৈব কলৌ যূপঃ প্রশস্যতে ।

হস্তো ভূমিগতঃ কার্যো দৃশ্যে হস্তচতুষ্টিয়ং ॥ তবিষ্যে ।

স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে, যজ্ঞবৃক্ষ দ্বারা চারি হস্ত প্রমাণ যূপ নির্মাণ করিবে  
এবং বর্জুল, স্থূল ও সুদৃশ্য করিয়া তাহার মস্তকে বৃষ অঙ্কিত করিবে । তবিষ্যে  
কথিত হইয়াছে, কলিতে বিহ ও বকুলবৃক্ষ নির্মিত যূপ প্রশংসনীয় । এতদ্ব্যতীত  
ভূমিতে প্রাপ্তি করিয়া দৃশ্যতায় চারিহস্ত রাখিবে ।

চমস প্রমাণ । - চতুর্কিংশাঙ্গুলৈঃ কার্যং বারুণং চমসং বৃধৈঃ ।

বিংশাঙ্গুলা ভবেদ্বীর্ঘা বিস্তারেন যজ্ঞঙ্গুলা ॥

সমস্তাচ্চতুরঙ্গা চ বেদী তস্য সুরোভনা ।

চতুরঙ্গুলমানস্ত মৃগদণ্ডং প্রকল্পয়েৎ ॥

অষ্টাদশাঙ্গুলং দীর্ঘং বিস্তারং চতুরঙ্গুলং ।

বিস্তারঙ্গুলাং খননং খাতং সমস্তলং ভবেৎ ॥

চতুর্কিংশতি অঙ্গুলী প্রমাণ দীর্ঘ ও যজ্ঞঙ্গুলি প্রমাণ প্রস্থ বরুণ (বজ্র) কাষ্ঠ  
দ্বারা পাণ্ডিত ব্যক্তি চমস নির্মাণ করিবেন । তদ্ব্যতীত বিংশ অঙ্গুলি দীর্ঘ  
স্থানে চতুরঙ্গ করিয়া সুরোভন বেদী করিবেন এবং তাহার মূলদণ্ড  
চতুরঙ্গুলি প্রমাণ প্রকল্পনা করিয়া উক্ত বেদী মধ্যে অষ্টাদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ  
ও চতুরঙ্গুলি প্রমাণ বিস্তার স্থানে বিস্তারতুল্য খনন করিয়া সমস্তল  
পাত করিবেন ।

ক্রবক্রচেন প্রমাণ । - খাদিরো বাধ পাল্যশো দ্বিবিভক্তিঃ ক্রবঃ স্মৃতঃ ।

ক্রবাহুমাত্রা বিজ্ঞেয়া বৃক্কস্ত প্রগ্ৰহস্তযোগেঃ ॥

ক্রবাগ্রে দ্বাদশবৎ খাতং দ্ব্যঙ্গুষ্ঠপরিমণ্ডলং ।

স্থানং শরাববৎ খাতং সনিসীহং যজ্ঞঙ্গুলং ॥

খদির-অথবা পলাশ কাষ্ঠদ্বারা চক্রিশ আঙ্গুল প্রমাণ ক্রব ও বাহুপ্রমাণ  
ক্রবের দণ্ড নির্মাণ করিয়া ক্রবাগ্রে দুই অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ স্থানে সানিসীহং গর্ত  
এবং ক্রবের অগ্রে যজ্ঞঙ্গুল স্থানে শরাব তায় গর্ত করিবে ।

আজ্যহাগীলকণ । - আজ্যহাগী তু কর্তব্যো তৈজসদ্রব্যাসমুত্তমা ।



মাংসেরী বাপি কর্তব্য নিত্যং সর্বাগ্নিকর্মসু ॥

সমস্ত অগ্নিকার্য্যে জাজ্যহালী তৈজস জব্য দ্বারা প্রস্তুত করিবে, অথবা মৃত্তিকা দ্বারা নির্মাণ করিবে।

চক্ৰহালী প্রমাণ।—তীর্থ্যপূর্ব্বসমিদ্ধাজ্ঞা দৃঢ়া নাতি বৃহন্মুখী।

উডুম্বরী তথা তাত্রী মুগুরী হস্তমুটিতা ॥

দ্বাদশাঙ্গুল প্রমাণ উচ্চ, দৃঢ় ও মূল হইতে কিকিৎ প্রশস্তমুখী চক্ৰহালী বজ্রডুম্বরকাঠ, তাত্র বা মৃত্তিকাদ্বারা নির্মাণ করিবে।

জব্যান্তরযুক্তং মাংসং জব্যান্তরযুক্তং দধি।

পয়োমুক্ততনারক তাত্রপাত্রে ন দ্ব্যতির্ধ কক্ষপ্রদীপে।

জব্যান্তর যুক্ত মাংস, জব্যান্তরযুক্ত দধি এবং অমুক্তনার জ্বলিত তাত্রপাত্রে দ্বণীয় নহে। সুতরাং তাত্রপাত্রে চক্ৰপাকে দোষ হইবে না।

তাত্রপৃষ্ঠ ও কাংস্য ক্রোড় প্রমাণ।—তাত্রৈকর্ষণপটৈঃ পৃষ্ঠমুপদোহস্তধৈব চ ॥

দশপল প্রমাণ তামাদ্বারা তাত্রপৃষ্ঠ ও দশপল প্রমাণ কাংস্য ক্রোড় নির্মাণ করিবে।

মেক্ষণ প্রমাণ।—ইগ্ৰজাতীয়মিদ্ধার্ক প্রমাণং মেক্ষণং ভবেৎ ॥

বস্ত্রং বাক্কক পৃথু গ্রন্থবদানক্রিচ্ছক্ষমং ॥

কাষ্ঠজাতীয় ইগ্ৰের অর্দ্ধ প্রমাণ অর্থাৎ প্রাদেশ প্রমাণ মেক্ষণ বৃক্কের দ্বারা প্রস্তুত করিবে, শাখা দ্বারা প্রস্তুত করিবে না এবং তাহার অগ্রভাগ নোটা গর্ত মুক্ত হইবে, যেন চক্ৰগ্রহণ করা যাইতে পারে।

ঋগ্বেদী ব্রতপ্রতিষ্ঠা।

কৃতনিম্নাক্রিয় বজ্রমান প্রতিবর্ষীয় করণীয় ব্রত সম্পন্ন করত পুণ্যাহাদি বাচন করাইয়া স্বস্তি বাচন পূর্ব্বক যজুর্বেদীয়বৎ সংকল্পাদি করিয়া ব্রহ্মবর-ণাদি করিবে। তৎপর হোতা যজুর্বেদী ব্রত প্রতিষ্ঠাক্রমে সমস্ত কার্য্য করিয়া স্বপদ্ধতি ক্রমে বহিঃস্থাপনাদি বিক্রপাকল্পপাত্ত কুশণ্ডিকা নির্ম্মাহ করিয়া অগ্নির ধান পূর্ব্বক সাহস নামা অগ্নির আবাহন ও পূজা করত প্রাদেশ প্রমাণ ব্রহ্মকর্ম সমিধ, অগ্নিতে আহুতি দিয়া নিরনিধিত ক্রমে চক্ৰহোম হইতে (৩১ পৃ ২১ পং হইতে) অগ্নিহোম করিয়া "ঐ সোমং রাজানং" ইত্যাদি স্বাহাত ময় দ্বারা হোম পর্ব্বান্ত (৩২ পৃ ৭ পং পর্ব্বান্ত) দ্বাবতীয় কার্য্য যজুর্বেদী ব্রত-প্রতিষ্ঠা ক্রমে সম্পন্ন করিয়া দিক্‌পালে হোম ও নবগ্রহ হোম করিবেন।

দিকপাল হোম।—“ওঁ যত ইন্দ্রঃ ভয়ামহে ততো ন ভয়ং কুপি  
মঘবন্ সন্ধিতরম্ উত্তিতি বিধদ্বিবো বিমৃধেতেহি স্বাহা।—ইদমিন্দ্রায় ॥ ১ ॥  
ওঁ অগ্নিঃ দূতং পুরোদধে হোতারং বিশ্ববেদসং অশ্ব যজস্য স্ক্রুতুং স্বাহা।—  
ইদমগ্নয়ে ॥ ২ ॥ ওঁ যমায় সোমং স্নুত বনায় সুহোতা হবিঃ। যমোহয়জ্ঞো  
গচ্ছন্নমগ্নিঃ দূতো অবকৃতঃ স্বাহা।—ইদং যমায় ॥ ৩ ॥ ওঁ মোমুণঃ পরাপর  
নিধিঃ তির্দ্দুরুহনাবধীত। পদীষ্ট কৃক্সয়া সহ স্বাহা।—ইদং মিধাতয়ে ॥ ৪ ॥ ওঁ  
ত্বম্নোহগ্নে বরুণশ্চ বিদ্বান্ দেবশ্চ হেলো অবধাসি সীষ্ঠাঃ। যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ  
শোণ্ডানো বিশ্বাদেবাসিঃ প্রমুখ্যস্ব্যং স্বাহা।—ইদং বরুণায় ॥ ৫ ॥ ওঁ  
তববায় বৃহস্পতে বৃক্ষজামাতরভুতং অবাস্যঃ বণীমহে স্বাহা।—ইদং বায়বে ॥ ৬ ॥  
ওঁ সোমো পৈম্বুং সোমোহরুস্তমাপত্তং সোমোবীরং কক্ষণ্যং দদাতি সাদনং  
সীমতথ্যং সাতয়ং পিহ শ্রবণং যো দদাসিদমৈ স্বাহা।—ইদং কুবেরায় ॥ ৭ ॥ ওঁ  
তমীশানং জগতস্তবুস্পতিং ইত্যাদি স্বাহা।—ইদং সীশানায় ॥ ৮ ॥ ওঁ ব্রহ্ম  
যজ্ঞানাং প্রথমং পুরস্তাদ্বীমিতঃ স্ক্রুচোরেন আবঃ। সবুয়া উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ  
সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিব স্বাহা।—ইদং ব্রহ্মণে ॥ ৯ ॥ ওঁ কালিকো নাম  
সর্পোনিবনাগসহস্রবলঃ। যমুনাত্রদেশো জাতো যো নারায়ণবাহনঃ। যদি  
কালিকদুত্তম্, যদি কালিকান্তম্। জন্মভূমিপয়িকান্তো নির্দিষো যাতি  
কালিকঃ স্বাহা।—ইদমনস্তায় ॥ ১০ ॥

নবগ্রহ হোম।—“ওঁ আকুঞ্চে ইত্যাদি স্বাহা।—ইদং সূর্য্যায় ॥ ১ ॥  
ওঁ আপ্যায়স্ব ইত্যাদি স্বাহা।—ইদং সোমায় ॥ ২ ॥ ওঁ অগ্নি যুজী ইত্যাদি  
স্বাহা।—ইদং মঙ্গলায় ॥ ৩ ॥ ওঁ উদুখ্যস্বাগ্নে ইত্যাদি স্বাহা।—ইদং বুধায় ॥  
৪ ॥ ওঁ বৃহস্পতে ইত্যাদি স্বাহা।—ইদং বৃহস্পতয়ে ॥ ৫ ॥ ওঁ শুক্রঃ শুক্রং  
উষোন জাবঃ পপ্রাসমীচীদিবো ন জ্যোতিঃ। কৃহা বভূব ভূবো দেবানাং  
পিতাপুত্রঃ সন্ স্বাহা।—ইদং শুক্রায় ॥ ৬ ॥ ওঁ সময়িরগ্নিভিঃ করচ্ছন্নস্তপ্ত  
সূর্য্যঃ। সংবাতো বভূব পাছ্যপান্মৃৎ স্বাহা।—ইদং শনৈশ্চরায় ॥ ৭ ॥ ওঁ কয়া  
নশ্চিত্র আভুবদুতী সদা বৃধঃ সখা কয়া সচিষ্টয়া বৃতা স্বাহা।—ইদং রাহবে  
॥ ৮ ॥ ওঁ কেতুং কৃষ্ণকেতবে ইত্যাদি স্বাহা।—ইদং কেতুভ্যঃ ॥ ৯ ॥

অতঃপর যজুর্বেদী ব্রতপ্রতিষ্ঠা ক্রমে সমস্ত কার্য্য করিয়া পুষ্করস্রোতো  
১৮টী মন্ত্রদ্বারা স্রোতাহোম করিবে। পরে হৃতাক্ত তিল দ্বারা “ওঁ  
ইড়াবতী” ইত্যাদি মন্ত্রে হোম (যজুর্বেদী ব্রতপ্রতিষ্ঠা দেখ) করিয়া প্রায়শ্চিত্ত-  
হোম করিবে। যথা,—

“অন্যোত্যাদি অগ্নিন্ হোমকর্ম্মণি যদবৈত্তুণ্যং জাতং তদোষপ্রশমনায় ‘ওঁ অগ্নাশায়ে’ ইত্যাদিভিন্নমন্ত্রৈঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যে” এই প্রকার সংকল্প করিয়া প্রায়শ্চিত্তহোম ( ১ম কাণ্ড ৯৫ পৃ দেখ ) করিবে । অতঃপর ষষ্টিক্কোম ( ১ম কাণ্ড ৯৬ পৃ ৮ পং দেখ ) করিয়া সাধারণ কুশণ্ডিকোক্ত যাবতীয় কার্য ( ১ম কাণ্ড ৯৬ পৃ ১৪ পং দেখ ) সমাপন করিবে । অনন্তর দক্ষিণাদি করিয়া ডালা উৎসর্গ প্রভৃতি ( যজুর্বেদী ব্রত প্রতিষ্ঠা দেখ ) করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিবে ।

### চন্দ্রমৌলি ন্যাস ।

“অং ত্রীকণ্ঠপূর্ণোদরীভ্যাং নমঃ । অং অনন্তবিরজাভ্যাং নমঃ । ইং হৃৎ-শালগীভ্যাং নমঃ । ঙং ত্রিমূর্ত্তিগোলাক্ষীভ্যাং । উং অমুরেশ্বরবর্জুলাক্ষীভ্যাং । উং অর্ধাশদীর্ঘাঘোণাভ্যাং । ঋং ভাবভূক্তিসুদীর্ঘমুখীভ্যাং । ঋং অতিথীশগোমুখীভ্যাং । ৯ং স্থানুকদীর্ঘাঘোণাভ্যাং । ৯ং হরকুণ্ডোদরীভ্যাং । এং ক্রিষ্টীশোঙ্কুমুখীভ্যাং । ঐং ভৌতিকবিরূতমুখীভ্যাং । ওং সলোজাতজালামুখীভ্যাং । ঔং অন্নগ্রহেশ্বরোকোমুখীভ্যাং । অং অক্রুরশ্রীমুখীভ্যাং । অং মহাদেনবিত্তামুখীভ্যাং । কং ত্রোথীশসর্বসিদ্ধিমহাকাশীভ্যাং । খং চণ্ডেশসর্কাদিসরস্বতীভ্যাং । গং পঞ্চাঙ্কগৌরীভ্যাং । ঙং শিবোত্তম-ত্রৈলোক্যবিদ্যাভ্যাং । ঙং একরূদ্রমন্ত্রশক্তিভ্যাং । চং কুম্ভীশশক্তিভ্যাং । ছং একনেত্রভূতমারিকাভ্যাং । জং চতুর্দাননলমোদরীভ্যাং । ঞং অবভ্রেশদ্রাবিনীভ্যাং । টং সর্বনাগরীভ্যাং । টং মৌমেশ-থেরীভ্যাং । ঠং লাক্ষ্মী-মঞ্জরীভ্যাং । ণং উমাকাণ্ড-কাকোদরীভ্যাং । তং আবাহিপূতনাভ্যাং । থং দণ্ডিতজকালীভ্যাং । দং অদ্রিযোগিনীভ্যাং । ধং মৌল-শঙ্খিনীভ্যাং । নং মেঘগর্জিনীভ্যাং । পং লোহিতকালরাত্রিভ্যাং । ফং শিখি-কুঞ্জিকাভ্যাং । বং ছগলঙ্ক-কপদিনীভ্যাং । ভং লোহিতকালরাত্রিভ্যাং । ঞং মহাকালজয়ভ্যাং । ঙং তৃণাশ্রয়ালিশুখেধরীভ্যাং । ৱং অঙ্গাস্ত্রভূজেশ-রেবতীভ্যাং । লং মাংসাপিণাকীশ-মুখীভ্যাং । বং মেদাশ্রয়জীবাধারীভ্যাং । শং অস্ত্রাঙ্কেশ-বায়বীভ্যাং । ঙং মজ্জাশ্রয়েত-রক্ষোবিহারিনীভ্যাং । সং শুক্রা-শ্রুত্বীশ-সহজাভ্যাং । হং প্রাণাশ্রয়কুন্দীশলক্ষীভ্যাং । লং বীজাশ্রয়বিষয়পিনীভ্যাং । ক্ষং অকোণাশ্রয়কমন্ডলমারীভ্যাং ।” ইহাদের প্রত্যেকের অন্তে “নমঃ” শব্দ যোগ করিয়া যে বতের আরাধ্য দেবতা শিব, সেই বতে মাতৃকাত্ম্যের পানে এই চন্দ্রমৌলি স্নান করিবে ।

চন্দ্রমৌলিস্নান সমাপ্ত ।

## সূর্য্যার্ঘ্য দানবিধি ।

পুরোহিত প্রথমত স্ততিবাচনাদি করত সংকল্প করিবেন । যথা,—

“অন্তেষ্টাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকগোত্রস্ত শ্রীঅমুকদেবশর্মাণঃ  
অমুকরোগ-উপশমনকামঃ হংসাদিসম্ভুতিনায়া অর্ঘ্যদানমহং করিষ্যামি ।”  
অতঃপর সূক্তপাঠ করিয়া যেস্থানে সূর্য্যের উদয়ান্ত দৃষ্ট হয়, এই রূপ স্থানে  
বসিয়া অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করত পদ্মের পূর্বদলে বর্জুলাকার রক্তবর্ণ সূর্য্যের  
আকৃতি আঁকিবে এবং অগ্নিকোণে—স্রবি, দক্ষিণে—বিবস্বান, নৈঋতে—ভগ,  
পশ্চিমে—বারুণ, বায়ুকোণে—মিত্র, উত্তরে—আদিত্য, ঈশানকোণে—বিষ্ণু  
এবং মধ্যস্থলে ভাস্করমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া পুষ্প ও তণ্ডুলদ্বারা ইহাদিগের আবা-  
ধন করত পূজা করিবে । অনন্তর ঘোড়শোপচারে সূর্য্যের পূজা করিয়া পূর্বাদি-  
দিক্‌ক্রমে দীপ্ত্য, স্কন্ধা, জয়া, ভদ্রা, বিভূতি, বিনলা, অমোবা, বিদ্যাতা,  
এবং মধো জায়ার পূজা করিবে ।

তৎপর তাত্রপাঠে পদ্ম, জবা বা করবীরপুষ্প ও তিল তণ্ডুল, কুশোদক এবং  
চন্দনদ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া তাহা মস্তকে ধারণ করত জাহ্নবয় ভূমিসংলগ্ন  
করিয়া “ঐ দিশি দিশি তপনো মহোগ্রতাপোজ্জলতি হতাশনঃ দীপ্ততেজসং ।  
তিথিকুরগ্নহর্ষকালচক্রং দিবসকরং শরণমুপৈমি সূর্য্যং ॥ ঐ এহি  
সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাজে জগৎপতে । অমুকস্য মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং  
দিবাকরং ॥ ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ” । বলিয়া সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিবে । তৎপর  
করযোড়ে “ঐ নমোহস্ত সূর্য্যায় সহস্রাভানবে নমোহস্ত বৈগানর জাতবেদসে ।  
এমেব বার্ষ্যং প্রতিগৃহ্য দেবদেবাদিদেবায় নমোহস্ত তুভ্যং । নমো ভগবতে  
তুভ্যং নমস্তে জাতবেদসে । দত্তাদর্ঘ্যং মহাত্মনুং তং গৃহাণ নমোহস্ত তে ।  
ইমগ্রায় তমোগ্রায় রমগ্রায় চ বৈ নমঃ । কৃতগ্রায় চ দেবায় তস্মৈ সূর্য্যায় নমঃ  
নমঃ । হরিতহর্যরথং দিবাকরং কনকায়ানুজরেণপিঞ্জরং ।” এই স্তব করিয়া  
সাতবার প্রদক্ষিণপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করিবে । এইরূপ সর্ব্বস্থানে—ঐ  
হংসায় । ১। ভানবে । ২। সহস্রাংশবে । ৩। তপনায় । ৪। তাপনায় । ৫। রবয়ে  
। ৬। বিকর্তনায় । ৭। বিবস্বতে । ৮। বিশ্বকর্মাণে । ৯। বিভাবসবে । ১০।  
বিশ্বরূপায় । ১১। বিশ্বকর্ত্রে । ১২। মার্গিণায় । ১৩। মিহিরায় । ১৪। অংগুভতে  
। ১৫। আদিত্যায় । ১৬। উষ্ণগবে । ১৭। সূর্য্যায় । ১৮। অর্ঘ্যায় । ১৯।  
বরায় । ২০। দিবাকরায় । ২১। দাদিশায়নে । ২২। সম্ভবায় । ২৩।

ভাস্করায় । ২৪ । অহঙ্করায় । ২৫ । খগায় । ২৬ । সুরায় । ২৭ । প্রভা-  
করায় । ২৮ । বিভাকরায় । ২৯ । লোকচক্ষুৰ্বে । ৩০ । গ্রহেশ্বরায় । ৩১ ।  
ত্রিলোকেশায় । ৩২ । লোকসাক্ষিনে । ৩৩ । তমোহরয়ে । ৩৪ । শাস্তরায় । ৩৫ ।  
শুভয়ে । ৩৬ । গভত্তিহস্তায় । ৩৭ । তীব্রাংশবে । ৩৮ । উরণয়ে । ৩৯ । স্তম্ভো-  
হরায় । ৪০ । হরিদম্বায় । ৪১ । রশ্ময়ে । ৪২ । অর্কাক্ষ । ৪৩ । ভাস্করতে । ৪৪ ।  
ভয়নাশনায় । ৪৫ । ছন্দোগায় । ৪৬ । বেদবেদুয় । ৪৭ । ভাস্করতে । ৪৮ ।  
পুষ্ক । ৪৯ । বুধাকপয়ে । ৫০ । একচক্রবায় । ৫১ । মিত্রায় । ৫২ । তমি-  
ত্রে । ৫৩ । দৈত্যয়ে । ৫৪ । পাপহর্ত্রে । ৫৫ । ধর্মায় । ৫৬ । ধর্মপ্রকাশায়  
। ৫৭ । হেলিকায় । ৫৮ । চিত্রভানবে । ৫৯ । কলিয়ার । ৬০ । আর্ক্যাবাহনায়  
। ৬১ । দিক্‌পতয়ে । ৬২ । পদ্মিনীনাথায় । ৬৩ । কুশেশ্বরকরায় । ৬৪ । হরয়ে  
। ৬৫ । দিব্যদে । ৬৬ । জুনিরীক্ষায় । ৬৭ । চণ্ডাংশবে । ৬৮ । মান্দহারবে  
। ৬৯ । কশ্যপাশ্রজায় ॥ ৭০ ॥”

অনন্তর নমস্কার করিয়া দক্ষিণা ও অচ্ছিন্নাবধারণাদি করিবেন ।

স্বর্গাধীনান সমাপ্ত ।

### গয়াশ্রাদ্ধপদ্ধতি ।

গয়াযাত্রা প্রয়োগ । - গয়াযাত্রার পূর্ব তৃতীয় দিবস ব্রহ্মচর্যাাদি নিয়মে  
ধাকি দ্বিতীয় দিবস নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে স্বস্তিবাচনপূর্বক সংকল্প  
করিবে । যথা,—

“অদ্যোভ্যাগি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা করিষ্যমাংগয়াযাত্রাদ-  
ভূতোপবাসমহং করিষ্যে ।” এইরূপ সংকল্প করিয়া সেই দিন উপবাস করিবে ।  
তৎপরে দিন নিত্যক্রিয়াস্তে শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমনপূর্বক স্বস্তিবাচন  
করত সংকল্প করিবে ।—“অদ্যোভ্যাগি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা করিষ্য-  
মাংগয়াযাত্রানির্জিয়পরিসমাপ্তাং গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বকং  
ইষ্টদেবতায় যথাশক্তি পূজনমহং করিষ্যে ।” এই প্রকার সংকল্প করিয়া গণে-  
শাদি দেবতার পূজা করত ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া দক্ষিণা দান করিবে ।  
তৎপরে কুপাচারানুসারে পার্শ্ব বা জাহ্নবাদিক প্রাক্কাষ্ঠান করিবে । প্রাক্কে  
“তীর্থযাত্রানিমিত্তক” এইরূপ শাক্য উল্লেখ করিবে । ত্রীলোক প্রাক্ধ করিবে না,  
শুভ আমায়ংগার শাক্য করিবে ।

গয়া যাত্রাকৃত্য ।—প্রথমত বধাপক্তি বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ-  
গণকে পরিতুষ্ট করিয়া যাত্রাসংকল্প করিবে । যথা,—“অদ্যোত্যাদি অমুকগোত্রঃ  
শ্রীঅমুকদেবশর্মা সমস্থপিতৃণাং দশপূর্বদশপরস্ববংশ্যানাক্ষ নরকোদ্ধারণানন্তর-  
স্বর্গাধিরোহণপূর্বক” শাস্ত্রত ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিকামো গয়াপ্রাক্কাদিকরণার্থং গয়াযাত্রা-  
মহং করিষ্যে ।” এইরূপ সংকল্প করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধান করত ব্রহ্মচারিবেশ  
ধারণ করিয়া শুভলগ্নসময়ে গ্রাম হইতে নিগত হইয়া সেই গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া  
ক্রোশান্তর মধ্যস্থ গ্রামান্তরে সেইদিন অবস্থিতি করিয়া পরদিন পূর্বাঙ্কে স্নানাদি  
নিত্যক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করত গমন করিবে ।

প্রথমদিন কৃত্য ।—গয়াতে উপস্থিত হইয়া তীর্থ দৃষ্টিমাত্র ভূমিতে, সাষ্টাঙ্গ  
নমস্কার করিবে । পরে হস্তপাদাদি প্রক্ষালনপূর্বক আচমন করত “ওঁ গয়া-  
তীর্থায় নমঃ” বলিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া কঙ্কতীর্থে গমন করিবে ।  
তথায় পরিধেয় বস্ত্রসহিত স্নান করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যাদি নিত্যক্রিয়া নির্বাহ  
করিয়া কুশহস্তে আচমনপূর্বক সংকল্প করিবে । যথা,—“অদ্যোত্যাদি অমুক-  
গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা সমস্থপিতৃণাং বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তয়ে আয়নশ্চ ভুক্তিমুক্তি-  
প্রাপ্যর্থং তীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তং অস্মিন কঙ্কতীর্থে স্নানমহং করিষ্যে ।”

এই প্রকার সংকল্প করিয়া কৃত্যগুলি পুরঃসর বাক্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিয়া  
প্রার্থনাত্ত প্রণাম করিবে । মন্ত্র যথা,—\*

“ওঁ নমো দেবদেবায় শিতিকর্ষায় দণ্ডিনে । রুদ্রায় চাপহস্তায় চক্রিনে  
বেধশৈ নমঃ ॥ ওঁ সরস্বতী চ সাবিত্রী দেবতাস্মৈ গরীরনৌ । সরিধানী ভবভ্রাত  
তীর্থপাপপ্রণাশিনী ॥ ওঁ সাগরুশ্বননির্ঘোষ দণ্ডহস্তাস্রাস্তক । জগছেষ্ঠ  
জগদধিষ্ঠামি ত্রাং স্ববেশ্বর । তীক্ষ্ণদংষ্ট্র মহাকায় কলান্তদহনোপম । ভৈরবায়  
নমস্ত্যামস্ত্যজাং দাতুমর্হসি ॥ ওঁ ফলপ্ততীর্থে বিষ্ণুজলে করোমি স্নানমাদৃতঃ ।  
পিতৃণাং বিষ্ণুলোকায ভুক্তিমুক্তিপ্রসিদ্ধয়ে ॥”

অতঃপর হস্তপ্রমাণ চতুরস্র করিয়া “ওঁ গঙ্গে চ যমুনে” ইত্যাদি ময়ে  
তীর্থাবাহন ও “ওঁ বিষ্ণুপাদপ্রস্থতাদি” ইত্যাদি মন্ত্র ( ২য় কাণ্ড ৮৪ পৃ দেখ )  
পাঠ করিয়া সেই জলদ্বারা অঙ্গমার্জন করত তিনবার নিমগ্ন হইবে ।  
অতঃপর “ওঁ ঋতক সত্যাকাশী” ইত্যাদি অঘমর্ষণ যুক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া জলাভি-  
মন্ত্রণ করত সেই জলদ্বারা আচমনপূর্বক জলংগে উক্ত যুক্তমন্ত্র তিনবার জপ  
করিয়া তিনবার নিমগ্ন হইবে । শূদ্রাদি “ওঁ অথক্রান্তে রথক্রান্তে” ইত্যাদি মন্ত্র  
( ২য় কাণ্ড ৮৪ পৃ দেখ ) পাঠ করিয়া সর্বগোত্রে শ্রুতিকালেপনপূর্বক স্নান করিবে ।

তৎপৰ নাতিপ্রমাণ জলে দাড়াইয়া “ও নমো নারায়ণায়” এই মন্ত্ৰে চতুর্ভুজ করিয়া “ও বিষ্ণুপাদপ্রহতাসি” ইত্যাদি মন্ত্ৰ পাঠ করত “ও নমো নারায়ণায়” মন্ত্ৰ জলমধ্যে সাতবার জপপূৰ্ণক মন্ত্ৰকে সাতবার জলাঞ্জলি দিবে। পরে তিনবার বা একবার জলমধ্যে নিমজ্জিত হইবে।

এই প্রকারে জ্ঞান কার্য সমাপন করিয়া ধৌতবস্ত্ৰ পরিধানপূৰ্ণক তিল-কাঙ্গি করিয়া মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাদি নিকীৰ্হাস্তে তর্পণ করিবে। যথা,—

প্রথমত সংকল্প করিবে।—“অন্যোতাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশৰ্ম্মা সমস্তপিতৃণাং অক্ষয়তপ্তিপূৰ্ণকশাস্বত ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তয়ে অসদগতীনাং সন-গতিপ্রাপ্তয়ে চ অগ্নিন্ ফলগুতীৰ্থে তর্পণমহং করিষ্যে।”

এই প্রকার সংকল্প করিয়া স্ব স্ব বৈদীয তর্পণপদ্ধতি অনুসারে (২য় কাণ্ড ৭০ পৃ হইতে ৭৬ পৃ পর্যন্ত দেখ) তর্পণ কার্য সমাপন করিবে।

পরে “ও ধোয়ঃ সদা” ইত্যাদি ধ্যান দ্বারা বিষ্ণু ধ্যান করিয়া যথা সম্ভব উপচারে বিষ্ণু পূজা করত কুলাচারানুসারে পার্শ্বক বা আভ্যাসিক শ্রাদ্ধ করিবে। শ্রাদ্ধানুজ্ঞাবাক্যে,—“গদাখ্যমহাতীৰ্থপ্রাঙ্গিনিমিত্তক ফলগুতীৰ্থে শ্রাদ্ধমহং করিষ্যে” এইরূপ বাক্য করিবে। শ্রাদ্ধার্থার্থ্য পিণ্ড দান করিবে। পিণ্ডদানক্রমে পিতা, পিতামহাদির পিণ্ড দান করিয়া ষোড়শ পিণ্ডদান করিবে। প্রথম পিতৃবাক্ষণী,—একটী পিণ্ড গ্রহণ করিয়া “ও পিতা পিতামহৈশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ। মাতা পিতামহী চৈব তথৈব প্রপিতামহী। মাতামহ স্তম্ভপিতা চ প্রমাতামহাদয়ঃ। তেবাং পিতো ময়া দত্তো হুক্ষয়মুৎতিষ্ঠতাং।” বলিয়া পিণ্ড প্রদান করত পিণ্ডান্তিকে পিণ্ডশেষ বিকীর্ণ করিবে।

অন্তঃপৰ আচমনপূৰ্ণক করি অরুণ করিয়া পিতৃপাত্ৰ-প্রক্ষালিত জলধারা “ও অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশৰ্ম্মরবনেনিষ্ক্ দে চাব হামহু হাংচ তমহু তমৈ তে স্বধা” বলিয়া অবনেজন করত উত্তরাভিমুখী হইয়া “ও অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং স্বধাভাগমাবুধাধ্বং। ও মদন্তঃ পিতরো যথাভাগমাবুধাধ্বং ও নমো বঃ পিতরো নমোঃ বঃ গৃহাং পিতরো দত্ত সদো বঃ পিতরো দেঋঃ।” ইহা পাঠ করিবে। বজ্জুর্ধ্বনিগণ—পিণ্ডশেষ বিকীর্ণ করিয়া “ও অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং স্বধাভাগমাবুধাধ্বং” ইহা জপ করিয়া উত্তরাভিমুখী হইয়া “ও

পিতৃস্বধা।—আচমনোজ্যবুজ্জল লক্ষ্মী চক্ষুণা চক্ষা। পিণ্ডদানং ততুলৈশ্চ ধৌতবৈশ্চি-মিত্তিষ্ঠৈঃ। আয়োঃ।

মনী মদন্তঃ পিতরো যথাভাগমাবধিবত” ইহা পাঠ করিবে। পরে পিতৃপাত্র-প্রক্ষালিত জল দ্বারা “ও অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্মন্ এতঃ প্রাত্যবনে-জনঃ তুভ্যং স্বধা” বলিয়া অবনেজন করিয়া নীচী ত্যাগ করত পিতৃপাত্রি ঘড়ঙ্গলিমন্ত পাঠ করিবে। পরে উভয় বেদীয়গণই শুক্লবস্ত্রদশাভব বাদহস্ত গ্রহণ করিয়া “এতরঃ পিতরো বাসঃ” বলিয়া পিণ্ডের উপর দিয়া সামবেদীয়-গণ—“ও অমুকগোত্র পিতরমুকদেবশর্মন্ এতন্তে বাসঃ স্বধা।” যজুর্বেদীয়গণ “এতং বাসস্তভ্যং স্বধা” বলিয়া উৎসর্গ করত উর্জ্জ্বারা প্রদান করিয়া সন্ধাদি দ্বারা তুফাঁং পিণ্ডের পূজা করত পিণ্ড আত্মাণ করিয়া করবোধে “ও তীর্থপ্রাপ্তিনিমিত্তকং পিণ্ডদানং পরিপূর্ণমন্ত্” এই প্রার্থনা করিবে। পরে পিণ্ড তীর্থজলে নিক্ষেপ করিয়া বৈশ্বনাশাস্তির জন্ত বিষ্ণুম্বরণ করিবে। তৎপর পিতৃনমস্কার করিয়া বক্ষ্যমান মন্ত পাঠ করিবে। যথা,—

“ও পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ তৃপ্তিমায়াস্ত পিণ্ডেন ময়া দত্তেন ভূতলে। মাতামহস্তং পিতা চ পিতা তস্যাপি তৃপ্যতু। দ্বিজানাং তর্পণাক্ষোমাং পিণ্ডদানাস্ত মে সদা। গয়ায়াং মুণ্ডপৃষ্ঠে চ সরসি ব্রহ্মণস্তথা। গয়াশীর্ষে বটে চৈব পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ং। গয়ায়াং পিতৃরূপেণ স্বয়মেব জনাৰ্জনঃ। তং দৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাকং মুখাতে চ ধনত্ৰয়াং। শরীপত্রপ্রমাণেন পিণ্ডং দত্ত্বাং গয়া-শিখে। উদ্ধরেৎ সপ্তগোত্রাণি কুট্টকোত্তরং শতং।

“পরে কৃতাজলি হইয়া “ও ইদং গয়াপ্রাকং সাঙ্গমন্ত্” এই প্রশ্ন করিলে ব্রাহ্মণ “ও সম্পূর্ণমন্ত্” ইহা বলিবেন।

দ্বিতীয় দিন কৃত্য। প্রথমতঃ ‘কঙ্কতীর্থে’ প্রাতঃস্নানাদি নিত্যক্রিয়া করিয়া গয়ার বামুকোণে প্রৈতপর্কিতে গমন করিয়া তম্বূলসন্নিধানে ঈশান কোণে ব্রহ্মকুণ্ডে যাইয়া “অদ্যোভাদি অমুকগোত্রঃ ত্রীঅমুকদেবশর্মা সমস্ত-পিতৃণাং সন্ত্যাবিতপ্রেতর্হনাশপুঙ্ককশাষতব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিকামঃ অশ্বিন্ ব্রহ্ম-কুণ্ডে তর্পণমহং করিষ্যামি” এইরূপ সংকল্পপূর্বক তর্পণ করত প্রাক্কার্ধ জল লইয়া পুনর্বার প্রৈতপর্কিতে গমন করত স্তবর্ণরেখাক্রিত শিলা-সন্নিহিতে গমনপূর্বক পানপ্রক্ষালন করিয়া “ও কবাবালোহনলঃ নোমো বমশ্চৈবর্ষ্যমা তথা। অমিষান্তা বর্হিবদঃ সোমশাঃ পিতৃদেবতাঃ। আগচ্ছন্ত মহাতাগা যুযাভীরকি-তান্তথা। মদীয়াঃ পিতরোঃ যে চ কুলে জাতাঃ স্বনাতয়ঃ। তেবাং পিতৃপ্রদানাস্ত আগতোহস্মি গয়ায়িমাং। তে সর্গে তৃপ্তিমায়াস্ত প্রাজ্জেনানেন শাখতীং।” এই মন্ত পাঠ করিয়া পিতৃগণের আবাংন করিবে।



অতঃপর পূর্ববৎ সংকল্পাদি করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে। যথা,— প্রথমতঃ স্বশা-  
খোক্ত ক্রমে গুরুগব্য শোধন করিয়া তদ্বারা শ্রাদ্ধভূমি অভ্যঙ্গণপূর্বক দক্ষি-  
ণাভিমুখী, পাতিত বাম জাহ্নু ও প্রাচীনাবীতী হইয়া আচমন করিয়া বিষ্ণুস্মরণ  
করত কুশোদক দ্বারা শ্রাদ্ধভূমি সংপ্রোক্ষণ করিয়া কৃতাজলিপুরুঃসদ “ও  
কব্যালোহলনঃ সোমো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃগণের আবাহন করত  
“ও পিত্রাদিত্যো নমঃ” মন্ত্রে পিত্রাদির পূজা করিয়া স্ব স্ব পার্শ্বগবিনিক শ্রাদ্ধ  
করিবে। অশুদ্ধ হইলে পুনরং সংকল্পাদি স্থানশোধন পর্যন্ত কার্য্য করিয়া  
পিণ্ডদানবিধি ক্রমে “স্বধা” পদ উল্লেখ করিয়া পিতৃগণের পিণ্ডদান করত  
নমস্তার করিয়া অঙ্কিত্রাবধারণ করিবে।

অতঃপর পুনরং পিতৃগণের দ্বারা সংকল্পদান শৌধন হইতে পিতৃপূজাস্ত কৰ্ম্ম  
করিয়া কুশ আকৃত করত “ও অত্রকৃত্তব্যার্থান্তং দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ। তৃপ্যন্ত  
পিতরঃ সন্ধ্যা মাতৃমাতামহাদয়ঃ। অতীতকুলকৌটীনাং সম্ভবীপনিবাসিনাং।  
আত্রকৃত্তব্যনামোকাপিদমগ্ন তিলোদকঃ।” ইহা পাঠ করিয়া আকৃত কুশোপরি  
তিলোদকাজলি প্রদানপূর্বক “ও পিতা পিতামহশ্চৈব” ইত্যাদি মন্ত্র (৭১ পৃ  
দেখ) পাঠ করিয়া তিল-মধু-দধি-ঘৃতযুক্ত মুষ্টিপ্রমাণ শতকৃত পিণ্ড পিত্রাদি  
দ্বাদশ ব্যক্তিকে দান করিবে। তৎপর পিতৃব্যাদি ও পিতৃব্যপত্ন্যাণ্যাদির শ্রাদ্ধ বা  
পিণ্ডদান করিয়া দক্ষিণমুখী হইয়া উপবেশন করত ঘোড়শ পিণ্ডদান করিয়া  
তাহার দক্ষিণে বসিয়া স্ত্রীষোড়শী করিবে। যদি পুত্র কামনা থাকে তবে  
“ও যো মে প্রজাং নাশয়তি জীবো নশতি বা স্বয়ং। তস্য কণ্ঠপগোত্রস্য  
বায়ুরুপস্য দেহিনঃ। প্রেতম্যোদ্ধারবিধয়ে তস্মৈ পিণ্ডঃ দদামাহং। ১। ও  
যো মে প্রজাং নাশয়তি জীবো নশতি বা স্বয়ং। তস্য প্রোতস্য নন্তোহত্র  
পিণ্ডোহহমুপতিষ্ঠতু। ২। ও যো মে প্রজাং নাশয়তি জীবো নশতি বা স্বয়ং।  
বিষ্ণুরূপঃ স লভত্যাং যা পিণ্ডার্পণাহতিঃ। তস্য কণ্ঠপগোত্রস্য বায়ুরুপস্য  
দেহিনঃ। অয়ং পিণ্ডো ময়া দত্তো যঃ পীড়্যঃ কুরুতে মম। ৩। ও ইমং  
তিলবয়ং পিণ্ডং মধুসর্পিঃসমধিতঃ। দদামি তস্মৈ প্রোতায় যঃ পীড়্যঃ কুরুতে  
মম। ৪।” এই মন্ত্রে চারিটা পিণ্ড দান করিয়া পিতৃনমস্তার করত “ও পিত্রা-  
দয়ঃ কৃমক্ষাং” বলিয়া বিসর্জন করিবে।

এই প্রকারে শ্রাদ্ধাদি নিষ্পাদন করত আচমনপূর্বক পূর্বাভিমুখে কৃতাজলি  
হইয়া “ও সাক্ষিণঃ সন্ত মে দেবাঃ ত্র্যক্ষশানাদয়স্তথা। ময়া গয়াং সমাসাদ্য  
পিতৃণাং নিকৃতিঃ কৃত্য। আগতে হস্মি গয়াং সেব পিতৃকার্ষ্যে গদাধর। ভবেব

যাকী ভগবদ্রূপে হিহমুগ্ধয়াৎ ।” ইহা পাঠ করিবে । তৎপর “অদ্যেত্যাदि—  
: প্রতপর্কতে তিলমিশ্রিতশক্তুনিক্ষেপং সতি লজ্জা লিঙ্গাদানঞ্চ করিষ্যে” এই  
প্রকার সংকল্প করিয়া “ওঁ বে কেচিং প্রেতরূপেণ বর্তন্তে পিতরো ঈম । তে  
দর্শে তৃপ্তিমায়াস্ত শক্তু ত্তিলমিশ্রিতৈঃ ।” এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক তিলমিশ্রিত  
শক্তু নিক্ষেপ করিয়া “ওঁ আত্রক্ষন্তম্পর্যাস্তং যং কিঞ্চিৎ সচরাচরং । ময়া দত্তেন  
ভোয়েন তৃপ্তিমায়াস্ত সর্বধঃ ॥” বলিয়া সতিল জলাঞ্জলি প্রদান করত পর্কত  
হইতে অবতরণ করিয়া গরুর উত্তর দিকে মহানদীর পশ্চিমতীরস্থ প্রেত-  
শিলাতে গমন করিবে ।

তৃতীয়দিন-কৃত্য ।—কলুণ্ডতীর্থে প্রাতঃস্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন করত  
উত্তরমানসে গমনপূর্বক তীর্থেদিক দ্বারা মন্তক অভ্যাস করিয়া “অদ্যেত্যাदि  
অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা আশ্বিন্তুদ্বিহ্মলোকাদি-প্রাপ্তিপিতৃমুক্তিকামঃ  
উত্তরমানসে স্নানমহং করিষ্যে ।” এইরূপ সংকল্প করত স্নানোক্ত মন্ত্র পাঠ  
করিয়া “ওঁ উত্তরে মানসে স্নানং কৰোম্যাহ্নবিত্তকরে । স্বর্য়লোকা দিসংসিদ্ধি-  
দিক্ষয়ে পিতৃমুক্তয়ে ॥” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যথাবিধি স্নান তর্পণাদি করিবে ।

অতঃপর পিতৃগণের অক্ষয়তৃপ্তি কামনায় সংকল্প করিয়া প্রেতপর্কতোক  
শ্রাদ্ধাদি নিষ্পন্ন করত পিতৃগণের স্বর্য়লোক নয়নকামনায় “ওঁ নমো ভগবতে  
ভর্ক্রে সোমভৌমজরুপিণে । জীবভাগ বসৌরেয়রাহুকেতুস্বরুপিণে” এই মন্ত্রে  
স্বর্ক্কর-পূজা ও প্রণাম করিবে ।

তৎপর মৌনী হইয়া দক্ষিণমানসে গমন করত তদন্তর্গত উত্তরভাগস্থ উদীচী-  
নামক তীর্থে “অদ্যেত্যাदि আশ্বিন্তুদ্বিহ্মলোকাদিপ্রাপ্তিরূপহত্যা দিপাপ-  
সমূহনাশকামঃ পিতৃমুক্তিকামো বা উদীচীতীর্থে স্নানমহং করিষ্যে ॥” এইরূপ  
সংকল্প করিয়া স্নানোক্ত মন্ত্র পাঠ করত কৃতাজলি হইয়া “ওঁ ব্রহ্মহত্যা দি-  
পাপোষষাতনায়া বিমুক্তয়ে । দিবাকর কবোমৌহ স্নানং দক্ষিণমানসে ॥”  
ইহা পাঠ করিয়া যথাবিধি স্নান ও তর্পণাদি করিবে । পরে পিতৃমুক্তি কামনায়  
সংকল্প করিয়া প্রেতপর্কতবৎ শ্রাদ্ধাদি করিবে এবং দক্ষিণ মানসান্তর্গত  
মধ্যভাগস্থ কনখল তীর্থে ও তদন্তর্গত দক্ষিণভাগস্থ দক্ষিণমানসে উদীচীতীর্থের  
ভ্রায় কার্য্য করিবে । পরে “ওঁ নমামি স্বর্য়ং তৃপ্ত্যর্থং পিতৃণাং ভারণায় চ ।  
পুত্রপৌত্রধনৈশ্বৰ্য্যায়ুর্য়োগ্যবুদ্ধয়ে ॥” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মৌনী হইয়া  
প্রণাম ও পূজা করিবে । মৌনাবলম্বন করিয়া পূজা করে বলিয়া ইহাকে  
মৌনাক বলে । তৎপর দ্বিতীয় দিন কৃত্যোক্ত “ওঁ কবাবাল” ইত্যাদি “শাশ্বতীং”

পর্যন্ত পাঠ করিয়া গদাধরের পূর্বদিকে সর্বতীর্থোক্তম ফলতীর্থে বাইরা  
“অন্তোজ্যোতিঃ পিতৃণাং বিমূলোকপ্রাপ্তয়ে আত্মনশ্চ ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধয়ে চ ফলতীর্থে  
জানমহং করিষ্যে ॥” এই প্রকার সংকল্প করিয়া ত্রানোক্ত মন্ত্রপাঠান্তে প্রথম  
দিনোক্ত “ও ফলতীর্থে বিমূলোকে” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া যথাবিধি জ্ঞান  
ও তর্পণাদি করিবে। তৎপরে পিতৃগণের মোক্ষপ্রাপ্তিকামনায় সংকল্প করিয়া  
প্রৈতপর্ষতোক্ত শ্রাদ্ধাদি করিবে ॥ ইতি পঞ্চতীর্থ কৃত্য ॥

তৎপরে মধুস্রবার দক্ষিণকূলস্থিত মহেশ্বরকে “ও নমঃ শিবায় দেবায়  
কৈশান পুরুষায় চ। অধোর বামদেবায় সন্তোজাতায় শম্ভবে ॥” এই মন্ত্রে  
পূজা ও প্রণাম করিয়া গদাধরের পূর্বা হেতুক পুনর্বার কলণ্ড তীর্থে  
পূর্ববৎ জ্ঞান করত গদাধরের দর্শন করিয়া “ও নমো বামদেবায় নমঃ  
সংকল্পায় চ। প্রজ্ঞায়ানিরূপায় শ্রীংসায় চ বিমূর্ষে ॥” বলিয়া নমস্কার ও পূজা  
করিবে। অনন্তর পিতৃগণের ব্রহ্মলোকগমন কামনায় পুনর্বার পঞ্চতীর্থে  
যথাবিধি জ্ঞান ও তর্পণ করিয়া পুনরায় গদাধরের সমীপে উপস্থিত হইয়া  
অষ্টোত্তরশতপল পরিমিত পকানুত দ্বারা গদাধরকে জ্ঞান করাইয়া পুষ্প বস্ত্রা-  
লঙ্কারাদি দ্বারা পূজা করিবে। এই কার্যে পকানুত জ্ঞান অবশ্য কর্তব্য,  
অকরণে প্রত্যব্যয় আছে।

চতুর্থদিন কৃত্য।—ফলতীর্থে প্রাতঃস্নানাদি নিত্যক্রিয়া নির্বাহ করিয়া  
ধর্ম্মারণ্যে গমন করিবে। তথায় মতঙ্গবাণীতে সর্বপাপ বিমুক্তিকামনায়  
সংকল্পপূর্বক যথাবিধি জ্ঞানতর্পণ করিয়া পিতৃ-উদ্ধার কামনায় সংকল্প করত  
প্রৈতপর্ষতোক্ত শ্রাদ্ধাদি করিবে। তৎপরে মতঙ্গবাণীর উত্তরদিকস্থ ‘মতঙ্গ-  
দেব দর্শনপূর্বক প্রণাম করিয়া কৃত্যকলি হইয়া “ও প্রমাণং দেবতাঃ সন্ত  
লোকপালশ্চ সাক্ষিণঃ। সমাগতা মতঙ্গেন্দ্রিদ্ভি পিতৃণাং নিরুজিঃ কৃত্য ॥”  
ইহা পাঠ করিবে। তৎপরে ব্রহ্মরূপে গমন করিয়া পিতৃ-উদ্ধার কামনায়  
সংকল্প করিয়া যথাবিধি জ্ঞান ও তর্পণ করত প্রৈতপর্ষতবৎ শ্রাদ্ধাদি করিবে।  
পরে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মেররকে প্রণাম করিয়া মহাবোধিরূপের অদোষেশে স্ব-স্ব-  
কামনায় প্রৈতপর্ষতের ন্যায় শ্রাদ্ধাদি করত “ও চন্দ্রলগ্নায় বৃক্ষায় সর্বপা  
স্থিতিহেতবে। বোধিসদ্বায় যজ্ঞায় অম্বসায় নমো নমঃ ॥” বলিয়া নমস্কার  
করিয়া “ও অম্বশ যদ্যত্রি বৃক্ষরাজ নারায়ণস্থিতি সর্বকালং। অতঃ  
ততঃ সততঃ তরুণাঃ যজ্ঞোহসি দুঃখপ্রবিনাশনোহসি ॥” বলিয়া প্রার্থনা  
করিবে।

পঞ্চমদিনকৃত্য ।—ফলশ্রুতীর্থে নিত্যক্রিয়াদি নির্বাহ করিয়া ব্রহ্মসমো-  
 বরে গমন করিয়া “অন্তেষ্ট্যাদি ঋণত্ৰয়বিমুক্তিকামঃ আত্মতুষ্টিকামো বা  
 ব্রহ্মসরসি স্নানমহং করিষ্যে ।” এই রূপ সংকল্প করিয়া স্নানোক্ত মন্ত্র  
 পাঠাদি করত “ও স্নানং করোমি তীর্থেহস্মিন ঋণত্ৰয়বিমুক্তয়ে । শ্রাদ্ধায়  
 পিতৃগণায় তর্পণায়ান্নতুষ্টিয়ে ।” এই মন্ত্র পড়িয়া যথাবিধি স্নান ও তর্পণ করিয়া  
 পিতৃগণের ব্রহ্মলোক গমন কামনায় সংকল্প করত ব্রহ্মসরসীতে ব্রহ্মরূপ  
 সমীপে পিতৃতারণকামনায় ব্রহ্মরূপ ও কূপের মধ্যে প্রেতপর্ষতোক্ত শ্রাদ্ধাদি  
 করিবে । তৎপরে “অন্তেষ্ট্যাদি পিতৃমোক্ষকামো ব্রহ্মকলিতাত্রসেনমহং  
 করিষ্যে” এইরূপ সংকল্প করিয়া “ও আত্মং ব্রহ্মসরোভূতং সর্বদেবময়ং তৎসং ।  
 বিষ্ণুরূপং প্রসিদ্ধামি পিতৃণাং বিমুক্তয়ে ॥” এই মন্ত্র পড়িয়া ব্রহ্মসরের জলদ্বারা  
 আত্মরূপ সেচন করিবে ।

অতঃপর বাজপেয় কল-সমকল প্রাপ্তি কামনায় ব্রহ্মরূপ প্রদক্ষিণ করত পিতৃ-  
 গণের ব্রহ্মপুরনয়নকামনায় “ও নমো ব্রহ্মণেহজায় জগজ্জন্মান্বিকারিণে । ভক্তানাং  
 পিতৃণাং তারণায় নমো নমঃ ॥” এই মন্ত্রে ব্রহ্মসরসীর বায়ুকোণস্থ ব্রহ্মকে  
 প্রণাম ও পূজা করিবে । তৎপরে ফলশ্রুতীর্থে যাইয়া পিতৃমুক্তিকামনায় প্রেতশি-  
 লাকৃত্য লিখিত “ও যমরাজধর্ম্মরাজো” ইত্যাদি মন্ত্রে যমবলি, “ও বৌ শানৌ  
 শ্যামধর্ম্মণৌ” ইত্যাদিমন্ত্রে কুকুরবলি প্রদান করিয়া “ও ঐশ্বর্য্যাক্ষণবায়ব্যা  
 বাম্যা বৈ নৈকান্তথা । বায়সাঃ প্রতিগৃহস্থ ভূমৌ পিতৃং ময়োজ্জ্বিতং ॥” এই  
 মন্ত্র কাকবলি দিবে । পরে কাকবলির নিমিত্ত ক্লান্তি দূরীকরণার্থ পুনর্বার  
 অমন্ত্রক ফলশ্রুতীর্থে স্নান করিবে ।

ষষ্ঠদিনকৃত্য ।—প্রথমতঃ ফলশ্রুতীর্থে দশলক্ষাধমেঘযজ্ঞজন্য ফলসম ফল  
 প্রাপ্তিকামনায় সংকল্প করিয়া প্রথমদিনকৃত্যোক্ত “ও ফলশ্রুতীর্থে বিমুক্তয়ে”  
 ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া যথাবিধি স্নানতর্পণাদি করিয়া প্রেতপর্ষতোক্ত শ্রাদ্ধাদি  
 করিবে । পরে প্রথমে বিষ্ণুপদ সমীপে যাইয়া নিজের পাপনাশকামনায়  
 সংকল্প করত বিষ্ণুপদ দর্শনপূর্ব্বক রুতাজলি হইয়া “ও অত্র বিষ্ণুপদং দিব্যং  
 দর্শনাৎ পাপনাশনং । স্পর্শনাৎ পূজনাত্চৈব পিতৃণাং মুক্তিহেতবে ॥” ইহা  
 পাঠ করিয়া স্পর্শ করিবে ।

পরে পিতৃমুক্তিকামনায় সংকল্প করিয়া প্রথমদিনকৃত্যোক্ত “ও ধ্যেয়ঃ  
 সদা” ইত্যাদি ধ্যান করত পুরুষত্বমন্ত্র বা “ও নমো ভগবতে বাসুদেবায় ও  
 বিষ্ণবে নমঃ” এই মন্ত্রে ( ৫৪তাপন, আবাহন ও প্রাপণতিষ্ঠা বর্জন করিয়া )

সামান্য পূজাপদ্ধতিক্রমে বিষ্ণুর পূজা করিবে । তৎপর কেবলমাত্র পিতৃাদি সম্বন্ধী ব্যক্তির উল্লেখ না করিয়া “অদ্যোত্যাদি আত্মীয়কুলসহস্রসমুদ্ভারপূর্বকবিষ্ণু-লোকগমনকামো বিষ্ণুপদে প্রাক্কমহং করিষ্যে ।” এইরূপ সংকল্প করিয়া প্রৈতপর্বতোক্ত শ্রাদ্ধাদি ও মাতৃষোড়শী করিয়া পিণ্ডোথান করিবে ।

ব্রহ্মাদি নগুদশপদে ব্রহ্মাদিদেবতার পূজা করিয়া বক্ষ্যমাণ কামনা করত প্রৈতপর্বতোক্ত শ্রাদ্ধাদি করিবে ।

কামনা যথা,—রুদ্রপদে,—“আম্য সহিত কুলশত শিবপুরনয়নঃ ॥” ব্রহ্মপদে,—“কুলশত সমুদ্ভারপূর্বক ব্রহ্মলোকনয়নঃ ।” দক্ষিণাগ্নিপদে,—“স্বস্যা বাজপেয়গকলং ।” গার্হপত্যপদে,—“স্বস্যা অশ্বমেধযজ্ঞকলং ।” আহবনীয়পদে,—“স্বস্যা রাজস্বয় যজ্ঞকলং ।” সত্যাগ্নিপদে,—“স্বস্যা জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞকলং ।” আবসধ্যাগ্নিপদে,—“স্বস্যা সোমলোকপ্রাপ্তিকলং ।” সূর্য্যপদে,—“পঞ্চশত কুলানাং সূর্য্যপুরনয়নম্ ।” কার্ত্তিকেরপদে,—“পিতৃণাং শিবলোকনয়নঃ ।” ইন্দ্রপদে,—“পিতৃণাং ইন্দ্রপদপ্রাপ্তিকলং ।” অর্য্যপদে,—“পিতৃণাং ব্রহ্মলোকনয়নঃ ।” চন্দ্র-পশুশ-ক্রৌঞ্চ-মতঙ্গ-কশ্যাপপদে,—“পিতৃণাং ব্রহ্মপুরনয়নঃ ।”

অনন্তর পদশিলায় উত্তরভাগস্থ গজকর্কিকাতে পিতৃগণের স্বর্গকামনায় শুদ্ধজল দ্বারা যথাবিধি তর্পণ করিয়া পদশিলায় উত্তর ভাগস্থ পঞ্চসমীপস্থিত কনকেশ্বর, কেদারেশ্বর, নারসিংহ ও বাননদেবের যথাশক্তি পূজাদি করিবে ।

সপ্তমদিন রাত্রে : কঙ্কতীর্থে নিত্যক্রিয়া নির্বাহ করিয়া গদাগোলে গমন করত “অদ্যোত্যাদি আত্মনঃ শুদ্ধয়ে অক্ষয়বটপ্রাপ্তো” চ গদাগোলে স্নানমহং করিষ্যে ।” এইরূপ সংকল্প করিয়া স্নানোক্ত মন্ত্র পাঠান্তে কৃতঞ্জলিপূর্বক—“ও গদাগোলে মহাতীর্থে গদাপ্রক্ষালনাক্ষরে । স্নানং করোমি তীর্থেহস্মিন অক্ষয়াৎ পদমাপ্নুয়াৎ ॥” এই মন্ত্র পাড়িয়া যথাবিধি স্নান ও তর্পণ করিয়া পিতৃগণের তৃপ্তি ও ব্রহ্মলোক গমনকামনায় সংকল্প করিয়া প্রৈতপর্বতোক্ত শ্রাদ্ধাদি করিবে । তৎপর অক্ষয়বটে যাইয়া পিতৃগণের ব্রহ্মলোকগমনকামনায় অক্ষয়বটছায়াতে প্রৈতপর্বতবৎ শ্রাদ্ধাদি করিবে । পিতৃলোকনয়ন কামনায় অক্ষয়বটস্থলে একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে । তৎপর পিতৃব্রহ্মলোকগমন কামনায় অক্ষয়বটস্থ ঈশকে দৃষ্টি করিয়া পূজা করত “ও একার্ণবে বটস্যাগ্রে যঃ শেতে যোগনিভয়া । বাগরূপধরন্তয়ে নমস্তে যোগশাধিনে ॥” বলিয়া প্রণাম করিয়া পিতৃগণের অক্ষয়ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হেতু

করঘোড়ে “ওঁ সংসাররক্ষণস্তার সর্বপার্করায় চ । অক্ষয়ঃ ব্রহ্মদ্বায়ে  
নবোৎকরবটায় তে ॥” বলিয়া অক্ষর বটকে নমস্কার ‘করিবে’ । অতঃপর  
জনকের কঙ্গদমনগমন কামনায় প্রপিতামহরূপ গদাধরকে পূজা করিয়া “ওঁ  
কলৌ মহেশ্বর্য লোক যেম তন্ন দ্গদাধরঃ । লিঙ্গরূপো ভবেত্তক বন্দে ত্রীপ্রপিতা-  
মহং ॥” বলিয়া প্রণাম করিবে ।

অমিয়তদিনকৃত্য।—পূর্বদিন উপবাসী থাকিয়া পরদিবস কলঙ্কুতীর্থে বাইয়া  
ভাহার তীরে ব্রাহ্মণ্যবিচ্ছেদকামনায় সংকল্প করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা বন্দনাদি করত  
শ্রাদ্ধ কাণ্ড্য করিবে । অত্রদিনে উত্তর্যনাম পূর্বতে সাচিঙ্গীমমীপস্থ সমুদিততীর্থে  
কুলশত স্বর্গকামনায় মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাতর্পণশ্রাদ্ধাদি করিবে এবং সায়াহ্নে সর-  
স্বতীতে কুল সহস্রমুক্তি কামনায় স্নান ও সন্ধ্যা করিবে । পরে শিনাতে,  
মেলিহানে, ভরতাশ্রমে, মুণ্ডপুষ্ঠে, গদাধরদম্বীণে, আকাশগঙ্গায় ও গিরি-  
কর্ম্মক্ষে, কুলশত ব্রহ্মলোকগমনকামনায় শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদান করিবে এবং  
বৈতরণীতে একবিশতি কুলোদ্ধার কামনায় স্নান, তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করিবে ।  
এই বৈতরণীতে বৈতরণীদানবিধিক্রমে গোদান করিয়া “ওঁ যা সা বৈতরণী  
স্নান ননী ব্রহ্মলোকাবিশ্রুতা । সা যে তীর্থা মহাভাগা পিতৃণাং তারণায়  
বৈ ॥” ইঙ্গ পাঠ করিয়া বৈতরণীজলে সন্তরণ করিবে ।

দেবনদীতে, গোপ্রসারে, দ্বতকুলা ও মধুকুলাতে, গবালোলে, কোটিতীর্থে  
ও কল্লিনীকুণ্ডে পিতার স্বর্গ কামনায় এবং পিতার তারণ কামনায় মার্কণ্ডেয়ধর  
কোটিধরকে প্রণাম করিয়া পিতামহসমিহিত, পারিজাতবনস্থ পাণ্ডুলিলাতে  
পিতাদিগ্ন অক্ষর তৃপ্তিকামনায় শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদান করিবে । অশ্বমেধ ফল  
কামনায় ‘মধুপ্রবাতে স্নান ও তর্পণ করিয়া কুলসহস্রের নরক-উদ্ধারণ-পূর্বক  
বিষ্ণুপুর নরনকামনায় শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য । দশাশ্বমেধে, হংসতীর্থে, মহানদীতে ও  
মধুকুণ্ডে মুক্তিকামনায় স্নান ও পিতৃ প্রীতি কামনায় তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করিবে ।  
সঙ্গমে ও তারকেশ্বরে প্রণামে পিতাদিগ্ন স্বর্গ লাভ হয় এবং অশ্বমেধফল  
কামনায় গয়াকূপে শ্রাদ্ধ করিবে । পিতৃসন্তারণ কামনায় তম্বাকূপে তম্বারায়  
স্নান, মহাকালীসমীপে একবিশতি কুল সর্গকামনায় শ্রাদ্ধ, গৃধ্রবটে উত্তরুহ  
বনিষ্ঠতীর্থে অশ্বমেধ ফল কামনায় স্নান ও বনিষ্ঠকে প্রণাম, ধেনুকারণ্যজলাশয়ে  
স্নান করিয়া কামধেনুকৈ প্রণাম করত জনকের ব্রহ্মলোকগমনকামনায় শ্রাদ্ধ,  
কর্দমানে, গয়ানাভিতে ও মুণ্ডপুষ্ঠসমীপে জনকের সর্গ কামনায় স্নান ও শ্রাদ্ধ  
করিয়া চণ্ডিকা, কল্ক, চণ্ডী ও মঙ্গলাদিগ্ৰহকে প্রণাম করিবে । গয়াগঙ্গে,

গয়াদ্বিত্যে, গয়াত্ৰীতে, গয়াবর সমাপ্তে, গয়াতে ও গয়াশিরে স্তব্ধিকামনায়  
 পিণ্ড পূজা ও শ্রাদ্ধাদি করিবে। গয়াতে আদিগয়াবরকে ধ্যান করত পিজা-  
 দিহ কুলশত নরক-উদ্ধার-পূর্বক ব্রহ্মলোকগমন কামনায় শ্রাদ্ধ বা পিণ্ড  
 দান কর্তব্য। তৎপরেই জনাৰ্দ্ধনকে প্রণাম করিয়া তাহার সমীপে বামজাহ্ন  
 পাতিত করিয়া স্বীয় বিহ্বলানুগমনকামনায় পিতৃপিতৃ শ্রাদ্ধ করিয়া জনা-  
 র্দ্ধনকে বশাশক্তি উপহারে পূজা করত বশিক্রে চণ্ডীপের নৈবেদ্য দিয়া  
 নৈবেদ্য শেষবারা বিহ্বলকপ্রাপ্তিকামনায় স্বায় উদ্দেশে “ও এষ পিত্তো  
 ময়া দত্তস্তব হস্তে জনাৰ্দ্ধন। গয়াশীর্ষে হুয়া বেজো মহা পিত্তো মৃত  
 ময়ি ॥” বলিয়া জনাৰ্দ্ধনমূর্তির বামহস্তে একটিও দিবে। অগ্নিপুৰাণে পিণ্ড-  
 জর দানের উল্লেখ আছে। যদি পিণ্ডদান পিতৃহীন তবে “ও এতে পিণ্ড  
 ময়া দত্তস্তব হস্তে জনাৰ্দ্ধন। পরমেশ্বরে মহাশয়মুপস্থিতঃ” বলিয়া  
 পিণ্ডদান দিবে। অল্প জীবিত ব্যক্তিরূপের উদ্দেশে পিণ্ড দিতে হইলে নৈবেদ্য-  
 শেষ দ্বারা “ও এন পিত্তো ময়া দত্তস্তব হস্তে জনাৰ্দ্ধন। দেহি দেব গয়া-  
 শীর্ষে তমৈ তস্মিন্ মৃতো ভূতঃ” বলিয়া পিণ্ডদান দিবে। তৎপর “ও  
 জনাৰ্দ্ধন নমস্তস্য নমস্তে পিতৃহিনি। পিতৃহন্তে নমস্তস্য নমস্তে স্তব্ধ  
 হেতবে ॥” এই মন্ত্রে জনাৰ্দ্ধনকে প্রণাম করিয়া অগ্নয়ে স্তব্ধিকামনায়  
 পুণ্ডরীকাককে দর্শন করত স্তব্ধিকামনায় অর্চন করিয়া “ও লক্ষ্যাকাশ নমস্তে  
 নমস্তে পিতৃমোকশ। ত্বাং দাহ্য পুণ্ডরীকাকং মৃতো চ শ্রাদ্ধম্ ॥”  
 বলিয়া নমস্কার করত মৃতবর পর পারশত ভগবান সমীপে মহা-  
 নদীতে ধান করত রামেশ্বরকে পূজা করিয়া দেহপুনরাকতা বিধিত  
 “ও রান রান মহাবাহো” ইত্যাদি মন্ত্রে দাতার দহিত রানকে প্রণাম করিয়া  
 পিতার কুলশতসহিত নিজের বিহ্বল গমন কামনায় রামকে শ্রাদ্ধ বা পিণ্ডদান  
 মাত্র করিয়া কুণ্ডপর্শিতে পিতা প্রহৃতির ব্রহ্মলোকগমন কামনায় এবং তত্ত্বতা মত-  
 স্বপ্নে পিতার বর্গাকামনায় শ্রাদ্ধ কর্তব্য। উপস্থাপিতে পিতৃদিহ ব্রহ্মলোক-  
 কামনায় শ্রাদ্ধ এবং সেই স্থানে উল্লঙ্ঘ্যকুণ্ডে মণ্ডাক্ষে মণ্ডাক্ষদান, মণ্ডোপা-  
 নন ও তত্ত্বতা সান্বিতীয় পূজা করিবে।

অগস্ত্যপনে দান পূজাদি করিয়া পিতার ও নিজের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিকামনায়  
 শ্রাদ্ধ এবং জমনিবারণপূর্বক ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিকামনায় ব্রহ্মবানিতে অব্ধেণ  
 করিয়া পুনর্নির্গমন করিবে। গয়াকুমারকে প্রণাম করিলে ব্রহ্মা প্লাত হয়।  
 পিতৃগণের চন্দ্রলোকপ্রাপ্তিকামনায় সোমকুণ্ডে ধান, তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি কর্তব্য।

কাকশিলাতে সপ্তজন্মকৃত পাপক্ষয় হেতু “ও যমোহসি যমভূতোহসি বাহুসোহসি মহাবল । সপ্তজন্মকৃতং পাপং বলিং ভুক্ত্বা বিনাশয় ॥” এই মন্ত্রে কাকবলি প্রদান করিবে । স্বর্গপ্রাপ্তিপূর্বক ব্রহ্মলোক গমন কামনার স্বর্গদ্বারস্থ ঈশানকে প্রণাম করিবে । পিতৃনিম্পাপার্থ ব্যোমগঙ্গায়, তন্মুকুটাদিতে স্বর্গপ্রাপ্তিকামনার ভয়দ্বারা স্নান করিবে । অক্ষয়বট সমীপে বটেধর ও প্রপিতামহ এবং কপিলানদীতে কপিলেশ্বরের পূজা করিবে । স্বর্গকামনার কপিলাতে, মাহেশ্বরীকুণ্ডে ও কল্মষীকুণ্ডে স্নান ও শ্রাদ্ধ কর্তব্য এবং স্ত্রী-দিগের সৌভাগ্য কামনার মাহেশ্বরী কুণ্ড সমীপে গৌরীর পূজা, পিতৃবৃত্তিকামনার প্রেতকূটপর্বতে প্রেতকুণ্ডে পিতৃগণের প্রেতস্থ মুক্তি কামনার এবং পিতৃব্রহ্মপুর প্রাপ্তিকামনায় হেমকূটপর্বতে শ্রাদ্ধ কর্তব্য । গৃধ্রকূটপর্বতে শিবপুর প্রাপ্তিজনা গৃধ্রেশ্বরকে দৃষ্ট করিয়া স্বর্গ কামনার প্রণাম ও গৃধ্রগুহাতে পিতৃলোক প্রাপ্ত্যর্থ শ্রাদ্ধ এবং তত্ত্বাত্ত্য মাহেশ্বরী দ্বারায় পিতৃপূর্ণার্থ শ্রাদ্ধ কর্তব্য । ব্রহ্মপ্রাপ্তিজনা মূলক্ষেত্র সরসীতে স্নান, স্বীয় শিবর কামনার স্বর্ণমোক্ষেশ্বর ও পাপমোক্ষেশ্বর দর্শন, বিরাটমুক্তি ও শিবপুরপ্রাপ্তি কামনার গজরূপী নবেশ দর্শন, স্বর্গপ্রাপ্তি জল গাভ্রী-গয়াতে আদিত্য দর্শন করিবে । পাপনাশার্থ মুণ্ডপৃষ্ঠপর্বতে ইন্দ্রাদি দর্শন, পিতৃব্রহ্মপুর প্রাপ্তি জন্য গয়ানাজিতে ও ক্রৌঞ্চপদপর্বতগত জলাশয়ে পিতৃ-মাতৃ-ঋতুরকুলের স্বর্গার্থ শ্রাদ্ধ করিবে ।

অতঃপর গয়া প্রদক্ষিণ করিয়া বিতানুসারে গঙ্গাধরকে পূজা করত কৃতাজলি-হৃদ্বা “ও গদাপরং কলিগতকল্যাপহং গয়াগতং বিদিতগুহং গুণাতিবং । গুহানতং গিরিবরণেহগোপিতং সুরার্কিতং বরদমহং নমামি তং ॥” বলিয়া প্রণাম করত “ও আগতোহসি গয়াং দেব পিতৃ কাৰ্য্য গদাধর । তমেব সাক্ষী ভগবন্নুনোহহমুদ্রহাং ॥” বলিয়া গুদাধর সমীপে প্রার্থনা করিবে ।

• মাতৃগদাপদ্ধতি —মাতৃগয়াতে গমন করিয়া প্রথমতঃ “অন্যোত্যাদি মাতণাং স্বর্গপ্রাপ্তয়ে আত্মনশ্চ মুক্তয়ে সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নানমহং করিষ্যে ।” বলিয়া সঙ্কল্প করত সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নান ও তর্পণ করিয়া স্ব স্ব পার্শ্বণাবিক্রমে মাতা পিতামহী প্রপিতামহী ও মাতামহী প্রমাতামহী বৃদ্ধপ্রমাতামহীর শ্রাদ্ধ করিবে, শ্রাদ্ধ করিতে অশক্তি হইলে সামান্যতীর্থ পদ্ধত্যুত্ত ক্রমে পিওদান করিবে ।

পরে স্বশাখোক্ত মন্ত্রে পক্ষগব্য শোধন করিয়া তদ্বারা হন শুদ্ধি করত সেই স্থানে কুশ আঙ্কিত করিয়া পাতিত ব্রহ্মজাহ্নু ও দক্ষিণাভিমুখ হইয়া আচমনপূর্বক “ও সপ্তপোত্ৰমৃত্যু যা মে ধাত্র্যো বা যো মৃত্যু মম । তাসামুদ্রণার্থায়

১ পিওমেতদ্ভদ্রামাহং । যবানোদ্রনাযতেরা অর্যাকঃ সপ্তগোত্রা ধাত্র্যশ্চ ইদমব্ধযাং



পিণ্ডং যুগ্মভ্যাং নমঃ ।” বলিয়া সপ্তগোত্রমৃত জ্যৈষ্ঠ ও ধাত্রীজন উদ্দেশে একটি অক্ষযাপিও প্রদান করিয়া দক্ষিণা ও অহিহ্রাবধারণাদি করিবে। তৎপর পিণ্ডে মাতাকে স্মরণ করিয়া করযোড়ে “ও আগচ্ছ স্ব মহাভাগা মাতরো মে সঠৈবতাঃ । কাঙ্ক্ষিণ্যো যাসচ পিণ্ডং মে পিণ্ডমাগত্য স্থিতয়ে ।” ইহা পাঠ করিয়া জগন্মাতৃ সমীপে যাইয়া “অন্যেত্যাদি মাতৃনাং নরকোক্তার পূর্বকাক্ষরমর্গপ্রাপ্তরে আত্মনশ্চ মুক্তয়ে জগন্মাতৃ দর্শন-নমস্কারপূজামহং করিষ্যে ।” এইরূপ সংকল্প করিয়া জগন্মাতাকে দর্শনপূর্বক নমস্কার ও পূজা করিবে।

তৎপর জগন্মাতার সমীপে পূর্ববৎ সংকল্প করিয়া পার্শ্ববিদিক আক্ৰ, অসামর্থ্যে পূর্ববৎ পিণ্ডদান মাত্র নির্বাহ করিয়া শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা স্থান শোধন করত পূর্বপ্রকারে উপবিষ্ট হইয়া কুশান্তরণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে ঘোড়শ পিণ্ডদান করিবে। যথা,—

“ও দশমাসোদয়ে গর্ভো যতো মাতা সূত্ৰঃ যিতঃ । তস্য নিরুত্তিকার্যায় মাত্রে পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১ ॥ ও মহতী বেদনা দুঃখং জননে চাপি-পুঙ্কলং । তস্য ইত্যাদি ॥ ২ ॥ ও সম্পূর্ণে দশমে মাসি অভ্যস্তং মাতৃ শীড়নং । তস্য ইত্যাদি ॥ ৩ ॥ ও শিথিলে গাত্রবন্ধে তু মাতুঃ স্যাৎ পরিবেদনং । তস্য ইত্যাদি ॥ ৪ ॥ ও গাত্রভঞ্জে যদাত্তুম্ভূত্ভাবতি নিশ্চিতং । তস্য ইত্যাদি ॥ ৫ ॥ ও বহুনা শোষণেন্দেহং ত্রিরাত্রোপোষণেন চ । তস্ত ইত্যাদি ॥ ৬ ॥ ও মাষে মাসি নিদাষে চ শিশিরাতপছাধিতাঃ । তস্য ইত্যাদি ॥ ৭ ॥ ও যৎ পিবেৎ কটুত্ববানি কাধানি বিবিধানি চ । তস্য ইত্যাদি ॥ ৮ ॥ ও অনেকযাতনং মাতুঃ প্রাণান্ত-দুঃখসম্ভবঃ । তস্য ইত্যাদি ॥ ৯ ॥ ও জাত্যায় নিধনে দুঃখং পোষণাদৌ গন্তেহ-নাতঃ । তস্য ইত্যাদি ॥ ১০ ॥ ও নীচোচ্চকরণে দুঃখং গর্ভে দ্রাক্ষ সংহিতে । তস্য ইত্যাদি ॥ ১১ ॥ ও ভ্রূর্ভায়াস্ত বদুঃখং লককে চ তালুনি । তস্য ইত্যাদি ॥ ১২ ॥ ও রাত্রৌ মূত্রপূরীষাভ্যাং যদাত্তুর্গাত্রপীড়নং । তস্য ইত্যাদি ॥ ১৩ ॥ ও দুর্গতানি তু তক্ষানি রুদত্যাশ্রিতয়ে নতি । তস্য ইত্যাদি ॥ ১৪ ॥ ও ক্রোড়স্থে ভোজনাদৌ বদুঃখং মাতুশ্চ ব্যাধিতে । তস্য ইত্যাদি ॥ ১৫ ॥ ও এবং বহু-বিধৈর্দুঃখৈর্ব্যতীতাঃ দুঃখিতা সদা । তস্য ইত্যাদি ॥ ১৬ ॥

উক্ত মন্ত্রে মাতা, বিমাতা ও ধাত্রীমাতার পৃথক পৃথক পিণ্ড দিবে। তৎপর তাহার দক্ষিণে কৃশপত্রদ্বয় পাতিত করিয়া “ও পিতৃ মাত্রাদিকে সপ্তকূলে যাসচ যথাযথং । ততাস্তাসাং স্বর্গায়াক্ষয়ং পিণ্ডং সমুৎসৃজে” বলিয়া একটি অক্ষযাপিও দান করিয়া পিণ্ডসমূহ পিণ্ডশেষ বিকীরণ করত প্রত্যবনেজনাদি দক্ষিণাত

কর্ম করিয়া একখানি ডালা মাতার বিমল অক্ষর স্বর্ণ প্রাপ্তিচামনায় ব্রাহ্মণকে দান করিয়া মাতাকে নমস্কার করিবে। পরে কৃতাজলি হইয়া “ওঁ সাক্ষিণঃ সত্ত্ব মে দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ ॥ ময়া গয়াং সমাগত্য মাতণাং নিকৃতিঃ কৃত্য ॥” বলিয়া দেবগণকে সাক্ষী করিবে।

গয়া পদ্ধতি সমাপ্ত ।

### মাতৃ-ষোড়শী ।

“ওঁ গর্ভান্তঃস্থেন গমনে ছুঃখং বিষমবস্তুনি। তত্ত্ব নিষ্কামণার্থায় মাতৃপিণ্ডঃ দদামিহং ॥ ১ ॥ ওঁ যাবৎ পুত্রো ন ভবতি তামমাতুশ্চ শোচনং। তস্য ইত্যাদি ॥ ২ ॥ ওঁ মাসি মাসি কৃতং কষ্টং বেদনা প্রসবেষু চ। তস্য ইত্যাদি ॥ ৩ ॥ ওঁ সপূর্ণে দশমে মাসি অত্যন্ত মাতৃপীড়নং। তস্য ইত্যাদি ॥ ৪ ॥ ওঁ মাঘে মাসি নির্দায়ে চ শিশিরতপত্রং বিস্তা। তস্য ইত্যাদি ॥ ৫ ॥ ওঁ পুত্রে ব্যাধি-সম্মুক্তে মাতা হা ক্রন্দনকারিণী। তস্য ইত্যাদি ॥ ৬ ॥ ওঁ দিব্যারাজৌ চ গা মাতা দশাতি নির্ভরং স্তনৌ। তস্য ইত্যাদি ॥ ৭ ॥ ওঁ পিবেচ্চ কটুদ্রব্যানি কাপানি বিবিধানি চ। তস্য ইত্যাদি ॥ ৮ ॥ ওঁ ক্ষুধা বিহ্বলে পুত্রে চান্নং মাতা প্রযচ্ছতি। তস্য ইত্যাদি ॥ ৯ ॥ ওঁ পত্যাং জনয়তে পুত্রো জনন্যাঃ পরিবেদনং। তস্য ইত্যাদি ॥ ১০ ॥ ওঁ দুর্লভং ভক্ষ্যদ্রব্যাক বাবৎ পুত্রোহস্তি বালকঃ। তস্য ইত্যাদি ॥ ১১ ॥ ওঁ রাত্রৌ মূত্রপূর্বানাত্যাং ভিত্তিতে মাতৃকর্পটৌ। তস্য ইত্যাদি ॥ ১২ ॥ ওঁ গাত্রভঙ্গো ভবেন্মাতু নৃত্যরেব ন সংশয়ঃ। তস্য ইত্যাদি ॥ ১৩ ॥ ওঁ যমদ্বারে মহাদ্বারে যং স্যামাতুশ্চ শোচনং। তস্য ইত্যাদি ॥ ১৪ ॥ ওঁ অগ্নিনা শোষয়েদেহং ত্রিরাত্রোপোষ্যেন চ। তস্য ইত্যাদি ॥ ১৫ ॥ ওঁ শৈবিন্যং প্রদবে প্রাপ্তে মাতা বিন্ধতি হস্তং। তস্য ইত্যাদি ॥ ১৬ ॥”

সমস্ত ষোড়শপরি প্রদক্ষিণ ক্রমে ত্রিরাত্রোপোষ্যেণ অতিষেচন কর্তব্য। মন্ত্র যথা,—“ওঁ যে চ বো যে চামান্ যাশ্চ বো যাশ্চাম্যন্তে চাবহন্তব্যং তান্চ বিহন্তাঃ তৃপ্যন্ত ভবন্ত তৃপ্যন্ত গোত্রান্ পুত্রান্ভি তপ্তপত্নীরাপে, মধুমতীরিমাঃ স্বপা পিতৃভ্যা অমৃতং দুহানা আপোদেবীকৃতভ্যাংস্তপয়ন্ত তৃপ্যন্ত তৃপ্যন্ত তৃপ্যন্ত ১” তৎপর নমস্কার করিয়া “মাতঃ ক্রমশ্চ” বলিয়া বিসর্জন করিবে।

## অথ অন্নপূর্ণা-স্তোত্রম্ ।

নিত্যানন্দকরী বদ্রাত্মকরী সৌন্দর্যরসিকরী, নিধুতাখিলঘোরপাবন-  
করী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী । প্রালেয়াচলবংশপাবনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী তিফাং  
দেহি রূপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ নানাব্রহ্মবিচিত্রভূষণকরী হেমাম্বর-  
ভূষণী মুক্তাহারাবলম্বনবিলম্বনকোজকুন্তান্তরী । কাশ্মীরী গুরুবাসিতাকটিকরী  
কাশীপুরাধীশ্বরী, তিফাং দেহি রূপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ যোগানন্দ-  
করী রিপুক্ষয়করী, ষষ্ঠার্থনিষ্ঠাকরী, চন্দ্রাকানলভাসমানলহরী 'ত্রৈলোক্যরক্ষা-  
করী । সর্বেশ্বর্যাসমস্তবাহনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী, তিফাং দেহি রূপাবলম্বন-  
করী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ কৈলাসাতলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী, কোমারী  
নিগমার্ণবোচরকরী ওঙ্কারবীজকরী । মোক্ষদারকপাটপাটনকরী কাশীপুরাধী-  
শ্বরী তিফাং দেহি রূপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ দৃশ্যাদৃশ্যপ্রভৃতবাহকরী  
ব্রহ্মগুণভোদরী, গীলানটিকসুভেদনকরী বিজ্ঞানলীলাঙ্গুরী । শ্রীবিষে-  
শমনঃপ্রসাদনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী, তিফাং দেহি রূপাবলম্বনকরী মাতাম্পূ-  
র্ণেশ্বরী ॥ উর্দ্বাসর্বজনেশ্বরী ভগবতী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী । বেনুনীল-সমানকুন্ত-  
লহরী নিত্যাম্রানেশ্বরী । সর্কানন্দকরী দশান্তকরী কাশীপুরাধীশ্বরী, তিফাং  
দেহি রূপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ আশীষার্চনসমস্তবর্ধনকরী শঙ্কোদ্রি-  
ভাবকরী, কাশ্মীরাহিমনেশ্বরী গ্রন্থকরী নিত্যাকুরা শর্পরী । কামাক্ষ্যকরী  
জনেন্দ্রকরী কাশীপুরাধীশ্বরী, তিফাং দেহি রূপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥  
দেবী সর্কবিচিত্রস্বরচিত্তা দাক্ষ্যাদী সুরকরী, বাহ্যে সাজপয়োবস্ত্রপ্রিয়করী  
সৌভাগ্যমাহেশ্বরী । ভক্তাভ্যর্থকরী দশান্তকরী কাশীপুরাধীশ্বরী তিফাং দেহি  
রূপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ চন্দ্রকেন্দ্রকোটিদ্যোতিসদৃশা চন্দ্রাংস্ত্রিবিম্বাধরী,  
চন্দ্রাধিসমানকুন্তলহরী চন্দ্রকবর্ণেশ্বরী । মাল্যপুস্তকপাশকাস্থলহরী কাশী-  
পুরাধীশ্বরী, তিফাং দেহি রূপাবলম্বনকরী মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ ক্ষতভাগকরী মহা-  
ভয়করী মাতা রূপাদাগরী, সাক্ষ্যকোক্ষকরী সমাধিবকরী বিশেষ্বরী শ্রীধরী ।  
দক্ষাক্রন্দকরী নিরাময়করী কাশীপুরাধীশ্বরী, তিফাং দেহি রূপাবলম্বনকরী  
মাতাম্পূর্ণেশ্বরী ॥ অন্নপূর্ণা সর্বপূর্ণে শঙ্করপ্রাবলম্বে । জ্ঞানবৈরাগ্যানিদ্ধাং  
তিফাং দেহি চ পার্শ্বতি ॥ মাতা চ পার্শ্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ ।  
বাহুবাঃ শিবত্বকালঃ সবেশো ভূতনয়নম্ ॥

৪৩ শ্রীমদ্ভক্তরাগ্যবিবচিত্তা অন্নপূর্ণা-স্তোত্রঃ ।

শ্যামান্তোত্র ।—ও কপূরঃ মধ্যমাস্ত্রাপরপরিহিতঃ সেন্দুবামাক্ষিযুক্তঃ,  
বীজন্তে মাতরেতজ্জিগুরহরবধু ত্রিঃকৃতং যে জপন্তি । তেষাং গদ্যানি  
পত্যানি চ মুখকুহরাজ্জলন্তোব বাচঃ, স্বচ্ছন্দং শ্ৰীমন্তধারাবরকচিকিৎসে সৰ্বসিদ্ধিং  
গতানাম্ ॥ দ্বৈপায়নঃ সেন্দুবামাক্ষবর্ণপরিগতো বীজমন্ত্রমহেশি, বদন্তে মন্দচেতা  
বদি জপতি জনো বারমেকং কদাচিত্ । ত্রিভা বাচামধীশং ধনদমপি  
চিরং মোহয়ন্নমুজাক্ষীবদন্তং চন্দ্রাৰ্দ্ধচূড়ে প্রভবতি স মহাবোদ্যবালীবতংসে ॥  
দ্বৈপায়নো বৈশ্বনরহঃ শশধরবিলসদ্রামনেত্রো যুক্তো, বীজন্তে বদন্ত্য-  
দ্বিগলিতচিকুরে কালিকে যে জপন্তি । দ্বৈপায়নঃ ব্রহ্মি তে চ ত্রিভুবনমপি তে  
বশ্যভাবং নরন্তি, স্বক্লেশদ্বাঙ্গবায়বপদদনে দক্ষিণে কালিকেতি ॥ উৰ্দ্ধ্বং  
বামে রূপাং করকমলতলে ছিন্নমুণ্ডং তথাপঃ, মযো চাভীর্করক ত্রিঙ্গদঘহরে  
দক্ষিণে কালিকেতি । জপেত্তমাম যো বা তব মনুবিভবং ভাবয়ন্ত্যেতদধ,  
তেষামষ্টৌ করহাঃ প্রকটীতবদনে ক্ষিপ্রায়ামস্য ॥ বর্ণাশ্রমং বহিসংজ্ঞং বিধু-  
রতিবলিতং তন্ত্রং কৃচ্ছমাং, লজ্জাবন্দক পশ্চাৎ যিতমুখি তদধঃপদং যোজ-  
য়িত্বা । মাতর্থে মে জপন্তি সুরহরমহিলে ভাবয়ন্তঃ স্বরূপং, তে লক্ষ্মীলাভ-  
লীলাকমলদলদৃশঃ কামরূপা ভবন্তি ॥ প্রত্যেকং বা ত্রয়ং বা তদ্ব্যমপি চ  
পরং বীজমত্যন্তগুহ্যং, ওমহা যোজয়িত্বা সকলমপি সদা ভাবয়ন্তো জপন্তি ।  
তেষাং নেত্রাববন্দে বিহরতি কমলা বক্তৃ শুভ্রাংস্তবিশ্বে, বাদেবী দেবি মুওজ-  
গতিশয়লসংকটীর্দীনস্তনাভ্যে । গতান্যং বাৎপ্রকরকৃতকাপিরিনদমিতঘাং,  
দ্বিগুহ্যং ত্রিভুবনাবধাত্রীং ব্রিনদন্যং । শশনন্তে তন্নে শবদ্বাদি মহাকাল-  
সুরতঃপ্রসক্তাং, হাং ধ্যায়ন্ জননি জড়ন্তো কপি কবিঃ । শিবাতির্ঘোরাভিঃ  
শবনিবহমুণ্ডাংস্থিতিকরৈঃ, পরং সংকীর্ণাং প্রকটীতচিতায়াং হরবধুং ।  
ঐবিশ্বং বস্ত্রদ্যমুপরিষ্মরতেনাতিসুবতীং, সগা স্বাং ধ্যায়ন্তি কচিদপি ন তেষাং  
গম্ভিভবঃ ॥ বদামহে কিং বা জননি বদন্ত্যৈর্জ্ঞানপায়োন ধাতা নাপীশো  
হরিরপি ন তে বোধি পরমং । তথাপি ব্রহ্মকি শ্রুতবর্তিত চাম্রাকমসিতে,  
তদেতৎ ক্ষত্বাং ন খলু পশুরাষঃ সমুচিতঃ ॥ সমস্তাদাপীনস্তনজঘনধৃগ্যৌবন-  
বতী, রতাসক্তো নস্তং যদি জপতি তন্ত্রতব মনুং । বিবাসাস্থাং ধ্যায়ন্  
গলিতচিকুরস্তস্য বশনাঃ সমস্তাঃ সিকৌখা ভূবি চিরতরং জীবতি কবিঃ । অমাঃ  
সুখীভূতো জপতি বিপরীতো যদি সগা, বিচিন্ত্য স্বাং ধ্যায়ন্তি শয়নমহাকালসুরতাং ।  
তদ্য ওম্য ক্ষৌণ্ডীতগবিহরমাশস্য বিহবঃ, করাতোজে বশ্যা হরবধু মহাসিদ্ধি-  
নিবহাঃ । পতনং স মাবং জননি জাত্যং পালনীতং চ সমস্তং ক্ষিত্যাং প্রলয়-

ସମୟେ ସଂହରତି ଚ । ଅର୍ତ୍ତହୀନଃ କ୍ଷୀଣାପି ତ୍ରିଭୁବନପତିଃ । ଶ୍ରୀପତିରହୋ, ମହେଶୋରାପି  
 ଫ୍ରାୟଃ ସକଳମନୁଃ କିଂ ଶ୍ରେୟା ଧବତୀୟଃ ॥ ଅନେକେ ସେବନ୍ତେ ଭବଦ୍ଧିକଶୀର୍ଷାଗନିବହାନଃ  
 ବିଷ୍ଣୁଂ ଶ୍ରୀମାତଃ କିମପି ନ ହି ଜାନନ୍ତି ପରମଃ । ସମାରାଧ୍ୟାମାନ୍ୟାଃ ହରିହରବି-  
 ଶ୍ରିଫାଦିବିବୃଦ୍ଧେଃ, ଅପମୋହସ୍ମି ସୈବଃ । ରତିରସମହାନନ୍ଦନିରତାଃ ॥ ଧରିତ୍ରୀ  
 କୌଳାଳଂ ଶ୍ଚିରପି ସମୀରୋହପି ଗଗନଃ, ତ୍ବମେକା କଲ୍ୟାଣୀ ଗିରିଶରମ୍ଭାପି କାଳି  
 ସକଳଃ । ଶ୍ରୀତିଃ କା ତେ ମାତନ୍ତବକବ୍ୟାୟାୟାମଗତିକଂ, ଅସମ୍ଭା ତ୍ବଂ ଭୃଗୁ ଭବମହୁ  
 ନ ଭୃଗୁସ୍ତମ୍ଭଃ ॥ ଅଶାନନ୍ଦଃ ହୁଷ୍ଟୋ ଗଳିତଚିକୁରୋ ଦିକ୍ପଟପ୍ରହଃ, ସହସ୍ରସ୍ତ୍ରକାଂଶଂ  
 ନିଜ୍ଜଗଳିତବୀର୍ଯ୍ୟେନ କୁସୁମଂ । ଅପଂଶ୍ଚତଃ ପ୍ରତୋକଂ ଯନ୍ତୁମପି ତବ ଧ୍ୟାନନିରତୋ,  
 ମହାକାଳି ସୈବଂ ସ ଧବତି ଧରିତ୍ରୀମିରତଃ ॥ ଗୃହେ ସମ୍ଭାର୍ଜନାଃ ପାରିଗଳିତ-  
 ବୀର୍ଯ୍ୟାଃ ହି ଚିକୁରଃ, ସହସ୍ରଂ ଯନ୍ତୁମାହୁ ବିତରତି ଚିତାଂଶଂ କୁଞ୍ଜଦିନେ । ସମୁଦ୍ୟାୟା  
 ପ୍ରେମା ଯନ୍ତୁମପି ସକ୍ରଂ କାଳି ସତତଂ, ଗଞ୍ଜାକ୍ରତୋ ଯାତି କ୍ଳିତପରିହୃତଃ ସଂକବିବରଃ ॥  
 ଅପୁଷ୍ପମାକୀର୍ଣଂ କୁସୁମପଲୁଷା ମନ୍ଦିରମହୋ, ପୁଷ୍ପା ଧାୟେନ୍ ଧାୟନ ଯଦି ଜପତି ଭକ୍ତ-  
 ଶ୍ରବ ମହୁଃ । ସଗନ୍ଧର୍ବଶୋଧିତପିରପି କବିରାୟତନନାନନୀନଃ ପଦାନ୍ତେ ପରମପଦନୀନଃ  
 ପ୍ରଭବତି ॥ ଦିପଦାୟେ ପୌରଂ ଶରଣିବଦନ୍ତି ସେବୟନାଃ, ମହାକାଳେନୋଚ୍ଚେର୍ଯ୍ୟମନ-  
 ଦସାଂଶାନିରତାଃ । ସମଂସକ୍ଷା ନକ୍ରଂ ଯନ୍ତୁମପି ରତାନନ୍ଦନିରତୋ, ଅନୋ ଯୋ ଧାୟେ-  
 ଂ ଯାୟ ଯମନି ସ ଯାୟ ଶ୍ରବହରଃ । ସଲୋମାସି ଶ୍ରେୟଃ ପଲମପି ମାର୍ଜ୍ଜାବ-  
 ନ୍ଦନିତେ, ପରଦୋଽହଂ ନୈୟଂ, ନରମତିଯୋନ୍ଦାଗମନି ବା । ବଳିନ୍ତେ ପୂଜାୟାମପି  
 ବିତରତାଃ ମର୍ତ୍ତ୍ୟାବସତାଂ ସତାଂ ନିକ୍ତିଃ ସକ୍ରଂ ପ୍ରତିପଦମପୁଂସଃ ପ୍ରଭବତି ॥ ବଶୀ  
 ଲକ୍ଷଂ ଯନ୍ତୁଂ ପ୍ରଜପତି ତ୍ବିଷାଂଶନିରତୋ, ଦିବା ମାତନ୍ତ୍ରାଞ୍ଚରଣସ୍ତଗଳଧ୍ୟାନନିପୁଂଶଃ ।  
 ପଦଂ ନକ୍ରଂ ନମ୍ରୋ ନିଦ୍ରବନବିନୋଦନ ଚ ମହୁଃ । ଅପେକକଂ ସଂସାୟଂ ଅବହରଂଶମାନଃ  
 କ୍ଳିତତଳେ ॥ ଇଦଂ ଶ୍ରେୟଂ ମାତନ୍ତ୍ରବ ଯନ୍ତୁମସୁକାରଣଘରୁଃ, ଅବଶାଂଶଂ ପାଦାଞ୍ଚ-  
 ଯୁଗଳପୂଜାବିଧିଯୁତଂ । ନିର୍ଦ୍ଦାକଂ ବଂ ପୂଜାସମୟଧବା ଯନ୍ତ୍ର ପଞ୍ଚତି ଶ୍ରେଣୀପଞ୍ଚସାପି  
 ପ୍ରଦରତି କବିରାୟତବସଃ ॥ କୁସୁମାକୀର୍ଣ୍ଣଂ ଯନ୍ତୁମସକ୍ରଂ ପ୍ରେମତବଳଂ, ବଶନ୍ତସ୍ୟା  
 କୌଣିପିତ୍ତବିପି କୁସେରପ୍ରସିନିନିଧିଃ । ସିମ୍ପଃ କାରାଗାରଂ କଳୟତି ଚ ତ୍ବଂ  
 କେଳିକଳୟା, ଚିତ୍ରଂ ଜୀବଂ ଶ୍ରେୟଂ ସ ଧବତି ଚ ଭକ୍ତଃ ପ୍ରତିଜହୁ ॥ ଇତି ଶ୍ରୀମହାକାଳ-  
 ବିବଚିତଂ ଶାମାନ୍ତୋଽଂ ସମାପ୍ତମ୍ ।

ଅଥ ଗଞ୍ଜାଟିକସ୍ତବ ॥ ଶ୍ରୀ ମାତଃ ନୈଳଭୂତାଳପତିଃ ବସୁଧାଞ୍ଜଳୀରାମାବଳି  
 ବର୍ଣ୍ଣାରେଶ୍ବରୀଞ୍ଜୟନ୍ତି ଭଗବତି ଜାଣିରଣୀଂ ପ୍ରାର୍ଥୟେ । ଓଷ୍ଠୀଂସେ ବସନ୍ତଞ୍ଜୟନ୍ତୁ ପିବ-  
 ଂ ଶ୍ରୀମାତଂ । ପ୍ରଜ୍ଞାତ-ସ୍ତୟାୟୁଂ ଯେତନ୍ନନ୍ଦନିତତ୍ତ୍ବଂ ସାୟେ ଶରୀରବାୟଃ ॥ ୧ ॥ ଓଷ୍ଠୀଂସେ  
 ତଦାଦ୍ୟାତୀୟବସନ୍ତେ ଗଞ୍ଜେ ନିତ୍ୟେ ବସଂ, ଓଷ୍ଠୀଂସେ ନରକାନ୍ତକାରିଣି ବସଂ ସଂସୋ

স্থবা কচ্ছপঃ । নৈবাত্তত্র মদাক্সিস্কুরঘটাসংঘটবট। বণং কারজন্তসমস্তবৈর-  
 বনিতালকস্ততিভূপতিঃ ॥২॥ কাটৈকনিরু যিতং স্বতিঃ কবলিতং বীচিভিন্নান্মোলিতং  
 স্রোভোভিচ্চলিতং তটাস্তমিলিতং গোমায়ুভিলুপ্তিতং । দিব্যজীকরচাক্ষুচামর-  
 মকুংসংবীজ্যমানঃ কুদা, ত্রফোহং পরমেস্বরি । ত্রিপথগে ভাগীরথি স্বং  
 বপুঃ ॥ ৩ ॥ অভিনববিম্ববলী পাদপদ্ময়া বিম্বোর্মদনমধনমৌলেন্মালতীপুষ্পমালা ।  
 জয়তি জয়পতাকা কাপাহসৌ মোক্ষলক্ষ্যঃ ক্ষয়িতকলিকলকা জাহবিনঃ  
 পুনাতু ॥ ৪ ॥ • যতন্তাল-তমালশালসরলব্যালোলকলীলতাচ্ছন্নং • হৃদয়করণ-প-  
 রহিতং শাশ্বদুকুনোজ্জলং । গন্ধকীরামরসিকিমরবধুতুঙ্গশ্রনাফলিতং, মানায়  
 প্রতিবাসনং ভবতু মে গাঙ্গং জলং নির্যমং ॥ ৫ ॥ গাঙ্গং বারি মনোহারি  
 মুরারিচরণাচ্ছাতং ত্রিপুরারিশিখরচারি পানহারি পুনাতু মাম্ ॥ ৬ ॥ পাপাপ-  
 হারি ছুরিহারি তরঙ্গধারি দূষণহারি গিরিরাজগুণধারি । বন্ধারকারি  
 হরিপাদরজোবিহারি গাঙ্গং পুনাতু দীনং শুভকারি বারি ॥ ৭ ॥ বরমিহ  
 গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ কুশঃ শুনীতনয়ো, ন পুনর্দূরতরঙ্গঃ করিবরকোটি-  
 স্বরো নুপতিঃ ॥ ৮ ॥ গঙ্গাহিকঃ পঠতি যঃ প্রযতঃ প্রভাতে বাঙ্গীকিনা বিরচিতং  
 শুভং মনুষ্যঃ । প্রকাশ্য মোহত্র কলিকল্পমপঙ্কমাশ্র মোক্ষং লভেৎ স্বততি নৈব  
 পুনর্ভবাসৌ । ইতি বাঙ্গীকিনা বিরচিতং গঙ্গাষ্টকং ।

সুদাস্তব ।

বিশিষ্ট উবাচ । স্ববাস্তব ততঃ শাস্ত্র কণো ধমনীসন্ততঃ । রাজস্রাম-  
 সহস্রেন সহস্রাশ্রিতং দিবাকরম্ ॥ বিজ্ঞানহ তং দৃষ্ট্বা হৃদয়ঃ কক্ষাভজং তদা ।  
 অগ্রে তু দর্শনং দত্তা পুনর্দর্শনমবতং ॥ শ্রীহৃদ্য উবাচ । শাশ শাশ মহাবাহো  
 শব্দ জ্ঞানবতীভূত । স্নলং নামসহস্রেন পঠিষ্যং স্তবং শুভম্ ॥ বানি নামানি  
 গুহ্যানি পবিত্রানি শুভানি চ । তানি তে কীর্তয়িষ্যামি শ্রদ্ধা বৎসাবধারণ ॥  
 বিকর্ষনো বিবস্বাশ্চ যাত্রেণো ভাস্করো বনিঃ । লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমার্লোক-  
 চক্ৰগ্রহেধবঃ । লোকসাক্ষী ত্রিলোকঃ কর্তা হস্তা তমিস্রহা । তপনস্তাপন-  
 শৈব কতিঃ সঙ্ক্ৰাম্যাহনঃ ॥ গতিস্থিহস্তো ব্রহ্মা চ সর্গদেবনমহতঃ । একত্রিংশ-  
 তিরিতোদ শুভ ইষ্টং, সঙ্গা মম । শ্রীরোপ্যকরশৈব ধনবুদ্ধির্ঘনশ্রবঃ ।  
 স্তবরাজ ইতি খ্যাতনিস্ত লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥ য এতেন মহাবাহো ধৈ মঙ্কো-  
 হস্তমনোদয়ে । স্তোতি মাং প্রণতো ভূত্বা সর্গপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ কাহিকং

ব্যতিকটকৈব মানসং যচ্চ তুচ্ছতং । একজপোন তৎ সৰ্বং প্রণততি সমাগ্রতঃ ॥  
 এষ জপান্ত হোমশ্চ সঙ্কল্পোপাসনম্বেব চ । বলিমন্ত্রোহর্ঘ্যমন্ত্রশ্চ ধূপমন্ত্রস্তথৈব চ ॥  
 অন্ন-প্রদানে দ্বানে চ প্রণিপাতে প্রদক্ষিণে । পূজিতোহয়ং মহামন্ত্রঃ সৰ্বপাপ-  
 হরঃ শুভঃ ॥ এবমুক্ত্বা কৃত্তগবান্ ভাক্তরো জগদীশ্বরঃ । আযত্ন্য কৃচ্ছতনয়ং  
 তত্রৈবান্তরবীৰ্যত ॥ শাশ্বোহপি স্তবরাজেন স্তবো ন প্রাপ্যবাহনং । পুতাত্মা নিকৃজঃ  
 ত্রিমাংসম্ব্যাজোগাধিমুক্তবান্ ॥ ইতি ত্রিণামপুরাণে রোগাপনয়নে ত্রিহর্ঘ্যবক্তৃ-  
 বিনির্গত-ত্রিহর্ঘ্যস্তবরাজঃ ।

### ত্রিহর্ঘ্য-কবচম্ ।

ত্রিহর্ঘ্য উবাচ ॥ শাশ্ব শাশ্ব মহাবাহো শূন্য মে কবচং শুভং ।  
 ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচং পরমাত্মতং ॥ যজ্ঞজ্ঞানো মন্ত্রবিৎ সম্যক্ ফলমা-  
 প্রোতি নিশ্চিতং । যজ্ঞত্যা চ মহাদেবো গণানামধিপোহভবৎ ॥ পর্যন্যজ্ঞারণ্য-  
 ভিক্ষুঃ সর্বেষাং পালকঃ সদা । এবমিজ্ঞানয়ঃ সৰ্পে সর্পৈশ্বৰ্য্যমবাপ্নুযুঃ ॥ কব-  
 চস্য ঋষিহ্মা ছন্দোহমৃষ্টবৃন্দাজিতং । ত্রিহর্ঘ্যো দেবতা চাত্র সৰ্পদেবনমন্তৃতঃ ॥  
 যশস্রোরোগ্যমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ । প্রণবো মে শিরঃ পাতু  
 হৃদিশ্চৈ পাতু ভলকং ॥ সূর্য্যোহব্যায়মনবন্দনাদিত্যঃ কর্ণধুগ্ধকং ॥ অষ্টাক্ষরো  
 মহামন্ত্রঃ সর্বাভীষ্টফলপ্রদঃ । হ্রী বীজং মে মুখং পাতু হৃদয়ং ভুবনেশ্বরী ॥  
 চন্দ্রবীজং বিসর্গাট্যং পাতু মে শুভদেহকং । ত্র্যক্ষরো হমৌ মহামন্ত্রঃ সৰ্বতন্ত্রেষু  
 গোপিতঃ ॥ শিবো বহুসমায়ুক্তো বামাক্ষিবিম্বুহৃষিতঃ । একাক্ষরো মহামন্ত্রঃ  
 ত্রিহর্ঘ্যস্য প্রকীর্তিতঃ ॥ শুভাদ্গুহ্যতরো মন্ত্রো বাহ্যচিহ্নামগিঃ স্মৃতঃ ॥  
 শীর্ষাদিপাদপর্যন্তং সদা পাতু মনুভয়ঃ ॥ ইতি তে কথিতং লিখ্যং দ্বিযু-  
 লোকেষু হৃদভং । ত্রিপ্রদং কাষ্ঠিদং নিত্যং পদারোগ্যবিবর্জনং ॥ কুষ্ঠাদি-  
 রোগশমনং মহাব্যাদিবিনাশনং । ত্রিসংখ্যং যঃ পরৈরিত্যমরোগী বলবান্ ভবেৎ ।  
 বহুনা কিমিহোক্তেন বদ্যম্মনসি বর্ত্ততে । তত্ত্বং সৰ্বং ভবত্যেব কবচত চ  
 ধায়ণং ॥ কৃত্তপ্রোতপিশাচাশ্চ যক্ষগর্জরাক্ষসঃ । ব্রহ্মরাক্ষসবেতাণা নৈব  
 ত্রষ্টরূপি ক্ষমাঃ ॥ দূরাদেব পায়তে তস্ত সর্পীর্জনাদপি । তুর্জপত্রে সমা-  
 লিখ্য রোচমাশুকুকুটময়ঃ ॥ হবিষ্যে চ মন্ত্রোহস্ত্যং সন্তম্যাক বিশেষতঃ ।  
 ধারয়েৎ সাধকশ্রেষ্ঠৈস্ত্রৈলোক্যবিক্রমী ভবেৎ ॥ ত্রিপৌহমর্ঘ্যং কৃতা দারয়ে-  
 দক্ষিণে ভুজে । শিখায়মিখবা কণ্ঠে মোহদি হর্ঘ্যো ন সংশয়ঃ ॥ ইতি তে

কথিতঃ শাশ্বদৈলোক্যমঙ্গলাভিঃ । কবচং দুর্লভং লোকে তব দেহাৎ  
প্রকাশিতং ॥ অস্ত্রাঙ্ক্য কবচং দিব্যং ভূপেং সূর্য্যম্নুতমং । সিন্ধিনী জায়তে  
তস্য কলকোটিশতৈরপি ॥

ইতি ব্রহ্মবামলে ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম শ্রীসূর্য্য কবচং ।

### ৮. রুচি-স্তোত্র ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ । রুচিঃ প্রজাপতিঃ পূর্ষঃ নির্ঘমো নিরহঙ্কৃতঃ । অত্রস্তো-  
মিতশায়ী চ চচার পৃথিবীমিমাং ॥ ১ ॥ অনগ্নিমনিকেতকৈবেকাহার মনোভ্রমং ।  
বিমুক্তসঙ্গং তং দৃষ্ট্বা প্রোচুঃ স্বপিতরো যুনিং ॥ ২ ॥ পিতর উচুঃ বৎস  
কস্মাৎ হমা পুণ্যোন কতো দারসংগ্রহঃ । স্বর্গাপবর্গহেতুজ্ঞাং বন্ধন্তেনানিশং  
বিনা ॥ ৩ ॥ গৃহী সমস্তদেবানাং পিতৃণাঞ্চ তথাক্রমে । স্বর্গীণামতিবীনাঞ্চ কুর্ক্সন্  
লোকানুশাস্তুতে ॥ ৪ ॥ স ত্বং দেবাদৃণাং বৎস বন্ধমম-দৃণাদপি । অবাপ্নোসি  
মহুবাযিত্তেভ্যশ্চ দিনে দিনে ॥ ৫ ॥ অহুংপাত্ত্ব সূতান্ দেবানমন্তর্য্য পিতৃ-  
স্তথা । অকৃত্বা চ কথং মেঢ্যাং স্বর্গতিং গন্তুমিচ্ছসি ॥ ৬ ॥ ক্রেশমেবৈককং  
পুত্র মন্যামেহৈত ভবেত্তব । মৃতস্য নরকং তদং ক্রেশমেবান্ত্রজয়নি ॥ ৭ ॥ রুচিক-  
বাচ । পরিগ্রহেহতিহুংখায় পাপায়াধোগতেস্তথা । ভবত্যতো ময়া পূর্ষঃ ন  
কৃতো দারসংগ্রহঃ ॥ ৮ ॥ অীদ্বনঃ সংঘমো যোহয়ং ক্রিয়তেহকনিয়ম্মনাং । স যুক্তি-  
হেতুর্ন ভবতাপি দারপরিগ্রহাৎ ॥ ৯ ॥ প্রকাল্যতেহুদিবসং বদাস্মা নিম্মরিগ্রহৈঃ ।  
মমত্বপক্ষমক্লোহপি । চিত্তাস্তোভির্দ্বিরং হি তৎ ॥ ১০ ॥ অনেক-তব-সংভূতকর্ম-  
পঙ্কাক্তিতো বৃশঃ । আস্মা সদাসুনাতোঠৈঃ প্রকাল্যো নিয়তেশ্মিঠৈঃ ॥ ১১ ॥  
পিতর উচুঃ । যুৎ প্রকালনং কর্ত্তুমাশ্বনো নিয়তেশ্মিঠৈঃ । কিন্তু নোপায়-  
মার্গেহিহং যত্র ত্বং পুত্র বর্ত্তসে ॥ ১২ ॥ পুত্রায়দানৈরভূতং লভ্যতেহনভি-  
সঙ্কিতে । ফলৈস্তথোপভোগৈশ্চ পূর্ষ-কর্ম-ভূতান্তৈঃ ॥ ১৩ ॥ এবং ন বন্ধো  
ভবতি কুর্ক্সতঃ ককণায়কং । ন চ বন্ধায় তং কর্ম ভবত্যনভিসঙ্কিতং ॥ ১৪ ॥  
পূর্ষঃ কর্ম কৃতং ভোগৈঃ কীয়তেহহনিশং তথা । সুখহুংখাশ্বকৈবৎস পুণ্যা-  
পুণ্যায়কং নৃণাং ॥ ১৫ ॥ এবং প্রকাল্যতে প্রাট্জয়াস্মা বন্ধাক মোক্ষভতে ।  
ন কেবমবিবেকেন পাপপঙ্কেন গৃহতে ॥ ১৬ ॥ রুচিকবাচ । অবিদ্যা পঠ্যভে  
বেদে কর্মমার্গঃ পিতামহাঃ । তং কথং কর্ণণো মার্গে ভবন্তো যোজন্তি  
মাং ॥ ১৭ ॥ পিতর উচুঃ । অবিদ্যা মত্যাগেবৈতৎ কর্ম নৈতদৃশ্য বচঃ । কিন্তু



ବିଦ୍ୟା-ପରିପ୍ରାପ୍ତିହେତୁଃ କର୍ମ ନ ସଂଶୟଃ ॥ ୧୮ ॥ ବିହିତଃ କର୍ମଣା ବକ୍ତୋ ଅସନ୍ତିଃ  
 କ୍ରିୟତେ ତୁ-ସଂ । ସଂସ୍ୟମୋ ମୁକ୍ତସ୍ୟେ ନାନ୍ତଃ ପ୍ରତ୍ୟୁତାଧୋଗତିପ୍ରଦଃ ॥ ୧୯ ॥ ଶ୍ରୀକାଳସା-  
 ମୀତି ଭବାନ୍ ବଂସାନ୍ତାନନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରମେ । ବିହିତାକରଣୋଦ୍ଭୂତେଃ ପାଟିମନ୍ତ୍ର ବିଦିହ୍ମସେ  
 । ୨୦ ॥ ଅବିଦ୍ୟାପ୍ୟୁପକାରାୟ ବିଷବଞ୍ଚାୟତେ ନୃଣାଃ । ଅଭୁଷ୍ଟିତା, ହ୍ୟାପାନ୍ଧେନ ବକ୍ତାନ୍ତା-  
 ଯତୋ ହି ସା ॥ ୨୧ ॥ ତସ୍ୟାଂ ବଂସ କୁରୁଷ୍ଠଃ ସଂ ବିଧିବଦ୍ଧାରସଂଗ୍ରହଃ । ମା ଜନ୍ମ ବିଧଳଂ  
 ତେହଞ୍ଚ ଅସଂପ୍ରାପ୍ୟ ତୁ ଲୌକିକଂ ॥ ୨୨ ॥ କ୍ବଚିଦ୍ବୀଚ । ବ୍ରହ୍ମୋହଂ ନାସ୍ତ୍ରତଂ କୋ ମେ  
 ପିତରଃ ସମ୍ପ୍ରଦୀମନ୍ତତି । ତାତ୍ୟାନ୍ତଥା ଦରିଦ୍ରସା ହୁକ୍ବରୌ ଦାରସଂଗ୍ରହଃ ॥ ୨୩ ॥ ପିତର  
 ଉତୁଃ । ଅସ୍ୟାକଂ ପତନଂ ବଂସ ଭବତତ୍ତାପ୍ୟାଧୋଗତିଃ । ନୁନଂ ଭାବି ଭବିତ୍ରୀ  
 ଚ ନାଭିନନ୍ଦସି ନୋ ବଚଃ ॥ ୨୪ ॥ ଇତୁଃକ୍ବ । ପିତରନ୍ତସ୍ୟ ପଶ୍ୟତୋ ମୁନିମନ୍ତମ ।  
 ବହୁବୁଃ ସହନାହନ୍ତା ନୀପା ବାତାହତା ଇବ ॥ ୨୫ ॥ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଉବାଚ । ସ ତେନ ପିତୃ-  
 ବାକ୍ୟେନ ଭ୍ରମୁଷ୍ମିୟମାନସଃ । କତ୍ତାଭିଜାୟୀ ବିପ୍ରାସିଃ ପରିବତ୍ରାମି ମେଦିନୀଂ ॥ ୨୬ ॥  
 କତ୍ତାମଳଭମାନୋହସୋ ପିତୃବାକ୍ୟାଗ୍ନିନୀପିତଃ । ଚିନ୍ତାମବାପ ମହତୀମତୀବୋଷ୍ମିୟ-  
 ମାନସଃ ॥ ୨୭ ॥ କିଙ୍କରୋମି କ ଗଞ୍ଜାମି କଥଂ ମେ ଦାରସଂଗ୍ରହଃ । କିଂପ୍ରଂ ଭବେନ୍ୟ-  
 ପିତ ଣାଂ ସମଭ୍ୟାନ୍ନକାରକଃ ॥ ୨୮ ॥ ଇତି ଚିନ୍ତୟତନ୍ତସ୍ୟ ମତିଞ୍ଜାତା ମହାନ୍ୟନଃ ।  
 ତପସାରାଧକ୍ଷାୟୋନଂ ବ୍ରହ୍ମାଣଂ କଲୋଦ୍ଭବଂ ॥ ୨୯ ॥ ତତୋ ବର୍ଷଣତଂ ଦିବ୍ୟଂ ତପଶ୍ଚେପେ  
 ସ ବେଦସଃ । ଆରାଧନାୟ ସ ତନା ପରଂ ନିୟମମାହିତଃ ॥ ୩୦ ॥ ତତଃ ସ୍ବଂ ଦର୍ଶୟା-  
 ମାସ ବ୍ରହ୍ମା ଲୋକପିତାମହଃ । ଉବାଚ ତଂ ପ୍ରସନ୍ନୋହସୀତ୍ୟୁଚ୍ୟାତାମଭିବାହିତଂ ॥ ୩୧ ॥  
 ତତୋହସୋ ଶ୍ରେଣିପତ୍ୟାହ ବ୍ରହ୍ମାଣଂ ଜଗତଃ ପତିଃ । ପିତାଂ ବଚନାନ୍ତେନ ବଂ  
 କର୍ତ୍ତୁମଭିବାହିତଂ । ବ୍ରହ୍ମା ଶ୍ରୀହ କ୍ବଚିଂ ବିପ୍ରଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତସ୍ୟାଭିବାହିତଂ ॥ ୩୨ ॥  
 ବ୍ରହ୍ମୋବାଚ । ଶ୍ରଦ୍ଧାପତିସ୍ତଂ ଭବିଷ୍ୟନ୍ନଶ୍ଚେଷା କ୍ବବତା ଶ୍ରଦ୍ଧାଃ । ହେତୁଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଃ ସୁତାନ୍  
 ବିପ୍ର ସମୁପାସ୍ୟ କ୍ରିୟାନ୍ତଥା ॥ ୩୩ ॥ କ୍ରହା କ୍ରତାଧିକାରଜଂ ତତଃ ନିଶ୍ଚିନ୍ତବାମ୍ନାସି ।  
 ସ ସଂ ସଂଯୋଜ୍ୟଂ ପିତୃଭିଃ କୁରୁ ଦାରପରିଗ୍ରହଂ ॥ ୩୪ ॥ କ୍ବମକ୍ଷେନମାତବ୍ୟାରନ୍  
 କ୍ରିୟତାଂ ପିତୃପୂଜନଂ । ତ ଏବ ତୁଷ୍ଟାଃ ପିତରଃ ପ୍ରଦୀର୍ଘାୟ ତବେନ୍ଦ୍ରିୟଂ । ପତ୍ନୀଂ  
 ସୁତାଂଚ ସନ୍ତତାଃ କିମ୍ବଦନ୍ତାଃ ପିତାମହାଃ ॥ ୩୫ ॥ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଉବାଚ । ଇତ୍ୟାଦିବଚନଂ  
 ଶ୍ରଦ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମାଣୋହସ୍ୟକ୍ତଜୟନଃ । ନଦା ବିବିକ୍ତେ ପୁନିନେ ଚକାର ପିତୃତର୍ପଣଂ ॥ ୩୬ ॥ ତୁଷ୍ଟାବ  
 ଚ ପିତୃନ୍ ବିପ୍ର ଶ୍ରେଣିବେଦିତରଥାଦୁଃ । ଏକାଗ୍ରପ୍ରସୂତୋ ଭୃହା ଭକ୍ତି-ନମ୍ରାୟକର୍ତ୍ତବ୍ୟଃ  
 ॥ ୩୭ ॥ ନୟୋହଂ ପିତୃନ୍ ତତ୍ତ୍ବ୍ୟା ମେ ବସନ୍ତାଧିଦେବତାଃ ଦେବିରପି ହି ଉପ୍ୟାସେ  
 ଯେ ଶ୍ରାକ୍ଷେନ୍ ସଂଯୋଜ୍ୟେ ॥ ୩୮ ॥ ନୟୋହଂ ପିତୃନ୍ ଅଗ୍ନେ ଯେ ତୃପ୍ୟାସେ ମହାବିଧିଃ ।  
 ଶ୍ରାକ୍ଷେନ୍ନୋମୟିର୍ଜକ୍ୟା ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିମତୀମ୍ନୃତିଃ ॥ ୩୯ ॥ ନୟୋହଂ ପିତୃନ୍ ଅଗ୍ନେ  
 ନିଦାଃ ସନ୍ତର୍ପୟାନ୍ତ ଯାନ୍ । ଶ୍ରାକ୍ଷେନ୍ନ ଦିବ୍ୟାଃ ସକଳୈରୁପହାରୈରନ୍ତୁତୟେ ॥ ୪୦ ॥

নমসোহং পিতৃন্ তন্ত্ৰা য়েহর্জ্যস্তে শুভকৈরপি । তম্বয়ংন বাহুভিক্ক্ষিমাভ্য-  
 স্তিকীং পরাং ॥ ৪১ ॥ নমসোহং পিতৃন্ মঠৈরর্জ্যস্তে য়ে সদা ভুবি ।  
 প্রাক্কেষু শ্রদ্ধাভীষ্ট-লোকপুষ্টিপ্রদায়িনঃ ॥ ৪২ ॥ নমসোহং পিতৃন্ বিপ্রৈরর্জ্যস্তে  
 ভুবি য়ে সদা । বাহুভীষ্টলোকাভ্য-প্রাপত্যপ্রদায়িনঃ ॥ ৪৩ ॥ নমসোহং  
 পিতৃন্ য়ে বৈ তর্প্যস্তেহর্য্যবাদিভিঃ । বৈত্ৰেঃ প্রাক্কেষুভাহারৈস্তপো-নিধু-  
 কশ্চৈঃ ॥ ৪৪ ॥ নমসোহং পিতৃন্ বিপ্রৈর্নৈষ্ঠিকব্রতচারিভিঃ । য়ে সংযতান-  
 ভিনিত্যং সন্তর্প্যস্তে সমাপিভিঃ ॥ ৪৫ ॥ নমসোহং পিতৃন্ প্রাক্কে রাজ্ঞ্যন্তর্প-  
 যন্তি যান্ । কঠোরশেষৈবিধিবল্লোকদ্বয়কলপ্রদান্ ॥ ৪৬ ॥ নমসোহং পিতৃন্  
 বৈত্ৰৈরর্জ্যস্তে ভুবি য়ে সদা । স্বকণ্ঠ্যভিরনৈষ্ঠিত্যং পুষ্প-ধূপান্ন-বারিভিঃ ॥ ৪৭ ॥  
 নমসোহং পিতৃন্ প্রাক্কে শূদ্রৈরপি চ ভক্তিভ্যঃ । সন্তর্প্যস্তে জগত্ৰাজ্ঞা নাম্না  
 ব্যাতাঃ স্রুতালিনঃ ॥ ৪৮ ॥ নমসোহং পিতৃন্ প্রাক্কে পাতালে য়ে মহাসুরৈঃ ।  
 সন্তর্প্যস্তে স্বপাদ্যৈরস্ত্যক্তদত্তমদৈঃ সদা ॥ ৪৯ ॥ নমসোহং পিতৃন্ প্রাক্কে রর্জ্যস্তে  
 য়ে ব্রহ্মতলে । কঠোরশেষৈবিধিবল্লগৈঃ কামানভীপুভিঃ ॥ ৫০ ॥ নমসোহং  
 পিতৃন্ প্রাক্কে মঠৈঃ সন্তর্পিতান্ সদা । তজ্জৈব বিধিবদ্বভোগসম্পদসম-  
 য়িতৈঃ ॥ ৫১ ॥ পিতৃন্মসো নিবসন্তি সাক্ষাদ্বে দেবলোকে চ তথাস্তরীক্ষে ।  
 মহীতলে য়ে চ সুরারিপুত্র্যস্তে মে প্রতীচ্ছন্ত ময়োপনীতং ॥ ৫২ ॥ পিতৃন্মসো  
 পরমাশুভা, য়ে বৈ গিমাণে নিবসন্ত্যমৃতাঃ । যজন্তি যানস্তমলৈর্মনোভি-  
 যোগীশ্বরীঃ ক্লেশবিমুক্তিহেতুন্ ॥ ৫৩ ॥ পিতৃন্মসো দিবি য়ে চ মৃতাঃ, স্বধা-  
 ভুজঃ কাম্যলগ্নাতিসকৌ । প্রদানশক্তাঃ সকলোপিতানাং, বিমুক্তিদা য়েহনভি-  
 সংহিতৈশ্চ ॥ ৫৪ ॥ তুপ্যস্ত তেহস্মিন পিতরঃ সৌম্যতা, ইচ্ছাবতাং য়ে প্রদিশন্তি  
 কামান্ । সুরবর্জিত্তমিতোদিকং বা সূতান্ পশূন্ স্বামিবলং গৃহাণি ॥ ৫৫ ॥  
 সোমস্ত য়ে রশ্মিগু য়েহকবিশ্বে, শুক্রে বিমাণে চ সদা বসন্তি । তুপ্যস্ত তেহস্মিন্  
 পিতরোহমৃতোদৈগন্ধাদিনা পুষ্টিমিতো ব্রজন্ত ॥ ৫৬ ॥ য়েবাং হতেহমৌ হবিষা চ  
 তুষ্টির্থে ভুঞ্জতে, বিপ্র-শরীরসংস্থাঃ । য়ে পিণ্ডদানেন মুদং প্রয়ান্তি তুপ্যস্ত  
 তেহস্মিন্ পিতরোহমৃতোদৈঃ ॥ ৫৭ ॥ য়ে ধজিমাংসেন সুরৈরভীষ্টে, কঠৈস্তিলৈর্দিব্য-  
 মনোহরৈশ্চ । কাশেন শাকেন মহাবিধৈঃ, সংপ্রীণিতাস্তে মুদমত্র যান্ত ॥ ৫৮ ॥  
 কব্যাক্তশেষাণি চ যাত্ৰাভীষ্টাত্তীৰ্ণ য়েধামমরার্জিতানাং । তেষাস্ত সাক্ষ্য-  
 মিহাস্ত পুষ্প-গন্ধান্নভোগ্যেযু ময়াজতেষু ॥ ৫৯ ॥ দিনে দিনে য়ে প্রতিগৃহ্যন্তেহ  
 চর্চাং, মাসান্তপূজ্যা ভুবি য়েহষ্টকান্ । য়ে বৎসবাস্তেহভূদয়ে চ পূজ্যাঃ  
 প্রয়াস্ত তে মে পিতরোহমৃতোদৈঃ ॥ ৬০ ॥ পূজ্যাদিতানি কুদ্দেশুভাসো, য়ে

কলিগাণক নবাক্ষৰণাঃ । তথা বিশাং যে কনকাবদাতা, নীলীনিভাঃ শূদ্র-  
জনস্ত যে বা ॥ ৬১ ॥ তেহস্মিন্ সমস্তা মম গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-ভোয়াদিনিবেদনেন ।  
তথ্যগ্নিহোমেন চ বাস্ত তপ্তিং, সদা পিতৃভ্যাঃ প্রণতোহস্মি তেভ্যঃ ॥ ৬২ ॥ যে  
দেবপূৰ্ণাতিতপ্তিংহেতোরগ্নি কব্যানি শুভাহতানি । তৃপ্তাশ্চ যে ভূক্তিস্থো  
ভবন্তি, তৃপ্যন্ত, তেহস্মিন্ প্রণতোহস্মি তেভ্যঃ ॥ ৬৩ ॥ বক্ষাংসি তৃত্য-  
স্বরাংস্তথোগ্রাশ্মিন্ শবন্তত্বশিবং প্রজানাং । আত্মাঃ সুরাণামমরেশপূজ্যাকৃপ্যন্ত  
তেহস্মিন্ প্রণতোহস্মি তেভ্যঃ ॥ ৬৪ ॥ অগ্নিস্বাতী বহিষম অজ্যপাঃ সোম-  
পান্তথা । ব্রহ্মন্ত তপ্তিং প্রাক্কেহস্মিন্ পিতৃরন্তর্পিতা ময়া ॥ ৬৫ ॥ অগ্নিস্বাতীঃ  
পিতৃগণাঃ প্রাচীং বক্ষন্ত মে দিশং ঃ তথা . বহিষমঃ পাত্ত বাম্যাং যে পিতরঃ  
স্মৃতাঃ ॥ ৬৬ ॥ প্রতীচীমাজ্যপান্তবহ্নীচীমপি সোমপাঃ । বক্ষোভূতপিশা-  
চেত্যন্তর্ধেবাসুরদোষতঃ । সর্গতশ্চাধিপন্তেবাং যমো বক্ষাং করোতু মে ॥ ৬৭ ॥  
বিশ্বো বিশ্বভূগায়াথো ধর্মো ধাতুঃ শুভাননঃ । ভূতিদো ভূতিক্ষদভূতিঃ পিতৃণাং  
যে গণা নব ॥ ৬৮ ॥ কল্যাণঃ কল্যাণ-কর্তা কল্যাঃ কল্যাভরাশ্রয়ঃ । কল্য-  
তাহেভুরনবঃ ষড়্ধিমে তে গণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬৯ ॥ বরো বরেন্যো বরদন্তষ্টিদঃ পুষ্টি-  
দন্তথা । বিশ্বপাতা তথা ধাতা সপ্তৈবৈতে গণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭০ ॥ মহামহাত্মা  
মহিতো মহিমবান্ মহাবলঃ । গণাঃ পঞ্চ তথৈবৈতে পিতৃণাং পাপনাশনাঃ  
॥ ৭১ ॥ সুখদো ধনদশ্চাজ্ঞো ধর্মদোহস্তাশ্চ ভূতিনঃ । পিতৃণাং কথ্যতে চৈতন্তথা  
গণচতুষ্টয়ং ॥ ৭২ ॥ একত্রিংশৎ পিতৃগণা বৈব্যাধমখিলং জগৎ । তে মেহম  
তৃপ্তান্তবাস্ত দিশন্ত চ সদা হিতং ॥ ৭৩ ॥ এবম্ভ স্তবতস্ত তেজসো বাশিক্খিখঃ ।  
প্রাচুর্ভূতব সহসা গগনব্যাপ্তিকরকঃ ॥ ৭৪ ॥ তদুচ্ছ্রী স্মমহতেজঃ সর্মাশাণ্য  
স্থিতং জগৎ । আনুভ্যামবনীং গদা কচিঃ ত্রৌহমিদং অর্গো ॥ ৭৫ ॥ কচিকবাচ ।  
অচ্চিভানামমূর্তীনাং পিতৃণাং দীপ্ততেজসাং । নমস্তামি দদা তেবার্ ধ্যানিনাং  
নিব্যচক্ষুবাং ॥ ৭৬ ॥ ইন্দ্রাদীনাঞ্চ নেতারো দক্ষমারীচয়োস্তথা । সপ্তর্ষীণাং  
তথাক্তেবাং তামমস্তামি কামদান্ ॥ ৭৭ ॥ মহাদীনাং সুনীশ্রাণাং স্বর্ঘ্যাক্ষম-  
সোস্তথা । তামমস্তামাহং সর্গান্ পিতৃন্ প্রসন্নধীরশি ॥ ৭৮ ॥ নক্ষত্রাণাং প্রহা-  
ণাক বাধুগ্মোন্ভসন্তথা । দাব্যাপুষ্টিব্যোশ্চ সদা নমস্তামি কৃতাজ্জলিঃ ॥ ৭৯ ॥  
দেবর্ষীণাং জনিতুং সর্গলোকনমন্তান্ । অভয়ন্ত সদা দাতু মমস্তামি কৃতাজ্জলিঃ  
॥ ৮০ ॥ প্রজাপতেঃ কশ্যপায় সোমায় বক্ষায় চ । যোগেশ্বরেভ্যশ্চ সদা নমস্তামি  
কৃতাজ্জলিঃ ॥ ৮১ ॥ নমো গণেভ্যঃ সপ্তত্যন্তথা লোকেশু সপ্তহ । স্বায়ত্ত্বৈ নম-  
স্তামি ব্রহ্মণে লোকচক্ষুশে ॥ ৮২ ॥ সোমধারান্ পিতৃ গগান্ যোগমুর্ধিধরাংস্তথা ।

নমস্তামি সদা সোমং পিতরং জগতামহং ॥ ৮৩ ॥ অগ্নিকপাংস্তুর্ধৈবাত্মান্ নম-  
স্তামি পিতৃনহং । অগ্নিসোমময়ং বিশ্বং যত এতদশেষতঃ ॥ ৮৪ ॥ যে তু  
তেজসি যে চৈব সোমস্বধ্যাগ্নিসূক্তয়ঃ । জগৎস্বরূপিণশ্চৈব তথা ব্রহ্মস্বরূপিণঃ  
॥ ৮৫ ॥ তেভ্যোহধিলেভ্যো যোগিভ্যঃ পিতৃভ্যো যতমানসঃ । নমো নমো নমস্তে  
মে প্রসীদন্ত স্বরাত্নজঃ ॥ ৮৬ ॥ মার্কণ্ডেয় উবাচ । এবং স্তুতান্ততন্তেন তেজসো  
মুনিপুতম । নিশ্চক্রমুস্তে পিতরো ভাসয়ন্তো দিশো দশ ॥ ৮৭ ॥ নিবেদিতঞ্চ  
যতেন গন্ধপুষ্পান্নলেপনং । তপ্তভূষিতানথ স তান্ দদৃশে পুরতঃ স্থিতান্ ॥ ৮৮ ॥  
প্রণিপত্য পুনর্ভক্ত্যা পুনরেব কৃতাজ্জলিঃ । নমস্তভ্যং নমস্তভ্যামিত্যাহ পৃথগাদৃতঃ  
॥ ৮৯ ॥ ততঃ প্রনম্য পিতরস্তমুচুমুনিপুতরঃ । বরং বৃণীষেতি স তামুবাচান-  
তকঙ্করঃ ॥ ৯০ ॥ কচিকবাচ । সাম্প্রঃ সর্গকর্তৃহৃদাদিষ্টং ব্রহ্মণং মম ।  
সোহহং পরীমভ্যাপ্যামি ধাতাং দিব্যাং প্রজাবতীং ॥ ৯১ ॥ পিতর উচুঃ । অজৈব  
সত্ত্বঃ পরী তে ভবব্রতিমনোরমা । তত্রাণ পুত্রো ভবিতা ভবতো মহুকুন্তমঃ ॥ ৯২ ॥  
মবস্তরাধিপো ধীমাংসুন্নায়ৈবোপলক্ষিতঃ । কচে রোচ্য ইতি খ্যাতিং প্রযাত্ততি  
জগজ্জয়ে ॥ ৯৩ ॥ তস্তাপি বহবঃ পুত্রা মহাবলপরাক্রমাঃ । ভবিষ্যন্তি মহাস্থানঃ  
পৃথিবীপরিপালকাঃ ॥ ৯৪ ॥ ত্বক প্রজাপতিতুর্ভা প্রজাঃ সৃষ্টা চতুর্লিঙ্গাঃ । ক্ষীণা-  
ধিকারো ধর্মজন্ততঃ সিন্ধিমবাপ্যসি ॥ ৯৫ ॥ স্তোত্রৈগানেন চ নরো যোহম্যান্  
তোব্যাস্তি ভক্তিতঃ । তন্ত তুষ্টা বরং ভোগানাস্তজ্ঞানং তথোত্তমং ॥ ৯৬ ॥ শরীরারো-  
গায়ৈশ্বর্যং পুত্রপৌত্রাদিকন্তথা । বাহুভিঃ সততং স্তব্যাঃ স্তোত্রৈগানেন বৈ যতঃ  
॥ ৯৭ ॥ শ্রীক্ষেপু য ইমং ভক্ত্যা অম্মং প্রীতিকরং স্তবং । পঠিয্যতি বিজ্ঞানপ্রাণাং ভুজ্ঞতাং  
পুরতঃ স্থিতঃ ॥ ৯৮ ॥ স্তোত্রশ্রবণসংপ্রীত্যা সন্নিবিশ্নু কতে পরে । অম্বাকমক্ষয়ং  
প্রাপ্ত্ব তদভিষ্যত্যাসংশয়ং ॥ ৯৯ ॥ যদ্যপ্যশ্রোত্রিয়ং প্রাপ্ত্ব যদ্যপ্যুপহৃতং ভবেৎ ।  
অত্রাঘোপাংস্তবিস্তেন যদি কা কৃতমন্তথা ॥ ১০০ ॥ অগ্রদ্ধাহৈরুপহতৈরুপহাটৈরন্তথা  
কৃতং । অকালেহপাথ বাহদেশে বিবিহীনমধাপি বা ॥ ১০১ ॥ অগ্রদ্ধা বা  
পুরুষৈর্ভ্রমাপ্রীত্যা সংকৃতং । অম্বাকং তপ্তয়ে প্রাকং তথাপ্যোতুর্দুর্দীর্ণাং ॥ ১০২ ॥  
যত্নৈতৎ পঠ্যতে প্রাকৈ স্তোত্রমম্মংসুখাবহং । অম্বাকং জায়তে তৃপ্তিস্তত্র  
দ্বাদশবার্ষিকী ॥ ১০৩ ॥ হেমস্তে দ্বাদশাকানি তৃপ্তিমেষং প্রযচ্ছতি । শিশিরে দ্বিগু-  
ণাকান্শ্চ তৃপ্তিং স্তোত্রমিদং শুভং ॥ ১০৪ ॥ বসন্তে ষোড়শসমাস্তপ্তয়ে প্রাক্কর্মণি ।  
গ্রীষ্মে চ ষোড়শৈবৈতৎ পঠিতং তৃপ্তিকারকং ॥ ১০৫ ॥ বিকলেশপি কতে প্রাকৈ  
স্তোত্রৈগানেন সার্থিতে । বর্ষাসু তৃপ্তিরম্বাকমক্ষয়া জায়তে কচে ॥ ১০৬ ॥  
শবৎ কালেহপি পঠিতং প্রাক্ কালে প্রযচ্ছতি । অম্বাকমেতৎ পুরুষৈস্তৃপ্তিং

পঞ্চদশাবিকীং ॥ ১০৭ ॥ যস্মিন্ গৃহেহপি লিখিতমেতত্তিষ্ঠতি নিত্যশঃ । সন্ন-  
ধানং কৃতে শ্রাদ্ধে তত্রাস্থ্যকং তবিষ্যতি ॥ ১০৮ ॥ তন্মাস্তেহয়া শ্রাদ্ধে  
বিপ্রাণাং তুজ্ঞতাং পুরঃ । আবণীয়ং মহাভাগ অস্থ্যকং তৃপ্তিকারকং ॥ ১০৯ ॥  
যথা গরাকৃতং শ্রাদ্ধং পুরুষে তু তথৈবচ । কুরুক্ষেত্রে নৈমিষেহ তথা  
স্তোত্রে ক্ষতে ধৃত্যে । ইতি দক্ষা বরং তন্মৈ পিতরঃ সিন্ধিমাগতাঃ ॥ ১১০ ॥

ইতি ত্রীমার্কেণ্ডেয়পুরাণে রৌচ্যমহত্বরে রুচিস্তোত্রং ।

### ক্রিয়াবলির ফল ।

সামবেদী আত্মাদয়িক ।—যজীর শাটী ১, মার্কেণ্ডেয়ের জোড় ১টা, আপনা-  
জুরীয় ২, প্রস্থ, মধুপর্কবাটী ২, ঘট ১, বটের ডাল ১, সিন্দূর, নৈবেদ্য ২ কুচ-  
নৈবেদ্য ১, দধি, ঘৃত, তিল, বসুধারার ঘৃত, কদলীপত্র, গৌর্যাদি ঘোড়শ  
মাতৃকার শাটী ১৭ খান, আমনাসুরীয় ১৭, মধুপর্কের বাটী ১৭, নৈবেদ্য ১৭ ।  
বৃষগোময়, হরীতকী, পুষ্প, বিষপত্র, তুলসী, দুর্গা, চন্দন, ধূপ, দীপ,  
বরণডালা ১ প্রস্ত, ত্রী, ব্রহ্মি শ্রাদ্ধ,—ভোজ্য, যজ্ঞেশ্বরের ভোজ্য, বস্ত্র ৭,  
পর্ক কদলী ১৭ গণ্ডা পান ১৭ গণ্ডা শুপারি ১৭ গণ্ডা আতপ তণ্ডুল,  
যজ্ঞোপবীত ৭, ফলমূলদি, যব, তিল, কুশ ।

কুশণ্ডিকা ।—বাণি, যজ্ঞীয় কাঠ, গোময়, কুশ, কাংসাপাত্র, আত্মাহুণী  
চক্ৰহাণী, গব্যঘৃত, স্থপ, (কুলা), ছহপুন্দ্রী, তণ্ডুল, উজ্জ্বল সমিধ ১০, পূর্ণপাত্র,  
তাম্বুল, কদলী, দধি, উদ্ভল, মৃষল ও এক প্রাব । পূর্ণপাত্র, আত্মরণ  
কুশ ১২, পবিত্র ১০, হোমদ্রব্য ১১, ব্রহ্মস্থাপনার্থ কমণ্ডলু ।

বিবাহের ।—জামাতার বরণ, টোপয়, পাজ (দৈ) শমীপত্র (শাইপাতা)  
বীরপত্র (বেণাপাতা), সিন্দূর ১, বট ১, শীল নোড়ো, আশ্রশাখা ১,  
অনপূর্ণ কুজ, বর্প (কুলা) পুষ্প, তুলসী তিল হরিতকী পর্ণাবধকল, তণ্ডুলচূর্ণ  
দ্বারা মণ্ডপদী, গোময় ভস্ম, লোহিত একচক্ষ ।

জাতকর্ম ।—নান্দীমুখ দ্রব্য, ত্রীহি-যবচূর্ণ, তিল, হরীতকী, বিষপত্র, ধূপদীপ,  
গব্য ঘৃত, আতপতণ্ডুল মিষ্টান্নদ্রব্যাদি পুরোহিতচাক্ষণ ।

নামকরণ ।—নান্দীমুখ—কুশণ্ডিকার দ্রব্য,—ঘৃত মধু দধি দুর্গা পুষ্প তুলসী  
বিষপত্র ধূপদীপ তিল হরিতকী, আতপতণ্ডুল, সুবর্ণলেখনী, ধান্য, পুস্তক ও  
টোপয় এবং মিষ্টান্নাদি ।

চুড়াকরণ ।—নান্দীমুখ দ্রব্য, কুশণ্ডিকোক্ত দ্রব্য চুড়ার বস্ত্র ১ কাংস

বাটী ১ তাম্রকুর ১ সোহকুর ১ দর্পণ ১ বৃষগোময়, তিল, মাষকলাই, ধাত্র, যব, পুষ্প, তুলসী বিষ্ণপত্র, ধূপদীপ, তিল, হরিতকী, উকোদক ও দক্ষিণা ।  
কর্ণবেধ । - যৌণ্য নিশ্চিত শুভ্রী ১ টা ।

উপনয়ন । - নান্দীমুখ ও কুশণ্ডিকোক্ত দ্রব্য । লালপেড়ে ধুতি ১ জোড়া, পটবস্ত্র ১ জোড়, বীণামা ১ জোড়, চত্র ১, বিষ্ণপত্র, বংশদণ্ড, টোপর, পুষ্প-মালা, মুক্তমেখলা, কণ্ঠসারচন্দ্র, যজ্ঞোপবীত, ভিক্ষার গামছা ২, গৈরিক বস্ত্র ২, সমিধ ২৮, পুষ্প দুর্গা তুলসী প্রভৃতি, পুরোহিত দক্ষিণা ।

যজুর্বেদীয় আত্মাদয়িকের ফর্দ ।

যষ্টির শাটী ১, মার্কেণ্ডের ধুতি ১ জোড়া, আসনাস্থরী ১০, মধুপর্ক বাটী ১৭, দধি মধু স্নাত্ত চিনি ঘট ১, 'সিন্দুর, নৈবেদ্য ২ কুঁচা নৈবেদ্য ১৭, বস্ত্রধারার দ্রব্য, কদলীপত্র, বরণডালা, ত্রী, গোষ্ঠাদি ষোড়শমাতৃকা পূজার দ্রব্য, বটপত্র ১৭, বৃষগোময়, পান ১৭ গণ্ডা, শুপারী ১৭ টা, নানাবিধ উপকরণ দ্রব্য । 'কুশগ্রাঙ্গ ৮, কুশাসন ৮, অর্ঘ্যপাত্র ৮, ভোজনপাত্র ও জলপাত্র ৮, বস্ত্র ৪ জোড়, গামছা ১, যজ্ঞোপবীত ৮ ।

যজুর্বেদীয় দশকর্মের ফর্দ ।

বিবাহ । - নান্দীমুখ শ্রাক দ্রব্য, বরের পটবস্ত্র ১ জোড়, টোপর, বরের বরণাস্থরী, ফুলের গড়ের মালা ২, বিনামা ১ জোড়া, বরাত্তরণ, দানীয়া, জব্যাদি, কস্তার পটবস্ত্র, শাটী, গম্বুছা, পক্ষফল, গাইটছাড়া-গামছা, মধুপর্কের বাটী ১, ঘৃত দধি পুষ্প দুর্গা তুলসী তিল হরিতকী; বরদক্ষিণা ও পুরোহিত দক্ষিণা, পরদ্বিস কর্তব্য কর্মে, লাজ (থে) শমীপত্র (শাইপাতা) বীরণপত্র (বেণাপাতা), 'সিন্দুর ১, জলপূর্ণ কুন্ত ১, আশ্রয়াধা ১, ঘট ১, দধি, শীল, নোড়া, দক্ষিণা ।

যজুর্বেদীয় কুশণ্ডিকা । - বাসি. কাষ্ঠ, কুশ, গোময়, গব্যঘৃত, আজ্যস্থানী, চরস্থানী, উদ্ভূত সমিধ, কাংস্যপাত্র, ত্রীহি, মুষল, উদ্ভল, সূর্য, ধূম্রী ।

নামকরণ । - নান্দীমুখশ্রাক, নৈবেদ্য ২, কুঁচা নৈবেদ্য ১, দধি ঘৃত মধু পুষ্প দুর্গা তুলসী বিষ্ণপত্র ধূপদীপ শিলা (শ্লেট) খাড়ি, পুরোহিত-দক্ষিণা ।

অন্নপ্রাশন । - নান্দীমুখশ্রাক, দধি, মধু ঘৃত, নৈবেদ্য ২ কুঁচা নৈবেদ্য ১, বরণ ডালা, বালকের পবিত্রেয় পটবস্ত্র, অর্ঘ্যভরণ ও টোপর, পুষ্প দুর্গা

তুলসী ধূপদীপ, দক্ষিণা নানাবিধ ব্যঞ্জনাদির সহিত অন্ন যুক্তিকা, স্বর্ণ মৌপ্য, দোয়াত কলম ।

চুড়াকরণ।—উকথল, তিনটী সজক কাটা নুতন সরি, বুধগোময়, কাংস্যবাটি ১, লোহকুর ১, তাম্রকুর ১, দর্পণ ১, তিল, মাসকলাই ধান্য, যব, ছুই চিনি, মালা, তিল, হরিতকী, পুষ্প দুর্গা তুলসী, ধূপ দীপ দধি মধু পুরোহিত-দক্ষিণা ।

উপনয়ন।—বৃত্তীয় বরণ বস্ত্র ১ ছোড়, দালকের রক্তবস্ত্র ১ ছোড়, সমাবর্তনের ধূতি ১, সাবিত্রীগ্রহণের ধূতি ১, ভিকার গামছা ২, পটবস্ত্র ১ ছোড়, বিবদণ্ড ১, বংশদণ্ড ১, মুক্তমেখলা, কুম্ভসারাজিন, ছত্র ১, টোপর, বিনামা ১ ছোড়া, অলঙ্কার, চক্ৰস্থালী, উদ্বল, মুঘল, গব্যদূত, ছুই, চিনি, অষ্টকলম, আশ্রযাখা ৮, কুলা, ধূচনী, পূর্ণপাত্র, মালা পুষ্প দুর্গা তুলসী ধূপ-দীপ দধি, পিষ্টতিল, সুগন্ধি জবা, দস্তকাঠ ১, দর্পণ, তিল, হরিতকী পুরোহিত দক্ষিণা ।

ঋষেদীয় নান্দীমুখের ফর্দ ।

বৃত্তীয় শাটী ১, মার্কণ্ডেয়ের ধূতি ১ ছোড়া, বুদ্ধিশ্রাদ্ধ,—প্রশস্তপক্ষে বস্ত্র ৭, আসনাস্থরীয় ২ প্রস্ত, মধুপক বাটী ২ সিন্দূর তিল, যব, হরিতকী খেতসর্বপ, ধূপ দীপ, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, খট ১, বটের ডাল ১, আশ্র, শাখা, তৈল হরিদ্রা পক্কদলী ১৭ গড়া; পান ঐ সুপার ঐ বদরী (কুল) ঐ দধি, মধু; ছুই চিনি, বসুপুত্রের ঘৃত, পুষ্প, দুর্গা মালা; তুলসী, বিব-পত্র; কদলীপত্র, গোষ্ঠাদিবোডশমাত্কার ধূতি ১৭, আসনাস্থরীয় ১৭, মধু পক্ববাটী ১৭, নৈবেদ্য ১৭, বরণডালা ১, শ্রী ১, মাঙ্গল্য সূত্র, স্নাতপতগুল, বজ্রোপবীত ৭, ফলমূলদি, দক্ষিণা ।

ঋষেদীয় দশবিধ সংস্কার জবা ।

বিবাহ।—বরের পটবস্ত্র ১ ছোড়, কণ্ঠার পটবস্ত্র শাটী ১, টোপর ১, বরণাস্থরী, ফুলের গড়েমালা ২ ছড়া, জুতা, যথাশক্তি দানীয় জব্বাদি, আচ্ছাদনার্থ ধূতি ১, গামছা ১, তিল হরিতকী, পুষ্প, দুর্গা, তুলসী ধূপ দীপ, হরিদ্রাবর্ণের গাটছড়া বাঁধবার গামছা ১, পূর্ণকল, মধুপকের কাঁসার বাটি ১, ঘৃত, মধু, দধি, পুষ্পাদি, বরণডালা ১, বরদক্ষিণা পুরোহিত-দক্ষিণা ।

পরদিন কর্তব্য ভব্য ।—বীরপত্র ( বেণাপাতা ), সিন্দূর, শিল নোড়া, অশ্বশাখা ১, জলপূর্ণ কুন্ত ১, স্বর্ণ ( কুলা ), পুষ্প তুলসী তিল হরিতকী, দক্ষিণা ।

কুশণ্ডিকা—বালি, কাষ্ঠ, গোময়, উদ্বল, মুঘল ১, অশ্ব, অশ্ব, দক্ষী, বেকণ, কাংস্যপাত ১, অরহিষ্ণমাণ যজ্ঞীয় উড্বসর সমিধ ১৫, আজ্যহালী, চক্রহালী যব তিল হরিতকী স্বাদশাসুল পরিমিত যজ্ঞীয় উড্বসর ১০, গব্যস্বত, হুঘ, আতপতগুল, চিনি, প্রনীতাপাত বাটী ১, প্রোক্ষণীপাত বাটী ১, পূর্ণপাত, দধি, দক্ষিণা ।

গর্ভাধান ।—তিল হরিতকী পুষ্প, দক্ষী, তুলসী বিবপত্র, ধূপদীপ, ঘট, আত্ম-শাখা, বটের ডাল, সিন্দূর, তৈল হরিদ্রা, জবাপুষ্প, রক্তচন্দন, পিটুলিষ পুত-লিকা, লাজ, তাণ্ডুল, পঞ্চগব্য, কোলসরা, নারিকেল, রক্তহুত্র, অলক্ত, হরিদ্রা-বর্ণের গামছা, যবচূর্ণ, সীমের রস, বরকন্ডার ধূতি শাটী, পুরোহিত-দক্ষিণা ।

সীমন্তোন্নয়ন ।—উড্বসর-ফলস্বক ২ দকা, শজারকঁটা, রক্তহুত্র, দক্ষিণা ।

চূড়াকরণ ।—তিল হরিতকী, পুষ্প দক্ষী, তুলসী বিবপত্র ধূপদীপ, কুশণ্ডিকা, অধিবাস ডালা, বালকের পরিধের বস্ত্র, কাংস্যবাটী ১, তাম্রকুর ১, লৌহকুর ১, দর্পণ, নবনীত, সাদা সজারকঁটা, যবগোময়, তিল যব ত্রীহি, ধাতু, মাঘ-কলাই, দক্ষিণা ।

কর্ণবেধ ।—রৌপ্য নির্মিত গুঁজী ২টী ।

উন্নয়ন ।—পুরোহিত বরণ, অধিবাস ডালা, নান্দীমুখ শ্রদ্ধ, সর্বোষ-বিষুক্ত স্থানীয় জল, আজ্যহালী, উদ্বল, মুঘল, কুলা, ধূচনি হুত্র গৈরিক বস্ত্র ১, লালপেড়ে ধূতি ১ ভিক্ষার গামছা ২, পটবস্ত্র ১, ধূম্রবস্ত্রীগ্রহণের ধূতি ১, পাছকা ছত্র, বিঘদণ্ড ১, বংশদণ্ড ১, পুষ্পমালা ১, টোপর ১, কৃষ্ণসারাজিন মুক্তমেখলা, যজ্ঞকাষ্ঠ যজ্ঞোপবীত, দক্ষিণা ।

পূরকপিত্ত দান ।—হুত্ব সরা ৩, মালবা ১, তিল ঘৃতমধু বাতানা কাঠালি কলা ৩, মেঘলোম, মৃৎপাত্রপঞ্চকপাশ ৫৫, আতপতগুল, প্রদীপ, পুষ্প তুলসী দক্ষিণা ।

চতুর্দশান্তি ।—কলারপেটে বা পাতা ২, সুপারি ৫, ঘৃত, আতপ চাউল, তিল তুলসী পুষ্প, প্রদীপ, কুলথ কলাই, সরা ১ বংশ ঘটি ১ ।

অজপ্রারচিত্ত ।—মোণা ১ খণ্ড, গামছা, দক্ষিণা ।

তিলকাকন ।—তাম্রটট ১ তিল ১০০, পোয়া, কলাপাতা ১ মোণা ১ খণ্ড, গামছা, দক্ষিণা ।



আদ্যশ্রাদ্ধ।—আতপ চাউল উপকরণাদি কলাপালা ২০ যজ্ঞেবরের বস্ত্র ১, ভোজ্যের গামছা ১ শ্রাদ্ধের বস্ত্র ১ তিল যব হরিতকী মৃত মধু চিনি দধি ধূসরীপ পুন্স দূর্কা তুলসী বিষপত্র পান সুপারি মালসা ১ অগ্রদানীর দক্ষিণা, পুরোহিত দক্ষিণা।

যড়ক।—ধাণা ১, ঘড়া বা ঘটা ১, পিলহুজ ১, খড়ম ১, ছাতা ১, শয্যা ১, আসন ১।

ঘোড়শ দান।—ভূমি ( ১ বখুনা ধাত, মৃত্তিকা ও মূলা ), আসন, জল ( ঘড়া ), বস্ত্র ১ জোড়, দীপ ( পিলহুজ ও প্রদীপ ), অন্ন ( সভোজ্য ধান ), পান ( বাটা ), ছত্র ১, গন্ধ ( বাটী ১২ চন্দনকাঠ ), মালা ( রেকাব ও পুন্স-মালা ), ফল ( রেকাব ১ ও নারিকেল ), পাছকা ১ জোড়া, গো ( মূলা কড়ি এক কাহন গামগা বা মালসা ১ ), স্বর্ণ ১ খণ্ড, রৌপ্য ১ খণ্ড, শয্যা ( সমাজ বাট ১ ), পাতনবস্ত্র ১, উৎসর্গ গামছা ১, দক্ষিণা।

বৃষোৎসর্গ।—সিন্দূর, ঠাকুর বরণ ১ জোড়, গুরুবরণ ঐ, পুরোহিত বরণ ঐ হোতার বরণ ঐ, আচার্য্যবরণ ১ জোড়, ব্রহ্মবরণ ঐ, সদস্যবরণ ঐ, বিঘাট বরণ ঐ, বরণাঙ্গুরী ৮, বরণের কুশাশন ৮, যজ্ঞোপবীত ২০, হরিতকী ১০, ঘট ( ঘড়া ) ৫, শাস্তি ঘট ( ঘড়া ) ১, ঘটাক্ষাদন গামছা ৭, ব্রহ্ম পূজার বস্ত্র ১, নারায়ণ পূজার ধূতি ১, উদ্যোষ গামছা ১, চন্দ্রতপ ১, যুগ্মাক্ষাদন ১ জোড়, বৎসতরীর গামছা ৪, বৃষ উৎসর্গের গামছা ১, বৃষের গামছা ১, আসনান্ধুরী ৪, মধুকণ্ড বাটী ৮, দধি মধু চিনি পুন্স দূর্কা তুলসী বিষপত্র ধূসরীপ নৈবেদ্য, কঁচানৈবেদ্য ১, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চব্রহ্ম, পঞ্চপল্লব ৬, সশীষ ডাব ৬, পুন্সমালা বালিকাঠ, পেকাটী, গোময়, হোমের গব্যয়ত, আজ্যস্থলী ১০, চক্ৰস্থলী ১, হুঙ্ক, কুলা ১ ধূচনি ১, উদুৎল মুদগ ১, যুগ্মকাঠ ১ উদযুগ্ম কাঠ ৩, গোপবস্ত্র ১, টোপর, বুঝ ১, বৎসতরী ৪, বুঝভরণ স্বর্ণশৃঙ্গ ২, স্বর্ণ বোরপট্ট ১, রৌপ্যকুর ৪ ভাস্রপৃষ্ঠ ১, কাঁজকোড় ১, লৌহ বলয় ৪, লৌহ ঘণ্টা ১, লৌহ দাগুনী ২, স্বর্ণ ১ ত্রিশূল ১, ছোট চণ্ডাই ১, সর্কৌষধি, কোশা ১, বখুনা ১, মাছুর ২, সামধ ২৮, পূর্ণপাত্র ১, প্রদান দক্ষিণা, ব্রতি-দক্ষিণা।

চন্দনদেহ।—সিন্দূর, পূর্বোক্ত বরণ, বরণের স্বর্ণাঙ্গুরি ৮, বরণের আসন ৮, যজ্ঞোপবীত ২০, হরিতকী ১০, ঘট ৫, শাস্তি ঘট ( ঘড়া ) ১, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চশস্য, পঞ্চপল্লব পঞ্চব্রহ্ম, পঞ্চগব্য, সশীষ ডাব ৮, পুন্স দূর্কা তুলসী বিষপত্র ধূসরীপ তিল-আশ্রাণা ৬, ব্রহ্মপূজার ধূতি ১, নারায়ণ পূজার ধূতি ১, ঘটাক্ষাদন

গামছা ১, উকীষ গামছা ১, চন্দ্রাতপ ১, যুপাচ্ছাদন ধূতি ১, গোপের ঐ ১, সবংসা গাভীর লালপেড়ে শাটী, গামছা ১, আসনাজুরী ৪, মধুপূর্ক বাটী ৪, দধি মধু চিনি, গব্যায়ত, বালি, কাঠ, গোময়, নৈবেদ্য ৪, কঁচানৈবেদ্য ১, আজ্যস্থালী, চক্ৰস্থালী, কুলা ১, ধুচুনি ১, উদ্বল মুঘল ১, যুপকাঠ ১ উপ-যুপকাঠ ৪, ছক, আতপতগুল, টোপর ১ স্বর্ণশঙ্ক ২, স্বর্ণ বীরপট ১ রৌপ্যকুর ৪, তাম্রপট ১, কঁাসাক্রোড় ১ লৌহবলয় ৪ লৌহঘণ্টা ১, ত্রিশূল ১, চামর ১, সনাক্ষ ফেমৌ ১, লক্ষৌষধি, কোশা ১, বধুনা ১, মাহুর ২, সমিধ ২৮, পূর্ণপাত্র ১, প্রধান দক্ষিণা, রতি-দক্ষিণা ।

মাসিক-একোদ্ধিষ্ট ।—আতপ চাউল, কলাপাত বা পেটো, উপকরণাদি বাতাসা দধি মধু ঘৃত, পাকাকলা, পান সুপারি, তিল যব পুষ্প দুর্কা তুলসী বিবপত্র ধূপদীপ, যজ্ঞেশ্বরের গামছা ১, আন্ধের ধূতি ১, মালসা ১, দক্ষিণা ।

সপিণ্ডীকরণ ।—আতপ চাউল, কলাপাত বা পেটো ২০, উপকরণাদি, তিল যব, গব্যায়ত, দধি মধু চিনি বাতাসা, ধূপদীপ পুষ্প দুর্কা, তুলসী, কাঁচকলা, যজ্ঞেশ্বরের বস্ত্র ১, সপিণ্ডীকরণের বস্ত্র ৫ জোড়, থালা ১, ঘটি ১, বাটি, পান ২৪, সুপারি ২০, মালসা ১, তুরিভোজা, ঘোড়শয়ান, দক্ষিণা ।

সাম্বৎসরিকৈকোদিষ্ট ।—আতপতগুল, কলাপাত বা পেটো ১০, উপকরণাদি, বাতাসা, পুষ্প দুর্কা তুলসী, ধূপদীপ, দধি মধু চিনি ঘৃত, পাকাকলা ১০, পান ১০, সুপারি ১০, যজ্ঞেশ্বরের গামছা ১, আন্ধের ধূতি ১ জোড়, তিল যব, মালসা ১ দক্ষিণা ।

পান্দিগ্ৰাহ্য ।—আতপতগুল, কলাপাত বা পেটো ২০, উপকরণাদি, পুষ্প দুর্কা তুলসী, ধূপদীপ, দধি মধু চিনি ঘৃত বাতাসা, তিল যব, পাকাকলা, পান সুপারি, সামবেদীয়—যজ্ঞেশ্বরের গামছা ১, ভোজ্যের ঐ ১, ধূতি ৮, যজুর্বেদীয় ও ঋগ্বেদীয় গামছা ২, ধূতি ১১, দক্ষিণা ১০

ছগ্নেৎসবের বন্দ । কলাবস্ত্র ।—সিন্দুর, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চপল্লব, পঞ্চগব্য, পঞ্চরস, পঞ্চশস্য, ঘটি ১, কুণ্ডলীড়ি ১, দর্পণ ১, তেকাঠা ১, উষ্ট্র ৪; একসরা আতপচাউল, সশীঘড়াব ১, খট্টাচ্ছাদন গামছা ১, ধূতি ১ কলারস্তের শাটী ১ চত্রীর শাটী ১ তিল হরিতকী পুষ্প দুর্কা বিবপত্র তুলসী ধূপদীপ ধূনা চন্দ্রমাল্য ১ দধি মধু ঘৃত চিনি, নৈবেদ্য ৩ কঁচানৈবেদ্য ১ আসনাজুরী ৩, মধুপূর্কবাটি ৩ বরণ ডালা ।

প্রতিপদ তিথি হইতে পঞ্চমী পর্য্যন্ত বন্ধমান জব্য দিবে ।—

প্ৰতিপদে মাধাঘসা ফুলগু তৈল, চিকুণী ১, দ্বিতীয়াতে মাধা কাধিবাৰ পট্টডোৰ ।  
ততীয়াতে দৰ্শন ; সিন্দূৰ ; অলক্ত । চতুৰ্থীতে মধুপৰ্ক কাণ্ডবাটি, অঙ্কন ।  
পঞ্চমীতে অঙ্করাগ, পট্টবস্ত্ৰ ও যথাশক্তি অলঙ্কাৰ ।

বোধন দ্ৰব্যাদি ।—মুগ্ধকল সহিত বেলেৰ ডাল ১, ঘটি ১; একসৰা আতপ-  
চাউল ঘট, ঘটাজ্জানন গামছা ১, সশীষ ডাব ১; তীয় ৫, পঞ্চশস্ত্ৰ, পঞ্চস্বত্ৰ,  
পঞ্চপল্লব, তেকাঠা ১. দৰ্শন ১, বোধনের শাটী ১; শিবপূজাৰ ধূতি ১;  
আসনাস্থৰী ২; মধুপৰ্ক বাটি ২, দধি মধু ঘৃত চিনি পুষ্প দুৰ্গা তুলসী বিষ্ণপত্ৰ  
ধূপদীপ ধূনা তিল হরীতকী নৈবেদ্য ২, কুঁচা নৈবেদ্য ১, ছুৰি ১, চন্দ্রমালা ১ ।

অধিবাসের দ্ৰব্যাদি ।—আমন্তের শাটী ১ শিবপূজাৰ ধূতি ১ আসনাস্থৰী  
২ মধুপৰ্ক বাটি ২ দধি মধু চিনি ঘৃত পুষ্প দুৰ্গা বিষ্ণপত্ৰ ধূপদীপ ধূনা নৈবেদ্য  
২ কুঁচা নৈবেদ্য ১ তিল হরীতকী ১ অধিবাসের দ্ৰব্য ।

সম্ভৰ্মীপূজাৰ দ্ৰব্য ।—নাৰায়ণ বরণ ১; গুরু বরণ ১, পুরোহিত বরণ,  
তদ্বাৰবরণ বরণাস্থৰী ৩; বরণের আসন ৩; যজ্ঞোপবীত ২০, তিল হরীতকী  
দুৰ্গা তুলসী; ঘট ১, সশীষ ডাব ১, ত্ৰইসৰা আতপচাউল বিষ্ণপত্ৰ ধূপ দীপ  
ধূনা তেকাঠা ১ প্ৰধান দীপ ১ দৰ্শন ১ ।

মহান্নানের দ্ৰব্যাদি ।—তৈল হরিদ্রা দস্তকাঠ ১ অষ্টকলস; সহস্ৰ ধাৰাৰ  
ঘট ১; পঞ্চগব্য, পঞ্চকব্য, শিশি-বাদক, ইক্ষবস; বেজাৰাৰমৃত্তিকা, গজদন্ত-  
মৃত্তিকা, বরাহদন্ত-মৃত্তিকা, চতুৰ্দশ-মৃত্তিকা; রাজ্যধাৰ-মৃত্তিকা, গঙ্গা-মৃত্তিকা,  
বল্লীক-মৃত্তিকা, বুৰশঙ্গ-মৃত্তিকা, নদাৰ উভয়কল-মৃত্তিকা পৰ্বত-মৃত্তিকা তিল-  
তৈল নাৰিকেলোদক, <sup>দধি</sup>দধি, পঞ্চরস, সাগরোদক, পদ্মবৈষ্ণু, হুঙ্ক মধু  
কণ্ডুৰ, অগুরুচন্দন কুঁচুম বৃষ্টিজল পঞ্চ পল্লব, সিন্দূৰ ঘট ৪ ঘটাজ্জানন গামছা  
৪ আৱতিৰ গামছা শ্বেত সৰ্প মাংস কলাই জ্বাপুপ্প, কুঁচা নৈবেদ্য আসনা-  
স্থৰী ১৯ বা ১০, মধুপৰ্কেৰ বাটি ১৯ বা ১০, দধি মধু ঘৃত চিনি, নৈবেদ্য  
কুঁচা নৈবেদ্য, নবপত্ৰিকাৰ পৰিবেশ শাটী ১, লক্ষ্মীৰ শাটী ১, সরস্বতীৰ শাটী ১  
চতুৰ শাটী ১, নবপত্ৰিকাপূজাৰ শাটী ৯ বা ১ কাৰ্ত্তিকেয়ৰ ধূতি ১, গণেশৰ  
ধূতি ১, শিবৰ ধূতি ১ বিষ্ণুৰ ঐ ১ চন্দ্রমালা, থাল ১, বড়া বা ঘটী ১ লোহা,  
শিখ ১ নত ১ সিন্দূৰচূৰ্ণ ১ পুষ্পমালা বিষ্ণপত্ৰ-মালা রচনা দ্ৰব্যাদি ফলমূলাদি  
ভোগের দ্ৰব্যাদি ও আৱতি ।

অষ্টমী পূজা,—মহান্নান দ্ৰব্য । দস্তকাঠ ১, পুষ্প দুৰ্গা তুলসী, বিষ্ণপত্ৰ  
ধূপদীপ ধূনা, পূৰ্ণিমাৰ নেৰ জায় বস্ত্ৰ আসনাস্থৰী ও মধুপৰ্কেৰ বাটি, ১৯ বা ১০

দধি মধু ঘৃত চিনি, নৈবেদ্য ১ ; চন্দ্রমালা , পুষ্পমালা বিবপত্র-মালা, খাল ১ ; ঘড়া বা ঘট ১ ; লোহা , শঙ্খ ১ ; নত ১ রচনা ; সিন্দূরচূরড়ি ১ ; নবঘট, নবপতাকা, ভোগের দ্রব্যাদি , আরতি ।

সন্ধিপূজা,—পুষ্পদুর্কা • বিবপত্র, ধূপদীপ ধূনা, আসনাস্থুরী ১ মধুপর্ক, কাংস্যবাটী, দধি চিনি মধু ঘৃত ১ ; চেলির শাটী ১ ; চন্দ্রমালা ১ নৈবেদ্য ১ ; খাল ১, ঘড়া ১ লোহা ১ নত ১, পাটি ১ বালিস ১ চন্দ্রমালা ১, পুষ্পমালা ১ ভোগের দ্রব্যাদি রচনা, কুমারী পূজার দ্রব্য ।

নবমী পূজা,—মহারান দ্রব্য । সন্তকাঠ ১ পুষ্প দুর্কা বিব পত্র ধূপদীপ ধূনা পূর্বদিনের জায় বস্ত্র আসনাস্থুরী মধুপর্ক বাটী ৩ দধি মধু চিনি নৈবেদ্য কুচানৈবেদ্য খালা ১ ঘট ১ সিন্দূরচূরড়ি ১ লোহা শঙ্খ ১ নত ১ চন্দ্র-মালা পুষ্পমালা বিবপত্র-মালা রচনা পান পানের মসলা ভোগের দ্রব্যাদি রচনাদ্রব্যাদি বিবপত্র ১০৮ বা ২৮ পূর্বপাত্র, আরতি, দক্ষিণা ।

দশমী পূজা—সকলের দশোপচারে পূজা গন্ধ পুষ্প দুর্কা তুলসী বিবপত্র ধূপদীপ নৈবেদ্য দধি মুড়কি মিষ্টান্ন সিদ্ধি ।

শ্রীমাপূজা—সিন্দূর পূজকের বরণ ১ তন্ত্রধারকের বরণ ১ বরীশাস্থুরী ২ বরণডালা যজ্ঞোপবীত ৬ তিল হরিতকী পঞ্চগুড়ি পঞ্চগব্য পঞ্চশস্ত্র পঞ্চরত্ন পঞ্চপল্লব ঘট ১ একসরা আতপতগুল তেকাঠী ১ দর্পণ ১ সশীষডাব ১ ঘটাক্ষরদান গামছা ১ শ্রীমাপূজার শাটী ১ মহাকালের বস্ত্র ১ বিষ্ণুপূজার বস্ত্র ১ আসনাস্থুরী ও মধুপর্ক বাটী ৩ দধি মধু চিনি পুষ্প দুর্কা তুলসী বিবপত্র ধূপদীপ ধূনা নৈবেদ্য ৪ কুচানৈবেদ্য চন্দ্রমালা ১ পুষ্পমালা ১ বিবপত্র মালা ১ খাল ১ ঘটী ১ লোহা ১ নত শঙ্খ ১ রচনা ১ সিন্দূরচূরড়ি ১ বালি কাঠ গব্যাহুত হোমের বিবপত্র ২৮ ভোগের দ্রব্যাদি কর্পূর পান পানের মসলা পূর্বপাত্র ১ ছাগবলি আরতি দক্ষিণা ।

জগদ্ধাত্রী পূজা । সিন্দূর গুরুবরণ ১ পূজকের ঐ ১ তন্ত্রধারকের ঐ ১ বরণশাস্থুরী ৩ যজ্ঞোপবীত ১০ বরণডালা তিল হরিতকী পঞ্চগুড়ি পঞ্চগব্য পঞ্চরত্ন পঞ্চশস্ত্র পঞ্চপল্লব ঘট ১ সশীষডাব ১ একসরা আতপতগুল তেকাঠী ১ দর্পণ ১ ঘটাক্ষরদান গামছা ১ জগদ্ধাত্রী পূজার শাটী ৩ বা বিষ্ণুর বস্ত্র ৩ বা ১০ নারীদের কাপড় ১ আসনাস্থুরী ৪ বা ৫ মধুপর্ক বাটী ৫ বা ১ নৈবেদ্য ১০ কুচানৈবেদ্য ১ চন্দ্রমালা ৩ পুষ্পমালা ৩ পুষ্প দুর্কা তুলসী বিবপত্র ধূপদীপ বিবপত্র-মালা ৩ খাল ৩ বা ১ ঘটী ৩ বা ১

লোহা ১ নত ১ চুবাড় ১ পট্টবস্ত্র ১ দধি মধু চিনি শর্খা ১ জোড়া রচনা ৩ বালি কাঠ গব্যস্ত ৩ হোমের বিধগত ২৮ ভোগের দ্রব্যাদি পান পানের মসলা বলিদান দ্রব্য পূর্বপাত্র ১ দক্ষিণা।

কার্তিকেয় পূজা।—সিন্দূর আচার্য্য বরণ ১ বরণাঙ্গুরী ১ যজ্ঞোপবীত ১০ তিল হরীতকী ১ পঞ্চগুড়ি পঞ্চপল্লব পঞ্চশস্ত্র পঞ্চরত্ন বরণডালা ঘট ১ কুণ্ডলীড়ি ১ একমরা আতপতগুল দর্প ১ তেকাঠা ১ সশীষড়ার ১ ঘটাচ্ছাদন গামছা ১ পুষ্প দুর্কা তুলসী বিবপত্র ধূপ দীপ ধূনা আসনাজুরী ৪ মধুপর্কের বাটি ৩ নৈবেদ্য ৩ কুচানৈবেদ্য ৪ তীর ধনু ১ মোহনগু ১ কার্তিকেয় পূজার বস্ত্র ৪ ময়ূর পূজার বস্ত্র ৪ বা ১ বিষ্ণুপূজার বস্ত্র ৪ বা চলমালা ৪ পুষ্পমালা ৪ খাল ৪ ঘটী ৪ দধি মধু চিনি খেলনা ১ মাছ ১ বাজিস ১ বালি কাঠ গব্যস্ত ৩ হোমের বিধগত ২৮ ভোগ্য ৩ ভোগের দ্রব্যাদি রচনা ৪ পূর্বপাত্র ১ দক্ষিণা।

অন্নপূর্ণা পূজা—গুরুবরণ ১ পুরোহিত বরণ ১ তন্ত্রবার বরণ ১ বরণাঙ্গুরী ৩ বরণের আসন যজ্ঞোপবীত ১০ তিল হরীতকী সিন্দূর ঘট ১ কুণ্ডলীড়ি ১ তেকাঠা ১ সশীষড়ার ১ একমরা আতপতগুল দর্প পঞ্চগুড়ি পঞ্চপল্লব পঞ্চশস্ত্র পঞ্চরত্ন পঞ্চগব্য পুষ্প দুর্কা তুলসী বিবপত্র ধূপদীপ ধূনা বরণডালা অন্নপূর্ণার শাটী ১ শিবের বস্ত্র ১ বিষ্ণুর বস্ত্র ১ আসনাজুরী ৫ মধুপর্ক বাটি দধি মধু চিনি নৈবেদ্য ১ শর্খা ১ পাটি ১ বালিস ১ লোহা নত ১ শর্খা ১ খাল ঘট ১ সিন্দূরচুবাড়ি ১ পুষ্পমালা বিবপত্রমালা চলমালা ১ রচনা ১ চলির শাটী ফুলির ১ কাংড়া খাল ১ পিতলের হাঁড়ি ১ রেঞ্চি ১ যুস্তি ১ বালি কাঠ গোময় হোমের গব্যস্ত ৩ হোমের বিধগত ২৮ ভোগের দ্রব্যাদি আরতি দ্রব্য ৩ দক্ষিণা।

বোলঘাত্রা—বহুংসব (চাঁচর) পঞ্চগুড়ি পঞ্চগব্য তিগ হরীতকী পুষ্প দুর্কা তুলসী বিবপত্র ধূপদীপ ধূনা কৃষ্ণপূজার বস্ত্র ১ রাধিকার শাটী ১ আসনাজুরী ২ মধুপর্ক বাটি ৩ নৈবেদ্য ২ কুচানৈবেদ্য ১ দধি মধু ঘৃত চিনি পুষ্পমালা ২ ভোগের জলপানীয় দ্রব্যাদি খাল ১ ঘট ১ পান পানের মসলা কাঠ হোমের গব্যস্ত ৩ করবীপুষ্প ১০৮ পূর্বপাত্র ১ আবীর বরণডালা ৩ দক্ষিণা।

দেবদোল—পুষ্প দুর্কা তুলসী বিবপত্র ধূপদীপ ধূনা নৈবেদ্য ১ কুচানৈবেদ্য ১ পূজার বস্ত্র ৩ শাটী আসনাজুরী ৩ মধুপর্কের বাটি ৩ দধি মধু চিনি আবীর ৩ আরতি দ্রব্য।

অভিষেক—পঞ্চগব্য পঞ্চকবায় ডাবের জল, সহজধারা ইকুরস শিশিরোদক  
পুষ্পাদক নিখরোদক সাগরোদক সর্বাধি মহোৎকি-সুগন্ধি ঠৈতল বিকুড়ৈল  
তিলতৈল অগুরুচন্দন কর্পূর উষ্ণোদক পূজার দ্রব্যাদি আরতি ও দক্ষিণা ।

রাগবাত্রা—পঞ্চগুড়ি পঞ্চগব্য কল্পবৃক্ষ ১ রাগফুল তিল হরীতকী ফুল  
দুর্বা তুলসী বিষপত্র, ধূপদীপ ধূনা বরণডালা, আসনাসুরী ২ মধুপর্ক বাটি  
২ দধি মধু চিনি নৈবেদ্য ১৮, কুঁচানৈবেদ্য ১ কৃষ্ণের বস্ত্র ১ রাধিকার শাড়ী  
যোড়ণ গোপিকার যোড়শোপনার পূজার দ্রব্য খাল ঘটি ১ ভোগের দ্রব্যাদি  
পান পানের মসলা বালি কাঠি হোমের গব্যদ্রব্য করবী ফুল ১০৮ পূর্ণপাত্র  
১ আরতি, ও দক্ষিণা ।

রথবাত্রা,—পঞ্চগুড়ি পঞ্চগব্য তিল হরীতকী পুষ্প দুর্বা তুলসী বিষপত্র  
ধূপদীপ ধূনা বরণডালা ১ বিষ্ণুর বস্ত্র ১ লক্ষ্মীর শাটী ১ আসনাসুরী ২  
মধুপর্ক বাটি ২ কুঁচানৈবেদ্য ১ দধি মধু চিনি ভোগের দ্রব্যাদি পান পানের  
মসলা খাল ঘটি পুষ্পমালা বালি কাঠি হোমের গব্যদ্রব্য করবীপুষ্প ১০৮  
আরতি দ্রব্য ও দক্ষিণা ।

মূলন বাত্রা,—পঞ্চগুড়ি পঞ্চগব্য তিল হরিতকী পুষ্প দুর্বা তুলসী বিষপত্র  
ধূপদীপ ধূনা পুষ্পমালা আসনাসুরী ২ মধুপর্কের বাটি ২ দধি চিনি নৈবেদ্য  
২ কুঁচানৈবেদ্য ১ কৃষ্ণপূজার বস্ত্র ১ রাধিকাপূজার শাড়ী বরণডালা ১  
খাল ১ ঘটি ১ বালিকাঠি গব্যদ্রব্য করবীপুষ্প ১০৮ পূর্ণপাত্র ১ আরতি দক্ষিণা  
দ্রব্য ১ পূর্ববৎ অভিষেক দ্রব্য ।

ক্ষা,—গুরুবরণ ১ বরণাসুরী ১ বরণের ১ পুষ্প ১১ সিন্দূর ঘটি ১  
পঞ্চগব্য ১ গুড়ি পঞ্চগব্য পঞ্চগব্য ডাব ১ তিল হরীতকী ১ পুষ্প  
দুর্বা তুলসী বিষপত্র ধূপদীপ ধূনা নৈবেদ্য ২ কুঁচানৈবেদ্য ১ আসনাসুরী ২  
মধুপর্ক বাটি ১ দধি মধু চিনি গুরু ও মহাকাল পূজার বস্ত্র ১ পূজার শাড়ী ১  
পুষ্পমালা, পান সুপারি খাল ১ ঘটি ১ জনপানীয় দ্রব্য ভোগের ঐ মিষ্টান্ন বালি  
কাঠি গব্যদ্রব্য বেলপাতা ১০৮ সমিধ ১০৮ পূর্ণপাত্র ১ আত্মশাধা ১ মন্ত্রগ্রহণের  
বস্ত্র ২ পূর্ণপাত্র ১ প্রবান দক্ষিণা গুরু দক্ষিণা ।

পঞ্চম সন্তানন—পঞ্চগব্য তিল হরীতকী পুষ্প দুর্বা তুলসী বেলপাতা  
ধূপদীপ ধূনা নৈবেদ্য ৫ কুঁচানৈবেদ্য ১ আসনাসুরী ৪ মধুপর্ক বাটি ৪ দধি মধু  
চিনি নারায়ণ পূজার বস্ত্র ১ শিবের বস্ত্র দ্বাপাপূজার শাড়ী ১ শুভীর ঐ ১ কল  
১২ হরীতকী উপকরণাদি ; মিষ্টান্ন : দক্ষিণা ।

হস্তিকাযুক্তী পূজা—সিন্ধু, বুদ্ধিশাল, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, আত্মশাখা ২  
ঘট ২ ঘণ্টার ডাল ১ তিল হরীতকী, পুষ্প দুর্কা তুলসী বিবপত্র ধূপদীপ ধূলা;  
আমনাকুরী মধুপর্ক বাটি ৫ দিধি মধু চিনি; নৈবেদ্য, কুঁচানৈবেদ্য যজ্ঞীয় শাড়ী ১  
মার্কণ্ডেয় বস্ত্র ১ মহনদণ্ড ১ তীর ৭ ধনু ১ পিটুলি অকিটী হাড়ি ১ পিটুলির  
পুতলিকা ২ খেতসর্বপ ময়কলাই বটের পাণ্ডা পাখা ১ গামছা কাঁচা হলুদ ১  
ঘৃত প্রদীপ ১ আঁতমড়া ফল ২ লোহা ২ ঘূনসি তালপত্র ১ বালি কাঠ বকুল-  
পত্রের ধারা হোম ২৮ ঘৃত পান সুপারি গোমুণ্ডের পূজা ব্রাহ্মণগণের পদধূলি,  
মিষ্টান্ন, দক্ষিণা।

প্রায়শ্চিত্ত—তিল হরীতকী পুষ্প দুর্কা তুলসী ধূপদীপ আতপচাউল উপ-  
করণাদি, পঞ্চগব্য কলাপাতা গজদন্ত-মুক্তিকা গামছা উৎসর্গের কড়িরা  
তাহার মূল্য পার্শ্বশ্রাদ্ধ গোত্রাসের দুর্কা ব্রাহ্মণভোজন ও দক্ষিণা।

গৃহপ্রবেশ, বুদ্ধিশাল, বরণডালা পঞ্চগব্য পঞ্চরত্ন পঞ্চশস্য, পঞ্চ-  
পল্লব সশীষডাল ঘট তিল হরীতকী ধূল দুর্কা তুলসী বেলপাতা ধূপদীপ ধূলা  
নৈবেদ্য ৪ কুঁচানৈবেদ্য ১ বিষ্ণুপূজার বস্ত্র ১ ব্রহ্মপূজার ঐ ১ বিষ্ণুকর্মার ঐ ১  
বাস্তবপূজার ঐ ১ আসনাকুরী ৪ মধুপর্কের বাটি ৪ দিধি মধু চিনি হ্রদ কুলা  
খেতশাল জীবিত মৎস্য ৫ সদৎনা গো ১ খবানক্তি ব্রাহ্মণকে স্বাদ্যাদ্য পুণ্যমণে  
স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র রক্ষা, বালি কাঠ, ঘৃত, করবীন্দ্র পূর্ণপাত্র দক্ষিণা।

বাস্তবগ—সিন্ধু, বুদ্ধিশাল পূর্ববৎ; শুকনবর্ণ পুরোহিত বরণ নরায়ণ  
বরণ ১ ব্রহ্মবরণ ১ সদস্যবরণ ১ হাতবরণ ১ আত্মবরণ বরণাদি  
বরণের আসন ৭ ঘণ্টা ১ তিল হরীতকী পঞ্চগব্য পঞ্চরত্ন পঞ্চশস্য  
পঞ্চপল্লব পঞ্চরত্ন আত্মশাখা ৬ ঘট ৫ শাস্তিঘট ১ সশীষডাল ৬ বান্ধাশাল  
শাস্তির শাড়ী ২ পূজার বস্ত্র ৫ পূজার শাড়ী ২ আসনাকুরী ৭ মধুপর্ক বাটি ৭  
দিধি মধু ঘব চিনি স্বর্ণ ১ খণ্ড রৌপ্য ১ খণ্ড মুগ গম ধান্য মাষকলাই কুল দুর্কা  
তুলসী বেলপাতা অমৃতকান-মুক্তিকা গজদন্ত-মুক্তিকা বজ্রীক-মুক্তিকা নদাসর্জন  
মুক্তিকা হ্রদ-মুক্তিকা গোবিন্দ-মুক্তিকা রত্ন-মুক্তিকা ফুলের মালা ধূপদীপ ধূ-  
লা ১ কুঁচানৈবেদ্য ১ কাঁচার রেকাবী ৩ বালি কাঠ হোমের গব্য  
আত্মশাখা ১ সমিধ ৭০০, নবগৃহ সমিধ প্রত্যেকে ২৮; নুতন ইট  
সাদাগুল সর্বোচ্চ বৈ লালসূতা একহস্ত পরিমিত খদিরের খুঁটা ৪ বেল  
বদনা ১ বজ্রত প্রদীপ ১ স্বর্ণশলাকা ১ ৩ স্বর্ণশলা ১ পূর্ণপাত্র ১ প্রদীপ  
দক্ষিণা হস্ত দক্ষিণা।







